বাল্মীকি রামায়ণ



১

বালকাণ্ড

ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত

বাল্মীকি রামায়ণ

ভাষান্তর : সরোজাক্ষ নন্দ

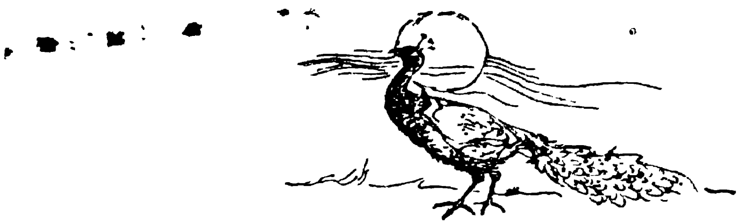
সহযোগী সম্পাদক : জ্যোতিভূষণ চাকী

নবপত্র প্রকাশন

প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক : রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
নিউ মানস প্রিন্টিং
৯/বি গোয়াবাগান স্ট্রিট / কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন



সূচীপত্র



প্রকাশকের কথা

ভারতের সংস্কৃতি ও সংহতির ব্যাপারে রামায়ণ এখনও একটি জীবন্ত প্রেরণা। আশার কথা রামায়ণ নিয়ে নতুন করে চিন্তা ভাবনা শুরু হয়েছে। তবে তা শুধু পণ্ডিতমহলে সীমাবদ্ধ না থেকে জনসাধারণে পরিব্যাপ্ত হোক এ তো আমরা সবাই চাই। এইজন্যেই অনেক দিন আগেই বাল্মীকি রামায়ণের মূল ও সহজ অনুবাদ সহ একটি গ্রন্থ প্রকাশ করার বাসনা ছিল আমাদের। কাজ আরম্ভ করেও তা বেশ কিছুদিন স্থগিত রাখতে হয়েছিল নানা প্রতিকূল অবস্থার জন্যে। সকলের উৎসাহে কাজটি আবার নতুন উদ্যমে শুরু করা গেল। প্রথম খণ্ডটি বইমেলার মধ্যেই পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। বঙ্গাক্ষরে শ্লোক, অন্বয় এবং অনুবাদ একসঙ্গে থাকায় মূলের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হবে এবং তাঁরা অনেক বিষয়েই নতুন করে ভাবতে পারবেন এবং প্রসঙ্গতঃ কৃত্তিবাসী রামায়ণের সঙ্গে তুলনাত্মক দৃষ্টিতে দেখতে পারবেন। সুভাষিত সংযোজনটিও নানা প্রয়োজনে কাজে আসতে পারে। খণ্ডের পরিশিষ্টে মানচিত্রাদি এবং রামায়ণ সম্পর্কিত নানা বিষয়ের আলোচনা যুক্ত হবে। আমাদের সামনে রইল আরও ছয়টি কাণ্ডের দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা। এই পরিক্রমায় সুধীজনের শুভেচ্ছা ও পরামর্শ আমাদের পাথেয়। আমাদের গৃহীত ভারত-সংস্কৃতিমূলক অন্যান্য কাজগুলির মতো এ কাজটিও সকলের সহানুভূতি ও সহযোগিতায় সুসম্পন্ন হোক এই প্রার্থনা।

স্বর্গত পিতৃদেব ত্রৈলোক্যনাথ নন্দ দেবশর্মা

এবং

স্বর্গতা মাতৃদেবী গিরিবালা দেবীর

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে

ভূমিকা

শুভতে সুভগঃ শ্রীমান্ স্বাতীপথ ইবাপরঃ

সুগ্রীবের আদেশে নল যখন বিশাল সেতু নির্মাণ করল তখন সেই সেতুটিকে দেখে মনে হল যেন সীমাহীন আকাশের মধ্যে ছায়াপথ শোভা পাচ্ছে।

ভৌগোলিক বিচারে সেতুটা কোন্ অক্ষাংশ-দ্রাঘিমায় গড়ে উঠেছিল এবং ঐতিহাসিক বিচারে তা আদৌ গড়ে উঠেছিল কিনা জানি না, তবে বাল্মীকি[1] যে ভাব-কল্পনার উপলখণ্ড যোজনা করে সেকাল ও একালের মধ্যে আশ্চর্য এক সেতু গড়ে তুলেছিলেন তা বিশ্বাস করি।

স্বরূপ

যদি এমন কোনো গ্রন্থের নাম করতে হয় যে-গ্রন্থটি ভারতের সহস্র মন একসূত্রে গ্রথিত করেছে তা হলে বলব সে-গ্রন্থের নাম রামায়ণ। মহাভারতের নামটিও একই-সঙ্গে উচ্চারিত হতে পারে। তবে আসমুদ্রহিমাচল আপামর জনসাধারণের উপর রামায়ণের প্রভাবই বোধহয় বেশি।

দুই গ্রন্থের স্বরূপেই এর কারণ বিধৃত। মহাভারত মূলতঃ মহাপুরাণ—ভারত-পুরাণ কথা। বহু আখ্যান-উপাখ্যান-ধর্মকথা ইত্যাদি অবলম্বনে যুগ যুগ ধরে গড়ে উঠেছে মহাভারত, যা হয়ে উঠেছে ভারতের চিন্তাচেতনার বিশ্বকোষ[2]। 'ব্যাস' কথাটার মানেই বিস্তৃতি। ব্যাসদেব বলছেন, গণদেবতা লিখে চলেছেন[3], আর এই গণদেবতা শুধু হস্তাক্ষর বিন্যাস করেই চলেন নি, হস্তচালনাও করেছেন। যুগ যুগ ধরে বহুজনের বহুমনের বর্ণসম্পাত ঘটেছে এই মহাগ্রন্থে। একটা বিশাল সংগ্রহশালায় বহু সামগ্রীর সমাবেশ থাকলেও তার সামগ্রিক ফল বোধ হয় একটি স্তম্ভিত বিস্ময়। মহাভারতে আমরা দুহাত ভরে পেয়েছি, কিন্তু রামায়ণে হয়তো ঠিক যা চেয়েছি তাই পেয়েছি বলেই আমাদের মন ভরেছে।

রামায়ণ মূলতঃ কাব্য[4], তার একজনই কবি। অন্য হাত এখানে নেই তা নয়। তবে রচয়িতার একত্ব এখানে অনুভূত। কাব্যের আবেদন শুধু আমাদের বুদ্ধি আর মেধার কাছেই নয়, তার আবেদন আমাদের হৃদয়ের গভীরে। আর রামায়ণ আমাদের হৃদয়েরই কথা। যে-স্বর্গলোক থেকে আমরা বিচ্যুত সেই স্বর্গলোকের ছবিই রামায়ণ আমাদের কাছে তুলে ধরে। সেই স্বর্গলোক হল আদর্শ আর মূল্যবোধের : আদর্শ ভ্রাতৃত্ব, আদর্শ সৌহার্দ্য, আদর্শ পাতিব্রত্য এই রামায়ণে অমৃতবাণীতে

পরিবেশিত হয়েছে। সূর্যবংশের রাজকাহিনীতে আমরা ঘরের কথাই শুনতে পেয়েছি, রাজগৃহ আমাদেরই ঘরের আঙন হয়ে উঠেছে।[৫]

রামায়ণকে যদি ইতিহাস বলি, তা হলে তা কোন্ ইতিহাস? রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি 'অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবর্তিত হইল, কিন্তু এ ইতিহাসের পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা সংকল্প তাহার ইতিহাস এই দুই কাব্যহর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।' (রামায়ণ, প্রাচীন সাহিত্য)

বলতে ইচ্ছে করে এই দুটি হর্ম্যের মধ্যে দ্বিতীয়টি সাতমহলা এবং শতাজন, তার সিংহদ্বারে বৃষ্ণির প্রহরীরা। প্রবেশ-নির্গম তেমন অবারিত নয়। কিন্তু প্রথমটি মর্মরময় হলেও মর্মময়, তার প্রবেশদ্বারে স্বাগত-দীপশিখা।

তবে দুটি মহাগ্রন্থই স্বভাবধর্মী, দুটিই আমাদের চিত্তভূমি থেকে তিল তিল করে গড়ে উঠে আবার চিত্তভূমিকেই গড়ে তুলেছে এক মঙ্গলচেতনার পলিতে। এই জন্যেই শুধু গঠন বা আয়তনের দিক দিয়ে নয়, আন্তর পরিচয়েও এ দুটি মহাকাব্য— তবে পারিভাষিক অর্থে নয়,[৬] যা যথার্থই মহৎ বা মহান্‌কে ধারণ করে আছে এই অর্থে।

গঠন

রামায়ণের কাব্যদেহ বিশাল এক মহীরুহের মতো। ভারতের মহী থেকেই তা প্ররূঢ় বা উদ্ভিন্ন। এই মহীরুহের শাখাবিস্তারে যোগপন্থ নেই, আছে কালক্রমিকতা। সপ্তকাণ্ড এই রামায়ণ। 'কাণ্ড' কথাটি এই মহীরুহের সঙ্গেই সম্পর্কিত।

মূল রামায়ণ সপ্তকাণ্ড ছিল না। বালকাণ্ড এবং উত্তর কাণ্ডটি পরে সংযোজিত হয়। যুদ্ধকাণ্ডেই যে রামায়ণ শেষ হয়েছিল তা বোঝা যায় এই কাণ্ডের শেষে ফলশ্রুতি-বর্ণনায়।[৭] উত্তরকাণ্ড যুক্ত হবার পর আবার নতুন করে ফলশ্রুতি যোগ করতে হল। উত্তরকাণ্ডের 'কাণ্ডানি ষট্ কৃতানীহ সোত্তরাণি মহাত্মনা'—(৯৪.২৭) এই প্রকাশ-ভঙ্গীটিও (৬ + ১ = ৭) উত্তরকাণ্ডের পরবর্তিতার সঙ্কেত।

বালকাণ্ডটিও একবারে রচিত হয় নি। ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছে। নারদের বর্ণিত রামকথায় দশরথের সীতা ও লক্ষ্মণসহ অযোধ্যায় প্রত্যাগমন ও রাজ্যভার গ্রহণ পর্যন্ত আছে। সেখানে উত্তরকাণ্ডের কোনো ঘটনার উল্লেখ নেই। কিন্তু বালকাণ্ডের তৃতীয় সর্গের সংক্ষিপ্তসারে সীতাবিসর্জনের উল্লেখ আছে (স্বরাষ্ট্ররঞ্জনঞ্চৈব বৈদেহ্যাশ্চ বিসর্জনম্—১.৩.৩৮)। বেশ বোঝা যায় এটি উত্তরকাণ্ড সংযোজিত হবার পর যুক্ত হয়। চতুর্থ সর্গে কুশলবের রামায়ণগানের বিবরণ স্পষ্টতই আছে অর্থাৎ উত্তরকাণ্ড তখন সংযোজিত। বালকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ডের প্রথমাংশে বংশবিবরণে পুরাণের

প্রভাব স্পষ্টতই চোখে পড়ে। বালকাণ্ডে কবির ব্যক্তিগত ঘটনা প্রথম পুরুষে বর্ণিত। বাল্মীকির নিজস্ব রচনা হলে হয়তো তিনি নিজেকে বাক্যবিশারদ, ভগবান্ (১.২.৯) মহাত্মা (১.২.৭) ইত্যাদি বলতেন না। তাছাড়া নারদ তো একবার রামজীবনের ঘটনা বললেনই, আবার বর্ণনীয় বিষয়ের সার বলবার দরকার কী? এমন শক্তিমান কবি কাব্যারম্ভে বার বার সূচীপত্র দেবেন কেন? প্রথম সূচীতে বালকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ডের নাম নেই। অধ্যাপক যাকবি এ বিষয়ে বলেন বর্তমান রামায়ণের পঞ্চম সর্গই মূল প্রাচীন রামায়ণের প্রারম্ভক ছিল এবং অযোধ্যাকাণ্ড থেকেই রামায়ণ শুরু হয়েছিল। মূল অযোধ্যাকাণ্ড থেকে কিছু কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন করে এবং নতুন কয়েকটি সর্গ তাতে যোগ করে বালকাণ্ড রচনা করা হয়েছে। তাঁর মতে বালকাণ্ডের পঞ্চম সর্গের 'সর্বা পূর্বমিয়ং যেষামাসীৎ কৃৎস্না বসুন্ধরা (১.৫.১)' দিয়ে মূল রামায়ণ শুরু হয়েছিল। তবে এইসব সংযোজন ও পরিবর্তন অনেককাল আগেই করা হয়েছে।[৮]

মহাকাব্যদুটির পৌর্বাপর্য ও রামায়ণের সম্ভাব্য রচনাকাল

রামায়ণ-মহাভারতের পৌর্বাপর্যনির্ণয় প্রায় অসম্ভব বললেও চলে। মহাগ্রন্থদুটির কোনো-একটির রচনাকাল সঠিকভাবে নির্ণীত হলে তারই আলোকে আর-একটির সময় নিরূপণের চেষ্টা চলতে পারত। কিন্তু দুটির রচনাকালই অনিশ্চিত বলে তাও সম্ভব নয়। একাজ আরও দুরূহ এই জন্যে যে এই দুই গ্রন্থের কাব্যদেহ কোনো-একটা নির্দিষ্ট সময়ে গড়ে ওঠে নি, দীর্ঘকাল ধরে এদের বিবর্ধন চলে এসে তা বর্তমান রূপ পেয়েছে।

মহাভারতে 'রামোপাখ্যানে'র[৯] সংক্ষিপ্তসার আছে বলে এবং অন্যত্রও রামকথার আরও উল্লেখ আছে বলে রামায়ণকেই পূর্ববর্তী রচনা বলেছেন অনেকে। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণীয় বলে মনে হয় না। কারণ রামায়ণে মহাভারতের বহু চরিত্র ও উপাখ্যানেরই উল্লেখ আছে। অর্জুন (কার্তবীর্য ১. ৭৫. ২৩), বাসুদেব (১. ৪০. ২-৩, ৭. ৬৩. ২০-২২), জনমেজয় (২. ৬৪. ৪২) রাধেয় (৭. ৬. ৩৫). পাঞ্চজন্য (৪. ৪২. ২৮), নহুষোপাখ্যান (৭-৫৬), ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যান (১. ৮-১১), নলদময়ন্তী উপাখ্যান (৫. ২৪. ১২), পুরূরবা-উর্বশী উপাখ্যান (৭, ৫৬) ইত্যাদির উল্লেখ আদৌ উপেক্ষা করা চলে না। তাছাড়া রামায়ণের 'কচ্চিৎ সর্গটি'[১০] মহাভারত থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে বলে মনে হয়।

খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের (অনুমানিক) নাট্যকার ভাস রামায়ণ-মহাভারত দুটি-

মহাকাব্যের কাহিনী নিয়েই নাটক রচনা করেছেন। এই দুই মহাকাব্যের প্রভাবও তাঁর উপর স্পষ্ট। প্রাচীন পুরাণগুলো দুটি মহাকাব্যের উপাখ্যানই ব্যবহার করেছে (অনেক ক্ষেত্রে ভাষাবন্ধন সহ)। দুটি মহাকাব্যের ভাষা, ছন্দ ও ব্যাকরণও সগোত্র। এসব দেখে দুটি গ্রন্থকে প্রায় সমকালীন বলেই মনে হয়। তবে কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন রামায়ণের আদিরূপই প্রথম লিপিবদ্ধ হয়েছিল, পরে পরবর্তী রূপ মহাভারত-সংকলনের পরে রচিত হয়েছে। পরবর্তী সমস্ত কাব্যে বা পুরাণে বাল্মীকি 'আদি কবি' হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায়[১১] এই মতই সমর্থিত হয়।

খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকের কবি অশ্বঘোষ বাল্মীকির উল্লেখ করেছেন এবং বিভিন্ন উপমায় রামকাহিনী ব্যবহার করেছেন। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত পতঞ্জলির মহাভাষ্যে 'এতি জীবনানন্দঃ' উদ্ধৃতি—৩.১.৬৭ (৫) বাল্মীকি-রামায়ণ থেকেই গৃহীত মনে হয় (৫-৩৪ ৬)[১২]। এরই কিছু আগে, বড়োজোর এক শতক আগে, রামায়ণ রচিত হয়েছে এমন মনে করা চলতে পারে। Weber প্রভৃতি যে-সব পণ্ডিতেরা এরও অনেক আগে রামায়ণ রচিত হয়েছে বলে মনে করেন ম্যাকডোনেল তাদের মত খণ্ডন করে বলেন, '·· no reason to go back much farther than 300 BC for the genesis of Valmiki's poem.'

অনেকেই জাতকে রামকথার উল্লেখ দেখে অনুমান করেন রামায়ণরচনা বুদ্ধ-পূর্ব যুগের। এ মত গ্রহণীয় মনে হয় না। প্রচলিত রামকাহিনী থেকেও এ-সব জাতক গড়ে উঠতে পারে, পরে রূপান্তরিতও হতে পারে। রামায়ণের ভাষা ও ছন্দ দেখেও তাকে বুদ্ধপূর্ব বলে মনে করা যায় না।

অনেকে রামায়ণে (১ ১৪. ১২.) 'শ্রমণ' শব্দের উল্লেখ দেখে এই কাব্যকে বৌদ্ধ যুগের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে চান। কিন্তু 'শ্রমণ' কথাটি বুদ্ধপূর্ব যুগেও 'সন্ন্যাসী' অর্থে চলত। তবে সরাসরি একটি শ্লোকে 'বুদ্ধে'র উল্লেখ থাকায়[১৩] তাঁদের এ মত জোরালো হয়ে ওঠে। কিন্তু এই শ্লোকটিতে যে বুদ্ধনিন্দা আছে তা গবেষকদের মতে পরবর্তী সংযোজন, যখন বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের পর ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রাধান্য ঘটিতে হচ্ছে সেই সময়কার।

উৎস : ব্যাপ্তি : বৈচিত্র্য :

রামায়ণ লিপিবদ্ধ হবার অনেক আগেই-যে রামসম্বন্ধ নানান্ উপকথা বা লোককথা প্রচলিত ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। বেদে 'সীতা' লাঙলরেখার প্রতীক মূর্তিমতী কৃষিলক্ষ্মী। ঋগ্‌বেদে সীতার বর্ণনা পাই : সীতে বন্দামহে ত্বা (৪. ৫৭৬)। অথর্ববেদে কৌশিকসূত্রে (১৪. ৭) সীতা পর্জন্যপত্নী। পারস্কর গৃহসূত্রে তিনি

ইন্দ্রপত্নী। কৃষির সঙ্গে পর্জন্য আর ইন্দ্রের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আর এই পর্জন্য বা ইন্দ্রের শত্রু হল বৃত্র বা অনাবৃষ্টি। রূপকের দিক থেকে রাবণকে বৃত্র আর রামকে ইন্দ্র সহজেই মনে করা যেতে পারে। মেঘনাদের ইন্দ্রজিৎ বা ইন্দ্রশত্রু নামটি সেই ইঙ্গিতই দেয়।

'রাম' নামটিও ঋগ্‌বেদে পাওয়া যাচ্ছে :

সুপ্রকেতৈর্দ্যুভিরগ্নির্বিতিষ্ঠন্
রুশদ্‌ভির্বর্ণৈ রভি রামম্ অস্থাৎ।

১০. ৩. ৩।

—রামকে বিদায় দিচ্ছেন অগ্নি। রামভদ্র ভদ্রার সঙ্গে চলেছেন (ভদ্রো ভদ্রায়া সচমান আগাৎ), তার মানে ভগ্নীসহ ভদ্রকে বিদায় দিচ্ছেন। অগ্নি যেন দশরথ। তারপরই চমক উঠতে হয়—স্বসারং জারো অভ্যেতি পশ্চাৎ। ভগ্নীর সঙ্গে প্রেমিক পিছনে পিছনে চলেছে। অর্থাৎ, এই সূক্তে উল্লিখিত রাম যদি রামায়ণের রাম হয়, তাহলে রামের সঙ্গে যিনি বিদায় নিয়ে চলেছেন তিনি তাঁর ভগ্নী, পত্নী নন ?[১৩ক] সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে বেদের যম ও যমীর কাহিনী, যেখানে ভগ্নী যমী ভ্রাতা যমের প্রণয়প্রার্থিনী। আরও মনে পড়ে দশরথ-জাতকের কথা যেখানে রামসীতা ভাইবোন, রাম অযোধ্যায় ফিরে এলে সীতা রাজমহিষী হলেন। এ ধরণের বিবাহ বহু রাজবংশে ঘটেছে, ইক্ষ্বাকু বা শাক্য বংশেও ঘটেছে। বেদের 'মিথ' যে-'লিজেণ্ড' বা লোককথার জন্ম দিয়েছে রামকথার ক্ষীণসূত্র তার মধ্যে থাকতেও পারে।

রাজার সুয়োরানীর ছেলের প্রতি টান আর দুয়োরানীর ছেলের প্রতি অনাদর—এ তো চিরকালের লোককথার আদল (motif)। সাতসমুদ্র পার হয়ে রাজপুত্রের বন্দিনী রাজকন্যার উদ্ধার এবং সেই উদ্ধারের ব্যাপারে ব্যঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী বা অন্য তির্যক্‌যোনির সাহায্যদানের কথাও তো লোককথার আদলে। পৃথিবীর প্রাচীনতম মিশর-মেসোপটেমিয়ার মিথেও অশুভশক্তির বিরুদ্ধে শুভশক্তির দ্বন্দ্ব এবং শুভশক্তির জয় বিঘোষিত। রামকথার প্রাক্‌-ইতিহাসে ডঃ সুকুমার সেন রামকথাভিত্তিক বিভিন্ন মিথের পারস্পরিকতা আলোচনা করছেন। মিথগুলোতে পারস্পরিক প্রভাব থাকতেই পারে, তবু বলতে ইচ্ছে করে মানুষের কল্পনার মধ্যেও ঐক্য আছে। রূপকথাগুলোতে এই ঐক্য সহজেই ধরা পড়ে। রূপকথার গল্পে অনেক নায়ক বা বীরকেই তার শক্তির পরিচয় দিতে হয়েছে কঠিন কাজ করে। পর পর সাতটা তালগাছ বিদ্ধ করার ব্যাপারটা অনায়াসে কঠিন ধনুক ভাঙায় রূপান্তরিত হতে পারে।

Weber বলেন রামকাহিনীতে প্রাচীনতম গ্রীক এপিক ইলিয়াদ ও ওদিসির

প্রভাব আছে। তিনি অপহৃতা হেলেনকে উদ্ধারের জন্যে ট্রয়নগরী-অবরোধের সঙ্গে লঙ্কা-অবরোধের এবং ইউলিসিসের ধনুক-বাঁকানোর সঙ্গে রামের ধনুর্ভঙ্গের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। প্রসঙ্গ ও পরিস্থিতি ও উপস্থাপন বিবেচনা করলে প্রভাবের কথা মেনে নেওয়া যায় না। আর সাদৃশ্য যা তা আপনা-থেকেই থাকতে পারে। এর কারণ আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

দশগ্রীবে হাইড্রার ছায়া থাকা সম্ভব। কারণ প্রতিপক্ষকে অতিমানবীয়রূপে কল্পনার প্রবণতা অস্বাভাবিক নয়। এর উপরে trans-substantiation-এর প্রভাবও অনায়াসে থাকতে পারে, যাকে বলা হয়েছে 'rhetoric turned into logic'. 'দশগ্রীবের' 'দশ'কে শক্তির প্রতীক হিসেবে না নিয়ে আক্ষরিক অর্থে নিলেই মিথ গড়ে উঠবে। 'সীতা'-নামের ক্ষেত্রেও এ মতবাদ খাটে। সীতা মানে 'লাঙলের রেখা'; তাকে ব্যক্তিত্ব আরোপ করা হল, তিনি হয়ে উঠলেন 'লাঙলের-রেখায়-পাওয়া কন্যা।' গল্প গড়ে উঠল অমনি; জনকরাজা তাঁকে পেলেন চাষ করতে করতে। সীতা হয়ে উঠলেন অযোনিজা।

দেশবিদেশে-ছড়ানো রামকাহিনীর ভিন্নতা দেখলে মনে হয়, বিভিন্ন উৎস থেকে সেগুলো এসেছে, প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস বা সংস্কার অনুযায়ী তাকে পরিবর্তিত করে নেওয়া হয়েছে। প্রথমে বলা যাক সংস্কৃত সাহিত্যের কথা॥

ভাগবত পুরাণে (নবম স্কন্দে) সীতা বাল্মীকির আশ্রমে সন্তান প্রসব করে তাদের ভার মুনিকে দিয়ে পাতালে প্রবেশ করলেন। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে একটি উপন্যাস থেকে পাচ্ছি রাম তপোবন থেকে এসে অনার্যকীর্তিত রাজ্য রক্ষা করলেন। তার মানে ভরতের সুশাসন এখানে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ভাসের প্রতিমা নাটকে নগরপ্রান্তে প্রতিমাগৃহে দশরথের প্রতিমূর্তি দেখেই ভরত জানতে পারেন পিতা লোকান্তরিত। সেখান থেকেই তিনি রামকে আনতে যান—'অযোধ্যা যত্র রাঘবঃ'। এ নাটকে সীতারাবণের বৃত্তান্তেও বৈচিত্র্য আছে। রাম পিতৃশ্রাদ্ধে কী দেবেন এই নিয়ে যখন চিন্তিত ঠিক সেই সময়ে ব্রহ্মচারী বেশে এসে রাবণ তাঁকে বলেছিলেন—শ্রদ্ধায় যা দেওয়া যায় তাই 'শ্রাদ্ধ', তবে কাঞ্চনপার্শ্বমৃগ দিয়ে তর্পণ করতে পারলে প্রয়াতের অক্ষয় স্বর্গ। এই কাঞ্চনপার্শ্বমৃগ দেখে রাম প্রধাবিত হলেন।

ভবভূতির উত্তররামচরিতে বর্ণিত আলেখ্যদর্শন, ভরতমুনির রামায়ণ-অভিনয় ইত্যাদি ঘটনা অন্যত্র মেলে না। মহাবীরচরিতে বিশ্বামিত্রের আশ্রমে রাম ও লক্ষ্মণ সীতা ও ঊর্মিলাকে প্রথম দেখেন। রাবণ সীতার পাণিপ্রার্থী হয়ে মিথিলায় দূত পাঠান। ঐ দূত ব্যর্থ হয়ে ফিরলে রাবণ রামের সর্বনাশ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। পরশুরামকে রাবণই উত্তেজিত করেন। শূর্পণখা মন্থরারূপ ধারণ করে।

এইভাবে ভক্তিকাব্য, জানকীহরণ, প্রসন্নরাঘব, অনর্ঘরাঘব, হনুমন্নাটক ইত্যাদি সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচলিত রামকাহিনীর কিছু কিছু রূপান্তর দেখা যায়, এই রূপান্তর যেমন কবির স্বকপোলকল্পিত হতে পারে, তেমনি বাল্মীকিরামায়ণ ছাড়া অন্য-কোনো উৎস থেকেও গৃহীত হতে পারে।

জৈন রামায়ণে (৪-৫—১১-১২ শতক পর্যন্ত লেখা) সীতা রাবণ-মন্দোদরীর কন্যা। সীতা পিতৃবংশ উচ্ছেদের হেতু হবে এই ভবিষ্যদ্‌বাণী থাকায় তাকে রেখে আসা হয়েছিল জনকের মাঠে। সেখানে লাঙলের ডগায় সীতাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন জনক। তাঁর পত্নী ধারিণী (অর্থের দিক থেকে ধরিত্রীই যেন) সীতাকে মানুষ করেছিলেন। স্বয়ংবরে সীতা রামকে বরণ করেছিলেন। ধনুর্ভঙ্গের কোনো কথা নেই এখানে। জৈন রামায়ণে লক্ষ্মণই প্রধান পাত্র। রাবণবধ লক্ষ্মণই করেন। লক্ষ্মণই সেখানে ত্রেতাযুগের কৃষ্ণ।

ইরানীয় খোটানী রামায়ণেও দেখি সীতা রাবণের অগ্রমহিষীর কন্যা। ভবিষ্যদ্‌বাণী ছিল এই কন্যা থেকেই পিতৃবংশের উচ্ছেদ হবে। রাবণ তাই একটি মঞ্জুষায় করে কন্যাকে ভাসিয়ে দেন নদীতে। এক ঋষি (বাল্মীকি ?) তাঁকে পেয়ে পালন করেন।

শ্যামকম্বোডিয়ার রামায়ণে রাবণের প্রাণটি গচ্ছিত ছিল একটি মুনির কাছে (উপকথার motif)। এক বন্ধু রাক্ষস (বিভীষণ ?) রাবণের বেশে মুনির কাছ থেকে সেই গচ্ছিত কৌটা নিয়ে উড়ে আসছিল। হঠাৎ কৌটায় চাপ লাগায় রাবণের প্রাণ পিষ্ট হয়। খোটানী রামায়ণে রামের মর্মস্থান ছিল পায়ের বুড়ো আঙুল। রামের বাণ সেখানে গিয়ে লাগল বলেই নিহত হলেন রাবণ।

একটি ফিলিপিন উপকথায় দেখি রাবণ (লাওয়ানা) নিহত হন নি। পরাজিত হলে তাঁর সুবুদ্ধি ফিরে আসে, তিনি সুশাসনে রত হন। খোটানী রামায়ণেও রাবণ নিহত হন নি। তিনি রামের কাছে জীবন ভিক্ষা করে বলেছিলেন—খাজনা দেব।

জাভার প্রাচীন রামায়ণকথায় (নবম-দশম শতকে রচিত) বাল্মীকিরামায়ণের প্রভাবই বেশি করে চোখে পড়ে। এ রামায়ণে ইন্দ্রকে একটু বেশি বিচলিত দেখা যায়। তিনি ধরে নিচ্ছেন রাম হয়তো রাবণের শক্তির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবেন না। তিনি তাই গুহ্যাস্ত্র পাঠাচ্ছেন, সেই সঙ্গে রথ, যার সারথি মাতলি।

জাভায় রামসীতা (রমো-সীত্যো) মানবজাতির আদি পিতামাতারূপে কল্পিত হয়েছেন। জাভার একটি রামকথায় রামসুগ্রীবের মিলনকাহিনী কৌতূহলোদ্দীপক। লক্ষ্মণ এক নদী থেকে জল আনলেন। রাম জলে লবণের স্বাদ পেলেন। লক্ষ্মণ নদীর বিপরীত মুখে উৎসে গিয়ে দেখলেন রাজ্যহারা সুগ্রীব কাঁদছে। তার অশ্রুধারায়

গড়ে-ওঠা নদী থেকে লক্ষ্মণ জল এনেছিলেন। লক্ষ্মণের কাছে রাম এই সুগ্রীবের কথা জানতে পেরে তার সঙ্গে মিলিত হন। প্রাম্বানান্-এর মন্দিরে এই ঘটনার চিত্রটি অঙ্কিত হয়েছে।

শ্রীলঙ্কার রামায়ণে শৈব ও বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের কিছু সমন্বয়ের ছাপ লক্ষ্য করা যায়। রামায়ণের প্রভাব শ্রীলঙ্কার সর্বত্র। লঙ্কার বহু জায়গা রামায়ণের চরিত্রনামে চিহ্নিত। বানরসৈন্যেরা মূর্ছিত হয়ে পড়লে লঙ্কাবাসীরা কেউ ওষুধ-হিসেবে ব্যবহৃত লতাগুল্ম নিতে দিল না বলে হনুমান ভারতে ফিরে এসে ওষধিপূর্ণ পাহাড় উপড়ে লঙ্কায় নিয়ে এল, সে পাহাড়টা রুমস্সলের 'গল্লে'-অঞ্চলে আছে বলে লোকের বিশ্বাস।

দ্বাদশ শতকে জাপানে সংগৃহীত রামকথায় (তৈরানো য়্যাসোয়ারি প্রণীত) রাম তথাগত শাক্যমুনি। কিউসিরাজ তাঁর রাজ্য আক্রমণ করলে হিংসার আশ্রয় না নিয়ে তিনি পর্বতবাসী হন, তাঁর পত্নীও তাঁর সঙ্গে যান। সেখানে এক ব্রহ্মচারীর বেশে এসে নাগরাজ তাঁর পত্নীকে হরণ করে। বানরদের সহায়তায় পত্নী উদ্ধারের প্রচেষ্টা যখন চলছে সেই সময় শক্র ছোট্ট একটি বানরের বেশে এসে সেতু নির্মাণের পরামর্শ দেন। শাক্যমুনি পত্নী উদ্ধার করে ফিরে এসে রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন, কিউসি রাজ্যও তাঁর হস্তগত হয়।

পঞ্চমশতকে বৌদ্ধ অবদানশতকের মাধ্যমে রামকথা চীনে পৌঁছয়। চীনের রামকথা পালি দশরথজাতকের মতো[১৪]।

নেপাল, তিব্বত, মালয়েশিয়া, লাওস, মঙ্গোলিয়া ইত্যাদি দেশেও রামকথায় নানা রূপবৈচিত্র্য দেখা যায়।

এইসব কাহিনীর পূর্ব উৎস কিছু থাকলেও তা যে আঞ্চলিক ভাবভাবনা অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়েছিল তা বলা বাহুল্য। রামায়ণ লিপিবদ্ধ হওয়ার আগে তা চারণেরা মুখে মুখে গাইতেন। বাল্মীকির আগেও যে অনেকে রামকথা পেয়েছেন অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিতে সে কথা বলেছেন

বাল্মীকিরাদৌ সসর্জ পদ্যং
জগ্রন্থ যন্ন চ্যবনো মহর্ষিঃ।

অর্থাৎ মহর্ষি চ্যবন (বাল্মীকির পিতা বা পূর্বপুরুষ) রামায়ণ গ্রন্থিত করার কাজে হাত দেবেন ভেবেও শেষ পর্যন্ত সে-কাজ করেন নি। বাল্মীকিই প্রথম পদ্যে রামকাহিনী গ্রথিত করলেন।

যে-সব কথা লোকমুখে প্রচলিত ছিল তাকেই সুসমঞ্জসভাবে গ্রথিত করে বাল্মীকি

রামকথাকে কাব্যরূপ দিলেন। Macdonell এর ভাষায়: …popular stories current about Rama were collected and worked up into homogeneous epic by the poet Valmiki.

ভারতের প্রাদেশিক ভাষায় যখন রামায়ণকাব্য রচিত হতে থাকল তখন রামকাহিনী ভক্তিধাতে প্রবাহিত। সম্ভবতঃ দ্বাদশশতকে তামিলভাষায় রচিত কম্বন রামায়ণ (মূল নাম ইরামবতারম্, কবির নাম কম্বন) মূলত বাল্মীকির রামায়ণকে অনুসরণ করেই লেখা। ভক্তিরসে অভিষিক্ত এই রামায়ণটি তামিল সাহিত্যে একটি শ্রেষ্ঠ অবদান। অযোধ্যাকাণ্ডে শুরুতেই ঈশ্বরবন্দনা করে বলা হয়েছে মুনিরা জানতেন তিনি অর্থাৎ রাম স্বয়ং ঈশ্বর যিনি রাজপুত্রের রূপ ধরে মর্ত্যে এসেছিলেন।[১৫]

ভক্তিরসের যে-গ্রন্থটি সারা ভারতের অন্তর জয় করেছে তা হল গোস্বামী তুলসীদাস বিরচিত রামকথা 'রামচরিতমানস'। ভক্তদের মনোহংস বিচরণ করবে মানস-সরোবরে। রামচরিত সেই মানসসরোবর। এই মহাকাব্যের বিভাগগুলোকে তাই বলা হয়েছে 'সোপান'; সাতটি সোপান বেয়ে অবতরণ করতে হবে রামচরিত-মানসে। অবধী ভাষায় এই গ্রন্থ রচিত।

স্যাম সুরভি পয় বিসদ অতি
গুনদ করহি সব পান।
গিরা গ্রাম্য সিয় রাম জস
গাবহি শুনহি সুজান।

কালো রঙের গাভী হলেও তার দুধ বেশ সাদা এবং তার অনেক গুণ। সীতারামের যশ গ্রাম্য ভাষায় রচিত হলে কী হবে, সজ্জন তা সাদরে শুনবেন।

সত্যিই সাদরে শুনেছে ভারতবাসী। দোহা চৌপাঈতে-গাঁথা অধ্যাত্মরসে সরস এই কাব্যটি বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়। তুলসীদাস বাল্মীকির কাছেই প্রধানত ঋণী তবে রামচরিতমানসে ভূশুণ্ডিরামায়ণ ও অধ্যাত্মরামায়ণের প্রভাব খুব বেশি করে পড়েছে বলে মনে হয়।

কম্বন রামায়ণে এবং রামচরিতমানসে রাম-সীতার পূর্বরাগ বর্ণিত হয়েছে।

কম্বনে রাম বিশ্বামিত্রের সঙ্গে মিথিলায় এসে প্রাসাদগবাক্ষে সীতাকে দেখলেন। দুজনে তখনই হৃদয়বন্ধনে বাঁধা পড়লেন।

তুলসী-রামায়ণে রাম মিথিলায় উদ্যানবাটিকায় প্রথম সীতাকে দেখেন। সীতা গৌরী-পূজা দিতে এসেছিলেন সেখানে। দুজনে দুজনের পুরাতন প্রেম স্মরণে না আনতে পারলেও বিচলিত হলেন।

কখনো সীতার অঙ্গস্পর্শ করে নি রাবণ, কুটিরসুদ্ধ সে বহন করেছিল সীতাকে।" তুলসীদাসের রামায়ণে রাম সীতাকে অগ্নিতে প্রচ্ছন্ন থাকতে বলে মৃগের সন্ধানে গেলেন। অপহৃতা হলেন ছায়াসীতা।

রাবণ সীতার অঙ্গস্পর্শ করবে ভক্তকবি যে তা সইতে পারেন নি তা বোঝা যায়। বাংলা, ওড়িয়া, তেলেগু, কাশ্মীরি ইত্যাদি প্রাদেশিক ভাষার রামায়ণ বাল্মীকি-রামায়ণ অবলম্বনে রচিত হলেও আঞ্চলিক বৈচিত্র্য তাতে উৎসারিত এবং পরবর্তী রামাশ্রিত কাব্য সবই ভক্তিরস-সিঞ্চিত। অবতারবাদ তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। ডঃ কামিল বুল্কে তাঁর হিন্দীগ্রন্থ 'রামকথায়' এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

বাঙলার আদিকবিস্থানীয় কৃত্তিবাস (পঞ্চদশ শতক) তাঁর রামায়ণে বহু উৎসই ব্যবহার করেছেন। কোথাও কোথাও তিনি তা স্পষ্টতঃ উল্লেখও করেছেন :

নাহিক এসব কথা বাল্মীকি রচনে।
বিস্তারিত লিখিত অদ্ভুত রামায়ণে।

কিংবা এসব কহিল গীত জৈমিনী ভারতে।
সম্প্রতি যে গাই তাহা বাল্মীকির মতে॥

অধ্যাত্মরামায়ণ, অদ্ভুতরামায়ণ, দেবী ভাগবত, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, পদ্মপুরাণ ইত্যাদি বিভিন্ন গ্রন্থের সাহায্য নিলেও বীরবাহুর যুদ্ধ, তরণীসেন, মহীরাবণ-অহিরাবণ কাহিনী, চণ্ডিকার অকালবোধন, হনুমানের রাবণমৃত্যুবাণ-হরণ, মুমূর্ষু রাবণের কাছে রামের রাজনীতিশিক্ষা, খড়ি দিয়ে রাবণমূর্তি আঁকায় সীতার প্রতি রামের সন্দেহ ও সীতার নির্বাসননির্দেশ ইত্যাদি অনেক অংশ প্রধানত কৃত্তিবাসের স্বকপোলকল্পিত।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাংলার মাটির সুরে বাঁধা। অযোধ্যাকে কবি বাংলার ঘরের আঙিনায় এনেছেন বাংলার ফুলফললতা-পশুপাখির চিরপরিচিত মাধুর্যে মণ্ডিত করে। বস্তুতঃ বাংলাদেশের রামায়ণপ্রভাবিত সাহিত্যচক্র কৃত্তিবাসের রামায়ণের প্রেরণাতেই আবর্তিত।

লোকসাহিত্যে রামায়ণ

সমস্ত প্রাদেশিক সাহিত্যেই রামকথার রাজত্ব। তারই প্রভাব পড়েছে লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন কথায়। বাংলার পাঁচালীর গানে, বক্তৃতাদের গানে, ভাদুগানে ব্রতগানে, মুর্শিদাগানে, বোলানে, ছৌনাচে রামকথার ছড়াছড়ি :

কী কর রাণের মা গো,
গৃহেতে বসিয়া,
তোমার রামচন্দ্র আসে
জানকী লইয়া।

এ সংবাদে রাজরানী আনন্দে আহ্লাদে ছুটে আসে বৌ-বরণ করতে:

বাইর আইল রাজরানী কুলা মাথায় দিয়া
ঘরে নিল রাজরানী সীতারে আসিয়া।
রামের মুখে ধানদূর্বা সীতার মুখে চিনি
দুয়ারে দোলাইয়া পীড়ি বসাইল রাজরানী।

রামলীলা রামযাত্রা ইত্যাদি বিভিন্ন নামে নাটক, কথকতা, পাচালি ইত্যাদি প্রকাশমাধ্যমে রামকথা-মন্দাকিনীর ধারা বয়ে চলেছে সারা দেশ জুড়ে।

রূপকার্থ

মহৎ কাব্যের ধর্মই হয়তো এই যে তা থেকে নানা অর্থের আলোকবিচ্ছুরণ ঘটে রামায়ণেও নানা ভাবরূপের আভাস বা প্রতীকধর্মিতা থাকবে এ তো খুবই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের একটি বিশেষ রূপকের কথা বলেছেন। একে আমরা বলতে পারি ধন-ও-ধান্য দ্বন্দ্বের রূপক। সীতা মানে হল-রেখা, অর্থাৎ সীতা ভূমিলক্ষ্মীর প্রতীক। রাম ও লক্ষ্মণ যথাক্রমে সৌন্দর্য ও কল্যাণময় সম্পদ। রাজা জনক সীতার পালকপিতা। জনক রাজা হলেও কৃষিকর্মা তাঁর লাঙলের মুখেই সীতা উদ্ধৃতা— কর্ষতা কালহস্তেন জনকেনোদ্ধৃতা সীতা (৭. ১৮. ৭)। এতে ধরিত্রীর সঙ্গে সীতার আত্মীয়তা এবং কৃষির সঙ্গে তাঁর একাত্মতা দ্যোতিত হয়। রামের বর্ণ দূর্বাদলশ্যাম, কৃষিজ শ্যামল বর্ণের তিনি প্রতিচ্ছবি। লক্ষ্মণ অর্থাৎ কল্যাণশ্রী তাঁরই অনুজ বা অনুগ।

ধান্যের হেমকান্তির চেয়ে স্বর্ণের হেমকান্তি বড়ো হয়ে উঠল, স্বর্ণমৃগের আকর্ষণে পড়লেন জনকদুহিতা সীতা। স্বর্ণলঙ্কার স্বর্ণসভ্যতার প্রতীক রাবণ। রাবণ মানে রবকারয়িতা (১৬. ৩৭. ৩৮.)[১৭] অর্থাৎ যিনি ধনগৌরবে অন্যের মনে নিত্য-ত্রাসের সঞ্চারয়িতা। সেই রাবণ মারীচকে স্বর্ণমৃগ হয়ে প্রলুব্ধ করতে বললেন সীতাকে। মারীচ আর মরীচিকা সমার্থক। সীতা রামকে বাধ্য করলেন স্বর্ণমরীচিকার পিছু ছুটতে। ফলে স্বর্ণদৃপ্ত রাবণ ভূমিলক্ষ্মী সীতাকে অপহরণ করলেন। যখন শালিধানে সোনার বন্যা লেগেছে (শোভন্তে কিঙ্কিদালম্বাঃ শালয়ঃ কনকপ্রভাঃ) সেই হেমন্তে মারীচমৃগের স্বর্ণপ্রভায় আকৃষ্টা হলেন সীতা।[১৮]

এ তো নিছক কল্পনা নয়। এই 'goldrush' তো এযুগেও সত্য, 'মারীচ-সংবাদ' তো এযুগেরও সংবাদ।[১৯]

দ্বন্দ্ব

রামায়ণে আমরা আর্য ও আর্যেতর দুটি সভ্যতাই দেখতে পাই। দক্ষিণাপথের এই আর্যেতর সভ্যতার একটি বানর[২০]-সভ্যতা আর একটি রাক্ষস-সভ্যতা[২১]। বানর-সভ্যতা আর্যসভ্যতার বিরোধী ছিল না কিন্তু রাক্ষস-সভ্যতা আর্যসভ্যতার প্রতিকূল ছিল। মহাভারতে রাক্ষসদের উল্লেখ আছে। রাক্ষসদের সঙ্গে আর্যদের রক্তসম্পর্কও ঘটেছিল। ভীমের পুত্র ঘটোৎকচ রাক্ষসী হিড়িম্বার গর্ভজাত। রাক্ষসেরা নরখাদক হলেও তাদের একটি বিশিষ্ট সভ্যতা ছিল। বানরেরাও একান্ত অসভ্য ছিল না। রাক্ষসদের সঙ্গে অরণ্যের অধিকার নিয়ে হয়তো তাদের দ্বন্দ্ব ছিল। রাক্ষসেরা দণ্ডকারণ্য ও জনস্থানবাসী ঋষিদের উপর অত্যাচার করত। কৃষিবিস্তারের ফলেই মূলত রাক্ষসদের সঙ্গে আর্যদের বিরোধ বাধে। কৃষিবিস্তার অরণ্যঘাতী, আর রাক্ষসেরা অরণ্যনির্ভর, তাই এই দ্বন্দ্ব। রাম-লক্ষ্মণ-সীতা কৃষিশক্তির প্রতীক। সীতা কৃষিপোষক জনকের কন্যা। বিশ্বামিত্র ও জনক কৃষিসভ্যতার সহায়ক। রাম হল-চালনের অযোগ্যা ভূমিকে (অহল্যাকে) উদ্ধার করে কৃষিক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন। এই কৃষিশক্তির, বিরোধী রাক্ষসরাজ কৃষিপ্রতীক সীতাকে অপহরণ করেন। অহল্যার উদ্ধারকর্তা রাম যে সীতাকেও উদ্ধার করে আত্মশক্তি বৃদ্ধি করবেন এ তো স্বাভাবিক। 'সাহিত্যসৃষ্টি' ও 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই দ্বন্দ্বের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন, রামায়ণে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের দ্বন্দ্ব ও ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্যবিস্তারের ইতিহাসটির দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

কৃষিসম্পদের ব্যাপারে ব্রাহ্মণদের তেমন আগ্রহ ছিল না, তাঁরা ছিলেন গোধন-পরায়ণ। ফলে কৃষি নিয়ে অনার্যদের সঙ্গে আর্যদের যে দ্বন্দ্ব তা আসলে ক্ষত্রিয়েরই দ্বন্দ্ব। ব্রাহ্মণদের প্রিয় ছিল যাগযজ্ঞ, ক্ষত্রিয়েরা ক্রমশই তার বিরোধী হয়ে উঠছিলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু হলেন যথাক্রমে এই দুইদলের উপাস্য দেবতা। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের কাহিনীর মধ্যে এই দ্বন্দ্বসংঘাতের চিত্র আছে। দীর্ঘকাল ধরেই এ বিরোধ চলেছিল। অযোধ্যায় গৃহবিবাদও হয়তো এই ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়-বিবাদেরই ফল। এ বিরোধ বশিষ্ঠ-প্রভাবিত দশরথকৈকেয়ীদলের সঙ্গে বিশ্বামিত্রপ্রভাবিত রাম-লক্ষ্মণ-কৌশল্যাদলের। দশরথের বিরাগই হয়তো রামনির্বাসনের আসল কারণ, দুর্বলচিত্ত রাজার স্ত্রৈণতা নয়। রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণকে সমর্থন করে প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন বস্তুত রামায়ণ-

কাব্য প্রথমে ছিল ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়-বিরোধে ক্ষত্রিয়বিজয়ের কাব্য এবং এই বিরোধ-উপলক্ষে দশরথের গৃহদ্বন্দ্বে রামচন্দ্রের রাজ্যচ্যুতি ও পুনঃপ্রাপ্তির কাব্য। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের বিরোধ মিটে গেল এবং সমাজে ক্ষত্রিয়ের পরিবর্তে ব্রাহ্মণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল তখন মূল পঞ্চকাণ্ড রামায়ণে 'উত্তরকাণ্ড নামে ষষ্ঠ কাণ্ডটি যুক্ত হল। শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মণশাসিত সমাজের অনুকূলে রামায়ণের নতুন সংস্করণও রচনা করা হল এবং ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের কাহিনীকেই দাঁড় করানো হল ভ্রাতৃপ্রেমের আদর্শরূপে। এই সময়েই ক্ষত্রিয়পূজিত বিষ্ণুকে ব্রাহ্মণেরা স্বীকার করে নিলেন এবং রামচন্দ্রকে বিষ্ণুর অবতার বলে মেনে নিতে দ্বিধা করলেন না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে ব্রাহ্মণের তথা ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রের অনুগামী বলেও চিত্রিত করা হল। তাই দেখি যে-রামচন্দ্র একসময়ে ছিলেন গুহকচণ্ডালের পরম মিত্র, তিনিই উত্তরকাণ্ডে দেখা দিলেন শূদ্র শম্বুকের নিধনকর্তারূপে।

দেখা যাচ্ছে সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাস হিসেবে রামায়ণসমীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আশার কথা সম্প্রতি এ বিষয়ে সর্বত্র আগ্রহ দেখা যাচ্ছে।[২২]

বিচিত্র তথ্যের মেলা

সমাজসভ্যতার দ্বন্দ্বসংঘাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়াও ছোটোখাটো এমন বহু বিষয়ই রামায়ণের বৃহৎ পরিসরে যত্র তত্র ছড়িয়ে আছে যা কৌতুককর বা কৌতূহলোদ্দীপক, যা কোনো বিশেষ লৌকিক প্রথা বা বিশ্বাসের সাক্ষ্য।

এমনি কতগুলো বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল। অযোধ্যায় বধূদের নাট্য-সঙ্ঘ ছিল (১. ৫. ১২.), যজ্ঞাশ্ব কাটতেন রাজমহিষী। কৌশল্যা তিন কোপে যজ্ঞাশ্ব কেটেছিলেন (১. ১৪. ৩৩.) এবং পক্ষবান্ মৃত অশ্বের সঙ্গে রাত কাটিয়েছিলেন, (১. ১৪. ৩৪.) আরও দুজন পত্নীও অশ্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন (১. ১৪. ৩৫.) লক্ষ্মণ ধনুর্বাণ ছাড়াও কোদাল এবং বাক্স বহন করতেন (২. ৩১. ২৫.), রাম বনে যাবার আগে জটা বাঁধবার জন্যে গুহকে বটের আঠা আনতে বললেন —ন্যগ্রোধক্ষীরমানয় (২. ৫২. ৬৭.), রামলক্ষ্মণ বন থেকে শুকনো কাঠ আহরণ করে উশীরঘাসে তা বেঁধে ভেলা তৈরি করলেন এবং লক্ষ্মণ জাম আর বেতের শাখা কেটে সীতার আসন প্রস্তুত করলেন (২. ৫৫. ১৫.) জাবালি সুযোগ বুঝে আস্তিক ও নাস্তিক হতেন (২. ১০৯. ৩৮), সীতা যমুনার কাছে শতকলসি সুরা মানত করলেন—যক্ষ্যে সুরাঘট্শতেন চ (২. ৫৫. ২০.), রাম সীতা ও লক্ষ্মণ সহ প্রচুর মৃগমাংস আহার করতেন (২, ৫৫. ৩২), দশরথের পত্নীর সংখ্যা ছিল সাড়ে তিনশো—অর্ধসপ্তশতাঃ (২. ৩৪. ১৩), দশরথের মৃত্যুর পর তাঁর দেহ তেলের কড়াতে সংরক্ষণ করা হয়েছিল—

দশরথস্য শরীরস্য তৈলকটাহে নিক্ষেপণম্ (২. ৬৬. ১৪), গাধাও রথ টানত (৩. ৪২. ৭), হনুমান সমগ্র ব্যাকরণশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন (৪. ২. ৩০), করমর্দন প্রথা (hand shake) প্রচলিত ছিল (৬. ৫. ১২), হনুমান কাঠে কাঠে ঘসে আগুন জ্বালালেন (৪. ৫. ১৫), হনুমান সংস্কৃত কথা বলতে পারতেন (৫. ৪০. ১৮), রাম নিজের হাতে সীতাকে মৈরেয়ক-মদ্য পান করিয়েছিলেন (৭. ৪২. ১৮), রাজা জনক নিজে লাঙল নিয়ে চাষ করতেন (৭. ৯৮. ৮), গান গাইবার সময় বাল্মীকি কুশীলবকে এমন কিছু পাহাড়িয়া ফল খেতে বললেন যা খেলে তাদের গলা ভাঙবে না, তারা রাগভ্রষ্ট হবে না, শরীরটাও চাঙ্গা থাকবে (৭. ৯৩. ৮), রামের আয়োজিত অশ্বমেধ যজ্ঞোৎসবে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের অন্ন পরিবেশনের ভার পড়েছিল বানরদের উপর (রাক্ষসদের উপরেও), এতে ব্রাহ্মণদের জাত যায় নি (৭. ৯২-৬, ৭. ৯২. ১৮)।

বলা বাহুল্য এ ধরনের বিক্ষিপ্ত তথ্যগুলো রামায়ণের সমাজসমীক্ষার উপকরণ হতে পারে।

কাব্যোৎকর্ষ

বিভিন্ন কথা উপাদানকে সুমার্জিত করে একসূত্রে গ্রথিত করে বাল্মীকি আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কাব্য পরবর্তী যুগে কাব্যাদর্শ রূপেই বিবেচিত হয়েছে। অশ্বঘোষ ভাস কালিদাস ভবভূতি এবং পরবর্তী কালে প্রাদেশিক ভাষার শ্রেষ্ঠ কবিরা এই রামায়ণকেই কল্পতরু মেনেছেন, শুধু ভাবের জন্যে নয়, গ্রন্থনা এবং ভাষাদর্শ হিসেবেও।

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে তাবৎ রামায়ণী কথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি, (১. ২. ২৬-২৭)—ভারতের মনের উপর রামায়ণের সর্বতোমুখী প্রভাব দেখলে এ উক্তি অতিশয়োক্তি বলে মনে হয় না।

রামায়ণের বালকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড পরবর্তী সংযোজন হলেও সম্পূর্ণ রচনাটিকে বাল্মীকিরচিত বলে ভাবতে বাধা নেই, কারণ একজাতীয় কাব্যে কৃ ও ভূ ধাতু হাত-ধরাধরি করে চলে অর্থাৎ কবিই করেন ঠিকই তবু তা গড়েও ওঠে অনেকাংশে।

বালকাণ্ডে রামায়ণনির্মিতির ইতিহাসটিতে একটু আমি-আমি গন্ধ থাকলেও তার উপস্থাপন অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী।

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কাম-মোহিতম্॥

ব্যাধের প্রতি বাল্মীকির এই অভিশাপবাণীতে আছে আসন্ন রামায়ণকথার ইঙ্গিত। নিষাদ ব্যঞ্জনায় রাবণ, আর কামমোহিত ক্রৌঞ্চমিথুনের অন্যতরা ব্যঞ্জনায়

জানকী, জানকীর বিচ্ছেদন বিহননেরই নামান্তরমাত্র, বিলাপের দিক দিয়ে ক্রৌঞ্চ আর রাম সগোত্র। শাপগর্ভ শ্লোকটি উচ্চারণ করে কবি বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন— কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া—এ আমি কী বললাম![২৩] যথার্থ কাব্যপ্রেরণায় উৎসারিত বাণীবন্ধ কবিকে দিয়ে মনে মনে ঐ কথাই বলিয়ে নেয়।

শোকার্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো 'ভবতু নান্যথা—শোকে উৎসারিত, তাই হোক শ্লোক (লক্ষণীয়: 'ল'কার তরল স্বর, 'শোক' অশ্রু-উচ্ছ্বাসে শ্লোক হয়ে উঠেছে)। সিদ্ধার্থেরও কি তাই হয় নি? উদ্যানে বসে অন্য মনে কী ভাবছিলেন তিনি, হঠাৎ বাণবিদ্ধ হয়ে একটি হংস এসে পড়ল তাঁর কোলে। বাণবিদ্ধ হংসটি দেখে অশ্রুধারা বইল তাঁর চোখে—

'বহিল প্রথম এই
বিশ্বব্যাপী করুণার পুণ্য প্রস্রবণ।'

বিস্মিত বাল্মীকির কাছে ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়ে বললেন—এই শ্লোকেই তুমি রামকথা রচনা করো:

'কুরু রামকথাং পুণ্যাং শ্লোকবদ্ধাং মনোরমাম্।'

কিন্তু কী করে লিখবেন বাল্মীকি! রামের সব কথা তো তিনি জানেন না। কবির এই সংশয়ের উত্তর দিলেন ব্রহ্মা, বললেন—

'ন তে বাগনৃতা কাব্যে'। অর্থাৎ, তুমি কাব্যরচনা করছ, নিছক ইতিহাস নয়, কাব্যে তোমার কথা অসত্য হবে না:

'সেই সত্য যা রচিবে তুমি
ঘটে যা তা সব সত্য নহে,
কবি তব মনোভূমি
অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

বিশ্ববাসীর কাছে কাব্যধর্ম সম্বন্ধে এ-এক আশ্চর্য ঘোষণা। শুধু এই অংশটির জন্যেও বালকাণ্ড স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

রামায়ণকাব্যে বর্ণনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি হয়ে আছে প্রকাশমাধুর্য। বহু বর্ণনাই একেকটি স্বতন্ত্র কবিতার মর্যাদা পেতে পারে, নিসর্গ যেখানে স্বর্গ রচনা করে।

গুহের আশ্রমে রাত কাটিয়ে রাম বললেন—'লক্ষ্মণ, এবারে গঙ্গা পার হব। ঐ দেখো সূর্য উঠল বলে। ঐ শোনো কৃষ্ণকোকিল ডাকছে, বনে কেকাধ্বনি শোনা যাচ্ছে।' কর্তব্যের সঙ্গে দ্রষ্টব্য আর শ্রোতব্যের মাধুর্যের দিকে রাম উদাসীন হতে পারেন না।

ভরদ্বাজের আশ্রমে রাত কাটিয়ে রাম মুনিকে বললেন এবারে চিত্রকূট যাবার

অনুমতি দিন। মুনি অনুমতির সঙ্গে দিলেন চিত্রকূটের চিত্র—তার পুষ্পসম্ভার, টিট্টিভ-ধ্বনি, মৃগচারণ, নদীপ্রস্রবণ আর গিরিকন্দরের আনন্দলোক। যেতে যেতে রাম সীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন: প্রিয়ে, দেখো, বসন্তে পুষ্পবিকাশে কিংশুকতরু যেন মালা ধারণ করে আছে, মনে হচ্ছে তার চারদিকে যেন দাবানল। ঐ দেখো ভল্লাতক, বিল্ব, ফলপুষ্পে আনত। প্রতি তরুতে দ্রোণপ্রমাণ মধুক্রম লম্বমান। বনস্থলী স্বয়ংবিশীর্ণ পুষ্পে আবৃত।

বর্ণনায় কবি বহুক্ষেত্রেই ডিটেলে যেতে চান। পশু-পাখি-তরুলতার বিচিত্র নাম করতে তিনি ভালোবাসেন। বহুতরুময় চিত্রকূট। কিন্তু যে তরুরা বনমঞ্চের কুশীলব, তাদের নাম করতে কবি পঞ্চমুখ: আম্র, জম্বু, অসন, লোধ্র, পিয়াল, পনস, ধব, অঙ্কোল, ভব্যতিনিশ, বিল্ব, তিন্দুক, বেণু, কাশ্মরী, অরিষ্ট, বরণ, মধুক, তিলক বদরী, আমলক, নীপ, বেত্র, বীজক—আরও কত তরু।

চিত্রকূট থেকে নেমেই মন্দাকিনীর বর্ণনায় মুখর হলেন রাম: ঐ দেখো মন্দাকিনীর তীরতরু পুষ্পপল্লবে অলংকৃত, তাদের শাখা বায়ুভরে আন্দোলিত দেখে মনে হচ্ছে যেন পর্বত নিজেই নৃত্যপরায়ণ হল।

বোঝা যায় নিসর্গ রামের কত প্রিয়। কখনও সীতাকে, কখনও বা লক্ষ্মণকে ডেকে ঐ নিসর্গশোভা দেখান, নিজের বিমুগ্ধতাকে তাঁদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে চান তিনি। লক্ষ্মণও এবিষয়ে সমান সজাগ। হেমন্তের মাধুর্যের দিকে রামের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লক্ষ্মণ বলেন—'অয়ং স কালঃ সম্প্রাপ্তঃ প্রিয়ো যস্তে প্রিয়ংবদ'। লক্ষ্মণের এই বর্ণনায় সূর্যের বাষ্পাচ্ছন্নতা, বনরাজির সুষুপ্তি, শস্যক্ষেতের স্বর্ণশোভা, হিমদিগ্ধ কমলের ম্লানিমা আশ্চর্য সরসতায় জীবন্ত।

সীতাবিচ্ছেদেও প্রকৃতির লাবণ্যসম্ভোগ বিঘ্নিত হয় না রামের। যুদ্ধযাত্রার পূর্বমুহূর্তে সামান্য সময়টুকু পেয়েও নির্নিমেষ নয়নে দেখেছেন বনভূমির লাবণ্য, যে-বনভূমি ভ্রমরগুঞ্জনে প্রগীত, ময়ূরচরণপাতে নর্তিত, এবং গজযূথসান্নিধ্যে প্রমত্ত।

উপমায় কবিকে চেনা যায়। বাল্মীকির অধিকাংশ উপমানই নিসর্গ থেকে গৃহীত।

নরেন্দ্রপত্নী বিমনা হলেন তমসাচ্ছন্ন আকাশের মতো (২. ১০. ১১); দেবী পরশুচ্ছিন্ন সালযষ্টির মতো ভূপতিত হলেন (২. ২০. ৩২), মৃত রাজা যেন প্রশান্ত অগ্নির মতো, নিরম্বু সমুদ্রের মতো, নিষ্প্রভ সূর্যের মতো (২. ৬৬. ১.), খড়্গ ছুটো যেন খোলসছাড়া সাপের মতো (৪. ৩. ১৯); বিজয় তাঁর প্রীতিকর হল না, চন্দ্র চোখের আড়ালে গেলে সে আর কী আনন্দ দেবে?

কোনো কোনো উপমার চমৎকারিত্ব আমাদের বিস্মিত করে। সীতা-উদ্ধারের

পর রাম সীতাকে বললেন, তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ জেগেছে। এই অবস্থায় আমার সামনে-দাঁড়ানো-তুমি নেত্ররোগীর চোখের-সামনে-রাখা দীপশিখার মতোই অসহ্য।

হনুমান সীতাকে দেখলেন, যেন সে সন্দিগ্ধ স্মৃতি, যেন নিপতিত সমৃদ্ধি, যেন বিহতা শ্রদ্ধা, প্রতিহতা আশা, কলুষিত বুদ্ধি, অভূত অপবাদে নিপতিত কীর্তি (৫-১৫-৩১-৩২)।

অ্যাবস্ট্রাক্ট উপমানের সমবায়ে এ উৎপ্রেক্ষা আমাদের বিস্মিত করে, এ যেন কোনো আধুনিক কবির উপমাপ্রয়োগ।

কিছু কিছু উপমা আমাদের স্পষ্ট করে বলে দেয় বাল্মীকি কৃষিসভ্যতার কবি:

সুক্ষেত্রে যেমন সবকিছু ফলে, তোমাতেও তেমনি সবকিছু সম্ভব (৪৮-২০)। তিনি চন্দ্রকে গোষ্ঠে মদমত্ত বৃষের মতো গগন সঞ্চরণ করতে দেখলেন।

বৎসলা ধেনু বৎসদর্শনে যেমন দুগ্ধ ক্ষরণ করে আমার হৃদয়েও তেমনি স্নেহধারা ক্ষরিত হচ্ছে (৫-৭৬)।

বলা বাহুল্য এগুলোও মূলত নিসর্গপ্রীতির প্রকাশ। কালিদাস তাঁর নিসর্গ-চেতনার জন্যে যেমন বাল্মীকির কাছে ঋণী, বাল্মীকিও তেমনি এবিষয়ে বৈদিক ঋষিদের কাছে ঋণী। এই ঋষিরা প্রাকৃতিক সবকিছুর মধ্যেই চেতনা লক্ষ্য করেছেন—অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে। সূর্য, চন্দ্র, তরুলতা, প্রস্রবণ, গোধন, স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি স্বজন সকলকে নিয়েই ছিল তাঁদের বৃহৎ পরিবার।

> অপো দেবীরুপ হ্বয়ে যত্র গাবঃ
> পিবন্তি নঃ সিন্ধুভ্যঃ কর্ত্বং হবিঃ।
>
> (ঋগ্বেদ ১-২৩-১৮)

জলরূপ দেবীকে আহ্বান করি, যেখানে আমাদের গাভীগুলি পান করে। এই নদীগুলির জন্যে আমাদের ঘৃতাহুতি দেওয়া উচিত।

এই ঋষি-কবিদের উত্তরসূরী বাল্মীকি তাই সীতাহারা রামের মুখ দিয়ে বলতে পারেন:

হে আদিত্য তুমি তো জগতের সত্যাসত্যের সাক্ষী, আমার প্রিয়া কোথায় গিয়েছে বা তাকে কে অপহরণ করেছে শোকাহত আমাকে তা সব খুলে বলো।

বাল্মীকির উত্তরসূরী কালিদাসও তাই উর্বশীহারা বিক্রমের মুখ দিয়ে আবেদন জানাতে পারেন তৃণলতা-পশুপাখির কাছে, তাঁর প্রিয়তমার সংবাদ এঁরা নিশ্চয় জানে। তাই রঘুবংশে রাম সীতাকে বলতে পারেন—হে ভীরু, তোমাকে রাক্ষস যে-পথ দিয়ে হরণ করেছে সেই পথের কথা খুলে বলতে না পারলেও এই লতাগুলি কৃপা করে আম্রপল্লবশাখার ইঙ্গিতে আমাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছে।

কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু—এ কি শুধু বিরহী যক্ষ সম্বন্ধেই খাটে? ভালোবাসার চোখ যাদের আছে চেতনাচেতনের ভেদ তাদের সবার কাছেই লুপ্ত। বাল্মীকি-কালিদাস-রবীন্দ্রনাথেরা একই ঐতিহ্যের অধিকারী।

শুধু প্রকৃতিবর্ণনায় নয়, হর্ষবিষাদ, ক্রোধ, অনুশোচনা ইত্যাদি বিভিন্ন মানসিক অবস্থাবর্ণনাতেও বাল্মীকি সমশক্তিমান। হনুমান লঙ্কা থেকে সীতার সংবাদ এনেছে একথা জানতে পেরে বানরেরা আনন্দে অধীর।

গায়ন্তি কেচিৎ প্রহসন্তি কেচিৎ
নৃত্যন্তি কেচিৎ প্রণমন্তি কেচিৎ
পঠন্তি কেচিৎ প্রচরন্তি কেচিৎ
প্লবন্তি কেচিৎ প্রলপন্তি কেচিৎ

(৫-৬১-১৬-১৭)

কী সজীব বর্ণনা! নিছক বর্ণনার জন্যে নয়, মনোবিশ্লেষণ আছে বলেই বহু বর্ণনা হৃদয়কে স্পর্শ করে। উদাহরণ এত ব্যাপক যে দু'একটা উদাহরণ দিয়ে কোনো লাভ নেই।

চরিত্রচিত্রণেও আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়েছেন কবি। কোনো চরিত্রই ছকে-বাঁধা নয়। রাম আদর্শের পরাকাষ্ঠা হলেও এবং হৃদয়বত্তায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী হলেও প্রয়োজনে অবীরোচিতভাবে বালিবধ করেন, নির্দ্বিধায় শম্বুকবধ করেন, সীতা-উদ্ধারের পর অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুরতায় সীতাকে বলেন, জেনে রাখো এই রণশ্রম তোমার জন্যে করা হয় নি। নিজের চরিত্ররক্ষা এবং সর্বত্র অপবাদ দূর করা এবং আমার বিখ্যাত বংশের গ্লানি দূর করার জন্যেই একাজ করেছি। তোমার চরিত্রে আমি সন্দিগ্ধ, নেত্ররোগীর সামনে দীপশিখার মতোই আমার কাছে তুমি অসহ্য।...তুমি যেখানে ইচ্ছা যাও। লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন সুগ্রীব, বিভীষণ যাকে ইচ্ছা কর তার কাছে যাও, তোমার যা ইচ্ছা তা করো। সীতা, তুমি দিব্যরূপশালিনী। তোমাকে গৃহে পেয়ে রাবণ বেশিক্ষণ সংযত হয়ে থাকে নি।

সীতাও একথা শুনে স্থির হয়ে থাকেন নি, তিনিও রামকে দৃপ্তভঙ্গীতে বলেছেন—নীচ ব্যক্তি নীচ স্ত্রীলোককে যেমন বলে তুমিও তো সেই রকমই বলছ।

লক্ষ্মণ প্রচণ্ড ক্রোধে পিতৃহত্যা বা মাতৃহত্যার কথাও ভাবতে পেরেছেন।

'একমাত্র নিখুঁত চরিত্র বলে বর্ণিত ভরতও সুতীব্র ভাষায় মাতৃভর্ৎসনা করেছেন।[২৫]

সুশীলা কৌশল্যাও ভর্তৃভর্ৎসনায় কুণ্ঠিত হন নি।

রাক্ষস ও বানরচরিত্রও তিনি সজীব ও বিশ্বাসযোগ্য করে এঁকেছেন। যে-

বানরেরা 'সহ গচ্ছন্তি গন্তব্যে নিত্যং তিষ্ঠন্তি চ হিতে' তারাও গন্তব্য ও হিত ভুলে যায় সুরা-নারীর আকর্ষণে। পতির মৃত্যুতে যে শোকাতুরা, চোখের জল না শুকোতেই সে দেবরের অঙ্কশায়িনী হতে পারে। অনুজপত্নীকে যে আত্মসাৎ করতে পারে সে-ই আবার শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে নিহন্তাকে যুক্তিতর্কনিষ্ঠ ভৎর্সনায় ধিক্কার দেয়। ঐ বনের বানরজাতিরই একজন কর্তব্যবোধ ও কর্মোদ্যমে মহনীয় হয়ে উঠতে পারে। ঠিক তেমনি দুষ্কৃতকারী রাক্ষসকুলেরই কয়েকজন বীর রাবণকে হিতোপদেশ দিয়ে তাকে দুষ্কর্মে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করে। যে-রাবণের রিরংসা ধৈর্য মানে না, সেই রাবণই সীতাকে দীর্ঘ বারোমাস ভেবে দেখবার সময় (৩, ৫৬, ২৪) দেয়। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হলে তাঁকে ভোগ নয়, ভক্ষণের ভয় দেখায়—প্রাতরাশার্থং সূদাশ্ছেৎস্যন্তি লেশশঃ (৩, ৫৬, ২৪)।

ঋষিরাও সমপ্রকৃতি তপঃসর্বস্ব নন, তাঁরাও স্বার্থ-পরার্থ স্নেহ-দ্বেষাদি দ্বন্দ্বসংঘাতে সুচিত্রিত। বলতে গেলে সমগ্র রামায়ণ একটি চরিত্রচিত্রশালা।

রামায়ণে অতিপ্রাকৃত, অতিরঞ্জন, বা অসংগতি নেই তা নয়। সেযুগের প্রথম এপিকজাতীয় কাব্য-কৃতিতে এই তো স্বাভাবিক।[২৬] চরিত্রবিচারের নিরিখও এখনকার হলে চলবে না। সেই গড়ে-ওঠার যুগের আদিমতায় অনেক সুন্দর উপেক্ষিত হতে পারে আর অনেক উপেক্ষণীয়ও মর্যাদা পেতে পারে। রাম অ-রাম হয়ে উঠতে পারেন কখনও কখনও, কিন্তু সামগ্রিক বিচারে কবির সত্যান্বেষণের এই যাত্রাটির দিকে সবিস্ময় শ্রদ্ধায় চেয়ে থাকতে হবে। আর এর যথার্থ বিচারের জন্যে মনের মধ্যে অনুরণিত করে তুলতে হবে গ্যেটের বাণী :

Wer den Dichter will verstehen
Muss in Dichters lande gehen.—কবিকে বুঝতে হলে তার ভূমিতেই বিচরণ করতে হবে।

ভাষা

আদিকাব্য হিসেবে রামায়ণ যেমন পরবর্তী কাব্যের পথপ্রদর্শকের কাজ করেছিল তেমনি এর ভাষাসৌকর্যও অশ্বঘোষ-কালিদাস-ভাস প্রমুখ উত্তরসূরীদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। বাল্মীকির ভাষা সহজ সংহত ও শ্রুতিসুখকর।

'উদারদর্শন অতুলকীর্তিসম্পন্ন মহর্ষি বাল্মীকি উৎকৃষ্ট ছন্দ অর্থ ও পদযুক্ত সমাক্ষর মনোহর বহুসংখ্যক শ্লোকে দশরথপুত্র রামের যশস্কর কাব্য রচনা করেছেন। পাঠক! সেই সমাসসন্ধি ও প্রকৃতিপ্রত্যয়যোগসম্পন্ন, দোষরহিত, মধুর ও প্রসাদগুণমণ্ডিত বাক্যে সংকলিত ঋষিরচিত রামচরিত ও রাবণবধ শ্রবণ করুন'।—

বালকাণ্ডে দ্বিতীয় সর্গের এই ঘোষণাতে কবির ভাষাদর্শের পরিচয় পরিস্ফুট।

বাল্মীকির ভাষা সত্যিই মধুর ও প্রসাদগুণমণ্ডিত। সাবলীল অনুপ্রাস এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন :

স্বয়ম্ভুরিব ভূতানাং বভূব গুণবত্তর: (৬. ১১. ২৫.), পাংশুশোণিতদিগ্ধাঙ্গং শয়নং শল্যবেধিতম্ (২. ৬৩. ৩৬.), অমোঘাঃ সূর্যসংকাশা মমেতে নিশিতাঃ শরাঃ (৪. ৬. ২৮.), ইত্যুক্তো বানরো রামং বিরবাম হরীশ্বরঃ। (৫. ১৮. ৬১.) ইত্যাদি।

অত্যাবদ্ধিত সমাসবদ্ধ পদগুলি চিত্রভাষণে সুন্দর ছবি ফুটিয়ে তোলে, যেমন—

শকটীশতশঙ্কুলাঃ (বাটাঃ), ধ্বজমূর্ধজঃ (পুরুষঃ) রবিসংক্রান্তসৌভাগ্যঃ (চন্দ্রমাঃ), কণ্টকিকেয়সারসাঃ (সরিতঃ), বাষ্পদূষিতলোচনঃ (সুগ্রীবঃ) ইত্যাদি এইসব সমাসবদ্ধ পদগুলিতেও অনুপ্রাস লক্ষণীয়।

বাক্যপ্রয়োগগুলি প্রায়শই কথ্য ভাষার বাগ্বিধি-অনুগ (idiomatic) :

কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া (১. ২. ১৬.), নাত্র কার্যা বিচারণা (১. ২. ৩১), প্রকাশং বা যদি বা রহঃ (১. ২. ৩০), মা ভূৎ কালস্য পর্যয়ঃ (১. ২৪. ৩.), যৎ কর্তব্যং কৃতং ময়া (১. ৫৬. ১১), বুধ্যস্ব মম শাসনম্ (১. ৭৭. ১৫.) ইত্যাদি।

কোথাও কোথাও শব্দদ্বৈধির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, যেমন—

পাখি অর্থে 'খগম', দক্ষিণদিক বোঝাতে 'অভিমুখা দিক্' (৪. ৬৩. ১৫), হনুমানকে বোঝাতে 'অরণিসুত' (৫. ১৩. ৩২.) ইত্যাদি।

কিছু কিছু অপ্রচলিত শব্দও কবি ব্যবহার করেছেন, যা ভাষাতত্ত্বের দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ; যেমন—

লম্বাকেশওয়ালা টিকটিকি অর্থে 'ব্রাহ্মণী'। (এটি ভোজপুরী 'বমনি' শব্দের সংস্কৃতায়িত রূপ) কবচ অর্থে 'শরাবর' (৩. ৫১ ১৪), আস্তরণ অর্থে 'পরিস্তোম' (২-২৩. ১৮), শিকার অনুসরণ অর্থে 'গুহগহন' (৪. ২৫. ২৭), সজারু অর্থে 'শ্বাবিধ' (৬. ১১১. ৪৫), অবিবাহিত অর্থে 'অপূর্বা' (৩. ১৮. ৪.),

করিকম্বল অর্থে 'কুথা' (৩. ৭৫: ১০),

কিছু নিয়মবিরুদ্ধ সন্ধির প্রয়োগ :

১. সন্ধির অবকাশ আছে কিন্তু সন্ধি করা হয় নাই— চ অরাগস্ত্য (১. ৩. ১৮), তত্র অগস্ত্য (৭. ৫৭. ৫), পশ্য ইতি (৭. ৩২. ৫০), চ ঐরাবৎ (১. ৫৬. ৬), ছত্রী উপানহী (৩. ৪৬. ৩) ইত্যাদি।

২. যদি মে ভগবান্নাহ (১. ৬৩.২১) ('ভগবানাহ' হওয়া উচিত)

অন্যের ক্রিয়া পদে 'অ' লোপের বহু দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে, যেমন

ধাং পতং ১. ১৮-১৮, (হওয়া উচিত 'ধাং অপতং') অদিতো নাম জায়ত—১. ৭০. ৬. (হওয়া উচিত 'অজায়ত')

পীড়য়ন্ মিথিলাপুরীম্—১. ৬৮. ২১. (হওয়া উচিত অপীড়য়ন্), দেবেশং প্রসাদয়ন্ত—১.৬৫ ১১) (হওয়া উচিত প্র+অস'দয়ন্ত—প্রাসাদয়ন্ত),

আত্মনেপদী ধাতু পরস্মৈপদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে এমন উদাহরণ প্রায়ই চোখে পড়ে।

অযাচৎ ভর্তারম্ (১. ১. ৩৪.)।

'ক্ত্বাচ্' এর জায়গায় ল্যপ্, ল্যপের জায়গায় ক্ত্বাচ্ : তান্ দৃষ্ট্ব (১. ৭৬. ২২)

বরং গৃহ্য (৫. ১১. ৪০),

অপৃষ্ট্বা তৌ রাজানৌ (১. ৭৪. ১)

বিভক্তিলোপ অথবা ঈপ্সিত বিভক্তির অভাব :

রামলক্ষ্মণয়ো রাজন্, সীতা চোর্মিলয়া সহ—১. ৭২. ৩

(হওয়া উচিত 'সীতয়া')

ভরতস্য যথা কৃতম্ ৩. ৬৬. ৪

(হওয়া উচিত ভরতাৎ)

অনুজ্ঞায় লুঙন্ত পদের 'অ' এর অলোপ :

মা অগম : (১.২.১৫)

কিন্তু 'মা ভূৎ' ইত্যাদি বহু প্রয়োগে 'অ' লোপেরও প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে।

বিপ্রকর্ষ :

শিরসা ধারয়িষ্যামি ত্রিয়ম্বকস্য ('ত্র্যম্বকস্য'>ত্রিয়ম্বকস্য) ইবৌজসা—৭. ৪৬. ৩০

সম্প্রকর্ষ :

জনরামণ্যকং তথা—৩. ১৫. ৫

(রামণীয়কম্—রামণ্যকম্)

এই ধরণের irregularities মহাভারত এবং প্রাচীন পুরাণেও লক্ষ্য করা যায়। আচার্য সুনীতিকুমারের মতে একই ভাষাবৃত্তের অন্তর্গত এরা।

ছন্দ

বাল্মীকি শ্লোকছন্দেই রামায়ণ রচনায় আদিষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর মুখনিঃসৃত 'মা নিষাদ'—এই শ্লোকছন্দেই লেখা। এই ছন্দ বৈদিক অনুষ্টুপেরই পরিমার্জিত রূপ। অনুষ্টুপ্ অষ্টাক্ষর বৃত্তি। বৈদিক মন্ত্রে এই অনুষ্টুপের অক্ষরবিন্যাসে বাঁধা নিয়ম ছিল না, শ্লোকছন্দে তা সুনিয়ন্ত্রিত হল। তার লক্ষণ হল :

শ্লোকেষষ্ঠং গুরু জ্ঞেয়ং সর্বত্র লঘুপঞ্চমম্।
দ্বিচতুঃপাদয়োঃ হ্রস্বং সপ্তমং দীর্ঘমন্যয়োঃ॥

অর্থাৎ ১ম ও ৩য় পাদে ৫ম অক্ষরটি লঘু, ষষ্ঠটি গুরু। ২য় ও ৪র্থ পাদে ৫মটি লঘু, ৬ষ্ঠটি গুরু, সপ্তমটি লঘু। কোনো পাদেই প্রথম চারটি অক্ষর এবং অষ্টমটি সম্বন্ধে কোনো বিশেষ নিয়ম নেই।

মেধাবী তু ততো ধ্যাত্বা স কিঞ্চিদিদমুত্তরম্।
লব্ধসংজ্ঞস্ততস্তং তু বেদজ্ঞো নৃপমব্রবীৎ ॥ (১ ১৫ ১)

এই শ্লোকটিতে উপরে উদ্ধৃত নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম ঘটে নি। রামায়ণে এই নিয়মের ব্যতিক্রমও বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়।

তপঃস্বাধ্যায়নিরতং তপস্বী বাগ্বিদাং বরম্।
নারদং পরিপপ্রচ্ছ বাল্মীকি র্মুনিপুঙ্গবম্ ॥

প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে নিয়ম ভঙ্গ হয়েছে। বৈদিক অনুষ্টুপের প্রভাবমুক্ত হতে অনেক সময় লেগেছে। রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণে বহু অনিয়ম লক্ষ্য করা যায়।

রামায়ণে ব্যবহৃত উপজাতি (ইন্দ্রবজ্রা + উপেন্দ্রবজ্রা) বৈদিক ত্রিষ্টুভের সুসংস্কৃত রূপ। এই উপজাতি ছন্দও রামায়ণে প্রচুর ব্যবহার হয়েছে।

সর্গের শেষে ভিন্ন ছন্দের প্রয়োগ পরবর্তী সংযোজন বলেই মনে হয়। বাল্মীকিকে তাঁরই প্রবর্তিত শ্লোকছন্দেই বেশি চেনা যায়। সর্গশেষে ব্যবহৃত ছন্দের মধ্যে আছে বংশস্থবিল (১. ২. ৪২), বৈশ্বদেবী (৬৫. ২৮), প্রহর্ষিণী (২. ১০৭. ১৭), রুচিরা (২. ২১. ৫৪) বসন্ততিলক—৭. ১০৯. ২৩, পুষ্পিতাগ্রা (১. ২. ৪৩), অপরবক্ত্র (২. ৮১. ১৬) ঔপচ্ছন্দসিক (২. ৮১ ১৬) ও সুন্দরী (৩. ৭৩. ২৫) ইত্যাদি।

অনেকের মতে এই সব ছন্দের সাক্ষ্যেই রামায়ণকে বৌদ্ধপূর্ববর্তী বলা চলে না।

রামায়ণ ও মূল্যবোধ

রামায়ণের প্রকৃত মূল্য এর মূল্যবোধের জন্যে। দশরথ সত্যরক্ষক, রাম সত্যরক্ষক, লক্ষ্মণ ও ভরত সৌভ্রাত্রের মূর্ত প্রতীক, রাবণরূপ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জটায়ু প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত নয়, সীতা যেন মূর্তিমতী সত্যনিষ্ঠা। শ্রেয় ও প্রেয়ের[২৭] দ্বন্দ্বে শ্রেয়ই অবলম্বনীয় এই হল রামায়ণের মর্মবাণী।

মহাকাব্যের নায়ক রামকে অলংকারশাস্ত্রের মাপকাঠিতে ধীরোদাত্তাদি কোনো নায়কের শ্রেণীতে ফেলা যাবে না। রাম শ্রেষ্ঠ মানুষ—নরচন্দ্রমা, 'রামায়ণ এই নরচন্দ্রমারই কথা।·· ·· মানুষ নিজের গুণেই দেবতা হইয়া উঠিয়াছে'।

এই দেবকল্প রাজার রাজ্যও তাই স্বর্গরাজ্য, যেখানে সকলে ধর্মপরায়ণ, অহিংস, অরোগ ও অনাতঙ্ক, যেখানে অকালমৃত্যু নেই, যেখানে প্রকৃতিও কল্যাণকৃত্যে রাজার সহযোগী—কামবর্ষী চ পর্জন্যঃ সুখস্পর্শশ্চ মারুতঃ (৬. ১২৮, ৯৭—১০৫)

পুত্ররূপে, ভ্রাতৃরূপে, পতিরূপে পালকরূপে দেবোপম রাম যে একদিন দেবরূপেই পূজিত হবেন এতে আর বিস্ময় কী ? তাই মূলত পঞ্চশাখার কাব্যতরুটিতে একদিন দেখা দিল আরও দুটি শাখা যে-শাখার পুষ্প ঝরে পড়ল নররূপী নারায়ণের শিরোদেশে।

উত্তরকাণ্ডের গুরুত্ব

উত্তরকাণ্ড নামটাই যেন বলে দেয় এটি পরবর্তী সংযোজন। বাল্মীকির নামে যে-কবিই এটি রচনা করে থাকুন তিনি কাব্যটিকে চিরন্তন করে রাখলেন অশ্রুবন্ধনে। রাবণবধের পর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সীতা রামের সঙ্গে সুখে সংসার করতে থাকলে পাঠক সুখী হত বটে কিন্তু বেদনার আনন্দসংবিৎ থেকে হত বঞ্চিত। একটি মহৎ মানুষ মহাদুঃখভোগের পর ঈপ্সিতের সঙ্গে চিরবিচ্ছিন্ন হলেন। উত্তর-কাহিনীর দান এই ট্র্যাজেডি। গ্রীক নাটকের ট্র্যাজিডির সঙ্গে তার মিল না থাকতে পারে, সেক্‌স্‌পিরিয়ান ট্র্যাজিডির সম্প্রসারিত বা পরিবর্তিত অর্থ এতে প্রযোজ্য না-ও হতে পারে, তবু মনে হয় ওদেশের ইলিয়াদের সঙ্গে এ কাব্যের একটা আন্তরিক মিল আছে। ভস্মমাখা পরমা নিষ্কৃতির একটা দীর্ঘশ্বাসঘন অনুভূতিসূত্রে এরা গ্রথিত। পারিভাষিক মহাকাব্য আর ট্র্যাজিডির মধ্যে তফাৎ থাকলেও ইলিয়দকে বিশ্ব-কাব্যের প্রথম ট্র্যাজিডি বলতে বাধে না। আমাদের দেশের এই আদিকাব্যটিও তেমনি আমাদের সাহিত্যে প্রথম ট্র্যাজিডির সম্মান পাবে। মহাভারতও সেই হিসেবে এর সগোত্র—দুটি রণক্ষেত্রই মহাপ্রস্থানের পথের দিশারী। প্রশ্ন উঠতে পারে রামের ক্ষেত্রে 'হামার্তিয়া' কী ? না, কোনো নৈতিক ত্রুটি নয়, হয়তো তাঁর সিদ্ধান্তের নৈষ্ঠিকতা। উদ্রিক্ত শঙ্কা আর করুণার পরিপাকে বা পরিশোধনে এক বিষণ্ণ প্রশান্তিতে মন ভরে যায়। আমাদের ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র-অনুযায়ী বলতে পারি শঙ্কিত করুণার স্থায়ী ভাব করুণরসে রূপান্তরিত হয়, আমরা উপলব্ধি করি—

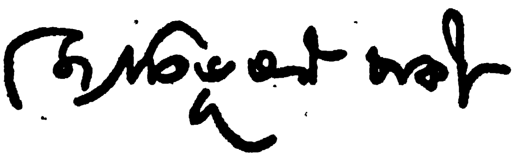
একো হি রসঃ করুণ এব হি সঃ।

মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যকেও ট্র্যাজিডি বলতে আপত্তি নেই কিন্তু সেখানে নায়ক রাম নন, ইন্দ্রজিৎ। 'People grumble and say that the heart of the poet in Meghnad is with the Rakshasas and that is the real

truth'. মহত্তের পতনেই tragedyর বীজ। তাই প্রচলিত রসবিশ্বাসের বিরুদ্ধে গিয়ে রাক্ষসবীরকেই মহনীয় করে তুলতে হয়েছে মধুসূদনকে। উনবিংশশতকে নবজাগরণের নবমূল্যায়নের প্রেরণায় মধুসূদন এ কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। 'রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ' এই নীতিবাক্যকে তিনি নির্দ্বিধায় মেনে নিতে পারে নি। এ জন্যে তাঁকে অভিযুক্ত করা চলে না। পৃথিবীর সাহিত্য-ইতিহাসে একই কথা-কাহিনীকে বিভিন্ন সময়ে নানা দৃষ্টিতে দেখে সাহিত্যসৃষ্টির নজির তো কম নয়। ইলিয়াদের ত্রয়লস-ক্রেসিদাকে বোকাচ্চিও, চসার, হেনরিসন, সেক্স্‌পিয়র ও ড্রাইডেন ভিন্নভাবে ব্যবহার করলেন। গ্যোটের ফাউস্টও মার্লোর ফাউস্টস নয়। গ্রীক উপকথাকেও নানাভাবে সাহিত্যে প্রয়োগ করেছেন ইউজিন ওনিল, জাঁ কক্তো, জাঁ পল সাত্র প্রমুখ সাহিত্যস্রষ্টারা।[২৮] তবে যে-বক্তব্যই হোক রসসৃষ্টি না করতে পারলে তা শিল্পকর্ম হিসেবে সার্থক হতে পারে না। মধুসূদন নিয়তিকে যেভাবে কাজে লাগিয়েছেন, যেভাবে ইন্দ্রজিতের পতন ঘটিয়ে রাবণের হাহাকারকে সহৃদয়হৃদয়সংবাদী করে তুলতে পেরেছেন তাতে আছে তাঁর অসাধারণ দক্ষতার স্বাক্ষর।

তবু বলব কেন্দ্রচ্যুত না হয়েও অর্থাৎ রামায়ণের স্বীকৃত মূল্যবোধগুলো রেখেও আধুনিক যুগযন্ত্রণার রূপায়ণে সাহিত্যসৃষ্টির সম্ভাবনা আজও অব্যাহত।[২৯] বাল্মীকির অশ্রুই তো প্রয়োজন সত্যভ্রষ্ট আর বিচ্ছেদবিদীর্ণ আমাদের এই বর্তমানের তমসাতীরে—

> 'শুধু এসে একবার দাঁড়াও কাতরে
> মেলি দুটি সকরুণ চোখ,
> পড়ুক দু-ফোঁটা অশ্রু জগতের পরে,
> যেন দুটি বাল্মীকির শ্লোক।[৩০]



উল্লেখপঞ্জী

ভূমিকাসম্পর্কিত

১. বাল্মীকি যেমন রামায়ণের কবি তেমনি একজন চরিত্রও। রামজীবনের আংশিক ঘটনায় তিনি জড়িত।

কালিদাস বাল্মীকিকে 'প্রাচেতস' বলেছেন। বাল্মীকি (রঘুবংশ ১৫. ৬৩)। প্রচেতাঃ বা বরুণপুত্র ভৃগুবংশধর। উত্তরকাণ্ডে বাল্মীকি নিজে পুত্রপরম্পরায় প্রচেতাঃ থেকে দশম বলেছেন—প্রচেতসাহম্ দশমঃ পুত্রঃ (৯৬. ১৯)। বালকাণ্ডে চ্যবনকে ভৃগুবংশীয় বা ভৃগুপুত্র বলা হয়েছে (ভার্গবঃ চ্যবনো নাম—১৭০. ৩১)। বাল্মীকি সম্ভবত এই চ্যবনেরই পুত্র বা পৌত্র। মহাভারতেও বাল্মীকি উল্লেখ আছে দ্রোণপর্বে (১৪৩. ৮৫)। তৈত্তীরীয় প্রাতিশাখ্য এবং বাজসনেয়ী সংহিতাতেও বাল্মীকির নাম পাওয়া যায়। ভৃগবংশীয়েরা গানের জন্যে খ্যাত ছিলেন। চ্যবন যে রামকথা জানতেন তা অশ্বঘোষ বলেছেন। 'চ্যবন' মানে চারণ। এমন হতে পারে চ্যবন মুখে মুখে রামায়ণগান করে বেড়াতেন। তাঁর পুত্র বা বংশধর বাল্মীকি এই রামায়ণকে গ্রন্থরূপ দেন। বাল্মীকি দশরথের সুহৃদ ছিলেন—'পিতুর্মে মুনিপুঙ্গবঃ সখা'—(৭. ৪৭. ১৬)।

রাম বনবাসের সময় একবার তাঁর আশ্রমে গিয়েছিলেন (২. ৫৬. ১৮)। 'বাল্মীকি' অর্থ বল্মীক-আকৃতি। কথাটি তপস্যামগ্নতার ইঙ্গিত দেয়। এমন হতে পারে বাল্মীকি হয়তো নামবাচক পদ না হয়ে বিশেষধরণের এক সাধক অর্থে ব্যবহৃত হত।

বাল্মীকি যে আগে রত্নাকরদস্যু ছিলেন এ নিছক কিংবদন্তী। অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী অনেকেই আগে অতি সাধারণ কেউ ছিলেন, পরে কোনো দেবতার বরে বা সাধনায় তারা উৎকর্ষ লাভ করেছেন, এ নিয়ে দেশবিদেশে অসংখ্য কিংবদন্তী আছে। কালিদাসও আগে মূর্খ ছিলেন এমন জনশ্রুতি আছে।

২. ভারতস্য বপুর্হ্যেতৎ—মহাভারত (১. ১. ২৬৪ অর্থাৎ এ যেন ভারতেরই শরীর।

৩. লেখকো ভারতস্যাস্য ভব ত্বং গণনায়ক।

ময়ৈব (প্রোচ্যমানস্য মনসা কল্পিতস্য চ ।। —মহাভারত ১. ১১. ৭৭.

৪. গ্রন্থবিভাগ 'সর্গ' কথাটি এর কাব্যরূপের প্রতিই ইঙ্গিত। 'সর্গ' মানে সৃষ্টি। কবিকল্পনার সৃষ্টি হিসেবেই হয়তো ঐ নামটি গড়ে উঠেছে। ইংরেজিতে সর্গ বোঝাতে আমরা 'canto' কথাটি পাই। canto এসেছে লাতিন cantus থেকে। cantus মানে গান। গান আর কাব্য সমধর্ম শব্দ।

অবশ্য প্রথমেই যে 'সর্গ' কথাটি রামায়ণে ব্যবহৃত হয়েছে তা নয়। সর্গের জায়গায় মহাভারতের মতো 'অধ্যায়' কথাটিও ব্যবহৃত হয়েছে। উত্তররামচরিতে লবকুশ রামায়ণের বিভাগকে 'সর্গ' না বলে অধ্যায় বলেছেন।

৫. 'গৃহ ও গৃহধর্ম যে ভারতবর্ষের পক্ষে কতখানি ইহা হইতে তাহা বুঝা যাইবে। আমাদের দেশে গার্হস্থ্য আশ্রমের যে অত্যন্ত উচ্চস্থান ছিল এই কাব্য তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। গৃহাশ্রম আমাদের নিজের সুখের জন্য, সুবিধার জন্য ছিল না—গৃহাশ্রম সমস্ত সমাজকে ধারণ করিয়া রাখিত ও মানুষকে যথার্থভাবে মানুষ করিয়া তুলিত। গৃহাশ্রম ভারতবর্ষীয় আর্যসমাজের ভিত্তি'।— রামায়ণ। রবীন্দ্রনাথ

৬. 'সর্গবন্ধো মহাকাব্যমুচ্যতে তস্য লক্ষণম্' এইভাবে লক্ষণ-বেঁধে-দেওয়া তথাকথিত মহাকাব্য রামায়ণ নয়। যে-অর্থে রঘুবংশ-কুমারসম্ভব মহাকাব্য সেই অর্থে রামায়ণকে মহাকাব্য বললে তার মহৎ স্বরূপটির পরিচয় ফুটে ওঠে না। একমাত্র ইলিয়াদ-ওদিসি যে-অর্থে মহাকাব্য (এপিক) সেই অর্থেই রামায়ণ-মহাভারত মহাকাব্য। 'মহাকাব্যের লক্ষণ' প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে এই দুই মহাকাব্যের স্বরূপ নিরূপণ করেছেন।

৭. 'পাঠজনিত পুণ্যফলের বিবৃতি 'ফলশ্রুতি'। যুদ্ধকাণ্ডের শেষে ফলশ্রুতি বর্ণিত (১২৮. ১০৬—১২২) : যঃ শৃণোতি সদা লোকে নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ইত্যাদি। 'ফলশ্রুতি'ই বলে দেয় এইখানে গ্রন্থ শেষ হচ্ছে। (এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য 'ফলশ্রুতি' কথাটা আমরা এখন অন্য অর্থে ব্যবহার করছি)।

৮. It attained its present extent by the end of the second century A. D.—A. A Macdonell.

৯. মহাভারতে বনপর্বে ২৭৩ থেকে ২৯০ পর্যন্ত রামোপাখ্যান পর্ব বিস্তৃত। মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে আশ্বস্ত করবার জন্যে রামকাহিনী শোনালেন—

'অসহায়েন রামেণ বৈদেহী পুনরাহৃতা'—অসহায় রাম সীতাকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন। রামের মতো তুমিও হৃতরাজলক্ষ্মী ফিরে পাবে।

১০. 'কচ্চিৎ' সর্গ—অযোধ্যাকাণ্ডের শততম সর্গটি 'কচ্চিৎ'-সর্গ নামে উল্লিখিত। সম্পূর্ণ সর্গটির প্রায় প্রতিটি শ্লোক 'কচ্চিৎ' অব্যয়টি দিয়ে শুরু। 'কচ্চিৎ' দিয়ে প্রশ্ন করা হয়। ভরত রামের কাছে এলে রাম তাঁকে প্রায় একশোটি প্রশ্ন করলেন যা রাজনীতিসংক্রান্ত—যার মূল কথা—রাজ্য ভালোভাবে চালাচ্ছ তো?

মহাভারতের সভাপর্বেও একইরকম একটি কচ্চিৎ-সর্গ আছে। এখানে নারদ একের-পর-এক প্রশ্ন করছেন যুধিষ্ঠিরকে। মনে হয় এই রামায়ণের শততম সর্গটি

মহাভারতের এই প্রশ্নাত্মক অধ্যায়ের অনুকরণে বিরচিত। এই অংশটি দিয়ে যে একটি স্বতন্ত্র সর্গ যোজিত হয়েছিল তা মনে হবার কারণ আছে। ঠিক পরের স্বর্গটিতে দেখছি রাম তাকে দেখে লক্ষ্মণসহ প্রশ্ন করলেন—তুমি রাজ্য ছেড়ে বনে এলে কেন বল তো? এ জিজ্ঞাসা সঙ্গত কিন্তু এর আগে রাজনীতিবিষয়ক শত প্রশ্ন অবান্তর। এই অংশটি সম্ভবত মহাভারতের আদর্শেই পরবর্তী অনুকৃতি।

১১. আদিকাব্যমিদং চার্ষং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্। (যুদ্ধকাণ্ড ১২৮. ১০৬)

চম্পায় রাজা প্রকাশধর্মা-নির্মিত বাল্মীকিমন্দিরের শিলালিপিতেও বাল্মীকি আদি কবিরূপে চিহ্নিত—

কবেরাদ্যস্য মহর্ষেঃ বাল্মীকেঃ .....ইত্যাদি।

ধ্বন্যালোকে (১-৫) আনন্দবর্ধন বলছেন :

কাব্যস্যাত্মা স এবার্থস্তথা চাদিকবেঃ পুরা।
ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ববিয়োগোত্থঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ ॥

ভিক্ষাটন কাব্যে (১. ৫.) কবি উৎপ্রেক্ষাবল্লভ বলেছেন—

বাল্মীকিরস্তু বিজয়ী স কবিঃ পুরাণঃ।

১২. এতি জীবন্তমানন্দো নরং বর্ষশতাদপি (৫. ৩৪. ৬)।

পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে 'কিষ্কিন্ধ্যা', 'কিষ্কিন্ধ্যা গুহ' এবং 'রাবণি' শব্দের উল্লেখ করেছেন। এছাড়া তিনি দুটি কৌতুককর শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন যেখানে বানরসেনার মধ্যে একটি বানর সূর্য-উপাসক হিসেবে বর্ণিত :

বহূনামপ্যেকচিত্তানামেকো ভবতি চিত্তবান্।
পশ্য বানরসৈন্যেঽস্মিন্ যদর্কমুপতিষ্ঠতে ॥
নৈবং মংস্থাঃ সচিত্তোঽয়মেষোঽপি হি যথা বয়ম্।
এতদপ্যস্য কাপেয়ং যদর্কমুপতিষ্ঠতে।

(এ তথ্য The Ramayana tradition of India গ্রন্থে Dr. V, Raghavan-এর The Ramayana in Sanskrit literature প্রবন্ধ থেকে গৃহীত)

এ থেকে রামকথা যে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে বেশ প্রচলিত ছিল তা বোঝা যায়।

১৩. সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই :

যথা হি চোরঃ স তথা হি বুদ্ধঃ
তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি।
তস্মাদ্ধি যঃ শক্যতমঃ প্রজানাম্
স নাস্তিকেনাভিমুখো বুধঃ স্যাৎ ॥ (২. ১০৯. ৩৪)

জাবালি রামকে পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘনের পরামর্শ দিলে রাম রুষ্ট হয়ে এঁকে বলেন : (আপনি নাস্তিক) যেমন বুদ্ধ তস্করের মতো দণ্ডার্হ, নাস্তিকও তেমনি জানবেন। তাই যাকে বেদবিরোধী বলে পরিহার করা উচিত পণ্ডিত ব্যক্তি তার সম্মুখীন হবেন না।

১৩ক. ডঃ সুকুমার সেন রচিত 'রামকথার প্রাক্-ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৪ দ্রষ্টব্য।

অবশ্য, 'রাম' কথাটি নাম-বাচক শব্দ আদৌ না হতে পারে।

১৪. চীনে দশরথ হয়েছেন 'শুঃ লীঃ' অর্থাৎ 'দশ-'প্রমোদ'। 'দশরথ' উচ্চারণ 'দশরত' হবার ফলেই ঐ নাম! অবশ্য 'ত' ও 'থ' এর বৈকল্পিক প্রয়োগের কথা আচার্য সুনীতি কুমার বলেছেন—ভারথ, ভারত।

১৫. The sages knew it was He Himself
That bore the form of the prince
And suffered the machinations
Of the humpback woman and the junior queen,
That it was God incarnate who left
Throne and palace for the woods
And crossed the sea to remove
The great incubus and torment of the gods.

—সি. রাজগোপালাচারি অনূদিত

১৬. রাবণমূর্তি অঙ্কন :

চন্দ্রাবতী রামায়ণে ককুয়া সীতাকে পীড়াপীড়ি করে রাবণের ছবি আঁকতে বাধ্য করল :

বিষলতার বিষ ফল বিষগাছের গোটা
অন্তরে বিষের হাসি গো
বাধাইল লেঠা।

সীতা সাগরজলে রাবণের ছায়া যেমন দেখেছিলেন তেমনি আঁকলেন তালপত্রের পাখায়। সীতা ঘুমিয়ে পড়লে মন্থরাকন্যা সেই পাখা রাখলেন সীতার বুকের উপরে। রামচন্দ্র পাখায় আঁকা রাবণের ছবি দেখে সন্দিগ্ধ হলেন সীতাচরিত্রে।

তেলেগু রামায়ণে শূর্পণখা ফকিরের ছদ্মবেশে এসে সীতাকে দিয়ে কৌশলে রাবণের পায়ের বুড়ো আঙুল আঁকিয়ে নেয়। তারপর মায়াবলে সেই অংশকে জীবন্ত পূর্ণাবয়বে পরিণত করে রামের সন্দেহ জাগিয়ে তোলে সীতার চরিত্রে।

১৭. যস্মাল্লোকত্রয়ং চৈতদ্ রাবিতং ভয়মাগতম্।
তস্মাত্ত্বং রাবণো নাম নাম্না রাজন্ ভবিষ্যসি। (৭. ১৬. ৩১)

১৮. রক্তকরবীর প্রথমসংস্করণের ভূমিকায় রবীন্দ্রব্যাখ্যা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়: 'কবি যে দানবীর লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হচ্ছে, ত্রেতাযুগে তারই বৃত্তান্তটি গা-ঢাকা দিয়ে বলবার জন্তেই সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে।'

১৯. তুলনীয়:

কোন্ মায়ামৃগ কোথায় নিত্য
স্বর্ণঝলকে করিছে নৃত্য,
তাহারে বাঁধিতে লোলুপ চিত্ত
ছুটিছে বৃদ্ধ-বালকে। —নগর সঙ্গীত। চিত্রা

২০. 'বানর' —বিশেষ একটি tribe. বা = ঈষদূন অর্থাৎ অনুন্নত।

২১. 'রাক্ষস' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যা থেকে অর্থাৎ যার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা প্রয়োজন।

রাক্ষসও দাক্ষিণাত্যের বিশেষ মানবগোষ্ঠী। বানর ও রাক্ষস প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের উক্তি মনে পড়ে:

আর্যগণ যে-সময়ে ভারতের গভীর অরণ্যের অধিবাসিগণের সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন না, তখন তাঁহারা বন্য জাতিকে 'বানর' নামে অভিহিত করিতেন। আর এই তথাকথিত 'বানর' অর্থাৎ বন্য জাতিদের মধ্যে যাহারা অতিশয় বলবান ও শক্তিশালী হইত তাহারা আর্যগণ কর্তৃক 'রাক্ষস' নামে অভিহিত হইত। —বিবেকানন্দ।

ক্যালিফোর্ণিয়ায় সেক্স্পিয়র ক্লাবে প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে।

নৃতত্ত্ববিদরা কী বলবেন জানি না তবে রাক্ষসদের সঙ্গে বানরদের আত্মীয়তা পুরাণে স্বীকৃত। বানরবীর এবং রাক্ষসবীরেরা সকলেই দেখি দেবতাদের ঔরসজাত। রাবণ ব্রহ্মার বংশসম্ভূত (ব্রহ্মা > পুলস্ত্য > বিশ্রবা = নিকষা > রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ, শূর্পণখা।

বানরপক্ষীয় জাম্ববান ব্রহ্মার পুত্র। বালী ইন্দ্রপুত্র, সুগ্রীব সূর্যপুত্র, হনুমান পবননন্দন।

শুধু যে নৃতাত্ত্বিক এবং সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেই বানর-রাম মৈত্রীকে দেখা হয়েছে তাই নয়, মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেও বিষয়টি বিচার করা হয়েছে:

In myths, the self, the innermost being in man is often symbolized as an animal that comes to the rescue of man. Sugriv and Hanuman are so portrayed in the story and we see how they help Ram the Ego, to co-ordinate the resources of man's inner being.

Voyage through the Ramayana—Muthuram Bhoothalingam.

২২ ১৯৭২ সালে রামায়ণ নিয়ে আন্তর্জাতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ইন্দোনেশিয়ায়। তারপর ১৯৭৫ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম আন্তর্জাতিক রামায়ণ সেমিনার।

১৯৭৬ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি তদানীন্তন জাতীয় অধ্যাপক আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রামায়ণকাহিনীর ঐতিহাসিক সত্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যে একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়।

এখন প্রাচ্য প্রাশ্চাত্ত্য সব দেশেই রামায়ণচর্চা হচ্ছে, অনুবাদের পরিকল্পনাও গৃহীত হচ্ছে। এ পর্যন্ত বিদেশী ভাষায় মূল বাল্মীকি রামায়ণের যে অনুবাদ হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখ্য :

ফার্সী : ফৈজী (আকবরের সভাকবি)

ইতালীয় : জি. গোরেসিও ১৮৪৭-৫৮। ৫ খণ্ড

জার্মান : এফ. রুকর্ট (F. Ruchert) Ramas Ruhm and Sitas Liebeslied ১৮৬৮ (সংক্ষেপিত)

ফরাসী : এ রুসেল ১৯০৩-০৯। ৩ খণ্ড

ইংরেজি : আর. টি. এচ. গ্রিফিথ ১৮৭৫ (পদ্যে) রমেশচন্দ্র দত্ত (পদ্যে) (সংক্ষেপিত) শ্রীঅরবিন্দ (পদ্যে) নির্বাচিত অংশগুচ্ছ।

বাংলায় হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য অনূদিত সমগ্র বাল্মীকি রামায়ণের গদ্যানুবাদ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয় (মূল সংস্কৃতে ও টীকাসহ) ১৮৬৯-১৮৮৪ সনের মধ্যে। তাঁর সংক্ষিপ্ত সংস্করণটিও বিপুল সমাদর লাভ করেছিল। রাজশেখর বসু তাঁরই যোগ্য উত্তরাধিকারী।

২৩. তুলনীয় : উতঃ ত্বঃ পশ্যন্ ন দদর্শ বাচম্

উতো ত্বস্মৈ তন্বং বি সস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ—(ঋগ্‌বেদ ১০-৭১-৪)

বাক্‌কে কেউ দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না কেউ কেউ। আবার এমন কেউ কেউ আছে বাক্ যাকে সুবেশিনী জায়ার মতো দেহ অনাবৃত করে দেয়।

২৪. ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'ত্রয়ী' গ্রন্থে বিষয়টির উপর পূর্ণ আলোকপাত করেছেন। এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের 'কাব্যকৌতুকের' প্রবন্ধটিও স্মরণীয়।

২৫. 'রামায়ণে যদি কোন চরিত্র ঠিক আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে তাহা একমাত্র ভরতের চরিত্র।'—রামায়ণী কথা, ভরত। দীনেশচন্দ্র সেন।

২৬. 'আদি কবির লক্ষণ, পৃথিবীর আদি মহাকাব্যগুলির বৈশিষ্ট্য আমি যা বুঝেছি, তার নাম দিতে পারি বাস্তবতা, সে বাস্তবতা এমন সম্পূর্ণ, নিরাসক্ত ও নির্মম

যে তার তুলনায় আধুনিক পাশ্চাত্ত্য রিয়ালিজম্-এর চরম নমুনাও মনে হয় দয়ার্দ্র। যাকে বলা যায় সম্পূর্ণ সত্য, মহাকাব্য তারই নির্বিকার দর্পণ। মহাকাব্যে ট্র্যাজিডির মত্ততা নেই, কমেডির উচ্ছলতা নেই, তাতে গলা কখনো কাঁপে না, গলা কখনো চড়ে না; বড়ো ঘটনা আর ছোটো ঘটনায় ভেদ নেই—সমস্তই সমান। আগাগোড়াই সমতল—এবং সমস্তই ঈষৎ ক্লান্তিকর। বস্তুতঃ, মহাকাব্য তো পৃথিবীর সেই কিশোর বয়সের সৃষ্টি, যখন পর্যন্ত সাহিত্য একটি সচেতন শিল্পকর্মরূপে মানুষের মনে প্রতিভাত হয় নি। —রামায়ণ, বুদ্ধদেব বসু।

২৭. ভারতবর্ষে যাহা কিছু কল্যাণকর, বিশুদ্ধ ও পবিত্র, সীতা বলিতে তাহাই বুঝায়; নারীর মধ্যে নারীত্ব বলিতে যাহা বুঝায়—সীতা তাহাই। —বিবেকানন্দ।

২৮. ডঃ অমলেন্দু বোসের Michael Madhusudan Datta : (পৃষ্ঠা ৬৪)

২৯. এই রামায়ণ কাহিনীর দিকেই সশ্রদ্ধ অথচ তির্যক দৃষ্টিতে চেয়ে একটি যন্ত্রণাকে প্রশ্নচিহ্নে চিরায়ত করে তুলেছেন আধুনিক নাট্যকার :

পরাশর : তখন থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে মেয়েটা, শুনতে খুব ভালো লাগছে, না ?

ঘণ্টে : বল ?

পরাশর : কিছু বল বেন্দাবন। তাহলে কি আমাদের বুঝতে হবে যে আজ সুযোগ বুঝে তুমিও শালা শ্রীরামচন্দ্র বনে গেলে ?

(বেন্দাবন ও বীণা মুখোমুখি হয়। বেন্দাবন ও বীণার মুখে আলো।

—মারীচ সংবাদ অরুণ মুখোপাধ্যায় (অন্তিম অংশটি)

৩০. স্পন্দিত হৃদয়ে চোখে মেলে বাল্মীকির এই মনোভূমি দেখা এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। অনেক দেখেও মনে হয় কিছুই দেখা হল না। এ যেন একটি রম্য-ভূখণ্ডে পর্যটনের মতো, সবটুকু দেখা প্রায় অসম্ভব। আবার একবার-দেখা কোনো দৃশ্য আর-একবার দেখলে তা নতুন মাধুর্যে উদ্ভাসিত হয়। আমাদের যৌথ রামায়ণ-ভ্রমণ অবারিত ও নির্বিঘ্ন হোক এই প্রার্থনা।

সুভাষিতশতক

বালকাণ্ড

ন চাবজ্ঞা প্রযোক্তব্যা কামক্রোধবশাদপি (১৩. ১৪)

কাম ক্রোধের বশবর্তী হয়েও কাউকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়।

অবজ্ঞয়া ন দাতব্যং কস্যচিল্লীলয়াপি বা। (১৩. ৩৩)

কাউকে অবজ্ঞা করে বা তুচ্ছ জ্ঞান করে কিছু দেওয়া উচিত নয়।

কূটযুদ্ধা হি রাক্ষসাঃ (২০. ৮)

রাক্ষসেরা কূটযুদ্ধপরায়ণ।

চলং হি যৌবনং নিত্যং মানুষেষু বিশেষতঃ। (৩২. ১৬.)

যৌবন, বিশেষত মানুষের ক্ষেত্রে, নিত্যই চঞ্চল।

পিতা হি প্রভুরস্মাকং দৈবতং পরমং হি নঃ। (৩২. ২১.)

পিতাই আমাদের প্রভু, পিতাই আমাদের পরম দেবতা।

অলংকারো হি নারীণাং ক্ষমা তু পুরুষস্য বা। (৩৩. ৭)

ক্ষমা নারীপুরুষ উভয়েরই অলংকার।

ক্ষমা যশঃ ক্ষমা ধর্মঃ ক্ষমায়াং বিষ্ঠিতং জগৎ। (৩৩. ৯)

ক্ষমাই যশ, ক্ষমাই ধর্ম, ক্ষমাতেই জগৎ সুস্থির।

ব্রহ্মতেজো বলম্। (৫৬. ২৪)

ব্রহ্মতেজই শক্তি।

দাতৃপ্রতিগ্রহীতৃভ্যাং সর্বার্থাঃ সম্ভবন্তি হি। (৭৩. ১১)

দাতা ও গ্রহীতার পারস্পরিকতাই সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ করে।

স্বগৃহে কো বিচারোঽস্তি। (৭৩. ১৩)

নিজের বাড়ি আবার অত ভেবেচিন্তে চলা কেন?

অযোধ্যাকাণ্ড

ভূয়ো বিনয়মাস্থায় ভব নিত্যং জিতেন্দ্রিয়ঃ। (৩. ৪২)

অধিকতর বিনয় অবলম্বন করো এবং নিত্য জিতেন্দ্রিয় হও।

চলা হি প্রাণিনাং মতিঃ। (৪. ২০)

জীবকুলের মতিগতি চঞ্চল।

ভয়ং ভীতাদ্ধি জায়তে। (৮. ৫)

যারা ভয় পায় তাদের কাছ থেকেই ভয়ের জন্ম।

সন্নিকর্ষাত্তু সৌহার্দং জায়তে স্থাবরেষ্বপি। (৮. ২৮)

নৈকট্যহেতু অচেতনের প্রতিও স্নেহ জন্মায়।

গতোদকে সেতুবন্ধো ন (কল্যাণি) বিধীয়তে। (৯.৫৪)

জল চলে যাবার পর আর সেতু বেঁধে কী হবে ?

সত্যে ধর্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ (১৪. ৭)

ধর্ম সত্যে প্রতিষ্ঠিত।

দুর্লভং হি সদা সুখম্। (১৮. ১৩)

সুখ সর্বদাই দুর্লভ।

মৃদুর্হি পরিভূয়তে। (২১. ১১)

যে দুর্বল সে পরিভূত হয়।

সুখদুঃখে ভয়ক্রোধৌ লাভালাভৌ ভবাভবৌ।
যস্য কিঞ্চিদ্ যথাভূতং নন্নু দৈবস্য কর্ম তৎ ॥ (২২.২২)

সুখদুঃখ ভয়ক্রোধ লাভক্ষতি জন্মমৃত্যু যার যেমন আসে তা সবই ভাগ্যের বিধান।

বিক্লবো বীর্যহীনো যঃ স দৈবমনুবর্ততে। (২৩. ১৬)

যে বিহ্বল ও নির্বল সেই ভাগ্য মেনে চলে।

বীরাঃ সম্ভাবিতাত্মানো ন দৈবং পর্যুপাসতে। (২৩. ১৬)

সমর্থ বীর দৈবের উপাসনা করে না।

ন দৈবেন বিপন্নার্থঃ পুরুষঃ সোঽবসীদতি (২৩. ১৭)

দৈবকে যে পুরুষকারে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে দৈবপীড়িত হয়ে সে অবসন্ন হয় না।

কৃতান্তস্য গতিঃ (পুত্র) দুর্বিভাব্যা সদা ভুবি। (২৪. ৩৫)

পৃথিবীতে কৃতান্তের গতিপথ সর্বদাই দুর্জ্ঞেয়।

ভর্তৃর্ভাগ্যং জায়ৈক প্রাপ্নোতি (পুরুষর্ষভ) (২৭. ৪)

স্বামি-ভাগ্য জায়াই লাভ করে।

ইহ প্রেত্য চ নারীণাং পতিরেকো গতিঃ সদা ॥ (২৭. ৬)

ইহকালে ও পরকালে নারীদের পতিই সর্বদা একমাত্র গতি।

ন হি নিম্বাৎ স্রবেৎ ক্ষৌদ্রং লোকে নিগদিতং বচঃ। (৩৫. ১৭)

লোক বলে নিম থেকে মধু ঝরে না।

যদাচরতি (কল্যাণি) শুভং বা যদি বাঽশুভম্

তদেব লভতে ভদ্রে কর্তা কর্মজমাত্মনঃ (৬৩. ৬)

লোকে শুভাশুভ যেমন আচরণ করবে কর্মজনিত ফলও তেমনই লাভ করবে।

কশ্চিদাম্রবণং ছিত্ত্বা পলাশাংশ্চ নিষিঞ্চতি।

পুষ্পং দৃষ্ট্বা ফলে গৃধ্নুঃ যঃ শোচতি ফলাগমে ॥ (৬৩. ৮)

যে আম্রতরু ছেদন করে পলাশতরুতে জলসেচন করে এবং পলাশপুষ্প দেখে সেখানে আম্রফল পাবার লোভ করে তাকে অনুশোচনা করতে হবে।

নারাজকে জনপদে বিদ্যুন্মালী মহাস্বনঃ।

অভিবর্ষতি পর্জন্যো মহীং দিব্যেন বারিণা ॥ (৬৭. ৯)

বিদ্যুদ্‌গর্ভ মহাধ্বনি পর্জন্য-অরাজক রাজ্যে দিব্য বারিতে (বৃষ্টিতে) ভূমি সিক্ত করে না।

অরণ্যকাণ্ড

অগ্নিসংযোগবদ্ধেতুঃ শস্ত্রসংযোগ উচ্যতে। (৯. ২৪)

হাতে আগুন থাকলে যেমন কোনো কিছু দাহ করতে ইচ্ছে হয়, হাতে অস্ত্র থাকলেও তেমনি তা প্রয়োগ করবার ইচ্ছে হয়।

অপ্রমত্তশ্চ যো রাজা সর্বজ্ঞো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।

কৃতজ্ঞো ধর্মশীলশ্চ স রাজা তিষ্ঠতে চিরম্ ॥ (৩৩. ২০)

যে রাজা অপ্রমত্ত সর্বজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, কৃতজ্ঞ ও ধর্মশীল সেই রাজা চিরদিন সুখে রাজ্য করেন।

নয়নাভ্যাং প্রসুপ্তো বা জাগর্তি নয়চক্ষুষা।

ব্যক্তক্রোধপ্রসাদশ্চ স রাজা পূজ্যতে জনৈঃ ॥ (৩৩. ২১)

যে রাজা চর্মনেত্রে নিদ্রিত কিন্তু ন্যায়নেত্রে জাগ্রত, যিনি উপযুক্ত ক্ষেত্রে ক্রোধ ও অনুগ্রহ প্রকাশ করেন সেই রাজাকেই জনসাধারণ শ্রদ্ধা করে।

উৎসাহবন্তো হি নরা ন লোকে সীদন্তি কর্মস্বতিদুষ্করে। (৬৩. ১৯)

যার উৎসাহ আছে সে সংসারে অতি কঠিন কাজেও অবসন্ন হয় না।

শূরাঃ শরণ্যাঃ (সৌমিত্রে) তির্যগ্‌যোনিগতেষ্বপি। (৬৮. ২৪)

তির্যক্ প্রাণী হলেও যদি বীর হয় তবে তারাও শরণ্য হতে পারে।

কালভিন্নাঃ সীদন্তি যথা বালুকাসেতবঃ (৬৯. ৫০)

যারা কালগ্রস্ত তারা বালুকাময় সেতুর মতো অবসন্ন হয়।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

অতিস্নেহপরিষঙ্গাদ্ বর্তিরার্দ্রাপি দহ্যতে। (১. ১১৮)

অত্যধিক তৈলসংযোগে দীপবর্তিকা আর্দ্র হলেও দগ্ধ হয়।

নাস্ত্যুৎসাহাৎ পরং বলম্। (১. ১২৩)

উৎসাহের চেয়ে বেশি বল আর নেই।

সোৎসাহস্য হি লোকেষু ন কিঞ্চিদপি দুর্লভম্। (১. ১২৩)

উৎসাহী লোকের কিছুই দুর্লভ নয়।

বিশ্বস্তানামবিশ্বস্তাশ্ছিদ্রেষু প্রহরন্ত্যপি। (২. ২২)

অবিশ্বস্তেরা ছিদ্র অন্বেষণ ক'রে বিশ্বস্তদের আঘাত করে।

উপকারফলং মিত্রম্। (৫. ২৭)

বন্ধু চেনা যায় উপকারে।

ব্যসনে বার্থকৃচ্ছ্রে বা ভয়ে বা জীবিতান্তকে।
বিমৃশংশ্চ স্বয়া বুদ্ধ্যা ধৃতিমান্নাবসীদতি॥ (৭. ৯)

বিপদে, অর্থকষ্টে, ভয়ে বা জীবনসংশয়ে ধৈর্যবান ব্যক্তি নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করে অবসন্ন হয় না।

বালিশশ্চ নরো নিত্যং বৈক্লব্যং যোঽনুবর্ততে।
স মজ্জত্যবলঃ শোকে ভারাক্রান্তেব নৌর্জলে॥ (৭. ১০)

যে সর্বদা বিহ্বল হয়ে পড়ে সে মূর্খ। ভারাক্রান্ত নৌকা যেমন নদীর জলে ডুবে যায়, তেমনি সেও শোকে ডুবে যায়।

দুঃখিতঃ সুখিতো বাপি বন্ধুর্নিত্যং সদাগতিঃ। (৮. ৪০)

সুখে দুঃখে বন্ধুই বন্ধুর অবলম্বন।

উপকারফলং মিত্রমপকারোঽরিলক্ষণম্। (৮. ২১)

উপকার মিত্রলক্ষণ, অপকারই অরিলক্ষণ।

জ্যেষ্ঠোভ্রাতা পিতা বাপি যশ্চ বিদ্যাং প্রযচ্ছতি
ত্রয়স্তে পিতরো জ্ঞেয়া ধর্মে চ পথি বর্তিনঃ॥ (৮. ১৩)

ধর্মপথবাহী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতা এবং বিদ্যাদাতা—এই তিন জন পিতার মতো।

রাজভির্ধৃতদণ্ডাশ্চ কৃত্বা পাপানি মানবাঃ।
বিমলাঃ স্বর্গমায়ান্তি সন্তঃ সুকৃতিনো যথা॥ (১৮. ৩৩)

লোকে পাপ করলেও রাজার দণ্ড ভোগ করলে নিষ্পাপ হয়ে পুণ্যবানদের মতোই স্বর্গে যায়।

শাসনাদ্ বাপি মোক্ষাদ্ বা স্তেনঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
রাজা ত্বশাসন্ পাপস্য তদবাপ্নোতি কিল্বিষম্। (১৮. ৩৪)

নিগ্রহ বা মুক্তি যেভাবেই হোক পাপী শুদ্ধ হয়, কিন্তু যে-রাজা দণ্ডের পরিবর্তে মুক্তি দিয়ে থাকেন, পাপ তাকেই স্পর্শ করে।

কশ্চ কস্যানুশোচ্যোঽস্তি দেহেঽস্মিন্ বুদ্‌বুদোপমে। (২১. ৩)

মানুষের দেহ বুদ্‌বুদের মতো, কে কার জন্যে শোক করে?

পিতা হি বন্ধুঃ পুত্রস্য ন মাতা (হরিসত্তম)। (২১. ১৫)

পিতাই পুত্রের বন্ধু, মাতা নয়।

ন শোকপরিতাপেন শ্রেয়সা যুজ্যতে মৃতঃ। (২৫. ২)

যে প্রয়াত শোকে পরিতাপে কোনো মঙ্গলই হয় না তার।

নিয়তিঃ কারণং লোকে নিয়তিঃ কর্মসাধনম্।
নিয়তিঃ সর্বভূতানাং নিয়োগেষ্বিহ কারণম্॥ (২৫. ৪)

নিয়তি সংসারে সবকিছুর কারণ, এবং সমস্ত কাজের বিধায়ক। নিয়তি সমস্ত প্রাণীর কাজের নিয়ন্ত্রক।

न कर्ता কস্যচিৎ কশ্চিন্নিয়োগে নাপি চেশ্বরঃ।

স্বভাবে বর্ততে লোকস্তস্য কালঃ পরায়ণম্॥ (২৫. ৫)

কেউ কারো কর্তা নয়, কেউ কারো নিয়ন্তা নয়। মানুষ যার যে স্বভাব সেই স্বভাবেই প্রতিষ্ঠিত থাকে। কালই তার নিয়ন্তা।

ন কালঃ কালমত্যেতি ন কালঃ পরিহীয়তে। (২৫. ৬)

ঈশ্বর স্বয়ং কালকে অতিক্রম করতে পারে না। কাল অক্ষয়।

ন কালস্যাস্তি বন্ধুত্বং ন হেতুর্ন পরাক্রমঃ।

ন মিত্রজ্ঞাতিসম্বন্ধঃ কারণং নাত্মনো বশঃ॥ (২৫. ৭)

কালের কাছে পক্ষপাতিত্ব নাই, হেতু নেই, পরাক্রমও নাই, মিত্র বা জ্ঞাতিসম্বন্ধ তাকে প্রতিরোধ করতে পারে না।

ন হি স্ত্রীষু মহাত্মানঃ ক্বচিৎ কুর্বন্তি দারুণম্। ৩৩. ৩৮।

মহাত্মারা স্ত্রীলোকের উপর কোনো নিষ্ঠুর আচরণ করে না।

কৃতজ্ঞঃ সত্যবাদী চ রাজা লোকে মহীয়তে। (৩৪. ৭)

কৃতজ্ঞ ও সত্যবাদী রাজা পৃথিবীতে সম্মানিত হয়।

সুন্দরকাণ্ড

অকৃতাত্মানমাসাদ্য রাজানমনয়ে রতম্।

সমৃদ্ধানি বিনশ্যন্তি রাষ্ট্রাণি নগরাণি চ॥ (২১. ১১)

যে-রাজার আত্মসংযম নেই যে-রাজা অন্যায়রত তার সমৃদ্ধ রাষ্ট্র ও নগর বিনষ্ট হয়।

ভূতার্থাশ্চ বিরুধ্যন্তি দেশকালবিরোধিনঃ।

বিক্লবং দূতমাসাদ্য তমঃ সূর্যোদয়ে যথা॥ (৩০. ৩৭)

সিদ্ধপ্রায় কর্ম ও দূতের বুদ্ধিবৈগুণ্যে দেশকালবিরোধী হয়ে সূর্যোদয়ে অন্ধকারের মতো বিনষ্ট হয়ে যায়।

ঘাতয়ন্তি হি কার্যাণি দূতাঃ পণ্ডিতমানিনঃ। (৩০. ৩৮)

পণ্ডিতম্মন্য দূতই কার্যক্ষতির মূল।

এতি জীবন্তমানন্দো নরং বর্ষশতাদপি। (৩৪. ৬)

জীবিত লোক শতবর্ষেও আনন্দ লাভ করে।

রজ্জ্বেব পুরুষং বধ্বা কৃতান্তঃ পরিকর্ষতি। (৩৭. ৩)

যম পুরুষকে যেন রজ্জুবদ্ধ করে আকর্ষণ করে।

বিধির্নমংসহার্যঃ। (৩৭. ৪)

নিয়তি দুর্নিবার।

আনৃশংস্যং পরো ধর্মঃ। (৩৮. ৪১)

অহিংসা পরম ধর্ম।

কার্যে কর্মণি নির্বৃত্তে যো বহূন্যপি সাধয়েৎ।

পূর্বকার্যাবিরোধেন স কার্যং কর্তুমর্হতি॥ (৪১. ৫)

আসল কাজ করবার পর যে অবান্তর কাজ করে, আসল কাজের সঙ্গে কোনো বিরোধ না থাকলে সে সে-কাজ ক'রে দূষণীয় হয় না।

যো হ্যর্থো বহুধা বেদ স সমর্থোঽর্থসাধনে। (৪১. ৬)

যে কর্তব্যের স্বরূপটি ঠিকমতো অনুধাবন করতে পারে সে-ই সে-কর্তব্যসম্পাদনে সমর্থ হয়।

অহিরেব হ্যহেঃ পাদান বিজানাতি ন সংশয়ঃ। (৪২. ৯)

সাপই সাপের পায়ের চিহ্ন বোঝে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ক্রুদ্ধঃ পাপং ন কুর্যাৎ কঃ ক্রুদ্ধঃ হন্যাদ্ গুরূনপি।

ক্রুদ্ধঃ পরুষয়া বাচা নরঃ সাধূনধিক্ষিপেৎ॥ (৫৫. ৪)

ক্রুদ্ধ ব্যক্তি কোন্ পাপ না করে? সে গুরুকেও হত্যা করে। ক্রুদ্ধ ব্যক্তি পরুষ-বচনে সজ্জনকেও তিরস্কার করে।

নাগ্নিরগ্নৌ প্রবর্ততে। (৫৫. ২২)

আগুন দিয়ে আগুন নেভানো যায় না।

যুদ্ধকাণ্ড

নিরুৎসাহস্য দীনস্য শোকপর্যাকুলাত্মনঃ।

সর্বার্থা ব্যবসীদন্তি ব্যসনং চাধিগচ্ছতি॥ (২. ৬)

যে শোকে আকুল হয় এবং অবসন্ন ও নিরুদ্যম হয়ে পড়ে তার সমস্ত কাজ পণ্ড হয়, এবং সে নিজের বিপদ ঘনিয়ে আনে।

মন্ত্রমূলং চ বিজয়ং প্রবদন্তি মনীষিণঃ। (৬. ৫)

সুমন্ত্রণাগুণেই বিজয় লাভ করা যায় মনীষীরা একথা বলেন।

বসেৎ সহ সপত্নেন ক্রুদ্ধেনাশীবিষেণ চ।
ন তু মিত্রপ্রবাদেন সংবসেচ্ছত্রুসেবিনা ॥ (১৬. ২)

বরং ক্রুদ্ধ সাপের সঙ্গেও বাস করবে, কিন্তু বন্ধুর বেশ ধরে যে শত্রুপক্ষের সেবা করে তার সঙ্গে বাস করবে না।

যথা পুষ্করপত্রেষু পতিতাস্তোয়বিন্দবঃ।
ন শ্লেষমভিগচ্ছন্তি তথানার্যেষু সংগতম্ ॥ (১৬. ১১)

পদ্মপত্রে পতিত জলবিন্দুর মতো অনার্যের সঙ্গে বন্ধুত্বও স্থায়ী হয় না।

সুলভাঃ পুরুষা (রাজন্) সর্বত্র প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ ॥ (১৬. ২১)

সর্বত্র প্রিয়বাদী পুরুষ সুলভ, কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর বিষয়ের বক্তা ও শ্রোতা দুই-ই দুর্লভ।

শূরাশ্চ বলবন্তশ্চ কৃতাস্ত্রাশ্চ নরা রণে।
কালাভিপন্নাঃ সীদন্তি যথা বালুকসেতবঃ ॥ (১৬. ২৪)

বীর, বলবান ও অস্ত্রনিপুণ ব্যক্তিও কালবশে বালুকারচিত সেতুর মতো অবসন্ন হয়ে পড়ে।

ছাদয়িত্বাত্মভাবং হি চরন্তি শঠবুদ্ধয়ঃ।
প্রহরন্তি চ রন্ধ্রেষু সোঽনর্থঃ সুমহান্ ভবেৎ ॥ (১৭. ৪০)

ধূর্তেরা নিজের প্রকৃত মনোভাব গোপন করে চলে, তারপর সুযোগ বুঝে আঘাত করে, তখন সেই অনর্থ অত্যন্ত প্রবল হয়ে দেখা দেয়।

অর্থানর্থৌ বিনিশ্চিত্য ব্যবসায়ং ভজেত হ।
গুণতঃ সংগ্রহং কুর্যাদ্ দোষতস্তু বিসর্জয়েৎ ॥ (১৭. ৪১)

হিতাহিত বুঝে কাজ করা উচিত। গুণ দেখে গ্রহণ এবং দোষ দেখে বর্জন করাই কর্তব্য।

প্রণিধায় হি চারেণ যথাবৎ সূক্ষ্মদর্শিনা।

পরীক্ষ্য চ ততঃ কার্যো যথান্যায়ং পরিগ্রহঃ॥ (১৭. ৪৪)

সূক্ষ্মদর্শী চর যথাযথভাবে প্রণিধান করে এবং পরীক্ষা ক'রে ন্যায় অনুযায়ী সবকিছু গ্রহণ করে।

আর্তো বা যদি বা দৃপ্তঃ পরেষাং শরণং গতঃ।

অরিঃ প্রাণান্ পরিত্যজ্য রক্ষিতব্যঃ কৃতাত্মনা। (১৮. ২৮)

আর্ত হোক গর্বিত হোক, কেউ যদি শরণ নেয়, শত্রু হলেও কৃতাত্মা ব্যক্তি প্রাণ ত্যাগ করেও তাকে রক্ষা করে।

কার্যাণাং কর্মণা পারং যো গচ্ছতি স বুদ্ধিমান্॥ (৮৮. ১৩)

উদ্যমে যে কার্যের পারে যায় সেই বুদ্ধিমান।

অচক্ষুর্বিষয়শ্চন্দ্রঃ কাং প্রীতিং জনয়িষ্যতি ? (১০১. ১১)

চোখে চাঁদ দেখা না গেলে আর সে কোন্ প্রীতি উৎপাদন করবে ?

ন হি প্রতিজ্ঞাং কুর্বন্তি বিতথাং সত্যবাদিনঃ। (১০১. ৫৩)

সত্যবাদীরা প্রতিজ্ঞাকে ব্যর্থ করে না।

সম্প্রাপ্তমবমানং যস্তেজসা ন প্রমার্জতি।

কস্তস্য পৌরুষেণার্থো মহতাপ্যল্পচেতসঃ॥ (১১৫. ৬)

যে সবলে প্রাপ্ত অবমাননার প্রতিবিধান করে না সেই ক্ষীণচেতার মহাপৌরুষ দিয়ে কী হবে ?

উত্তরকাণ্ড

যথা হি কুরুতে রাজা প্রজা তমনুবর্ততে। (৪৩. ১৯)

রাজা যেমন আচরণ করেন প্রজারা তারই অনুসরণ করেন।

অকীর্তির্নিন্দ্যতে দেবৈঃ কীর্তি র্লোকেষু পূজ্যতে। (৪৫. ১৩)

দেবতারা অকীর্তিকে নিন্দা করে, জগতে কীর্তি পূজিত হয়।

কীর্ত্যর্থং তু সমারম্ভঃ সর্বেষাং সুমহাত্মনাম্। (৪৫. ১৩)

কীর্তির জন্যেই সমস্ত মহাপুরুষদের সমস্ত প্রচেষ্টা।

দৈবং হি দুরতিক্রমম্। (৫০. ৪)

দৈব সত্যই দুর্লঙ্ঘ্য।

সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।

সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তঞ্চ জীবিতম্। (৫২. ১১)

সমস্ত বৃদ্ধিরই ক্ষয় আছে, সমস্ত উত্থানের পতন আছে, সমস্ত সংযোগেরই বিয়োগ আছে, সমস্ত জীবনের অন্তেই মরণ।

পতির্হি দেবতা নার্যাঃ পতির্বন্ধুঃ পতির্গুরুঃ। (৪৮. ১৭)

নারীদের পতিই দেবতা, পতিই বন্ধু, পতিই গুরু।

দৈবং হি দুরতিক্রমম্। (৫০. ৪)

দৈব দুর্লঙ্ঘ্য।

পৌরকার্যাণি যো রাজা ন করোতি দিনে দিনে।

সংবৃতে নরকে ঘোরে পতিতো নাত্র সংশয়ঃ॥ (৫৩. ৬)

প্রতিদিন যে রাজা পৌরকর্ম না করে সে ঘোর নরকে পতিত হয়, সন্দেহ নেই।

কার্যার্থিনাং বিমর্দো হি রাজ্ঞাং দোষায় কল্পতে। (৫৩. ২৫)

যারা রাজার কাছে বিশেষ কাজের কথা বলতে আসে তাদের অবজ্ঞা করা রাজার বড়োরকমের ত্রুটি।

প্রাপ্তব্যান্যেব প্রাপ্নোতি গন্তব্যান্যেব গচ্ছতি।

লব্ধব্যান্যেব লভতে দুঃখানি চ সুখানি চ। (৫৪. ১৬)

মানুষ (ভাগ্যবলেই) যা পাওয়ার তা পায়, যেখানে যাওয়ার সেখানে যেতে পারে, যা লাভ করবার তা লাভ করতে পারে, সুখ ও দুঃখও ভাগ্যবলেই ভোগ করে সে।

ন হ্যর্থাস্তত্র তিষ্ঠন্তি ন দারা ন চ বান্ধবাঃ।

সুপ্রীতো ভৃত্যবর্গস্তু যত্র তিষ্ঠতি রাঘব॥ (৬৪. ৬)

সুপ্রীত সৈন্য দিয়ে যা হয়, অর্থ স্ত্রী বা বন্ধু দিয়ে তা হয় না।

নাবসীদন্তি রাজানো বিপ্রবাসেষু (রাঘব)। (৭২, ১৪)

ক্ষত্রিয়েরা প্রবাসে কালক্ষেপে অবসন্ন হয় না।

রাজদোষৈর্বিপদ্যন্তে প্রজা হ্যবিধিপালিতাঃ (৭৩. ১৬)

অবৈধভাবে পালিত প্রজারা রাজার দোষে বিপন্ন হয় এবিষয়ে সন্দেহ নেই।

অসদ্বৃত্তে হি নৃপতাবকালে ম্রিয়তে জনঃ। (৭৩. ১৬)

রাজা অসচ্চরিত্র হলে লোকেরা অকালে মরে।

যো হ্যধর্মমকার্যং বা বিষয়ে পার্থিবস্য তু।
করোতি চাশ্রীমূলং তৎপুরে বা দুর্মতির্নরঃ।
ক্ষিপ্রং চ নরকং যাতি স রাজ ন সংশয়ঃ॥ (৭৪. ২৮)

যে নির্বোধ-রাজার অধিকারে প্রজা অনর্থকর অধর্ম বা অকর্ম করে সে এবং সেই রাজা উভয়েই দ্রুত নরকস্থ হয় এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অধীতস্য চ তপ্তস্য কর্মণঃ সুকৃতস্য চ।
ষষ্ঠং ভজতি ভাগং তু প্রজা ধর্মেণ পালয়ন্॥ (৭৪ ২৯)

যে রাজা ধর্মানুসারে প্রজাপালন করেন তিনি নিজের রাজ্যের সকলের অধ্যয়ন, তপস্যা ও পুণ্যের ষষ্ঠভাগ পান।

দত্তস্য হি পুনর্দানে সুমহৎ ফলমুচ্যতে। (৭৬. ৩১)

দত্ত বস্তুর পুনর্দান মহাফলপ্রদ।

বালানাং তু শুভং বাক্যং গ্রাহ্যম্। (৮৩. ২০)

শিশুও যদি যথার্থ কথা বলে তা গ্রহণ করা উচিত।

কিং ধনেন আশ্রমস্থানাং ফলমূলোপজীবিনাম্ ? (৯৩. ১২)

যারা ফলমূলজীবী আশ্রমবাসী তাদের ধন দিয়ে কী হবে ?

অনুবাদকের কথা

সাহিত্যের ভাষান্তর কাজটি বড়ো সহজ কাজ নয়। মূল সাহিত্যের ভাবের লালিত্য ও ভাষার সৌকর্য এবং গ্রাহক-ভাষার নিজস্ব রচনারীতি ও সাবলীলতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে অনুবাদককে বারে বারে উপনিষদের সেই মহাবাণীটি স্মরণ করতে হয় 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ'। আবার মূল সাহিত্যের জাহ্নবী দেবী যদি সংস্কৃতের মতো প্রাচীন ভাষার চন্দ্রচূড়-জটাজালের মধ্যে নিহিত থাকেন, তবে বাংলার মতো অতি আধুনিক ভাষার মর্ত্যভূমিতে তাঁর সাবলীল অবতারণের জন্যে অবশ্যই ভগীরথের সহস্র বৎসরের সাধনার প্রয়োজন হয়। সেই অসাধারণ সাধনা ও তপস্যা বর্তমান অনুবাদকের একান্ত অভাব। তবুও বাল্মীকি-রামায়ণের বঙ্গানুবাদের মতো প্রাংশুলভ্য ফলে যদি উদ্বাহু বামনের মতো হয়ে থাকি তবে তা কুহকিনী আশার মায়াময়ী ছলনার আহ্বান বলে স্বীকার করে নিতে হয়।

সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদকের সুধী পাঠকের উপর একটা বিশ্বাস ও আস্থা রাখতেই হয়, তা হল পাঠকের সংস্কৃত সাহিত্যের রসগ্রহণের উপযোগী সাধারণ সংস্কৃত-ভাষা জ্ঞান। পাঠকমহাশয় যেমন ধৈর্যশীল শ্রোতা তেমনই তিনি বুদ্ধিমান বিচারকও। অনুবাদকার্যটি মূলবস্তুর রূপায়ণ যথাযথ হয়েছে কিনা এবং শ্রুতিসুখকর হয়েছে কিনা তা তাঁরই বিচার্য। অনুবাদক শুধু কামনা করেন 'সহৃদয়হৃদয়সংবাদী' পাঠকের মধুময় সান্নিধ্যের সম্পদ।

কবিগুরু বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেছিলেন সেকালের বিদগ্ধ সমাজের জন্যে। মহাকবি কৃত্তিবাস আপামর জনসাধারণের দিকে লক্ষ্য রেখে তাকে সরল বাংলার পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রূপান্তরিত করেছিলেন। তিনি বাল্মীকির রামায়ণকে বাঙালী মনের ও জীবনচর্যার অনুকূল করে নবরূপে রূপান্বিত করেছিলেন। তাই কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙালী জাতির জীবনকাব্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই মহাদানের ফলে কৃত্তিবাস বাঙালী হৃদয়ের স্বর্ণসিংহাসনে চিরকাল সমাসীন থাকবেন সন্দেহ নেই। কিন্তু একটি কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে কবি কৃত্তিবাস দীর্ঘকাল ধরে বাল্মীকির আদিকাব্যকে এক দুর্ভেদ্য যবনিকার অন্তরালে আবৃত করে রেখেছেন। তাঁর ভক্তিরসের প্লাবনে বাল্মীকির মূল চরিত্রের চিত্রাঙ্কন, বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য ও প্রাচীন আর্যসংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলি এক মাধুর্যময় পলল-আবরণে ঢাকা পড়ে গেছে।

এই দুর্ভেদ্য আবরণ ভেদ করে আদিকবির নিজস্ব পটভূমিকায় প্রাচীন ভারতীয় শৌর্যবীর্য, মহত্ব, মহানুভবতা ও অসাধারণ জীবনবোধের মহান চিত্রপট সুধী বাঙালী পাঠকসমাজের চক্ষুর সম্মুখে উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছি এ বিষয়ে যাঁরা পূর্বসূরী তাঁদেরই পদাঙ্ক-অনুসরণে।

অনুবাদকার্যে প্রবৃত্ত হয়ে যে-সব বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে, এবং যেভাবে তা অতিক্রম করার চেষ্টা করেছি তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

স্বর্গত মনীষী রাজশেখর বসু বাল্মীকি-রামায়ণ ও বেদব্যাসের মহাভারতের সারানুবাদ করতে গিয়ে যে ভাষা ও রচনাশৈলী অবলম্বন করেছেন, সংস্কৃত সাহিত্যের বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রে তার থেকে উন্নততর পদ্ধতি দৃষ্টিগোচর হয় না। রাজশেখরের ভাষার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অপেক্ষাকৃত সহজ ও শ্রুতিমধুর তৎসম শব্দের সঙ্গে চলিত ক্রিয়াপদের অপূর্ব সমন্বয়। এই রীতিতে সংস্কৃতসাহিত্যের ভাব ও ভাষার গাম্ভীর্য ও মাধুর্য যেমন রক্ষিত হয়, তেমনই তা আধুনিক বাঙালী পাঠকের সহজ শ্রুতি ও রুচিবোধের অনুগামী হয়। রাজশেখর একদিকে যেমন শ্রুতিকঠোর শব্দ এবং দীর্ঘ সন্ধি ও সমাসবদ্ধ পদ সর্বদাই বর্জন করেছেন, তেমনই বাধ্য না হলে গ্রাম্য দেশী বা বিদেশী শব্দের ব্যবহারও বর্জন করেছেন। রাজশেখরের এই স্বর্ণময় মধ্যপন্থাকেই আমি আমার অনুবাদের আদর্শরূপে গ্রহণ করেছি। জানি না তা কতদূর সার্থক অনুসরণ অথবা অক্ষম অনুকৃতি হয়েছে।

সংস্কৃত সাহিত্যের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বহুবিশেষণের প্রয়োগ এবং সন্ধি ও সমাসবহুল পদের অজস্র ব্যবহার। এটি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সম্পদ বলে গণ্য হলেও আধুনিক বাংলার রীতি ও প্রকৃতি একে সহ্য করে না। অনুবাদকের কাছে এটি একটি প্রধান বাধা। বাংলা অনুবাদকে বাংলা হতেই হয়, সুতরাং মূলের এই সকল বহু বিশেষণ ও সমাসসন্ধির দৃঢ় বন্ধনকে প্রয়োজন স্থলে অপেক্ষাকৃত শিথিল ও লঘুবদ্ধ করতে অথবা সাবলীল ভাষায় সম্প্রসারণ করতে বাধ্য হয়েছি। অবশ্য এ কাজে সর্বাঙ্গীণ সাফল্য একরূপ অসম্ভব। বহু স্থলে বিশেষণগুলির এমনই গুরুত্ব থাকে যে তাদের স্থানচ্যুত অথবা সম্প্রসারণ করা যায় না। স্থানে স্থানে এই বিশেষণগুলি এমন-এক ত্রিশঙ্কুর অবস্থা সৃষ্টি করে যে তাদের বাংলার কাঠামোতে গ্রহণ করাও যায় না, আবার সংস্কৃতের গৌরবরক্ষার জন্যে বর্জন করাও যায় না। এরূপ স্থলে তাদের যথাস্থানে ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় রেখে দেওয়া সঙ্গত মনে করেছি।

শ্লোকগুলির অনুবাদের মধ্যে ধারাবাহিকতা ও যোগসূত্র রক্ষার জন্যে শ্লোকবহির্ভূত কিছু কিছু শব্দ সংযোজন করতে বাধ্য হয়েছি। অবশ্য এর ফলে মূলবস্তুর কোনো অঙ্গবিকৃতি বা স্ববিরোধিতা যাতে না ঘটে সে-বিষয়ে লক্ষ্য রেখেছি।

বর্তমানে প্রচলিত বঙ্গীয়, উত্তরপশ্চিম-প্রদেশীয় ও বোম্বাই-প্রদেশীয় তিনটি সংস্করণের মধ্যে তৃতীয়টিই সর্বোৎকৃষ্ট ও প্রাচীন পাঠ বলে স্বীকৃত। এই সংস্করণ-

অবলম্বনে সম্পাদিত বাল্মীকি রামায়ণটিকে আমার অনুবাদের মূল গ্রন্থ রূপে গ্রহণ করেছি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ, রাজশেখর বসু, প্রবোধচন্দ্র সেন, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য প্রমুখ সকলেই তাঁদের আলোচনা বা অনুবাদের জন্যে বোম্বাই সংস্করণকেই অবলম্বন করছেন।

বিভিন্ন সময়ে রচিত বাল্মীকি রামায়ণের কয়েকটি সংস্কৃত টীকা পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে গোবিন্দরাজ-বিরচিত 'রামায়ণভূষণ' নামক টীকাটি সকলের থেকে প্রাচীন বলে স্বীকৃত। কিন্তু পরবর্তী কালে নাগেশ ভট্ট রচিত 'রামায়ণতিলক' নামে টীকাটিই সমধিক প্রসিদ্ধ। পরবর্তী অনুবাদক ও টীকাকারগণ এই 'রামায়ণতিলক'-টীকাকে প্রধানভাবে অবলম্বন করেছেন। বর্তমান অনুবাদে আমিও বহু স্থলে তিলক-টীকাকারের মত প্রসঙ্গ-কথায় ব্যক্ত করেছি।

অনুবাদ করতে গিয়ে দুরূহ শব্দের সহজ অর্থবোধের জন্যে, এবং প্রাচীন পৌরাণিক উপাখ্যান, ভৌগোলিক বিবরণ, নদী, পর্বত, বৃক্ষলতা ও পশুপক্ষীদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের জন্যে প্রতি কাণ্ডের শেষে প্রসঙ্গকথা সংযোজন করেছি। এছাড়া সে-যুগের বৃহত্তর ভারতের রাজ্য, নদী ও পর্বতের পরিচয়সূচক একটি মানচিত্র এবং কয়েকটি ভ্রমণপথের রেখাচিত্র যথাস্থানে সংযোজন করে গ্রন্থের আকর্ষণ বাড়াবার চেষ্টা করেছি।

'নবপত্র প্রকাশনের' সুযোগ্য কর্ণধার সুসাহিত্যিক শ্রীপ্রসূন বসু মহাশয় এই সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশের জন্যে যে প্রেরণা, উৎসাহ ও সহানুভূতি দান করেছেন তার ঋণ অপরিশোধ্য। প্রবীণ শিক্ষাব্রতী অগ্রজপ্রতিম শ্রীমণীন্দ্র নাথ রায়, বি. এ, সাহিত্য-বিশারদ মহাশয় এই গ্রন্থ রচনায় আমাকে যে অসাধারণ প্রেরণা, সদুপদেশ ও সাহায্য দান করেছেন তা অবিস্মরণীয়।

কৈশোর অবস্থাতেই স্বর্গত পিতৃদেব বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীত্রৈলোক্য নাথ নন্দ মহাশয়ের হাতে আমার সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের হাতেখড়ি হয়েছিল। স্কুলে পাঠ্য অবস্থায় উত্তরকাণ্ডের অন্তর্গত কুশলবের রামায়ণগান এবং সীতার পাতালপ্রবেশ কাব্যাংশগুলি আমার কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছিল। তরুণ বয়সের সেই উপ্ত বীজ পরিণত বয়সের দীর্ঘ পরিশ্রমের আলোবাতাস ও জলসেকের ফলে যে ফসল ফলিয়েছে 'আমার সে নয় সবার আজ'; সহৃদয় পাঠকবর্গের করকমলে তার সবটুকু সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হলাম।

শ্রী সরোজেন্দ্র নন্দ



প্রথম সর্গ

* *

কথাসংক্ষেপ

তপঃস্বাধ্যায়নিরতং তপস্বী বাগ্‌বিদাং বরম্।
নারদং পরিপপ্রচ্ছ বাল্মীকিমুনিপুংগবম্ ॥১

অন্বয়: তপস্বী বাল্মীকিঃ তপঃস্বাধ্যায়নিরতং বাগ্‌বিদাং বরং মুনিপুংগবং নারদং পরিপপ্রচ্ছ। ১

তপস্বী বাল্মীকি তপস্যা ও বেদাধ্যয়নাদিতে নিযুক্ত বাগ্মিশ্রেষ্ঠ মুনিবর নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন। ১

কো ন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্যবান্।
ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ ॥২

অন্বয়: সাম্প্রতম্ অস্মিন্ লোকে কঃ নু গুণবান্ কঃ চ বীর্যবান্ ধর্মজ্ঞঃ কৃতজ্ঞঃ সত্যবাক্যঃ দৃঢ়ব্রতঃ চ (অস্তি)। ২

মুনিবর, বলুন, বর্তমানে পৃথিবীতে এমন কে আছেন যিনি গুণবান্, বীর্যবান্, ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ২

চরিত্রেণ চ কো যুক্তঃ সর্বভূতেষু কো হিতঃ।
বিদ্বান্ কঃ কঃ সমর্থশ্চ কশ্চৈকঃ প্রিয়দর্শনঃ ॥৩

অন্বয়: কঃ চ একঃ চারিত্রেণ যুক্তঃ কঃ সর্বভূতেষু হিতঃ কঃ বিদ্বান্ কঃ সমর্থঃ চ ঃ চ প্রিয়দর্শনঃ? ৩

এমন কে আছেন, যিনি একাধারে সচ্চরিত্র, সর্বজীবের হিতকারী, বিদ্বান, বলবান, বং প্রিয়দর্শন? ৩

আত্মবান্ কো জিতক্রোধো দ্যুতিমান্ কোঽনসূয়কঃ।
কস্য বিভ্যতি দেবাশ্চ জাতরোষস্য সংযুগে ॥৪

অন্বয়ঃ কঃ আত্মবান্ কঃ জিতক্রোধঃ দ্যুতিমান্ কঃ অনসূয়কঃ। সংযুগে জাতরোষস্য কস্য দেবাঃ চ বিভ্যতি ? ৪

এমন কে আছেন, যিনি আত্মবিশ্বাসী, ক্রোধজয়ী, কান্তিমান এবং ঈর্ষাহীন ? যুদ্ধে ক্রুদ্ধ অবস্থায় দেখলে কাকে দেবতারাও ভয় পান ? ৪

এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং পরং কৌতূহলং হি মে।
মহর্ষে ত্বং সমর্থোঽসি জ্ঞাতুমেবংবিধং নরম্ ॥৫

অন্বয়ঃ মহর্ষে অহম্ এতং শ্রোতুম্ ইচ্ছামি। পরং মে কৌতূহলং (জাতং)। ত্বম্ এবংবিধং নরং জ্ঞাতুং সমর্থঃ অসি। ৫

হে মহর্ষি, আমি একথা শুনতে চাই, আমার প্রবল কৌতূহল হচ্ছে ; এমন মানুষের সন্ধান একমাত্র আপনিই দিতে পারেন। ৫

শ্রুত্বা চৈতৎ ত্রিলোকজ্ঞো বাল্মীকের্নারদো বচঃ।
শ্রূয়তামিতি চামন্ত্র্য প্রহৃষ্টো বাক্যমব্রবীৎ ॥৬

অন্বয়ঃ ত্রিলোকজ্ঞঃ নারদঃ চ বাল্মীকেঃ এতৎ বচঃ শ্রুত্বা প্রহৃষ্টঃ শ্রূয়তাম্ ইতি চ আমন্ত্র্য বাক্যম্ অব্রবীৎ। ৬

ত্রিলোকজ্ঞ নারদ বাল্মীকির একথা শুনে সম্ভাষণ জানিয়ে হৃষ্টচিত্তে বললেন। ৬

বহবো দুর্লভাশ্চৈব যে ত্বয়া কীর্তিতা গুণাঃ।
মুনে বক্ষ্যাম্যহং বুদ্ধ্বা তৈর্যুক্তং শ্রূয়তাং নরম্ ॥৭

অন্বয়ঃ মুনে ত্বয়া যে বহবঃ গুণাঃ কীর্তিতাঃ (তে) চ দুর্লভাঃ তৈঃ যুক্তং নরং অহং বুদ্ধ্বা বক্ষ্যামি—শ্রূয়তাম্। ৭

মুনিবর, আপনি যে নানান গুণের কথা বললেন তা একান্ত দুর্লভ। যা হোক্, সে-সব গুণে গুণী একজনের কথা আমি মনে করে বলছি, শুনুন। ৭

ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ।
নিয়তাত্মা মহাবীর্যো দ্যুতিমান্ ধৃতিমান্ বশী ॥৮

অন্বয়ঃ ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবঃ জনৈঃ শ্রুতঃ নিয়তাত্মা মহাবীর্যঃ দ্যুতিমান্ ধৃতিমান বশী রামঃ নাম (নৃপঃ অস্তি)। ৮

ইক্ষ্বাকুবংশে রাম নামে এক পৃথিবীবিখ্যাত রাজা আছেন। তিনি মহাবীর, কান্তিমান, ধৈর্যশীল এবং সংযমী। ৮

বুদ্ধিমান্ নীতিমান্ বাগ্মী শ্রীমান্ শত্রুনিবর্হণঃ।
বিপুলাংসো মহাবাহুঃ কম্বুগ্রীবো মহাহনুঃ ॥৯

অন্বয়: (সঃ) বুদ্ধিমান্ নীতিমান্ বাগ্মী শ্রীমান্ শত্রুনিবর্হণঃ বিপুলাংসঃ মহাবাহুঃ কম্বুগ্রীবঃ মহাহনুঃ। ৯

তিনি বুদ্ধিমান, নীতিপরায়ণ, বাগ্মী, লক্ষ্মীবান এবং শত্রুঘাতী। তাঁর স্কন্ধদেশ উন্নত, বাহু বিশাল, কণ্ঠদেশ শঙ্খের মতো রেখাঙ্কিত এবং গণ্ডদেশ স্থূল। ৯

মহোরস্কো মহেষ্বাসো গূঢ়জত্রুররিন্দমঃ।
আজানুবাহুঃ সুশিরাঃ সুললাটঃ সুবিক্রমঃ ॥১০

অন্বয়: (সঃ) মহোরস্কঃ মহেষ্বাসঃ গূঢ়জত্রুঃ অরিন্দমঃ আজানুবাহুঃ সুশিরাঃ সুললাটঃ সুবিক্রমঃ। ১০

তাঁর বক্ষস্থল বিশাল, তিনি মহাধনুর্ধর, স্থূলতার জন্যে তাঁর স্কন্ধসন্ধি দেখা যায় না। তিনি শত্রুহন্তা, তাঁর বাহু আজানুলম্বিত, মস্তক সুগঠিত এবং তিনি মহা-পরাক্রমশালী। ১০

সমঃ সমবিভক্তাঙ্গঃ স্নিগ্ধবর্ণঃ প্রতাপবান্।
পীনবক্ষা বিশালাক্ষো লক্ষ্মীবান্ শুভলক্ষণঃ ॥১১

অন্বয়: (সঃ) সমঃ সমবিভক্তাঙ্গঃ স্নিগ্ধবর্ণঃ প্রতাপবান্ পীনবক্ষাঃ বিশালাক্ষঃ লক্ষ্মীবান্ শুভলক্ষণঃ। ১১

তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সৌষ্ঠবযুক্ত ও সুবিভক্ত এবং গাত্রবর্ণ স্নিগ্ধ। তিনি প্রতাপশালী তাঁর বক্ষস্থল উন্নত, চক্ষু দুটি আয়ত, তিনি লক্ষ্মীবান এবং শুভ লক্ষণযুক্ত। ১১

ধর্মজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ্চ প্রজানাং চ হিতে রতঃ।
যশস্বী জ্ঞানসম্পন্নঃ শুচির্বশ্যঃ সমাধিমান্ ॥১২

অন্বয়: (সঃ) ধর্মজ্ঞঃ সত্যসন্ধঃ চ প্রজানাং চ হিতে রতঃ যশস্বী জ্ঞানসম্পন্নঃ শুচিঃ বশ্যঃ সমাধিমান্। ১২

তিনি ধর্মজ্ঞ, সত্যপরায়ণ, প্রজাদের মঙ্গলে নিযুক্ত, যশস্বী, জ্ঞানী, শুদ্ধাচারী, বিনয়ী এবং তন্ময়। ১২

প্রজাপতিসমঃ শ্রীমান্ ধাতা রিপুনিষূদনঃ।
রক্ষিতা জীবলোকস্য ধর্মস্য পরিরক্ষিতা ॥১৩

অন্বয় : (সঃ) প্রজাপতিসমঃ শ্রীমান্ ধাতা রিপুনিষূদনঃ জীবলোকস্য রক্ষিতা ধর্মস্য পরিরক্ষিতা। ১৩

তিনি প্রজাদের প্রতি সমদর্শী, লক্ষ্মীবান, জনগণের রক্ষাকর্তা, শত্রুহন্তা, জীবলোকের রক্ষক এবং ধর্মের পরিপালক। ১৩

রক্ষিতা স্বস্য ধর্মস্য স্বজনস্য চ রক্ষিতা।
বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো ধনুর্বেদে চ নিষ্ঠিতঃ ॥১৪

অন্বয় : (সঃ) স্বস্য ধর্মস্য রক্ষিতা স্বজনস্য চ রক্ষিতা বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞঃ ধনুর্বেদে চ নিষ্ঠিতঃ। ১৪

তিনি স্বধর্মের রক্ষক, স্বজনপালক, বেদ-বেদাঙ্গের তত্ত্বজ্ঞানী এবং ধনুর্বেদে পারদর্শী। ১৪

সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞঃ স্মৃতিমান্ প্রতিভানবান্।
সর্বলোকপ্রিয়ঃ সাধুরদীনাত্মা বিচক্ষণঃ ॥১৫

অন্বয় : (সঃ) সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞঃ স্মৃতিমান্ প্রতিভানবান্ সর্বলোকপ্রিয়ঃ সাধুঃ অদীনাত্মা বিচক্ষণঃ। ১৫

তিনি সমস্ত শাস্ত্রের অর্থবোধে নিপুণ, স্মৃতিমান, তিনি স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন, প্রতিভাশালী, সর্বজনপ্রিয়, সচ্চরিত্র, উন্নত আত্মশক্তিযুক্ত এবং বিচক্ষণ। ১৫

সর্বদাভিগতঃ সদ্ভিঃ সমুদ্র ইব সিন্ধুভিঃ।
আর্যঃ সর্বসমশ্চৈব সদৈব প্রিয়দর্শনঃ ॥১৬

অন্বয় : (সঃ) সর্বদা সিন্ধুভিঃ সমুদ্রঃ ইব সদ্ভিঃ অভিগতঃ আর্যঃ সর্বসমঃ চ এব, সদা এব প্রিয়দর্শনঃ। ১৬

নদী যেমন সর্বদা সমুদ্রে মিলিত হয়, সজ্জনেরাও তেমনি সর্বদা তাঁর সঙ্গে মিলিত হন; তিনি পূজনীয়, সকলের প্রতি সমদর্শী এবং সর্বদাই প্রিয়দর্শন। ১৬

স চ সর্বগুণোপেতঃ কৌশল্যানন্দবর্ধনঃ।
সমুদ্র ইব গাম্ভীর্যে ধৈর্যেণ হিমবানিব ॥১৭

অন্বয় : সঃ চ কৌশল্যানন্দবর্ধনঃ সর্বগুণোপেতঃ গাম্ভীর্যে সমুদ্রঃ ইব, ধৈর্যেণ হিমবান্ ইব। ১৭

কৌশল্যার আনন্দবর্ধক তিনি সকল গুণের আধার। গাম্ভীর্যে সমুদ্রের মতো এবং ধৈর্যে হিমালয়সদৃশ। ১৭

বিষ্ণুনা সদৃশো বীর্যে সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ।
কালাগ্নিসদৃশঃ ক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ॥
ধনদেন সমস্ত্যাগে সত্যে ধর্ম ইবাপরঃ॥১৮

অন্বয়ঃ (সঃ) বীর্যে বিষ্ণুনা সদৃশঃ সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ ক্রোধে কালাগ্নিসদৃশঃ ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ। ত্যাগে ধনদেন সমঃ সত্যে অপরঃ ধর্মঃ ইব। ১৮

তিনি বীরত্বে বিষ্ণুর তুল্য এবং চন্দ্রমার মতো প্রিয়দর্শন; তিনি ক্রোধে কালাগ্নির মতো, আবার ক্ষমায় পৃথিবীসম; তিনি ত্যাগে কুবের এবং সত্যে দ্বিতীয় ধর্মের মতো। ১৮

তমেবং গুণসম্পন্নং রামং সত্যপরাক্রমম্।
জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠগুণৈর্যুক্তং প্রিয়ং দশরথঃ সুতম্॥১৯
প্রকৃতীনাং হিতৈর্যুক্তং প্রকৃতিপ্রিয়কাম্যয়া।
যৌবরাজ্যেন সংযোক্তুমৈচ্ছৎ প্রীত্যা মহীপতিঃ॥২০

অন্বয়ঃ মহীপতিঃ দশরথঃ প্রীত্যা এবং গুণসম্পন্নং সত্যপরাক্রমং তং শ্রেষ্ঠগুণৈঃ যুক্তং প্রকৃতীনাং হিতৈঃ যুক্তং প্রিয়ং জ্যেষ্ঠং সুতং রামং প্রকৃতিপ্রিয়কাম্যয়া যৌবরাজ্যেন সংযোক্তুম্ ঐচ্ছৎ। ১৯-২০

তিনি সত্যপরায়ণ, শ্রেষ্ঠগুণান্বিত এবং প্রজাদের কল্যাণে নিযুক্ত। এমন গুণবান, প্রিয় জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে রাজা দশরথ স্নেহবশে এবং প্রজাদের মঙ্গলকামনায় যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত করতে ইচ্ছা করলেন। (১৯-২০)

তস্যাভিষেকসংভারান্ দৃষ্ট্বা ভার্যাঽথ কৈকেয়ী।
পূর্বং দত্তবরা দেবী বরমেনামযাচত॥২১
বিবাসনং চ রামস্য ভরতস্যাভিষেচনম্॥২২

অন্বয়ঃ অথ তস্য অভিষেকসংভারান্ দৃষ্ট্বা পূর্বং দত্তবরা ভার্যা কৈকেয়ী দেবী এনং বরম্ অযাচত, রামস্য বিবাসনং ভরতস্য অভিষেচনং চ। ২১-২২

দশরথের পত্নী কৈকেয়ী পূর্বে তাঁর কাছে বর পেয়েছিলেন। তিনি রামের অভিষেকের আয়োজন দেখে এমন বর চাইলেন যাতে রামের নির্বাসন আর ভরতের অভিষেক হয়। ২১-২২

স সত্যবচনাৎ রাজা ধর্মপাশেন সংযতঃ।
বিবাসয়ামাস সুতং রামং দশরথঃ প্রিয়ম্ ॥২৩

অন্বয়ঃ সঃ রাজা দশরথঃ সত্যবচনাৎ ধর্মপাশেন সংযতঃ প্রিয়ং সুতং রামং বিবাসয়ামাস। ২৩

রাজা দশরথ সত্যপালনের জন্যে ধর্মপাশে আবদ্ধ হয়ে প্রিয়পুত্র রামকে নির্বাসন দিলেন। ২৩

স জগাম বনং বীরঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্।
পিতুর্বচননির্দেশাৎ কৈকেয্যাঃ প্রিয়কারণাৎ ॥২৪

অন্বয়ঃ সঃ বীরঃ পিতুঃ বচননির্দেশাৎ কৈকেয্যাঃ প্রিয়কারণাৎ প্রতিজ্ঞাম্ অনুপালয়ন্ বনং জগাম। ২৪

মহাবীর রামও পিতৃসত্য পালন এবং কৈকেয়ীর মঙ্গলসাধনের উদ্দেশ্যে পিতৃ-আজ্ঞায় বনবাসে গেলেন। ২৪

তং ব্রজন্তং প্রিয়ো ভ্রাতা লক্ষ্মণোঽনুজগাম হ।
স্নেহাৎ বিনয়সম্পন্নঃ সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ ॥
ভ্রাতরং দয়িতো ভ্রাতুঃ সৌভ্রাত্রমনুদর্শয়ন্ ॥২৫

অন্বয়ঃ বিনয়সম্পন্নঃ সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ ভ্রাতুঃ দয়িতঃ প্রিয়ঃ ভ্রাতা লক্ষ্মণঃ সৌভ্রাত্রম্ অনুদর্শয়ন্ তং ব্রজন্তং ভ্রাতরম্ অনুজগাম। ২৫

সুমিত্রার পুত্র, বিনয়-মণ্ডিত লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি রামকে বনবাসে যেতে দেখে স্নেহবশে সৌভ্রাত্রের পরিচয় দিয়ে তাঁর অনুগমন করলেন। ২৫

রামস্য দয়িতা ভার্যা নিত্যং প্রাণসমা হিতা।
জনকস্য কুলে জাতা দেবমায়েব নির্মিতা ॥২৬
সর্বলক্ষণসম্পন্না নারীণামুত্তমা বধূঃ।
সীতাঽপ্যনুগতা রামং শশিনং রোহিণী যথা ॥২৭

অন্বয়ঃ রামস্য দয়িতা নিত্যং প্রাণসমা ভার্যা জনকস্য কুলে জাতা দেবমায়া ইব নির্মিতা সর্বলক্ষণসম্পন্না নারীণাম্ উত্তমা বধূঃ সীতা অপি রামম্ অনুগতা, যথা রোহিণী শশিনম্ (অনুগতা)। ২৬-২৭

জনকনন্দিনী সীতা ছিলেন রামের প্রাণসমা প্রিয়াভার্যা। তিনি নারীকুলের

শ্রেষ্ঠরত্ন এবং সর্বসুলক্ষণযুক্ত। তাঁর দেহ যেন দেবতার মায়ায় নির্মিত হয়েছিল। সেই সীতাও রামের অনুগমন করলেন। তাঁকে দেখে মনে হল রোহিণী যেন চন্দ্রের অনুগমন করছেন। ২৬-২৭

পৌরৈরনুগতো দূরং পিত্রা দশরথেন চ।
শৃঙ্গবেরপুরে সূতং গঙ্গাকূলে ব্যসর্জয়ৎ ॥২৮

অন্বয়: (রামঃ) পৌরৈঃ পিত্রা দশরথেন চ দূরম্ অনুগতঃ। (সঃ) শৃঙ্গবেরপুরে গঙ্গাকূলে সূতং ব্যসর্জয়ৎ। ২৮

পুরবাসীরা এবং পিতা দশরথ বহুদূর পর্যন্ত রামের অনুগমন করলেন। অবশেষে শৃঙ্গবেরপুরে গঙ্গাকূলে রাম সারথি সুমন্ত্রকে বিদায় দিলেন। ২৮

গুহমাসাদ্য ধর্মাত্মা নিষাদাধিপতিং প্রিয়ম্।
গুহেন সহিতো রামো লক্ষ্মণেন চ সীতয়া ॥২৯
তে বনেন বনং গত্বা নদীস্তীর্ত্বা বহূদকাঃ।
চিত্রকূটমনুপ্রাপ্য ভরদ্বাজস্য শাসনাৎ ॥৩০
রম্যমাবসথং কৃত্বা রমমাণা বনে ত্রয়ঃ।
দেবগন্ধর্বসঙ্কাশাস্তত্র তে ন্যবসন্ সুখম্ ॥৩১

অন্বয়: ধর্মাত্মা রামঃ প্রিয়ং নিষাদাধিপতিং গুহম্ আসাদ্য গুহেন লক্ষ্মণেন সীতয়া চ সহিতঃ বনেন বনং গত্বা বহূদকাঃ নদীঃ তীর্ত্বা ভরদ্বাজস্য শাসনাৎ চিত্রকূটম্ অনুপ্রাপ্য রম্যম্ আবসথং কৃত্বা বনে রমমানাঃ তে ত্রয়ঃ দেবগন্ধর্বসদৃশাঃ তত্র সুখং ন্যবসন্। ২৯-৩১

তারপর ধর্মাত্মা রাম তাঁর প্রিয় মিত্র নিষাদপতি গুহের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং গুহ, লক্ষ্মণ ও সীতার সঙ্গে বন থেকে বনান্তরে ভ্রমণ করতে করতে বহু গভীর নদী পার হয়ে, ভরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত হলেন। পরে ভরদ্বাজের নির্দেশে চিত্রকূট পর্বতে এসে তাঁরা এক মনোরম পর্ণশালা নির্মাণ করলেন। সেখানে তাঁরা তিনজনে দেবগন্ধর্বের মতো বনে বিহার করে সুখে বাস করতে লাগলেন। ২৯-৩১

চিত্রকূটং গতে রামে পুত্রশোকাতুরস্তথা।
রাজা দশরথঃ স্বর্গং জগাম বিলপন্ সুতম্ ॥৩২

অন্বয়: তথা রামে চিত্রকূটং গতে পুত্রশোকাতুরঃ রাজা দশরথঃ সুতং বিলপন্ স্বর্গং জগাম। ৩২

রাম চিত্রকূট পর্বতে উপস্থিত হওয়ার পর রাজা দশরথ পুত্রশোকে কাতর হয়ে বিলাপ করতে করতে স্বর্গে গেলেন। ৩২

গতে তু তস্মিন্ ভরতো বসিষ্ঠপ্রমুখৈর্দ্বিজৈঃ।
নিযুজ্যমানো রাজ্যায় নৈচ্ছদ্রাজ্যং মহাবলঃ ॥৩৩
স জগাম বনং বীরো রামপাদপ্রসাদকঃ ॥৩৪

অন্বয়ঃ তস্মিন্ গতে তু বসিষ্ঠপ্রমুখৈঃ দ্বিজৈঃ রাজ্যায় নিযুজ্যমানঃ মহাবলঃ ভরতঃ রাজ্যং ন ঐচ্ছৎ। সঃ বীরঃ রামপাদপ্রসাদকঃ বনং জগাম। ৩৩-৩৪

দশরথ গত হওয়ার পর বসিষ্ঠপ্রমুখ ব্রাহ্মণরা মহাবীর ভরতকে রাজ্যে অধিষ্ঠিত করতে চাইলেন, কিন্তু তিনি রাজ্যগ্রহণে সম্মত না হয়ে রামের পাদবন্দনা করে তাঁকে প্রসন্ন করার জন্যে বনে গেলেন। ৩৩-৩৪

গত্বা তু স মহাত্মানং রামং সত্যপরাক্রমম্।
অযাচৎ ভ্রাতরং রামমার্যভাবপুরস্কৃতঃ ॥৩৫

অন্বয়ঃ আর্যভাবপুরস্কৃতঃ সঃ তু গত্বা সত্যপরাক্রমং ভ্রাতরং রামং মহাত্মানম্ অযাচৎ। ৩৫

সদ্ভাবে অনুপ্রাণিত ভরত বনে গিয়ে সত্যপরায়ণ মহাত্মা জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকে রাজ্যগ্রহণের জন্যে অনুরোধ করলেন। ৩৫

ত্বমেব রাজা ধর্মজ্ঞঃ ইতি রামং বচোঽব্রবীৎ।
রামোঽপি পরমোদারঃ সুমুখঃ সুমহাযশাঃ ॥৩৬
ন চৈচ্ছৎ পিতুরাদেশাৎ রাজ্যং রামো মহাবলঃ ॥৩৭

অন্বয়ঃ (সঃ) ধর্মজ্ঞঃ ত্বমেব রাজা ইতি রামং বচঃ অব্রবীৎ। পরমোদারঃ সুমুখঃ সুমহাযশাঃ মহাবলঃ রামঃ অপি পিতুঃ আদেশাৎ রাজ্যং চ ন ঐচ্ছৎ। ৩৬-৩৭

তিনি রামকে বললেন, 'আপনিই রাজা'; কিন্তু পরম উদারস্বভাব, মহাযশস্বী, মহাবীর রাম পিতার আদেশপালনের জন্যে প্রসন্নমুখে রাজ্যগ্রহণে অনিচ্ছুক হলেন। ৩৬-৩৭

পাদুকে চাস্য রাজ্যায় ন্যাসং দত্ত্বা পুনঃ পুনঃ।
নিবর্তয়ামাস ততো ভরতং ভরতাগ্রজঃ ॥৩৮

অন্বয়ঃ ভরতাগ্রজঃ অস্য পাদুকে রাজ্যায় ন্যাসং দত্ত্বা ভরতং পুনঃ পুনঃ নিবর্তয়ামাস। ৩৮

তিনি রাজ্যশাসনের জন্যে তাঁর পাদুকাযুগল প্রতীক হিসেবে ভরতের হাতে সমর্পণ করলেন এবং বার বার অনুরোধ করে তাঁকে নিবৃত্ত করলেন। ৩৮

স কামমনবাপ্যৈব রামপাদাবুপস্পৃশন্।
নন্দিগ্রামেঽকরোৎ রাজ্যং রামাগমনকাঙ্ক্ষয়া ॥৩৯

অন্বয়: সঃ কামম্ অনবাপ্য এব রামপাদৌ উপস্পৃশন্ রামাগমনকাঙ্ক্ষয়া নন্দিগ্রামে রাজ্যম্ অকরোৎ। ৩৯

ভরত, তাঁর কামনা পূর্ণ না হওয়ায় রামের চরণ স্পর্শ করে বিদায় নিলেন এবং রামের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় নন্দিগ্রামে রাজকার্য করতে লাগলেন। ৩৯

গতে তু ভরতে শ্রীমান্ সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
রামস্তু পুনরালক্ষ্য নাগরস্য জনস্য চ ॥
তত্রাগমনমেকাগ্রো দণ্ডকান্ প্রবিবেশ হ ॥৪০

অন্বয়: ভরতে গতে তু শ্রীমান্ সত্যসন্ধঃ জিতেন্দ্রিয়ঃ রামঃ নাগরস্য জনস্য চ পুনঃ তত্র আগমনম্ আলক্ষ্য একাগ্রঃ দণ্ডকান্ প্রবিবেশ। ৪০

ভরত চলে যাওয়ার পর সত্যপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় শ্রীমণ্ডিত রাম, নগর ও জনপদের অধিবাসীরা আবার সেখানে আসতে পারে এই আশঙ্কায় (স্থানত্যাগের জন্যে) মনস্থির করে দণ্ডকবনে প্রবেশ করলেন। ৪০

প্রবিশ্য তু মহারণ্যং রামো রাজীবলোচনঃ।
বিরাধং রাক্ষসং হত্বা শরভঙ্গং দদর্শ হ ॥৪১

অন্বয়: রাজীবলোচনঃ রামঃ তু মহারণ্যং প্রবিশ্য বিরাধং রাক্ষসং হত্বা শরভঙ্গং দদর্শ। ৪১

পদ্মপলাশলোচন রাম সেই মহাবনে প্রবেশ করে বিরাধরাক্ষসকে বিনাশ করলেন। তারপর তিনি শরভঙ্গ ঋষির সাক্ষাৎ পেলেন। ৪১

সুতীক্ষ্ণং চাপ্যগস্ত্যং চ অগস্ত্যভ্রাতরং তথা।
অগস্ত্যবচনাচ্চৈব জগ্রাহৈন্দ্রং শরাসনম্ ॥
খড়্গং চ পরমপ্রীতস্তূণী চাক্ষয়সায়কৌ ॥৪২

অন্বয়: (রামঃ) অগস্ত্যং তথা অগস্ত্যভ্রাতরং সুতীক্ষ্ণং চ (দদর্শ)। অগস্ত্যবচনাৎ চ এব পরমপ্রীতঃ ঐন্দ্রং শরাসনং খড়্গং চ অক্ষয়সায়কৌ তূণী জগ্রাহ। ৪২

তারপর রাম অগস্ত্য এবং অগস্ত্যের ভাই সুতীক্ষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

অগস্ত্যের উপদেশে তিনি মহানন্দে ইন্দ্রদত্ত শরাসন, খড়্গ এবং অক্ষয়শরে পূর্ণ দুটি তূণীর গ্রহণ করলেন। ৪২

বসতস্তস্য রামস্য বনে বনচরৈঃ সহ।
ঋষয়োঽভ্যাগমন্ সর্বে বধায়াসুররক্ষসাম্ ॥৪৩
স তেষাং প্রতিশুশ্রাব রাক্ষসানাং তদা বনে ॥৪৪
প্রতিজ্ঞাতশ্চ রামেণ বধঃ সংযতি রক্ষসাম্।
ঋষীণামগ্নিকল্পানাং দণ্ডকারণ্যবাসিনাম্ ॥৪৫

অন্বয়: বনে বনচরৈঃ সহ বসতঃ তস্য রামস্য সর্বে ঋষয়ঃ অসুররক্ষসাং বধায় অভ্যাগমন্। সঃ তদা বনে তেষাং রাক্ষসানাং (বধং) প্রতিশুশ্রাব। রামেণ দণ্ডকারণ্যবাসিনাম্ অগ্নিকল্পানাম্ ঋষীণাং সংযতি রক্ষসাং বধঃ প্রতিজ্ঞাতঃ। ৪৩-৪৫

রাম যখন বনবাসীদের সঙ্গে বনে বাস করছিলেন, সেই সময় ঋষিরা অসুর ও রাক্ষসবধের অনুরোধ জানাতে তাঁর কাছে এলেন, রাম দণ্ডকারণ্যনিবাসী সেই অগ্নিকল্প তেজস্বী ঋষিদের কাছে রাক্ষসবধের প্রতিজ্ঞা করলেন। ৪৩-৪৫

তেন তত্রৈব বসতা জনস্থাননিবাসিনী।
বিরূপিতা শূর্পণখা রাক্ষসী কামরূপিণী ॥৪৬

অন্বয়: তেন তত্র এব বসতা জনস্থাননিবাসিনী কামরূপিণী রাক্ষসী শূর্পণখা বিরূপিতা। ৪৬

সেই বনে বাস করার সময় তিনি জনস্থানবাসী স্বেচ্ছারূপধারিণী রাক্ষসী শূর্পণখাকে বিকৃতাঙ্গ করলেন। ৪৬

ততঃ শূর্পণখাবাক্যাদ্ উদ্যুক্তান্ সর্বরাক্ষসান্।
খরং ত্রিশিরসং চৈব দূষণং চৈব রাক্ষসম্।
নিজঘান রণে রামস্তেষাং চৈব পদানুগান্ ॥৪৭

অন্বয়: ততঃ রামঃ শূর্পণখাবাক্যাৎ উদ্যুক্তান্ খরং ত্রিশিরসং চ এব দূষণং চ এব রাক্ষসং তেষাং চ এব পদানুগান্ সর্বরাক্ষসান্ রণে নিজঘান। ৪৭

তারপর শূর্পণখার কথায় উত্তেজিত হয়ে খর, ত্রিশিরা এবং তাদের অনুচরেরা আক্রমণ করতে উদ্যত হলে, রাম যুদ্ধে তাদের সকলকে নিহত করলেন। ৪৭

বনে তস্মিন্ নিবসতা জনস্থাননিবাসিনাম্।
রক্ষসাং নিহতান্যাসন্ সহস্রাণি চতুর্দশ ॥৪৮

অন্বয় : তস্মিন্ বনে নিবসতা (রামেণ) জনস্থাননিবাসিনাং রক্ষসাং চতুর্দশ সহস্রাণি নিহতানি আসন্। ৪৮

সেই বনে বাস করার সময় রাম জনস্থানবাসী চোদ্দ হাজার রাক্ষসকে বধ করলেন। ৪৮

ততো জ্ঞাতিবধং শ্রুত্বা রাবণঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ।
সহায়ং বরয়ামাস মারীচং নাম রাক্ষসম্ ॥৪৯

অন্বয় : ততঃ জ্ঞাতিবধং শ্রুত্বা রাবণঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ মারীচং নাম রাক্ষসং সহায়ং বরয়ামাস। ৪৯

তারপর জ্ঞাতিবধের সংবাদ শুনে রাবণ ক্রোধে অধীর হয়ে মারীচ নামে এক রাক্ষসের সাহায্য প্রার্থনা করল। ৪৯

বার্যমাণঃ সুবহুশো মারীচেন স রাবণঃ।
ন বিরোধো বলবতা ক্ষমো রাবণ তেন তে ॥৫০
অনাদৃত্য তু তদ্বাক্যং রাবণঃ কালচোদিতঃ।
জগাম সহমারীচস্তস্যাশ্রমপদং তদা ॥৫১

অন্বয় : সঃ রাবণঃ মারীচেন সুবহুশঃ বার্যমাণঃ (আসীৎ)—'রাবণ! তেন বলবতা (রামেণ) তে বিরোধঃ ন ক্ষমঃ'। কালচোদিতঃ রাবণঃ তু তদ্বাক্যম্ অনাদৃত্য তদা সহমারীচঃ তস্য আশ্রমপদং জগাম। ৫০-৫১

মারীচ রাবণকে বহুবার বারণ করে বলল—রাবণ, তুমি মহাবীর রামের সঙ্গে বিরোধ করে জয়ী হতে পারবে না। কিন্তু রাবণ যেন কালপ্রেরিত হয়ে তার উপদেশ অগ্রাহ্য করে তাকে নিয়ে রামের আশ্রমে উপস্থিত হল। ৫০-৫১

তেন মায়াবিনা দূরমপবাহ্য নৃপাত্মজৌ।
জহার ভার্যাং রামস্য গৃধ্রং হত্বা জটায়ুষম্ ॥৫২

অন্বয় : (রাবণঃ) তেন মায়াবিনা নৃপাত্মজৌ দূরম্ অপবাহ্য জটায়ুষং গৃধ্রং হত্বা রামস্য ভার্যাং জহার। ৫২

রাবণ সেই মায়াবী মারীচের সাহায্যে রাজকুমারদের দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল, তারপর জটায়ু নামে এক গৃধ্রকে হত্যা করে রামের পত্নীকে হরণ করল। ৫২

গৃধ্রং চ নিহতং দৃষ্ট্বা হৃতাং শ্রুত্বা চ মৈথিলীম্।
রাঘবঃ শোকসন্তপ্তো বিললাপাকুলেন্দ্রিয়ঃ ॥৫৩

অন্বয়: গৃধ্রং চ নিহতং দৃষ্ট্বা মৈথিলীং চ হৃতাং শ্রুত্বা রাঘবঃ শোকসন্তপ্তঃ আকুলেন্দ্রিয়ঃ বিললাপ। ৫৩

সীতা অপহৃত হয়েছেন এবং জটায়ু নিহত হয়েছেন দেখে রাম শোকে আকুল হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। ৫৩

ততস্তেনৈব শোকেন গৃধ্রং দগ্ধ্বা জটায়ুষম্।
মার্গমাণো বনে সীতাং রাক্ষসং সংদদর্শ হ ॥৫৪
কবন্ধং নাম রূপেণ বিকৃতং ঘোরদর্শনম্ ॥৫৫

অন্বয়: ততঃ তেন এব শোকেন জটায়ুষং গৃধ্রং দগ্ধ্বা বনে সীতাং মার্গমাণঃ (রামঃ) কবন্ধং নাম রূপেণ বিকৃতং ঘোরদর্শনং রাক্ষসং সংদদর্শ। ৫৪-৫৫

তারপর শোকার্ত হৃদয়ে গৃধ্র জটায়ুর শবদাহ করে রাম বনে বনে সীতার অন্বেষণ করার সময় কবন্ধনামে এক বিকটাকার ভীষণদর্শন রাক্ষসকে দেখতে পেলেন। ৫৪-৫৫

তং নিহত্য মহাবাহুর্দদাহ স্বর্গতশ্চ সঃ।
ততোঽস্য কথয়ামাস শবরীং ধর্মচারিণীম্ ॥৫৬
শ্রমণাং ধর্মনিপুণামভিগচ্ছেতি রাঘব।
সোঽভ্যগচ্ছৎ মহাতেজাঃ শবরীং শত্রুসূদনঃ ॥৫৭

অন্বয়: মহাবাহুঃ (রামঃ) তং নিহত্য দদাহ। ততঃ সঃ স্বর্গতঃ চ অস্য কথয়ামাস—রাঘব! ধর্মচারিণীং ধর্মনিপুণাং শ্রমণাং শবরীম্ অভিগচ্ছ ইতি। সঃ মহাতেজাঃ শত্রুসূদনঃ (রামঃ) শবরীম্ অভ্যগচ্ছৎ। ৫৬-৫৭

মহাবীর রাম সেই রাক্ষসকে নিধন করে দাহ করার পর স্বর্গারোহণের সময় সে রামকে বলল —হে রাঘব, আপনি পরম ধার্মিক তাপসী শবরীর কাছে যান। তার কথায় মহাতেজস্বী অরিন্দম রাম শবরীর কাছে গেলেন। ৫৬-৫৭

শবর্যা পূজিতঃ সম্যক্ রামো দশরথাত্মজঃ।
পম্পাতীরে হনুমতা সংগতো বানরেণ হ ॥৫৮

অন্বয়: দশরথাত্মজঃ রামঃ শবর্যা সম্যক্ পূজিতঃ পম্পাতীরে বানরেণ হনুমতা সংগতঃ। ৫৮

শবরী দশরথপুত্র রামকে বিশেষভাবে পূজা করলেন এবং রাম পম্পানদীর তীরে বানর হনুমানের সাক্ষাৎ পেলেন। ৫৮

হনুমদ্বচনাচ্চৈব সুগ্রীবেণ সমাগতঃ।
সুগ্রীবায় চ তৎসর্বং শংসৎ রামো মহাবলঃ।
আদিতস্তৎ যথাবৃত্তং সীতায়াশ্চ বিশেষতঃ ॥৫৯

অন্বয়ঃ মহাবলঃ রামঃ হনুমদ্বচনাৎ চ এব সুগ্রীবেণ সমাগতঃ সুগ্রীবায় চ আদিতঃ তৎসর্বং যথাবৃত্তং বিশেষতঃ সীতায়াঃ (বৃত্তং) চ শংসৎ। ৫৯

মহাবীর রাম হনুমানের উপদেশে সুগ্রীবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাঁকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত, বিশেষ করে সীতার অপহরণের কথা জানালেন। ৫৯

সুগ্রীবশ্চাপি তৎসর্বং শ্রুত্বা রামস্য বানরঃ।
চকার সখ্যং রামেণ প্রীতশ্চৈবাগ্নিসাক্ষিকম্ ॥৬০

অন্বয়ঃ বানরঃ সুগ্রীবঃ চ অপি রামস্য তৎসর্বং (বৃত্তং) শ্রুত্বা প্রীতঃ চ রামেণ অগ্নিসাক্ষিকং সখ্যং চকার। ৬০

বানর সুগ্রীবও রামের সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে হৃষ্টচিত্তে অগ্নিসাক্ষী রেখে তাঁর-সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করলেন। ৬০

ততো বানররাজেন বৈরানুকথনং প্রতি।
রামায়াবেদিতং সর্বং প্রণয়াৎ দুঃখিতেন চ ॥৬১
প্রতিজ্ঞাতং চ রামেণ তদা বালিবধং প্রতি ॥৬২

অন্বয়ঃ ততঃ প্রণয়াৎ দুঃখিতেন (সুগ্রীবেণ) রামায় প্রতি বানররাজেন সর্বং বৈরানুকথনম্ আবেদিতং, রামেণ চ (তং) প্রতি বালিবধং প্রতিজ্ঞাতম্। ৬১-৬২

তারপর সুগ্রীব বন্ধুত্বের অনুরোধে রামের কাছে বানররাজ বালীর সঙ্গে তাঁর শত্রুতার কথা জানালেন এবং রামও তাঁর কাছে বালিবধের প্রতিজ্ঞা করলেন। ৬১-৬২

বালিনশ্চ বলং তত্র কথয়ামাস বানরঃ।
সুগ্রীবঃ শঙ্কিতশ্চাসীন্নিত্যং বীর্যেণ রাঘবে ॥৬৩

অন্বয়ঃ বানরঃ সুগ্রীবঃ তত্র রাঘবে বালিনঃ বলং চ (তস্য) বীর্যেণ (সঃ যথা) নিত্যং শঙ্কিতঃ চ আসীৎ তৎ কথয়ামাস। ৬৩

সুগ্রীব রামকে বালীর বলের কথা এবং তাঁর পরাক্রমে তিনি কী ভাবে সর্বদা শঙ্কিত হয়ে আছেন তা জানালেন। ৬৩

রাঘবপ্রত্যয়ার্থং তু দুন্দুভেঃ কায়মুত্তমম্।
দর্শয়ামাস সুগ্রীবো মহাপর্বতসন্নিভম্ ॥৬৪

অন্বয়ঃ সুগ্রীবঃ রাঘবপ্রত্যয়ার্থং তু দুন্দুভেঃ মহাপর্বতসন্নিভম্ উত্তমং কায়ং দর্শয়ামাস। ৬৪

বালীর বল সম্পর্কে রামের বিশ্বাস জন্মাবার জন্যে সুগ্রীব বালি-নিহত দুন্দুভি-দৈত্যের পর্বতপ্রমাণ বিশাল মৃতদেহ দেখিয়ে দিলেন। ৬৪

উৎস্ময়িত্বা মহাবাহুঃ প্রেক্ষ্য চাস্থি মহাবলঃ।
পাদাঙ্গুষ্ঠেন চিক্ষেপ সম্পূর্ণং দশযোজনম্ ॥৬৫
বিভেদ চ পুনঃ শালান্‌সপ্তৈকেন মহেষুণা।
গিরিং রসাতলং চৈব জনয়ন্ প্রত্যয়ং তদা ॥৬৬

অন্বয়ঃ মহাবাহুঃ মহাবলঃ (রামঃ) চ অস্থি প্রেক্ষ্য পাদাঙ্গুষ্ঠেন উৎস্ময়িত্বা সম্পূর্ণং দশযোজনং চিক্ষেপ। তদা পুনঃ প্রত্যয়ং জনয়ন্ একেন মহেষুণা সপ্তশালান্, গিরিং, রসাতলং চ বিভেদ। ৬৫-৬৬

মহাবীর রাম সেই অস্থি পায়ের বুড়ো আঙুলে তুলে নিয়ে পুরো দশযোজন দূরে নিক্ষেপ করলেন। তারপর সুগ্রীবের বিশ্বাস জন্মাবার জন্যে তিনি একটি মাত্র শরে সাতটি শালবৃক্ষ সমেত পর্বত ও রসাতল ভেদ করলেন। ৬৫-৬৬

ততঃ প্রীতমনাস্তেন বিশ্বস্তঃ স মহাকপিঃ।
কিস্কিন্ধাং রামসহিতো জগাম চ গুহাং তদা ॥৬৭

অন্বয়ঃ ততঃ তদা তেন বিশ্বস্তঃ সঃ মহাকপিঃ প্রীতমনাঃ রামসহিতঃ কিস্কিন্ধাং গুহাং চ জগাম। ৬৭

রাম এইভাবে মহাকপি সুগ্রীবের বিশ্বাস উৎপাদন করলে, তিনি হৃষ্টচিত্তে রামের সঙ্গে কিস্কিন্ধায় বালীর গুহার কাছে উপস্থিত হলেন। ৬৭

ততোঽগর্জদ্‌হরিবরঃ সুগ্রীবো হেমপিঙ্গলঃ।
তেন নাদেন মহতা নির্জগাম হরীশ্বরঃ ॥৬৮
অনুমান্য তদা তারাং সুগ্রীবেণ সমাগতঃ।
নিজঘান চ তত্রৈব শরেণৈকেন রাঘবঃ ॥৬৯

অন্বয়ঃ ততঃ হেমপিঙ্গলঃ হরিবরঃ সুগ্রীবঃ অগর্জৎ। তেন মহতা নাদেন হরীশ্বরঃ

তারাম্ অনুমান্য নির্জগাম, সুগ্রীবেণ চ সমাগতঃ। তত্র রাঘবঃ একেন শরেণ (তং) নিজঘান। ৬৮-৬৯

স্বর্ণাভ পীতনীলবর্ণ কপিবর সুগ্রীব বালীর গুহার কাছে গর্জন করতে থাকায় সেই মহাশব্দে কপিরাজ বালী তাঁর পত্নী তারার অনুমতি নিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে এলেন এবং সুগ্রীবের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। রাম তখন একটিমাত্র শরে তাঁকে নিধন করলেন। ৬৮-৬৯

ততঃ সুগ্রীববচনাৎ হত্বা বালিনমাহবে।
সুগ্রীবমেব তদ্রাজ্যে রাঘবঃ প্রত্যপাদয়ৎ ॥৭০

অন্বয়: ততঃ সুগ্রীববচনাৎ রাঘবঃ বালিনম্ আহবে হত্বা সুগ্রীবম্ এব তদ্রাজ্যে প্রত্যপাদয়ৎ। ৭০

রাম সুগ্রীবের কথায় যুদ্ধে বালীকে নিহত করে সুগ্রীবকে তাঁর রাজ্যে অধিষ্ঠিত করলেন। ৭০

স চ সর্বান্ সমানীয় বানরান্ বানরর্ষভঃ।
দিশঃ প্রস্থাপয়ামাস দিদৃক্ষুর্জনকাত্মজাম্ ॥৭১

অন্বয়: সঃ চ বানরর্ষভঃ সর্বান্ বানরান্ সমানীয় জনকাত্মজাং দিদৃক্ষুঃ দিশঃ প্রস্থাপয়ামাস। ৭১

বানররাজ সুগ্রীব সমস্ত বানরকে সমবেত করে সীতাকে অনুসন্ধান করার জন্যে চারদিকে পাঠিয়ে দিলেন। ৭১

ততো গৃধ্রস্য বচনাৎ সম্পাতের্হনুমান্ বলী।
শতযোজনবিস্তীর্ণং পুপ্লুবে লবণার্ণবম্ ॥৭২

অন্বয়: ততঃ সম্পাতেঃ গৃধ্রস্য বচনাৎ বলী হনুমান্ শতযোজনবিস্তীর্ণং লবণার্ণবং পুপ্লুবে। ৭২

তারপর গৃধ্র সম্পাতির কথায় বীর হনুমান শতযোজন-বিস্তৃত লবণসমুদ্র উল্লঙ্ঘন করলেন। ৭২

তত্র লঙ্কাং সমাসাদ্য পুরীং রাবণপালিতাম্।
দদর্শ সীতাং ধ্যায়ন্তীমশোকবনিকাং গতাম্ ॥৭৩

অন্বয়: (হনুমান্) তত্র রাবণপালিতাং লঙ্কাং পুরীং সমাসাদ্য অশোকবনিকাং গতাং ধ্যায়ন্তীং সীতাং দদর্শ। ৭৩

হনুমান রাবণের সুরক্ষিত লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হয়ে অশোকবনে ধ্যানমগ্না সীতাকে দেখতে পেলেন। ১৩

নিবেদয়িত্বাভিজ্ঞানং প্রবৃত্তিং বিনিবেদ্য চ।
সমাশ্বাস্য চ বৈদেহীং মর্দয়ামাস তোরণম্ ॥১৪

অন্বয়: (সঃ) বৈদেহীম্ অভিজ্ঞানং নিবেদয়িত্বা প্রবৃত্তিং চ বিনিবেদ্য (তাং) সমাশ্বাস্য চ তোরণং মর্দয়ামাস। ১৪

তিনি সীতাকে রামের অভিজ্ঞান প্রদান করে তাঁর সংবাদ জানালেন এবং তাঁকে আশ্বস্ত করে অশোকবনের তোরণ চূর্ণ করলেন। ১৪

পঞ্চসেনাগ্রগান্ হত্বা সপ্তমন্ত্রিসুতানপি।
শূরমক্ষং চ নিষ্পিষ্য গ্রহণং সমুপাগমৎ ॥১৫

অন্বয়: (সঃ) পঞ্চসেনাগ্রগান্ সপ্তমন্ত্রিসুতান্ অপি হত্বা শূরম্ অক্ষং চ নিষ্পিষ্য গ্রহণং সমুপাগমৎ। ১৫

তারপর তিনি রাবণের পাঁচজন সেনাপতি ও সাতজন মন্ত্রিপুত্রকে হত্যা করে রাবণপুত্র বীর অক্ষকে বিনাশ করলেন এবং অবশেষে বন্দী হলেন। ১৫

অস্ত্রেণোন্মুক্তমাত্মানং জ্ঞাত্বা পৈতামহাৎ বরাৎ।
মর্ষয়ন্ রাক্ষসান্ বীরো যন্ত্রিণস্তান্ যদৃচ্ছয়া ॥১৬
ততো দগ্ধ্বা পুরীং লঙ্কামৃতে সীতাং চ মৈথিলীম্।
রামায় প্রিয়মাখ্যাতুং পুনরায়াৎ মহাকপিঃ ॥১৭

অন্বয়: বীরঃ মহাকপিঃ পৈতামহাৎ বরাৎ আত্মানম্ অস্ত্রেণ উন্মুক্তং জ্ঞাত্বা তান্ যন্ত্রিণঃ রাক্ষসান্ যদৃচ্ছয়া মর্ষয়ন্ ততঃ মৈথিলীম্ ঋতে লঙ্কাং পুরীং দগ্ধ্বা রামায় প্রিয়ম্ আখ্যাতুং পুনঃ আয়াৎ। ১৬-১৭

মহাকপি বীর হনুমান জানতেন যে তিনি পিতামহ ব্রহ্মার বরে বন্ধন থেকে মুক্ত হবেন, তাই তিনি স্বেচ্ছায় সেই অত্যাচারী রাক্ষসদের (যারা তাঁকে বন্দী করেছিল) ক্ষমা করলেন; তারপর সীতার বাসস্থান বাদ দিয়ে লঙ্কাপুরীর অন্যান্য অংশ দগ্ধ করে রামকে শুভ সংবাদ দেওয়ার জন্যে আবার তাঁর কাছে ফিরে এলেন। ১৬-১৭

সোঽভিগম্য মহাত্মানং কৃত্বা রামং প্রদক্ষিণম্।
ন্যবেদয়দমেয়াত্মা দৃষ্টা সীতেতি তত্ত্বতঃ ॥১৮

অন্বয়: সঃ অমেয়াত্মা মহাত্মানং রামম্ অভিগম্য (তং) প্রদক্ষিণং কৃত্বা (ময়া) সীতা তত্ত্বতঃ দৃষ্টা ইতি ন্যবেদয়ৎ। ১৮

মহানুভব হনুমান মহাত্মা রামের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রদক্ষিণ করলেন এবং তাঁকে জানালেন— আমি সীতাকে সত্যিই দেখে এসেছি। ৭৮

ততো সুগ্রীবসহিতো গত্বা তীরং মহোদধেঃ।
সমুদ্রং ক্ষোভয়ামাস শরৈরাদিত্যসন্নিভৈঃ ॥৭৯

অন্বয়ঃ ততঃ (রামঃ) সুগ্রীবসহিতঃ মহোদধেঃ তীরং গত্বা আদিত্যসন্নিভৈঃ শরৈঃ সমুদ্রং ক্ষোভয়ামাস। ৭৯

তারপর রাম সুগ্রীবের সঙ্গে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হয়ে সূর্যের মতো দীপ্তিমান বাণে সমুদ্রকে বিক্ষুব্ধ করলেন। ৭৯

দর্শয়ামাস চাত্মানং সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ।
সমুদ্রবচনাচ্চৈব নলং সেতুমকারয়ৎ ॥৮০

অন্বয়ঃ সরিতাং পতিঃ সমুদ্রঃ চ আত্মানং দর্শয়ামাস। সমুদ্রবচনাৎ চ এব (রামঃ) নলং সেতুম্ অকারয়ৎ। ৮০

সরিৎপতি সমুদ্র তখন নিজে দর্শন দিলেন এবং তাঁর কথায় রাম নলকে দিয়ে সমুদ্রের উপর সেতু নির্মাণ করালেন। ৮০

তেন গত্বা পুরীং লঙ্কাং হত্বা রাবণমাহবে।
রামঃ সীতামনুপ্রাপ্য পরাং ব্রীড়ামুপাগমৎ ॥৮১

অন্বয়ঃ তেন লঙ্কাং পুরীং গত্বা আহবে রাবণং হত্বা রামঃ সীতাম্ অনুপ্রাপ্য পরাং ব্রীড়াম্ উপাগমৎ। ৮১

রাম লঙ্কাপুরীতে গিয়ে যুদ্ধে রাবণকে বিনাশ করে সীতাকে উদ্ধার করলেন, কিন্তু (লোকনিন্দার ভয়ে) অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে পড়লেন। ৮১

তামুবাচ ততো রামঃ পরুষং জনসংসদি।
অমৃষ্যমাণা সা সীতা বিবেশ জ্বলনং সতী ॥৮২

অন্বয়ঃ ততঃ রামঃ জনসংসদি তাং পরুষম্ উবাচ। সা সতী সীতা অমৃষ্যমাণা জ্বলনং বিবেশ। ৮২

তারপর রাম জনসমক্ষে সীতার প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করলেন। সাধ্বী সীতা তা সহ্য করতে না পেরে অগ্নিতে প্রবেশ করলেন। ৮২

ততোঽগ্নিবচনাৎ সীতাং জ্ঞাত্বা বিগতকল্মষাম্।
কর্মণা তেন মহতা ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥৮৩
সদেবর্ষিগণং তুষ্টং রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
বভৌ রামঃ সংপ্রহৃষ্টঃ পূজিতঃ সর্বদৈবতৈঃ ॥৮৪

অন্বয়: ততঃ অগ্নিবচনাৎ সীতাং বিগতকল্মষাং জ্ঞাত্বা তেন মহতা কর্মণা সচরাচরং সদেবর্ষিগণং ত্রৈলোক্যং মহাত্মনঃ রাঘবস্য তুষ্টং (চ রামঃ সর্বদৈবতৈঃ পূজিতঃ সংপ্রহৃষ্টঃ বভৌ। ৮৩-৮৪

অবশেষে অগ্নির কথায় রাম সীতাকে নিষ্পাপ বলে জানলেন। এই মহৎ কাজের জন্যে দেবর্ষিগণ ও চরাচরসহ ত্রিভুবনবাসিগণ মহাত্মা রামের উপর তুষ্ট হলেন এবং সমস্ত দেবতারা তাঁকে পুজো করলে তিনি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করলেন। ৮৩-৮৪

অভিষিচ্য চ লঙ্কায়াং রাক্ষসেন্দ্রং বিভীষণম্।
কৃতকৃত্যস্তদা রামো বিজ্বরঃ প্রমুমোদ হ ॥৮৫

অন্বয়: তদা রামঃ লঙ্কায়াং রাক্ষসেন্দ্রং বিভীষণম্ অভিষিচ্য চ কৃতকৃত্যঃ বিজ্বরঃ প্রমুমোদ। ৮৫

তারপর রাম রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বিভীষণকে লঙ্কায় অভিষিক্ত করে কৃতার্থ ও নিশ্চিন্ত হয়ে অত্যন্ত প্রীতি লাভ করলেন। ৮৫

দেবতাভ্যো বরং প্রাপ্য সমুত্থাপ্য চ বানরান্।
অযোধ্যাং প্রস্থিতো রামো পুষ্পকেণ সুহৃদ্বৃতঃ ॥৮৬

অন্বয়: রামঃ দেবতাভ্যঃ বরং প্রাপ্য বানরান্। সমুত্থাপ্য চ সুহৃদ্বৃতঃ পুষ্পকেণ অযোধ্যাং প্রস্থিতঃ। ৮৬

দেবতাদের বরে রাম নিহত বানরদের পুনরুজ্জীবিত করলেন এবং মিত্র পরিবৃত হয়ে পুষ্পকরথে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। ৮৬

ভরদ্বাজাশ্রমং গত্বা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
ভরতস্যান্তিকং রামো হনুমন্তং ব্যসর্জয়ৎ ॥৮৭

অন্বয়: সত্যপরাক্রমঃ রামঃ ভরদ্বাজাশ্রমং গত্বা ভরতস্য অন্তিকং হনুমন্তং ব্যসর্জয়ৎ। ৮৭

সত্যপরায়ণ রাম ভরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত হয়ে হনুমানকে ভরতের কাছে প্রেরণ করলেন। ৮৭

পুনরাখ্যায়িকাং জল্পন্ সুগ্রীবসহিতস্তদা।
পুষ্পকং তৎসমারুহ্য নন্দিগ্রামং যযৌ তদা ॥৮৮

অন্বয়: তদা পুনঃ সুগ্রীবসহিতঃ তৎ পুষ্পকং সমারুহ্য আখ্যায়িকাং জল্পন্ নন্দিগ্রামং যযৌ। ৮৮

আবার তিনি সুগ্রীবের সঙ্গে পুষ্পকে আরোহণ করে পূর্ববৃত্তান্ত আলোচনা করতে করতে নন্দিগ্রামে উপস্থিত হলেন। ৮৮

নন্দিগ্রামে জটাং হিত্বা ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽনঘঃ।
রামঃ সীতামনুপ্রাপ্য রাজ্যং পুনরবাপ্তবান্ ॥৮৯

অন্বয়: অনঘঃ রামঃ নন্দিগ্রামে জটাং হিত্বা ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ সীতাম্ অনুপ্রাপ্য পুনঃ রাজ্যম্ অবাপ্তবান্। ৮৯

নিষ্পাপ রাম নন্দিগ্রামে জটাভার ত্যাগ করে ভাইদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সীতাকে নিয়ে আবার রাজ্যভার গ্রহণ করলেন। ৮৯

প্রহৃষ্টমুদিতো লোকস্তুষ্টঃ পুষ্টঃ সুধার্মিকঃ।
নিরাময়ো হ্যরোগশ্চ দুর্ভিক্ষভয়বর্জিতঃ ॥৯০

অন্বয়: লোকঃ প্রহৃষ্টমুদিতঃ তুষ্টঃ পুষ্টঃ সুধার্মিকঃ নিরাময়ঃ হি অরোগঃ চ দুর্ভিক্ষভয়বর্জিতঃ (ভবিষ্যতি)। ৯০

(সংক্ষেপে কাহিনী শেষ করে নারদ বললেন:)

এই রামের রাজত্বকালে প্রজারা সানন্দ, সন্তুষ্ট, স্বাস্থ্যবান, ধার্মিক, নিরাময়, নীরোগ এবং দুর্ভিক্ষভয়মুক্ত হবে। ৯০

ন পুত্রমরণং কেচিৎ দ্রক্ষ্যন্তি পুরুষাঃ ক্বচিৎ।
নার্যশ্চাবিধবা নিত্যং ভবিষ্যন্তি পতিব্রতাঃ ॥৯১

অন্বয়: কেচিৎ পুরুষাঃ ক্বচিৎ পুত্রমরণং ন দ্রক্ষ্যন্তি। নার্যঃ চ নিত্যম্ অবিধবাঃ পতিব্রতাঃ ভবিষ্যন্তি। ৯১

কোনো মানুষকে কখনও পুত্রের মরণ দেখতে হবে না। নারীরা কখনও বিধবা হবে না এবং তারা সর্বদাই পতিব্রতা হবেন। ৯১

ন চাগ্নিজং ভয়ং কিঞ্চিৎ নাপ্সু মজ্জন্তি জন্তবঃ।
ন বাতজং ভয়ং কিঞ্চিৎ নাপি জ্বরকৃতং তথা ॥৯২

অন্বয়ঃ কিঞ্চিৎ অগ্নিজং ভয়ং ন (ভবিষ্যতি)। জন্তবঃ অপ্সু ন মজ্জন্তি। কিঞ্চিৎ বাতজং তথা জ্বরকৃতং ভয়ম্ অপি ন (ভবিষ্যতি)। ১২

প্রজাদের অগ্নিভয় থাকবে না, প্রাণীরা জলে ডুবে মরবে না এবং কারো বাতরোগ বা জ্বরের ভয় থাকবে না। (১২)

ন চাপি ক্ষুদ্ভয়ং তত্র ন তস্করভয়ং তথা।
নগরাণি চ রাষ্ট্রাণি ধনধান্যযুতানি চ ॥১৩

অন্বয়ঃ তত্র ক্ষুদ্ভয়ং তথা তস্করভয়ং চ অপি ন (ভবিষ্যতি)। নগরাণি চ রাষ্ট্রাণি চ ধনধান্যযুতানি (ভবিষ্যন্তি)। ১৩

রাজ্যে ক্ষুধা বা তস্করের ভয় থাকবে না এবং নগর ও জনপদ ধনধান্যে সমৃদ্ধ হবে। ১৩

নিত্যং প্রমুদিতাঃ সর্বে যথা কৃতযুগে তথা।
অশ্বমেধশতৈরিষ্ট্বা তথা বহুসুবর্ণকৈঃ ॥১৪
গবাং কোট্যযুতং দত্ত্বা বিদ্বদ্ভ্যো বিধিপূর্বকম্।
অসংখ্যেয়ং ধনং দত্ত্বা ব্রাহ্মণেভ্যো মহাযশাঃ ॥১৫
রাজবংশান্ শতগুণান্ স্থাপয়িষ্যতি রাঘবঃ।
চাতুর্বর্ণ্যং চ লোকেঽস্মিন স্বে স্বে ধর্মে নিয়োক্ষ্যতি ॥১৬

অন্বয়ঃ সর্বে যথা কৃতযুগে তথা নিত্যং প্রমুদিতাঃ (ভবিষ্যন্তি)। মহাযশাঃ রাঘবঃ বহুসুবর্ণকৈঃ অশ্বমেধশতৈঃ ইষ্ট্বা তথা বিদ্বদ্ভ্যঃ ব্রাহ্মণেভ্যঃ বিধিপূর্বকং গবাং কোট্যযুতং অসংখ্যেয়ং ধনং দত্ত্বা শতগুণান রাজবংশান্ স্থাপয়িষ্যতি অস্মিন্ লোকে চাতুর্বর্ণ্যং চ স্বে স্বে ধর্মে নিয়োক্ষ্যতি। ১৪-১৬

জনসাধারণ সত্যযুগের মতো সর্বদা সুখে থাকবে। মহাযশস্বী রাম বহু স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করবেন এবং বিদ্বান ব্রাহ্মণদের বিধিমতো অযুত-কোটি ধেনু ও অজস্র ধন দান করবেন। তিনি বহু শত রাজবংশ স্থাপন করবেন এবং ব্রাহ্মণাদি চারবর্ণের মানুষকে নিজ নিজ ধর্মে নিযুক্ত রাখবেন। ১৪-১৬

দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষ শতানি চ।
রামো রাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রযাস্যতি ॥১৭

অন্বয়ঃ রামঃ দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষ শতানি চ রাজ্যম্ উপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রযাস্যতি। ১৭

অবশেষে একাদশ সহস্র বৎসর রাজ্যভোগ করার পর রাম ব্রহ্মলোকে গমন করবেন। ৯৭

ইদং পবিত্রং পাপঘ্নং পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মিতম্।
যঃ পঠেৎ রামচরিতং সর্বপাপেঃ প্রমুচ্যতে ॥৯৮

অন্বয়: যঃ ইদং পবিত্রং পাপঘ্নং পুণ্যং বেদৈঃ চ সম্মিতং রামচরিতং পঠেৎ (সঃ) সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। ৯৮

যিনি এই পবিত্র, পাপনাশক, পুণ্যজনক ও বেদতুল্য রামচরিত পাঠ করবেন, তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবেন। ৯৮

এতদাখ্যানমায়ুষ্যং পঠন্ রামায়ণ নরঃ।
সপুত্রপৌত্রঃ সগণঃ প্রেত্য স্বর্গে মহীয়তে ॥৯৯

অন্বয়: এতৎ আয়ুষ্যং রামায়ণম আখ্যানং পঠন নরঃ সপুত্রপৌত্রঃ সগণঃ প্রেত্য স্বর্গে মহীয়তে। ৯৯

এই রামায়ণ কাহিনী পাঠ করলে মানুষের আয়ু বৃদ্ধি হবে এবং মৃত্যুর পর সে পুত্র পৌত্র ও অনুচরদের সঙ্গে স্বর্গে সুখভোগ করবে। ৯৯

পঠন্ দ্বিজো বাগৃষভত্বমীয়াৎ স্যাৎ ক্ষত্রিয়ো ভূমিপতিত্বমীয়াৎ।
বণিগ্‌জনঃ পণ্যফলত্বমীয়াৎ জনশ্চ শূদ্রোঽপি মহত্ত্বমীয়াৎ ॥১০০

অন্বয়: (রামায়ণং) পঠন্ দ্বিজঃ বাগ্‌ঋষভত্বম্ ঈয়াৎ ক্ষত্রিয়ঃ ভূমিপতিত্বম্ ঈয়াৎ বণিগ্‌জনঃ পণ্যফলত্বম্ ঈয়াৎ শূদ্রঃ জনঃ অপি মহত্ত্বম্ ঈয়াৎ। ১০০

এই রামায়ণ কাহিনী পাঠ করলে ব্রাহ্মণ বাক্‌পটুতা লাভ করবেন, ক্ষত্রিয় ভূমিপতি হবেন, বণিক ব্যবসায়ে লাভবান হবেন এবং শূদ্রও মহত্ত্ব লাভ করবেন। ১০০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয় আদিকাব্যে বালকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত

দ্বিতীয় সর্গ

ব্রহ্মাগমনম্

নারদস্য তু তদ্বাক্যং শ্রুত্বা বাক্যবিশারদঃ।
পূজয়ামাস ধর্মাত্মা সহশিষ্যো মহামুনিম্ ॥১

অন্বয়: নারদস্য তু তদ্বাক্যং শ্রুত্বা বাক্যবিশারদঃ ধর্মাত্মা সহশিষ্যঃ মহামুনিং পূজয়ামাস। ১

নারদের এই কথা শুনে বাক্যবিশারদ ধর্মাত্মা বাল্মীকি শিষ্যদের সঙ্গে সেই মহামুনিকে পূজা করলেন। ১

যথাবৎ পূজিতস্তেন দেবর্ষির্নারদস্তথা।
আপৃচ্ছ্যৈবাভ্যনুজ্ঞাতঃ স জগাম বিহায়সম্ ॥২

অন্বয়: তথা তেন যথাবৎ পূজিতঃ দেবর্ষিঃ নারদঃ (তম্) আপৃচ্ছ্য এব অভ্যনুজ্ঞাতঃ বিহায়সং জগাম। ২

মহর্ষি নারদকে বাল্মীকি যথাবিধি পূজা করার পর তিনি তাঁর নিকট বিদায় ও অনুমতি নিয়ে আকাশ পথে প্রস্থান করলেন। ২

স মুহূর্তং গতে তস্মিন্ দেবলোকং মুনিস্তদা।
জগাম তমসাতীরং জাহ্নব্যাস্তু বিদূরতঃ ॥৩

অন্বয়: তস্মিন্ দেবলোকং গতে সঃ মুনিঃ তদা মুহূর্তং জাহ্নব্যাঃ তু বিদূরতঃ তমসাতীরং জগাম। ৩

নারদ দেবলোকে প্রস্থান করার মুহূর্তকাল পরে বাল্মীকিমুনি জাহ্নবী থেকে দূরে তমসানদীর তীরে গেলেন। ৩

স তু তীরং সমাসাদ্য তমসায়া মুনিস্তদা।
শিষ্যমাহ স্থিতং পার্শ্বে দৃষ্ট্বা তীর্থমকর্দমম্ ॥৪

অন্বয়: সঃ তু মুনিঃ তদা তমসায়াঃ তীরং সমাসাদ্য অকর্দমং তীর্থং দৃষ্ট্বা পার্শ্বে স্থিতং শিষ্যম্ আহ। ৪

তিনি তমসার তীরে উপস্থিত হয়ে একটি নির্মল স্নানের ঘাট দেখে পার্শ্ববর্তী শিষ্যকে বললেন। ৪

অকর্দমমিদং তীর্থং ভরদ্বাজ নিশাময়।
রমণীয়ং প্রসন্নাম্বু সন্মনুষ্যমনো যথা ॥৫

অন্বয়: ভরদ্বাজ! ইদম্ অকর্দমং রমণীয়ং সন্মনুষ্যমনঃ যথা (তথা) প্রসন্নাম্বু তীর্থং নিশাময়। ৫

ভরদ্বাজ, দেখ, এই স্নানের ঘাটটি কেমন সুন্দর, একটুও কাদা নেই। এখানকার জল কেমন স্বচ্ছ ও নির্মল, ঠিক সচ্চরিত্র মানুষের অন্তরের মতো। ৫

ন্যস্যতাং কলশস্তাত দীয়তাং বল্কলং মম।
ইদমেবাবগাহিষ্যে তমসাতীর্থমুত্তমম্ ॥৬

অন্বয়: তাত, কলশঃ ন্যস্যতাং মম বল্কলং দীয়তাং। ইদং এব উত্তমং তমসাতীর্থম্ অবগাহিষ্যে। ৬

বৎস, তোমার কলসি নামিয়ে রেখে আমার বল্কল দাও। আমি এই মনোরম তমসাতীর্থে স্নান করব। ৬

এবমুক্তো ভরদ্বাজো বাল্মীকেন মহাত্মনা।
প্রাযচ্ছত মুনেস্তস্য বল্কলং নিয়তো গুরোঃ ॥৭

অন্বয়: গুরোঃ নিয়তঃ ভরদ্বাজঃ মহাত্মনা বাল্মীকেন এবম্ উক্তঃ তস্য মুনেঃ বল্কলং প্রাযচ্ছত। ৭

গুরুভক্ত ভরদ্বাজ মহাত্মা বাল্মীকির এই কথা শুনে তাঁকে বল্কল প্রদান করলেন। ৭

স শিষ্যহস্তাদাদায় বল্কলং নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
বিচচার হ পশ্যন্ তৎসর্বতো বিপুলং বনম্ ॥৮

অন্বয়: সঃ নিয়তেন্দ্রিয়ঃ শিষ্যহস্তাৎ বল্কলম্ আদায় বিপুলং বনং পশ্যন্ তৎসর্বতঃ বিচচার। ৮

জিতেন্দ্রিয় বাল্মীকি শিষ্যের হাত থেকে বল্কল নিয়ে নদীতীরবর্তী বিশাল বন পর্যবেক্ষণ করতে করতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতে লাগলেন। ৮

তস্যাভ্যাশে তু মিথুনং চরন্তমনপায়িনম্।
দদর্শ ভগবান্ তত্র ক্রৌঞ্চয়োশ্চারু নিঃস্বনম্ ॥৯

অন্বয়: তস্য অভ্যাশে তু তত্র ভগবান্ অনপায়িনং চরন্তং চারুনিঃস্বনং ক্রৌঞ্চয়োঃ মিথুনং দদর্শ। ৯

ভ্রমণ করতে করতে ভগবান বাল্মীকি সেই বনের কাছে এক ক্রৌঞ্চমিথুন দেখতে পেলেন। তারা আনন্দে বিচরণ করছিল এবং মধুর স্বরে গান করছিল। ৯

তস্মাৎ তু মিথুনাদেকং পুমাংসং পাপনিশ্চয়ঃ।
জঘান বৈরনিলয়ো নিষাদস্তস্য পশ্যতঃ ॥১০

অন্বয়ঃ তস্য পশ্যতঃ পাপনিশ্চয়ঃ বৈরনিলয়ঃ নিষাদঃ তস্মাৎ মিথুনাৎ একং পুমাংসং জঘান। ১০

হঠাৎ এক পাপাত্মা ব্যাধ হিংসাপরায়ণ হয়ে তাঁর চোখের সামনেই সেই ক্রৌঞ্চমিথুনের পুরুষ পাখিটিকে হত্যা করল। ১০

তং শোণিতপরীতাঙ্গং চেষ্টমানং মহীতলে।
ভার্যা তু নিহতং দৃষ্ট্বা রুরাব করুণাং গিরম্ ॥১১
বিযুক্তা পতিনা তেন দ্বিজেন সহচারিণা।
তাম্রশীর্ষেণ মত্তেন পত্রিণা সহিতেন বৈ ॥১২

অন্বয়ঃ তেন তাম্রশীর্ষেণ মত্তেন পত্রিণাসহিতেন সহচারিণা দ্বিজেন পতিনা বিযুক্তা ভার্যা তং শোণিতপরীতাঙ্গং মহীতলে চেষ্টমানং নিহতং তু দৃষ্ট্বা করুণাং গিরং রুরাব। ১১-১২

সেই রক্তবর্ণ শিখাযুক্ত ক্রৌঞ্চটি পাখা ছড়িয়ে কামোন্মত্ত অবস্থায় সঙ্গিনীর সঙ্গে বিহার করছিল, এমন সময় বাণবিদ্ধ হয়ে সে রক্তাক্ত দেহে মাটিতে পড়ে ছটফট করতে করতে মৃত্যু বরণ করল। তাকে এই অবস্থায় দেখে তার ভার্যা স্বামীর বিরহে করুণ স্বরে রোদন করতে লাগল। ১১-১২

তথাবিধং দ্বিজং দৃষ্ট্বা নিষাদেন নিপাতিতম্।
ঋষের্ধর্মাত্মনস্তস্য কারুণ্যং সমপদ্যত ॥১৩

অন্বয়ঃ নিষাদেন নিপাতিতং তথাবিধং দ্বিজং দৃষ্ট্বা ধর্মাত্মনঃ তস্য ঋষেঃ কারুণ্যং সমপদ্যত। ১৩

পাখিটিকে এইভাবে ব্যাধের দ্বারা নিহত হতে দেখে সেই ধর্মাত্মা ঋষির হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হল। ১৩

ততঃ করুণবেদিত্বাদধর্মোঽয়মিতি দ্বিজঃ।
নিশাম্য রুদতীং ক্রৌঞ্চীমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৪

অন্বয়ঃ ততঃ দ্বিজঃ ক্রৌঞ্চীং রুদতীং নিশাম্য করুণবেদিত্বাৎ অয়ম্ অধর্মঃ ইতি ইদং বচনম্ অব্রবীৎ। ১৪

ক্রৌঞ্চীর রোদনধ্বনি শুনে করুণাবশে সেই ব্রাহ্মণ হঠাৎ বলে উঠলেন—এ মহা অধর্ম! তারপর তিনি বলতে লাগলেন। ১৪

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥১৫

অন্বয়: নিষাদ! ত্বং শাশ্বতীঃ সমাঃ প্রতিষ্ঠাং মা অগমঃ, যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাৎ কামমোহিতম্ একম্ অবধীঃ। ১৫

ওরে নিষাদ, তুই এই ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে কামমুগ্ধ একটি পাখিকে হত্যা করেছিস, তাই কোনোদিন (মানবসমাজে) স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবি না তুই। ১৫

তস্যৈবং ব্রুবতশ্চিন্তা বভূব হৃদি বীক্ষতঃ।
শোকার্তেনাস্য শকুনেঃ কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া ॥১৬

অন্বয়: তস্য এবং ব্রুবতঃ হৃদি চিন্তা বভূব—অস্য শকুনেঃ বীক্ষতঃ ময়া কিম্ ইদং ব্যাহৃতম্? ১৬

এ কথা বলতে বলতে তাঁর মনে হল—এই পাখিকে দেখে শোকার্ত হয়ে আমি এ কী উচ্চারণ করলাম? ১৬

চিন্তয়ন্ স মহাপ্রাজ্ঞশ্চকার মতিমান্ মতিম্।
শিষ্যং চৈবাব্রবীদ্ বাক্যমিদং স মুনিপুঙ্গবঃ ॥১৭

অন্বয়: সঃ মহাপ্রাজ্ঞঃ মতিমান্ মুনিপুঙ্গবঃ চিন্তয়ন্ মতিং চকার, শিষ্যং চ এব ইদং বাক্যম্ অব্রবীৎ। ১৭

মহাপ্রাজ্ঞ, মহামতি, মুনিবর বাল্মীকি এ সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে এক সিদ্ধান্তে উপস্থিত হলেন, এবং তাঁর শিষ্যকে বললেন। ১৭

পাদবদ্ধোঽক্ষরসমস্তন্ত্রীলয়সমন্বিতঃ।
শোকার্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা ॥১৮

অন্বয়: শোকার্তস্য মে প্রবৃত্তঃ পাদবদ্ধঃ অক্ষরসমঃ তন্ত্রীলয়সমন্বিতঃ (অয়ং) শ্লোকঃ ন অন্যথা ভবতু। ১৮

আমি শোকার্তচিত্তে যা রচনা করেছি তা চরণবদ্ধ, সুষম-অক্ষর-যুক্ত এবং বীণাতন্ত্রীতে লয়-সহকারে গান করার উপযুক্ত হয়েছে। সুতরাং এর নাম শ্লোক ছাড়া অন্য কিছু হবে না। ১৮

শিষ্যস্তু তস্য ব্রুবতো মুনের্বাক্যমনুত্তমম্।

প্রতিজগ্রাহ সংহৃষ্টস্তস্য তুষ্টোঽভবন্ মুনিঃ ॥১৯

অন্বয়: ব্রুবতঃ তস্য শিষ্যঃ তু সংহৃষ্টঃ অনুত্তমং মুনেঃ বাক্যং প্রতিজগ্রাহ, মুনিঃ তস্য তুষ্টঃ অভবৎ। ১৯

বাল্মীকি এই কথা বললে, তাঁর শিষ্য আনন্দিত চিত্তে সেই অনুপম মুনিবাক্যের অনুমোদন করলেন এবং মুনিও তাঁর উপর সন্তুষ্ট হলেন। ১৯

সোঽভিষেকং ততঃ কৃত্বা তীর্থে তস্মিন্ যথাবিধি।

তমেব চিন্তয়ন্নর্থমুপাবর্তত বৈ মুনিঃ ॥২০

অন্বয়: ততঃ সঃ মুনিঃ তস্মিন্ তীর্থে যথাবিধি অভিষেকং কৃত্বা তম্ এব অর্থং চিন্তয়ন্ উপাবর্তত। ২০

তারপর মুনি বাল্মীকি সেই তীর্থসলিলে যথাবিধি অবগাহন করে সেই শ্লোকের অর্থ চিন্তা করতে করতে আশ্রমে ফিরে গেলেন। ২০

ভরদ্বাজস্ততঃ শিষ্যো বিনীতঃ শ্রুতবান্ গুরোঃ।

কলশং পূর্ণমাদায় পৃষ্ঠতোঽনুজগাম হ ॥২১

অন্বয়: ততঃ বিনীতঃ শ্রুতবান্ শিষ্যঃ ভরদ্বাজঃ পূর্ণং কলশম্ আদায় গুরোঃ পৃষ্ঠতঃ অনুজগাম। ২১

তাঁর বিনীত ও শাস্ত্রজ্ঞ শিষ্য ভরদ্বাজও জলপূর্ণ কলস নিয়ে গুরুর পিছনে পিছনে চললেন। ২১

স প্রবিশ্যাশ্রমপদং শিষ্যেণ সহ ধর্মবিৎ।

উপবিষ্টঃ কথাশ্চান্যাশ্চকার ধ্যানমাস্থিতঃ ॥২২

অন্বয়: সঃ ধর্মবিৎ শিষ্যেণ সহ আশ্রমপদং প্রবিশ্য ধ্যানম্ আস্থিতঃ উপবিষ্টঃ অন্যাঃ চ কথাঃ চকার। ২২

ধর্মজ্ঞ বাল্মীকি-মুনি শিষ্যের সঙ্গে আশ্রমে প্রবেশ করে ধ্যানাসনে উপবেশন করলেন এবং নানা কথা আলোচনা করতে লাগলেন। ২২

আজগাম ততো ব্রহ্মা লোককর্তা স্বয়ং প্রভুঃ।

চতুর্মুখো মহাতেজাঃ দ্রষ্টুং তং মুনিপুঙ্গবম্ ॥২৩

অন্বয়: ততঃ লোককর্তা চতুর্মুখঃ মহাতেজাঃ প্রভুঃ ব্রহ্মা স্বয়ং তং মুনিপুঙ্গবম্ দ্রষ্টুম্ আজগাম। ২৩

এমন সময় মহাতেজস্বী, চতুর্মুখ প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বয়ং সেই মুনিবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। ২৩

বাল্মীকিরথ তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় বাগ্‌যতঃ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রযতো ভূত্বা তস্থৌ পরমবিস্মিতঃ ॥২৪

অন্বয়: অথ বাগ্‌যতঃ প্রযতঃ বাল্মীকিঃ তং দৃষ্ট্বা পরমবিস্মিতঃ সহসা উত্থায় প্রাঞ্জলিঃ ভূত্বা তস্থৌ। ২৪

বাক্‌সংযমী ধর্মপরায়ণ বাল্মীকি তাঁকে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন এবং তখনই করজোড়ে তাঁর সম্মুখে দাঁড়ালেন। ২৪

পূজয়ামাস তং দেবং পাদ্যার্ঘ্যাসনবন্দনৈঃ।
প্রণম্য বিধিবচ্চৈনং পৃষ্ট্বা চৈবাপ্যনাময়ম্ ॥২৫

অন্বয়: (সঃ) তং দেবং প্রণম্য এনম্ অনাময়ম্ অপি এব পৃষ্ট্বা চ বিধিবৎ পাদ্যার্ঘ্যাসনবন্দনৈঃ পূজয়ামাস। ২৫

তিনি সেই দেবতাকে প্রণাম করে তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন এবং বিধিমতো পাদ্য-অর্ঘ্য আসন দিয়ে ও স্তবস্তুতি করে তাঁর পুজো করলেন। ২৫

অথোপবিশ্য ভগবানাসনে পরমার্চিতে।
বাল্মীকয়ে চ ঋষয়ে সংদিদেশাসনং ততঃ ॥২৬
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতঃ সোঽপ্যুপাবিশদাসনে ॥২৭

অন্বয়: অথ ভগবান্ পরমার্চিতে আসনে উপবিশ্য ততঃ বাল্মীকয়ে চ ঋষয়ে আসনং সংদিদেশ। সঃ অপি ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতঃ আসনে উপাবিশৎ। ২৬-২৭

ভগবান ব্রহ্মা মন্ত্রপূত আসনে উপবেশন করে বাল্মীকিমুনিকে আসন গ্রহণের আদেশ দিলেন। বাল্মীকিও ব্রহ্মার অনুমতি নিয়ে আসনে উপবেশন করলেন। ২৬-২৭

উপবিষ্টে তদা তস্মিন্ সাক্ষাৎলোকপিতামহে।
তদ্গতেনৈব মনসা বাল্মীকি ধ্যানমাস্থিতঃ ॥২৮

অন্বয়: তদা তস্মিন্ লোকপিতামহে উপবিষ্টে সাক্ষাৎ এব বাল্মীকিঃ তদ্গতেন মনসা ধ্যানম্ আস্থিতঃ। ২৮

লোকপিতামহ ব্রহ্মা উপবেশন করলে তাঁর সাক্ষাতেই বাল্মীকি তদ্গতচিত্তে আত্মস্থ হয়ে বলতে লাগলেন। ২৮

পাপাত্মনা কৃতং কষ্টং বৈরগ্রহণবুদ্ধিনা।
যস্তাদৃশং চারুরবং ক্রৌঞ্চং হন্যাদকারণাৎ ॥২৯

অন্বয়: পাপাত্মনা অকারণাৎ বৈরগ্রহণবুদ্ধিনা কষ্টং কৃতং যঃ তাদৃশং চারুরবং ক্রৌঞ্চং হন্যাৎ। ২৯

হায়! ক্রৌঞ্চটি কেমন মধুর স্বরে গান করছিল! পাপাত্মা ব্যাধ অকারণ শত্রুতা-বশে তাকে হত্যা করে মহাপাপ করেছে। ২৯

শোচন্নেব পুনঃ ক্রৌঞ্চীমুপশ্লোকমিমং জগৌ।
পুনরন্তর্গতমনা ভূত্বা শোকপরায়ণঃ ॥৩০

অন্বয়: পুনঃ শোকপরায়ণঃ অন্তর্গতমনা ভূত্বা ক্রৌঞ্চীং শোচন্ এব ইমম্ উপশ্লোকং জগৌ। ৩০

এই বলে বাল্মীকি আবার বিষাদগ্রস্ত হয়ে আত্মস্থ হলেন এবং ক্রৌঞ্চীর জন্যে শোক করতে করতে আবার শ্লোকটি উচ্চারণ করলেন। ৩০

তমুবাচ ততো ব্রহ্মা প্রহসন্ মুনিপুঙ্গবম্।
শ্লোক এবাস্ত্বয়ং বদ্ধো নাত্র কার্যাবিচারণা॥
মচ্ছন্দাদেব তে ব্রহ্মন্ প্রবৃত্তেয়ং সরস্বতী ॥৩১

অন্বয়: ততঃ ব্রহ্মা প্রহসন্ তং মুনিপুঙ্গবম্ উবাচ অয়ং বদ্ধঃ শ্লোকঃ এব অস্তু, ন অত্র বিচারণা কার্যা। ব্রহ্মন্! মচ্ছন্দাৎ এব ইয়ং সরস্বতী তে প্রবৃত্তা। ৩১

তখন ব্রহ্মা হেসে সেই মুনিবরকে বললেন—এই পাদবদ্ধ বাক্য শ্লোক নামেই খ্যাত হবে, এতে আর বিচারের প্রয়োজন নাই। হে ব্রাহ্মণ, আমার ইচ্ছাতেই সরস্বতী তোমার মধ্যে প্রবেশ করেছেন। ৩১

রামস্য চরিতং কৃৎস্নং কুরু ত্বমৃষিসত্তম।
ধর্মাত্মনো ভগবতো লোকে রামস্য ধীমতঃ ॥৩২

অন্বয়: ঋষিসত্তম ত্বং লোকে ধর্মাত্মনঃ ধীমতঃ ভগবতঃ রামস্য চরিতং কৃৎস্নং কুরু। ৩২

মুনিবর, তুমি পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধার্মিক ও বুদ্ধিমান। ভগবান রামচন্দ্রের চরিতকথা সমগ্রভাবে রচনা করো। ৩২

বৃত্তং কথয় বীরস্য যথা তে নারদাৎ শ্রুতম্।
রহস্যং চ প্রকাশং চ যদ্‌বৃত্তং তস্য ধীমতঃ ॥৩৩

অন্বয় : যথা তে নারদাৎ শ্রুতং (তথা) বীরস্য বৃত্তং কথয়। তস্য ধীমতঃ রহস্যং চ প্রকাশং চ যৎ বৃত্তং তৎ কথয়। ৩৩

তুমি আগেই নারদের মুখে সেই বীরের বৃত্তান্ত যেমন শুনেছ, তেমনই বর্ণনা করো এবং সেই ধীমানের প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত সমস্ত বৃত্তান্তই বর্ণনা করো। ৩৩

রামস্য সহ সৌমিত্রে রাক্ষসানাং চ সর্বশঃ।
বৈদেহ্যাশ্চৈব যদবৃত্তং প্রকাশং যদি বা রহঃ ॥৩৪

অন্বয় : রামস্য সহ সৌমিত্রেঃ বৈদেহ্যাঃ রাক্ষসানাং চ এব যৎ বৃত্তং প্রকাশং যদি বা রহঃ (তৎ) সর্বশঃ (কথয়)। ৩৪

তুমি রাম লক্ষ্মণ সীতা এবং রাক্ষসদের সম্পর্কে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সমস্ত কাহিনীই বর্ণনা করো। ৩৪

যচ্চাপ্যবিদিতং সর্বং বিদিতং তে ভবিষ্যতি।
[illegible] বাগনৃতা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি ॥৩৫॥
কুরু রামকথাং পুণ্যাং শ্লোকবদ্ধাং মনোরমাং ॥৩৬

অন্বয় : যৎ চ অপি অবিদিতং (তৎ) সর্বং তে বিদিতং ভবিষ্যতি। অত্র তে কাব্যে কাচিৎ বাক্ অনৃতা ন ভবিষ্যতি। (ত্বং) পুণ্যাং শ্লোকবদ্ধাং মনোরমাং রামকথাং কুরু। ৩৫-৩৬

এ সম্বন্ধে যা কিছু অজ্ঞাত আছে তা সবই তুমি জানতে পারবে এবং তোমার কাব্যে কোনো কথাই মিথ্যা হবে না। এখন তুমি এই পবিত্র, শ্লোকবদ্ধ, মনোরম রামকথা রচনা আরম্ভ করো। ৩৫-৩৬

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি ॥৩৭

অন্বয় : যাবৎ গিরয়ঃ সরিতঃ চ মহীতলে স্থাস্যন্তি তাবৎ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি। ৩৭

যতদিন পৃথিবীতে পর্বত ও সমুদ্র বর্তমান থাকবে, ততদিন এই রামায়ণকাহিনী জনসমাজে প্রচারিত থাকবে। ৩৭

যাবদ্ রামায়ণকথা ত্বৎকৃতা প্রচরিষ্যতি।
তাবদ্ ঊর্ধ্বমধশ্চ ত্বং মল্লোকেষু নিবৎস্যসি ॥
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ ব্রহ্মা তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৩৮

অন্বয়: যাবৎ ত্বৎকৃতা রামায়ণকথা প্রচরিষ্যতি তাবৎ ত্বম্ ঊর্ধ্বম্ অধঃ চ মল্লোকেষু নিবৎস্যসি। ইতি উক্ত্বা ভগবান্ ব্রহ্মা তত্র এব অন্তরধীয়ত। ৩৮

যতদিন তোমার রচিত রামায়ণকথা প্রচারিত থাকবে, ততদিন তুমি ঊর্ধ্বলোক, অধোলোক এবং আমার ব্রহ্মলোকে বিরাজ করবে (অর্থাৎ ত্রিভুবনে বিখ্যাত হবে) এই বলে ভগবান ব্রহ্মা সেইখানেই অন্তর্হিত হলেন। ৩৮

ততঃ সশিষ্যো ভগবান্ মুনির্বিস্ময়মাযযৌ।
তস্য শিষ্যাস্ততঃ সর্বে জগুঃ শ্লোকমিমং পুনঃ ॥৩৯

অন্বয়: ততঃ সশিষ্যঃ ভগবান্ মুনিঃ বিস্ময়ম্ আযযৌ। ততঃ তস্য শিষ্যাঃ সর্বে ইমং শ্লোকং পুনঃ জগুঃ। ৩৯

এই ঘটনায় ভগবান বাল্মীকিমুনি এবং তাঁর শিষ্যেরা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তারপর তাঁর শিষ্যেরা সেই শ্লোকটি আবার আবৃত্তি করলেন। ৩৯

মুহুর্মুহুঃ প্রীয়মাণাঃ প্রাহুশ্চ ভৃশবিস্মিতাঃ।
সমাক্ষরৈশ্চতুর্ভির্যঃ পাদৈর্গীতো মহর্ষিণা ॥
সোঽনুব্যাহরণাদ্ভূয়ঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ ॥৪০

অন্বয়: (তে) প্রীয়মাণাঃ ভৃশবিস্মিতাঃ মুহুর্মুহুঃ প্রাহুঃ চ মহর্ষিণা যঃ সমাক্ষরৈঃ চতুর্ভিঃ পাদৈঃ গীতঃ সঃ শোকঃ অনুব্যাহরণাৎ শ্লোকত্বম্ আগতঃ। ৪০

তাঁরা মহা বিস্ময় ও আনন্দের সঙ্গে বার বার বলতে লাগলেন—দেখ, মহর্ষি চারটি সমাক্ষরযুক্ত চরণে যা গান করেছেন, সেই শোকযুক্ত পদ বার বার আবৃত্তির ফলে কেমন শ্লোক হয়ে উঠেছে। ৪০

তস্য বুদ্ধিরিয়ং জাতা মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
কৃৎস্নং রামায়ণং কাব্যমীদৃশৈঃ করবাণ্যহম্ ॥৪১

অন্বয়: তস্য ভাবিতাত্মনঃ মহর্ষেঃ ইয়ং বুদ্ধিঃ জাতা (যৎ) অহং কৃৎস্নং রামায়ণং কাব্যম্ ঈদৃশৈঃ (শ্লোকৈঃ) করবাণি। ৪১

ধর্মপরায়ণ বাল্মীকি তখন এই স্থির করলেন—আমি এই রকম শ্লোকে সমগ্র রামায়ণ কাব্য রচনা করব। ৪১

উদারবৃত্তার্থপদৈর্মনোরমৈস্ততঃ স রামস্য চকার কীর্তিমান্।
সমাক্ষরৈঃ শ্লোকশতৈর্যশস্বিনো যশস্করং কাব্যমুদারদর্শনঃ ॥৪২

অন্বয়: ততঃ সঃ কীর্তিমান্ উদারদর্শনঃ (ঋষিঃ) মনোরমৈঃ উদারবৃত্তার্থপদৈঃ সমাক্ষরৈঃ শ্লোকশতৈঃ যশস্বিনঃ রামস্য যশস্করং কাব্যং চকার। ৪২

তারপর সেই কীর্তিমান ও উদারদৃষ্টি ঋষি শত শত মনোরম শ্লোকে যশস্বী রাম চন্দ্রের যশস্কর কাহিনী রচনা করলেন। এই কাব্য হল সমাক্ষরযুক্ত এবং উৎকৃষ্ট ছন্দ ও অর্থবিশিষ্ট পদে গ্রথিত। ৪২

তদুপগতসমাসসন্ধিযোগং সমমধুরোপনতার্থবাক্যবদ্ধম্।
রঘুবরচরিতং মুনিপ্রণীতং দশশিরসশ্চ বধং নিশাময়ধ্বম্॥৪৩

অন্বয়ঃ তৎ মুনিপ্রণীতম্ উপগতসমাসসন্ধিযোগং সমমধুরোপনত-অর্থবাক্যবদ্ধং রঘুবরচরিতং দশশিরসঃ চ বধং নিশাময়ধ্বম্ ৪৩

বাল্মীকি ঋষি উপযুক্ত সমাস ও সন্ধি প্রয়োগ করে এবং সুষম মধুর অর্থপূর্ণ বাক্যে রঘুশ্রেষ্ঠ রামের চরিতকথা ও দশানন বধের কাহিনী রচনা করেছেন। আপনারা এখন সেই কাহিনী শ্রবণ করুন। ৪৩

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত

তৃতীয় সর্গ

(সংক্ষেপেণ রামায়ণকথানিরূপণম্)

শ্রুত্বা বস্তুসমগ্রং তদ্ধর্মার্থসহিতং হিতম্।
ব্যক্তমন্বেষতে ভূয়ো যদ্বৃত্তং তস্য ধীমতঃ॥১

অন্বয়ঃ তৎ ধর্মার্থসহিতং হিতং বস্তুসমগ্রং শ্রুত্বা ভূয় তস্য ধীমতঃ যৎ বৃত্তং ব্যক্তং (তৎ) অন্বেষতে। ১

বাল্মীকি নারদের কাছে ধর্ম ও অর্থযুক্ত মঙ্গলবহ সমগ্র রামচরিত শ্রবণ করেছিলেন। এখন তিনি আবার সেই ধীমান রামচন্দ্রের যে-কাহিনী প্রচলিত আছে তা যোগবলে অনুধাবন করতে চেষ্টা করলেন। ১

উপস্পৃশ্যোদকং সম্যক্ মুনিঃ স্থিত্বা কৃতাঞ্জলিঃ।
প্রাচীনাগ্রেষু দর্ভেষু ধর্মেণান্বেষতে গতিম্॥২

অন্বয়ঃ মুনিঃ উদকম্ উপস্পৃশ্য কৃতাঞ্জলিঃ স্থিত্বা প্রাচীনাগ্রেষু দর্ভেষু ধর্মেণ গতিং সম্যক্ অন্বেষতে। ২

তিনি পবিত্র জল স্পর্শ করে করজোড়ে পূর্বমুখে কুশগুচ্ছ ধারণ করে রামায়ণকথা যথাযথ নির্ধারণ করতে চেষ্টা করলেন। ২

রামলক্ষ্মণসীতাভী রাজা দশরথেন চ।
সভার্যেণ সরাষ্ট্রেণ যৎ প্রাপ্তং তত্র তত্ত্বতঃ ॥৩
হসিতং ভাষিতং চৈব গতির্যাবচ্চ চেষ্টিতং।
তৎসর্বং ধর্মবীর্যেণ যথাবৎ সংপ্রপশ্যতি ॥৪
স্ত্রীতৃতীয়েন চ তথা যৎপ্রাপ্তং চরতা বনে।
সত্যসন্ধেন রামেণ তৎসর্বং চান্ববেক্ষিতম্ ॥৫
ততঃ পশ্যতি ধর্মাত্মা তৎসর্বং যোগমাস্থিতঃ।
পুরা যত্তত্র নির্বৃত্তং পাণাবামলকং যথা ॥৬

অন্বয়: (সঃ) তত্র রামলক্ষ্মণসীতাভিঃ সভার্যেণ সরাষ্ট্রেণ রাজ্ঞা দশরথেন চ যৎপ্রাপ্তং হসিতং ভাষিতং চ এব ধর্মবীর্যেণ চেষ্টিতং যাবৎ গতিঃ তৎসর্বং যথাবৎ তত্ত্বতঃ সংপ্রপশ্যতি। তথা স্ত্রীতৃতীয়েন সত্যসন্ধেন রামেণ চ বনে চরতা যৎ প্রাপ্তং তৎসর্বং চ অন্ববেক্ষিতং। ততঃ ধর্মাত্মা যোগম্ আস্থিতঃ পুরা যৎ তত্র নির্বৃত্তং যথা পাণৌ আমলকং (তথা) তৎসর্বং পশ্যতি। ৩-৬

রাম, লক্ষ্মণ, সীতা এবং রাজা দশরথ ও তাঁর পত্নীরা রাজ্যবাসীদের সঙ্গে যে সব কষ্ট ভোগ করেছিলেন, তাঁরা যে সব হাস্য-পরিহাস করেছিলেন, যে সমস্ত কথা বলেছিলেন, ধর্ম অনুসারে এবং বাহুবলে যে সব কাজ করেছিলেন এবং যে সব জায়গায় ভ্রমণ করেছিলেন, মুনি বাল্মীকি সে সব কিছুই যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারলেন। সত্যপরায়ণ রাম তাঁর পত্নী সীতা ও অনুজ লক্ষ্মণের সঙ্গে বনে বনে ভ্রমণ করার সময় যে সমস্ত কষ্টভোগ করেছিলেন তা সমস্তই তিনি অনুধাবন করতে পারলেন। এইভাবে ধর্মাত্মা বাল্মীকি যোগবলে অতীতে যা কিছু ঘটেছে সমস্তই যেন করতলগত আমলকী-ফলের মতো পরিষ্কার দেখতে পেলেন। ৩-৬

তৎসর্বং তত্ত্বতো দৃষ্ট্বা ধর্মেণ স মহামতিঃ।
অভিরামস্য রামস্য চরিতং কর্তুমুদ্যতঃ ॥৭
কামার্থগুণসংযুক্তং ধর্মার্থগুণবিস্তরং।
সমুদ্রমিব রত্নাঢ্যং সর্বশ্রুতিমনোহরম্ ॥৮

অন্বয়: সঃ মহামতিঃ ধর্মেণ তৎসর্বং তত্ত্বতঃ দৃষ্ট্বা অভিরামস্য রামস্য কামার্থ-

গুণসংযুক্তং ধর্মার্থগুণবিস্তরং সমুদ্রম্ ইব রত্নাঢ্যং সর্বশ্রুতিমনোহরং চরিতং কর্তুম্ উদ্যতঃ। ৭-৮

মহামতি বাল্মীকি সেই-সমস্ত বিষয় যথাযথ ভাবে অবগত হয়ে নয়নরঞ্জন রামচন্দ্রের চরিতকথা রচনা করতে প্রবৃত্ত হলেন। এই কাহিনী ধর্ম অর্থ ও কামগুণসমৃদ্ধ, সমুদ্রের মতো রত্নবহুল এবং সকলের কাছে শ্রুতিমধুর। ৭-৮

স যথা কথিতং পূর্বং নারদেন মহর্ষিণা।
রঘুবংশস্য চরিতং চকার ভগবান্ ঋষিঃ ॥৯
জন্ম রামস্য সুমহদ্ বীর্যং সর্বানুকূলতাম্।
লোকস্য প্রিয়তাং ক্ষান্তিং সৌম্যতাং সত্যশীলতাম্ ॥১০
নানা চিত্রাঃ কথাশ্চান্যা বিশ্বামিত্রসহায়নং।
জানক্যাশ্চ বিবাহং চ ধনুষশ্চ বিভেদনম্ ॥১১
রামরামবিবাদং চ গুণান দাশরথে স্তথা।
তথা রামাভিষেকং চ কৈকেয্যা দুষ্টভাবনাম্ ॥১২
বিঘাতং চাভিষেকস্য রামস্য চ বিবাসনম্।
রাজ্ঞঃ শোকং বিলাপং চ পরলোকস্য চাশ্রয়ম্ ॥১৩
প্রকৃতীনাং বিষাদং চ প্রকৃতীনাং বিসর্জনম্।
নিষাদাধিপসংবাদং সূতোপাবর্তনং তথা ॥১৪
গঙ্গায়াশ্চাপি সন্তারং ভরদ্বাজস্য দর্শনম্।
ভরদ্বাজাভ্যনুজ্ঞানাচ্চিত্রকূটস্য দর্শনম্ ॥১৫
বাস্তুকর্মনিবেশং চ ভরতাগমনং তথা।
প্রসাদনং চ রামস্য পিতুশ্চ সলিলক্রিয়াম্ ॥১৬
পাদুকাগ্র্যাভিষেকং চ নন্দিগ্রামনিবাসনম্।
দণ্ডকারণ্যগমনং বিরাধস্য বধং তথা ॥১৭
দর্শনং শরভঙ্গস্য সুতীক্ষ্ণেন সমাগমম্।
অনসূয়াসমাস্যাং চ অঙ্গরাগস্য চার্পণম্ ॥১৮
দর্শনং চাপ্যগস্ত্যস্য ধনুষো গ্রহণং তথা।
শূর্পণখ্যাশ্চ সংবাদং বিরূপকরণং তথা ॥১৯

বধং খরত্রিশিরসো রুত্থানং রাবণস্য চ।
মারীচস্য বধং চৈব বৈদেহ্যা হরণং তথা ॥২০
রাঘবস্য বিলাপং চ গৃধ্ররাজনিবর্হণম্।
কবন্ধদর্শনং চৈব পম্পায়াশ্চাপি দর্শনম্ ॥২১
শবরীদর্শনং চৈব ফলমূলাশনং তথা।
বিলাপং চৈব পম্পায়াং হনূমদ্দর্শনং তথা ॥২২
ঋষ্যমূকস্য গমনং সুগ্রীবেণ সমাগমম্।
প্রত্যয়োৎপাদনং সখ্যং বালিসুগ্রীববিগ্রহম্ ॥২৩
বালিপ্রমথনং চৈব সুগ্রীবপ্রতিপাদনম্।
তারাবিলাপং সময়ং বর্ষারাত্রনিবাসনম্ ॥২৪
কোপং রাঘবসিংহস্য বলানামপি সংগ্রহম্।
দিশঃ প্রস্থাপনং চৈব পৃথিব্যাশ্চ নিবেদনম্ ॥২৫
অঙ্গুলীয়কদানং চ ঋক্ষস্য বিলদর্শনম্।
প্রায়োপবেশনং চৈব সম্পাতেশ্চাপি দর্শনম্ ॥২৬
পর্বতারোহণং চৈব সাগরস্য চ লঙ্ঘনম্।
সমুদ্রবচনাচ্চৈব মৈনাকস্য চ দর্শনম্ ॥২৭
সিংহিকায়াশ্চ নিধনং লঙ্কামলয়দর্শনম্।
রাত্রৌ লঙ্কাপ্রবেশং চ একস্যাপি বিচিন্তনম্ ॥২৮
আপানভূমিগমনমবরোধস্য দর্শনম্।
দর্শনং রাবণস্যাপি পুষ্পকস্য চ দর্শনম্ ॥২৯
অশোকবনিকাযানং সীতায়াশ্চাপি দর্শনম্।
অভিজ্ঞানপ্রদানং সীতায়াশ্চাপি ভাষণম্ ॥৩০
রাক্ষসীতর্জনং চৈব ত্রিজটাস্বপ্নদর্শনম্।
মণিপ্রদানং সীতায়া বৃক্ষভঙ্গং তথৈব চ ॥৩১
রাক্ষসী বিদ্রবং চৈব কিংকরাণাং নিবর্হণম্
গ্রহণং বায়ুসূনোশ্চ লঙ্কাদাহাভিগর্জনম্ ॥৩২
প্রতিপ্লবনমেবাথ মধূনাং হরণং তথা।
রাঘবাশ্বাসনং চৈব মণিনির্যাতনং তথা ॥৩৩

সংগমং চ সমুদ্রেণ নলসেতোশ্চ বন্ধনম্ ।
প্রতারং চ সমুদ্রস্য রাত্রৌ লঙ্কাবরোধনম্ ॥৩৪
বিভীষণেন সংসর্গং বধোপায়নিবেদনম্ ।
কুম্ভকর্ণস্য নিধনং মেঘনাদনিবর্হণম্ ॥৩৫
রাবণস্য বিনাশং চ সীতাবাপ্তিমরেঃ পুরে ।
বিভীষণাভিষেকং চ পুষ্পকস্য চ দর্শনম্ ॥৩৬
অযোধ্যায়াশ্চ গমনং ভরদ্বাজসমাগমম্ ।
প্রেষণং বায়ুপুত্রস্য ভরতেন সমাগমম্ ॥৩৭
রামাভিষেকাভ্যুদয়ং সর্বসৈন্যবিসর্জনম্ ।
স্বরাষ্ট্ররঞ্জনং চৈব বৈদেহ্যাশ্চ বিসর্জনম্ ॥৩৮
অনাগতং চ যৎকিঞ্চিদ্ রামস্য বসুধাতলে ।
তচ্চকারোত্তরে কাব্যে বাল্মীকির্ভগবান্ ঋষিঃ ॥৩৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে আদি কাব্যে বালকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ ।

মহর্ষি নারদ আগে যেমন বর্ণনা করেছিলেন, ভগবান ঋষি সেইভাবেই রঘুবংশের কাহিনী রচনা করলেন। রামের জন্ম, সুমহান বীরত্ব, সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার, জনপ্রিয়তা, ধৈর্য, সৌম্যতা, সত্যপরায়ণতা, অন্যান্য বিচিত্র কথা, বিশ্বামিত্রের সঙ্গে গমন, ধনুর্ভঙ্গ এবং জানকীর সঙ্গে বিবাহ, রাম ও পরশুরামের মধ্যে বিবাদ, রামের গুণাবলী, রামের অভিষেকের উদ্যোগ, কৈকেয়ীর দুষ্টবুদ্ধি, রামের অভিষেকের বিঘ্ন ও বনবাস, দশরথের শোক, বিলাপ ও পরলোক গমন, প্রজাদের বিষাদ ও বিদায়দান, নিষাদরাজার সংবাদ, সারথির প্রত্যাবর্তন, রামের গঙ্গা অতিক্রম, ভরদ্বাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ, ভরদ্বাজের আদেশে চিত্রকূটে গমন এবং পর্ণকুটীর নির্মাণ, ভরতের আগমন ও রামের সন্তোষবিধান, রামের পিতৃতর্পণ, ভরতের দ্বারা রামের পাদুকা-অভিষেক ও নন্দি-গ্রামে বাস, রামের দণ্ডকারণ্যে গমন, বিরাধবধ এবং শরভঙ্গ ও সুতীক্ষ্মের সঙ্গে সাক্ষাৎ, অনসূয়ার সীতাকে অঙ্গরাগ প্রদান, রামের অগস্ত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ, তাঁর কাছে ধনুর্গ্রহণ, শূর্পণখার সংবাদ ও তার দেহের বিকৃতিসাধন, রাম কর্তৃক খর ও ত্রিশিরার বিনাশ, রাবণের সক্রিয়তা, রামের মারীচবধ, রাবণের সীতাহরণ, রামের বিলাপ, গৃধ্ররাজ জটায়ুর নিধন, রামের কবন্ধ দর্শন, পম্পাতীরে গমন, শবরীর কাছে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে ফলমূল গ্রহণ, আবার বিলাপ, পম্পাতীরে হনুমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ, ঋষ্যমূক পর্বতে

গমন, সুগ্রীবের সঙ্গে মিলন, তাঁর বিশ্বাস উৎপাদন এবং তাঁর সঙ্গে মিত্রতা, বালীর সঙ্গে যুদ্ধ, বালীর নিধন, সুগ্রীবকে রাজ্য প্রদান, তারার বিলাপ, রামের বর্ষাযাপন, রামের কোপ, সুগ্রীবের সৈন্য সংগ্রহ ও বানরদের চতুর্দিকে প্রেরণ, পৃথিবীর নিবেদন, রামের অঙ্গুরীয় প্রদান, ঋক্ষ জাম্ববানের গুহা দর্শন, বানরদের প্রায়োপবেশন, হনুমানের সম্পাতির সঙ্গে সাক্ষাৎ, পর্বতারোহণ, সমুদ্রের বাক্যে সাগরলঙ্ঘন, মৈনাকদর্শন, সিংহিকানিধন, লঙ্কার তোরণ দর্শন, রাত্রিতে লঙ্কায় প্রবেশ, একাকী কর্তব্য নির্ধারণ, মগুপানভূমিতে গমন, রাবণের অন্তঃপুর দর্শন, পুষ্পকরথ দর্শন, অশোক বনে গমন, সীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ, সীতাকে অভিজ্ঞান প্রদান এবং সীতার সঙ্গে কথোপকথন, রাক্ষসীদের তর্জনগর্জন, ত্রিজটার স্বপ্নদর্শন, সীতা কর্তৃক হনুমানকে মণিপ্রদান, অশোক বনের বৃক্ষভঙ্গ, রাক্ষসীদিগকে পীড়ন, রাবণের অনুচরদের নিধন, বায়ুপুত্র হনুমানের লঙ্কাদহন এবং গর্জন, পুনরায় সমুদ্র লঙ্ঘন, বানরদের মধু হরণ, হনুমান কর্তৃক রামকে আশ্বাস প্রদান ও সীতার মণি সমর্পণ, সমুদ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ, নল কর্তৃক সেতুবন্ধন, সমুদ্র অতিক্রম, লঙ্কা অবরোধ, বিভীষণের সঙ্গে মিলন, রাবণ বধের উপায় নিবেদন, কুম্ভকর্ণ বধ, মেঘনাদ বধ, রাবণের বিনাশ, শত্রু পুরীতে সীতা প্রাপ্তি, বিভীষণের অভিষেক, পুষ্পকরথ দর্শন, অযোধ্যার উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তন, ভরদ্বাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ, ভরতের কাছে হনুমানকে প্রেরণ, ভরতের সঙ্গে মিলন, রামের অভিষেকের আয়োজন এবং সৈন্যদের বিদায়— এই সমস্ত কাহিনী বাল্মীকি তাঁর কাব্যে বর্ণনা করলেন; এছাড়া রামের রাজ্যপালন ও সীতার বিসর্জন[১] প্রভৃতি যে সমস্ত কাহিনী পরবর্তী কালে ঘটবে, সে সমস্ত তাঁর উত্তর কাব্যে[২] বর্ণনা করলেন। ৯-৩৯

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত

চতুর্থ সর্গ

* *

কুশলবাভ্যাং রামায়ণগানম্

প্রাপ্তরাজ্যস্য রামস্য বাল্মীকির্ভগবান্ ঋষিঃ।
চকার চরিতং কৃৎস্নং বিচিত্রপদমর্থবৎ ॥১

অন্বয়ঃ ভগবান্ বাল্মীকিঃ ঋষিঃ প্রাপ্তরাজ্যস্য রামস্য বিচিত্রপদম্ অর্থবৎ চরিতং কৃৎস্নং চকার। ১

রাম রাজ্য লাভ করার পর ভগবান বাল্মীকি ঋষি তাঁর বিচিত্র পদ ও অর্থযুক্ত চরিতকথা সম্পূর্ণভাবে রচনা করলেন। ১

চতুর্বিংশৎ সহস্রাণি শ্লোকানামুক্তবান্ ঋষিঃ।
তথা সর্গশতান্ পঞ্চ ষট্‌কাণ্ডানি তথোত্তরম্ ॥২

অন্বয়ঃ ঋষিঃ শ্লোকানাং চতুর্বিংশৎ সহস্রাণি তথা পঞ্চসর্গশতান্ ষট্‌কাণ্ডানি তথা উত্তরং (কাণ্ডম্) উক্তবান্। ২

তিনি চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোকে পাঁচশত সর্গে ছয়টি কাণ্ডে[১] এবং একটি উত্তর কাণ্ডে[২] এই কাহিনী রচনা করলেন। ২

কৃত্বাপি তন্মহাপ্রাজ্ঞঃ সভবিষ্যং সহোত্তরম্।
চিন্তয়ামাস কো ন্বেতৎ প্রযুঞ্জীয়াদিতি প্রভুঃ ॥৩

অন্বয়ঃ মহাপ্রাজ্ঞঃ প্রভুঃ তৎ সভবিষ্যং সহোত্তরং কৃত্বা অপি চিন্তয়ামাস—কঃ নু এতৎ প্রযুঞ্জীয়াৎ ইতি। ৩

মহাপ্রাজ্ঞ প্রভু বাল্মীকি ভবিষ্যৎ-ঘটনা-যুক্ত উত্তর কাণ্ড সহ সম্পূর্ণ রামায়ণকথা রচনা করে চিন্তা করতে লাগলেন - কে এই কাব্যের প্রয়োগ করবে ? ৩

তস্য চিন্তয়মানস্য মহর্ষে র্ভাবিতাত্মনঃ।
অগ্রহীতাং ততঃ পাদৌ মুনিবেষৌ কুশীলবৌ ॥৪

অন্বয়ঃ ততঃ ভাবিতাত্মনঃ তস্য মহর্ষেঃ চিন্তয়মানস্য মুনিবেষৌ কুশীলবৌ পাদৌ অগ্রহীতাম্। ৪

ধর্মাত্মা মহর্ষি যখন এই বিষয়ে চিন্তা করছিলেন, এমন সময় মুনিবেশধারী কুশ ও লব এসে তাঁর পাদ বন্দনা করলেন। ৪

কুশীলবৌ তু ধর্মজ্ঞৌ রাজপুত্রৌ যশস্বিনৌ।
ভ্রাতরৌ স্বরসম্পন্নৌ দদর্শাশ্রমবাসিনৌ ॥৫

অন্বয়ঃ (সঃ) তু ধর্মজ্ঞৌ যশস্বিনৌ স্বরসম্পন্নৌ আশ্রমবাসিনৌ রাজপুত্রৌ কুশীলবৌ দদর্শ। ৫

তিনি দেখলেন আশ্রমবাসী ধর্মজ্ঞ, যশস্বী ও সুকণ্ঠের অধিকারী রাজপুত্র কুশ ও লব তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। ৫

স তু মেধাবিনৌ দৃষ্ট্বা বেদেষু পরিনিষ্ঠিতৌ
বেদোপবৃংহণার্থায় তাবগ্রাহয়ত প্রভুঃ ॥৬॥

অন্বয়ঃ সঃ প্রভুঃ তু মেধাবিনৌ বেদেষু পরিনিষ্ঠিতৌ (কুশীলবৌ) দৃষ্ট্বা বেদোপবৃংহণার্থায় তৌ অগ্রাহয়ত। ৬

তিনি কুশ ও লবকে মেধাবী ও বেদে পারদর্শী বিবেচনা করে বেদের মহিমা প্রসারের জন্যে তাঁদের নিযুক্ত করলেন। ৬

কাব্যং রামায়ণং কৃৎস্নং সীতায়াশ্চরিতং মহৎ।
পৌলস্ত্যবধমিত্যেব চকার চরিতব্রতঃ ॥৭

অন্বয়ঃ চরিতব্রতঃ (বাল্মীকিঃ) সীতায়াঃ চরিতং পৌলস্ত্যবধম্ ইতি এবং মহৎ রামায়ণং কাব্যং কৃৎস্নং চকার। ৭

ব্রতচারী বাল্মীকি পূর্বেই সীতার চরিতকথা এবং রাবণবধ প্রভৃতি কাহিনীযুক্ত মহান রামায়ণ কাব্য সমগ্রভাবে রচনা করেছিলেন। ৭

পাঠ্যে গেয়ে চ মধুরং প্রমাণৈস্ত্রিভিরন্বিতম্।
জাতিভিঃ সপ্তভির্যুক্তং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্ ॥৮
রসৈঃ শৃঙ্গারকরুণহাস্যরৌদ্রভয়ানকৈঃ।
বীরাদিভী রসৈর্যুক্তং কাব্যমেতদগায়তাম্ ॥৯
তৌ তু গান্ধর্বতত্ত্বজ্ঞৌ স্থানমূর্ছনকোবিদৌ।
ভ্রাতরৌ স্বরসম্পন্নৌ গন্ধর্বাবিব রূপিণৌ ॥১০
রূপলক্ষণসম্পন্নৌ মধুরস্বরভাষিণৌ।
বিম্বাদিবোত্থিতৌ বিম্বৌ রামদেহাৎ তথাপরৌ ॥১১

অন্বয় : তৌ গান্ধর্বতত্ত্বজ্ঞৌ স্থানমূর্ছনকোবিদৌ স্বরসম্পন্নৌ গন্ধর্বৌ ইব রূপিণৌ রূপলক্ষণসম্পন্নৌ মধুরভাষিণৌ তথা রামদেহাৎ বিম্বাৎ উত্থিতৌ অপরৌ বিম্বৌ ইব ভ্রাতরৌ তু পাঠ্যে গেয়ে চ মধুরং ত্রিভিঃ প্রমাণৈঃ অন্বিতং সপ্তভিঃ জাতিভিঃ যুক্তং তন্ত্রীলয়সমন্বিতং শৃঙ্গার-করুণ-হাস্য-রৌদ্র-ভয়ানকৈঃ বীরাদিভিঃ রসৈঃ যুক্তম্ এতৎ কাব্যম্ অগায়তাম্। ৮-১১

কুশ ও লব দুই ভ্রাতা ছিলেন গান্ধর্ব সঙ্গীতবিদ্যা এবং স্বরের স্থান ও মূর্ছনায় অভিজ্ঞ, তাঁদের কণ্ঠস্বর সুমধুর তাঁরা গন্ধর্বের মতো সুন্দরকান্তি, শ্রীমণ্ডিত, সুলক্ষণযুক্ত ও মধুরভাষী, তাঁদের দেখে মনে হত বিম্ব থেকে যেমন প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হয়, তেমনই রামের দেহ থেকে তাঁরা যেন অপর দুটি প্রতিবিম্বরূপে উৎপন্ন হয়েছেন। সেই দুই ভ্রাতা এখন সেই রামায়ণকাব্য গান করতে লাগলেন। ঐ কাব্য পাঠে ও গানে মধুর, দ্রুত মধ্য ও বিলম্বিত এই তিনটি মান যুক্ত, ষড্‌জ ঋষভ প্রভৃতি সাতটি স্বর যুক্ত, বীণা প্রভৃতি তন্ত্রীযুক্ত বাদ্যের সঙ্গে সমলয়ে গানের উপযুক্ত, এবং শৃঙ্গার, করুণ, হাস্য, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীর প্রভৃতি রসে সমৃদ্ধ। ৮-১১

তৌ রাজপুত্রৌ কার্ৎস্নেন ধর্ম্যমাখ্যানমুত্তমম্।
বাচোবিধেয়ং তৎসর্বং কৃত্বা কাব্যমনিন্দিতৌ ॥১২
ঋষীণাং চ দ্বিজাতীনাং সাধূনাং চ সমাগমে।
যথোপদেশং তত্ত্বজ্ঞৌ জগতুঃ সুসমাহিতৌ ॥
মহাত্মানৌ মহাভাগৌ সর্বলক্ষণলক্ষিতৌ ॥১৩

অন্বয় : তৌ অনিন্দিতৌ তত্ত্বজ্ঞৌ সুসমাহিতৌ মহাত্মানৌ মহাভাগৌ সর্বলক্ষণলক্ষিতৌ রাজপুত্রৌ তৎসর্বম্ উত্তমং ধর্ম্যম্ আখ্যানং কাব্যং কার্ৎস্নেন বাচোবিধেয়ং কৃত্বা ঋষীণাং দ্বিজাতীনাং সাধূনাং চ সমাগমে যথোপদেশং জগতুঃ। ১২-১৩

রাজপুত্র কুশ ও লব ছিলেন অনিন্দনীয় চরিত্রের অধিকারী, সর্বসুলক্ষণযুক্ত, এবং গান্ধর্ব সঙ্গীতে অভিজ্ঞ। তাঁরা বাল্মীকির উপদেশে সমাহিত চিত্তে সেই ধর্মজনক উত্তম আখ্যানকাব্য সম্পূর্ণরূপে কণ্ঠস্থ করে ঋষি, ব্রাহ্মণ এবং সাধুদের সমাবেশে গান করতে লাগলেন। ১২-১৩

তৌ কদাচিৎ সমেতানাং ঋষীণাং ভাবিতাত্মনাম্।
মধ্যেসভং সমীপস্থাবিদং কাব্যমগায়তাম্ ॥১৪

অন্বয় : তৌ কদাচিৎ সমেতানাং ভাবিতাত্মনাম্ ঋষীণাং সমীপস্থৌ মধ্যেসভম্ ইদং কাব্যম্ অগায়তাম্। ১৪

একদিন তাঁরা সমবেত শুদ্ধাত্মা ঋষিদের সভায় উপস্থিত হয়ে এই কাব্যগান করতে লাগলেন। ১৪

তচ্ছ্রুত্বা মুনয়ঃ সর্বে বাষ্পপর্যাকুলেক্ষণাঃ।
সাধু সাধ্বিতি তাবূচুঃ পরং বিস্ময়মাগতাঃ ॥১৫

অন্বয়ঃ সর্বে মুনয়ঃ তচ্ছ্রুত্বা বাষ্পপর্যাকুলেক্ষণাঃ পরং বিস্ময়ম্ আগতাঃ তৌ সাধু সাধু ইতি ঊচুঃ। ১৫

সেই গান শুনে মুনিরা মহাবিস্ময়ে বাষ্পাকুল নয়নে তাঁদের বার বার সাধুবাদ দিলেন। ১৫

তে প্রীতমনসঃ সর্বে মুনয়ো ধর্মবৎসলাঃ।
প্রশশংসুঃ প্রশস্তব্যৌ গায়মানৌ কুশীলবৌ ॥১৬॥
অহো গীতস্য মাধুর্যং শ্লোকানাং চ বিশেষতঃ।
চিরনির্বৃত্তমপ্যেতৎ প্রত্যক্ষমিব দর্শিতম্ ॥১৭

অন্বয়ঃ তে সর্বে ধর্মবৎসলাঃ প্রীতমনসঃ মুনয়ঃ প্রশস্তব্যৌ গায়মানৌ কুশীলবৌ প্রশশংসুঃ—অহো গীতস্য বিশেষতঃ শ্লোকানাং মাধুর্যং। চিরনির্বৃত্তম্ অপি এতৎ প্রত্যক্ষম্ ইব দর্শিতম্। ১৬-১৭

ধর্মবৎসল ঋষিরা প্রীতমনে প্রশংসনীয় গায়ক কুশ ও লব দু-ভাইকে প্রশংসা করে বলতে লাগলেন—আহা! এই সঙ্গীত এবং বিশেষ করে এই শ্লোকগুলির কী মাধুর্য! বহুপূর্বে ঘটলেও ঘটনাগুলি যেন প্রত্যক্ষের মতো দেখা যাচ্ছে। ১৬-১৭

প্রবিশ্য তাবুভৌ সুষ্ঠু তথাভাবমগায়তাম্।
সহিতৌ মধুরং রক্তং সম্পন্নং স্বরসম্পদা ॥১৮

অন্বয়ঃ তৌ উভৌ সহিতৌ প্রবিশ্য মধুরং রক্তং স্বরসম্পদা সম্পন্নং (কাব্যং) সুষ্ঠু তথাভাবম্ অগায়তাম্। ১৮

কুশ ও লব উভয়ে একত্রে প্রবেশ করে সেই মধুর, অনুরাগরঞ্জিত এবং স্বরসম্পদে সমৃদ্ধ কাব্য সুষ্ঠুভাবে গান করেছিলেন। ১৮

এবং প্রশস্যমানৌ তৌ তপঃশ্লাঘ্যৈর্মহর্ষিভিঃ।
সংরক্ততরমত্যর্থং মধুরং তাবগায়তাম্ ॥১৯

অন্বয়ঃ তপঃশ্লাঘ্যৈঃ মহর্ষিভিঃ এবং প্রশস্যমানৌ তৌ সংরক্ততরম্ অত্যর্থং মধুরম্ অগায়তাম্। ১৯

এমন সময় তপস্বীশ্রেষ্ঠ মহর্ষিরা তাঁদের এভাবে প্রশংসা করতে থাকায় তাঁরা এখন আরও বেশি অনুরাগ নিয়ে এবং আরও বেশি মধুর স্বরে গান করতে আরম্ভ করলেন। ১৮-১৯

প্রীতঃ কশ্চিন্মুনিস্তাভ্যাং সংস্থিতঃ কলশং দদৌ।
প্রসন্নো বল্কলং কশ্চিদ্দদৌ তাভ্যাং মহাযশাঃ ॥২০

অন্বয়: কশ্চিৎ সংস্থিতঃ মুনিঃ প্রীতঃ তাভ্যাং কলশং দদৌ। কশ্চিৎ মহাযশাঃ প্রসন্নঃ তাভ্যাং বল্কলং দদৌ। ২০

তখন কোনো মুনি প্রীতিবশে দাঁড়িয়ে উঠে তাদের কলস দান করলেন এবং কোন মহাযশস্বী মুনি প্রসন্ন হয়ে তাঁদের বল্কল প্রদান করলেন ২০

অন্যঃ কৃষ্ণাজিনমদাদ্ যজ্ঞসূত্রং তথাপরঃ।
কশ্চিৎ কমণ্ডলুং প্রাদান্মৌঞ্জীমন্যো মহামুনিঃ ॥২১

অন্বয়: অন্যঃ কৃষ্ণাজিনং তথা অপরঃ যজ্ঞসূত্রম্ অদাৎ। কশ্চিৎ মহামুনিঃ কমণ্ডলুম্, অন্যঃ মৌঞ্জীং প্রাদাৎ। ২১

অন্য কোনো মুনি কৃষ্ণসার মৃগচর্ম এবং আর কেউ যজ্ঞসূত্র দান করলেন। কোনো মহামুনি দিলেন কমণ্ডলু, অপর কেউ দিলেন মুঞ্জতৃণের মেখলা। ২১

বৃসীমন্যস্তদা প্রাদাৎ কৌপীনমপরো মুনিঃ।
তাভ্যাং দদৌ তদা হৃষ্টঃ কুঠারমপরো মুনিঃ ॥২২

অন্বয়: তদা অন্যঃ মুনিঃ বৃসীম্, অপরঃ কৌপীনং প্রাদাৎ। তদা অপরঃ মুনিঃ হৃষ্টঃ তাভ্যাং কুঠারং দদৌ। ২২

কোনো মুনি দিলেন তৃণের আসন, কোনো মুনি দিলেন কৌপীন। অন্য কোনো মুনি হৃষ্টচিত্তে তাঁদের কুঠার দান করলেন। ২২

কাষায়মপরো বস্ত্রং চীরমন্যো দদৌ মুনিঃ।
জটাবন্ধনমন্যস্তু কাষ্ঠরজ্জুং মুদান্বিতঃ ॥২৩

অন্বয়: অপরঃ মুনিঃ কাষায়ং বস্ত্রম্, অন্যঃ চীরম্, অন্যঃ তু মুদান্বিতঃ জটাবন্ধনং কাষ্ঠরজ্জুং (চ) দদৌ। ২৩

কোনো মুনি দিলেন গৈরিক বসন এবং কেউ দিলেন কৌপীন। কোনো মুনি প্রীত হয়ে তাঁদের জটাবন্ধন এবং কাঠ সংগ্রহের রশি দান করলেন। ২৩

যজ্ঞভাণ্ডমৃষিঃ কশ্চিৎ কাষ্ঠভারং তথাঽপরঃ।
ঔদম্বরীং বৃসীমন্যঃ স্বস্তি কেচিত্তদাবদন্ ॥২৪

অন্বয়ঃ কশ্চিৎ ঋষিঃ যজ্ঞভাণ্ডং তথা অপরঃ কাষ্ঠভারম্ অন্যঃ ঔদম্বরীং বৃসীং (দদৌ)। তদা কেচিৎ স্বস্তি অবদন্। ২৪

কোন ঋষি দিলেন যজ্ঞভাণ্ড, কেউ দিলেন কাঠ, কেউ দিলেন উডুম্বর কাঠের আসন। আবার কেউ কেউ স্বস্তিবাচন পাঠ করলেন। ২৪

আয়ুষ্যমপরে প্রাহুর্মুদা তত্র মহর্ষয়ঃ।
দদুশ্চৈবং বরান্ সর্বে মুনয়ঃ সত্যবাদিনঃ ॥২৫

অন্বয়ঃ তদা অপরে মহর্ষয়ঃ মুদা আয়ুষ্যং প্রাহুঃ। সর্বে সত্যবাদিনঃ মুনয়ঃ চ এবং বরং দদুঃ। ২৫

কোনো কোনো মহর্ষি প্রীতমনে দীর্ঘায়ুপ্রদ মন্ত্রপাঠ করলেন। এইভাবে সেই সত্যবাক্ মুনিরা তাঁদের বর দিয়ে বললেন—। ২৫

আশ্চর্যমিদমাখ্যানং মুনিনা সম্প্রকীর্তিতম্।
পরং কবীনামাধারং সমাপ্তং চ যথাক্রমম্ ।২৬
অভিগীতমিদং গীতং সর্বগীতিষু কোবিদৌ।
আয়ুষ্যং পুষ্টিজননং সর্বশ্রুতিমনোহরম্ ॥২৭

অন্বয়ঃ (ভোঃ) সর্বগীতিষু কোবিদৌ (কুশীলবৌ)! ইদং মুনিনা সম্প্রকীর্তিতং, যথাক্রমং চ সমাপ্তং কবীনাং পরম্ আধারম্ আয়ুষ্যং পুষ্টিজননং সর্বশ্রুতিমনোহরম্ আশ্চর্যম্ আখ্যানং (যুবাভ্যাম্) অভিগীতম্। ২৬-২৭

হে কুশ ও লব, তোমরা সমস্ত গীতবিদ্যায় নিপুণ এবং তোমরা বাল্মীকিমুনি-রচিত আশ্চর্য উপাখ্যান সুন্দরভাবে গান করেছ। এই কাহিনী ঘটনাপরম্পরাক্রমে সমাপ্ত হয়েছে। এই কাহিনী কবিদের পরম অবলম্বন, আয়ু ও পুষ্টিবর্ধক এবং সকলের কাছে শ্রুতিমধুর হবে। ২৬-২৭

প্রশস্যমানৌ সর্বত্র কদাচিৎ তত্র গায়কৌ।
রথ্যাসু রাজমার্গেষু দদর্শ ভরতাগ্রজঃ ॥২৮

অন্বয়ঃ কদাচিৎ ভরতাগ্রজঃ তত্র রথ্যাসু রাজমার্গেষু সর্বত্র প্রশস্যমানৌ গায়কৌ দদর্শ। ২৮

একদিন কুশ ও লব যানবাহনপূর্ণ রাজপথে সেই কাহিনী গান করে বেড়াতে

লাগলেন[৩] এবং সর্বত্র প্রশংসা পেতে থাকলেন। এমন সময় ভরতের অগ্রজ রাম তাদের দেখতে পেলেন। ২৮

স্ববেশ্ম চানীয় ততো ভ্রাতরৌ চ কুশীলবৌ।
পূজয়ামাস পূজার্হৌ রামঃ শত্রুনিবর্হনঃ ॥২৯

অন্বয়ঃ ততঃ শত্রুনিবর্হনঃ রামঃ চ পূজার্হৌ ভ্রাতরৌ কুশীলবৌ স্ববেশ্ম আনীয় পূজয়ামাস। ২৯

অরিন্দম রাম তখন কুশ ও লব দুই ভাইকে সমাদরের যোগ্য বিবেচনা করে তাঁদের নিজের গৃহে এনে অভ্যর্থনা করলেন। ২৯

আসীনঃ কাঞ্চনে দিব্যে স চ সিংহাসনে প্রভুঃ।
উপবিষ্টৈঃ সচিবৈর্ভ্রাতৃভিশ্চ পরন্তপঃ ॥৩০॥
দৃষ্ট্বা তু রূপসম্পন্নৌ বিনীতৌ ভ্রাতরাবুভৌ।
উবাচ লক্ষ্মণং রামঃ শত্রুঘ্নং ভরতং তথা ॥৩১

অন্বয়ঃ উপবিষ্টৈঃ সচিবৈঃ ভ্রাতৃভিঃ চ (সহ) দিব্যে কাঞ্চনে সিংহাসনে আসীনঃ পরন্তপঃ প্রভুঃ রামঃ তু উভৌ রূপসম্পন্নৌ বিনীতৌ ভ্রাতরৌ দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণং শত্রুঘ্নং তথা ভরতম্ উবাচ। ৩০-৩১

তিনি তাঁর উপবিষ্ট সচিব ও ভাইদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে দিব্য স্বর্ণসিংহাসনে উপবেশন করলেন এবং সেই রূপবান ও বিনীতস্বভাব ভাইদের নিরীক্ষণ করে লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন ও ভরতকে উদ্দেশ্য করে বললেন—। ৩০-৩১

শ্রূয়তামেতদাখ্যানমনয়োর্দেববর্চসোঃ।
বিচিত্রার্থপদং সম্যগ্‌গায়কৌ সমচোদয়ৎ ॥৩২

অন্বয়ঃ অনয়োঃ দেববর্চসোঃ এতৎ বিচিত্রার্থপদম্ আখ্যানং সম্যক্ শ্রূয়তাম্ (ইত্যুক্ত্বা) গায়কৌ সমচোদয়ৎ। ৩২

তোমরা এই দেবতার মতো দ্যুতিমান গায়কদের কাছ থেকে বিচিত্র অর্থ ও পদ-সংযুক্ত এই আখ্যান সম্পূর্ণভাবে শ্রবণ করো। এই বলে তিনি তাঁদের গান করতে আদেশ দিলেন। ৩২

তৌ চাপি মধুরং রক্তং স্বচিত্তায়তনিঃস্বনম্।
তন্ত্রীলয়বদত্যর্থং বিশ্রুতার্থমগায়তাম্ ॥৩৩

অন্বয়: তৌ চ অপি মধুরং রক্তং স্বচিত্তায়তনিঃস্বনং তন্ত্রীলয়বৎ অত্যর্থং বিশ্রুতার্থং (কাব্যম্) অগায়তাম্। ৩৩

তখন কুশ ও লব বীণাতন্ত্রীতে লয়ের সঙ্গে গানের যোগ্য, সেই অনুরাগরঞ্জিত অতিশয় বিখ্যাত কাব্য মধুর স্বরে গান করতে লাগলেন। সেই সঙ্গীত যেন তাঁদের নিজেদের চিত্তের অন্তঃস্থল থেকে নিনাদিত হতে থাকল। ৩৩

হ্লাদয়ৎ সর্বগাত্রাণি মনাংসি হৃদয়ানি চ।
শ্রোত্রাশ্রয়সুখং গেয়ং তদ্বভৌ জনসংসদি ॥৩৪

অন্বয়: সর্বগাত্রাণি মনাংসি হৃদয়ানি চ হ্লাদয়ৎ তৎ শ্রোত্রাশ্রয়সুখং গেয়ং জনসংসদি বভৌ। ৩৪

সেই শ্রুতিসুখকর সঙ্গীত সমস্ত দেহ, মন ও হৃদয়কে আনন্দে আপ্লুত করে সেই জনসংসদে মাধুর্য বিস্তার করল। ৩৪

ইমৌ মুনী পার্থিবলক্ষণান্বিতৌ কুশীলবৌ চৈব মহাতপস্বিনৌ।
মমাপি তদ্‌ভূতিকরং প্রচক্ষতে মহানুভাবং চরিতং নিবোধত ॥৩৫

অন্বয়: ইমৌ মহাতপস্বিনৌ মুনী কুশীলবৌ পার্থিবলক্ষণান্বিতৌ প্রচক্ষতে। অপি চ তৎ ভূতিকরং মহানুভাবং মম চরিতং নিবোধত। ৩৫

তখন রাম বলে উঠলেন এই মহাতপস্বী কুশ ও লব মুনিবেশধারী হলেও রাজলক্ষণ যুক্ত বলে মনে হচ্ছে। তোমরা এখন এই মঙ্গলজনক মহাভাবযুক্ত আমার চরিতকথা শ্রবণ করো। ৩৫

ততস্তু তৌ রামবচঃ প্রচোদিতাবগায়তাম্ মার্গবিধানসম্পদা।
স চাপি রামঃ পরিষদ্‌গতঃ শনৈর্বুভূষয়া সক্তমনা বভূব হ ॥৩৬

অন্বয়: ততঃ তু রামবচঃপ্রচোদিতৌ মার্গবিধানসম্পদা অবগায়তাম্। সঃ পরিষদ্‌গতঃ রামঃ চ অপি বুভূষয়া আসক্তমনাঃ বভূব। ৩৬

কুশ ও লব তখন রামের আদেশে প্রণোদিত হয়ে মার্গবিধান[৪] অনুসারে সঙ্গীত আরম্ভ করলেন। পরিষদ বর্গের মধ্যে উপবেশন করে রামও আনন্দ উপভোগের ইচ্ছায় সেই সঙ্গীতের প্রতি ক্রমাগত অধিকতর আসক্ত হয়ে পড়লেন। ৩৬

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চম সর্গ

অযোধ্যাবর্ণনম্

সর্বা পূর্বাময়ং যেষামাসীৎ কৃৎস্না বসুন্ধরা।
প্রজাপতিমুপাদায় নৃপাণাং জয়শালিনাম্ ॥১
যেষাং স সগরো নাম সাগরো যেন খানিতঃ।
ষষ্টিপুত্রসহস্রাণি যং যান্তং পর্যবারয়ন্ ॥২
ইক্ষ্বাকূণামিদং তেষাং রাজ্ঞাং বংশে মহাত্মনাম্।
মহদুৎপন্নমাখ্যানং রামায়ণমিতি শ্রুতম্ ॥৩

অন্বয়ঃ পূর্বম্ ইয়ং সর্বা কৃৎস্না বসুন্ধরা প্রজাপতিম্ উপাদায় সেবাং জয়শালিনাং নৃপাণাম্ আসীৎ যেষাং সঃ সগরঃ নাম (নৃপতিঃ) যেন সাগরঃ খানিতঃ ষষ্টিপুত্রসহস্রাণি যং যান্তং পর্যবারয়ন্ তেষাং মহাত্মনাম্ ইক্ষ্বাকূণাং রাজ্ঞাং বংশে ইদং মহৎ রামায়ণম্ আখ্যানম্ উৎপন্নম্ ইতি শ্রুতম্। ১-৩

কুশ ও লব এই ভাবে রামায়ণ গান আরম্ভ করলেন—

প্রজাপতি মনু থেকে আরম্ভ করে যে-সব বিজয়ী রাজা অতীতে সমগ্র পৃথিবী শাসন করেছিলেন, যাঁদের বংশে জন্মেছিলেন রাজা সগর, যিনি সাগর খনন করেছিলেন, এবং ষাট হাজার পুত্র যাঁর অনুগমন করতেন—সেই মহাত্মা ইক্ষ্বাকু রাজাদের বংশে এই মহান রামায়ণ কাহিনী উৎপন্ন হয়েছে বলে শোনা যায়। ১-৩

তদিদং বর্তয়িষ্যাবঃ সর্বং নিখিলমাদিতঃ।
ধর্মকামার্থসহিতং শ্রোতব্যমনসূয়য়া ॥৪

অন্বয়ঃ (আবাম্) ইদং সর্বং নিখিলং ধর্মকামার্থসহিতম্ (আখ্যানং) আদিতঃ বর্তয়িষ্যাবঃ। (এতৎ) অনসূয়য়া শ্রোতব্যম্। ৪

আমরা এখন এই সমগ্র ধর্ম-কাম-অর্থ-সংপৃক্ত কাহিনী আদ্যন্ত বর্ণনা করব; আপনারা অসূয়াশূন্য হয়ে শুনুন। ৪

কোসলো নাম মুদিতঃ স্ফীতো জনপদো মহান্।
নিবিষ্টঃ সরযূতীরে প্রভূতধনধান্যবান্ ॥৫

অন্বয় : সরযূতীরে নিবিষ্টঃ প্রভূতধনধান্যবান্ মুদিতঃ স্ফীতঃ কোসলঃ নাম মহান্ জনপদঃ আসীৎ। ৫

সরযূতীরে অবস্থিত অজস্র ধনধান্যযুক্ত, সুখ ও সমৃদ্ধিশালী কোশল[১] নামে এক বিশাল জনপদ আছে। ৫

অযোধ্যা নাম নগরী তত্রাসীল্লোকবিশ্রুতা।
মনুনা মানবেন্দ্রেণ যা পুরী নির্মিতা স্বয়ম্ ॥৬

অন্বয় : তত্র লোকবিশ্রুতা অযোধ্যা নাম নগরী আসীৎ যা পুরী স্বয়ং মানবেন্দ্রেণ মনুনা নির্মিতা। ৬

সেই জনপদে পৃথিবী বিখ্যাত অযোধ্যা[২] নামে এক নগরী আছে, স্বয়ং মানবশ্রেষ্ঠ মনু এই পুরী নির্মাণ করেছিলেন। ৬

আয়তা দশ চ দ্বে চ যোজনানি মহাপুরী।
শ্রীমতী ত্রীণি বিস্তীর্ণা সুবিভক্তমহাপথা ॥৭
রাজমার্গেণ মহতা সুবিভক্তেন শোভিতা।
মুক্তপুষ্পাবকীর্ণেন জলসিক্তেন নিত্যশঃ ॥৮

অন্বয় : (সা) শ্রীমতী মহাপুরী দশ চ দ্বে যোজনানি আয়তা ত্রীণি বিস্তীর্ণা চ সুবিভক্ত-মহাপথা নিত্যশঃ মুক্তপুষ্পাবকীর্ণেন জলসিক্তেন সুবিভক্তেন মহতা রাজমার্গেণ শোভিতা। ৭-৮

এই সমৃদ্ধিশালী মহানগরী দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ, তিন যোজন বিস্তৃত এবং মহাপথ[৩] দ্বারা সুবিভক্ত। এর সুবিভক্ত বিশাল রাজপথগুলি[৪] সর্বদাবিকশিত পুষ্পে আকীর্ণ এবং জলসিক্ত হয়ে অপূর্ব শোভা পায়। ৭-৮

তাং তু রাজা দশরথো মহারাষ্ট্রবিবর্ধনঃ।
পুরীমাবাসয়ামাস দিবি দেবপতির্যথা ॥৯

অন্বয় : মহারাষ্ট্রবিবর্ধনঃ রাজা দশরথঃ তাং তু পুরীম্ আবাসয়ামাস যথা দিবি দেবপতিঃ। ৯

এই বিশাল রাষ্ট্রের অধিপতি রাজা দশরথ স্বর্গস্থ দেবরাজ ইন্দ্রের মতো এই পুরীতে বাস করতেন এবং তিনি এর যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করেছিলেন। ৯

কপাটতোরণবতীং সুবিভক্তান্তরাপণাম্।
সর্বযন্ত্রায়ুধবতীমুষিতাং সর্বশিল্পিভিঃ ॥১০

অন্বয়ঃ কপাটতোরণবতীং সুবিভক্তান্তরাপণাং (সুবিভক্ত-অন্তর-আপণাং) সর্বযন্ত্রায়ুধবতীং সর্বশিল্পিভিঃ উষিতাম্। ১০

অযোধ্যাপুরী বিশাল কপাট ও তোরণ যুক্ত, তার বিপণিগুলি উপযুক্ত ব্যবধানে অবস্থিত। সেই পুরী সমস্ত রকম যুদ্ধের যন্ত্র ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এবং সর্বশ্রেণীর শিল্পীদের দ্বারা অধ্যুষিত। ১০

সূতমাগধসম্বাধাং শ্রীমতীং অতুলপ্রভাম্।
উচ্চাট্টালধ্বজবতীং শতঘ্নীশতসংকুলাম্ ॥১১

অন্বয়ঃ সূতমাগধসম্বাধাং শ্রীমতীম্ অতুলপ্রভাম্ উচ্চাট্টালধ্বজবতীং (উচ্চ-অট্টাল ধ্বজবতীং) শতঘ্নী-শতসংকুলাম্। ১১

সেইপুরী সূত[৫] ও মাগধদের[৬] দ্বারা পূর্ণ, শ্রীবৃদ্ধিশালী ও অতুল শোভাযুক্ত, উচ্চ সৌধ ও পতাকা শোভিত এবং শত শত শতঘ্নী[৭] অস্ত্রে সুরক্ষিত। ১১

বধূনাটকসংঘৈশ্চ সংযুক্তাং সর্বতঃ পুরীং।
উদ্যানাম্রবনোপেতাং মহতীং সালমেখলাম্ ॥১২

অন্বয়ঃ সর্বতঃ বধূনাটকসংঘৈঃ চ সংযুক্তাং মহতীম্ উদ্যানাম্রবনোপেতাং সালমেখলাং পুরীং। ১২

সেই পুরীর সর্বত্র পুরনারীদের জন্যে নাট্য সংঘ এবং বিশাল উদ্যান ও আম্রবন। শাল বৃক্ষশ্রেণী তাকে মেখলার মতো বেষ্টন করে আছে। ১২

দুর্গগম্ভীরপরিখাং দুর্গামন্যৈর্দুরাসদাম্।
বাজিবারণসম্পূর্ণাং গোভিরুষ্ট্রৈঃ খরৈস্তথা ॥১৩

অন্বয়ঃ দুর্গগম্ভীরপরিখাং দুর্গাম্ অন্যৈঃ দুরাসদাং বাজিবারণসম্পূর্ণাং গোভিঃ উষ্ট্রৈঃ তথা খরৈঃ (সম্পূর্ণাম)। ১৩

সেই পুরী দুর্গ ও গভীর পরিখায় বেষ্টিত থাকায় শত্রুর পক্ষে দুরধিগম্য। তা অশ্ব, গজ, গো, উষ্ট্র এবং গর্দভে পূর্ণ। ১৩

সামন্তরাজসংঘৈশ্চ বলিকর্মভিরাবৃতাম্।
নানাদেশনিবাসৈশ্চ বণিগ্‌ভিরুপশোভিতাম্ ॥১৪

অন্বয়ঃ বলিকর্মভিঃ সামন্তরাজসংঘৈঃ চ আবৃতাং নানাদেশনিবাসৈঃ চ বণিগ্‌ভিঃ উপশোভিতাম্। ১৪

সামন্ত রাজারা কর দেওয়ার জন্যে সেখানে সমবেত হন এবং নানা দেশবাসী বণিকরা সেই পুরীর শোভা বর্ধন করেন। ১৪

প্রাসাদৈ রত্নবিকৃতৈঃ পর্বতৈরিব শোভিতাম্।
কূটাগারৈশ্চ সম্পূর্ণামিন্দ্রস্যেবামরাবতীম্ ॥১৫

অন্বয়: ইন্দ্রস্য অমরাবতীম্ ইব পর্বতৈঃ ইব রত্নবিকৃতৈঃ প্রাসাদৈঃ শোভিতাং তথা কূটাগারৈঃ সম্পূর্ণাম্। ১৫

পর্বতের মতো বিশাল রত্ন-খচিত প্রাসাদ এবং কূট-গৃহে[৮] পূর্ণ থাকায় সেই পুরী ইন্দ্রের অমরাবতীর মতো শোভা পায়। ১৫

চিত্রামষ্টাপদাকারাং বরনারীগণাযুতাম্।
সর্বরত্নসমাকীর্ণাং বিমানগৃহশোভিতাম্ ॥১৬

অন্বয়: বরনারীগণাযুতাং সর্বরত্নসমাকীর্ণাম্ অষ্টাপদাকারাং চিত্রাং বিমানগৃহশোভিতাম্। ১৬

সুন্দরী রমণীরা সেই পুরীর সপ্ততলসৌধরাজির শোভা বর্ধন করেন এবং কক্ষগুলি নানারকম রত্ন ও অক্ষক্রীড়ার আসনের মতো চিত্রসম্ভারে শোভিত থাকে। ১৬

গৃহগাঢ়ামবিচ্ছিদ্রাং সমভূমৌ নিবেশিতাম্।
শালিতণ্ডুলসম্পূর্ণামিক্ষুকাণ্ডরসোদকাম্ ॥১৭

অন্বয়: সমভূমৌ নিবেশিতাম্ অবিচ্ছিদ্রাং গৃহগাঢ়াং শালিতণ্ডুলসম্পূর্ণাম্ ইক্ষুকাণ্ডরসোদকাম্। ১৭

সেই পুরী সমভূমিতে অবস্থিত, তার গৃহগুলি অবিচ্ছিন্নভাবে ঘনসন্নিবিষ্ট। সেই পুরী শালি-তণ্ডুলপূর্ণ এবং তার জল ইক্ষুকাণ্ডের রসের মতো সুমধুর। ১৭

দুন্দুভীভির্মৃদঙ্গৈশ্চ বীণাভিঃ পণবৈস্তথা।
নাদিতাং ভৃশমত্যর্থং পৃথিব্যাং তামনুত্তমাম্ ॥১৮

অন্বয়: তাং দুন্দুভীভিঃ মৃদঙ্গৈঃ বীণাভিঃ পণবৈঃ ভৃশম্ অত্যর্থং নাদিতাং পৃথিব্যাম্ অনুত্তমাম্। ১৮

সেই পুরী সর্বদা দুন্দুভি মৃদঙ্গ বীণা খঞ্জনী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের তুমুল ধ্বনিতে নিনাদিত। পৃথিবীতে এই পুরীর তুলনা নাই।১৮

বিমানমিব সিদ্ধানাং তপসাধিগতং দিবি।
মুনিবেশিতবেশ্মান্তাং নরোত্তমসমাবৃতাম্ ॥১৯

অন্বয়: দিবি সিদ্ধানাং তপসা অধিগতং বিমানম্ ইব মুনিবেশিতবেশ্মান্তাং নরোত্তমসমাবৃতাম্। ১৯

সিদ্ধ পুরুষরা তপস্যার ফলে স্বর্গে যেমন উচ্চ প্রাসাদে বাস করেন, তেমনি সেই পুরীর সপ্ততল প্রাসাদগুলির মধ্যে মুনি এবং মহাত্মা পুরুষেরা বাস করেন। ১৯

যে চ বাণৈর্ন বিধ্যন্তি বিবিক্তমপরাবরম্।
শব্দবেধ্যং চ বিততং লঘুহস্তা বিশারদাঃ ॥২০
সিংহব্যাঘ্রবরাহাণাং মত্তানাং নদতাং বনে।
হন্তারো নিশিতৈঃ শস্ত্রৈর্বলাদ্‌বাহুবলৈরপি ॥২১
তাদৃশানাং সহস্রৈস্তামভিপূর্ণাং মহারথৈঃ।
পুরীমাবাসয়ামাস রাজা দশরথস্তদা ॥২২
তামগ্নিমদ্ভির্গুণবদ্ভিরাবৃতাং দ্বিজোত্তমৈর্বেদষড়ঙ্গপারগৈঃ।
সহস্রদৈঃ সত্যরতৈর্মহাত্মভির্মহর্ষিকল্পৈঋষিভিশ্চ কেবলৈঃ ॥২৩

অন্বয়ঃ : যে চ লঘুহস্তাঃ বিশারদাঃ (মহারথাঃ) বিবিক্তম্ অপরাবরং শব্দবেধ্যং চ বিততং (প্রাণিনং) বাণৈঃ ন বিধ্যন্তি—(যে চ) নিশিতৈঃ শস্ত্রৈঃ বলাৎ বাহুবলৈঃ অপি বনে মত্তানাং নদতাং সিংহব্যাঘ্রবরাহাণাং হন্তারঃ তাদৃশানাং সহস্রৈঃ মহারথৈঃ অভিপূর্ণাং কেবলৈঃ অগ্নিমদ্ভিঃ গুণবদ্ভিঃ বেদষড়ঙ্গপারগৈঃ দ্বিজোত্তমৈঃ সহস্রদৈঃ সত্যরতৈঃ মহাত্মভিঃ মহর্ষিকল্পৈঃ ঋষিভিঃ চ আবৃতাং তাং পুরীং রাজা দশরথঃ আবাসয়ামাস। ২০-২৩

সেই পুরী সহস্র ধনুর্বিদ্যাবিশারদ ও লঘুহস্ত (যাঁরা দ্রুত অস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারেন) মহারথে পূর্ণ। তাঁরা এমন কোনো প্রাণীকে বাণবিদ্ধ করেন না, যে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, যাকে শব্দ লক্ষ্য করে বিদ্ধ করা যায়, অথবা যে পলায়ন করছে। তাঁরা কেবল বনের মধ্যে মত্ত ও গর্জনকারী সিংহ, বাঘ ও বরাহদের শাণিত অস্ত্রে অথবা বাহুবলে হত্যা করেন। কেবলমাত্র অগ্নিপালক, গুণবান এবং ষড়ঙ্গবেদে পারদর্শী ব্রাহ্মণেরা, সহস্র স্বর্ণমুদ্রাদানকারী সত্যনিষ্ঠ মহাত্মা পুরুষেরা এবং মহর্ষিতুল্য ঋষিরা সেই পুরীতে বাস করেন। রাজা দশরথ এমন নগরীতে বাস করতেন। ২০-২৩

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত

ষষ্ঠ সর্গ

* *

দশরথস্য রাজ্যপরিপালনম্

তস্যাং পূর্য়ামযোধ্যায়াং বেদবিৎ সর্বসংগ্রহঃ।
দীর্ঘদর্শী মহাতেজাঃ পৌরজানপদপ্রিয়ঃ ॥১
ইক্ষ্বাকূণামতিরথো যজ্বা ধর্মপরো বশী।
মহর্ষিকল্পো রাজর্ষিস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥২
বলবান নিহতামিত্রো মিত্রবান বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ধনৈশ্চ সঞ্চয়ৈশ্চান্যৈঃ শক্রবৈশ্রবণোপমঃ ॥৩
যথা মনুর্মহাতেজা লোকস্য পরিরক্ষিতা।
তথা দশরথো রাজা লোকস্য পরিরক্ষিতা ॥৪

অন্বয়ঃ তস্যাম্ অযোধ্যাং পূর্য়াং বেদবিৎ সর্বসংগ্রহঃ দীর্ঘদর্শী মহাতেজাঃ পৌরজানপদপ্রিয়ঃ ইক্ষ্বাকূণাম্ অতিরথঃ যজ্বা ধর্মপরঃ বশী মহর্ষিকল্পঃ রাজর্ষি ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ বলবান্ নিহতামিত্রঃ মিত্রবান্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ধনৈঃ চ অন্যৈঃ সঞ্চয়ৈঃ চ শক্রবৈশ্রবণোপমঃ যথা মহাতেজাঃ মনুঃ লোকস্য পরিরক্ষিতা তথা রাজা দশরথঃ লোকস্য পরিরক্ষিতা। ১-৪

সেই অযোধ্যাপুরীতে বাস করতেন রাজা দশরথ। তিনি বেদজ্ঞ, সকল সম্পদের অধিকারী, দূরদর্শী, মহাতেজস্বী এবং পুরবাসী ও জনপদবাসীদের প্রিয় ছিলেন। তিনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহারথী, যজ্ঞকারী, ধর্মপরায়ণ, সংযমী এবং মহর্ষিতুল্য রাজর্ষি ছিলেন। তিনি ত্রিভুবনে বিখ্যাত, বলবান, শত্রুহন্তা, মিত্রযুক্ত ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। তিনি সম্পদ ও সঞ্চয়ে ইন্দ্র ও কুবেরের মতো ছিলেন। মহাতেজস্বী মনু যেমন পৃথিবীর রক্ষক ছিলেন, রাজা দশরথও তেমন পৃথিবীর রক্ষাকর্তা ছিলেন। ১-৪

তেন সত্যাভিসন্ধেন ত্রিবর্গমনুতিষ্ঠতা।
পালিতা সা পুরী শ্রেষ্ঠা ইন্দ্রেণেবামরাবতী ॥৫

অন্বয়ঃ সত্যাভিসন্ধেন ত্রিবর্গম্ অনুতিষ্ঠতা তেন সা পুরীশ্রেষ্ঠা ইন্দ্রেণ অমরাবতী ইব পালিতা। ৫

সেই সত্যাশ্রয়ী রাজা ধর্ম, কাম ও অর্থরূপ ত্রিবর্গের অনুষ্ঠান করতেন এবং ইন্দ্র যেমন অমরাবতীকে পালন করেন, তিনিও তেমন সেই মহানগরীকে পালন করতেন। ৫

তস্মিন্ পুরবরে হৃষ্টা ধর্মাত্মানো বহুশ্রুতাঃ।
নরাস্তুষ্টা ধনৈঃ স্বৈঃ স্বৈরলুব্ধাঃ সত্যবাদিনঃ ॥৬

অন্বয় :— তস্মিন্ পুরবরে নরাঃ হৃষ্টাঃ ধর্মাত্মানঃ বহুশ্রুতাঃ স্বৈঃ স্বৈঃ ধনৈঃ তুষ্টাঃ অলুব্ধাঃ সত্যবাদিনঃ (আসন্)। ৬

সেই মহানগরীতে সব মানুষই আনন্দিত, ধর্মপরায়ণ, সুপণ্ডিত, যার যার ধনে তুষ্ট, নির্লোভ ও সত্যবাদী ছিল। ৬

নাল্পসংনিচয়ঃ কশ্চিদাসীৎ তস্মিন্ পুরোত্তমে।
কুটুম্বী যো হ্যসিদ্ধার্থোঽগবাশ্বধনধান্যবান্। ৭

অন্বয় :—তস্মিন্ পুরোত্তমে কশ্চিৎ কুটুম্বী ন (আসীৎ) যঃ হি অল্পসংনিচয়ঃ অসিদ্ধার্থঃ অগবাশ্বধনধান্যবান্। ৭

সেই শ্রেষ্ঠ নগরীতে এমন কোনো গৃহস্থ ছিল না, যে দরিদ্র, যার কামনা সিদ্ধ হয় নি অথবা যার গো, অশ্ব ধনধান্য সম্পদ নাই। ৭

কামী বা ন কদর্যো বা নৃশংসঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ।
দ্রষ্টুং শক্যমযোধ্যায়াং নাবিদ্বান্ ন চ নাস্তিকঃ ॥৮

অন্বয় :—অযোধ্যায়াং কামী বা কদর্যঃ বা নৃশংসঃ অবিদ্বান্ চ নাস্তিকঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ দ্রষ্টুং ন শক্যম্। ৮

অযোধ্যাতে কখনও কামপরায়ণ, কৃপণ, নৃশংস, অবিদ্বান বা নাস্তিক পুরুষ দেখা যেত না। ৮

সর্বে নরাশ্চ নার্যশ্চ ধর্মশীলাঃ সুসংযতাঃ।
উদিতাঃ শীলবৃত্তাভ্যাং মহর্ষয় ইবামলাঃ ॥৯

অন্বয় :—সর্বে নরাঃ চ নার্যঃ চ ধর্মশীলাঃ সুসংযতাঃ শীলবৃত্তাভ্যাং উদিতাঃ মহর্ষয়ঃ ইব অমলাঃ। ৯

সেই নগরীতে সমস্ত পুরুষ বা স্ত্রীলোক ছিল ধর্মপরায়ণ, সংযমী, উন্নত আচার ও বৃত্তিসম্পন্ন এবং মহর্ষিদের মতো নির্মল চরিত্র। ৯

নাকুণ্ডলী নামুকুটী নাস্রগ্‌বী নাল্পভোগবান্‌।
নামৃষ্টো নানুলিপ্তাঙ্গো নাসুগন্ধশ্চ বিদ্যতে ॥১০

অন্বয় : অকুণ্ডলী অমুকুটী অস্রগ্‌বী অল্পভোগবান্‌ অমৃষ্টঃ অননুলিপ্তাঙ্গঃ অসুগন্ধঃ চ ন বিদ্যতে। ১০

সেই পুরীতে এমন কেউ ছিল না, যে কুণ্ডল, মুকুট বা মালা ধারণ করত না, এমন কেউ ছিল না যে অল্পভোগী বা অপরিচ্ছন্ন, অথবা এমন কেউ ছিল না যে শরীরে চন্দনাদি লেপন করত না বা দেহকে সুবাসিত করত না। ১০

নামৃষ্টভোজী নাদাতা নাপ্যনঙ্গদনিষ্কধৃক্‌।
নাহস্তাভরণো বাপি দৃশ্যতে নাপ্যনাত্মবান ॥১১

অন্বয় : অমৃষ্টভোজী অদাতা অনঙ্গদনিষ্কধৃক্‌ অহস্তাভরণঃ অনাত্মবান্‌ অপি ন দৃশ্যতে। ১১

সেই পুরীতে এমন কেউ ছিল না, যে সুস্বাদু অন্ন ভোজন করত না, দান করত না, অথবা অঙ্গদ, হার ও হস্তাভরণ ধারণ করত না এবং এমন কেউ ছিল না যার আত্মবিশ্বাসের অভাব। ১১

নানাহিতাগ্নির্নাযজ্বা ন ক্ষুদ্রো বা ন তস্করঃ।
কশ্চিদাসীদযোধ্যায়াং ন চাবৃত্তো ন সংকরঃ ॥১২

অন্বয় : অযোধ্যায়াং কশ্চিৎ অনাহিতাগ্নিঃ অযজ্বা ক্ষুদ্রঃ তস্করঃ অবৃত্তঃ বা সংকরঃ ন আসীৎ। ১২

অযোধ্যাতে এমন কেউ ছিল না যে অগ্নিতে আহুতি দিত না বা যজ্ঞ করত না। আবার হীনচেতা, তস্কর, বা সংকর জাতেরও কেউ ছিল না। ১২

স্বকর্মনিরতা নিত্যং ব্রাহ্মণা বিজিতেন্দ্রিয়াঃ।
দানাধ্যয়নশীলাশ্চ সংযতাশ্চ প্রতিগ্রহে ॥১৩

অন্বয় : ব্রাহ্মণাঃ বিজিতেন্দ্রিয়াঃ নিত্যং স্বকর্মনিরতাঃ দানাধ্যয়নশীলাঃ প্রতিগ্রহে সংযতাঃ চ। ১৩

অযোধ্যাতে ব্রাহ্মণেরা জিতেন্দ্রিয়, স্বকর্মে নিযুক্ত, দান ও অধ্যয়নশীল, এবং অন্যের কাছে দানগ্রহণ বিষয়ে সংযত ছিলেন। ১৩

নাস্তিকো নানৃতী বাপি ন কশ্চিদবহুশ্রুতঃ।
নাসূয়কো ন চাশক্তো নাবিদ্বান্‌ বিদ্যতে তদা ॥১৪

অন্বয়ঃ তদা কশ্চিৎ নাস্তিকঃ অনৃতী অবহুশ্রুতঃ অসূয়কঃ অশক্তঃ অবিদ্বান্ বা ন বিদ্যতে। ১৪

সে সময় কেউ নাস্তিক, মিথ্যাবাদী, অনভিজ্ঞ, ঈর্ষাপরায়ণ, অক্ষম অথবা অবিদ্বান ছিল না। ১৪

নাষড়ঙ্গবিদত্রাস্তি নাব্রতো নাসহস্রদঃ।
ন দীনঃ ক্ষিপ্তচিত্তো বা ব্যথিতো বাপি কশ্চন ॥১৫

অন্বয়ঃ অত্র কশ্চন অষড়ঙ্গবিদ্ অব্রতঃ অসহস্রদঃ দীনঃ ক্ষিপ্তচিত্তঃ ব্যথিতঃ বা অপি ন অস্তি। ১৫

অযোধ্যাতে এমন কেউ ছিল না, যিনি ষড়ঙ্গবেদে পারদর্শী নন, যিনি ব্রত পালন করেন না, যিনি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দান করেন না অথবা যিনি দরিদ্র, উন্মত্ত বা ব্যথিত। ১৫

কশ্চিন্নরো বা নারী বা নাশ্রীমান্নাপ্যরূপবান্।
দ্রষ্টুং শক্যমযোধ্যায়াং নাপি রাজন্যভক্তিমান্ ॥১৬

অন্বয়ঃ অযোধ্যায়াং কশ্চিৎ নরঃ নারী বা অশ্রীমান্ অরূপবান্ অপি রাজনি অভক্তিমান্ দ্রষ্টুং ন শক্যম্। ১৬

অযোধ্যাতে কোনো লক্ষ্মীহীন, রূপহীন অথবা রাজার প্রতি ভক্তিহীন পুরুষ বা স্ত্রীলোক ছিল না। ১৬

বর্ণেষ্বগ্র্যচতুর্থেষু দেবতাতিথিপূজকাঃ।
কৃতজ্ঞাশ্চ বদান্যাশ্চ শূরা বিক্রমসংযুতাঃ ॥১৭

অন্বয়ঃ অগ্র্যচতুর্থেষু বর্ণেষু দেবতা অতিথিপূজকাঃ কৃতজ্ঞাঃ চ বদান্যাঃ বিক্রমসংযুতাঃ চ শূরাঃ (আসন্)। ১৭

প্রথম চার বর্ণের মধ্যে বহু দেবতা ও অতিথিপূজক, কৃতজ্ঞ, বদান্য ও পরাক্রমশালী বীর ছিলেন। ১৭

দীর্ঘায়ুষো নরাঃ সর্বে ধর্মং সত্যং চ সংশ্রিতাঃ।
সহিতাঃ পুত্রপৌত্রৈশ্চ নিত্যং স্ত্রীভিঃ পুরোত্তমে ॥১৮

অন্বয়ঃ (তস্মিন্) পুরোত্তমে সর্বে নরাঃ দীর্ঘায়ুষঃ ধর্মং সত্যং চ সংশ্রিতাঃ নিত্যং স্ত্রীভিঃ পুত্রপৌত্রৈঃ চ সহিতাঃ। ১৮

সেই মহানগরীতে সব মানুষ দীর্ঘায়ু, ধর্মপরায়ণ, সত্যাশ্রয়ী এবং সর্বদা স্ত্রী ও পুত্র-পৌত্রাদি যুক্ত ছিলেন। ১৮

ক্ষত্রং ব্রহ্মমুখং চাসীদ্ বৈশ্যাঃ ক্ষত্রমনুব্রতাঃ।
শূদ্রাঃ স্বধর্মনিরতাস্ত্রীন বর্ণানুপচারিণঃ ॥১৯

অন্বয়ঃ ক্ষত্রং ব্রহ্মমুখম্ আসীৎ। বৈশ্যাঃ ক্ষত্রম্ অনুব্রতাঃ, শূদ্রাঃ স্বধর্মনিরতা ত্রীন্ বর্ণান্ উপচারিণঃ (আসন)। ১৯

ক্ষত্রিয়েরা ছিলেন ব্রাহ্মণের অনুগত, বৈশ্যেরা ছিলেন ক্ষত্রিয়ের অনুগত এবং শূদ্রেরা ছিলেন স্বধর্মনিষ্ঠ ও প্রথম তিন বর্ণের সেবক। ১৯

সা তেনেক্ষ্বাকুনাথেন পুরী সুপরিরক্ষিতা।
যথা পুরস্তান্ মনুনা মানবেন্দ্রেণ ধীমতা ॥২০

অন্বয়ঃ যথা পুরস্তাৎ ধীমতা মানবেন্দ্রেণ মনুনা (তথা) সা পুরী তেন ইক্ষ্বাকুনাথেন সুপরিরক্ষিতা। ২০

পুরাকালে নরশ্রেষ্ঠ ধীমান মনু যেমন এই পুরী রক্ষা করেছিলেন, তেমনই ইক্ষ্বাকুরাজ দশরথও সেই পুরী রক্ষা করতেন। ২০

যোধানামগ্নিকল্পানাং পেশলানামমর্ষিণাম্।
সম্পূর্ণা কৃতবিদ্যানাং গুহা কেসরিণামিব ॥২১

অন্বয়ঃ (সা পুরী) কেশরিণাং গুহা ইব অগ্নিকল্পানাং পেশলানাম্ অমর্ষিণাং কৃতবিদ্যানাং যোধানাং সম্পূর্ণা। ২১

পর্বতকন্দরে যেমন সিংহ বাস করে, তেমন সেই পুরীতে বহু অগ্নিতুল্য তেজস্বী ও দক্ষ যোদ্ধা বাস করতেন। তাঁরা ছিলেন অস্ত্রপ্রয়োগে কৃতবিদ্য, এবং অপমানে অসহিষ্ণু। ২১

কাম্বোজবিষয়ে জাতৈর্বাহ্লীকৈশ্চ হয়োত্তমৈঃ
বনায়ুজৈর্নদীজৈশ্চ পূর্ণা হরিহয়োত্তমৈঃ ॥২২

অন্বয়ঃ (সা পুরী) কাম্বোজবিষয়ে জাতৈঃ বাহ্লীকৈঃ বনায়ুজৈঃ নদীজৈঃ চ হরিহয়োত্তমৈঃ পূর্ণা। ২২

সেই পুরী কাম্বোজ[১], বাহ্লীক[২] ও বনায়ুপ্রদেশজাত এবং নদীতীরজাত পিঙ্গলবর্ণ উৎকৃষ্ট অশ্বে পূর্ণ থাকত। ২২

বিন্ধ্যপর্বতজৈর্মত্তৈঃ পূর্ণা হৈমবতৈরপি।
মদান্বিতৈরতিবলৈর্মাতঙ্গৈঃ পর্বতোপমৈঃ ॥২৩
ঐরাবতকুলীনৈশ্চ মহাপদ্মকুলৈস্তথা।
অঞ্জনাদপি নিষ্পন্নৈর্বামনাদপি চ দ্বিপৈঃ ॥২৪

ভদ্রৈর্মন্দ্রৈর্মৃগৈশ্চৈব ভদ্রমন্দ্রমৃগৈস্তথা।
ভদ্রমন্দ্রৈ ভদ্রমৃগৈর্মৃগমন্দ্রৈশ্চ সা পুরী ॥২৫
নিত্যমত্তৈঃ সদা পূর্ণা নাগৈরচলসন্নিভৈঃ।
সা যোজনে দ্বে চ ভূয়ঃ সত্যনামা প্রকাশতে ॥২৬

অন্বয়: সা পুরী বিন্ধ্যপর্বতৈঃ হৈমবতৈঃ ঐরাবতকুলীনৈঃ তথা মহাপদ্মকুলৈঃ অঞ্জনাৎ অপি বামনাৎ অপি নিষ্পন্নৈঃ মত্তৈঃ মদান্বিতৈঃ বাতিবলৈঃ পর্বতোপমৈঃ মাতঙ্গৈঃ দ্বিপৈঃ পূর্ণা। সা পুরী ভদ্রৈঃ মন্দ্রৈঃ মৃগৈঃ চ এব তথা ভদ্রমন্দ্রমৃগৈঃ ভদ্রমন্দ্রৈঃ ভদ্রমৃগৈঃ মৃগমন্দ্রৈঃ নিত্যমত্তৈঃ অচলসন্নিভৈঃ নাগৈঃ সদা পূর্ণা। সা দ্বে যোজনে চ ভূয়ঃ সত্যনামা প্রকাশতে। ২৩-২৬

সেই পুরী সর্বদা অসংখ্য মদমত্ত, বাতিবলযুক্ত এবং পর্বতাকৃতি হাতিতে পূর্ণ থাকত। ... সবল হাতিদের মধ্যে কতকগুলি বিন্ধ্যপর্বত ও হিমালয়পর্বত-জাত, কতকগুলি ঐরাবত মহাপদ্ম, অঞ্জন ও বামন প্রভৃতি দিগ্‌গজের বংশে জাত, আবার কতকগুলি ভদ্র, মন্দ্র, ভদ্রমন্দ্র, ভদ্রমৃগ এবং মৃগমন্দ্র জাতীয়।

সেই পুরী ... যোজন বিস্তৃত এবং সার্থকনামা ছিল। ২৩-২৬

তাং পুরীং স মহাতেজা রাজা দশরথো মহান্।
শশাস শমিতামিত্রো নক্ষত্রাণীব চন্দ্রমাঃ ॥২৭
তাং সত্যনামাং দৃঢ়তোরণার্গলাং গৃহৈর্বিচিত্রৈরুপশোভিতাং শিবাম্।
পুরীমযোধ্যাং নৃসহস্রসংকুলাং শশাস বৈ শক্রসমো মহীপতিঃ ॥২৮

অন্বয়: সঃ মহাতেজাঃ মহান্ শমিতামিত্রঃ রাজা দশরথঃ তাং পুরীং (যথা) চন্দ্রমাঃ নক্ষত্রাণি (শাস্তি) (তথা) ইব শশাস। শক্রসমঃ মহীপতিঃ তাং সত্যনামাং শিবাং দৃঢ়তোরণার্গলাং বিচিত্রৈঃ গৃহৈঃ উপশোভিতাং নৃসহস্রসংকুলাম্ অযোধ্যাং পুরীং শশাস। ২৭-২৮

চন্দ্র যেমন নক্ষত্রদের উপর প্রভাব বিস্তার করেন, তেমনই মহাতেজস্বী, মহাত্মা, শত্রুহন্তা, ইন্দ্রতুল্য রাজা দশরথ সেই অযোধ্যাপুরীকে শাসন করতেন। সেই কল্যাণী পুরী ছিল সুদৃঢ় তোরণ ও অর্গলযুক্ত এবং বিচিত্র গৃহে শোভিত। তাছাড়া ঐ পুরী সর্বদা সহস্র মানুষে পূর্ণ থাকত। এই জন্যে এই পুরীর 'অযোধ্যা' নাম সার্থক হয়েছিল। ২৭-২৮

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত

সপ্তম সর্গ

* *

অমাত্যবর্ণনম্

তস্যামাত্যা গুণৈরাসন্ ইক্ষ্বাকোস্তু মহাত্মনঃ।
মন্ত্রজ্ঞাশ্চেঙ্গিতজ্ঞাশ্চ নিত্যং প্রিয়হিতে রতাঃ ॥১

অন্বয়ঃ তস্য মহাত্মনঃ ইক্ষ্বাকোঃ অমাত্যাঃ গুণৈঃ মন্ত্রজ্ঞাঃ ইঙ্গিতজ্ঞাঃ নিত্যং চ প্রিয়হিতে রতাঃ আসন্। ১

ইক্ষ্বাকুরাজ মহাত্মা দশরথের অমাত্যেরা স্বভাবতই মন্ত্রণা ও ইঙ্গিত-বিশারদ ছিলেন। তাঁরা সর্বদা রাজার প্রিয় ও হিতকর্মে নিযুক্ত থাকতেন। ১

অষ্টৌ বভূবুর্বীরস্য তস্যামাত্যা যশস্বিনঃ।
শুচয়শ্চানুরক্তাশ্চ রাজকৃত্যেষু নিত্যশঃ ॥২

অন্বয়ঃ তস্য যশস্বিনঃ বীরস্য অষ্টৌ শুচয়ঃ নিত্যশঃ রাজকৃত্যেষু অনুরক্তাঃ অমাত্যাঃ বভূবুঃ। ২

যশস্বী বীর দশরথের আটজন অমাত্য[1] ছিলেন। তাঁরা পূতচরিত্র এবং সর্বদা রাজকার্যে অনুরক্ত ছিলেন। ২

ধৃষ্টির্জয়ন্তো বিজয়ঃ সুরাষ্ট্রো রাষ্ট্রবর্ধনঃ।
অশোকো মন্ত্রপালশ্চ সুমন্ত্রশ্চাষ্টমোঽর্থবিৎ ॥৩

অন্বয়ঃ ধৃষ্টিঃ জয়ন্তঃ বিজয়ঃ সুরাষ্ট্রঃ রাষ্ট্রবর্ধনঃ অশোকঃ মন্ত্রপালঃ চ অষ্টমঃ অর্থবিৎ সুমন্ত্রঃ। ৩

তাঁরা হলেন ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্ধন, অশোক, মন্ত্রপাল এবং অর্থবিদ সুমন্ত্র। ৩

ঋত্বিজৌ দ্বাবভিমতৌ তস্যাস্তামৃষিসত্তমৌ।
বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ মন্ত্রিণশ্চ তথাপরে ॥৪

অন্বয়ঃ তস্য দ্বৌ এব অভিমতৌ ঋত্বিজৌ বসিষ্ঠঃ বামদেবঃ চ আস্তাম্। তথা অপরে মন্ত্রিণঃ আসন্। ৪

তাঁর বসিষ্ঠ[২] ও বামদেব নামে দুজন প্রিয় ঋত্বিক ছিলেন। এছাড়া অন্যান্য মন্ত্রীও[৩] ছিলেন। ৪

সুযজ্ঞোঽপ্যথ জাবালিঃ কাশ্যপোঽপ্যথ গৌতমঃ।
মার্কণ্ডেয়স্তু দীর্ঘায়ুস্তথা কাত্যায়নো দ্বিজঃ ॥৫

অন্বয় : সুযজ্ঞঃ অপি অথ জাবালিঃ কাশ্যপঃ অপি অথ গৌতমঃ দীর্ঘায়ুঃ মার্কণ্ডেয়ঃ তু তথা দ্বিজঃ কাত্যায়নঃ। ৫

তাঁরা হলেন সুযজ্ঞ, জাবালি, কাশ্যপ, গৌতম, দীর্ঘায়ু মার্কণ্ডেয় এবং দ্বিজ কাত্যায়ন। ৫

এতৈর্ব্রহ্মর্ষিভির্নিত্যমৃত্বিজস্তস্য পৌর্বকাঃ।
বিদ্যাবিনীতা হ্রীমন্তঃ কুশলা নিয়তেন্দ্রিয়াঃ ॥৬

অন্বয় : এতৈঃ ব্রহ্মর্ষিভিঃ নিত্যং তস্য পৌর্বকাঃ বিদ্যাবিনীতাঃ হ্রীমন্তঃ কুশলাঃ নিয়তেন্দ্রিয়াঃ ঋত্বিজঃ (আসন্)। ৬

রাজার প্রাচীন, বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন, লজ্জাশীল, নীতি বিশারদ এবং জিতেন্দ্রিয় ঋত্বিকেরা সর্বদা এই সকল ব্রহ্মর্ষিদের সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করতেন। ৬

শ্রীমন্তশ্চ মহাত্মানঃ শস্ত্রজ্ঞা দৃঢ়বিক্রমাঃ।
কীর্তিমন্তঃ প্রণিহিতা যথাবচনকারিণঃ ॥৭

অন্বয় : (তে) শ্রীমন্তঃ চ মহাত্মানঃ শস্ত্রজ্ঞাঃ দৃঢ়বিক্রমাঃ কীর্তিমন্তঃ প্রণিহিতাঃ যথাবচনকারিণঃ (আসন্)। ৭

রাজার মন্ত্রীরা ছিলেন লক্ষ্মীবান, মহাত্মা, শস্ত্রবিশারদ, মহাবিক্রমশালী, কীর্তিমান, নিবিষ্টচিত্ত এবং প্রতিজ্ঞাপালক। ৭

তেজঃক্ষমাযশঃপ্রাপ্তাঃ স্মিতপূর্বাভিভাষিণঃ।
ক্রোধাৎ কামার্থহেতোর্বা ন ব্রূয়ুরনৃতং বচঃ ॥৮

অন্বয় : (তে) তেজঃ-ক্ষমাঃ-যশঃপ্রাপ্তাঃ স্মিতপূর্বাভিভাষিণঃ, ক্রোধাৎ কামার্থহেতোঃ বা অনৃতং বচঃ ন ব্রূয়ুঃ। ৮

তাঁরা তেজস্বী, ক্ষমাশীল এবং যশস্বী ছিলেন, তাঁরা স্মিতবাক্যে অভিভাষণ দান করতেন এবং ক্রোধ, কাম বা অর্থের জন্যে কখনও মিথ্যা কথা বলতেন না। ৮

তেষামবিদিতং কিঞ্চিৎ স্বেষু নাস্তি পরেষু বা।
ক্রিয়মাণং কৃতং বাপি চারেণাপি চিকীর্ষিতম্ ॥৯

অন্বয় : তেষাং চারেণ স্বেষু পরেষু বা কিঞ্চিৎ কৃতং ক্রিয়মাণং চিকীর্ষিতম্ অপি ন অবিদিতং অস্তি। ৯

তাঁরা চরের মাধ্যমে স্বপক্ষ ও বিপক্ষের অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি অবগত হতেন। ৯

কুশলা ব্যবহারেষু সৌহৃদেষু পরীক্ষিতাঃ।
প্রাপ্তকালং যথাদণ্ডং ধারয়েয়ুঃ সুতেষ্বপি ॥১০

অন্বয় : (তে) ব্যবহারেষু কুশলাঃ ধারয়েয়ুঃ সৌহৃদেষু সুতেষু অপি প্রাপ্তকালং যথাদণ্ডং পরীক্ষিতাঃ (আসন্) ১০

তাঁরা ব্যবহারশাস্ত্রে[৪] নিপুণ ছিলেন এবং মিত্র অথবা পুত্রও অপরাধ করলে বিশেষ পরীক্ষা করে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করতেন। ১০

কোশসংগ্রহণে যুক্তা বলস্য চ পরিগ্রহে।
অহিতং চাপি পুরুষং ন হিংস্যুরবিদূষকম্। ১১

অন্বয় : (তে) কোশসংগ্রহণে বলস্য চ পরিগ্রহে যুক্তাঃ অবিদূষকম্ অহিতং চ পুরুষম্ অপি ন হিংস্যুঃ। ১১

তাঁরা রাজকোষ এবং সৈন্যসংগ্রহে নিযুক্ত থাকতেন এবং নিরপরাধ হলে শত্রুকেও হিংসা করতেন না। ১১

বীরাশ্চ নিয়তোৎসাহা রাজশাস্ত্রমনুষ্ঠিতাঃ।
শুচীনাং রক্ষিতারশ্চ নিত্যং বিষয়বাসিনাম্ ॥১২

অন্বয় : বীরাঃ চ নিয়তোৎসাহাঃ রাজশাস্ত্রম্ অনুষ্ঠিতাঃ নিত্যং শুচীনাং বিষয়বাসিনাং রক্ষিতারঃ চ (আসন্) ১২

সেই পুরীতে বীরপুরুষরা সর্বদা উৎসাহযুক্ত এবং রাজনীতিবিশারদ ছিলেন। তাঁরা সর্বদা সচ্চরিত্র গৃহস্থদের রক্ষা করতেন। ১২

ব্রহ্মক্ষত্রমহিংসন্তস্তে কোশং সমপূরয়ন্।
সুতীক্ষ্ণদণ্ডাঃ সংপ্রেক্ষ্য পুরুষস্য বলাবলম্ ॥১৩

অন্বয় : তে সুতীক্ষ্ণদণ্ডাঃ ব্রহ্মক্ষত্রম্ অহিংসন্তঃ পুরুষস্য বলাবলং সংপ্রেক্ষ্য কোশং সমপূরয়ন্। ১৩

তাঁরা অপরাধীকে কঠোর দণ্ড দিতেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়দের হিংসা করতেন

না। তাঁরা প্রজাদের সামর্থ্য বা অক্ষমতা অনুসারে কর আদায় করে কোষাগার পূর্ণ করতেন। ১৩

শুচীনামেকবুদ্ধীনাং সর্বেষাং সম্প্রজানতাম্।
নাসীৎ পুরে বা রাষ্ট্রে বা মৃষাবাদী নরঃ ক্বচিৎ ॥১৪

অন্বয়: শুচীনাং একবুদ্ধীনাং সর্বেষাং সম্প্রজানতাং পুরে বা রাষ্ট্রে ক্বচিৎ মৃষাবাদী নরঃ ন আসীৎ। ১৪

সেই নগর অথবা রাষ্ট্রে সকলেই সচ্চরিত্র ও একমতাবলম্বী ছিলেন এবং সকলেই সকলকে জানতেন। সেখানে কোনো মিথ্যাবাদী ব্যক্তি ছিল না। ১৪

ক্বচিন্ন দুষ্টস্তত্রাসীৎ পরদাররতো নরঃ।
প্রশান্তং সর্বমেবাসীদ্ রাষ্ট্রং পুরবরং চ তৎ ॥১৫

অন্বয়: তত্র ক্বচিৎ দুষ্টঃ পরদাররতঃ নরঃ ন আসীৎ। তৎ সর্বং পুরবরং রাষ্ট্রং চ প্রশান্তম্ এব আসীৎ। ১৫

কোনো দুষ্টপ্রকৃতি বা পরদাররত ব্যক্তিও ছিল না। সেই মহানগর এবং জনপদ অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ছিল। ১৫

সুবাসসঃ সুবেষাশ্চ তে চ সর্বে শুচিব্রতাঃ।
হিতার্থাশ্চ নরেন্দ্রস্য জাগ্রতো নয়চক্ষুষা ॥১৬

অন্বয়: তে সর্বে সুবাসসঃ সুবেষাঃ চ শুচিব্রতাঃ নয়চক্ষুষা জাগ্রতঃ নরেন্দ্রস্য হিতার্থাঃ। ১৬

রাজপুরুষরা সকলেই দেহ সুবাসিত করতেন, সুবেশ ধারণ করতেন এবং সৎকর্মের অনুষ্ঠান করতেন। তাঁরা ন্যায়রূপ চক্ষুকে সর্বদা সজাগ রাখতেন এবং রাজার মঙ্গল কামনা করতেন। ১৬

গুরোর্গুণগৃহীতাশ্চ প্রখ্যাতাশ্চ পরাক্রমৈঃ।
বিদেশেষ্বপি বিজ্ঞাতাঃ সর্বতো বুদ্ধিনিশ্চয়াঃ ॥১৭

অন্বয়: (তে) গুরোঃ গুণগৃহীতাঃ চ পরাক্রমৈঃ প্রখ্যাতাঃ চ বিদেশেষু অপি বিজ্ঞাতাঃ সর্বতঃ বুদ্ধিনিশ্চয়াঃ। ১৭

তাঁরা ছিলেন গুরুর গুণগ্রাহী, পরাক্রমের জন্যে বিখ্যাত, বিদেশেও সুপরিচিত এবং স্থিরবুদ্ধিযুক্ত। ১৭

অমিতগুণবন্তশ্চ ন চাসন্ গুণবর্জিতাঃ।
সন্ধিবিগ্রহতত্ত্বজ্ঞাঃ প্রকৃত্যা সম্পদ'ন্বিতাঃ ॥১৮

অন্বয়ঃ (তে) অমিতগুণবন্তঃ ন চ গুণবর্জিতাঃ, প্রকৃত্যা সন্ধিবিগ্রহতত্ত্বজ্ঞাঃ সম্পদান্বিতাঃ আসন্। ১৮

তাঁরা অমিতগুণশালী ছিলেন এবং কেহ গুণহীন ছিলেন না। তাঁরা স্বভাবতই সন্ধি ও বিগ্রহ নীতিতে অভিজ্ঞ এবং সম্পদশালী ছিলেন। ১৮

মন্ত্রসংবরণে শক্তাঃ শক্তাঃ সূক্ষ্মাসু বুদ্ধিষু।
নীতিশাস্ত্রবিশেষজ্ঞাঃ সততং প্রিয়বাদিনঃ ॥১৯

অন্বয়ঃ (তে) মন্ত্রসংবরণে শক্তাঃ সূক্ষ্মাসু বুদ্ধিষু শক্তাঃ নীতিশাস্ত্রবিশেষজ্ঞাঃ সততং প্রিয়বাদিনঃ। ১৯

তাঁরা মন্ত্রগুপ্তি ও সূক্ষ্মবুদ্ধিপ্রয়োগে সমর্থ, নীতিশাস্ত্রবিশারদ এবং সর্বদা প্রিয়ভাষী ছিলেন। ১৯

ঈদৃশৈস্তৈরমাত্যৈশ্চ রাজা দশরথোঽনঘঃ।
উপপন্নো গুণোপেতৈরন্বশাসদ্ বসুন্ধরাম্ ॥২০

অন্বয়ঃ ঈদৃশৈঃ তৈঃ গুণোপেতৈঃ অমাত্যৈঃ উপপন্নঃ অনঘঃ রাজা দশরথঃ বসুন্ধরাম্ অন্বশাসৎ। ২০

নিষ্পাপ রাজা দশরথ এমন গুণবান অমাত্যদের সাহায্যে পৃথিবী শাসন করতেন। ২০

অবেক্ষমাণশ্চারেণ প্রজা ধর্মেণ রক্ষয়ন্।
প্রজানাং পালনং কুর্বন্ অধর্মং পরিবর্জয়ন্ ॥২১
বিশ্রুতস্ত্রিষু লোকেষু বদান্যঃ সত্যসংগরঃ।
স তত্র পুরুষব্যাঘ্রঃ শশাস পৃথিবীমিমাম্ ॥২২

অন্বয়ঃ চারেণ অবেক্ষমাণঃ ধর্মেণ প্রজাঃ রক্ষয়ন্ প্রজানাং পালনং কুর্বন্ অধর্মং পরিবর্জয়ন্ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ বদান্যঃ সত্যসংগরঃ সঃ পুরুষব্যাঘ্রঃ তত্র ইমাং পৃথিবীং শশাস। ২১-২২

তিনি ত্রিভুবনে বিখ্যাত, বদান্য, এবং সত্যপালক ছিলেন। তিনি চরের

সহায়তায় দেশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন, ধর্মের সহায়তায় প্রজাপালন করতেন এবং অধর্ম বর্জন করে চলতেন। এইভাবেই তিনি পৃথিবী শাসন করতেন। ২১-২২

নাধ্যগচ্ছদ্বিশিষ্টং বা তুল্যং বা শক্রমাত্মনঃ।
মিত্রবান্ নতসামন্তঃ প্রতাপহতকণ্টকঃ।
স শশাস জগদ্রাজা দিবি দেবপতির্যথা ॥২৩

অন্বয়: সঃ রাজা আত্মনঃ তুল্যং বিশিষ্টং বা শত্রুং ন অধ্যগচ্ছৎ। (সঃ) মিত্রবান্ নতসামন্তঃ প্রতাপহতকণ্টকঃ যথা দিবি দেবপতিঃ (তথা) জগৎ শশাস। ২৩

রাজা দশরথ নিজের মতো বিখ্যাত কোনো ব্যক্তি অথবা কোনো শত্রুরও সাক্ষাৎ পান নি। তিনি মিত্রবান ছিলেন, সামন্তরাজারা তাঁর পদানত ছিলেন এবং বিক্রমে তিনি সকল বাধা দূর করেছিলেন। এইভাবে স্বর্গস্থ দেবরাজের মতো তিনি পৃথিবী শাসন করতেন। ২৩

তৈর্মন্ত্রিভির্মন্ত্রহিতে নিবিষ্টৈর্বৃতোঽনুরক্তৈঃ কুশলৈঃ সমর্থৈঃ।
স পার্থিবো দীপ্তিমবাপ যুক্তস্তেজোময়ৈর্গোভিরিবোদিতোঽর্কঃ ॥২৪

অন্বয়: তৈঃ মন্ত্রহিতে নিবিষ্টৈঃ অনুরক্তৈঃ মন্ত্রিভিঃ বৃতঃ সঃ পার্থিবঃ তেজোময়ৈঃ গোভিঃ যুক্তঃ উদিতঃ অর্কঃ ইব দীপ্তিম্ অবাপ। ২৪

এমন কল্যাণকর মন্ত্রণাকর্মে নিবিষ্ট এবং অনুরক্ত মন্ত্রীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে রাজা দশরথ নবোদিত জ্যোতির্ময় সূর্যের মতো দীপ্তি পেতেন। ২৪

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত

অষ্টম সর্গ

* *

অশ্বমেধযজ্ঞনির্ধারণম্

তস্য চৈবংপ্রভাবস্য ধর্মজ্ঞস্য মহাত্মনঃ।
সুতার্থং তপ্যমানস্য নাসীদ্বংশকরঃ সুতঃ ॥১

অন্বয়ঃ তস্য চ এবংপ্রভাবস্য ধর্মজ্ঞস্য সুতার্থং তপ্যমানস্য বংশকরঃ সুতঃ ন আসীৎ। ১

মহাত্মা ধর্মজ্ঞ দশরথ এমন প্রভাবশালী হলেও তাঁর কোনো বংশধর পুত্র না থাকায় পুত্রের জন্যে তিনি অত্যন্ত মর্মপীড়া ভোগ করতেন। ১

চিন্তয়ানস্য তস্যৈবং বুদ্ধিরাসীন্ মহাত্মনঃ।
সুতার্থং বাজিমেধেন কিমর্থং ন যজাম্যহম্ ॥২

অন্বয়ঃ চিন্তয়ানস্য তস্য মহাত্মনঃ এবং বুদ্ধিঃ আসীৎ অহং সুতার্থং বাজিমেধেন কিমর্থং ন যজামি। ২

চিন্তা করতে করতে সেই মহাত্মার মনে হল পুত্রের জন্যে আমি অশ্বমেধ যজ্ঞ করি না কেন ? ২

স নিশ্চিতাং মতিং কৃত্বা যষ্টব্যমিতি বুদ্ধিমান্।
মন্ত্রিভিঃ সহ ধর্মাত্মা সর্বৈরপি কৃতাত্মভিঃ ॥৩
ততোঽব্রবীন্মহাতেজাঃ সুমন্ত্রং মন্ত্রিসত্তমম্।
শীঘ্রমানয় মে সর্বান্ গুরূংস্তান সপুরোহিতান ॥৪

অন্বয়ঃ ততঃ সঃ বুদ্ধিমান্ মহাতেজাঃ ধর্মাত্মা সর্বৈঃ অপি কৃতাত্মভিঃ মন্ত্রিভিঃ সহ যষ্টব্যম্ ইতি নিশ্চিতাং মতিং কৃত্বা মন্ত্রিসত্তমং সুমন্ত্রম্ অব্রবীৎ—মে সর্বান্ তান্ সপুরোহিতান্ গুরূন্ শীঘ্রম্ আনয়। ৩-৪

তখন বুদ্ধিমান, মহাতেজস্বী, ধর্মাত্মা দশরথ তাঁর সমস্ত সংযমী মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে যজ্ঞ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ সুমন্ত্রকে বললেন আপনি আমার পুরোহিত এবং গুরুদের অবিলম্বে নিয়ে আসুন। ৩-৪

ততঃ সুমন্ত্রস্ত্বরিতং গত্বা ত্বরিতবিক্রমঃ।
সমানয়ৎ স তান্ সর্বান্ সমস্তান বেদপারগান্ ॥৫
সুযজ্ঞং বামদেবং চ জাবালিমথ কাশ্যপম্।
পুরোহিতং বসিষ্ঠং চ যে চাপ্যন্যে দ্বিজোত্তমাঃ ॥৬

অন্বয়: ততঃ সঃ ত্বরিতবিক্রমঃ সুমন্ত্রঃ ত্বরিতং গত্বা তান্ সর্বান্ সমস্তান বেদপারগান্ সমানয়ৎ সুযজ্ঞং বামদেবং চ জাবালিম্ অথ কাশ্যপং পুরোহিতং বসিষ্ঠং চ যে অপি অন্যে দ্বিজোত্তমাঃ। ৫-৬

সুমন্ত্র তখন দ্রুত প্রস্থান করলেন, এবং সত্বর সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, পুরোহিত বশিষ্ঠ এবং অন্যান্য বেদবিশারদ ব্রাহ্মণদের নিয়ে এলেন। ৫-৬

তান পূজয়িত্বা ধর্মাত্মা রাজা দশরথস্তদা।
ইদং ধর্মার্থসহিতং শ্লক্ষ্ণং বচনমব্রবীৎ ॥৭

অন্বয়: তদা ধর্মাত্মা রাজা দশরথঃ তান্ পূজয়িত্বা ইদং ধর্মার্থসহিতং শ্লক্ষ্ণং বচনম্ অব্রবীৎ। ৭

ধর্মাত্মা রাজা দশরথ তাঁদের অভ্যর্থনা করে ধর্ম ও অর্থযুক্ত মধুর বাক্যে বললেন। ৭

মম লালপ্যমানস্য সুতার্থং নাস্তি বৈ সুখং।
তদর্থং হয়মেধেন যক্ষ্যামীতি মতির্মম ॥৮

অন্বয়: লালপ্যমানস্য মম সুতার্থং সুখং নাস্তি তদর্থং হয়মেধেন যক্ষ্যামি ইতি মম মতিঃ। ৮

পুত্রের জন্যে আমি সর্বদা বিলাপ করতে থাকি, এবং এজন্যে আমার বিন্দুমাত্র সুখ নাই। এই জন্যেই আমার অশ্বমেধ যজ্ঞ করার ইচ্ছা হয়েছে। ৮

তদহং যষ্টুমিচ্ছামি শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা।
কথং প্রাপ্স্যাম্যহং কামং বুদ্ধিরত্র বিচিন্ত্যতাম্ ॥৯

অন্বয়: তদ্ অহং শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা যষ্টুম্ ইচ্ছামি। কথম্ অহং কামং প্রাপ্স্যামি অত্র বুদ্ধিঃ বিচিন্ত্যতাম্। ৯

শাস্ত্রের বিধান অনুসারে আমি এই যজ্ঞ সম্পাদন করতে ইচ্ছা করি। এখন কী করে আমি আমার কাম্য বস্তু লাভ করি, আপনি সেই উপায় চিন্তা করুন। ৯

ততঃ সাধ্বিতি তদ্‌বাক্যং ব্রাহ্মণাঃ প্রত্যপূজয়ন্।
বসিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্বে পার্থিবস্য মুখেরিতম্ ॥
ঊচুশ্চ পরমপ্রীতাঃ সর্বে দশরথং বচঃ ॥১০

অন্বয় : ততঃ বসিষ্ঠপ্রমুখাঃ সবে ব্রাহ্মণাঃ পরমপ্রীতঃ পার্থিবস্য মুখেরিতং (মুখ-ঈরিতং) তদ্‌বাক্যং সাধু ইতি প্রত্যপূজয়ন্ চ দশরথং বচঃ উচুঃ। ১০

তখন বশিষ্ঠ প্রমুখ ব্রাহ্মণরা অত্যন্ত প্রীত হয়ে রাজার মুখনিঃসৃত সেই বাক্যকে সাধুবাদ দিয়ে বললেন—। ১০

সরয্বাশ্চোত্তরে তীরে যজ্ঞভূমির্বিধীয়তাম্।
সম্ভারাঃ সম্ভ্রিয়ন্তাং তে তুরগশ্চ বিমুচ্যতাম্ ॥১১

অন্বয় : সরয্বাঃ উত্তরে তীরে যজ্ঞভূমিঃ বিধীয়তাং তে চ সম্ভারাঃ সম্ভ্রিয়ন্তাং তুরগঃ চ বিমুচ্যতাম্। ১১

মহারাজ, সরযূনদীর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্মাণ করতে হবে, যজ্ঞের উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে, এবং আপনার যজ্ঞের অশ্বটিকে মুক্ত করতে হবে। ১১

সবথা প্রাপ্স্যসে পুত্রানভিপ্রেতাংশ্চ পার্থিব।
যস্য তে ধার্মিকী বুদ্ধিরিয়ং পুত্রার্থমাগতা ॥১২

অন্বয় : (ভো) পার্থিব (ত্বং) সর্বথা অভিপ্রেতান্ পুত্রান্ চ প্রাপ্স্যসে যস্য তে পুত্রার্থম্ ইয়ং ধার্মিকা বুদ্ধিঃ আগতা।

পুত্রকামনায় আপনার এই ধর্মবুদ্ধি উপস্থিত হয়েছে, সুতরাং নিশ্চয়ই আপনি আপনার মনোমত পুত্র লাভ করবেন। ১২

ততস্তুষ্টোঽভবদ্‌রাজা শ্রুত্বৈতদ্‌দ্বিজভাষিতম্।
অমাত্যানব্রবীদ্ রাজা হর্ষব্যাকুললোচনঃ ॥১৩

অন্বয় : ততঃ রাজা এতৎ দ্বিজভাষিতং শ্রুত্বা তুষ্টঃ অভবৎ। হর্ষব্যাকুললোচনঃ রাজা অমাত্যান্ অব্রবীৎ। ১৩

রাজা ব্রাহ্মণদের এই কথায় সন্তুষ্ট হয়ে আনন্দাশ্রু পূর্ণ হয়ে তাঁর অমাত্যদের বললেন—। ১৩

সম্ভারাঃ সম্ভ্রিয়ন্তাং মে গুরূণাং বচনাদিহ।
সমর্থাধিষ্ঠিতশ্চাশ্বঃ সোপাধ্যায়ো বিমুচ্যতাম্ ॥১৪

অন্বয়: গুরূণাং বচনাৎ ইহ সে সম্ভারাঃ সম্ভ্রিয়ন্তাং সমর্থাধিষ্ঠিতঃ অশ্বঃ সোপাধ্যায় বিমুচ্যতাম্ চ। ১৪

আমার গুরুদেব কথামতো আপনাদের যজ্ঞের উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে এবং আমার যজ্ঞের জন্যে অধিষ্ঠিত বলবান অশ্বটিকে উপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রেরণ করতে হবে। ১৪

সরয্বাশ্চোত্তরে তীরে যজ্ঞভূমির্বিধীয়তাম্।
শান্তয়শ্চাপি বর্ধন্তাং যথাকল্পং যথাবিধি ॥১৫

অন্বয়: সরয্বা উত্তরে তীরে যজ্ঞভূমিঃ চ যথাকল্পং যথাবিধি বিধীয়তাম্। শান্তয়ঃ চ অপি বর্ধন্তাম্। ১৫

সরযূর উত্তর তীরে শাস্ত্রবিধি অনুসারে যজ্ঞভূমি নির্মাণ করতে হবে, এবং যাতে সর্বত্র শান্তি বিরাজ করে তার ব্যবস্থা করতে হবে। ১৫

শক্যঃ প্রাপ্তুময়ং যজ্ঞঃ সর্বেণাপি মহীক্ষিতা।
নাপরাধো ভবেৎ কষ্টো যদ্যস্মিন ক্রতুসত্তমে ॥১৬

অন্বয়: যদি অস্মিন্ ক্রতুসত্তমে অপরাধঃ কষ্টঃ (বা) ন ভবেৎ (তদা) অয়ং যজ্ঞঃ সর্বেণ অপি মহীক্ষিতা প্রাপ্তুং শক্যঃ। ১৬

যদি এই মহাযজ্ঞে ত্রুটি না ঘটত, অথবা কষ্ট না থাকত, তাহলে সমস্ত রাজারা এই যজ্ঞ করতে সমর্থ হতেন। ১৬

ছিদ্রং হি মৃগয়ন্তে স্ম বিদ্বাংসো ব্রহ্মরাক্ষসাঃ।
বিধিহীনস্য যজ্ঞস্য সদ্যঃ কর্তা বিনশ্যতি ॥১৭

অন্বয়: বিদ্বাংসঃ ব্রহ্মরাক্ষসাঃ ছিদ্রং মৃগয়ন্তে স্ম। বিধিহীনস্য যজ্ঞস্য কর্তা সদ্যঃ বিনশ্যতি। ১৭

বিদ্বান ব্রহ্মরাক্ষসরা সর্বদা যজ্ঞের ছিদ্র অন্বেষণ করে, এবং তারা বিধিহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠাতাকে সদ্য বিনাশ করে। ১৭

তদ্‌যথা বিধিপূর্বং মে ক্রতুরেষ সমাপ্যতে।
তথাবিধানং ক্রিয়তাং সমর্থাঃ সাধনেম্বিতি ॥১৮

অন্বয়: তৎ যথা মে এষঃ ক্রতুঃ বিধিপূর্বং সমাপ্যতে তথা বিধানং ক্রিয়তাম্। (ভবন্তঃ) সাধনেষু সমর্থাঃ ইতি। ১৮

সুতরাং যাতে আমার এই যজ্ঞ বিধিমতে সম্পন্ন হয় তেমন ব্যবস্থা করুন। আপনারাই এ কাজের উপযুক্ত লোক। ১৮

তথেতি চাব্রুবন্ সর্বে মন্ত্রিণঃ প্রতিপূজিতাঃ।

পার্থিবেন্দ্রস্য তদ্বাক্যং যথাপূর্বং নিশম্য তে ॥১৯

অন্বয়ঃ তে সর্বে মন্ত্রিণঃ চ প্রতিপূজিতাঃ (সন্) পার্থিবেন্দ্রস্য তদ্বাক্যং যথাপূর্বং নিশম্য তথা ইতি অব্রুবন্। ১৯

এই বলে দশরথ তাঁর মন্ত্রীদের সবাইকেই সমাদর করলেন, এবং তাঁরাও তাঁর কথা আনুপূর্বিক শুনে বললেন—মহারাজ, তাই হবে। ১৯

তথা দ্বিজাস্তে ধর্মজ্ঞা বর্ধয়ন্তো নৃপোত্তমম্।

অনুজ্ঞাতাস্ততঃ সর্বে পুনর্জগ্মুর্যথাগতম্ ॥২০

অন্বয়ঃ ততঃ তে সর্বে ধর্মজ্ঞাঃ দ্বিজাঃ নৃপোত্তমং বর্ধয়ন্তঃ অনুজ্ঞাতাঃ যথা আগতা তথা পুনঃ জগ্মুঃ। ২০

তারপর সেই ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা মহারাজ দশরথের গুণগান করতে করতে তাঁর অনুমতি নিয়ে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করলেন। ২০

বিসর্জয়িত্বা তান্ বিপ্রান্ সচিবানিদমব্রবীৎ।

ঋত্বিগ্ভিরুপসন্দিষ্টো যথাবৎ ক্রতুরাপ্যতাম্ ॥২১

অন্বয়ঃ (সঃ নৃপঃ) তান্ বিপ্রান্ বিসর্জয়িত্বা সচিবান্ ইদম্ অব্রবীৎ ঋত্বিগ্ভিঃ উপসংদিষ্টঃ ক্রতুঃ যথাবৎ আপ্যতাম্। ২১

রাজা ব্রাহ্মণদের বিদায় দিয়ে তাঁর সচিবদের বললেন—ঋত্বিকেরা যেভাবে উপদেশ দিলেন, আপনারা সেইভাবেই যজ্ঞের আয়োজন করুন। ২১

ইত্যুক্ত্বা নৃপশার্দূলঃ সচিবান্ সমুপস্থিতান্।

বিসর্জয়িত্বা স্বং বেশ্ম প্রবিবেশ মহামতিঃ ॥২২

অন্বয়ঃ ইত্যুক্ত্বা মহামতিঃ নৃপশার্দূলঃ সমুপস্থিতান্ সচিবান্ বিসর্জয়িত্বা স্বং বেশ্ম প্রবিবেশ। ২২

এই বলে মহামতি রাজা দশরথ উপস্থিত সচিবদের বিদায় দিয়ে নিজের গৃহে প্রবেশ করলেন। ২২

ততঃ স গত্বা তাঃ পত্নীর্নরেন্দ্রো হৃদয়ঙ্গমাঃ।

উবাচ দীক্ষাং বিশত যক্ষ্যেঽহং সুতকারণাৎ ॥২৩

অন্বয়ঃ ততঃ সঃ নরেন্দ্রঃ তাঃ হৃদয়ঙ্গমাঃ পত্নীঃ গত্বা উবাচ—(যূয়ম্) দীক্ষাং বিশত, অহং সুতকারণাৎ যক্ষ্যে। ২৩

তারপর তিনি তাঁর প্রিয়তমা পত্নীদের কাছে গিয়ে বললেন—তোমরা দীক্ষা গ্রহণ করো, আমি পুত্রের জন্যে যজ্ঞ করব। ২১

তাসাং তেনাতিকান্তেন বচনেন সুবর্চসাম্।
মুখপদ্মান্যশোভন্ত পদ্মানীব হিমাত্যয়ে ॥২৪

অন্বয়: তেন অতিকান্তেন বচনেন সুবর্চসাং তাসাং মুখপদ্মানি হিমাত্যয়ে পদ্মানি ইব অশোভন্ত। ২৪

তাঁর সেই অতি মনোহর কথা শুনে সেই কান্তিময়ী রমণীদের মুখকমল শীতের অবসানে বিকশিত পদ্মের মতো শোভা পেল। ২৭

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত

নবম সর্গ

ঋষ্যশৃঙ্গোপাখ্যানম্

এতচ্ছ্রুত্বা রহঃ সূতো রাজানমিদমব্রবীৎ।
ঋত্বিগ্‌ভিরুপদিষ্টোঽয়ং পুরাবৃত্তো ময়া শ্রুতঃ ॥১

অন্বয়: এতৎ শ্রুত্বা সূতঃ রহঃ রাজানম্ ইদম্ অব্রবীৎ—ঋত্বিগ্‌ভিঃ উপদিষ্টঃ অয়ং পুরাবৃত্তঃ ময়া শ্রুতঃ। ১

এই কথা শুনে সারথি (সুমন্ত্র)[১] একান্তে রাজাকে বললেন— মহারাজ, ঋত্বিকদের কাছে আমি এই পুরাকাহিনী শুনেছি। ১

সনৎকুমারো ভগবান পূর্বং কথিতবান্ কথাম্।
ঋষীণাং সন্নিধৌ রাজংস্তব পুত্রাগমং প্রতি ॥২

অন্বয়: রাজন্ পূর্বং ভগবান্ সনৎকুমারঃ ঋষীণাং সন্নিধৌ তব পুত্রাগমং প্রতি (ইমাং) কথাং কথিতবান্। ২

পুরাকালে ভগবান সনৎকুমার ঋষিদের কাছে আপনার পুত্রলাভ সম্বন্ধে এই কাহিনীটি বলেছিলেন। ২

কাশ্যপস্য তু পুত্রোঽস্তি বিভাণ্ডক ইতি শ্রুতঃ।
ঋষ্যশৃঙ্গ ইতি খ্যাতস্তস্য পুত্রো ভবিষ্যতি ॥৩

অন্বয়ঃ কাশ্যপস্য তু পুত্রঃ বিভাণ্ডকঃ ইতি শ্রুতঃ অস্তি। তস্য ঋষ্যশৃঙ্গঃ ইতি খ্যাতঃ পুত্রঃ ভবিষ্যতি। ৩

কাশ্যপ ঋষির বিভাণ্ডক নামে এক পুত্র আছেন, তাঁর ঋষ্যশৃঙ্গ[১] নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করবেন। ৩

স বনে নিত্যসংবৃদ্ধো মুনির্বনচরঃ সদা।
নান্যং জানাতি বিপ্রেন্দ্রো নিত্যং পিত্রনুবর্তনাৎ ॥৪

অন্বয়ঃ সঃ মুনিঃ সদা বনচরঃ বনে নিত্যসংবৃদ্ধঃ। (সঃ) বিপ্রেন্দ্রঃ নিত্যং পিত্রনুবর্তনাৎ ন অন্যং জানাতি। ৪

সেই মুনিপুত্র সর্বদা বনে বনে বিচরণ করবেন, বনেই লালিতপালিত হবেন, এবং সর্বদা কেবলমাত্র পিতার সঙ্গী হয়ে থাকায়, তিনি পিতা ছাড়া অন্য কাউকে জানবেন না। ৪

দ্বৈবিধ্যং ব্রহ্মচর্যস্য ভবিষ্যতি মহাত্মনঃ।
লোকেষু প্রথিতং রাজন বিপ্রৈশ্চ কথিতং সদা ॥৫

অন্বয়ঃ রাজন মহাত্মনঃ ব্রহ্মচর্যস্য দ্বৈবিধ্যং লোকেষু প্রথিতং বিপ্রৈঃ চ সদা কথিতম্ (ইতি) ভবিষ্যতি। ৫

সেই মহাত্মার ব্রহ্মচর্যের দুরকমের ফল হবে—তিনি জনসমাজে খ্যাতি লাভ করবেন, আবার ব্রাহ্মণেরাও তাঁর গুণগান করবেন। ৫

তস্যৈবং বর্তমানস্য কালঃ সমভিবর্তত।
অগ্নিং শুশ্রূষমাণস্য পিতরং চ যশস্বিনম্ ॥৬

অন্বয়ঃ এবং বর্তমানস্য তস্য অগ্নিং যশস্বিনং পিতরং চ শুশ্রূষমাণস্য কালঃ সমভিবর্তত। ৬

এইভাবে অগ্নির উপাসনা এবং যশস্বী পিতার সেবা করে ঋষ্যশৃঙ্গের দিন কাটতে থাকবে। ৬

এতস্মিন্নেব কালে তু রোমপাদঃ প্রতাপবান্।
অঙ্গেষু প্রথিতো রাজা ভবিষ্যতি মহাবলঃ ॥৭

অন্বয়ঃ এতস্মিন্ এব কালে তু অঙ্গেষু প্রতাপবান্ মহাবলঃ প্রথিতঃ রোমপাদঃ রাজা ভবিষ্যতি। ৭

এই সময়ে অঙ্গদেশে[৩] রোমপাদ নামে এক প্রতাপশালী, মহাবলবান বিখ্যাত রাজা রাজত্ব করবেন। ৭

তস্য ব্যতিক্রমাদ্রাজ্ঞো ভবিষ্যতি সুদারুণা।
অনাবৃষ্টিঃ সুঘোরা বৈ সর্বভূতভয়াবহা ॥৮

অন্বয়ঃ তস্য রাজ্ঞঃ ব্যতিক্রমাৎ সুদারুণা সুঘোরা সর্বভূতভয়াবহা অনাবৃষ্টিঃ ভবিষ্যতি। ৮

সেই রাজার অপরাধে দেশে নিদারুণ অনাবৃষ্টি হবে এবং তার ফলে সমস্ত জীবের মহাভয় উপস্থিত হবে। ৮

অনাবৃষ্ট্যাং তু বৃত্তায়াং রাজা দুঃখসমন্বিতঃ।
ব্রাহ্মণাঞ্ছ্রুতসংবৃদ্ধান্ সমানীয় প্রবক্ষ্যতি ॥৯

অন্বয়ঃ অনাবৃষ্ট্যাং বৃত্তায়াং তু দুঃখসমন্বিতঃ রাজা শ্রুতসংবৃদ্ধান্ ব্রাহ্মণান্ সমানীয় প্রবক্ষ্যতি। ৯

ক্রমাগত অনাবৃষ্টি চলতে থাকলে রাজা দুঃখিতচিত্তে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের আহ্বান করে বলবেন—। ৯

ভবন্তঃ শ্রুতকর্মাণো লোকচারিত্রবেদিনঃ।
সমাদিশন্তু নিয়মং প্রায়শ্চিত্তং যথা ভবেৎ ॥১০

অন্বয়ঃ ভবন্তঃ শ্রুতকর্মাণঃ লোকচারিত্রবেদিনঃ নিয়মং সমাদিশন্তু যথা প্রায়শ্চিত্তং ভবেৎ। ১০

আপনাদের কীর্তি পৃথিবীবিখ্যাত, এবং আপনারা লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ, আপনারা বিধান দিন আমাকে কীভাবে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। ১০

ইত্যুক্তাস্তে ততো রাজ্ঞা সর্বে ব্রাহ্মণসত্তমাঃ।
বক্ষ্যন্তি তে মহীপালং ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ॥
বিভাণ্ডকসুতং রাজন্ সর্বোপায়ৈরিহানয় ॥১১

অন্বয়: ততঃ রাজা ইত্যুক্তাঃ তে সর্বে ব্রাহ্মণসত্তমাঃ বেদপারগাঃ ব্রাহ্মণাঃ মহীপালং বক্ষ্যন্তি—রাজন্ সর্বোপায়ৈঃ বিভাণ্ডকসুতম্ ইহ আনয়। ১১

রাজা এই কথা বললে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা তাঁকে বলবেন—মহারাজ, আপনি যেকোনো উপায়ে বিভাণ্ডকের পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে এখানে নিয়ে আসুন। ১১

আনায্য তু মহীপাল ঋষ্যশৃঙ্গং সুসংকৃতম্।
প্রযচ্ছ কন্যাং শান্তাং বৈ বিধিনা সুসমাহিতঃ ॥১২

অন্বয়: মহীপাল ঋষ্যশৃঙ্গং বিধিনা সুসংকৃতং তু আনায্য সুসমাহিতঃ (সন্) কন্যাং শান্তাং প্রযচ্ছ। ১২

তাঁকে পরম সমাদরে নিয়ে এসে সমাহিতচিত্তে তাঁর হাতে আপনার কন্যা শান্তাকে প্রদান করুন। ১২

তেষাং তু বচনং শ্রুত্বা রাজা চিন্তাং প্রপৎস্যতে।
কেনোপায়েন বৈ শক্যমিহানেতুং স বীর্যবান্ ॥১৩

অন্বয়: তেষাং তু বচনং শ্রুত্বা রাজা চিন্তাং প্রপৎস্যতে—কেন উপায়েন স বীর্যবান্ ইহ আনেতুং শক্যম্। ১৩

তাঁদের কথা শুনে রাজা কীভাবে সেই তেজস্বী ঋষিকে নিজের রাজ্যে নিয়ে আসবেন, সেই চিন্তা করতে থাকবেন। ১৩

ততো রাজা বিনিশ্চিত্য সহ মন্ত্রিভিরাত্মবান্।
পুরোহিতমমাত্যাংশ্চ প্রেষয়িষ্যতি সৎকৃতান্ ॥১৪

অন্বয়: ততঃ আত্মবান্ রাজা মন্ত্রিভিঃ সহ বিনিশ্চিত্য পুরোহিতম্ সৎকৃতান্ অমাত্যান্ চ প্রেষয়িষ্যতি। ১৪

তারপর সেই দূরদর্শী রাজা মন্ত্রীদের সঙ্গে সিদ্ধান্ত করে পুরোহিত এবং অমাত্যদের সমাদর করে ডেকে আনবেন এবং ঋষ্যশৃঙ্গকে নিয়ে আসার জন্যে তাঁদের পাঠাবেন। ১৪

তে তু রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা ব্যথিতাবনতাননাঃ।
ন গচ্ছেম ঋষের্ভীতা অনুনেষ্যন্তি তং নৃপম্ ॥১৫

অন্বয়: তে তু রাজ্ঞঃ বচঃ শ্রুত্বা ঋষেঃ ভীতাঃ ব্যথিতাবনতাননাঃ ন গচ্ছেম (ইতি) তং নৃপম্ অনুনেষ্যন্তি। ১৫

তাঁরা কিন্তু রাজার কথা শুনে (বিভাণ্ডক) ঋষির ভয়ে ভীত হয়ে দুঃখিতচিত্তে এবং অবনতশিরে রাজাকে অনুনয় করে বললেন—আমরা সেখানে যেতে পারব না। ১৫

বক্ষ্যন্তি চিন্তয়িত্বা তে তস্যোপায়াংশ্চ তান ক্ষমান্।
আনেষ্যামো বয়ং বিপ্রং ন চ দোষো ভবিষ্যতি ॥১৬

অন্বয়: তে চিন্তয়িত্বা তস্য তান্ ক্ষমান্ উপায়ান্ চ বক্ষ্যন্তি—বয়ং বিপ্রম্ আনেষ্যামঃ ন চ দোষঃ ভবিষ্যতি। ১৬

তারপর তাঁরা আবার চিন্তা করে রাজাকে এর উপযুক্ত উপায় নির্দেশ করে বললেন—মহারাজ, আমরা সেই ব্রাহ্মণকে নিয়ে আসব, এবং আমাদের কোনো দোষ হবে না। ১৬

এবমঙ্গাধিপেনৈব গণিকাভির্ঋষেঃ সুতঃ।
আনীতোঽবর্ষয়দ্দেবঃ শান্তা চাস্মৈ প্রদীয়তে ॥১৭

অন্বয়: এবম্ অঙ্গাধিপেন এব গণিকাভিঃ ঋষেঃ সুতঃ আনীতঃ। দেবঃ অবর্ষয়ৎ। শান্তা চ অস্মৈ প্রদীয়তে। ১৭

(এই পূর্ব কাহিনী বর্ণনা করে সুমন্ত্র দশরথকে বললেন—মহারাজ,) তারপর অঙ্গরাজ গণিকাদের সহায়তায় ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে নিয়ে এলেন, ফলে দেবতা বর্ষণ করলেন এবং রাজাও সেই ঋষিপুত্রের হাতে শান্তাকে প্রদান করলেন। ১৭

ঋষ্যশৃঙ্গস্তু জামাতা পুত্রাংস্তব বিধাস্যতি।
সনৎকুমারকথিতমেতাবদ্ ব্যাহৃতং ময়া ॥১৮

অন্বয়: জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গঃ তু তব পুত্রান্ বিধাস্যতি। সনৎকুমারকথিতম্ এতাবৎ ময়া ব্যাহৃতম্। ১৮

মহারাজ আপনার জামাতা এই ঋষ্যশৃঙ্গই আপনার পুত্রজন্মের উপায় করবেন। পূর্বে সনৎকুমার যা বলেছিলেন, আমি এখন আপনাকে তা বললাম। ১৮

অথ হৃষ্টো দশরথঃ সুমন্ত্রং প্রত্যভাষত।
যথর্ষ্যশৃঙ্গস্ত্বানীতো যেনোপায়েন সোচ্যতাম্ ॥১৯

অন্বয়: অথ হৃষ্টঃ দশরথঃ সুমন্ত্রং প্রত্যভাষত—যথা যেন উপায়েন তু ঋষ্যশৃঙ্গঃ আনীতঃ সঃ উচ্যতাম্। ১৯

তখন দশরথ আনন্দিতচিত্তে সুমন্ত্রকে বললেন—যে উপায়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে আনা হয়েছিল আমাকে তা বলুন। ১৯

নবম সর্গ সমাপ্ত

দশম সর্গ

ঋষ্যশৃঙ্গানয়নপ্রকারঃ

সুমন্ত্রশ্চোদিতো রাজ্ঞা প্রোবাচেদং বচস্তদা।
যথর্ষ্যশৃঙ্গস্ত্বানীতঃ শৃণু মে মন্ত্রিভিঃ সহ ॥১

অন্বয়ঃ সুমন্ত্রঃ রাজ্ঞা চোদিতঃ তদা ইদং বচঃ প্রোবাচ—যথা তু ঋষ্যশৃঙ্গঃ আনীতঃ মন্ত্রিভিঃ সহ মে শৃণু। ১

তখন রাজার আদেশে সুমন্ত্র বলতে লাগলেন—মহারাজ, যেভাবে ঋষ্যশৃঙ্গকে নিয়ে আসা হয়েছিল আপান এবং আপনার মন্ত্রীরা তা আমার কাছে শুনুন। ১

রোমপাদমুবাচেদং সহামাত্যঃ পুরোহিতঃ।
উপায়ো নিরপায়োঽয়মস্মাভিরভিচিন্তিতঃ ॥২

অন্বয়ঃ মহামাত্যঃ পুবোহিতঃ রোমপাদম্ ইদম্ উবাচ—অয়ং নিরপায়ঃ উপায়ঃ অস্মাভিঃ অভিচিন্তিতঃ। ২

রোমপাদের পুরোহিত অমাত্যদের সঙ্গে নিয়ে তাঁকে বললেন—মহারাজ, আমরা ঋষ্যশৃঙ্গকে নিয়ে আসার এই নির্বিঘ্ন উপায়টি চিন্তা করেছি। ২

ঋষ্যশৃঙ্গো বনচরস্তপঃস্বাধ্যায়সংযুতঃ।
অনভিজ্ঞস্তু নারীণাং বিষয়াণাং সুখস্য চ ॥৩

অন্বয়ঃ বনচরঃ তপঃ স্বাধ্যায়সংযুতঃ ঋষ্যশৃঙ্গঃ নারীণাং সুখস্য বিষয়াণাং চ অনভিজ্ঞঃ। ৩

ঋষ্যশৃঙ্গ সর্বদা বনে বাস করেন এবং তপস্যা ও বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত থাকেন, এজন্যে তিনি স্ত্রীলোক ও ভোগসুখ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। ৩

ইন্দ্রিয়ার্থৈরভিমতৈর্নরচিত্তপ্রমাথিভিঃ।
পুরমানায়য়িষ্যামঃ ক্ষিপ্রং চাধ্যবসীয়তাম্ ॥৪

অন্বয়ঃ নরচিত্তপ্রমাথিভিঃ অভিমতৈঃ ইন্দ্রিয়ার্থৈঃ পুরম্ আনায়য়িষ্যামঃ ক্ষিপ্রং চ অধ্যবসীয়তাম্। ৪

মানুষ যা কামনা করে, এবং যাতে তার চিত্ত চঞ্চল হয় এমন সব ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থে আকৃষ্ট করে তাঁকে আমরা এই নগরে নিয়ে আসব, তার জন্যে অবিলম্বে আয়োজন করুন। ৪

গণিকাস্তত্র গচ্ছন্তু রূপবত্যঃ স্বলংকৃতাঃ।
প্রলোভ্য বিবিধোপায়ৈরানেষ্যন্তীহ সৎকৃতাঃ ॥৫

অন্বয়ঃ রূপবত্যঃ স্বলংকৃতাঃ সৎকৃতাঃ গণিকাঃ তত্র গচ্ছন্তু। (তাঃ) বিবিধোপায়ৈঃ প্রলোভ্য ইহ আনেষ্যন্তি। ৫

রূপবতী গণিকাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসুন এবং তাদের উৎকৃষ্ট অলংকারে সুসজ্জিত করে ঋষ্যশৃঙ্গকে আনবার জন্যে পাঠিয়ে দিন। তারা নানাভাবে প্রলোভিত করে তাঁকে এখানে নিয়ে আসবে। ৫

শ্রুত্বা তথেতি রাজা চ প্রত্যুবাচ পুরোহিতম্।
পুরোহিতো মন্ত্রিণশ্চ তথা চক্রুশ্চ তে তথা ॥
বারমুখ্যাস্তু তচ্ছ্রুত্বা বনং প্রাবিবিশুর্মহৎ ॥৬

অন্বয়ঃ রাজা শ্রুত্বা পুরোহিতং তথা ইতি চ প্রত্যুবাচ। তে পুরোহিতঃ মন্ত্রিণঃ চ তথা চক্রুঃ। বারমুখ্যাঃ তু তৎ শ্রুত্বা মহৎ বনং প্রবিবিশুঃ। ৬

একথা শুনে রাজা পুরোহিতকে বললেন—তাই হোক্। তখন পুরোহিত ও মন্ত্রীরা সেই ব্যবস্থাই করলেন, এবং তাঁদের আদেশে গণিকারা এক মহাবনে প্রবেশ করল। ৬

আশ্রমস্যাবিদূরেঽস্মিন্ যত্নং কুর্বন্তি দর্শনে।
ঋষেঃ পুত্রস্য ধীরস্য নিত্যমাশ্রমবাসিনঃ ॥৭
পিতুঃ স নিত্যসন্তুষ্টো নাতিচক্রাম চাশ্রমাৎ ॥৮

অন্বয়ঃ (তাঃ) অস্মিন্ আশ্রমস্য অবিদূরে নিত্যম্ আশ্রমবাসিনঃ ধীরস্য ঋষেঃ পুত্রস্য দর্শনে যত্নং কুর্বন্তি। সঃ পিতুঃ নিত্যসন্তুষ্টঃ আশ্রমাৎ ন অতিচক্রাম। ৮

তারা ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমের অদূরে বাস করে সেই নিত্য-আশ্রমবাসী ধীর ঋষিপুত্রের দর্শন লাভের জন্য চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু তিনি পিতার স্নেহে সর্বদা সন্তুষ্ট থাকতেন বলে আশ্রমের বাইরে কোথাও যেতেন না। ৭-৮

ন তেন জন্মপ্রভৃতি দৃষ্টপূর্বং তপস্বিনা।
স্ত্রী বা পুমান্ বা যচ্চান্যৎসত্ত্বং নগররাষ্ট্রজম্ ॥৯

অন্বয় : তেন তপস্বিনা জন্মপ্রভৃতি স্ত্রী বা পুমান্ বা যৎ চ অন্যৎ নগররাষ্ট্রজং সত্ত্বং ন দৃষ্টপূর্বম্। ৯

সেই তপস্বী তাঁর জন্ম থেকে নগর বা গ্রামের কোনো স্ত্রী, পুরুষ বা অন্য কোনো প্রাণী দেখেন নি। ৯

ততঃ কদাচিৎ তং দেশমাজগাম যদৃচ্ছয়া।
বিভাণ্ডকসুতস্তত্র তাশ্চাপশ্যদ্ বরাঙ্গনাঃ ॥১০

অন্বয় : ততঃ কদাচিৎ বিভাণ্ডকসুতঃ যদৃচ্ছয়া তং দেশম্ আজগাম, তত্র চ তাঃ বরাঙ্গনাঃ অপশ্যৎ। ১০

তারপর একদিন বিভাণ্ডকের পুত্র ইচ্ছামতো ভ্রমণ করতে করতে বেশ্যাদের আবাসের কাছে এসে তাদের দেখতে পেলেন। ১০

তাশ্চিত্রবেষাঃ প্রমদা গায়ন্ত্যো মধুরস্বনম্।
ঋষিপুত্রমুপাগম্য সর্বা বচনমব্রুবন্ ॥১১

অন্বয় : তাঃ চিত্রবেষাঃ প্রমদাঃ মধুরস্বনং গায়ন্ত্যঃ ঋষিপুত্রম্ উপাগম্য সর্বাঃ বচনম্ অব্রুবন্। ১১

সেই বিচিত্রবেশা রমণীরা মধুর স্বরে গান করতে করতে ঋষিপুত্রের কাছে এসে বলল—। ১১

কস্ত্বং কিং বর্তসে ব্রহ্মন্ জ্ঞাতুমিচ্ছামহে বয়ম্।
একস্ত্বং বিজনে দূরে বনে চরসি শংস নঃ ॥১২

অন্বয় : ব্রহ্মন্! কঃ ত্বং কিং বর্তসে বয়ং জ্ঞাতুম্ ইচ্ছামহে। (কথম্) একঃ ত্বং বিজনে দূরে বনে চরসি নঃ শংস। ১২

হে ব্রাহ্মণ! আপনি কে, কী করেন, তা আমরা জানতে ইচ্ছা করি। আপনি একাকী এই দূর বিজন বনে কেন ভ্রমণ করছেন তা আমাদের বলুন। ১২

অদৃষ্টরূপাস্তাস্তেন কাম্যরূপা বনে স্ত্রিয়ঃ।
হার্দাত্তস্য মতির্জাতা আখ্যাতুং পিতরং স্বকম্ ॥১৩

অন্বয় : তাঃ কাম্যরূপাঃ স্ত্রিয়ঃ তেন বনে অদৃষ্টরূপাঃ। হার্দাৎ স্বকং পিতরম্ আখ্যাতুং তস্য মতিঃ জাতা। ১৩

ঋষ্যশৃঙ্গ আগে কখনো বনের মধ্যে এমন রূপবতী স্ত্রীলোক দেখেন নি। তিনি তাদের প্রতি হৃদ্যতা অনুভব করলেন এবং নিজের পিতৃপরিচয় দিতে ইচ্ছা করলেন। ১৩

পিতা বিভাণ্ডকোঽস্মাকং তস্যাহং সুত ঔরসঃ।
ঋষ্যশৃঙ্গ ইতি খ্যাতং নাম কর্ম চ মে ভুবি ॥১৪

অন্বয়ঃ অস্মাকং পিতা বিভাণ্ডকঃ। অহং তস্য ঔরসঃ সুতঃ ঋষ্যশৃঙ্গঃ ইতি। নাম কর্ম চ মে ভুবি খ্যাতম্। ১৪

(তিনি বললেন—) আমার পিতার নাম বিভাণ্ডক, আমি তাঁর ঔরস পুত্র আমার নাম ঋষ্যশৃঙ্গ। আমার নাম ও কর্মের (তপস্যার) কথা সকলেই জানে। ১৪

ইহাশ্রমপদোঽস্মাকং সমীপে শুভদর্শনাঃ।
করিষ্যে বোঽত্র পূজাং বৈ সর্বেষাং বিধিপূর্বকম্ ॥১৫

অন্বয়ঃ শুভদর্শনাঃ ইহ সমীপে অস্মাকম্ আশ্রমপদম্। অত্র বঃ সর্বেষাং বিধিপূর্বকং পূজাং করিষ্যে। ১৫

হে শুভদর্শন ব্যক্তিগণ, এই কাছেই আমাদের আশ্রম সেখানে আমি আপনাদের বিধিমতো সংকার করব। ১৫

ঋষিপুত্রবচঃ শ্রুত্বা সর্বাসাং মতিরাস বৈ।
তদাশ্রমপদং দ্রষ্টুং জগ্মুঃ সর্বাস্ততোঽঙ্গনাঃ ॥১৬

অন্বয়ঃ ঋষিপুত্রবচঃ শ্রুত্বা সর্বাসাং মতিঃ আস। ততঃ সর্বাঃ অঙ্গনাঃ তৎ আশ্রমপদং দ্রষ্টুং জগ্মুঃ। ১৬

ঋষিকুমারের কথা শুনে সেই স্ত্রীলোকদের তাঁর আশ্রম দেখতে ইচ্ছা হল এবং তারা সেই আশ্রম দেখতে গেল। ১৬

গতানাং তু ততঃ পূজামৃষিপুত্রশ্চকার হ।
ইদমর্ঘ্যমিদং পাদ্যমিদং মূলং ফলং চ নঃ ॥১৭

অন্বয়ঃ ততঃ ঋষিপুত্রঃ তু গতানাং পূজাং চকার—ইদম্ অর্ঘ্যম্ ইদং পাদ্যম্ ইদং চ নঃ মূলং ফলম্। ১৭

তারা আশ্রমে এলে ঋষিপুত্র তাদের সমাদর করে বললেন—আপনারা আমাদের এই অর্ঘ্য, পাদ্য, ও ফলমূল গ্রহণ করুন। ১৭

প্রতিগৃহ্য তু তাং পূজাং সর্বা এব সমুৎসুকাঃ।
ঋষেভীতাশ্চ শীঘ্রং তু গমনায় মতিং দধুঃ ॥১৮

অন্বয়ঃ সর্বাঃ এব সমুৎসুকাঃ তাং পূজাং প্রতিগৃহ্য ঋষেঃ তু ভীতাঃ চ শীঘ্রং গমনায় মতিং দধুঃ। ১৮

বারাঙ্গনারা অতি উৎসুক হয়ে ঋষ্যশৃঙ্গের পূজা গ্রহণ করল, কিন্তু (বিভাণ্ডক) ঋষির ভয়ে তখনই চলে যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হল। ১৮

অস্মাকমপি মুখ্যানি ফলানীমানি হে দ্বিজ।
গৃহাণ প্রতি ভদ্রং তে ভক্ষয়স্ব চ মা চিরম্ ॥১৯

অন্বয়: হে দ্বিজ অস্মাকম্ অপি ইমানি মুখ্যানি ফলানি প্রতি গৃহাণ। ভদ্রংতে, মা চিরং ভক্ষয়স্ব। ১৯

যাওয়ার সময় তারা তাঁকে বলল—হে ব্রাহ্মণ, আপনিও আমাদের এইসব উৎকৃষ্ট ফল গ্রহণ করুন। আপনি এগুলো শিগগির খেয়ে ফেলুন, এতে আপনার মঙ্গল হবে। ১৯

তত স্তাস্তং সমালিঙ্গ্য সর্বা হর্ষসমন্বিতাঃ।
মোদকান্ প্রদদুস্তস্মৈ ভক্ষ্যাংশ্চ বিবিধান শুভান ॥২০

অন্বয়: ততঃ তাঃ সর্বাঃ হর্ষসমন্বিতাঃ তং সমালিঙ্গ্য তস্মৈ মোদকান্ বিবিধান্ শুভান্ ভক্ষ্যান্ চ প্রদদুঃ। ২০

তারপর তারা হৃষ্টচিত্ত ঋষ্যশৃঙ্গকে আলিঙ্গন করে তাঁকে নানারকম মিষ্টান্ন ও উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য দিল। ২০

তানি চাস্বাদ্য তেজস্বী ফলানীতি স্ম মন্যতে।
অনস্বাদিতপূর্বাণি বনে নিত্যনিবাসিনাম্ ॥২১

অন্বয়: তেজস্বী তানি বনে নিত্যনিবাসিনাম্ অনাস্বাদিতপূর্বাণি আস্বাদ্য ফলানি ইতি মন্যতে স্ম। ২১

ঋষ্যশৃঙ্গ নিত্যবনবাসী, তিনি আগে কখনও এমন বস্তু আস্বাদন করেন নি, তাই তিনি আস্বাদন করে সেগুলিকে ফল বলেই মনে করলেন। ২১

আপৃচ্ছ্য চ তদা বিপ্রং ব্রতচর্যাং নিবেদ্য চ।
গচ্ছন্তি স্মাপদেশাৎ তা ভীতাস্তস্য পিতুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥২২

অন্বয়: তদা বিপ্রম্ আপৃচ্ছ্য ব্রতচর্যাং নিবেদ্য চ তাঃ স্ত্রিয়ঃ তস্য পিতুঃ ভীতাঃ অপদেশাৎ গচ্ছন্তি স্ম। ২২

তারপর সেই স্ত্রীলোকেরা নিজেদের ব্রত আচরণের ছলে ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট বিদায় নিল এবং তাঁর পিতার ভয়ে ভীত হয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করল। ২২

গতাসু তাসু সর্বাসু কাশ্যপস্যাত্মজো দ্বিজঃ।
অস্বস্থহৃদয়শ্চাসীদ্ দুঃখাচ্চ পরিবর্ততে ॥২৩

অন্বয়ঃ তাসু সর্বাসু গতাসু কাশ্যপস্য আত্মজঃ দ্বিজঃ অস্বস্থহৃদয়ঃ আসীৎ দুঃখাৎ চ পরিবর্ততে। ২৩

তারা চলে যাওয়ার পর কাশ্যপের পুত্র[২] হৃদয়ে অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করলেন এবং দুঃখিতচিত্তে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ২৩

ততোঽপরেদ্যুস্তং দেশমাজগাম স বীর্যবান্।
বিভাণ্ডকসুতঃ শ্রীমান্ মনসা চিন্তয়ন্ মুহুঃ॥
মনোজ্ঞা যত্র তা দৃষ্টা বারমুখ্যাঃ স্বলংকৃতাঃ॥ ২৪

অন্বয়ঃ ততঃ অপরেদ্যুঃ স বীর্যবান্ শ্রীমান বিভাণ্ডকসুতঃ মুহুঃ মনসা চিন্তয়ন্ তং দেশম্ আজগাম যত্র তাঃ মনোজ্ঞাঃ স্বলংকৃতাঃ বারমুখ্যাঃ দৃষ্টাঃ। ২৪

পরদিন তেজস্বী বিভাণ্ডকের পুত্র অত্যন্ত চিন্তাকুল হৃদয়ে যেখানে সেই রূপবতী উত্তম অলংকারে ভূষিতা বারাঙ্গনাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেখানে উপস্থিত হলেন। ২৪

দৃষ্ট্বৈব চ ততো বিপ্রমায়ান্তং হৃষ্টমানসাঃ।
উপসৃত্য ততঃ সর্বাস্তাস্তমূচুরিদং বচঃ॥২৫
এহ্যাশ্রমপদং সোম্য হ্যস্মাকমিতি চাব্রুবন্॥২৬
চিত্রাণ্যত্র বহূনি স্যুর্মূলানি চ ফলানি চ।
তত্রাপ্যেষ বিশেষেণ বিধির্হি ভবিতা ধ্রুবম্॥২৭

অন্বয়ঃ ততঃ বিপ্রম্ আয়ান্তং দৃষ্ট্বা এব তাঃ সর্বাঃ হৃষ্টমানসাঃ উপসৃত্য ততঃ ইদং বচঃ—সোম্য অস্মাকম্ আশ্রমপদম্ এহি ইতি চ অব্রুবন্। অত্র বহূনি চিত্রাণি মূলাণি চ স্যুঃ। তত্র অপি এষঃ বিধিঃ হি ধ্রুবং বিশেষেণ ভবিতা। ২৫-২৭

ব্রাহ্মণকে আসতে দেখে বারাঙ্গনারা হৃষ্টচিত্তে এগিয়ে এসে বলল—হে সৌম্য, আমাদের আশ্রমে চলুন, সেখানে আপনি অনেক আশ্চর্য ফলমূল পাবেন, এবং সেখানে আমরা আপনাকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করব। ২৫-২৭

শ্রুত্বা তু বচনং তাসাং সর্বাসাং হৃদয়ঙ্গমম্।
গমনায় মতিং চক্রে তং চ নিন্যুস্তদা স্ত্রিয়ঃ॥২৮

অন্বয়ঃ (সঃ) তু তাসাং সর্বাসাং হৃদয়ঙ্গমং বচনং শ্রুত্বা গমনায় মতিং চক্রে। তদা স্ত্রিয়ঃ তং চ নিন্যুঃ। ২৮

তাদের হৃদয়গ্রাহী কথা শুনে ঋষ্যশৃঙ্গ তাদের সঙ্গে যেতে সম্মত হলেন এবং তারাও তাঁকে সঙ্গে নিয়ে নগরের অভিমুখে যাত্রা করল। ২৮

তত্র চানীয়মানে তু বিপ্রে তস্মিন্ মহাত্মনি।

ববর্ষ সহসা দেবো জগৎ প্রহ্লাদয়ংস্তদা ॥২৯

অন্বয়: তস্মিন্ মহাত্মনি বিপ্রে তত্র আনীয়মানে তু তদা দেবঃ জগৎ প্রহ্লাদয়ন্ সহসা ববর্ষ। ২৯

মহাত্মা ঋষ্যশৃঙ্গ নগরে উপস্থিত হওয়া মাত্র দেবতা সকলের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ করে হঠাৎ বর্ষণ আরম্ভ করলেন। ২৯

বর্ষেণৈবাগতং বিপ্রং তাপসং স নরাধিপঃ।

প্রত্যুদ্গম্য মুনিং প্রহ্বঃ শিরসা চ মহীং গতঃ ॥৩০

অন্বয়: সঃ নরাধিপঃ বর্ষেণ এব আগতং তাপসং মুনিং বিপ্রং প্রত্যুদ্গম্য প্রহ্বঃ শিরসা চ মহীং গতঃ ৩০

একবছর ধরে ভ্রমণ করার পর সেই তপস্বী ব্রাহ্মণ নগরে উপস্থিত হলে অঙ্গরাজ তাঁর প্রত্যুদ্গমন করলেন এবং অবনত মস্তকে তাঁকে প্রণাম করলেন। ৩০

অর্ঘ্যং চ প্রদদৌ তস্মৈ ন্যায়তঃ সুসমাহিতঃ।

বব্রে প্রসাদং বিপ্রেন্দ্রাম্মা বিপ্রং মন্যুরাবিশেৎ ॥৩১

অন্বয়: (সঃ) চ সুসমাহিতঃ তস্মৈ ন্যায়তঃ অর্ঘ্যং প্রদদৌ বিপেন্দ্রাৎ প্রসাদং চ বব্রে বিপ্রং মা মন্যুঃ আবিশেৎ। ৩১

তিনি সমাহিতচিত্তে সেই ব্রাহ্মণকে বিধিমতে অর্ঘ্য প্রদান করলেন, এবং যাতে তিনি ক্রোধাবিষ্ট না হন সেজন্যে তাঁর করুণাভিক্ষা করলেন। ৩১

অন্তঃপুরং প্রবেশ্যাস্মৈ কন্যাং দত্ত্বা যথাবিধি।

শান্তাং শান্তেন মনসা রাজা হর্ষমবাপ সঃ ॥৩২

অন্বয়: সঃ রাজা অন্তঃপুরং প্রবেশ্য শান্তেন মনসা অস্মৈ কন্যাং শান্তাং দত্ত্বা হর্ষম্ অবাপ। ৩২

অবশেষে তিনি তাঁকে অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে প্রশান্ত চিত্তে বিধিমতে কন্যা সম্প্রদান করে আনন্দলাভ করলেন। ৩২

এবং স ন্যবসৎ তত্র সর্বকামৈঃ সুপূজিতঃ।

ঋষ্যশৃঙ্গো মহাতেজাঃ শান্তয়া সহ ভার্যয়া ॥৩৩

অন্বয়: এবং স মহাতেজাঃ ঋষ্যশৃঙ্গঃ সর্বকামৈঃ সুপূজিতঃ ভার্যয়া শান্তয়া সহ তত্র ন্যবসৎ। ৩৩

এইভাবে মহাতেজস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ সবরকম কাম্যবস্তু লাভ করে ভার্যা শান্তার সঙ্গে অঙ্গদেশে বাস করতে লাগলেন। ৩৩

দশম সর্গ সমাপ্ত

একাদশ সর্গ

* *

(দশরথেন ঋষ্যশৃঙ্গানয়নম্)

ভূয় এব হি রাজেন্দ্র শৃণু মে বচনং হিতম্ ।
যথা স দেবপ্রবরঃ কথয়ামাস বুদ্ধিমান্ ॥১

অন্বয় : রাজেন্দ্র ! ভূয়ঃ এব মে হিতং বচনং শৃণু যথা সঃ বুদ্ধিমান্ দেবপ্রবরঃ কথয়ামাস। ১

সুমন্ত্র দশরথকে বললেন —হে রাজেন্দ্র, দেবশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান সনৎকুমার পূর্বে আপনার সম্বন্ধে যা বলেছিলেন সেই কল্যাণকর কথাগুলি আমার কাছে আবার শুনুন। ১

ইক্ষ্বাকূণাং কুলে জাতো ভবিষ্যতি সুধার্মিকঃ ।
নাম্না দশরথো রাজা শ্রীমান্ সত্যপ্রতিশ্রবঃ ॥২

অন্বয় : ইক্ষ্বাকূণাং কুলে শ্রীমান সত্যপ্রতিশ্রবঃ সুধার্মিকঃ নাম্না দশরথঃ রাজা জাতঃ ভবিষ্যতি। ২

ইক্ষ্বাকুবংশে দশরথ নামে শ্রীমান, সত্যপরায়ণ ও ধর্মজ্ঞ এক রাজা জন্মগ্রহণ করবেন। ২

অঙ্গরাজেন সখ্যং চ তস্য রাজ্ঞো ভবিষ্যতি ।
কন্যা চাস্য মহাভাগা শান্তা নাম ভবিষ্যতি ॥৩

অন্বয় : তস্য রাজ্ঞঃ অঙ্গরাজেন সখ্যং চ ভবিষ্যতি অস্য চ শান্তা নাম মহাভাগা কন্যা ভবিষ্যতি। ৩

অঙ্গরাজের সঙ্গে সেই রাজার মিত্রতা হবে, এবং তার শান্তা[১] নামে এক সৌভাগ্যবতী কন্যা জন্মগ্রহণ করবেন। ৩

পুত্রস্ত্বঙ্গাধিরাজস্য রোমপাদ ইতি শ্রুতঃ ।
তং স রাজা দশরথো গমিষ্যতি মহাযশাঃ ॥৪

অন্বয় : অঙ্গাধিরাজস্য পুত্রঃ তু রোমপাদঃ ইতি শ্রুতঃ। সঃ মহাযশাঃ রাজা দশরথঃ তং গমিষ্যতি। ৪

মহাযশস্বী রাজা দশরথ অঙ্গরাজ রোমপাদের কাছে গিয়ে এই কথাগুলো বলবেন। ৪

অনপত্যোঽস্মি ধর্মাত্মঞ্ছান্তাভর্তা মম ক্রতুম্।
আরভেত ত্বয়াজ্ঞপ্তঃ সন্তানার্থং কুলস্য চ ॥৫

অন্বয়ঃ ধর্মাত্মন্ অনপত্যঃ অস্মি। শান্তাভর্তা ত্বয়া আপ্তঃ সন্তানার্থং কুলস্য চ (অর্থং) মম ক্রতুম আরভেত। ৫

হে ধর্মাত্মা, আমি সন্তানহীন, সুতরাং আপনি শান্তার স্বামী ঋষ্যশৃঙ্গকে আমার সন্তানলাভ ও বংশ রক্ষার জন্যে যজ্ঞ আরম্ভ করতে আজ্ঞা দিন। ৫

শ্রুত্বা রাজ্ঞোঽথ তদ্‌বাক্যং মনসাপি বিচিন্ত্য চ।
প্রদাস্যতে পুত্রবন্তং শান্তাভর্তারমাত্মবান্ ॥৬

অন্বয়ঃ অথ রাজ্ঞঃ তদ্‌বাক্যং শ্রুত্বা আত্মবান্ (রোমপাদঃ) মনসা অপি বিচিন্ত্য চ পুত্রবন্তং শান্তাভর্তারং প্রদাস্যতে। ৬

দশরথের সেই কথা শুনে দূরদর্শী রোমপাদ মনে মনে চিন্তা করে শান্তার স্বামী পুত্রবান ঋষ্যশৃঙ্গকে দশরথের হাতে প্রদান করবেন। ৬

প্রতিগৃহ্য চ তং বিপ্রং স রাজা বিগতজ্বরঃ।
আহরিষ্যতি তং যজ্ঞং প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥৭

অন্বয়ঃ সঃ রাজা বিগতজ্বরঃ তং বিপ্রং চ প্রতিগৃহ্য প্রহৃষ্টেন অন্তরাত্মনা তং যজ্ঞম্ আহরিষ্যতি। ৭

তখন রাজা দশরথ নিশ্চিন্ত হয়ে সেই ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করবেন এবং আনন্দিত চিত্তে যজ্ঞের আয়োজন করবেন। ৭

তং চ রাজা দশরথো যশস্কামঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
ঋষ্যশৃঙ্গং দ্বিজশ্রেষ্ঠং বরয়িষ্যতি ধর্মবিৎ ॥৮
যজ্ঞার্থং প্রসবার্থং চ স্বর্গার্থং চ নরেশ্বরঃ।
লভতে চ স তং কামং দ্বিজমুখ্যাদ্‌বিশাম্পতিঃ ॥৯

অন্বয়ঃ ধর্মবিৎ যশস্কামঃ কৃতাঞ্জলিঃ রাজা দশরথঃ চ তং দ্বিজশ্রেষ্ঠং ঋষ্যশৃঙ্গং বরয়িষ্যতি। সঃ বিশাম্পতিঃ নরেশ্বরঃ যজ্ঞার্থং প্রসবার্থং স্বর্গার্থং চ তং কামং দ্বিজমুখ্যাৎ লভতে। ৮-৯

তারপর ধর্মপরায়ণ রাজা দশরথ যশোলাভের ইচ্ছায় কৃতাঞ্জলিপুটে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গকে যজ্ঞের জন্যে বরণ করবেন এবং তিনিও রাজা দশরথের যজ্ঞ, পুত্রলাভ এবং স্বর্গলাভের কামনা পূর্ণ করবেন। ৮-৯

পুত্রাশ্চাস্য ভবিষ্যন্তি চত্বারোঽমিতবিক্রমাঃ।
বংশপ্রতিষ্ঠানকরাঃ সর্বভূতেষু বিশ্রুতাঃ ॥১০

অন্বয়ঃ অস্য চ চত্বারঃ অমিতবিক্রমাঃ বংশপ্রতিষ্ঠানকরাঃ সর্বভূতেষু বিশ্রুতাঃ পুত্রাঃ ভবিষ্যন্তি। ১০

রাজা দশরথের চারজন অমিতবলশালী, বংশের মুখোজ্জ্বলকারী এবং ত্রিভুবন-বিখ্যাত পুত্র জন্মগ্রহণ করবেন। ১০

এবং স দেবপ্রবরঃ পূর্বং কথিতবান্ কথাম্।
সনৎকুমারো ভগবান্ পুরা দেবযুগে প্রভুঃ ॥১১

অন্বয়ঃ সঃ দেবপ্রবরঃ ভগবান্ প্রভুঃ সনৎকুমারঃ পুরা দেবযুগে পূর্বং কথাং কথিতবান্। ১১

সুমন্ত্র আবার বললেন—মহারাজ, পুরাকালে সত্যযুগে দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান প্রভু সনৎকুমার এই প্রাচীন কাহিনী বলেছিলেন। ১১

স ত্বং পুরুষশার্দূল সমানয় সুসৎকৃতম্।
স্বয়মেব মহারাজ গত্বা সবলবাহনঃ ॥১২

অন্বয়ঃ পুরুষশার্দূল মহারাজ, সঃ ত্বং স্বয়মেব সবলবাহনঃ গত্বা সুসৎকৃতং (তম্ ঋষ্যশৃঙ্গং) সমানয়। ১২

পুরুষব্যাঘ্র মহারাজ, আপনিই স্বয়ং আপনার সৈন্য এবং অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে সেই ঋষ্যশৃঙ্গকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসুন। ১২

সুমন্ত্রস্য বচঃ শ্রুত্বা হৃষ্টো দশরথোঽভবৎ।
অনুমান্য বসিষ্ঠং চ সূতবাক্যং নিশাম্য চ।
সান্তঃপুরঃ সহামাত্যঃ প্রযযৌ যত্র স দ্বিজঃ ॥১৩

অন্বয়ঃ সুমন্ত্রস্য বচঃ শ্রুত্বা দশরথঃ হৃষ্টঃ অভবৎ। (সঃ) বসিষ্ঠম্ অনুমান্য সূতবাক্যং নিশাম্য চ সান্তঃপুরঃ সহামাত্যঃ যত্র সঃ দ্বিজঃ (তত্র) প্রযযৌ। ১৩

সুমন্ত্রের কথা শুনে দশরথ আনন্দিত হলেন, এবং সারথির কথামতো বশিষ্টের অনুমতি নিয়ে অমাত্য ও অন্তঃপুরচারিণীদের সঙ্গে সেই ব্রাহ্মণের বাসস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। ১৩

বনানি সরিতশ্চৈব ব্যতিক্রম্য শনৈঃ শনৈঃ।
অভিচক্রাম তং দেশং যত্র বৈ মুনিপুঙ্গবঃ ॥১৪

অন্বয়: বনানি সরিতঃ চ এব শনৈঃ শনৈঃ ব্যতিক্রম্য যত্র মুনিপুঙ্গবঃ তং দেশম্ অভিচক্রাম। ১৪

বহুবন এবং নদী ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করে তিনি অবশেষে সেই মুনিবরের বাসস্থানে উপস্থিত হলেন। ১৪

আসাদ্য তং দ্বিজশ্রেষ্ঠং রোমপাদসমীপগম্।
ঋষিপুত্রং দদর্শাদৌ দীপ্যমানমিবানলম্ ॥১৫

অন্বয়: তং (দেশম্) আসাদ্য (সঃ) আদৌ রোমপাদসমীপগম্ অনলম্ ইব দীপ্যমানং দ্বিজশ্রেষ্ঠং ঋষিপুত্রং দদর্শ। ১৫

সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনি রোমপাদের কাছে প্রদীপ্ত অগ্নির মতো দীপ্তিমান দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে দেখতে পেলেন। ১৫

ততো রাজা যথান্যায়ং পূজাং চক্রে বিশেষতঃ।
সখিত্বাৎ তস্য বৈ রাজ্ঞঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥১৬

অন্বয়: ততঃ রাজা প্রহৃষ্টেন অন্তরাত্মনা সখিত্বাৎ (চ) তস্য রাজ্ঞঃ যথান্যায়ং বিশেষতঃ পূজাং চক্রে। ১৬

দশরথ রোমপাদের সঙ্গে আগে থেকেই সখ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, তাঁকে দেখে রোমপাদ রীতি অনুসারে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করলেন। ১৬

রোমপাদেন চাখ্যাতমৃষিপুত্রায় ধীমতে।
সখ্যং সম্বন্ধকং চৈব তদা তং প্রত্যপূজয়ৎ ॥১৭

অন্বয়: রোমপাদেন চ ধীমতে ঋষিপুত্রায় সখ্যং সম্বন্ধকং চ এব আখ্যাতম্। তদা (সঃ) তং প্রত্যপূজয়ৎ। ১৭

তারপর তিনি ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে দশরথের সঙ্গে তাঁর মিত্রতা ও আত্মীয়তার কথা জানালে, তিনি তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন,। ১৭

এবং সুসংকৃতস্তেন সহোষিত্বা নরর্ষভঃ।
সপ্তাষ্টদিবসান্ রাজা রাজানমিদমব্রবীৎ ॥১৮

অন্বয়: এবং সুসংকৃতঃ নরর্ষভঃ রাজা তেন সহ সপ্তাষ্টদিবসান্ উষিত্বা রাজানম্ ইদম্ অব্রবীৎ। ১৮

এই ভাবে সমাদর লাভ করে নরশ্রেষ্ঠ রাজা দশরথ রোমপাদের সঙ্গে সাত আট দিন কাটাবার পর তাঁকে বললেন—। ১৮

শান্তা তব সুতা রাজন্ সহ ভর্ত্রা বিশাংপতে।
মদীয়ং নগরং যাতু কার্যং হি মহদুদ্যতম্ ॥১৯

অন্বয়: বিশাংপতে রাজন্ তব সুতা শান্তা ভর্ত্রা সহ মদীয়ং নগরং যাতু। মহৎ কার্যং হি উদ্যতম্। ১৯

মহারাজ আমি একটি মহৎ কর্মের উদ্যোগ করেছি, সে জন্যে আপনার কন্যা শান্তাকে তাঁর স্বামীর সঙ্গে আমার পুরীতে যেতে হবে। ১৯

তথেতি রাজা সংশ্রুত্য গমনং তস্য ধীমতঃ।
উবাচ বচনং বিপ্রং গচ্ছ ত্বং সহ ভার্যয়া ॥২০

অন্বয়: রাজা তস্য ধীমতঃ গমনং তথা ইতি সংশ্রুত্য বিপ্রং বচনম্ উবাচ—ত্বং ভার্যয়া সহ গচ্ছ। ২০

রোমপাদ তখন ধীমান ঋষ্যশৃঙ্গের গমনের সম্মতি দিয়ে তাঁকে বললেন— বৎস, তুমি তোমার ভার্যার সঙ্গে অযোধ্যায় যাও। ২০

ঋষিপুত্রঃ প্রতিশ্রুত্য তথেত্যাহ নৃপং তদা।
স নৃপেণাভ্যনুজ্ঞাতঃ প্রযযৌ সহ ভার্যয়া ॥২১

অন্বয়: তদা ঋষিপুত্রঃ নৃপং প্রতিশ্রুত্য আহ তথা ইতি। সঃ নৃপেণ অভ্যনুজ্ঞাতঃ ভার্যয়া সহ প্রযযৌ। ২১

সেই ঋষিপুত্রও রাজা দশরথকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললেন—মহারাজ, তাই হবে। তারপর তিনি রাজা রোমপাদের অনুমতি নিয়ে ভার্যার সঙ্গে যাত্রা করলেন। ২১

তাবন্যোন্যাঞ্জলিং কৃত্বা স্নেহাৎ সংশ্লিষ্য চোরসা।
ননন্দতুর্দশরথো রোমপাদশ্চ বীর্যবান্ ॥২২

অন্বয়: তৌ অন্যোন্যাঞ্জলিং কৃত্বা স্নেহাৎ চ উরসা সংশ্লিষ্য দশরথঃ বীর্যবান্ রোমপাদঃ চ ননন্দতুঃ। ২২

বিদায়লগ্নে দশরথ ও রোমপাদ পরস্পরকে কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন করে এবং স্নেহভরে আলিঙ্গন করে পরম প্রীতি লাভ করলেন। ২২

ততঃ সুহৃদমাপৃচ্ছ্য প্রস্থিতো রঘুনন্দনঃ।
পৌরেষু প্রেষয়ামাস দূতান্ বৈ শীঘ্রগামিনঃ ॥২৩

অন্বয় : ততঃ রঘুনন্দনঃ সুহৃদম্ আপৃচ্ছ্য প্রস্থিতঃ (চ) পৌরেষু শীঘ্রগামিনঃ দূতান্ প্রেষয়ামাস। ২৩

তারপর দশরথ মিত্র রোমপাদের নিকট বিদায় নিয়ে প্রস্থান করলেন, এবং অযোধ্যায় পুরবাসীদের কাছে দ্রুতগামী দূতদের পাঠালেন। ২৩

ক্রিয়তাং নগরং সর্বং ক্ষিপ্রমেব স্বলংকৃতম্।
ধূপিতং সিক্তসংসৃষ্টং পতাকাভিরলংকৃতম্ ॥২৪

অন্বয় : ক্ষিপ্রম্ এব সর্বং নগরং স্বলংকৃতং ধূপিতং সিক্তসংসৃষ্টং পতাকাভিঃ অলংকৃতং ক্রিয়তাম্। ২৪

(তিনি তাদের নির্দেশ পাঠালেন—) অবিলম্বে সমস্ত নগরকে সুসজ্জিত, ধূপবাসিত, জলসিক্ত, পরিষ্কৃত এবং পতাকায় সুশোভিত করা হোক। ২৪

ততঃ প্রহৃষ্টাঃ পৌরাস্তে শ্রুত্বা রাজানমাগতম্।
তথা প্রচক্রুস্তৎসর্বং রাজ্ঞা যৎ প্রেষিতং তদা ॥২৫

অন্বয় : ততঃ তে পৌরাঃ রাজানম্ আগতং শ্রুত্বা প্রহৃষ্টাঃ রাজ্ঞা যৎপ্রেষিতং তদা তৎসর্বং তথা প্রচক্রুঃ। ২৫

পুরবাসীরাও রাজা আসছেন শুনে আনন্দিত হয়ে তিনি যা নির্দেশ পাঠিয়েছেন সেই মতো সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করল। ২৫

ততঃ স্বলংকৃতং রাজা নগরং প্রবিবেশ হ।
শঙ্খদুন্দুভিনির্হ্রাদৈঃ পুরস্কৃত্বা দ্বিজর্ষভম্ ॥২৬

অন্বয় : ততঃ রাজা দ্বিজর্ষভং পুরস্কৃত্বা শঙ্খদুন্দুভিনির্হ্রাদৈঃ স্বলংকৃতং নগরং প্রবিবেশ। ২৬

তারপর রাজা দশরথ দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গকে সম্মুখে নিয়ে শঙ্খ ও দুন্দুভিনিনাদের মধ্যে সুসজ্জিত নগরে প্রবেশ করলেন। ২৬

ততঃ প্রমুদিতাঃ সর্বে দৃষ্ট্বা বৈ নাগরা দ্বিজম্।
প্রবেশ্যমানং সৎকৃত্য নরেন্দ্রেণেন্দ্রকর্মণা ॥২৭

অন্বয় : ততঃ সর্বে নাগরাঃ ইন্দ্রকর্মণা প্রবেশ্যমানং দ্বিজং দৃষ্ট্বা সৎকৃত্য প্রমুদিতাঃ। ২৭

তখন নগরবাসীরা ইন্দ্রের মতো কীর্তিমান রাজা দশরথের সঙ্গে দ্বিজ ঋষ্যশৃঙ্গকে নগরে প্রবেশ করতে দেখে মহানন্দে তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন। ২৭

যথা দিবি সুরেন্দ্রেণ সহস্রাক্ষেণ কাশ্যপম্।
অন্তঃপুরং প্রবেশ্যৈনং পূজাং কৃত্বা চ শাস্ত্রতঃ॥
কৃতকৃত্যং তদাত্মানং মেনে তস্যোপবাহনাৎ॥২৮

অন্বয়: যথা দিবি সহস্রাক্ষেণ সুরেন্দ্রেণ কাশ্যপং তথা এনম্ অন্তঃপুরং প্রবেশ্য শাস্ত্রতঃ পূজাং কৃত্বা তস্য উপবাহনাৎ তদা আত্মানং কৃতকৃত্যং মেনে। ২৮

যেমন সহস্রলোচন দেবরাজ ইন্দ্র কাশ্যপ বামনদেবকে সঙ্গে নিয়ে দেবলোকে প্রবেশ করেছিলেন, তেমনই রাজা দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে সঙ্গে নিয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন, এবং শাস্ত্রবিধি অনুসারে তাঁর পূজা ও সেবা করে নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করলেন। ২৮

অন্তঃপুরাণি সর্বাণি শান্তাং দৃষ্ট্বা তথাগতাম্।
সহ ভর্ত্রা বিশালাক্ষীং প্রীত্যানন্দমুপাগমন্॥২৯

অন্বয়: সর্বাণি অন্তঃপুরাণি ভর্ত্রা সহ তথাগতাং বিশালাক্ষীং শান্তাং দৃষ্ট্বা প্রীত্যা আনন্দম্ উপাগমন্। ২৯

অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকেরা বিশালাক্ষী শান্তাকে স্বামীর সঙ্গে আসতে দেখে পরম প্রীতি লাভ করলেন। ২৯

পূজ্যমানা তু তাভিঃ সা রাজ্ঞা চৈব বিশেষতঃ।
উবাস তত্র সুখিতা কঞ্চিৎ কালং সভর্তৃকা॥৩০

অন্বয়: তাভিঃ রাজ্ঞা চ এব বিশেষতঃ পূজ্যমানা সা সভর্তৃকা তত্র সুখিতা কঞ্চিৎ কালম্ উবাস। ৩০

তারপর শান্তা ও তাঁর স্বামী রাজা দশরথ ও অন্তঃপুরবাসিনীদের বিশেষ সম্বর্ধনা লাভ করে পরমানন্দে অযোধ্যায় কিছুকাল কাটালেন। ৩০

একাদশ সর্গ সমাপ্ত

দ্বাদশ সর্গ

যজ্ঞসম্ভারসম্ভরণম্

তত: কালে বহুতিথে কস্মিংশ্চিৎ সুমনোহরে।

বসন্তে সমনুপ্রাপ্তে রাজ্ঞো যষ্টুং মনোঽভবৎ ॥১

অন্বয়: তত: বহুতিথে কালে কস্মিংশ্চিৎ সুমনোহরে বসন্তে প্রাপ্তে রাজ্ঞ: যষ্টুং মন: অভবৎ। ১

বহুদিন গত হওয়ার পর মনোরম বসন্তকাল উপস্থিত হলে রাজা দশরথের যজ্ঞ করার ইচ্ছা হল। ১

তত: প্রণম্য শিরসা তং বিপ্রং দেববর্ণিনম্।

যজ্ঞায় বরয়ামাস সন্তানার্থং কুলস্য চ ॥২

অন্বয়: তত: তং দেববর্ণিনং বিপ্রং শিরসা প্রণম্য সন্তানার্থং কুলস্য চ (অর্থং) যজ্ঞায় বরয়ামাস। ২

তখন তিনি সেই দেবস্বরূপ ব্রাহ্মণ ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রণাম করে সন্তান লাভ ও বংশ রক্ষার জন্যে তাঁকে যজ্ঞে বরণ করলেন। ২

তথেতি চ স রাজানমুবাচ বসুধাধিপম্।

সম্ভারা: সম্ভ্রিয়ন্তাং তে তুরগশ্চ বিমুচ্যতাম্ ॥৩

অন্বয়: তথা চ স: বসুধাধিপং রাজানম্ উবাচ—সম্ভারা: তে সম্ভ্রিয়ন্তাং তুরগ: চ বিমুচ্যতাং ইতি। ৩

তখন ঋষ্যশৃঙ্গ সেই বসুধাপতি রাজাকে বললেন—মহারাজ, আপনার যজ্ঞসম্ভার সংগ্রহ করুন এবং যজ্ঞের অশ্বকে বন্ধন মুক্ত করুন। ৩

ততোঽব্রবীন্নৃপো বাক্যং সুমন্ত্রং মন্ত্রিসত্তমম্।

সুমন্ত্রাবাহয় ক্ষিপ্রমৃত্বিজো ব্রহ্মবাদিন: ॥৪

অন্বয়: তত: নৃপ: মন্ত্রিসত্তমং সুমন্ত্রং বাক্যম্ অব্রবীৎ—সুমন্ত্র! ক্ষিপ্রং ব্রহ্মবাদিন: ঋত্বিজ: আবাহয়। ৪

তখন রাজা মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ সুমন্ত্রকে বললেন—সুমন্ত্র, আপনি অবিলম্বে ব্রহ্মবাদী ঋত্বিকদের আমন্ত্রণ করে আসুন। ৪

সুযজ্ঞং বামদেবং চ জাবালিমথ কাশ্যপম্।
পুরোহিতং বসিষ্ঠং চ যে চান্যে দ্বিজসত্তমাঃ ॥৫

অন্বয়ঃ সুযজ্ঞং বামদেবং চ জাবালিম্ অথ কাশ্যপং পুরোহিতং বসিষ্ঠং চ যে চ অন্যে দ্বিজসত্তমাঃ (তান্ আবাহয়)। ৫

সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কশ্যপ, পুরোহিত, বশিষ্ঠ এবং অন্যান্য যে-সব দ্বিজশ্রেষ্ঠ আছেন তাঁদের আমন্ত্রণ করুন। ৫

ততঃ সুমন্ত্রস্ত্বরিতং গত্বা ত্বরিতবিক্রমঃ।
সমানয়ৎ স তান্ সর্বান সমস্তান্ বেদপারগান্ ॥৬

অন্বয়ঃ ততঃ ত্বরিতবিক্রমঃ সুমন্ত্রঃ গত্বা তান্ সর্বান্ সমস্তান্ বেদপারগান্ ত্বরিতং সমানয়ৎ। ৬

সুমন্ত্র তখন দ্রুতগামী রথে গিয়ে সেইসব বেদপারদর্শী ঋত্বিকদের সত্বর নিয়ে এলেন। ৬

তান্ পূজয়িত্বা ধর্মাত্মা রাজা দশরথস্তদা।
ধর্মার্থসহিতং যুক্তং শ্লক্ষ্ণং বচনমব্রবীৎ ॥৭

অন্বয়ঃ ধর্মাত্মা রাজা দশরথঃ তদা তান্ পূজয়িত্বা ধর্মার্থসহিতং যুক্তং শ্লক্ষ্ণং বচনম্ অব্রবীৎ। ৭

ধর্মাত্মা রাজা দশরথ তখন তাঁদের অভ্যর্থনা করে ধর্মার্থযুক্ত এবং সুসঙ্গত মধুর বাক্য বললেন—। ৭

মম তাতপ্যমানস্য পুত্রার্থং নাস্তি বৈ সুখম্।
পুত্রার্থং হয়মেধেন যক্ষ্যামীতি মতির্মম ॥৮
তদহং যষ্টুমিচ্ছামি হয়মেধেন কর্মণা।
ঋষিপুত্রপ্রভাবেণ কামান্ প্রাপ্স্যামি চাপ্যহম্ ॥৯

অন্বয়ঃ তাতপ্যমানস্য মম পুত্রার্থং সুখং নাস্তি। পুত্রার্থং হয়মেধেন যক্ষ্যামি ইতি মম মতিঃ। তৎ অহং হয়মেধেন কর্মণা যষ্টুম্ ইচ্ছামি। ঋষিপুত্রপ্রভাবেণ চ অহং কামান্ অপি প্রাপ্স্যামি। ৮-৯

অপুত্রকতার দরুন আমি অত্যন্ত সন্তপ্ত এবং এজন্য আমার বিন্দুমাত্র সুখ নাই। সুতরাং পুত্রকামনায় আমার অশ্বমেধ যজ্ঞ করার ইচ্ছে হয়েছে। ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের প্রভাবে আমার সেই কামনা সিদ্ধ হবে। ৮-৯

ততঃ সাধ্বিতি তদ্‌বাক্যং ব্রাহ্মণাঃ প্রত্যপূজয়ন্।
বাসিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্বে পার্থিবস্য মুখাচ্চ্যুতম্ ॥১০

অন্বয়: ততঃ বসিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্বে ব্রাহ্মণাঃ পার্থিবস্য মুখাৎ চ্যুতং তদ্ বাক্যং সাধু ইতি প্রত্যপূজয়ন্। ১০

তখন বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা নৃপতির মুখনিঃসৃত সেই বাক্যকে সাধুবাদ দিলেন। ১০

ঋষ্যশৃঙ্গপুরোগাশ্চ প্রত্যূচুর্নৃপতিং তদা।
সম্ভারাঃ সম্ভ্রিয়ন্তাং তে তুরগশ্চ বিমুচ্যতাম্ ॥১১

অন্বয়: ঋষ্যশৃঙ্গপুরোগাঃ চ ঋত্বিজঃ তদা নৃপতিং প্রত্যূচুঃ সম্ভারাঃ সম্ভ্রিয়ন্তাং তে তুরগঃ চ বিমুচ্যতাম্। ১১

ঋষ্যশৃঙ্গকে পুরোবর্তী করে ঋত্বিকেরা তখন নৃপতিকে বললেন—মহারাজ, আপনার যজ্ঞসম্ভার সংগ্রহ করুন এবং যজ্ঞের অশ্বকে বন্ধনমুক্ত করুন। ১১

সর্বথা প্রাপ্স্যসে পুত্রাংশ্চতুরোঽমিতবিক্রমান।
. যস্য তে ধার্মিকী বুদ্ধিরিয়ং পুত্রার্থমাগতা ॥১২

অন্বয়: সর্বথা অমিতবিক্রমান্ চতুরঃ পুত্রান্ প্রাপ্স্যসে যস্য তে পুত্রার্থম্ ইয়ং ধার্মিকী বুদ্ধিঃ আগতা। ১২

পুত্রকামনায় আপনার এই ধর্মবুদ্ধি উপস্থিত হয়েছে, সুতরাং আপনি নিশ্চয়ই অমিতবলশালী চারটি পুত্র লাভ করবেন। ১২,

ততঃ প্রীতোঽভবদ্রাজা শ্রুত্বা তু দ্বিজভাষিতম্।
অমাত্যানব্রবীদ্রাজা হর্ষেণেদং শুভাক্ষরম্ ॥১৩

অন্বয়: ততঃ রাজা তু দ্বিজভাষিতং শ্রুত্বা প্রীতঃ অভবৎ। রাজা হর্ষেণ অমাত্যান্ ইদং শুভাক্ষরম্ অব্রবীৎ। ১৩

রাজা দশরথ ব্রাহ্মণদের কথা শুনে প্রীত হলেন এবং আনন্দিতচিত্তে অমাত্যদের এই মঙ্গলজনক কথাগুলি বললেন—। ১৩

গুরূণাং বচনাচ্ছীঘ্রং সম্ভারাঃ সম্ভ্রিয়ন্তু মে।
সমর্থাধিষ্ঠিতশ্চাশ্বঃ সোপাধ্যায়ো বিমুচ্যতাম্ ॥১৪

অন্বয়ঃ গুরূণাং বচনাৎ শীঘ্রং সম্ভারাঃ সম্ভ্রিয়ন্তু, সমর্থাধিষ্ঠিতঃ মে অশ্বঃ চ সোপাধ্যায়ঃ বিমুচ্যতাম্। ১৪

আপনারা আমাদের কথামতো যজ্ঞসম্ভার আহরণ করুন, এবং আমার সুলক্ষণযুক্ত ও উৎসর্গীকৃত অশ্বটিকে বন্ধনমুক্ত করে উপধ্যায়ের[১] সঙ্গে প্রেরণ করুন। ১৪

সরয্বাশ্চোত্তরে তীরে যজ্ঞভূমির্বিধীয়তাম্।
শান্তয়শ্চাভিবর্ধন্তাং যথাকল্পং যথাবিধি ॥১৫

অন্বয়ঃ সরয্বাঃ উত্তরে তীরে যজ্ঞভূমিঃ যথাকল্পং যথাবিধি বিধীয়তাং শান্তয়ঃ চ অভিবর্ধন্তাম্। ১৫

সরযূর উত্তর তীরে শাস্ত্রবিধি অনুসারে অভীষ্টমতো এক যজ্ঞভূমি নির্মাণ করুন এবং দেখুন সর্বত্র যেন শান্তি বিরাজ করে। ১৫

শক্যঃ কর্তুময়ং যজ্ঞঃ সর্বেণাপি মহীক্ষিতা।
নাপরাধো ভবেৎ কষ্টো যদ্যস্মিন্ ক্রতুসত্তমে ॥১৬

অন্বয়ঃ অয়ং যজ্ঞঃ সর্বেণ অপি মহীক্ষিতা কর্তুং শক্যঃ যদি অস্মিন্ ক্রতুসত্তমে অপরাধঃ কষ্টঃ (বা) ন ভবেৎ। ১৬

যদি এই মহাযজ্ঞে ত্রুটি অথবা ক্লেশ না হত, তবে সব রাজাই এই যজ্ঞ করতে সমর্থ হতেন। ১৬

ছিদ্রং হি মৃগয়ন্ত্যেতে বিদ্বাংসো ব্রহ্মরাক্ষসাঃ।
বিধিহীনস্য যজ্ঞস্য সদ্যঃ কর্তা বিনশ্যতি ॥১৭

অন্বয়ঃ এতে বিদ্বাংসঃ ব্রহ্মরাক্ষসাঃ ছিদ্রং মৃগয়ন্তি। বিধিহীনস্য যজ্ঞস্য কর্তা সদ্যঃ বিনশ্যতি। ১৭

এই বিদ্বান ব্রহ্মরাক্ষসেরা[২] যজ্ঞের ছিদ্র অন্বেষণ করে, এবং বিধিহীন যজ্ঞের কর্তাকে সদ্য বিনাশ করে। ১৭

তদ্ যথা বিধিপূর্বং মে ক্রতুরেষ সমাপ্যতে।
তথা বিধানং ক্রিয়তাং সমর্থাঃ করণেষ্বিহ ॥১৮

অন্বয়ঃ তৎ যথা মে এষঃ ক্রতুঃ বিধিপূর্বং সমাপ্যতে তথা বিধানং ক্রিয়তাম্। (ভবন্তঃ) ইহ করণেষু সমর্থাঃ। ১৮

সুতরাং যাতে আমার এই যজ্ঞ বিধিমতো সম্পন্ন হয়, সেই ব্যবস্থা করুন।। আপনারাই এই কাজের উপযুক্ত। ১৮

তথেতি চ ততঃ সর্বে মন্ত্রিণঃ প্রত্যপূজয়ন্।
পার্থিবেন্দ্রস্য তদ্‌বাক্যং যথাজ্ঞপ্তমকুর্বত ॥১৯

অন্বয় : সর্বে মন্ত্রিণঃ পার্থিবেন্দ্রস্য তৎ বাক্যং তথা ইতি প্রত্যপূজয়ন্ যথা চ আজ্ঞপ্তং (তথা) অকুর্বত। ১৯

তখন মন্ত্রীরা মহারাজের বাক্যকে 'তাই হবে' বলে অভিনন্দিত করে তাঁর আজ্ঞা-মতো কাজ করলেন। ১৯

ততো দ্বিজাস্তে ধর্মজ্ঞমস্তুবন্ পার্থিবর্ষভম্।
অনুজ্ঞাতাস্ততঃ সর্বে পুনর্জগ্মুর্যথাগতম্ ॥২০

অন্বয় : ততঃ তে দ্বিজাঃ ধর্মজ্ঞং পার্থিবর্ষভম্ অস্তুবন্। ততঃ অনুজ্ঞাতাঃ সর্বে যথা আগতং (তথা) পুনঃ জগ্মুঃ। ২০

তারপর ব্রাহ্মণেরা ধর্মজ্ঞ নৃপশ্রেষ্ঠের স্তুতি করলেন এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করলেন। ২০

গতানাং তেষু বিপ্রেষু মন্ত্রিণস্তান্ নরাধিপঃ।
বিসর্জয়িত্বা স্বং বেশ্ম প্রবিবেশ মহামতিঃ ॥২১

অন্বয় : তেষু বিপ্রেষু গতানাং মহামতিঃ নরাধিপঃ তান্ মন্ত্রিণঃ বিসর্জয়িত্বা স্বং বেশ্ম প্রবিবেশ। ২১

ব্রাহ্মণেরা চলে যাওয়ার পর মহামতি রাজা মন্ত্রীদের বিদায় দিয়ে নিজগৃহে প্রবেশ করলেন। ২১

দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত

ত্রয়োদশ সর্গ

যজ্ঞশালাপ্রবেশঃ

পুনঃ প্রাপ্তে বসন্তে তু পূর্ণঃ সংবৎসরোঽভবৎ।
প্রসবার্থং গতো যষ্টুং হয়মেধেন বীর্যবান্ ॥১

অন্বয় : পুনঃ বসন্তে প্রাপ্তে তু সংবৎসরঃ পূর্ণঃ অভবৎ। বীর্যবান্ (রাজা) প্রসবার্থং হয়মেধেন যষ্টুং গতঃ। ১

আবার বসন্তকাল ফিরে এলে যখন সংবৎসর পূর্ণ হল, তখন মহাবীর রাজা দশরথ অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে প্রবৃত্ত হলেন। ১

অভিবাদ্য বসিষ্ঠং চ ন্যায়তঃ প্রতিপূজ্য চ।
অব্রবীৎ প্রশ্রিতং বাক্যং প্রসবার্থং দ্বিজোত্তমম্ ॥২

অন্বয় : দ্বিজোত্তমম্ অভিবাদ্য ন্যায়তঃ প্রতিপূজ্য চ প্রসবার্থং প্রশ্রিতং বাক্যম্ অব্রবীৎ। ২

তিনি পুত্রকামনায় দ্বিজশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে অভিবাদন ও বিধিমতো পূজা করে সবিনয়ে বললেন—। ২

যজ্ঞো মে ক্রিয়তাং ব্রহ্মন্ যথোক্তং মুনিপুঙ্গব।
যথা ন বিঘ্নাঃ ক্রিয়ন্তে যজ্ঞাঙ্গেষু বিধীয়তাম্ ॥৩

অন্বয় : মুনিপুঙ্গব ব্রহ্মন্! যজ্ঞঃ মে যথোক্তং ক্রিয়তাং যথা যজ্ঞাঙ্গেষু বিঘ্নাঃ ন ক্রিয়ন্তে (তথা) বিধীয়তাম্। ৩

হে মুনিশ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ, আপনি আমার যজ্ঞ যথারীতি সম্পন্ন করুন, এবং যাতে যজ্ঞের আঙ্গিকের কোনো বিঘ্ন না ঘটে সে ব্যবস্থা করুন। ৩

ভবান্ স্নিগ্ধঃ সুহৃন্মহ্যং গুরুশ্চ পরমো মহান্।
বোঢ়ব্যো ভবতা চৈব ভারো যজ্ঞস্য চোদ্যতঃ ॥৪

অন্বয় : ভবান্ মহ্যং স্নিগ্ধঃ পরমঃ সুহৃৎ মহান্ গুরুঃ চ। ভবতা চ এব যজ্ঞস্য উদ্যতঃ ভারঃ বোঢ়ব্যঃ। ৪

আপনি আমার প্রতি স্নেহশীল, এবং আমার পরম মিত্র ও মহাগুরু; আপনিই আমার এই আসন্ন যজ্ঞের ভার বহন করবার উপযুক্ত ব্যক্তি। ৪

তথেতি চ স রাজানমব্রবীদ্ দ্বিজসত্তমঃ।
করিষ্যে সর্বমেবৈতদ্ ভবতা যৎসমর্থিতম্ ॥৫

অন্বয়: সঃ দ্বিজসত্তমঃ রাজানম্ অব্রবীৎ তথা ইতি; ভবতা চ যৎ সমর্থিতম্ এতৎ সর্বম্ এব করিষ্যে। ৫

সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ তখন রাজাকে বললেন—মহারাজ, তাই হবে; আপনি যা বলবেন তা সবই আমি করব।৫

ততোঽব্রবীদ্ দ্বিজান্ বৃদ্ধান্ যজ্ঞকর্মসু নিষ্ঠিতান্।
স্থাপত্যে নিষ্ঠিতাংশ্চৈব বৃদ্ধান্ পরমধার্মিকান্ ॥৬
কর্মান্তিকান্ শিল্পকারান্ বর্ধকীন্ খনকানপি।
গণকান্ শিল্পিনশ্চৈব তথৈব নটনর্তকান্ ॥
তথা শুচীন্ শাস্ত্রবিদঃ পুরুষান্ সুবহুশ্রুতান্ ॥৭
যজ্ঞকর্ম সমীহন্তাং ভবন্তো রাজশাসনাৎ।
ইষ্টকা বহুসাহস্রীঃ শীঘ্রমানীয়তামিতি ॥৮

অন্বয়: ততঃ (সঃ) যজ্ঞকর্মসু নিষ্ঠিতান্ পরমধার্মিকান্ বৃদ্ধান্ দ্বিজান্ স্থাপত্য-নিষ্ঠিতান্ কর্মান্তিকান্ শিল্পকারান্ বর্ধকীন্ খনকান্ অপি গণকান্ শিল্পিনঃ চ এব তথা নটনর্তকান্ তথা শুচীন্ শাস্ত্রবিদঃ সুবহুশ্রুতান্ পুরুষান্ অব্রবীৎ—ভবন্তঃ রাজ-শাসনাৎ যজ্ঞকর্ম সমীহন্তাং বহুসাহস্রীঃ ইষ্টকাঃ শীঘ্রম্ আনীয়তাম্ ইতি। ৬-৮

তারপর বশিষ্ঠ যজ্ঞকর্মে নিষ্ঠাবান, পরম ধর্মিক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, স্থাপত্যকর্মে নিষ্ঠাবান কর্মী, শিল্পকার, সূত্রধর, খনক, গণক, শিল্পী, নট, নর্তক, এবং শুদ্ধচরিত্র, শাস্ত্রজ্ঞ ও সুপণ্ডিত পুরুষদের আহ্বান করে বললেন—

আপনারা রাজার আদেশে যজ্ঞের জন্যে প্রস্তুত হোন এবং অবিলম্বে হাজার হাজার ইট জোগাড় করুন। ৬-৮

উপকার্যাঃ ক্রিয়ন্তাং চ রাজ্ঞো বহুগুণান্বিতাঃ।
ব্রাহ্মণাবসথাশ্চৈব কর্তব্যাঃ শতশঃ শুভাঃ ॥৯

অন্বয়: রাজ্ঞঃ বহুগুণান্বিতাঃ উপকার্যাঃ ক্রিয়ন্তাম্ শুভাঃ ব্রাহ্মণাবসথাঃ চ এব শতশঃ কর্তব্যাঃ। ৯

আপনাদের নানারকম সুখসুবিধাযুক্ত রাজকীয় শিবির এবং ব্রাহ্মণদের শত শত রমণীয় বাসস্থান নির্মাণ করতে হবে। ৯

ভক্ষ্যান্নপানৈর্বহুভিঃ সমুপেতাঃ সুনিষ্ঠিতাঃ।
তথা পৌরজনস্যাপি কর্তব্যাশ্চ সুবিস্তরাঃ ॥১০

অন্বয়ঃ তথা চ পৌরজনস্য অপি বহুভিঃ ভক্ষ্যান্নপানৈঃ সমুপেতাঃ সুবিস্তরাঃ সুনিষ্ঠিতাঃ (অবসথাঃ) কর্তব্যাঃ। ১০

এছাড়া পুরবাসীদের জন্যেও নানারকম ভোজ্য ও পানীয়-সংবলিত প্রচুর সুবিন্যস্ত গৃহের ব্যবস্থা করতে হবে। ১০

আগতানাং সুদূরাচ্চ পার্থিবানাং পৃথক্ পৃথক্।
বাজিবারণশালাশ্চ তথা শয্যাগৃহাণি চ ॥
ভটানাং মহদাবাসা বৈদেশিকনিবাসিনাম্ ॥১১
আবাসা বহুভক্ষ্যা বৈ সর্বকামৈরুপস্থিতাঃ।
সর্বে বর্ণা যথা পূজাং প্রাপ্নুবন্তি সুসংকৃতাঃ ॥১২

অন্বয়ঃ সুদূরাৎ চ আগতানাং পার্থিবানাং পৃথক্ পৃথক্ বাজিবারণশালাঃ তথা শয্যাগৃহাণি চ বৈদেশিকনিবাসিনাং ভটানাং মহদাবাসাঃ বহুভক্ষ্যাঃ আবাসাঃ চ (কর্তব্যাঃ)। সর্বকামৈঃ উপস্থিতাঃ সর্বে বর্ণাঃ যথা সুসংকৃতাঃ পূজাং প্রাপ্নুবন্তি (তথা কর্তব্যম্)। ১১-১২

বহুদূর থেকে যে সব রাজারা এসেছেন তাঁদের জন্যে পৃথক পৃথক অশ্বশালা, হস্তিশালা এবং শয্যাগৃহ নির্মাণ করতে হবে। এ ছাড়া বিদেশী চারণদের জন্যে বিশাল বাসগৃহ এবং বহু ব্যক্তির একত্রে ভোজনের উপযোগী ভোজনশালাও নির্মাণ করতে হবে। নানারকম কামনা নিয়ে যে সমস্ত বিভিন্ন বর্ণের লোক উপস্থিত হয়েছেন তাঁরা যাতে উপযুক্ত সমাদর পান তাও আপনাদের দেখতে হবে। ১১-১২

তথা পৌরজনস্যাপি জনস্য বহুশোভনম্।
দাতব্যমন্নং বিধিবৎ সংকৃত্য ন তু লীলয়া ॥১৩
ন চাবজ্ঞা প্রযোক্তব্যা কামক্রোধবশাদপি ॥১৪

অন্বয়ঃ তথা পৌরজনস্য অপি জনস্য বহুশোভনম্ অন্নং বিধিবৎ সংকৃত্য ন তু লীলয়া দাতব্যম্। কামক্রোধবশাৎ অপি অবজ্ঞা ন প্রযোক্তব্যা। ১৩-১৪

এছাড়া পুরবাসী এবং জনপদবাসীদের নানা উপচারে সজ্জিত অন্ন বিধিমতো সমাদর করে পরিবেষণ করতে হবে, এ বিষয়ে কোনো অবহেলা করা চলবে না। কাম বা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তাদের প্রতি যেন অবজ্ঞা প্রকাশ করা না হয়। ১৩-১৪

যজ্ঞকর্মসু যেঽব্যগ্রাঃ পুরুষাঃ শিল্পিনস্তথা।
তেষামপি বিশেষেণ পূজা কার্যা যথাক্রমম্ ॥
যে স্যুঃ সম্পূজিতাঃ সর্বে বসুভির্ভোজনেন চ ॥১৫

অন্বয়ঃ যজ্ঞকর্মসু যেঃ অব্যগ্রাঃ পুরুষাঃ তথা শিল্পিনঃ তেষাম্ অপি যথাক্রমং বিশেষেণ পূজা কার্যা, যে সর্বে বসুভিঃ ভোজনেন সম্পূজিতাঃ স্যুঃ। ১৫

আবার যজ্ঞের কাজে যে-সব নিষ্ঠাবান পুরুষ ও শিল্পী নিযুক্ত আছেন তাঁরাও যেন নিজেদের মর্যাদা অনুসারে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা পান এবং উপযুক্ত অর্থ ও আহার লাভ করেন তাও আপনাদের দেখতে হবে। ১৫

যথা সর্বং সুবিহিতং ন কিঞ্চিৎ পরিহীয়তে।
তথা ভবন্তঃ কুর্বন্তু প্রীতিযুক্তেন চেতসা ॥১৬

অন্বয়ঃ যথা সর্বং সুবিহিতং ন কিঞ্চিং পরিহীয়তে তথা ভবন্তঃ প্রীতিযুক্তেন চেতসা কুর্বন্তু। ১৬

আপনারা এভাবে আনন্দে কাজ করুন যাতে সমস্তকিছু বিধিমতো সম্পন্ন হয় এবং কোথাও ত্রুটি না ঘটে। ১৬

ততঃ সর্বে সমাগত্য বসিষ্ঠমিদমব্রুবন্।
যথেষ্টং তৎ সুবিহিতং ন কিঞ্চিৎ পরিহীয়তে ॥১৭
যথোক্তং তৎ করিষ্যামো ন কিঞ্চিৎ পরিহাস্যতে ॥১৮

অন্বয়ঃ ততঃ সর্বে সমাগত্য বসিষ্ঠম্ ইদম্ অব্রুবন্ যথেষ্টং তৎ সুবিহিতং ন কিঞ্চিৎ পরিহীয়তে। যথোক্তং তৎ করিষ্যামঃ ন কিঞ্চিৎ পরিহাস্যতে। ১৭-১৮

তখন সেইসব কর্মী সমবেত হয়ে বশিষ্ঠকে বললেন—আপনার যেমন ইচ্ছা আমরা বিধিমতো তা করব, কোনো ত্রুটি হবে না। আপনি যেমন বললেন তা সমস্তই করব, কোনো কিছু বাদ যাবে না। ১৭-১৮

ততঃ সুমন্ত্রমাহূয় বসিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ।
নিমন্ত্রয়স্ব নৃপতীন্ পৃথিব্যাং যে চ ধার্মিকাঃ ॥১৯

অন্বয় : ততঃ বসিষ্ঠঃ সুমন্ত্রম্ আহূয় বাক্যম্ অব্রবীৎ পৃথিব্যাং যে চ ধার্মিকাঃ (নৃপতয়ঃ সন্তি) (তান্) নৃপতীন্ নিমন্ত্রয়স্ব। ১৯

তখন বশিষ্ঠ সুমন্ত্রকে ডেকে বললেন পৃথিবীতে যে-সব ধার্মিক রাজা আছেন তাঁদের নিমন্ত্রণ করুন। ১৯

ব্রাহ্মণান ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শূদ্রাংশ্চৈব সহস্রশঃ।
সম্মানয়স্ব সৎকৃত্য সর্বদেশেষু মানবান্ ॥২০

অন্বয় : সর্বদেশেষু ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শূদ্রান্ চ এব সহস্রশঃ মানবান্ সৎকৃত্য সমানয়। ২০

সব দেশের সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রজনকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসুন। ২০

মিথিলাধিপতিং শূরং জনকং সত্যবাদিনম্।
নিষ্ঠিতং সর্বশাস্ত্রেষু তথা বেদেষু নিষ্ঠিতম্ ॥২১
তমানয় মহাভাগং স্বয়মেব সুসৎকৃতম্।
পূর্বসম্বন্ধিনং জ্ঞাত্বা ততঃ পূর্বং ব্রবীমি তে ॥২২

অন্বয় : সর্বশাস্ত্রেষু নিষ্ঠিতং তথা বেদেষু নিষ্ঠিতং সত্যবাদিনং শূরং মহাভাগং মিথিলাধিপতিং জনকং সুসৎকৃতং স্বয়মেব সমানয়। (তং) পূর্বসম্বন্ধিনং জ্ঞাত্বা তে পূর্বং ব্রবীমি। ২১-২২

মিথিলাপতি[১] মহাত্মা জনক শাস্ত্র ও বেদে নিষ্ঠাবান, সত্যবাদী এবং মহাবীর। আপনি স্বয়ং তাঁকে সমাদর করে নিয়ে আসুন। তাঁর সঙ্গে আমাদের যে পূর্ব সম্বন্ধ আছে তা বিবেচনা করেই সর্বাগ্রে তাঁকে নিয়ে আসবার কথা আপনাকে বলছি। ২১-২২

তথা কাশিপতিং স্নিগ্ধং সততং প্রিয়বাদিনম্।
সদ্‌বৃত্তং দেবসংকাশং স্বয়মেবানয়স্ব হ ॥২৩

অন্বয় : তথা স্নিগ্ধং সততং প্রিয়বাদিনং সদ্‌বৃত্তং দেবসংকাশং কাশিপতিং স্বয়ম্ এব আনয়স্ব। ২৩

এ ছাড়া কাশিরাজকেও[২] আপনি স্বয়ং গিয়ে নিয়ে আসুন। তিনি আমাদের প্রতি স্নেহশীল, সর্বদা প্রিয়ভাষী, সদাচারী ও দেবতুল্য। ২৩

তথা কেকয়রাজানং বৃদ্ধং পরমধার্মিকম্।
শ্বশুরং রাজসিংহস্য সপুত্রং ত্বমিহানয় ॥২৪

অন্বয়ঃ তথা পরমধার্মিকং রাজসিংহস্য শ্বশুরং বৃদ্ধং কেকয়রাজানং সপুত্রম্ ইহ আনয়। ২৪

মহারাজ দশরথের শ্বশুর পরম ধার্মিক বৃদ্ধ কেকয়[৩]-রাজকেও সপুত্র এখানে নিয়ে আসুন। ২৪

অঙ্গেশ্বরং মহেষ্বাসং রোমপাদং সুসংকৃতম্।
বয়স্যং রাজসিংহস্য সপুত্রং ত্বমিহানয় ॥২৫

অন্বয়ঃ ত্বং রাজাসিংহস্য মহেষ্বাসম্ অঙ্গেশ্বরং রোমপাদং সপুত্রং সুসংকৃতম্ ইহ আনয়। ২৫

মহারাজের মিত্র, মহাধনুর্ধর অঙ্গাধিপতি রোমপাদকেও সপুত্র অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসুন। ২৫

তথা কোসলরাজানং ভানুমন্তং সুসংকৃতম্।
মগধাধিপতিং শূরং সর্বশাস্ত্রবিশারদম্ ॥২৬
প্রাপ্তিজ্ঞং পরমোদারং সংকৃতং পুরুষর্ষভম্।
রাজ্ঞঃ শাসনমাদায় চোদয়স্ব নৃপর্ষভান্ ॥২৭

অন্বয়ঃ তথা ভানুমন্তং কোশলরাজানং সুসংকৃতং সর্বশাস্ত্রবিশারদং পরমোদারং পুরুষর্ষভং প্রাপ্তিজ্ঞং শূরং মগধাধিপতিং চ সংকৃতং (এতান্) নৃপর্ষভান্ রাজ্ঞঃ শাসনম্ আদায় চোদয়স্ব। ২৬-২৭

এ ছাড়া তেজস্বী কোশল[৪]-রাজা, সর্বশাস্ত্রবিশারদ, পরম উদার, কৃতজ্ঞ, মহাবীর ও পুরুষশ্রেষ্ঠ মগধপতি,[৫] এবং অন্যান্য সমস্ত শ্রেষ্ঠ নৃপতিদের সমাদর করে নিয়ে আসুন। ২৬-২৭

প্রাচীনান্ সিন্ধুসৌবীরান্ সৌরাষ্ট্রেয়াংশ্চ পার্থিবান্।
দাক্ষিণাত্যান্ নরেন্দ্রাংশ্চ সমস্তানানয়স্ব হ ॥২৮

অন্বয়ঃ প্রাচীনান্ সিন্ধুসৌবীরান্ সৌরাষ্ট্রেয়ান্ চ পার্থিবান্ সমস্তান্ দাক্ষিণাত্যান্ নরেন্দ্রান্ চ আনয়স্ব। ২৮

সিন্ধু[৬] সৌবীর[৭] ও সৌরাষ্ট্র[৮] দেশের প্রাচীন রাজাদের এবং সমস্ত দাক্ষিণাত্য-বাসী রাজাদেরও নিয়ে আসুন। ২৮

সন্তি স্নিগ্ধাশ্চ যে চান্যে রাজানঃ পৃথিবীতলে।
তানানয় যথা ক্ষিপ্রং সানুগান্ সহ বান্ধবান্ ॥
এতান্ দূতৈঃ মহাভাগৈরানয়স্ব নৃপাজ্ঞয়া ॥২৯

অন্বয় : যে চ অন্যে স্নিগ্ধাঃ রাজানঃ পৃথিবীতলে সন্তি তান্ সানুগান্ সহ বান্ধবান্ যথাক্ষিপ্রম্ আনয়। নৃপাজ্ঞয়া মহাভাগৈঃ দূতৈঃ এতান্ আনয়স্ব। ২৯

এ ছাড়া পৃথিবীতে আমাদের প্রতি স্নেহশীল অন্যান্য যে-সব রাজা আছেন তাঁদেরও অনুচর ও বান্ধবদের সঙ্গে যত শিগ্‌গির সম্ভব নিয়ে আসুন। আপনারা রাজার আদেশ নিয়ে সম্ভ্রান্ত দূতদের পাঠিয়ে এঁদের আনবার ব্যবস্থা করুন। ২৯

বসিষ্ঠবাক্যং তচ্ছ্রুত্বা সুমন্ত্রস্ত্বরিতং তদা।
ব্যাদিশৎ পুরুষাংস্তত্র রাজ্ঞামানয়নে শুভান্ ॥৩০

অন্বয় : তদা তৎ বসিষ্ঠবাক্যং শ্রুত্বা সুমন্ত্রঃ ত্বরিতং তত্র রাজ্ঞাম্ আনয়নে শুভান্ পুরুষান্ ব্যাদিশৎ। ৩০

বশিষ্ঠের কথা শুনে সুমন্ত্র অবিলম্বে রাজাদের নিয়ে আনবার জন্যে সম্ভ্রান্ত দূতদের আদেশ দিলেন। ৩০

স্বয়মেব হি ধর্মাত্মা প্রয়াতো মুনিশাসনাৎ।
সুমন্ত্রস্ত্বরিতো ভূত্বা সমানেতুং মহীক্ষিতঃ ॥৩১

অন্বয় : ধর্মাত্মা সুমন্ত্রঃ মুনিশাসনাৎ ত্বরিতঃ ভূত্বা মহীক্ষিতঃ সমানেতুং স্বয়ম্ এব প্রয়াতঃ। ৩১

তারপর ধর্মাত্মা সুমন্ত্র ঋষি বশিষ্ঠের আদেশে বিশিষ্ট রাজাদের নিয়ে আসবার জন্যে স্বয়ং প্রস্থান করলেন। ৩১

তে চ কর্মান্তিকাঃ সর্বে বসিষ্ঠায় মহর্ষয়ে।
সর্বং নিবেদয়ন্তি স্ম যজ্ঞে যদুপকল্পিতম্ ॥
ততঃ প্রীতো দ্বিজশ্রেষ্ঠস্তান্ সর্বান্ মুনিরব্রবীৎ ॥৩২

অন্বয় : তে চ সর্বে কর্মান্তিকাঃ মহর্ষয়ে বসিষ্ঠায় যজ্ঞে যৎ উপকল্পিতং (তৎ) সর্বং নিবেদয়ন্তি স্ম। ততঃ দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ মুনিঃ প্রীতঃ তান্ সর্বান্ অব্রবীৎ। ৩২

যজ্ঞানুষ্ঠানে নিযুক্ত সেই-সব কর্মীরা মহর্ষি বশিষ্ঠকে যজ্ঞের জন্যে যে-সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা সমস্ত নিবেদন করল। দ্বিজশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ তখন সন্তুষ্ট হয়ে তাদের বললেন— । ৩২

অবজ্ঞয়া ন দাতব্যং কস্যচিৎ লীলয়াপি বা।
অবজ্ঞয়া কৃতং হন্যাদ্ দাতারং নাত্র সংশয়ঃ ॥৩৩

অন্বয় : অবজ্ঞয়া লীলয়া অপি বা কস্যচিৎ ন দাতব্যম্। অবজ্ঞয়া কৃতং দাতারং হন্যাৎ ন অত্র সংশয়ঃ। ৩৩

তোমরা অবজ্ঞাবশে বা কৌতুক ছলে কাউকে দান করবে না। অবজ্ঞায় করা দান দাতাকে নিহত করে, এতে কোনো সন্দেহ নাই। ৩৩

ততঃ কৈশ্চিদহোরাত্রৈরুপযাতা মহীক্ষিতঃ।
বহূনি রত্নান্যাদায় রাজ্ঞো দশরথস্য হি ॥৩৪

অন্বয় : ততঃ কৈশ্চিৎ অহোরাত্রৈঃ মহীক্ষিতঃ রাজ্ঞঃ দশরথস্য বহূনি রত্নানি আদায় উপযাতাঃ। ৩৪

তারপর কয়েকদিন দিনরাত রাজারা মহারাজ দশরথের জন্যে বহু রত্ন উপহার নিয়ে উপস্থিত হতে লাগলেন। ৩৪

ততো বসিষ্ঠঃ সুপ্রীতো রাজানমিদমব্রবীৎ।
উপযাতা নরব্যাঘ্র রাজানস্তব শাসনাৎ ॥৩৫

অন্বয় : ততঃ বসিষ্ঠঃ সুপ্রীতঃ রাজানম্ ইদম্ অব্রবীৎ—নরব্যাঘ্র। রাজানঃ তব শাসনাৎ উপযাতাঃ। ৩৫

তখন বশিষ্ঠ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে রাজাকে বললেন—হে নরশ্রেষ্ঠ, রাজারা আপনার অনুশাসন মেনে উপস্থিত হয়েছেন। ৩৫

ময়াপি সৎকৃতাঃ সর্বে যথার্হং রাজসত্তম।
যজ্ঞিয়ং চ কৃতং সর্বং পুরুষৈঃ সুসমাহিতৈঃ ॥৩৬

অন্বয় : রাজসত্তম! ময়া অপি সর্বে যথার্হং সৎকৃতাঃ সর্বং যজ্ঞিয়ং চ সুসমাহিতৈঃ পুরুষৈঃ কৃতম্। ৩৬

আমি তাঁদের সকলের যথাযোগ্য সৎকার করেছি, এবং সুদক্ষ পুরুষেরা যজ্ঞ-সংক্রান্ত সমস্ত কাজ সম্পাদন করেছেন। ৩৬

নির্যাতু চ ভবান্ যষ্টুং যজ্ঞায়তনমন্তিকাৎ।
সর্বকামৈরুপহৃতৈরুপেতং বৈ সমন্ততঃ ॥৩৭
দ্রষ্টুমর্হসি রাজেন্দ্র মনসেব বিনির্মিতম্ ॥৩৮

অন্বয় : রাজেন্দ্র! ভবান্ চ যষ্টুং যজ্ঞায়তনম্ অন্তিকাৎ নির্যাতু। সমন্ততঃ দ্রষ্টুম্ অর্হসি সর্বকামৈঃ উপহৃতৈঃ উপেতং (তৎ) মনসা এবং বিনির্মিতম্। ৩৭-৩৮

আপনি এখন যজ্ঞ সম্পাদনের জন্যে যজ্ঞভূমির কাছে এসে চারিদিকে তাকিয়ে দেখুন, সবরকম প্রয়োজনীয় জিনিসই সংগ্রহ করা হয়েছে। মনে হবে যেন স্বয়ং কল্পনাই এ সব নির্মাণ করেছেন। ৩৭-৩৮

তথা বসিষ্ঠবচনাদৃষ্যশৃঙ্গস্য চোভয়ঃ।
দিবসে শুভনক্ষত্রে নির্যাতো জগতীপতিঃ ॥৩৯

অন্বয়ঃ তথা বসিষ্ঠবচনাৎ ঋষ্যশৃঙ্গস্য চ (বচনাৎ) উভয়ঃ শুভনক্ষত্রে দিবসে জগতীপতিঃ নির্যাতঃ। ৩৯

তখন বশিষ্ঠের উপদেশে রাজা দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে সঙ্গে নিয়ে দুজনে এক শুভনক্ষত্র-চিহ্নিত দিনে যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হলেন। ৩৯

ততো বসিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্ব এব দ্বিজোত্তমাঃ।
ঋষ্যশৃঙ্গং পুরস্কৃত্য যজ্ঞকর্মারভংস্তদা ॥৪০

অন্বয়ঃ ততঃ বসিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্বে এব দ্বিজোত্তমাঃ তদা ঋষ্যশৃঙ্গং পুরস্কৃত্য যজ্ঞকর্ম আরভন্। ৪০

তারপর বশিষ্ঠপ্রমুখ ব্রাহ্মণেরা ঋষ্যশৃঙ্গকে সম্মুখে রেখে যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। ৪০

যজ্ঞবাটং গতাঃ সর্বে যথাশাস্ত্রং যথাবিধি।
শ্রীমাংশ্চ সহ পত্নীভী রাজা দীক্ষামুপাবিশৎ ॥৪১

অন্বয়ঃ সর্বে যজ্ঞবাটং গতাঃ, শ্রীমান্ রাজা চ সহপত্নীভিঃ যথাশাস্ত্রং যথাবিধি দীক্ষাম্ উপাবিশৎ। ৪১

সকলে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হওয়ার পর শ্রীমান রাজা দশরথ পত্নীদের সঙ্গে শাস্ত্রবিধি অনুসারে যজ্ঞের জন্যে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। ৪১

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত

চতুর্দশ সর্গ

* *

অশ্বমেধযজনম্

অথ সংবৎসরে পূর্ণে তস্মিন প্রাপ্তে তুরঙ্গমে।
সরয্বাশ্চোত্তরে তীরে রাজ্ঞো যজ্ঞোঽভ্যবর্তত ॥১

অন্বয়: অথ সংবৎসরে পূর্ণে তস্মিন্ তুরঙ্গমে প্রাপ্তে সরয্বাঃ উত্তরে তীরে রাজ্ঞঃ যজ্ঞঃ অভ্যবর্তত। ১

তারপর সংবৎসর পূর্ণ হলে যজ্ঞের অশ্ব ফিরে এলে সরযূর উত্তর তীরে রাজার যজ্ঞ আরম্ভ হল। ১

ঋষ্যশৃঙ্গং পুরস্কৃত্য কর্ম চক্রুর্দ্বিজর্ষভাঃ।
অশ্বমেধে মহাযজ্ঞে রাজ্ঞোঽস্য সুমহাত্মনঃ ॥২

অন্বয়: দ্বিজর্ষভাঃ ঋষ্যশৃঙ্গং পুরস্কৃত্য অস্য সুমহাত্মনঃ রাজ্ঞঃ অশ্বমেধে মহাযজ্ঞে কর্ম চক্রুঃ। ২

দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ঋষ্যশৃঙ্গকে পুরোবর্তী করে মহাত্মা রাজা দশরথের অশ্বমেধ-মহাযজ্ঞের কাজ আরম্ভ করলেন। ২

কর্ম কুর্বন্তি বিধিবদ্ যাজকা বেদপারগাঃ।
যথাবিধি যথান্যায়ং পরিক্রামন্তি শাস্ত্রতঃ ॥৩

অন্বয়: বেদপারগাঃ যাজকাঃ বিধিবৎ কর্ম কুর্বন্তি যথাবিধি যথান্যায়ং (চ) শাস্ত্রতঃ পরিক্রামন্তি। ৩

বেদপারগম যাজকরা শাস্ত্র ও ন্যায়ের বিধান অনুসারে যজ্ঞের কাজ করতে লাগলেন এবং যজ্ঞভূমি পরিক্রমণ করতে লাগলেন। ৩

প্রবর্গ্যং শাস্ত্রতঃ কৃত্বা তথৈবোপসদং দ্বিজাঃ।
চক্রুশ্চ বিধিবৎ সর্বমধিকং কর্ম শাস্ত্রতঃ ॥৪

অন্বয়: দ্বিজাঃ শাস্ত্রতঃ প্রবর্গ্যং তথা এব উপসদং কৃত্বা শাস্ত্রতঃ বিধিবৎ সর্বম্ অধিকং কর্ম চক্রুঃ। ৪

ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রের বিধান অনুসারে প্রবর্গ্য[১] ও উপসদ[২]-ক্রিয়া সম্পন্ন করার পর শাস্ত্রের অতিরিক্ত অন্যান্য কাজও করতে লাগলেন। ৪

অভিপূজ্য তদা হৃষ্টা সর্বে চক্রুর্যথাবিধি।
প্রাতঃসবনপূর্বাণি কর্মাণি মুনিপুঙ্গবাঃ ॥৫

অন্বয়: তদা হৃষ্টাঃ সর্বে মুনিপুঙ্গবাঃ যথাবিধি অভিপূজ্য প্রাতঃসবনপূর্বাণি কর্মাণি চক্রুঃ। ৫

তারপর মহর্ষিরা হৃষ্টচিত্তে যথাবিধি দেবতাদের অর্চনা এবং প্রাতঃ[৩]-সবন ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন। ৫

ঐন্দ্রশ্চ বিধিবদ্দত্তো রাজা চাভিষুতোঽনঘঃ।
মধ্যন্দিনং চ সবনং প্রাবর্তত যথাক্রমম্ ॥৬

অন্বয়: ঐন্দ্রঃ চ বিধিবৎ দত্তঃ, অনঘঃ রাজা চ অভিষুতঃ মধ্যন্দিনং সবনং চ যথাক্রমং প্রাবর্তত। ৬

বিধি অনুসারে ইন্দ্রের হোম সম্পন্ন হল। তারপর পূতচরিত্র রাজা নির্মলচিত্তে যথাক্রমে মধ্যন্দিন সবন[৪]-ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন। ৬

তৃতীয়সবনং চৈব রাজ্ঞোঽস্য সুমহাত্মনঃ।
চক্রুস্তে শাস্ত্রতো দৃষ্ট্বা যথা ব্রাহ্মণপুঙ্গবাঃ ॥৭

অন্বয়: ব্রাহ্মণপুঙ্গবাঃ অস্য সুমহাত্মনঃ রাজ্ঞঃ তৃতীয়সবনং চ এব যথাশাস্ত্রতঃ দৃষ্ট্বা চক্রুঃ। ৭

তারপর দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ মহাত্মা রাজার তৃতীয়[৫] সবন-ক্রিয়াও শাস্ত্র অনুসারে সম্পন্ন করলেন। ৭

আহ্বয়াংচক্রিরে তত্র শক্রাদীন্ বিবুধোত্তমান্।
ঋষ্যশৃঙ্গাদয়ো মন্ত্রৈঃ শিক্ষাক্ষরসমন্বিতৈঃ ॥৮

অন্বয়: তত্র ঋষ্যশৃঙ্গাদয়ঃ (মুনয়ঃ) শিক্ষাক্ষরসমন্বিতৈঃ মন্ত্রৈঃ শক্রাদীন্ বিবুধোত্তমান্ আহ্বয়াংচক্রিরে। ৮

ঋষ্যশৃঙ্গ প্রমুখ ঋষিরা শিক্ষার বিধান[৬] অনুসারে উচ্চারিত মন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রাদি শ্রেষ্ঠ দেবতাদের আবাহন করলেন। ৮

গীতিভির্মধুরৈঃ স্নিগ্ধৈর্মন্ত্রাহ্বানৈ যথার্হতঃ।
হোতারো দদুরাবাহ্য হবির্ভাগান্ দিবৌকসাম্ ॥৯

অন্বয় : হোতারঃ মধুরৈঃ স্নিগ্ধৈঃ গীতিভিঃ (চ) মন্ত্রাহ্বানৈঃ দিবৌকসাম্ আবাহ্য যথার্হতঃ হবির্ভাগান্ দদুঃ। ৯

হোতা[৭] ব্রাহ্মণেরা স্নিগ্ধমধুর স্বরে সঙ্গীত এবং মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে দেবতাদের আবাহন করে তাঁদের যথাযোগ্য হবির অংশ প্রদান করতে লাগলেন। ৯

> ন চাহুতমভূত্তত্র স্খলিতং বা ন কিঞ্চন।
> দৃশ্যতে ব্রহ্মবৎ সর্বং ক্ষেমযুক্তং হি চক্রিরে ॥১০

অন্বয় : তত্র কিঞ্চন ন অহুতং স্খলিতং বা দৃশ্যতে (তে) সর্বং ব্রহ্মবৎ ক্ষেমযুক্তং (চ) চক্রিরে। ১০

সেই যজ্ঞে এমন কোনো দ্রব্য ছিল না যা যজ্ঞে আহুতি প্রদান করা হয় নি, আবার যজ্ঞের কোনো ত্রুটিও দেখা যায় নি। সবকিছুই ব্রাহ্মবিধান অনুসারে ও মঙ্গলমতো সম্পন্ন করা হয়েছিল। ১০

> ন তেষ্বহঃসু শ্রান্তো বা ক্ষুধিতো বা ন দৃশ্যতে।
> নাবিদ্বান্ ব্রাহ্মণঃ কশ্চিন্নাশতানুচরস্তথা ॥১১

অন্বয় : তেষু অহঃসু কশ্চিৎ শ্রান্তঃ ক্ষুধিতঃ বা ন দৃশ্যতে তথা অবিদ্বান্ অশতানুচরঃ ব্রাহ্মণঃ ন দৃশ্যতে। ১১

যজ্ঞের দিনগুলোতে কাউকেও শ্রান্ত বা ক্ষুধার্ত দেখা গেল না, এবং এমন কোনো ব্রাহ্মণ দেখা গেল না যিনি বিদ্বান নন অথবা যাঁর শত অনুচর নাই। ১১

> ব্রাহ্মণা ভুঞ্জতে নিত্যং নাথবন্তশ্চ ভুঞ্জতে।
> তাপসা ভুঞ্জতে চাপি শ্রমণাশ্চৈব ভুঞ্জতে ॥১২

অন্বয় : নিত্যং ব্রাহ্মণাঃ ভুঞ্জতে নাথবন্তঃ চ ভুঞ্জতে তাপসাঃ ভুঞ্জন্তে অপি চ শ্রমণাঃ চ এব ভুঞ্জন্তে। ১২

প্রতিদিন ব্রাহ্মণেরা, তাঁদের অনুচরেরা, তাপসেরা এবং শ্রমণেরা[৮] ভোজন করতে লাগলেন। ১২

> বৃদ্ধাশ্চ ব্যাধিতাশ্চৈব স্ত্রীবালাশ্চ তথৈব চ।
> অনিশং ভুঞ্জমানানাং ন তৃপ্তিঃ উপলভ্যতে ॥১৩

অন্বয় : বৃদ্ধাঃ চ ব্যাধিতাঃ চ এব স্ত্রীবালাঃ তথা এব চ (ভুঞ্জতে)। অনিশং ভুঞ্জমানানাং তৃপ্তিঃ ন উপলভ্যতে। ১৩

বৃদ্ধ ও ব্যধিগ্রস্ত ব্যক্তিরা এবং স্ত্রীলোক ও বালকেরা সর্বদা ভোজন করতে থাকলেও তৃপ্তিলাভ করল না। ১৩

দীয়তাং দীয়তামন্নং বাসাংসি বিবিধানি চ।
ইতি সংচোদিতাস্তত্র তথা চক্রুরনেকশঃ ॥১৪

অন্বয়: অন্নং দীয়তাং বিবিধান বাসাংসি চ দীয়তাম্ ইতি তত্র অনেকশঃ সংচোদিতাঃ চক্রুঃ। ১৪

'অন্ন দাও, বস্ত্র দাও' বলে বহু নিমন্ত্রিত ব্যক্তি কলরব করতে লাগল। ১৪

অন্নকূটাশ্চ দৃশ্যন্তে বহবঃ পর্বতোপমাঃ।
দিবসে দিবসে তত্র সিদ্ধস্য বিধিবত্তদা ॥১৫

অন্বয়: তত্র দিবসে দিবসে বহবঃ পর্বতোপমাঃ বিধিবৎ সিদ্ধস্য অন্নকূটাঃ চ দৃশ্যতে। ১৫

যজ্ঞস্থলে প্রতিদিন পাহাড়ের মতো স্তূপাকার সুমিষ্ট অন্নরাশি দেখা যেতে লাগল। ১৫

নানাদেশাদনুপ্রাপ্তাঃ পুরুষাঃ স্ত্রীগণাস্তথা।
অন্নপানৈঃ সুবিহিতাস্তস্মিন্ যজ্ঞে মহাত্মনঃ ॥১৬

অন্বয়: নানাদেশাৎ অনুপ্রাপ্তাঃ পুরুষাঃ তথা স্ত্রীগণাঃ মহাত্মনঃ তস্মিন্ যজ্ঞে অন্নপানৈঃ সুবিহিতাঃ। ১৬

নানা দেশ থেকে আগত পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা মহাত্মা দশরথের যজ্ঞে অন্নপানে পরিতৃপ্ত হল। ১৬

অন্নং হি বিধিবৎ স্বাদু প্রশংসন্তি দ্বিজর্ষভাঃ।
অহো তৃপ্তাঃ স্ম ভদ্রং তে ইতি শুশ্রাব রাঘবঃ ॥১৭

অন্বয়: দ্বিজর্ষভাঃ বিধিবৎ স্বাদু অন্নং হি প্রশংসন্তি। অহো তৃপ্তাঃ স্ম, তে ভদ্রম্ ইতি রাঘবঃ শুশ্রাব। ১৭

ব্রাহ্মণেরা সুপক্ব সুস্বাদু অন্নের প্রশংসা করে বলতে থাকলেন, আহা! আমরা তৃপ্ত হয়েছি। মহারাজ, আপনার মঙ্গল হোক। রাজা দশরথ চারিদিকে এমন কথা শুনতে থাকলেন। ১৭

স্বলংকৃতাশ্চ পুরুষাঃ ব্রাহ্মণান্ পর্যবেষয়ন্।
উপাসতে চ তানন্যে সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ ॥১৮

অন্বয়ঃ স্বলংকৃতাঃ (সু অলংকৃতাঃ) পুরুষাঃ ব্রাহ্মণান্ পর্যবেষন্। অন্যে সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ (পুরুষাঃ) তান্ উপাসতে চ। ১৮

সুদৃশ্য অলংকারে সজ্জিত পুরুষেরা ব্রাহ্মণদের অন্ন পরিবেশন করতে লাগল এবং সুশোভন মণিকুণ্ডলধারী অন্য পুরুষেরা তাঁদের সেবাশুশ্রূষা করতে লাগল। ১৮

কর্মান্তরে তদা বিপ্রা হেতুবাদান্ বহূনপি।
প্রাহুঃ সুবাগ্মিনো ধীরাঃ পরস্পরজিগীষয়া ॥১৯

অন্বয়ঃ তদা কর্মান্তরে সুবাগ্মিনঃ ধীরাঃ বিপ্রাঃ পরস্পরজিগীষয়া বহূন্ অপি হেতুবাদান্ প্রাহুঃ। ১৯

প্রতিদিন যজ্ঞকার্যের শেষে সুবক্তা ও ধীর ব্রাহ্মণেরা পরস্পরকে বাগ্‌যুদ্ধে পরাজিত করার ইচ্ছায় নানারকম শাস্ত্রীয় বিতর্কে প্রবৃত্ত হলেন। ১৯

দিবসে দিবসে তত্র সংস্তরে কুশলা দ্বিজাঃ।
সর্বকর্মাণি চক্রুস্তে যথাশাস্ত্রং প্রচোদিতাঃ ॥২০

অন্বয়ঃ তত্র দিবসে দিবসে সংস্তরে প্রচোদিতাঃ কুশলাঃ দ্বিজাঃ যথাশাস্ত্রং সর্বকর্মাণি চক্রুঃ। ২০

যজ্ঞকর্মে নিযুক্ত সুনিপুণ ব্রাহ্মণেরা প্রতিদিন শাস্ত্রবিধি অনুসারে সমস্ত কর্ম করতে থাকলেন। ২০

নাষড়ঙ্গবিদত্রাসীন্নাব্রতো নাবহুশ্রুতঃ।
সদস্যাস্তস্য বৈ রাজ্ঞো নাবাদকুশলা দ্বিজাঃ ॥২১

অন্বয়ঃ অত্র অষড়ঙ্গবিৎ অব্রতঃ অবহুশ্রুতঃ (দ্বিজঃ) ন আসীৎ। তস্য রাজ্ঞঃ সদস্যাঃ দ্বিজাঃ ন অবাদকুশলাঃ (আসন্)।২১

যজ্ঞকর্মে নিযুক্ত ব্রাহ্মণদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না যিনি ষড়ঙ্গ বেদে পারদর্শী, ব্রতপরায়ণ অথবা সুপণ্ডিত নন। রাজার সভাসদ ব্রাহ্মণেরাও ছিলেন সুবাগ্মী। ২১

প্রাপ্তে যূপোচ্ছ্রয়ে তস্মিন্ ষড়্‌বৈল্বাঃ খাদিরাস্তথা।
তাবন্তো বিল্বসহিতাঃ পর্ণিনশ্চ তথা পরে ॥২২
শ্লেষ্মাতকময়ো দিষ্টো দেবদারুময়স্তথা।
দ্বাবেব তত্র বিহিতৌ বাহুব্যস্তপরিগ্রহৌ ॥২৩

অন্বয়ঃ তস্মিন্ যূপোচ্ছ্রয়ে ষড়্‌বৈল্বাঃ তথা খাদিরাঃ তাবন্তঃ বিল্বসহিতঃ পর্ণিনঃ চ তথা অপরে শ্লেষ্মাতিকময়ঃ দিষ্টঃ তথা দেবদারুময়ঃ (যূপাঃ আসন্) তত্র বাহুব্যস্তপরিগ্রহৌ দ্বৌ এব বিহিতৌ। ২২-২৩

সেই যজ্ঞে একুশটি যূপকাষ্ঠ[১০] প্রোথিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে ছয়টি বিল্ব, ছয়টি খদির, ছয়টি পর্ণী[১১], এছাড়া একটি শ্লেষ্মাতক[১২], একটি দিষ্ট[১৩] ও একটি দেবদারু কাঠের ঢিপি সেই যজ্ঞে দেবতাদের উদ্দেশ্যে সমষ্টিগত ভাবে এবং পৃথক পৃথক ভাবে আহুতি দানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ২২-২৩

কারিতাঃ সর্ব এবৈতে শাস্ত্রজ্ঞৈর্যজ্ঞকোবিদৈঃ।
শোভার্থং তস্য যজ্ঞস্য কাঞ্চনালংকৃতা ভবন্ ॥২৪

অন্বয়ঃ যজ্ঞকোবিদৈঃ শাস্ত্রজ্ঞৈঃ (দ্বিজৈঃ) সর্বে এব এতে কারিতাঃ তস্য যজ্ঞস্য শোভার্থং কাঞ্চনালাংকৃতাঃ (চ) অভবন্। ২৪

যজ্ঞকর্মে পারদর্শী শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা এই যূপকাষ্ঠগুলি নির্মাণ করেছিলেন এবং যজ্ঞের শোভা বর্ধনের জন্যে সেগুলোকে স্বর্ণমণ্ডিত করেছিলেন। ২৪

একবিংশতিযূপাস্তে একবিংশত্যরত্নয়ঃ।
বাসোভিরেকবিংশদ্ভিরেকৈকং সমলংকৃতাঃ ॥২৫

অন্বয়ঃ তে একবিংশতিঃ যূপাঃ একবিংশতি অরত্নয়ঃ একবিংশভিঃ বসোভিঃ একৈকং সমলংকৃতাঃ। ২৫

একুশ অরত্নি[১৪]-পরিমাণ একুশটি যূপদণ্ডকে একুশটি বস্ত্রখণ্ড দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে অলংকৃত করা হয়েছিল। ২৫

বিন্যস্তা বিধিবৎ সর্বে শিল্পিভিঃ সুকৃতা দৃঢ়াঃ।
অষ্টাস্রয়ঃ সর্বএব শ্লক্ষ্ণরূপসমন্বিতাঃ ॥২৬

অন্বয়ঃ শিল্পিভিঃ অষ্টাস্রয়ঃ সর্বে বিধিবৎ সুকৃতাঃ দৃঢ়াঃ বিন্যস্তাঃ। সর্বে শ্লক্ষ্ণরূপ-সমন্বিতাঃ। ২৬

শিল্পীরা সেই অষ্টকোণ যূপদণ্ডগুলোকে সুদৃশ্য করে নির্মাণ করেছিলেন এবং সেগুলোকে বিধিমতো দৃঢ়ভাবে সুবিন্যস্ত করেছিলেন। ২৬

আচ্ছাদিতাস্তে বাসোভিঃ পুষ্পৈর্গন্ধৈশ্চ পূজিতাঃ।
সপ্তর্ষয়ো দীপ্তিমন্তো বিরাজন্তে যথা দিবি ॥২৭

অন্বয়ঃ তে বাসোভিঃ আচ্ছাদিতাঃ পুষ্পৈ গন্ধৈঃ চ পূজিতাঃ যথা দিবি সপ্তর্ষয়ঃ (তথা) দীপ্তিমন্তঃ বিরাজন্তে। ২৭

যূপদণ্ডগুলো বস্ত্রাবৃত এবং গন্ধ-পুষ্পে অর্চিত হয়ে আকাশে দীপ্তিমান সপ্তর্ষিমণ্ডলের মতো শোভা পেতে লাগল। ২৭

ইষ্টকাশ্চ যথান্যায়ং কারিতাশ্চ প্রমাণতঃ।
চিতোঽগ্নির্ব্রাহ্মণৈস্তত্র কুশলৈঃ শিল্পকর্মণি ॥২৮

অন্বয়ঃ তত্র শিল্পকর্মণি কুশলৈঃ ব্রাহ্মণৈঃ যথান্যায়ং প্রমাণতঃ ইষ্টকাঃ চ কারিতাঃ অগ্নিঃ চ চিতঃ। ২৮

শিল্পকাজে নিপুণ ব্রাহ্মণেরা বিধি ও প্রমাণ অনুসারে ইট সাজালেন এবং অগ্নি চয়ন করলেন। ২৮

স চিত্যো রাজসিংহস্য সঞ্চিতঃ কুশলৈর্দ্বিজৈঃ
গরুড়ো রুক্মপক্ষো বৈ ত্রিগুণোঽষ্টাদশাত্মকঃ ॥২৯

অন্বয়ঃ রাজসিংহস্য সঃ রুক্মপক্ষঃ গরুড় (ইব) ত্রিগুণ অষ্টাদশাত্মকঃ চিত্যঃ কুশলৈঃ দ্বিজৈঃ সঞ্চিতঃ। ২৯

যজ্ঞকর্মে কুশলী ব্রাহ্মণেরা মহারাজ দশরথের যজ্ঞের জন্যে স্বর্ণপক্ষ-গরুড়াকৃতি[১৫] চুয়ান্নসংখ্যক অগ্নি চয়ন করলেন। ২৯

নিযুক্তাস্তত্র পশবস্তত্তদুদ্দিশ্য দৈবতম্।
উরগাঃ পক্ষিণশ্চৈব যথাশাস্ত্রপ্রচোদিতাঃ ॥৩০

অন্বয়ঃ তত্র তৎ তৎ দৈবতম্ উদ্দিশ্য যথাশাস্ত্রপ্রচোদিতাঃ পশবঃ উরগাঃ পক্ষিণঃ চ এব নিযুক্তাঃ। ৩০

যজ্ঞস্থলে বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত বহু পশু সরীসৃপ এবং পাখি যূপকাষ্ঠে বাঁধা হয়েছিল। ৩০

শামিত্রে তু হয়স্তত্র তথা জলচরাশ্চ যে।
ঋষিভিঃ সর্বমেবৈতন্নিযুক্তং শাস্ত্রতস্তদা ॥৩১

অন্বয়ঃ তত্র হয়ঃ তথা যে জলচরাঃ চ সর্বম্ এব এতৎ তদা ঋষিভিঃ শাস্ত্রতঃ শামিত্রে নিযুক্তম্। ৩১

ঋষিরা যজ্ঞের অশ্ব এবং জলচর প্রাণীদের যজ্ঞকুণ্ডের সামনে যূপকাষ্ঠে বেঁধেছিলেন। ৩১

পশূনাং ত্রিশতং তত্র যূপেষু নিয়তং তদা।
অশ্বরত্নোত্তমং তত্র রাজ্ঞো দশরথস্য হ ॥৩২

অন্বয়ঃ তত্র তদা পশূনাং ত্রিশতং (চ) রাজ্ঞঃ দশরথস্য অশ্বরত্নোত্তমং যূপেষু নিয়তম্। ৩২

তিন সহস্র পশুর সঙ্গে রাজা দশরথের শ্রেষ্ঠ অশ্বরত্নটিকেও যূপকাষ্ঠে বাঁধা হয়েছিল। ৩২

কৌসল্যা তং হয়ং তত্র পরিচর্য সমন্ততঃ।
কৃপাণৈর্বিশশাসৈনং ত্রিভিঃ পরময়া মুদা ॥৩৩

অন্বয়: তত্র কৌসল্যা পরময়া মুদা তং হয়ং সমন্ততঃ পরিচর্য ত্রিভিঃ কৃপাণৈঃ এনং বিশশাস। ৩৩

কৌশল্যা পরমানন্দে সেই অশ্বটিকে প্রদক্ষিণ ও পরিচর্যা করার পর কৃপাণের তিনটি আঘাতে তাকে হত্যা করলেন। ৩৩

পতত্রিণা তদা সার্ধং সুস্থিতেন চ চেতসা।
অবসদ্ রজনীমেকাং কৌসল্যা ধর্মকাম্যয়া ॥৩৪

অন্বয়: তদা কৌসল্যা ধর্মকাম্যয়া সুস্থিতেন চেতসা পতত্রিণা সার্ধম্ একাং রজনীম্ অবসৎ। ৩৪

তারপর তিনি ধর্মকামনায় সুস্থিতচিত্তে সেই নিহত অশ্বের সঙ্গে এক রাত্রি যাপন করলেন। ৩৪

হোতাধ্বর্যুস্তথোদ্গাতা হয়েন সমযোজয়ন্।
মহিষ্যা পরিবৃক্ত্যা চ বাবাতামপরাং তথা ॥৩৫

অন্বয়: হোতা অধ্বর্যুঃ তথা উদ্গাতা মহিষ্যা পরিবৃক্ত্যা চ অপরাং বাবাতাং হয়েন সমযোজয়ন্। ৩৫

হোতা অধ্বর্যু[১৬] এবং উদ্গাতৃতারা[১৭] সেই সময় দশরথের মহিষী[১৮] ও পরিবৃক্তির[১৯] সঙ্গে বাবাতা[২০] ও অপরা[২১] পত্নীকে যুক্ত করে অশ্বের নিকটে স্থাপন করলেন। ৩৫

পতত্রিণস্তস্য বপামুদ্ধৃত্য নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
ঋত্বিক্ পরমসম্পন্নঃ শ্রপয়ামাস শাস্ত্রতঃ ॥৩৬

অন্বয়: তস্য পতত্রিণঃ বপাম্ উদ্ধৃত্য নিয়তেন্দ্রিয়ঃ পরমসম্পন্নঃ ঋত্বিক্ শাস্ত্রতঃ শ্রপয়ামাস। ৩৬

তারপর জিতেন্দ্রিয় ঋত্বিকেরা অচঞ্চল চিত্তে সেই অশ্বের মেদ ছিন্ন করে শাস্ত্রবিধি অনুসারে যজ্ঞে আহুতি দিলেন। ৩৬

ধূমগন্ধং বপায়াস্তু জিঘ্রতি স্ম নরাধিপঃ।
যথাকালং যথান্যায়ং নির্ণুদন্ পাপমাত্মনঃ ॥৩৭

অন্বয় : নরাধিপঃ যথাকালং যথান্যায়ম্ আত্মনঃ পাপং নির্ণুদন্ বপায়াঃ ধূমগন্ধং তু জিঘ্রতি স্ম। ৩৭

রাজা দশরথ বিধি অনুসারে উপযুক্ত সময়ে সেই আহুত মেদের ঘ্রাণ গ্রহণ করে নিজের পাপ বিদূরিত করলেন। ৩৭

হয়স্য যানি চাঙ্গানি তানি সর্বাণি ব্রাহ্মণাঃ।
অগ্নৌ প্রাস্যন্তি বিধিবৎ সমস্তাঃ ষোড়শর্ত্বিজঃ ॥৩৮

অন্বয় : সমস্তাঃ ষোড়শ ঋত্বিজঃ ব্রাহ্মণাঃ হয়স্য যানি চ অঙ্গানি তানি সর্বাণি বিধিবৎ অগ্নৌ প্রাস্যন্তি। ৩৮

ষোলজন ঋত্বিক[22] ব্রাহ্মণ নিহত-অশ্বের বিভিন্ন অঙ্গ বিধিমতো অগ্নিতে আহুতি দিলেন। ৩৮

প্লক্ষশাখাসু যজ্ঞানামন্যেষাং ক্রিয়তে হবিঃ।
অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য বৈতসো ভাগ ইষ্যতে ॥৩৯

অন্বয় : প্লক্ষশাখাসু অন্যেষাং যজ্ঞানাং হবিঃ ক্রিয়তে অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য বৈতসঃ ভাগঃ ইষ্যতে। ৩৯

প্লক্ষ[23] শাখায় (অশ্বমেধ ব্যতীত) অন্যান্য যজ্ঞের হবি প্রদান করা হয়, কিন্তু অশ্বমেধ যজ্ঞের হবির ভাগ বেতস[24] শাখায় প্রদান করা হয়। ৩৯

ত্র্যহোঽশ্বমেধঃ সংখ্যাতঃ কল্পসূত্রেণ ব্রাহ্মণৈঃ।
চতুষ্টোমমহস্তস্য প্রথমং পরিকল্পিতম্ ॥
উকথ্যং দ্বিতীয়ং সংখ্যাতমতিরাত্রং তথোত্তরম্ ॥৪০

অন্বয় : ব্রাহ্মণৈঃ কল্পসূত্রেণ ত্র্যহঃ অশ্বমেধঃ সংখ্যাতঃ। তস্য প্রথমম্ অহঃ চতুষ্টোমং পরিকল্পিতম্, দ্বিতীয়ম্ (অহঃ) উক্থ্যং তথা উত্তরম্ (অহঃ) অতিরাত্রং সংখ্যাতম্। ৪০

ব্রাহ্মণেরা কল্পসূত্রে[25] তিনদিন ব্যাপী অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা বলেছেন, তার মধ্যে প্রথম দিনের নাম চতুষ্টোম,[26] দ্বিতীয় দিনের নাম উক্থ্য[27] এবং শেষ দিনের নাম অতিরাত্র[28] রাখা হয়েছে। ৪০

কারিতাস্তত্র বহবো বিহিতাঃ শাস্ত্রদর্শনাৎ।
জ্যোতিষ্টোমায়ুষী চৈবমতিরাত্রৌ চ নির্মিতৌ ॥৪১
অভিজিদ্বিশ্বজিচ্চৈবমাপ্তোর্যামো মহাক্রতুঃ ॥৪২

অন্বয়ঃ তত্র শাস্ত্রদর্শনাৎ বহবঃ বিহিতাঃ কারিতাঃ জ্যোতিষ্টোমায়ুষী চ এব অতিরাত্রৌ অভিজিৎ বিশ্বজিৎ চ এবং আপ্তোর্যামঃ মহাক্রতুঃ। ৪১-৪২

সেই মহাযজ্ঞের অংশ হিসাবে শাস্ত্রের বিধি অনুসারে অন্যান্য বহুপ্রকার যজ্ঞীয় অনুষ্ঠান ও করা হয়েছিল, যেমন জ্যোতিষ্টোম,[২৯] আয়ুষী,[৩০] অতিরাত্র, অভিজিৎ,[৩১] বিশ্বজিৎ[৩২] এবং অপ্তোর্যাম[৩৩]। ৪১-৪২

প্রাচীং হোত্রে দদৌ রাজা দিশং স্বকুলবর্ধনঃ।
অধ্বর্যবে প্রতীচীং তু ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দিশম্ ॥৪৩
উদ্গাত্রে তু তথোদীচীং দক্ষিণৈষা বিনির্মিতা।
অশ্বমেধে মহাযজ্ঞে স্বয়ম্ভূবিহিতে পুরা ॥৪৪

অন্বয়ঃ স্বকুলবর্ধনঃ রাজা হোত্রে প্রাচীম্ অধ্বর্যবে প্রতীচীং ব্রহ্মণে তু দক্ষিণাং তথা উদ্গাত্রে উদীচীং দিশং দদৌ। এষা দক্ষিণা পুরা স্বয়ম্ভূবিহিতে অশ্বমেধে মহাযজ্ঞে বিনির্মিতা। ৪৩-৪৪

রাজা দশরথ নিজ বংশের বৃদ্ধির জন্যে যজ্ঞের দক্ষিণা রূপে হোতাকে পূর্বদিক, অধ্বর্যুকে পশ্চিম দিক, ব্রহ্মাকে[৩৪] দক্ষিণ দিক এবং উদ্গাতাকে উত্তর দিক দান করলেন[৩৫]। পূর্বকালে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা-বিহিত অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে এমন দক্ষিণার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৪৩-৪৪

ক্রতুং সমাপ্য তু তদা ন্যায়তঃ পুরুষর্ষভঃ।
ঋত্বিগ্‌ভ্যো হি দদৌ রাজা ধরাং তাং কুলবর্ধনঃ ॥
এবং দত্ত্বা প্রহৃষ্টোঽভূচ্ছ্রীমানিক্ষ্বাকুনন্দনঃ ॥৪৫

অন্বয়ঃ পুরুষর্ষভঃ কুলবর্ধনঃ রাজা তদা ন্যায়তঃ ক্রতুং সমাপ্য ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ তাং ধরাং দদৌ। এবং দত্ত্বা শ্রীমান ইক্ষ্বাকুনন্দনঃ প্রহৃষ্টঃ অভূৎ। ৪৫

নরশ্রেষ্ঠ ইক্ষ্বাকুনন্দন রাজা দশরথ স্ববংশের বৃদ্ধি কামনায় শাস্ত্রবিধি অনুসারে যজ্ঞ সমাপন করার পর ঋত্বিকদের ভূমিদান করে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করলেন। ৪৫

ঋত্বিজস্ত্বব্রুবন্ সর্বে রাজানং গতকিল্বিষম্।
ভবানেব মহীং কৃৎস্নামেকো রক্ষিতুমর্হতি ॥৪৬
ন ভূম্যা কার্যমস্মাকং ন হি শক্তাঃ স্ম পালনে।
রতাঃ স্বাধ্যায়করণে বয়ং নিত্যং হি ভূমিপ ॥
নিষ্ক্রয়ং কিঞ্চিদেবেহ প্রযচ্ছতু ভবানিতি ॥৪৭

মণিরত্নং সুবর্ণং বা গাবো যদ্বা সমুদ্যতম্।
তৎপ্রযচ্ছ নৃপশ্রেষ্ঠ ধরণ্যা ন প্রয়োজনম্ ॥৪৮

অন্বয়ঃ সর্বে ঋত্বিজঃ তু গতকিল্বিষং রাজানম্ অব্রুবন্—একঃ এব কৃৎস্নাং মহীং রক্ষিতুং অর্হতি। ভূমিপ! অস্মাকং ভূম্যা ন কার্যং (চ), পালনে ন শক্তাঃ স্ম। বয়ং নিত্যং স্বাধ্যায়করণে রতাঃ। ভবান্ কিঞ্চিৎ এব নিষ্ক্রয়ং প্রযচ্ছতু। নৃপশ্রেষ্ঠ! মণিরত্নং সুবর্ণং বা গাবঃ যৎ বা সমুদ্যতং তৎ প্রযচ্ছ, ধরণ্যা ন প্রয়োজনম্। ৪৬-৪৮

তখন ঋত্বিকেরা সেই বিগতপাপ রাজাকে বললেন—মহারাজ, একমাত্র আপনিই এই সমগ্র পৃথিবীকে রক্ষা করতে সমর্থ। আমরা একে পালন করতে পারব না। আমরা সর্বদা বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত থাকি। আপনি বরং আমাদের কিছু দক্ষিণা দান করুন। আপনি মণিরত্ন, সুবর্ণ অথবা ধেনু—যা আপনার অভিরুচি—প্রদান করুন। ভূমিতে আমাদের প্রয়োজন নাই। ৪৬-৪৮

এবমুক্তো নরপতি র্ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ।
গবাং শতসহস্রাণি দশ তেভ্যো দদৌ নৃপঃ ॥৪৯
দশকোটিং সুবর্ণস্য রজতস্য চতুর্গুণম্ ॥৫০

অন্বয়ঃ বেদপারগৈঃ ব্রাহ্মণৈঃ এবম্ উক্তঃ নরপতিঃ গবাং দশ শতসহস্রাণি সুবর্ণস্য দশকোটিং রজতস্য চতুর্গুণং তেভ্যঃ দদৌ। ৪৯-৫০

বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণগণ একথা বললে রাজা দশরথ তাঁদের দশ লক্ষ ধেনু, দশকোটি স্বর্ণ মুদ্রা এবং তার চতুর্গুণ (অর্থাৎ চল্লিশকোটি) রৌপ্যমুদ্রা দান করলেন। ৪৯-৫০

ঋত্বিজস্তু ততঃ সর্বে প্রদদুঃ সহিতা বসু।
ঋষ্যশৃঙ্গায় মুনয়ে বসিষ্ঠায় চ ধীমতে ॥৫১

অন্বয়ঃ ততঃ সর্বে ঋত্বিজঃ তু সহিতাঃ ঋষ্যশৃঙ্গায় মুনয়ে ধীমতে বসিষ্ঠায় চ বসু প্রদদুঃ। ৫১

তখন ঋত্বিক্‌গণ সমবেত হয়ে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি এবং ধীমান বশিষ্ঠের হাতে সেই ধন-বিভাগের ভার দিলেন। ৫১

ততস্তে ন্যায়তঃ কৃত্বা প্রবিভাগং দ্বিজোত্তমাঃ।
সুপ্রীতমনসঃ সর্বে প্রত্যূচুর্মুদিতা ভৃশম্ ॥৫২

অন্বয়ঃ ততঃ তে দ্বিজোত্তমাঃ ন্যায়তঃ প্রবিভাগং কৃত্বা সর্বে সুপ্রীতমনসঃ ভৃশং মুদিতাঃ প্রত্যূচুঃ। ৫২

তারপর সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ন্যায়ানুসারে নিজেদের মধ্যে অর্থ বিভাগ করে গভীর আনন্দ প্রকাশ করলেন। ৫২

ততঃ প্রসর্পকেভ্যস্তু হিরণ্যং সুসমাহিতঃ।
জাম্বূনদং কোটিসংখ্যং ব্রাহ্মণেভ্যঃ দদৌ তদা ॥৫৩

অন্বয়: ততঃ তদা সুসমাহিতঃ (দশরথঃ) প্রসর্পকেভ্যঃ ব্রাহ্মণেভ্যঃ তু কোটিসংখ্যং জাম্বূনদং হিরণ্যং দদৌ। ৫৩

দরিদ্রায় দ্বিজায়াথ হস্তাভরণমুত্তমম্।
কস্মৈচিদ্ যাচমানায় দদৌ রাঘবনন্দনঃ ॥৫৪

অন্বয়: অথ রাঘবনন্দনঃ কস্মৈচিৎ যাচমানায় দরিদ্রায় দ্বিজায় উত্তমং হস্তাভরণং দদৌ। ৫৩-৫৪

তারপর দশরথ সুস্থিত চিত্তে প্রসর্পক[৩৬] ব্রাহ্মণদের এককোটি জাম্বনদ[৩৭] সুবর্ণ-মুদ্রা দান করলেন এবং একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে নিজের হাতের বহুমূল্য আভরণ দান করলেন। ৫৪

ততঃ প্রীতেষু বিধিবদ্ দ্বিজেষু দ্বিজবৎসলঃ।
প্রণামমকরোত্তেষাং হর্ষব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৫৫

অন্বয়: ততঃ দ্বিজবৎসলঃ (দশরথঃ) তেষাং প্রীতেষু দ্বিজেষু হর্ষব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ প্রণামম্ অকরোৎ। ৫৫

পরিশেষে দ্বিজবৎসল দশরথ আনন্দব্যাকুল চিত্তে সেই পরিতুষ্ট ব্রাহ্মণদের প্রণাম করলেন। ৫৫

তস্যাশিষোঽথ বিবিধা ব্রাহ্মণৈঃ সমুদাহৃতাঃ।
উদারস্য নৃবীরস্য ধরণ্যা পতিতস্য চ ॥৫৬

অন্বয়: অথ তস্য ধরণ্যাং পতিতস্য চ উদারস্য নৃবীরস্য ব্রাহ্মণৈঃ বিবিধাঃ আশিষঃ সমুদাহৃতাঃ। ৫৬

উদার নরপতি দশরথ সাষ্টাঙ্গে মৃত্তিকা স্পর্শ করে ব্রাহ্মণদের প্রণাম করলে তাঁরা তাঁকে নানা আশীর্বাদ করলেন। ৫৬

ততঃ প্রীতমনা রাজা প্রাপ্য যজ্ঞমনুত্তমম্।
পাপাপহং স্বর্নয়নং দুস্তরং পার্থিবর্ষভৈঃ ॥৫৭
ততোঽব্রবীদ্ ঋষ্যশৃঙ্গং রাজা দশরথস্তদা।
কুলস্য বর্ধনং তত্তু কর্তুমর্হসি সুব্রত ॥৫৮

অন্বয় : ততঃ রাজা দশরথঃ তদা পাপাপহং স্বর্নয়নং পার্থিবর্ষভৈঃ দুস্তরম্ অনুত্তমং যজ্ঞং প্রাপ্য প্রীতমনাঃ ঋষ্যশৃঙ্গম্ অব্রবীৎ—সুব্রত ত্বং তু কুলস্য বর্ধনং কর্তুম্ অর্হসি। ৫৮

রাজা দশরথ নৃপতিদের পক্ষে দুঃসাধ্য অনুপম অশ্বমেধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন করায় তাঁর পাপ বিদূরিত হয়ে স্বর্গারোহণের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। এখন তিনি আনন্দিত চিত্তে ঋষ্যশৃঙ্গকে বললেন—হে সুব্রত, আপনি এবার আমার বংশবৃদ্ধির ব্যবস্থা করুন। ৫৭-৫৮

তথেতি চ স রাজানমুবাচ দ্বিজসত্তমঃ।
ভবিষ্যন্তি সুতাঃ রাজংশ্চত্বারস্তে কুলোদ্বহাঃ ॥৫৯

অন্বয় : সঃ দ্বিজসত্তমঃ রাজানম্ উবাচ রাজন্, তথা ইতি চ—তে কুলোদ্বহাঃ চত্বারঃ সুতাঃ ভবিষ্যন্তি।

দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গ তখন রাজাকে বললেন—মহারাজ, তাই হবে, আপনার চারজন বংশধর পুত্র জন্ম গ্রহণ করবে। ৫৯

স তস্য বাক্যং মধুরং নিশম্য প্রণম্য তস্মৈ প্রযতো নৃপেন্দ্রঃ
জগাম হর্ষং পরমং মহাত্মা তমৃষ্যশৃঙ্গং পুনরপ্যুবাচ ॥৬০

অন্বয় : সঃ প্রযতঃ নৃপেন্দ্রঃ তস্য মধুরং বাক্যং নিশম্য তস্মৈ প্রণম্য পরমং হর্ষং জগাম। মহাত্মা তম্ ঋষ্যশৃঙ্গং পুনরপি উবাচ।

ধর্মাত্মা মহারাজ দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গের মধুর কথায় অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁকে প্রণাম করে আবার তাঁকে নিজের পুত্র কামনার কথা জানালেন। ৬০

চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চদশ সর্গ

* *

পুত্রকামেষ্টিঃ রাবণবধায় দেবপ্রার্থনা চ

মেধাবী তু ততো ধ্যাত্বা স কিঞ্চিদিদমুত্তরম্ ।
লব্ধসংজ্ঞস্ততস্তং তু বেদজ্ঞো নৃপমব্রবীৎ ॥১

অন্বয়ঃ ততঃ সঃ মেধাবী বেদজ্ঞঃ তু কিঞ্চিৎ ধ্যাত্বা ততঃ লব্ধসংজ্ঞঃ তং নৃপম্ ইদম্ উত্তরম্ অব্রবীৎ । ১

দশরথের অভিপ্রায় শুনে মেধাবী বেদজ্ঞ ঋষ্যশৃঙ্গ কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হলেন, তারপর সংজ্ঞা লাভ করে তিনি রাজাকে বললেন—। ১

ইষ্টিং তেঽহং করিষ্যামি পুত্রীয়াং পুত্রকারণাৎ ।
অথর্বশিরসি প্রোক্তৈর্মন্ত্রৈঃ সিদ্ধাং বিধানতঃ ॥২

অন্বয়ঃ অহং তে পুত্রকারণাৎ অথর্বশিরসি প্রোক্তৈঃ মন্ত্রৈঃ সিদ্ধাং পুত্রীয়াম্ ইষ্টিং বিধানতঃ করিষ্যামি । ২

আমি শাস্ত্রের বিধান অনুসারে আপনার পুত্র উৎপাদনের জন্য অথর্ববেদোক্ত[১] মন্ত্রের দ্বারা সিদ্ধ পুত্রেষ্টি[২] যজ্ঞের অনুষ্ঠান করব। ২

ততঃ প্রাক্রমদিষ্টিং তাং পুত্রীয়াং পুত্রকারণাৎ ।
জুহাবাগ্নৌ চ তেজস্বী মন্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা ॥৩॥

অন্বয়ঃ ততঃ তেজস্বী (ঋষ্যশৃঙ্গঃ) মন্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা পুত্রকারণাৎ তাং পুত্রীয়াম্ ইষ্টিং প্রাক্রমৎ অগ্নৌ চ জুহাব । ৩

তেজস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ তখন দশরথের পুত্র উৎপাদনের জন্যে মন্ত্রবিহিত কর্ম অনুষ্ঠান করে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ করলেন এবং অগ্নিতে আহুতি দিলেন।৩

ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ ।
ভাগপ্রতিগ্রহার্থং বৈ সমবেতা যথাবিধি ॥৪

অন্বয়ঃ ততঃ সগন্ধর্বাঃ দেবাঃ সিদ্ধাঃ পরমর্ষয়ঃ চ যথাবিধি ভাগপ্রতিগ্রহার্থং সমবেতাঃ । ৪

সেই যজ্ঞে দেবতা গন্ধর্ব, সিদ্ধ এবং মহর্ষিদের সঙ্গে যথারীতি নিজেদের হবির ভাগ গ্রহণের জন্যে সমবেত হলেন। ৪

তাঃ সমেত্য যথান্যায়ং তস্মিন্ সদসি দেবতাঃ।
অব্রুবন্ লোককর্তারং ব্রহ্মাণং বচনং ততঃ ॥৫

অন্বয়ঃ ততঃ তাঃ দেবতাঃ তস্মিন্ সদসি সমেতাঃ লোককর্তারং ব্রহ্মাণং যথান্যায়ং বচনম্ অব্রুবন্। ৫

দেবতারা সেই যজ্ঞসভায় সমবেত হয়ে লোককর্তা ব্রহ্মাকে এই ন্যায়সঙ্গত কথাগুলো বললেন। ৫

ভগবংস্ত্বৎপ্রসাদেন রাবণো নাম রাক্ষসঃ।
সর্বান্নো বাধতে বীর্যাচ্ছাসিতুং তং ন শক্নুমঃ ॥৬

অন্বয়ঃ ভগবন্! ত্বৎপ্রসাদেন রাবণঃ নাম রাক্ষসঃ বীর্যাৎ সর্বান্ নঃ বাধতে, তং শাসিতুং ন শক্নুমঃ। ৬

হে ভগবন্, আপনার প্রসাদ লাভ করে রাবণ নামে রাক্ষস বাহুবলে আমাদের পীড়িত করছে, তাকে আমরা দমন করতে পারছি না। ৬

ত্বয়া তস্মৈ বরো দত্তঃ প্রীতেন ভগবংস্তদা।
মানয়ন্তশ্চ তং নিত্যং সর্বং তস্য ক্ষমামহে ॥৭

অন্বয়ঃ ভগবন্ তদা প্রীতেন ত্বয়া তস্মৈ বরঃ দত্তঃ। তং নিত্যং মানয়ন্তঃ চ তস্য সর্বং ক্ষমামহে। ৭

আপনি প্রসন্ন হয়ে অতীতে তাকে বর দিয়েছিলেন, তাই আমরা তার বশ্যতা স্বীকার করে সর্বদা তার সমস্ত অত্যাচার সহ্য করছি। ৭

উদ্বেজয়তি লোকাংস্ত্রীনুচ্ছ্রিতান্ দ্বেষ্টি দুর্মতিঃ।
শক্রং ত্রিদশরাজানং প্রধর্ষয়িতুমিচ্ছতি ॥৮

অন্বয়ঃ দুর্মতিঃ ত্রীন্ লোকান্ উচ্ছ্রিতান্ উদ্বেজয়তি ত্রিদশরাজানং শক্রং চ প্রধর্ষয়িতুম্ ইচ্ছতি। ৮

দুর্মতি রাবণ ত্রিভুবনকে বিপর্যস্ত ও সন্তপ্ত করছে এবং স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রকেও পীড়ন করতে চাইছে। ৮

ঋষীন্ যক্ষান্ সগন্ধর্বান্ ব্রাহ্মণানসুরাংস্তদা।
অতিক্রামতি দুর্ধর্ষো বরদানেন মোহিতঃ ॥৯

অন্বয় : বরদানেন মোহিতঃ দুর্ধর্ষঃ সগন্ধর্বান্ ঋষীন্ যক্ষান্ ব্রাহ্মণান্ তথা অসুরান্ অতিক্রামতি । ৯

বরলাভে মোহগ্রস্ত হয়ে দুর্ধর্ষ রাবণ গন্ধর্ব, ঋষি, যক্ষ, ব্রাহ্মণ এবং অসুরদের উপর প্রভুত্ব করছে । ৯

নৈনং সূর্য : প্রতপতি পার্শ্বে বাতি ন মারুতঃ ।
চলোর্মিমালী তং দৃষ্ট্বা সমুদ্রোঽপি ন কম্পতে ॥ ১০

অন্বয় : সূর্যঃ এনং ন প্রতপতি, মারুতঃ পার্শ্বে ন বাতি । চলোর্মিমালী সমুদ্রঃ অপি তং দৃষ্ট্বা ন কম্পতে । ১০

ভয়ে সূর্য তাকে তাপিত করে না, বায়ু তার পাশে প্রবাহিত হয় না, এবং তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রও তাকে দেখলে নিস্পন্দ হয়ে যায় । ১০

তন্মহন্নো ভয়ং তস্মাদ্রাক্ষসাদ্ ঘোরদর্শনাৎ ।
বধার্থং তস্য ভগবন্নুপায়ং কর্তুমর্হসি ॥ ১১

অন্বয় : তৎ তস্মাৎ ঘোরদর্শনাৎ রাক্ষসাৎ নঃ মহৎ ভয়ং । ভগবন্, তস্য বধার্থম্ উপায়ং কর্তুম্ অর্হসি । ১১

আমরা সেই ঘোরদর্শন রাক্ষসের ভয়ে যারপরনাই ভীত হয়ে আছি । ভগবন্, আপনি এখন তার বিনাশের উপায় স্থির করুন । ১১

এবমুক্তঃ সুরৈঃ সর্বৈশ্চিন্তয়িত্বা ততোঽব্রবীৎ
হন্তায়ং বিদিতস্তস্য বধোপায়ো দুরাত্মনঃ ॥ ১২

অন্বয় : ততঃ সর্বৈঃ সুরৈঃ এবম্ উক্তঃ (ব্রহ্মা) অব্রবীৎ অয়ং হন্তা তস্য দুরাত্মনঃ বধোপায়ঃ বিদিতঃ । ১২

দেবতারা এ কথা বললে ব্রহ্মা তাঁদের বললেন—আমি সেই দুরাত্মার বধের উপায় জানি । ১২

তেন গন্ধর্বযক্ষাণাং দেবতানাং চ রক্ষসাম্ ।
অবধ্যোঽস্মীতি বাগুক্তা তথেত্যুক্তং চ তন্ময়া ॥ ১৩

অন্বয় : গন্ধর্বযক্ষাণাং দেবতানাং রক্ষসাং চ অবধ্যঃ অস্মি ইতি তেন বাক্ উক্তা, তৎ ময়া চ তথা ইতি উক্তম্ । ১৩

সে আমার কাছে প্রার্থনা করেছিল, 'আমি যেন গন্ধর্ব যক্ষ দেবতা এবং রাক্ষসদের অবধ্য হই', এবং আমিও তাতে সম্মত হয়েছিলাম । ১৩

নাকীর্তয়দবজ্ঞানাত্তদ্রক্ষো মানুষাংস্তদা।

তস্মাৎ স মানুষাদ্‌বধ্যো মৃত্যুর্নান্যোঽস্য বিদ্যতে ॥১৪

অন্বয় : তৎ রক্ষ: অবজ্ঞানাৎ তদা মানুষান্ ন অকীর্তয়ৎ। তস্মাৎ সঃ মানুষাৎ বধ্যঃ, অস্য অন্যঃ মৃত্যুঃ ন বিদ্যতে। ১৪

সেই রাক্ষস অবজ্ঞাবশত তখন মানুষের নাম উল্লেখ করে নি। সুতরাং সে মানুষের বধ্য হবে, তার অন্য মৃত্যু নাই। ১৪

এতচ্ছ্রুত্বা প্রিয়ং বাক্যং ব্রহ্মণা সমুদাহৃতম্।

দেবাঃ মহর্ষয়ঃ সর্বে প্রহৃষ্টাস্তেঽভবংস্তদা ॥ ১৫

অন্বয় : ব্রহ্মণা সমুদাহৃতম্ এতৎ প্রিয়ং বাক্যং শ্রুত্বা তে সর্বে দেবাঃ মহর্ষয়ঃ তদা প্রহৃষ্টাঃ অভবন্। ১৫

ব্রহ্মার উচ্চারিত এই সুন্দর প্রিয়বাক্যে সেই দেবতা এবং মহর্ষিগণ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। ১৫

এতস্মিন্নন্তরে বিষ্ণুরুপযাতো মহাদ্যুতিঃ।

শঙ্খচক্রগদাপাণিঃ পীতবাসা জগৎপতিঃ ॥

বৈনতেয়ং সমারুহ্য ভাস্করস্তোয়দং যথা ॥১৬

অন্বয় : এতস্মিন্ অন্তরে মহাদ্যুতিঃ শঙ্খচক্রগদাপাণিঃ পীতবাসাঃ জগৎপতিঃ বিষ্ণুঃ যথা ভাস্করঃ তোয়দং তথা বৈনতেয়ং সমারুহ্য উপযাতঃ। ১৬

ইতিমধ্যে মহাদ্যুতিমান শঙ্খচক্রগদাপাণি পীতাম্বর জগৎপতি বিষ্ণু বিনতানন্দন গরুড়ের পিঠে আরোহণ করে সেখানে উপস্থিত হলে মনে হল যেন সূর্যদেব মেঘের পিঠে আরোহণ করে উপস্থিত হয়েছেন। ১৬

তপ্তহাটককেয়ূরো বন্দ্যমানঃ সুরোত্তমৈঃ।

ব্রহ্মণা চ সমাগত্য তত্র তস্থৌ সমাহিতঃ ॥১৭

অন্বয় : তপ্তহাটককেয়ূরঃ সুরোত্তমৈঃ বন্দ্যমানঃ (বিষ্ণুঃ) তত্র সমাগত্য ব্রহ্মণা চ সমাহিতঃ তস্থৌ। ১৭

ভাস্বর সুবর্ণকেয়ূর-শোভিত বিষ্ণুকে সেখানে উপস্থিত হতে দেখে দেবতারা তাঁর বন্দনা করতে লাগলেন, এবং এই অবস্থায় তিনি ব্রহ্মার পাশে সমাহিত চিত্তে উপবেশন করলেন। ১৭

তমব্রুবন্ সুরাঃ সর্বে সমভিষ্টূয় সন্নতাঃ।

ত্বাং নিযোক্ষ্যামহে বিষ্ণো লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥১৮

অন্বয়: সর্বে সুরাঃ সমাভিষ্টূয় সন্নতাঃ তম্ অব্রুবন্—বিষ্ণো! লোকানাং হিতকাম্যয়া ত্বাং নিযোক্ষ্যামহে। ১৮

দেবতারা তাঁকে বন্দনা ও প্রণাম করে বললেন—হে বিষ্ণু, আমরা আপনাকে ত্রিলোকের মঙ্গলকার্যে নিযুক্ত করতে ইচ্ছা করি। ১৮

রাজ্ঞো দশরথস্য ত্বমযোধ্যাধিপতের্বিভো।
ধর্মজ্ঞস্য বদান্যস্য মহর্ষিসমতেজসঃ ॥১৯
অস্য ভার্যাসু তিসৃষু হ্রীশ্রীকীর্ত্যুপমাসু চ।
বিষ্ণো পুত্রত্বমাগচ্ছ কৃত্বাত্মানং চতুর্বিধম্ ॥২০

অন্বয়: বিভো বিষ্ণো! ত্বম্ তস্য ধর্মজ্ঞস্য বদান্যস্য মহর্ষিসমতেজসঃ অযোধ্যাধিপতেঃ রাজ্ঞঃ দশরথস্য হ্রীশ্রীকীর্ত্যুপমাসু তিসৃষু ভার্যাসু আত্মানং চতুর্বিধং কৃত্বা পুত্রত্বম্ আগচ্ছ। ১৯-২০

হে বিভু বিষ্ণু! মহর্ষিতুল্য তেজস্বী অযোধ্যাপতি রাজা দশরথের হ্রী, শ্রী ও কীর্তিতুল্য যে তিনজন ভার্যা আছেন আপনি নিজেকে চার ভাগে বিভক্ত করে তাঁদের গর্ভে পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করুন। ১৯-২০

অত্র ত্বং মানুষো ভূত্বা প্রবৃদ্ধং লোককণ্টকম্।
অবধ্যং দৈবতৈর্বিষ্ণো সমরে জহি রাবণম্ ॥২১

অন্বয়: বিষ্ণো! অত্র ত্বং মানুষঃ ভূত্বা প্রবৃদ্ধং লোককণ্টকং দৈবতৈঃ অবধ্যং রাবণং জহি। ২১

রাবণ ত্রিলোকের কণ্টক রূপে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং সে দেবতাদের অবধ্য, সুতরাং আপনি দশরথের গৃহে মানুষ রূপে জন্ম গ্রহণ করে তাকে বিনাশ করুন। ২১

স হি দেবান্ সগন্ধর্বান্ সিদ্ধাংশ্চ ঋষিসত্তমান্।
রাক্ষসো রাবণো মূর্খো বীর্যোদ্রেকেণ বাধতে ॥২২

অন্বয়: সঃ মূর্খঃ রাক্ষসঃ রাবণঃ বাধাং সগন্ধর্বান্ দেবান্ সিদ্ধান্ চ ঋষিসত্তমান্ বীর্যোদ্রেকেণ বাধতে। ২২

সেই মূর্খ রাক্ষস রাবণ বাহুবলে গন্ধর্ব, দেব, সিদ্ধ ও মহর্ষিদের ভীত ও পীড়িত করছে। ২২

ঋষয়শ্চ ততস্তেন গন্ধর্বাপ্সরসস্তথা।
ক্রীড়ন্তো নন্দনবনে রৌদ্রেণ বিনিপাতিতাঃ ॥২৩

অন্বয়: ততঃ নন্দনবনে ক্রীড়ন্তঃ ঋষয়ঃ তথা গন্ধর্বাপ্সরসঃ চ তেন রৌদ্রেণ বিনিপাতিতাঃ। ২৩

সে নন্দনবনে ক্রীড়ারত ঋষি, গন্ধর্ব ও অপ্সরাদেরও ভীষণভাবে নির্যাতন করছে। ২৩

বধার্থং বয়মায়াতাস্তস্য বৈ মুনিভিঃ সহ।
সিদ্ধগন্ধর্বযক্ষাশ্চ ততস্ত্বাং শরণং গতাঃ ॥২৪

অন্বয়ঃ ততঃ তস্য বধার্থং বয়ং মুনিভিঃ সহ আয়াতাঃ। সিদ্ধগন্ধর্বযক্ষাঃ চ ত্বাং শরণং গতাঃ। ২৪

রাবণের বিনাশের উদ্দেশ্যেই আমরা ঋষিদের সঙ্গে নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। সিদ্ধ গন্ধর্ব এবং যক্ষেরাও এই কারণে আপনার শরণ নিয়েছেন। ২৪

ত্বং গতিঃ পরমা দেব সর্বেষাং নঃ পরন্তপ।
বধায় দেবশত্রুণাং নৃণাং লোকে মনঃ কুরু ॥২৫

অন্বয়ঃ পরন্তপ দেব। ত্বং সর্বেষাং নঃ পরমা গতিঃ। (ত্বং) দেবশত্রুণাং বধায় নৃণাং লোকে মনঃ কুরু। ২৫

হে অরিন্দম দেব, আপনি আমাদের পরম আশ্রয়, আপনি দেবতাদের শত্রুদের বিনাশের জন্যে নরলোক আশ্রয় করতে মনস্থ করুন। ২৫

এবং স্তুতস্তু দেবেশো বিষ্ণুস্ত্রিদশপুঙ্গবঃ।
পিতামহপুরোগাংস্তান্ সর্বলোকনমস্কৃতঃ ॥
অব্রবীৎ ত্রিদশান্ সর্বান্ সমেতান্ ধর্মসংহিতান্ ॥২৬

অন্বয়ঃ এবং স্তুতঃ তু দেবেশঃ ত্রিদশপুঙ্গবঃ সর্বলোকনমস্কৃতঃ বিষ্ণুঃ তান্ সর্বান্ পিতামহপুরোগান্ সমেতান্ ধর্মসংহিতান্ ত্রিদশান্ অব্রবীৎ। ২৬

এইভাবে স্তুত হয়ে দেবশ্রেষ্ঠ সর্বলোকপূজিত বিষ্ণু পিতামহ ব্রহ্মাকে অনুসরণ করে সমবেত ধর্মনিষ্ঠ দেবতাদের বললেন—। ২৬

ভয়ং ত্যজত ভদ্রং বো হিতার্থং যুধি রাবণম্।
সপুত্রপৌত্রং সামাত্যং সমন্ত্রিজ্ঞাতিবান্ধবম্ ॥২৭
হত্বা ক্রূরং দুরাধর্ষং দেবর্ষীণাং ভয়াবহং।
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ ॥
বৎস্যামি মানুষে লোকে পালয়ন্ পৃথিবীমিমাম্ ॥২৮

অন্বয়ঃ ভয়ং ত্যজত, বঃ ভদ্রং (ভবতু)। (বঃ) হিতার্থং যুধি ক্রূরং দুরাধর্ষং দেবর্ষীণাং ভয়াবহং রাবণং সপুত্রপৌত্রং সামাত্যং সমন্ত্রিজ্ঞাতিবান্ধবং হত্বা ইমাং পৃথিবীং পালয়ন্ মানুষে লোকে দশবর্ষশতানি চ বৎস্যামি। ২৭-২৮

আপনাদের কল্যাণ হোক। আপনারা ভয় ত্যাগ করুন। আপনাদের মঙ্গলের জন্যে আমি দেব ও ঋষিদের সন্ত্রাসজনক ক্রূর ও দুর্ধর্ষ রাবণকে পুত্রপৌত্র, অমাত্য, মন্ত্রী, জ্ঞাতি ও বান্ধবদের সঙ্গে বিনাশ করব, এবং পৃথিবীকে পালন করার জন্যে মনুষ্যলোকে একাদশ সহস্র বৎসর বাস করব। ২৭-২৮

এবং দত্ত্বা বরং দেবো দেবানাং বিষ্ণুরাত্মবান্।
মানুষ্যে চিন্তয়ামাস জন্মভূমিমথাত্মনঃ ॥২৯

অন্বয়: দেবানাং দেবঃ আত্মবান্ বিষ্ণুঃ বরং দত্ত্বা মানুষ্যে আত্মনঃ জন্মভূমিং চিন্তয়ামাস। ২৯

দেবশ্রেষ্ঠ দূরদর্শী বিষ্ণু দেবতাদের এই ভাবে বর দান করে মনুষ্যলোককে আপনার জন্মভূমি রূপে গ্রহণ করতে মনস্থ করলে। ২৯

ততঃ পদ্মপলাশাক্ষঃ কৃত্বাত্মানং চতুর্বিধম্।
পিতরং রোচয়ামাস তদা দশরথং নৃপম্ ॥৩০

অন্বয়: ততঃ তদা পদ্মপলাশাক্ষঃ (বিষ্ণুঃ) আত্মানং চতুর্বিধং কৃত্বা দশরথং নৃপং পিতরং রোচয়ামাস। ৩০

পদ্মপলাশলোচন বিষ্ণু নিজেকে চার ভাগে ভাগ করে রাজা দশরথকে পিতৃত্বে বরণ করলেন। ৩০

ততো দেবর্ষিগন্ধর্বাঃ সরুদ্রাঃ সাপ্সরোগণাঃ।
স্তুতিভির্দিব্যরূপাভিস্তুষ্টুবুর্মধুসূদনম্ ॥৩১

অন্বয়: ততঃ সরুদ্রাঃ সাপ্সরোগণা দেবর্ষিগন্ধর্বাঃ মধুসূদনং দিব্যরূপাভিঃ স্তুতিভিঃ তুষ্টুবুঃ। ৩১

তখন রুদ্র, অপ্সরা, দেবর্ষি ও গন্ধর্বেরা মধুসূদনকে এই দিব্য স্তুতি দ্বারা বন্দনা করলেন—। ৩১

তমুদ্ধতং রাবণমুগ্রতেজসং প্রবৃদ্ধদর্পং ত্রিদশেশ্বরদ্বিষম্।
বিরাবণং সাধুতপস্বিকণ্টকং তপস্বিনামুদ্ধর তং ভয়াবহম্ ॥৩২
তমেব হত্বা সবলং সবান্ধবং বিরাবণং রাবণমুগ্রপৌরুষম্।
স্বর্লোকমাগচ্ছ গতজ্বরশ্চিরং সুরেন্দ্রগুপ্তং গতদোষকল্মষং ॥৩৩

অন্বয়: তম্ উদ্ধতম্ উগ্রতেজসং প্রবৃদ্ধদর্পং ত্রিদশেশ্বরদ্বিষং বিরাবণং সাধুতপস্বিকণ্টকং ভয়াবহম্ উগ্রপৌরুষং রাবণং সবলং সবান্ধবং হত্বা তপস্বিনাম্ উদ্ধর গতজ্বরঃ গতদোষকল্মষং সুরেন্দ্রগুপ্তং স্বর্লোকং (চ) চিরম্ আগচ্ছ। ৩২-৩৩

হে বিষ্ণু, রাবণ উদ্ধত, উগ্রবীর্য, বলদর্পী ও ভীমনাদী! সে দেবতাদের শত্রু এবং সাধু ও তপস্বীদের কণ্টক স্বরূপ। আপনি তাকে সসৈন্যে ও সবান্ধবে বিনাশ করে তপস্বীদের উদ্ধার করুন, এবং তারপর নিশ্চিন্ত চিত্তে দেবেন্দ্রশাসিত পাপমুক্ত স্বর্গলোকে সত্বর প্রত্যাবর্তন করুন। ৩২-৩৩

পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত

ষোড়শ সর্গ

পায়সপ্রদানম্

তো নারায়ণো বিষ্ণুঃ নিযুক্তঃ সুরসত্তমৈঃ।
জানন্নপি সুরানেবং শ্লক্ষ্ণং বচনমব্রবীৎ ॥১

অন্বয়: ততঃ সুরসত্তমৈঃ নিযুক্তঃ নারায়ণঃ বিষ্ণুঃ জানন্ অপি সুরান্ এবং শ্লক্ষ্ণং বচনম্ অব্রবীৎ। ১

দেবগণের দ্বারা এইভাবে নিযুক্ত হয়ে নারায়ণ বিষ্ণু স্বয়ং উত্তর জানা সত্বেও দেবতাদের মধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা করলেন—। ১

উপায়ঃ কো বধে তস্য রাক্ষসাধিপতেঃ সুরাঃ।
যমহং তং সমাস্থায় নিহন্যামৃষিকণ্টকম্ ॥২

অন্বয়: সুরাঃ! তস্য রাক্ষসাধিপতেঃ বধে কঃ উপায়ঃ যং সমাস্থায় তম্ ঋষিকণ্টকম্ অহং নিহন্যাম্। ২

হে দেবগণ, সেই রাক্ষসরাজকে বিনাশ করার কি উপায় আছে বলুন, যাতে আমি সেই ঋষিদের কণ্টককে উৎপাটিত করতে পারি? ২

এবমুক্তাঃ সুরাঃ সর্বে প্রত্যূচুর্বিষ্ণুমব্যয়ম্।
মানুষং রূপমাস্থায় রাবণং জহি সংযুগে ॥৩

অন্বয়: সর্বে সুরাঃ এবম্ উক্তাঃ অব্যয়ং বিষ্ণুং প্রত্যূচুঃ মানুষং রূপম্ আস্থায় সংযুগে রাবণং জহি। ৩

এই প্রশ্নের উত্তরে দেবতারা অচ্যুত বিষ্ণুকে বললেন—আপনি মনুষ্যরূপ ধারণ করে যুদ্ধে রাবণকে নিধন করুন। ৩

স হি তেপে তপস্তীব্রং দীর্ঘকালমরিন্দমঃ।
যেন তুষ্টোঽভবদ্ ব্রহ্মা লোককৃল্লোকপূর্বজঃ ॥৪

অন্বয় : সঃ অরিন্দমঃ দীর্ঘকালং তীব্রং তপঃ তেপে যেন লোককৃৎ লোকপূর্বজঃ ব্রহ্মা তুষ্টঃ অভবৎ। ৪

শত্রুজয়ী রাবণ দীর্ঘকাল তীব্র তপস্যা করেছিল, ফলে লোকস্রষ্টা আদিদেব ব্রহ্মা তার উপর তুষ্ট হয়েছিলেন। ৪

সন্তুষ্টঃ প্রদদৌ তস্মৈ রাক্ষসায় বরং প্রভুঃ।
নানাবিধেভ্যো ভূতেভ্যঃ ভয়ং নান্যত্র মানুষাৎ ॥৫
অবজ্ঞাতাঃ পুরা তেন বরদানে হি মানবাঃ ॥৬

অন্বয় : প্রভুঃ সন্তুষ্টঃ তস্মৈ রাক্ষসায় বরং দদৌ মানুষাৎ অন্যত্র নানাবিধেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ ন ভয়ং। পুরা তেন বরদানে মানবাঃ অবজ্ঞাতাঃ। ৫-৬

প্রভু ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে সেই রাক্ষসকে বর দিয়েছিলেন যে মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণী থেকে তার ভয় থাকবে না। এইভাবে পূর্বে ব্রহ্মার বরদানের সময় মানুষরা রাবণের দ্বারা অবজ্ঞাত হয়েছিল। ৫-৬

এবং পিতামহাৎ তস্মাৎ বরদানেন গর্বিতঃ।
উৎসাদয়তি লোকাংস্ত্রীন স্ত্রিয়শ্চাপ্যপকর্ষতি ॥
তস্মাত্তস্য বধো দৃষ্টো মানুষেভ্যঃ পরন্তপ ॥৭

অন্বয় : এবং তস্মাৎ পিতামহাৎ বরদানেন গর্বিতঃ (রাবণঃ) ত্রীন্ লোকান্ উৎসাদয়তি স্ত্রিয়ঃ চ অপি উপকর্ষতি। পরন্তপ! তস্মাৎ তস্য বধঃ মানুষেভ্যঃ দৃষ্টঃ। ৭

এইভাবে পিতামহ ব্রহ্মার বরদানে গর্বিত হয়ে রাবণ ত্রিভুবনকে পর্যুদস্ত করছে এবং স্ত্রীলোকদের নিগ্রহ করছে। হে অরিন্দম, সেই জন্যেই তার মরণ মানুষেরই হাতে হবে, আমাদের এই ধারণা হচ্ছে। ৭

ইত্যেতদ্বচনং শ্রুত্বা সুরাণাং বিষ্ণুরাত্মবান্।
পিতরং রোচয়ামাস তদা দশরথং নৃপম্ ॥৮

অন্বয় : সুরাণাম্ এতৎ বচনং শ্রুত্বা আত্মবান্ বিষ্ণুঃ তদা দশরথং নৃপং পিতরং রোচয়ামাস। ৮

দেবতাদের এই কথা শুনে বিচক্ষণ বিষ্ণু তখন রাজা দশরথকে পিতৃত্বে বরণ করলেন। ৮

সচাপ্যপুত্রো নৃপতি স্তস্মিন্‌কালে মহাদ্যুতিঃ।
অযজৎ পুত্রিয়ামিষ্টিং পুত্রেপ্সুররিসূদনঃ॥৯

অন্বয় : তস্মিন্ কালে সঃ চ অপুত্রঃ মহাদ্যুতিঃ অরিসূদনঃ নৃপতিঃ অপি পুত্রেপ্সুঃ পুত্রিয়াম্ ইষ্টিম্ অযজৎ। ৯

সেই সময় মহাতেজস্বী অরিন্দম রাজা দশরথ পুত্রকামনায় পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করছিলেন। ৯

স কৃত্বা নিশ্চয়ং বিষ্ণুরামন্ত্র্য চ পিতামহম্।
অন্তর্ধানং গতো দেবৈঃ পূজ্যমানো মহর্ষিভিঃ॥১০

অন্বয় : সঃ বিষ্ণুঃ নিশ্চয়ং কৃত্বা পিতামহং চ আমন্ত্র্য দেবৈঃ মহর্ষিভিঃ পূজ্যমানঃ অন্তর্ধানং গতঃ। ১০

বিষ্ণু দশরথের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করার সংকল্প করে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট বিদায় নিলেন এবং দেব ও মহর্ষিগণের পূজা গ্রহণ করে অন্তর্হিত হলেন। ১০

ততো বৈ যজমানস্য পাবকাদতুলপ্রভম্।
প্রাদুর্ভূতং মহদ্‌ভূতং মহাবীর্যং মহাবলম্॥১১
কৃষ্ণং রক্তাম্বরধরং রক্তাস্যং দুন্দুভিস্বনম্।
স্নিগ্ধহর্যক্ষতনুজশ্মশ্রুপ্রবরমূর্ধজম্॥১২
শুভলক্ষণসম্পন্নং দিব্যাভরণভূষিতম্।
শৈলশৃঙ্গসমুৎসেধং দৃপ্তশার্দূলবিক্রমম্॥১৩
দিবাকরসমাকারং দীপ্তানলশিখোপমম্।
তপ্তজাম্বূনদময়ীং রাজতান্তপরিচ্ছদাম্॥১৪
দিব্যপায়সসম্পূর্ণাং পাত্রীং পত্নীমিব প্রিয়াম্।
প্রগৃহ্য বিপুলাং দোর্ভ্যাং স্বয়ং মায়াময়ীমিব॥১৫

অন্বয় : ততঃ যজমানস্য পাবকাৎ অতুলপ্রভং মহাবীর্যং মহাবলং কৃষ্ণং রক্তাম্বরধরং রক্তাস্যং দুন্দুভিস্বনং স্নিগ্ধহর্যক্ষতনুজশ্মশ্রুপ্রবরমূর্ধজং শুভলক্ষণসম্পন্নং দিব্যাভরণ-ভূষিতং শৈলশৃঙ্গসমুৎসেধং দৃপ্তশার্দূলবিক্রমং দিবাকরসমাকারং দীপ্তানলশিখোপমং মহদ্‌ভূতং তপ্তজাম্বূনদময়ীং রাজতান্তপরিচ্ছদাং দিব্যপায়সসম্পূর্ণাং বিপুলাং পাত্রীং স্বয়ং মায়াময়ীং পত্নীম্ ইব দোর্ভ্যাং প্রগৃহ্য প্রাদুর্ভূতম্। ১১-১৫

যজ্ঞকালে দশরথের যজ্ঞাগ্নি থেকে আবির্ভূত হলেন এক মহাপ্রাণী। তিনি

অতুলনীয় দীপ্তিশালী, মহাবীর্যবান, কৃষ্ণবর্ণ, রক্তাম্বরপরিহিত এবং রক্তবদন। তাঁর কণ্ঠস্বর দুন্দুভি-ধ্বনির মতো গম্ভীর। তাঁর দেহের রোম ও শ্মশ্রু এবং মস্তকের কেশ সিংহের কেশরের মতো স্নিগ্ধবর্ণ, তিনি শুভলক্ষণযুক্ত, দিব্য আভরণে ভূষিত এবং পর্বতশৃঙ্গের মতো উন্নতকায়। তাঁর পাদক্ষেপ দৃপ্ত সিংহের মতো। তাঁর দেহকান্তি সূর্য এবং প্রদীপ্ত অনলের মতো ভাস্বর। তাঁর হাতে উজ্জ্বল স্বর্ণনির্মিত ও রৌপ্যের কারু-কার্যযুক্ত দিব্যপায়সপূর্ণ এক বিশাল পাত্র। তা দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন নিজের মায়াময়ী প্রিয়তমা পত্নীকে দুহাতে ধরে আছেন। ১১-১৫

সমবেক্ষ্যাব্রবীদ্ বাক্যমিদং দশরথং নৃপম্।
প্রাজাপত্যং নরং বিদ্ধি মামিহাভ্যাগতং নৃপ ॥১৬

অন্বয়: (সঃ) দশরথং নৃপং সমবেক্ষ্য ইদং বাক্যম্ অব্রবীৎ—নৃপ! ইহ অভ্যাগতং মাং প্রাজাপত্যং নরং বিদ্ধি। ১৬

রাজা দশরথের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—মহারাজ, আমাকে প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রেরিত পুরুষ বলে জানবেন। ১৬

ততঃ পরং তদা রাজা প্রত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ।
ভগবন্ স্বাগতং তেঽস্তু কিমহং করবাণি তে ॥১৭

অন্বয়: ততঃ পরং তদা রাজা কৃতাঞ্জলিঃ প্রত্যুবাচ—ভগবন্! তে স্বাগতম্ অস্তু, অহং তে কিং করবাণি। ১৭

রাজা দশরথ তখন করযোড়ে তাঁকে বললেন—ভগবন, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। বলুন, আপনার কী কাজ করব? ১৭

অথ পুনরিদং বাক্যং প্রাজাপত্যো নরোঽব্রবীৎ।
রাজন্নর্চয়তা দেবানদ্য প্রাপ্তমিদং ত্বয়া ॥১৮

অন্বয়: অথ প্রাজাপত্যঃ নরঃ পুনঃ ইদং বাক্যম্ অব্রবীৎ—রাজন্! দেবান্ অর্চয়তা ত্বয়া অদ্য ইদং প্রাপ্তম্। ১৮

তখন প্রজাপতিপ্রেরিত সেই পুরুষ বললেন—মহারাজ, আপনি দেবতাদের অর্চনা করে আজ এই পায়স লাভ করেছেন। ১৮

ইদং নৃপশার্দূল পায়সং দেবনির্মিতম্।
প্রজাকরং গৃহাণ ত্বং ধন্যমারোগ্যবর্ধনম্ ॥১৯

অন্বয়ঃ নৃপশার্দূল! ত্বম্ ইদং দেবনির্মিতম্ প্রজাকরং ধন্যম্ আরোগ্যবর্ধনং পায়সং গৃহাণ। ১৯

এখন দেবতাদের দ্বারা প্রস্তুত সন্তানদায়ক মঙ্গলজনক এবং আরোগ্যবর্ধক এই পায়স গ্রহণ করুন। ১৯

ভার্যাণামনুরূপাণামশ্নীতেতি প্রযচ্ছ বৈ।

তাসু ত্বং লপ্স্যসে পুত্রান যদর্থং যজসে নৃপঃ ॥২০

অন্বয়ঃ নৃপ! অনুরূপাণাং ভার্যাণাম্ অশ্নীত ইতি প্রযচ্ছ। তাসু ত্বং পুত্রান্ লপ্স্যসে যদর্থং যজসে। ২০

আপনার মনোমত ভার্যাদের 'আহার করো' এই বলে এই পায়স প্রদান করুন, আপনার যজ্ঞের ফল স্বরূপ তাঁদের গর্ভে আপনি পুত্র লাভ করবেন। ২০

তথেতি নৃপতিঃ প্রীতঃ শিরসা প্রতিগৃহ্য তাম্।

পাত্রীং দেবান্নসম্পূর্ণাং দেবদত্তাং হিরণ্ময়ীম্ ॥২১

অভিবাদ্য চ তদ্ভূতমদ্ভুতং প্রিয়দর্শনম্।

মুদা পরময়া যুক্তশ্চকারাভি প্রদক্ষিণম্ ॥২২

অন্বয়ঃ তথা ইতি নৃপতিঃ প্রীতঃ তাং দেবান্নসম্পূর্ণাং দেবদত্তাং হিরণ্ময়ীং পাত্রীং শিরসা প্রতিগৃহ্য তৎ অদ্ভুতং প্রিয়দর্শনং ভূতম্ চ পরময়া মুদা যুক্তঃ (তং) অভি প্রদক্ষিণং চকার। ২১-২২

তখন রাজা দশরথ আনন্দিত চিত্তে সেই স্বর্গীয় পায়সপূর্ণ দেবদত্ত স্বর্ণপাত্র মস্তকে ধারণ করলেন, এবং সেই অপূর্ব প্রিয়দর্শন পুরুষকে অভিবাদন করে মহানন্দে তাঁকে প্রদক্ষিণ করলেন। ২১-২২

ততো দশরথঃ প্রাপ্য পায়সং দেবনির্মিতম্।

বভূব পরমপ্রীতঃ প্রাপ্য বিত্তমিবাধনঃ ॥২৩

অন্বয়ঃ ততঃ দশরথঃ দেবনির্মিতং পায়সং প্রাপ্য বিত্তং প্রাপ্য অধনঃ ইব পরমপ্রীতঃ বভূব। ২৩

নির্ধন ব্যক্তি ধন লাভ করলে যেমন আনন্দিত হয় তিনিও সেই দিব্য পায়স লাভ করে তেমনই আনন্দ লাভ করলেন। ২৩

ততস্তদদ্ভুতপ্রখ্যং ভূতং পরমভাস্বরম্।

সংবর্তয়িত্বা তৎকর্ম তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥২৪

অন্বয়: ততঃ তৎ অদ্ভুতপ্রখ্যং পরমভাস্বরং ভূতং তৎ কর্ম সংবর্তয়িত্বা তত্র এব অন্তরধীয়ত। ২৪

তারপর সেই অদ্ভুতদর্শন পরম উজ্জ্বলকান্তি পুরুষ নিজ কার্য সম্পন্ন করে সেখানেই অন্তর্হিত হলেন। ২৪

হর্ষরশ্মিভিরুদ্দ্যোতং তস্যান্তঃপুরমাবভৌ।
শারদস্যাভিরামস্য চন্দ্রস্যেব নভোঽংশুভিঃ ॥২৫

অন্বয়: শারদস্য অভিরামস্য চন্দ্রস্য অংশুভিঃ নভঃ ইব হর্ষরশ্মিভিঃ উদ্দ্যোতং তস্য অন্তঃপুরম্ আবভৌ। ২৫

শরতের মনোরম চন্দ্রকিরণে আকাশ যেমন উদ্ভাসিত হয়, তেমনি সেই অপূর্ব পায়স লাভ করে রাজমহিষীদের মুখমণ্ডলের আনন্দ-রশ্মিতে দশরথের অন্তঃপুর আলোকিত হয়ে উঠল। ২৫

সোঽন্তঃপুরং প্রবিশ্যৈব কৌসল্যামিদমব্রবীৎ।
পায়সং প্রতিগৃহ্ণীষ্ব পুত্রীয়ং ত্বিদমাত্মনঃ ॥
কৌসল্যায়ৈ নরপতিঃ পায়সার্ধং দদৌ তদা ॥২৬

অন্বয়: সঃ অন্তঃপুরং প্রবিশ্য এব কৌসল্যাম্ ইদম্ অব্রবীৎ— ইদম্ আত্মানঃ পুত্রীয়ং পায়সং তু প্রতিগৃহ্ণীষ্ব। তদা নরপতিঃ কৌসল্যায়ৈ পায়সার্ধং দদৌ। ২৬

দশরথ অন্তঃপুরে প্রবেশ করেই কৌশল্যাকে বললেন—মহিষী, এই পায়স গ্রহণ করো, এতে তোমার পুত্র লাভ হবে, এই বলে তিনি কৌশল্যাকে পায়সের অর্ধাংশ দিলেন। ২৬

অর্ধাদর্ধং দদৌ চাপি সুমিত্রায়ৈ নরাধিপঃ।
কৈকেয্যৈ চাবশিষ্টার্ধং দদৌ পুত্রার্থকারণাৎ ॥২৭

অন্বয়: নরাধিপঃ পুত্রার্থকারণাৎ অর্ধাৎ অর্ধং চ সুমিত্রায়ৈ অপি দদৌ অবশিষ্টার্ধং চ কৈকেয্যৈ দদৌ। ২৭

তারপর তিনি অবশিষ্ট অর্ধাংশ-পায়সের অর্ধাংশ সুমিত্রাকে দিলেন এবং অবশিষ্টের অর্ধাংশ কৈকেয়ীকে দিলেন। ২৭

প্রদদৌ চাবশিষ্টার্ধং পায়সস্যামৃতোপমম্।
অনুচিন্ত্য সুমিত্রায়ৈ পুনরেব মহামতিঃ ॥২৮
এবং তাসাং দদৌ রাজা ভার্যাণাং পায়সং পৃথক্ ॥২৯

অন্বয়: মহামতিঃ অনুচিন্ত্য পায়সস্য অমৃতোপমম্ অবশিষ্টার্ধং পুনঃ অপি সুমিত্রায়ৈ প্রদদৌ। এবং রাজা তাসাং ভার্যাণাং পৃথক্ পায়সং দদৌ। ২৮-২৯

মহামতি দশরথ পরে চিন্তা করে সেই অমৃততুল্য পায়সের শেষ অংশটি পুনরায় সুমিত্রাকেই দিলেন। এইভাবে রাজা তাঁর ভার্যাদের পৃথকভাবে পায়স দিলেন[১]। ২৮-২৯

তাশ্চৈবং পায়সং প্রাপ্য নরেন্দ্রস্যোত্তমস্ত্রিয়ঃ।
সম্মানং মেনিরে সর্বাঃ প্রহর্ষোদিতচেসঃ ॥৩০

অন্বয়: তাঃ সর্বাঃ নরেন্দ্রস্য উত্তমস্ত্রিয়ঃ চ এবং পায়সং প্রাপ্য প্রহর্ষোদিতচেতসঃ সম্মানং মেনিরে। ৩০

রাজার শ্রেষ্ঠ পত্নীগণ এইভাবে পায়স লাভ করে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং নিজেদের সম্মানিত জ্ঞান করলেন। ৩০

ততস্তু তাঃ প্রাশ্য তমুত্তমস্ত্রিয়ো মহীপতে রুত্তমপায়সং পৃথক্।
হুতাশনাদিত্যসমানতেজসোঽচিরেণ গর্ভান্ প্রতিপেদিরে ॥৩১

অন্বয়: ততঃ তু তাঃ মহীপতেঃ উত্তমস্ত্রিয়ঃ তম্ উত্তমপায়সং পৃথক্ং প্রাশ্য অচিরেণ হুতাশনাদিত্যসমানতেজসঃ গর্ভান্ প্রতিপেদিরে। ৩১

তারপর রাজার মহিষীগণ সেই পায়স পৃথকভাবে ভোজন করে অবিলম্বে অগ্নি ও সূর্যের মতো তেজযুক্ত গর্ভ ধারণ করলেন। ৩১

ততস্তু রাজা প্রতিবীক্ষ্য তাঃ স্ত্রিয়ঃ প্ররূঢ়গর্ভাঃ প্রতিলব্ধমানসঃ।
বভূব হৃষ্টস্ত্রিদিবে যথা হরিঃ সুরেন্দ্রসিদ্ধর্ষিগণাভিপূজিতঃ ॥৩২

অন্বয়: ততঃ তু রাজা তাঃ স্ত্রিয়ঃ প্ররূঢ়গর্ভাঃ প্রতিবীক্ষ্য প্রতিলব্ধমানসঃ যথা ত্রিদিবে সুরেন্দ্রসিদ্ধর্ষিগণাভিপূজিতঃ হরিঃ (তথা) হৃষ্টঃ বভূব। ৩২

পত্নীগণ গর্ভবতী হয়েছেন দেখে রাজা দশরথের মনস্কামনা সিদ্ধ হল এবং স্বর্গে হরি যেমন ইন্দ্র এবং সিদ্ধ ও ঋষিগণের দ্বারা পূজিত হয়ে আনন্দ লাভ করেন, তিনিও তেমনই আনন্দ লাভ করলেন। ৩২

ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত

সপ্তদশ সর্গ

ঋক্ষবানরোৎপত্তিঃ

পুত্রত্বং তু গতে বিষ্ণৌ রাজ্ঞস্তস্য মহাত্মনঃ।
উবাচ দেবতাঃ সর্বাঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানিদম্ ॥১

অন্বয়ঃ বিষ্ণৌ তস্য মহাত্মনঃ রাজ্ঞঃ পুত্রত্বং গতে ভগবান্ স্বয়ম্ভূঃ সর্বাঃ দেবতাঃ ইদম্ উবাচ। ১

বিষ্ণু মহাত্মা রাজা দশরথের পুত্রত্ব বরণ করবার পর ভগবান স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা দেবতাদের বললেন- ।

সত্যসন্ধস্য বীরস্য সর্বেষাং নো হিতৈষিণঃ।
বিষ্ণোঃ সহায়ান্ বলিনঃ সৃজধ্বং কামরূপিণঃ ॥২

অন্বয়ঃ সত্যসন্ধস্য বীরস্য সর্বেষাং নো হিতৈষিণঃ বিষ্ণোঃ সহায়ান্ কামরূপিণঃ বলিনঃ সৃজধ্বম্। ২

আপনারা আমাদের হিতৈষী সত্যপরায়ণ মহাবীর বিষ্ণুর সহায়স্বরূপ অসংখ্য কামরূপী বীর সৃষ্টি করুন। ২

মায়াবিদশ্চ শূরাংশ্চ বায়ুবেগসমান্ জবে।
নয়জ্ঞান্ বুদ্ধিসম্পন্নান্ বিষ্ণুতুল্যপরাক্রমান্ ॥৩

অন্বয়ঃ মায়াবিদঃ চ শূরান্ চ জবে বায়ুবেগসমান্ নয়জ্ঞান্ বুদ্ধিসম্পন্নান্ বিষ্ণুতুল্য-পরাক্রমান্। ৩

তারা হবে মায়াবী, মহাবীর নীতিবিদ ও বুদ্ধিমান। তারা হবে গতিতে বায়ুবেগ-তুল্য এবং পরাক্রমে বিষ্ণুতুল্য। ৩

অসংহার্যানুপায়জ্ঞান্ দিব্যসংহননান্বিতান্।
সর্বাস্ত্রগুণসম্পন্নানমৃতপ্রাশনানিব ॥৪

অন্বয়ঃ অমৃতপ্রাশনান্ ইব অসংহার্যান্ উপায়জ্ঞান্ দিব্যসংহননান্বিতান্ সর্বাস্ত্র-গুণসম্পন্নান্। ৪

তারা হবে অমৃতভোজী দেবতাদের মতো অবধ্য, সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি কাজে অভিজ্ঞ, দিব্যাস্ত্রধারী এবং সর্বপ্রকার অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী। ৪

অপ্সরঃসু চ মুখ্যাসু গন্ধর্বীণাং তনুষু চ।
যক্ষপন্নগকন্যাসু ঋক্ষবিদ্যাধরীষু চ ॥৫
কিন্নরীণাং চ গাত্রেষু বানরীণাং তনুষু চ।
সৃজধ্বং হরিরূপেণ পুত্রাংস্তুল্যপরাক্রমান্ ॥৬

অন্বয়: মুখ্যাসু অপ্সরঃসু গন্ধর্বীণাং চ তনুষু যক্ষপন্নগকন্যাসু ঋক্ষবিদ্যাধরীষু কিন্নরীণাং গাত্রেষু বানরীণাং তনুষু চ হরিরূপেণ তুল্যপরাক্রমান্ পুত্রান্ সৃজধ্বম্। ৫-৬

আপনারা প্রধান প্রধান অপ্সরা[১], গন্ধর্বী[২], যক্ষ[৩] ও পন্নগ[৪]-কন্যা ভল্লুক ও বিদ্যাধর[৫]-কন্যা, কিন্নরী[৬] এবং বানরীদের গর্ভে নিজেদের তুল্য পরাক্রমশালী বানররূপী পুত্র উৎপাদন করুন। ৫-৬

পূর্বমেব ময়া সৃষ্টো জাম্ববান্ ঋক্ষপুঙ্গবঃ।
জৃম্ভমানস্য সহসা মম বক্ত্রাদজায়ত ॥৭

অন্বয়, পূর্বম এব ময়া ঋক্ষপুঙ্গবঃ জাম্ববান সৃষ্টঃ। (সঃ) সহসা জৃম্ভমানস্য মম বক্ত্রাৎ অজায়ত। ৭

পূর্বেই আমি ভল্লুকরাজ জাম্ববানকে সৃষ্টি করেছি। আমার জৃম্ভনের (হাই তোলা) সময় সহসা সে আমার মুখগহ্বর থেকে উৎপন্ন হয়েছে। ৭

তে তথোক্তা ভগবতা তৎ প্রতিশ্রুত্য শাসনম্।
জনয়ামাসুরেবং তে পুত্রান্ বানররূপিণঃ ॥৮

অন্বয়: তে ভগবতা তথোক্তাঃ তৎশাসনাৎ প্রতিশ্রুত্য এবং বানররূপিণঃ পুত্রান্ জনয়ামাসুঃ। ৮

ভগবান ব্রহ্মা একথা বললে দেবতারা তাঁর আদেশ পালনের প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং অসংখ্য বানররূপী পুত্র উৎপাদন করলেন। ৮

ঋষয়শ্চ মহাত্মানঃ সিদ্ধবিদ্যাধরোরগাঃ।
চারণাশ্চ সুতান্ বীরান্ সসৃজুর্বনচারিণঃ ॥৯

অন্বয়: মহাত্মানঃ ঋষয়ঃ চ সিদ্ধবিদ্যাধরোরগাঃ বনচারিণঃ বীরান্ সুতান্ চ সসৃজুঃ। ৯

এইভাবে মহাত্মা ঋষিগণ এবং সিদ্ধ[৭], বিদ্যাধর, উরগ[৮] ও চারণ[৯]গণ বহু বনচারী বীর পুত্র সৃষ্টি করলেন। ৯

বানরেন্দ্রং মহেন্দ্রাভমিন্দ্রো বালিনমাত্মজম্।
সুগ্রীবং জনয়ামাস তপনস্তপতাং বরঃ ॥১০

অন্বয়: ইন্দ্রঃ মহেন্দ্রাভং বানরেন্দ্রং বালিনম্ আত্মজং জনয়ামাস। তপতাং বরঃ তপনঃ সুগ্রীবং (জনয়ামাস)। ১০

দেবরাজ ইন্দ্র নিজের তুল্য কান্তিযুক্ত বানররাজ বালীকে জন্ম দিলেন এবং মহা তেজস্বী সূর্য সুগ্রীবের জন্ম দিলেন। ১০

বৃহস্পতিস্ত্বজনয়ত্তারং নাম মহাকপিম্।
সর্ববানরমুখ্যানাং বুদ্ধিমন্তমনুত্তমম্ ॥১১

অন্বয়: বৃহস্পতিঃ তু সর্ববানরমুখ্যানাং বুদ্ধিমন্তম্ অনুত্তমং তারং নাম মহাকপিম্ অজনয়ৎ। ১১

বৃহস্পতি জন্ম দিলেন 'তার' নামে এক অতুলনীয় মহাকপির। তিনি হলেন বানরদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমানদের অন্যতম। ১১

ধনদস্য সুতঃ শ্রীমান বানরো গন্ধমাদনঃ।
বিশ্বকর্মাত্বজনয়ন্নলং নাম মহাকপিম্ ॥১২

অন্বয়: ধনদস্য সুতঃ শ্রীমান্ গন্ধমাদনঃ বানরঃ। বিশ্বকর্মা তু নলং নাম মহাকপিম্ অজনয়ৎ। ১২

ধনপতি কুবেরের[১০] পুত্র হলেন শ্রীমান গন্ধমাদন নামে বানর এবং বিশ্বকর্মা[১১] জন্ম দিলেন নল নামে মহাকপির। ১২

পাবকস্য সুতঃ শ্রীমান্ নীলোঽগ্নিসদৃশপ্রভঃ।
তেজসা যশসা বীর্যাদত্যরিচ্যত বীর্যবান্ ॥১৩

অন্বয়: পাবকস্য সুতঃ শ্রীমান্ অগ্নিসদৃশপ্রভঃ বীর্যবান্ নীলঃ তেজসা যশসা বীর্যাৎ অত্যরিচ্যত। ১৩

অগ্নির পুত্র হলেন অগ্নিতুল্য প্রভাযুক্ত মহাবীর নীল। তিনি তেজ, যশ এবং বীর্যে অন্য সকলকে অতিক্রম করলেন। ১৩

রূপদ্রবিণসম্পন্নাবশ্বিনৌ রূপসম্মতৌ।
মৈন্দং চ দ্বিবিদং চৈব জনয়ামাসতুঃ স্বয়ম্ ॥১৪

অন্বয়: রূপদ্রবিণসম্পন্নৌ অশ্বিনৌ স্বয়ং রূপসম্মতৌ মৈন্দং দ্বিবিদং চ এব জনয়ামাসতুঃ। ১৪

রূপবান এবং সম্পদশালী অশ্বিনীকুমারদ্বয়[১২] নিজেদের তুল্য রূপবান মৈন্দ ও দ্বিবিদ নামে দুই পুত্রের জন্ম দিলেন। ১৪

বরুণো জনয়ামাস সুষেণং নাম বানরম্।
শরভং জনয়ামাস পর্জন্যস্তু মহাবলম্ ।১৫

অন্বয়: বরুণঃ সুষেণং নাম বানরং জনয়ামাস। পর্জন্যঃ তু মহাবলং শরভং জনয়ামাস। ১৫

বরুণ[১৩] সুষেণ নামে বানরের জন্ম দিলেন এবং পর্জন্য [১৪]-দেব মহাবল শরভের জন্ম দিলেন। ১৫

মারুতস্যৌরসঃ শ্রীমান্ হনুমান্ নাম বানরঃ।
বজ্রসংহননোপেতো বৈনতেয়সমো জবে ॥
সর্ববানরমুখ্যেষু বুদ্ধিমান্ বলবান্ অপি ॥১৬

অন্বয়: মারুতস্য ঔরসঃ শ্রীমান্ হনুমান্ নাম বানরঃ বজ্রসংহননোপেতঃ জবে বৈনতেয়সমঃ সর্ববানরমুখ্যেষু বুদ্ধিমান্ বলবান্ অপি। ১৬

পবনের[১৫] ঔরসে জন্ম নিলেন শ্রীমণ্ডিত হনুমান নামে বানর। তাঁর দেহ বজ্রের মতো দুর্ভেদ্য, তিনি গতিবেগে বিনতাপুত্র গরুড়ের[১৬] তুল্য এবং বানরদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও বলবান। ১৬

তে সৃষ্টা বহুসাহস্রা দশগ্রীববধোদ্যতাঃ।
অপ্রমেয়বলা বীরা বিক্রান্তাঃ কামরূপিণঃ ॥ ১৭

অন্বয়: তে বহুসাহস্রাঃ দশগ্রীববধোদ্যতাঃ অপ্রমেয়বলাঃ বিক্রান্তাঃ কামরূপিণঃ বীরাঃ সৃষ্টাঃ। ১৭

এই ভাবে দশানন রাবণের বধের জন্যে বহু সহস্র অতুলনীয় শক্তিশালী কামরূপী বানর বীরের সৃষ্টি হল। ১৭

তে গজাচলসংকাশা বপুষ্মন্তো মহাবলাঃ।
ঋক্ষবানরগোপুচ্ছাঃ ক্ষিপ্রমেবাভিজজ্ঞিরে ॥ ১৮

অন্বয়: তে গজাচলসংকাশাঃ বপুষ্মন্তঃ মহাবলাঃ ঋক্ষবানরগোপুচ্ছাঃ ক্ষিপ্রম্ এব অভিজজ্ঞিরে। ১৮

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই হস্তী ও পর্বতের ন্যায় বিশালদেহী বহুসংখ্যক মহাবলশালী ভল্লুক, বানর ও গোপুচ্ছ[১৭] জন্মগ্রহণ করল। ১৮

যস্য দেবস্য যদ্ রূপং বেশো যশ্চ পরাক্রমঃ।
অজায়ত সমং তেন তস্য তস্য পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৯

অন্বয়ঃ যস্য দেবস্য যৎ রূপং যঃ বেষঃ পরাক্রমঃ চ তস্য তস্য তেন সমং পৃথক্ পৃথক্ অজায়ত। ১৯

যে-সব দেবতার যেমন রূপ বেশভূষা ও পরাক্রম, তাঁদের পুত্রেরাও অনুরূপ ভাবেই জন্ম গ্রহণ করল। ১৯

গোলাঙ্গুলেষু চোৎপন্নাঃ কিঞ্চিদুন্নতবিক্রমাঃ।
ঋক্ষীষু চ তথা জাতা বানরাঃ কিন্নরীষু চ ॥ ২০

অন্বয়ঃ গোলাঙ্গুলেষু ঋক্ষীষু তথা কিন্নরীষু চ কিঞ্চিৎ উন্নতবিক্রমাঃ বানরাঃ জাতাঃ। ২০

এদের মধ্যে গোপুচ্ছ, ভল্লুক ও কিন্নর স্ত্রীদের গর্ভে যে-সব বানর উৎপন্ন হল তারা হল কিছু পরিমাণে অধিক বিক্রমশালী। ২০

দেবা মহর্ষিগন্ধর্বাস্তার্ক্ষ্যযক্ষা যশস্বিনঃ।
নাগাঃ কিম্পুরুষাশ্চৈব সিদ্ধবিদ্যাধরোরগাঃ ॥ ২১
বহবো জনয়ামাসুর্হৃষ্টাস্তত্র সহস্রশঃ।
চারণাশ্চ সুতান্ বীরান্ সসৃজুর্বনচারিণঃ ॥ ২২

অন্বয়ঃ যশস্বিনঃ দেবাঃ মহর্ষিগন্ধর্বাঃ তার্ক্ষ্যযক্ষাঃ নাগাঃ কিম্পুরুষাঃ সিদ্ধবিদ্যাধরোরগাঃ চ এব হৃষ্টাঃ তত্র বহবঃ সহস্রশঃ জনয়ামাসুঃ। চারণাঃ চ বনচারিণঃ বীরান্ সুতান্ সসৃজুঃ। ২১-২২

এই ভাবে দেব, মহর্ষি গন্ধর্ব, তার্ক্ষ্য[১৮], যক্ষ, নাগ, কিম্পুরুষ[১৯], সিদ্ধ বিদ্যাধর ও উরগরা হৃষ্টচিত্তে বহুসহস্র বানরের জন্ম দিলেন। তাছাড়া চারণগণও বহু বনচারী বীর পুত্রের জন্ম দিলেন। ২১-২২

অপ্সরঃসু চ মুখ্যাসু তথা বিদ্যাধরীষু চ।
নাগকন্যাসু চ তদা গন্ধর্বীণাং তনূষু চ ॥ ২৩
কামরূপবলোপেতা যথাকামবিচারিণঃ।
সিংহশার্দুলসদৃশা দর্পেণ চ বলেন চ ॥ ২৪

শিলাপ্রহরণাঃ সর্বে সর্বে পর্বতযোধিনঃ।
নখদংষ্ট্রায়ুধাঃ সর্বে সর্বে সর্বাস্ত্রকোবিদাঃ ॥ ২৫

অন্বয়ঃ মুখ্যাসু অপ্সরঃসু বিদ্যাধরীষু নাগকন্যাসু তথা গন্ধর্বীণাং তনুষু চ (পুত্রান্ সসৃজুঃ)। (তে) কামরূপবলোপেতাঃ যথাকামবিচারিণঃ দর্পেণ বলেন চ সিংহশার্দূলসদৃশাঃ সর্বে শিলাপ্রহরণাঃ সবে পর্বতযোধিনঃ নখদংষ্ট্রায়ুধাঃ সর্বে সর্বাস্ত্রকোবিদাঃ। ২৩-২৫

তাঁরা প্রধান প্রধান অপ্সরা, বিদ্যাধারী, নাগকন্যা এবং গান্ধর্বীদের গর্ভে এই সকল বানরসন্তানের জন্ম দিলেন। এই সব বানর হল কামরূপী, মহাবলশালী, এবং বল ও দর্পে সিংহ ও ব্যাঘ্রের তুল্য। তারা হল পর্বত-যোদ্ধা এবং সব রকম অস্ত্র-প্রয়োগে পারদর্শী। নখ, দংষ্ট্রা ও শিলাখণ্ড হল তাদের যুদ্ধের প্রহরণ। বলদর্পে দর্পিত হয়ে তারা ইচ্ছামতো পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করতে লাগল। ২৩-২৫

বিচালয়েয়ুঃ শৈলেন্দ্রান্ ভেদয়েয়ুঃ স্থিরান দ্রুমান্।
ক্ষোভয়েয়ুশ্চ বেগেন সমুদ্রং সরিতাং পতিম্ ॥ ২৬

অন্বয়ঃ (তে) শৈলেন্দ্রান বিচালয়েয়ুঃ স্থিরান্ দ্রুমান্ ভেদয়েয়ুঃ বেগেন সরিতাং পতিং সমুদ্রং ক্ষোভয়েয়ুঃ। ২৬

তারা বিশাল বিশাল পর্বতকে বিচলিত করতে পারে, সুদৃঢ় বৃক্ষকে চূর্ণ করতে পারে, এবং গতিবেগে জলাধিপতি সমুদ্রকেও বিক্ষুব্ধ করতে পারে। ২৬

দারয়েয়ুঃ ক্ষিতিং পদ্‌ভ্যামাপ্লবেয়ুর্মহার্ণবান্।
নভস্তলং বিশেযুশ্চ গৃহ্ণীয়ুরপি তোয়দান ॥ ২৭

অন্বয়ঃ (তে) পদ্‌ভ্যাং ক্ষিতিং দারয়েয়ুঃ, মহার্ণবান্ আপ্লবেযুঃ নভস্তলং বিশেযুঃ, তোয়দান্ অপি গৃহ্ণীয়ুঃ। ২৭

তারা পদভরে পৃথিবীকে বিদীর্ণ করতে পারে, মহাসমুদ্রকে প্লাবিত করতে পারে, নভস্তলে প্রবেশ করতে পারে, এবং আকাশের মেঘকেও আকর্ষণ করতে পারে। ২৭

গৃহ্ণীয়ুরপি মাতঙ্গান মত্তান্ প্রব্রজতো বনে।
নর্দমানাংশ্চ নাদেন পাতয়েয়ুর্বিহঙ্গমান্ ॥ ২৮

অন্বয়ঃ (তে) বনে প্রব্রজতঃ মত্তান্ মাতঙ্গান্ গৃহ্ণীয়ুঃ নর্দমানান্ বিহঙ্গান্ চ পাতয়েয়ুঃ। ২৮

তারা অরণ্যে ভ্রমণ করতে করতে মত্তমাতঙ্গদের পর্যুদস্ত করতে পারে, এবং উচ্চনাদী বিহঙ্গদের ভূপাতিত করতে পারে। ২৮

ঈদৃশানাং প্রসূতানি হরীণাং কামরূপিণাম্।
শতং শতসহস্রাণি যূথপানাং মহাত্মনাম্॥ ২৯
তে প্রধানেষু যূথেষু হরীণাং হরিযূথপাঃ।
বভূবুর্যূথপশ্রেষ্ঠান্ বীরাংশ্চাজনয়ন্ হরীন্॥ ৩০

অন্বয়ঃ ঈদৃশানাং মহাত্মনাং কামরূপিণাং যূথপানাং হরীণাং শতং শতসহস্রাণি প্রসূতানি। হরীণাং প্রধানেষু যূথেষু হরিযূথপাঃ বভূবুঃ। (তে) যূথপশ্রেষ্ঠান্ বীরান্ হরীন্ চ অজনয়ন্। ২৯-৩০

এইরকম স্বেচ্ছামূর্তি শতসহস্র বানর উদ্ভূত হল। বানরদের প্রধান প্রধান যূথের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যূথপতি বানরেরা সৃষ্ট হল, তারা আবার অন্যান্য যূথপতি বীর বানরদের জন্ম দিল। ২৯-৩০

অন্যে ঋক্ষবতঃ প্রস্থানুপতস্থুঃ সহস্রশঃ।
অন্যে নানাবিধাঞ্ছৈলান্ কাননানি চ ভেজিরে॥ ৩১

অন্বয়ঃ অন্যে সহস্রশঃ ঋক্ষবতঃ প্রস্থান্ উপতস্থুঃ অন্যে নানাবিধান্ শৈলান্ কাননানি চ ভেজিরে। ৩১

এদের মধ্যে বহুসহস্র বানর ঋক্ষবান[20] পর্বতের উপত্যকায় বাস করতে লাগল এবং অন্যান্য বহু বানর নানা পর্বত ও অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করল। ৩১

সূর্যপুত্রং চ সুগ্রীবং শক্রপুত্রং চ বালিনম্।
ভ্রাতরাবুপতস্থুস্তে সর্বে চ হরিযূথপাঃ॥
নলং নীলং হনুমন্তমন্যাংশ্চ হরিযূথপান্॥ ৩২

অন্বয়ঃ সর্বে চ হরিযূথপাঃ সূর্যপুত্রং সুগ্রীবং শক্রপুত্রং চ বালিনং ভ্রাতরৌ নলং নীলং হনুমন্তম্ অন্যান্ চ হরিযূথপান্ উপতস্থুঃ। ৩২

সেই বানরযূথপতিদের কেউ কেউ সূর্যপুত্র সুগ্রীব ও ইন্দ্রপুত্র বালী এই দুই ভ্রাতার নিকট আশ্রয় নিল, আবার কেউ কেউ নল, নীল ও হনুমান প্রভৃতি বানরযূথপতিদের নিকট আশ্রয় নিল। ৩২

তে তার্ক্ষ্যবলসম্পন্নাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ।
বিচরন্তোঽর্দয়ন্ সর্বান্ সিংহব্যাঘ্রমহোরগান্॥ ৩৩

অন্বয়ঃ তে সর্বে তার্ক্ষ্যবলসম্পন্নাঃ যুদ্ধবিশারদা বিচরন্তঃ সর্বান্ সিংহব্যাঘ্রমহোরগান্ অর্দয়ন্। ৩৩

সেই বানরেরা হল তার্ক্ষ্যদের মতো শক্তিমান এবং যুদ্ধবিশারদ। তারা বনে বনে বিচরণ করতে করতে সিংহ, ব্যাঘ্র এবং বিশালকায় সরীসৃপদের দলিত করতে লাগল। ৩৩

মহাবলো মহাবাহুর্বালী বিপুলবিক্রমঃ।
জুগোপ ভুজবীর্যেণ ঋক্ষগোপুচ্ছবানরান্ ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ মহাবলঃ মহাবাহুঃ বিপুলবিক্রমঃ বালী ভুজবীর্যেণ ঋক্ষগোপুচ্ছবানরান্ জুগোপ। ৩৪

বিপুল বিক্রমশালী মহাবীর বালী বাহুবলে এইসব ভল্লুক, গোপুচ্ছ ও বানরদের রক্ষা করতে লাগলেন। ৩৪

তৈরিয়ং পৃথিবী শূরৈঃ সপর্বতবনার্ণবা
কীর্ণা বিবিধসংস্থানৈর্নানাব্যঞ্জনলক্ষণৈঃ ॥ ৩৫
তৈর্মেঘবৃন্দাচলকূটসন্নিভৈর্মহাবলৈর্বানরযূথপাধিপৈঃ।
বভূব ভূর্ভীমশরীররূপৈঃ সমাবৃতা রামসহায়হেতোঃ ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ তৈঃ বিবিধসংস্থানৈঃ নানা ব্যঞ্জনলক্ষণৈঃ শূরৈঃ ইয়ং সপর্বতবনার্ণবা পৃথিবী কীর্ণা। তৈঃ মেঘবৃন্দাচলকূটসন্নিভৈঃ মহাবলৈঃ ভীমশরীররূপৈঃ বানরযূথাধিপৈঃ ভূঃ রামসহায়হেতোঃ সমাবৃতা বভূব। ৩৫-৩৬

নানা অবয়ব ও প্রকাশগুণমণ্ডিত এই বীর বানরেরা পর্বত ও সমুদ্রসমন্বিত এই পৃথিবীকে ছেয়ে ফেলল। এইসব বানর হল পর্বতশৃঙ্গের মতো বিশালকায় মেঘবর্ণ, মহাবলশালী, ভীষণদর্শন ও নানা লক্ষণযুক্ত। রামের সাহায্যের জন্যে তারা নানাদেশে বাস করতে লাগল, এবং ক্রমে ক্রমে সমস্ত পৃথিবীকে আবৃত করে ফেলল। ৩৫-৩৬

সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত

অষ্টাদশ সর্গ

* *

শ্রীরামাবতারঃ

নির্বৃত্তে তু ক্রতৌ তস্মিন্ হয়মেধে মহাত্মনঃ।
প্রতিগৃহ্যামরা ভাগান প্রতিজগ্মুর্যথাগতম্॥ ১

অন্বয়ঃ মহাত্মনঃ তস্মিন্ হয়মেধে ক্রতৌ নির্বৃত্তে তু অমরাঃ ভাগান্ প্রতিগৃহ্য যথাগতং প্রতিজগ্মুঃ। ১

মহাত্মা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হলে দেবতারা নিজেদের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করে যথাস্থানে প্রত্যাবর্তন করলেন। ১

সমাপ্তদীক্ষানিয়মঃ পত্নীগণসমন্বিতঃ।
প্রবিবেশ পুরীং রাজা সভৃত্যবলবাহনঃ॥ ২

অন্বয়ঃ রাজা সমাপ্তদীক্ষানিয়মঃ পত্নীগণসমন্বিতঃ সভৃত্যবলবাহনঃ পুরীং প্রবিবেশ। ২

দীক্ষা ও ব্রত সমাপ্ত হওয়ার পর রাজা দশরথপত্নী, ভৃত্য, সৈন্য এবং অনুচরদের সঙ্গে রাজপুরীতে প্রবেশ করলেন। ২

যথার্হং পূজিতাস্তেন রাজ্ঞা চ পৃথিবীশ্বরাঃ।
মুদিতা প্রযযুর্দেশান্ প্রণম্য মুনিপুঙ্গবম্॥ ৩

অন্বয়ঃ পৃথিবীশ্বরাঃ তেন রাজ্ঞা যথার্হং পূজিতাঃ মুদিতাঃ চ মুনিপুঙ্গবং প্রণম্য দেশান্ প্রযযুঃ। ৩

অন্যান্য নৃপতিরা রাজা দশরথের নিকট যথাযোগ্য সমাদর লাভ করে আনন্দিত চিত্তে মুনিবর ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রণাম করলেন, এবং তারপর নিজ নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করলেন। ৩

শ্রীমতাং গচ্ছতাং তেষাং স্বগৃহাণি পুরাত্ততঃ।
বলানি রাজ্ঞাং শুভ্রাণি প্রহৃষ্টানি চকাশিরে॥ ৪

অন্বয় : ততঃ তেষাং শ্রীমতাং রাজ্ঞাং পুরাৎ স্বগৃহাণি গচ্ছতাং প্রহৃষ্টানি শুভ্রাণি বলানি চকাশিরে। ৪

সেই নৃপতিদের শুভ্রবেশধারী কান্তিমান সৈন্যরা যখন রাজপুরী থেকে স্বগৃহে যাত্রা করল, তখন এক অপূর্ব শোভার সৃষ্টি হল। ৪

গতেষু পৃথিবীশেষু রাজা দশরথঃ পুনঃ।
প্রবিবেশ পুরীং শ্রীমান পুরস্কৃত্য দ্বিজোত্তমান॥ ৫

অন্বয় : পৃথিবীশেষু গতেষু শ্রীমান্ রাজা দশরথঃ পুনঃ দ্বিজোত্তমান্ পুরস্কৃত্য পুরীং প্রবিবেশ। ৫

নরপতিরা বিদায় গ্রহণ করার পর শ্রীমান রাজা দশরথ পুনরায় দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে সম্মুখে রেখে রাজপুরীতে প্রবেশ করলেন। ৫

শান্তয়া প্রযযৌ সার্ধমৃষ্যশৃঙ্গঃ সুপূজিতঃ।
অনুগম্যমানো রাজ্ঞা সানুযাত্রেণ ধীমতা॥ ৬

অন্বয় : ধীমতা সানুযাত্রেণ রাজ্ঞা অনুগম্যমানঃ সুপূজিতঃ ঋষ্যশৃঙ্গঃ শান্তয়া সার্ধং প্রযযৌ। ৬

তারপর ঋষ্যশৃঙ্গ উত্তমরূপে অভ্যর্থনা লাভ করে শান্তার সঙ্গে প্রস্থান করলেন এবং ধীমান রাজা দশরথ অনুচরদের সঙ্গে কিছুদূর তাঁদের অনুগমন করলেন। ৬

এবং বিসৃজ্য তান্ সর্বান্ রাজা সম্পূর্ণমানসঃ।
উবাস সুখিতস্তত্র পুত্রোৎপত্তিং বিচিন্তয়ন্॥
ততো যজ্ঞে সমাপ্তে তু ঋতূণাং ষট্ সমত্যয়ুঃ॥ ৭

অন্বয় : এবং তান্ সর্বান্ বিসৃজ্য সম্পূর্ণমানসঃ সুখিতঃ রাজা পুত্রোৎপত্তিং বিচিন্তয়ন্ তত্র উবাস। ততঃ যজ্ঞে সমাপ্তে তু ঋতূণাং ষট্ সমত্যয়ুঃ। ৭

রাজা দশরথের মনোরথ পূর্ণ হয়েছে, সকলকে বিদায় দিয়ে তিনি পুত্রজন্মের কথা চিন্তা করতে করতে পরম সুখে রাজপুরীতে বাস করতে লাগলেন। এইভাবে যজ্ঞ শেষ হওয়ার পর ছয় ঋতু অতিক্রান্ত হল। ৭

ততশ্চ দ্বাদশে মাসে চৈত্রে নাবামকে তিথৌ।
নক্ষত্রেঽদিতিদৈবত্যে স্বোচ্চসংস্থেষু পঞ্চসু॥৮
গ্রহেষু কর্কটে লগ্নে বাক্‌পতাবিন্দুনা সহ।
প্রোদ্যমানে জগন্নাথং সর্বলোকনমস্কৃতম্॥৯

কৌসল্যাঽজনয়দ্রামং দিব্যলক্ষণসংযুতম্।
লোহিতাক্ষং মহাবাহুং রক্তোষ্ঠং দুন্দুভিস্বনম্ ॥১০

অন্বয়: ততঃ চ দ্বাদশে মাসে চৈত্রনাবমিকে তিথৌ অদিতিদৈবতো নক্ষত্রে পঞ্চসু গ্রহেষু স্বোচ্চসংস্থেষু কর্কটলগ্নে বাক্পতৌ ইন্দুনা সহ প্রোদ্যমানে কৌসল্যা সর্বলোকনমস্কৃতং জগন্নাথং দিব্যলক্ষণসংযুং ইক্ষাকুনন্দনং লোহিতাক্ষং মহাবাহুং রক্তোষ্ঠং দুন্দুভিস্বনং পুত্রং রামম্ অজনয়ৎ। ৮-১০

যজ্ঞসমাপ্তির পর দ্বাদশ মাস উপস্থিত হলে কৌশল্যা চৈত্রের নবমী তিথিতে, পুনর্বসু নক্ষত্রে, পাঁচটি গ্রহের স্বউচ্চ অবস্থানে, কর্কট লগ্নে, এবং বৃহস্পতির চন্দ্রের সঙ্গে উদিত অবস্থায় রামকে প্রসব করলেন। ইক্ষ্বাকুবংশধর রাম সর্বলোকপূজ্য। তিনি দিব্য লক্ষণযুক্ত এবং মহাবাহু। তাঁর নেত্রদ্বয় লোহিত বর্ণ, ওষ্ঠ রক্তবর্ণ এবং কণ্ঠস্বর দুন্দুভি ধ্বনির মতো মধুর ও গম্ভীর। ৮-১০

কৌসল্যা শুশুভে তেন পুত্রেণামিততেজসা।
যথা বরেণ দেবানামদিতির্বজ্রপাণিনা ॥১১

অন্বয়: কৌসল্যা তেন অমিততেজসা পুত্রেণ যথা অদিতিঃ দেবানাং বরেণ বজ্রপাণিনা (তথা) শুশুভে। ১১

দেবমাতা অদিতি যেমন দেবরাজ বজ্রপাণি ইন্দ্রকে পুত্ররূপে লাভ করে শোভিত হয়েছিলেন, কৌশল্যাও তেমনই সেই অমিতবিক্রম পুত্রলাভ করে শোভিত হলেন। ১১

ভরতো নাম কৈকেয্যাং যজ্ঞে সত্যপরাক্রমঃ।
সাক্ষাদ্বিষ্ণোশ্চতুর্ভাগঃ সর্বৈঃ সমুদিতো গুণৈঃ ॥১২

অন্বয়: কৈকেয্যাং ভরতঃ নাম সত্যপরাক্রমঃ সাক্ষাৎ বিষ্ণোঃ চতুর্ভাগঃ সর্বৈঃ গুণৈঃ সমুদিতঃ (পুত্রঃ) জজ্ঞে। ১২

কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত নামে এক সত্যপরায়ণ, সর্বগুণসম্পন্ন পুত্র জন্মগ্রহণ করলেন। ইনি সাক্ষাৎ বিষ্ণুর চতুর্থাংশ। ১২

অথ লক্ষ্মণশত্রুঘ্নৌ সুমিত্রাঽজনয়ৎ সুতৌ।
বীরৌ সর্বাস্ত্রকুশলৌ বিষ্ণোরর্ধসমন্বিতৌ ॥১৩

অন্বয়: অথ সুমিত্রা বীরৌ সর্বাস্ত্রকুশলৌ বিষ্ণোঃ অর্ধসমন্বিতৌ লক্ষ্মণশত্রুঘ্নৌ সুতৌ অজনয়ৎ। ১৩

তারপর সুমিত্রা লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নামে সর্বাস্ত্রবিশারদ যুগল বীরপুত্রের জন্ম দিলেন। তাঁরা যুক্তভাবে বিষ্ণুর অর্ধাংশ। ১৩

পুষ্যে জাতস্তু ভরতো মীনলগ্নে প্রসন্নধীঃ।
সার্পে জাতৌ তু সৌমিত্রী কুলীরেঽভ্যুদিতে রবৌ ॥১৪

অন্বয়: প্রসন্নধীঃ ভরতঃ পুষ্যে মীনলগ্নে জাতঃ। সৌমিত্রী তু সার্পে রবৌ কুলীরে অভ্যুদিতৌ। ১৪

নির্মলবুদ্ধি ভরত পুষ্যা নক্ষত্রে ও মীন লগ্নে জন্মগ্রহণ করলেন এবং সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণও শত্রুঘ্ন অশ্লেষানক্ষত্রে এবং কর্কটরাশিতে রবির উদিত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করলেন। ১৪

রাজ্ঞঃ পুত্রা মহাত্মানশ্চত্বারো জজ্ঞিরে পৃথক্।
গুণবন্তোঽনুরূপাশ্চ রুচ্যা প্রোষ্ঠপদোপমাঃ ॥১৫

অন্বয়: রাজ্ঞঃ চত্বারঃ মহাত্মানঃ অনুরূপাঃ গুণবন্তঃ চ রুচ্যা প্রোষ্ঠপদোপমাঃ পুত্রাঃ পৃথক্ জজ্ঞিরে। ১৫

রাজা দশরথের চারজন মহাত্মা পুত্র পৃথকভাবে জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁরা পিতার তুল্য গুণবান এবং প্রোষ্ঠপদ নক্ষত্রের[১] ন্যায় কান্তিযুক্ত। ১৫

জগুঃ কলং চ গন্ধর্বাঃ ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুঃ পুষ্পবৃষ্টিশ্চ খাৎ পতৎ ॥১৬

অন্বয়: গন্ধর্বাঃ কলং জগুঃ অপ্সরোগণাঃ চ ননৃতুঃ, দেবদুন্দুভয়ঃ নেদুঃ, খাৎ পুষ্পবৃষ্টিঃ চ অপতৎ। ১৬

তাঁদের জন্মলগ্নে গন্ধর্বরা কলস্বরে গান করতে লাগলেন, অপ্সরারা নাচতে লাগলেন, দেবদুন্দভি বাজতে লাগল, এবং আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে থাকল। ১৬

উৎসবশ্চ মহানাসীদযোধ্যায়াং জনাকুলঃ।
রথ্যাশ্চ জনসম্বাধা নটনর্তকসংকুলাঃ ॥১৭
গায়নৈশ্চ বিরাবিণ্যো বাদনৈশ্চ তথাপরৈঃ।
বিরেজুর্বিপুলাস্তত্র সর্বরত্নসমন্বিতাঃ ॥১৮

অন্বয়ঃ অযোধ্যায়াং মহান্ জনাকুলঃ উৎসবঃ চ আসীৎ। তত্র বিপুলাঃ রথ্যাঃ জনসম্বাধাঃ নটনর্তকসংকুলাঃ গায়নৈঃ চ তথা অপরৈঃ বাদনৈঃ চ বিরাবিণ্যঃ সর্বরত্ন-সমন্বিতাঃ বিরেজুঃ। ১৭-১৮

অযোধ্যার বিপুল জনতা উৎসব করতে লাগল, বিশাল রাজপথগুলি জনাকীর্ণ, নট ও নর্তকপূর্ণ, গায়ক ও বাদকগণের দ্বারা মুখরিত এবং নানাপ্রকার রত্নশোভিত হয়ে উঠল (১৭-১৮)।

প্রদেয়াংশ্চ দদৌ রাজা সূতমাগধবন্দিনাম্।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ বিত্তং গোধনানি সহস্রশঃ ॥১৯

অন্বয়ঃ রাজা সূতমাগধবন্দিনাং প্রদেয়ান্ ব্রাহ্মণেভ্যঃ চ সহস্রশঃ বিত্তং গোধনানি দদৌ। ১৯

রাজা সূত[২], মাগধ[৩] ও বন্দীদের[৪] নানাপ্রকার পারিতোষিক দিলেন এবং ব্রাহ্মণদের বহু অর্থ ও গোধন দান করলেন। ১৯

অতীত্যৈকাদশাহং তু নামকর্ম তথাকরোৎ।
জ্যেষ্ঠং রামং মহাত্মানং ভরতং কৈকেয়ীসুতম্ ॥২০
সৌমিত্রিং লক্ষ্মণমিতি শত্রুঘ্নমপরং তথা ॥২১
বসিষ্ঠঃ পরমপ্রীতো নামানি কুরুতে তদা ॥২২

অন্বয়ঃ তথা একাদশাহং তু অতীত্য নামকর্ম অকরোৎ। মহাত্মানং জ্যেষ্ঠং রামং কৈকেয়ীসুতং ভরতং সৌমিত্রিং লক্ষ্মণং তথা অপরং শত্রুঘ্নং ইতি বসিষ্ঠঃ পরম-প্রীতঃ তদা নামানি কুরুতে। ২০-২২

একাদশ দিবস অতীত হলে রাজকুমারদের নামকরণ হল। দশরথের মহাত্মা জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হল রাম, কৈকেয়ীর পুত্রের নাম হল ভরত এবং সুমিত্রানন্দনদের একজনের নাম হল লক্ষ্মণ ও অপরজনের নাম শত্রুঘ্ন। এইভাবে কুলগুরু বশিষ্ঠ আনন্দিত মনে রাজপুত্রদের নামকরণ করলেন। ২০-২২

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাস পৌরজানপদানপি।
অদদদ্ ব্রাহ্মণানাং চ রত্নৌঘমমলং বহু ॥২৩
তেষাং জন্মক্রিয়াদীনি সর্বকর্মাণ্যকারয়ৎ ॥২৪

অন্বয়ঃ (রাজা) ব্রাহ্মণান্ পৌরজানপদান্ অপি ভোজয়ামাস। ব্রাহ্মণানাং বহু অমলং রত্নৌঘম্ অদদৎ। তেষাং জন্মক্রিয়াদীনি সর্বকর্মাণি অকারয়ৎ। ২৩-২৪

এই উৎসবে রাজা ব্রাহ্মণ, নগরবাসী ও পুরবাসীদের ভোজন করালেন এবং ব্রাহ্মণদের বহু বিশুদ্ধ রত্ন দান করলেন। এইভাবে তিনি বালকদের সমস্ত জাতকর্ম সম্পন্ন করলেন। ২৩-২৪

তেষাং কেতুরিব জ্যেষ্ঠো রামো রতিকরঃ পিতুঃ।
বভূব ভূয়ো ভূতানাং স্বয়ম্ভূরিব সম্মতঃ ॥২৫

অন্বয়: তেষাং কেতুঃ ইব জ্যেষ্ঠঃ রামঃ পিতুঃ রতিকরঃ ভূয়ঃ ভূতানাং স্বয়ম্ভূঃ ইব সম্মতঃ। ২৫

রাজকুমারদের মধ্যে প্রধান হলেন জ্যেষ্ঠ রাম। তিনি পিতার অতিশয় প্রিয় পাত্র এবং জনগণের নিকট স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার ন্যায় পরম পূজনীয় হয়ে উঠলেন। ২৫

সর্বে বেদবিদঃ শূরাঃ সর্বে লোকহিতে রতাঃ।
সর্বে জ্ঞানোপসম্পন্নাঃ সর্বে সমুদিতা গুণৈঃ ॥২৬

অন্বয়: সর্বে বেদবিদঃ শূরাঃ সর্বে লোকহিতে রতাঃ সর্বে জ্ঞানোপসম্পন্নাঃ-গুণৈঃ সমুদিতাঃ (বভূবুঃ)। ২৬

রাজকুমারেরা সকলেই বেদজ্ঞ ও বীর, সকলেই লোকহিতে নিযুক্ত এবং সকলেই জ্ঞানবান ও গুণবান হয়ে উঠলেন ২৬

তেষামপি মহাতেজা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
ইষ্টঃ সর্বস্য লোকস্য শশাঙ্ক ইব নির্মলঃ ॥২৭

অন্বয়: তেষাম্ অপি মহাতেজাঃ সত্যপরাক্রমঃ রামঃ নির্মলঃ শশাঙ্কঃ ইব সর্বস্য লোকস্য ইষ্টঃ। ২৭

তাঁদের মধ্যে মহাতেজস্বী ও সত্যপরায়ণ রাম চন্দ্রের মতো নির্মল শোভা বিস্তার করে সকলের প্রিয়ভাজন হয়ে উঠলেন ২৭

গজস্কন্ধেঽশ্বপৃষ্ঠে চ রথচর্যাসু সম্মতঃ।
ধনুর্বেদে চ নিরতঃ পিতুঃ শুশ্রূষণে রতঃ ॥২৮

অন্বয়: (সঃ) গজস্কন্ধে অশ্বপৃষ্ঠে রথচর্যাসু সম্মতঃ, ধনুর্বেদে চ নিরতঃ, পিতুঃ শুশ্রূষণে চ রতঃ। ২৮

তিনি হস্তী অশ্ব ও রথ চালনায় সুদক্ষ, ধনুর্বিদ্যায় সিদ্ধহস্ত এবং পিতার সেবায় অনুরক্ত হয়ে উঠলেন। ২৮

বাল্যাৎ প্রভৃতি সুস্নিগ্ধো লক্ষ্মণো লক্ষ্মিবর্ধনঃ।
রামস্য লোকরামস্য ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য নিত্যশঃ ॥২৯
সর্বপ্রিয়করস্তস্য রামস্যাপি শরীরতঃ।
লক্ষ্মণো লক্ষ্মিসম্পন্নো বহিঃ প্রাণ ইবাপরঃ ॥৩০

অন্বয়ঃ বাল্যাৎ প্রভৃতি সুস্নিগ্ধঃ লক্ষ্মিসম্পন্নঃ লক্ষ্মিবর্ধনঃ লক্ষ্মণঃ জ্যেষ্ঠস্য ভ্রাতুঃ লোকরামস্য নিত্যশঃ সর্বপ্রিয়করঃ তস্য রামস্য অপি অপরঃ বহিঃ প্রাণঃ ইব (আসীৎ)। ২৯-৩০

স্নেহপরায়ণ ও সৌভাগ্যশালী লক্ষ্মণ বাল্যকাল থেকেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লোকপ্রিয় রামের সর্বদা প্রিয়কার্যের অনুষ্ঠান করতেন এবং তিনি রামের দেহের বহিঃস্থ দ্বিতীয় প্রাণস্বরূপ ছিলেন। ২৯-৩০

ন চ তেন বিনা নিদ্রাং লভতে পুরুষোত্তমঃ।
মৃষ্টমন্নমুপানীতমশ্নাতি ন হি তং বিনা ॥৩১

অন্বয়ঃ পুরুষোত্তমঃ তেন বিনা ন চ নিদ্রাং লভতে উপানীতং মৃষ্টম্ অন্নং তং বিনা ন অশ্নাতি। ৩১

পুরুষোত্তম রাম লক্ষ্মণকে ছাড়া নিদ্রা যেতেন না এবং সুস্বাদু অন্ন পেলে লক্ষ্মণকে ছাড়া আহার করতেন না। ৩১

যদা হি হয়মারূঢ়ো মৃগয়াং যাতি রাঘবঃ।
অথৈনং পৃষ্ঠতোঽভ্যেতি সধনুঃ পরিপালয়ন্ ॥৩২

অন্বয়ঃ অথ যদা রাঘবঃ হয়ম্ আরূঢ়ঃ মৃগয়াং যাতি (তদা লক্ষ্মণঃ) এনং সধনুঃ পরিপালয়ন্ পৃষ্ঠতঃ অভ্যেতি। ৩২

রাম যখন অশ্বে আরোহণ করে মৃগয়ায় যেতেন, তখন লক্ষ্মণ ধনুর্বাণ হাতে তাঁকে রক্ষা করার জন্যে অনুগমন করতেন। ৩২

ভরতস্যাপি শত্রুঘ্নো লক্ষ্মণাবরজো হি সঃ।
প্রাণৈঃ প্রিয়তরো নিত্যং তস্য চাসীত্তথা প্রিয়ঃ ॥৩৩

অন্বয়ঃ সঃ লক্ষ্মণাবরজঃ শত্রুঘ্নঃ ভরতস্য অপি প্রাণৈঃ প্রিয়তরঃ তথা নিত্যং তস্য প্রিয়ঃ চ আসীৎ। ৩৩

এদিকে লক্ষ্মণের যমজ ভ্রাতা শত্রুঘ্ন ভরতের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় ছিলেন এবং সর্বদা তাঁর প্রিয় কার্য করতেন। ৩৩

স চতুর্ভির্মহাভাগৈঃ পুত্রৈর্দশরথঃ প্রিয়ৈঃ।
বভূব পরমপ্রীতো দেবৈরিব পিতামহঃ ॥৩৪

অন্বয়ঃ সঃ দশরথঃ চতুর্ভিঃ মহাভাগৈঃ প্রিয়ৈঃ পুত্রৈঃ যথা পিতামহঃ দেবৈঃ (তথা) ইব পরমপ্রীতঃ বভূব। ৩৪

পূর্বকালে পিতামহ ব্রহ্মা যেমন দেবতাদের লাভ করে আনন্দিত হয়েছিলেন, তেমনই রাজা দশরথ চারজন মহাত্মা পুত্র লাভ করে অতিশয় আনন্দিত হলেন। ৩৪

তে যদা জ্ঞানসম্পন্নাঃ সর্বে সমুদিতা গুণৈঃ।
হ্রীমন্তঃ কীর্তিমন্তশ্চ সর্বজ্ঞা দীর্ঘদর্শিনঃ ॥৩৫
তেষামেবং প্রভাবাণাং সর্বেষাং দীপ্ততেজসাম্।
পিতা দশরথো হৃষ্টো ব্রহ্মা লোকাধিপো যথা ॥৩৬

অন্বয়ঃ তে সর্বে যদা জ্ঞানসম্পন্নাঃ গুণৈঃ সমুদিতাঃ হ্রীমন্তঃ কীর্তিমন্তঃ সর্বজ্ঞাঃ দীর্ঘদর্শিনঃ (অভবন্) (তদা) তেষাং সর্বেষাম্ এবং প্রভাবাণাং দীপ্ততেজসাং পিতা দশরথঃ যথা লোকধিপঃ ব্রহ্মা (তথা হৃষ্টঃ (অভবৎ)। ৩৫-৩৬

কালে রাজকুমারেরা যখন জ্ঞানী, গুণী, লজ্জাশীল কীর্তিমান, সর্বজ্ঞ ও দূরদর্শী হয়ে উঠলেন, তখন এমন প্রভাবশালী ও তেজস্বী পুত্র লাভ করে পিতা দশরথ লোকপতি ব্রহ্মার মতো আনন্দ লাভ করলেন। (৩৫-৩৬)

তে চাপি মনুজব্যাঘ্রা বৈদিকাধ্যয়নে রতাঃ।
পিতৃশুশ্রূষণে রতা ধনুর্বেদে চ নিষ্ঠিতাঃ ॥৩৭

অন্বয়ঃ তে চ মনুজব্যাঘ্রাঃ অপি বৈদিকাধ্যয়নে রতাঃ পিতৃশুশ্রূষণে রতাঃ ধনুর্বেদে চ নিষ্ঠিতাঃ। ৩৭

সেই নরশ্রেষ্ঠ রাজকুমারেরা সকলেই বেদ-অধ্যয়ন ও পিতার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হলেন এবং ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন। ৩৭

অথ রাজা দশরথস্তেষাং দারক্রিয়াং প্রতি।
চিন্তয়ামাস ধর্মাত্মা সোপাধ্যায়ঃ সবান্ধবঃ ॥৩৮

অন্বয়ঃ অথ ধর্মাত্মা রাজা দশরথঃ সোপাধ্যায়ঃ সবান্ধবঃ তেষাং দারক্রিয়াং প্রতি চিন্তয়ামাস। ৩৮

কিছুকাল পরে ধর্মাত্মা রাজা দশরথ উপাধ্যায় এবং বান্ধবদের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজকুমারদের বিবাহের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। ৩৮

তস্য চিন্তয়মানস্য মন্ত্রিমধ্যে মহাত্মনঃ।

অভ্যাগচ্ছন্মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ॥৩৯

অন্বয় : তস্য মহাত্মনঃ মন্ত্রিমধ্যে চিন্তয়মানস্য মহাতেজাঃ মহামুনিঃ বিশ্বামিত্রঃ অভ্যাগচ্ছৎ। ৩৯

মহাত্মা দশরথ মন্ত্রিপরিবৃত হয়ে এ বিষয়ে চিন্তা করছিলে, এমন সময় মহাতেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র সেখানে উপস্থিত হলেন। ৩৯

স রাজ্ঞো দর্শনাকাঙ্ক্ষী দ্বারাধ্যক্ষানুবাচ হ।

শীঘ্রমাখ্যাত মাং প্রাপ্তং কৌশিকং গাধিনঃ সুতম্॥৪০

অন্বয় : সঃ রাজ্ঞঃ দর্শনাকাঙ্ক্ষী দ্বারাধ্যক্ষান্ উবাচ শীঘ্রং মাং কৌশিকং গাধিনঃ সুতম্ আখ্যাত। ৪০

তিনি রাজার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হয়ে দ্বাররক্ষীদের বললেন—তোমরা রাজাকে শীঘ্র সংবাদ দাও আমি কুশবংশীয় গাধির পুত্র এখানে উপস্থিত হয়েছি। ৪০

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য রাজ্ঞো বেশ্ম প্রদুদ্রুবুঃ।

সম্ভ্রান্তমনসঃ সর্বে তেন বাক্যেন চোদিতাঃ॥৪১

তে গত্বা রাজভবনং বিশ্বামিত্রমৃষিং তদা।

প্রাপ্তমাবেদয়ামাসুর্নৃপায়েক্ষ্বাকবে তদা॥৪২

অন্বয় : তস্য তৎ বচনং শ্রুত্বা তেন বাক্যেন চোদিতাঃ সর্বে সম্ভ্রান্তমনসঃ রাজ্ঞঃ বেশ্ম প্রদুদ্রুবুঃ। তে তদা রাজভবনং গত্বা ইক্ষ্বাকবে নৃপায় বিশ্বামিত্রম্ ঋষিং প্রাপ্তম্ আবেদয়ামাসুঃ। ৪১-৪২

তাঁর কথা শুনে দ্বাররক্ষীরা ব্যস্তসমস্ত ভাবে রাজপুরীতে প্রবেশ করল এবং রাজা দশরথকে বিশ্বামিত্র ঋষির আগমন সংবাদ নিবেদন করল। ৪১-৪২

তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা সপুরোধাঃ সমাহিতঃ।

প্রত্যুজ্জগাম সংহৃষ্টো ব্রহ্মাণমিব বাসবঃ॥৪৩

অন্বয় : তেষাং তৎ বচনং শ্রুত্বা সপুরোধাঃ সমাহিতঃ (দশরথঃ) সংহৃষ্টঃ ব্রহ্মাণং বাসবঃ ইব প্রত্যুজ্জগাম। ৪৩

তখন রাজা দশরথ পুরোহিতকে সঙ্গে নিয়ে আনন্দিত ও সমাহিত চিত্তে, ইন্দ্র যে-ভাবে ব্রহ্মার প্রত্যুদ্গমন করেন সেইভাবে বিশ্বামিত্রের প্রত্যুদ্গমন করলেন। ৪৩

স দৃষ্ট্বা জ্বলিতং দীপ্ত্যা তাপসং সংশিতব্রতম্।
প্রহৃষ্টবদনো রাজা ততোঽর্ঘ্যমুপহারয়ৎ ॥৪৪

অন্বয়ঃ ততঃ সঃ রাজা সংশিতব্রতং দীপ্ত্যা জ্বলিতং তাপসং দৃষ্ট্বা প্রহৃষ্টবদনঃ অর্ঘ্যম্ উপহারয়ৎ। ৪৪

তারপর তিনি সেই দৃঢ়ব্রত তেজোদীপ্ত তাপসের দর্শন লাভ করে হৃষ্টমুখে তাঁকে অর্ঘ্য প্রদান করলেন। ৪৪

স রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্যার্ঘ্যং শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা।
কুশলং চাব্যয়ং চৈব পর্যপৃচ্ছন নরাধিপম্ ॥৪৫

অন্বয়ঃ সঃ রাজ্ঞঃ অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্য শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা অব্যয়ং কুশলং চ এব পর্যপৃচ্ছৎ। ৪৫

বিশ্বামিত্র রাজার অর্ঘ্য গ্রহণ করে শাস্ত্রবিধি অনুসারে তাঁর সর্বাঙ্গীণ কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। ৪৫

পুরে কোশে জনপদে বান্ধবেষু সুহৃৎসু চ।
কুশলং কৌশিকো রাজ্ঞঃ পর্যপৃচ্ছৎ সুধার্মিকঃ ॥৪৬
অপি তে সন্নতাঃ সর্বে সামন্তা রিপবো জিতাঃ।
দৈবং চ মানুষং চৈব কর্ম তে সাধ্বনুষ্ঠিতম্ ॥৪৭

অন্বয়ঃ সুধার্মিকঃ কৌশিকঃ রাজ্ঞঃ পুরে কোষে জনপদে বান্ধবেষু সুহৃৎসু চ কুশলং পর্যপৃচ্ছৎ—অপি তে সর্বে সামন্তাঃ সন্নতাঃ রিপবঃ জিতাঃ দৈবং চ মানুষং কর্ম চ এব সাধু অনুষ্ঠিতম্। ৪৬ ৪৭

ধার্মিক বিশ্বামিত্র রাজার নগর, জনপদ, কোষাগার এবং বন্ধুবান্ধবদের সম্পর্কে কুশল প্রশ্ন করে বললেন—মহারাজ, সামন্ত রাজারা আপনার বশ্যতা স্বীকার করেছেন, তাই আপনার শত্রুরা পরাজিত হয়েছে তো? আপনার দৈব ও মানবিক কর্ম সুসম্পন্ন হয়েছে তো? ৪৬-৪৭

বসিষ্ঠং চ সমাগম্য কুশলং মুনিপুঙ্গবঃ।
ঋষীংশ্চ তান্ যথান্যায়ং মহাভাগ উবাচ হ ॥৪৮

অন্বয়ঃ মহাভাগঃ মুনিপুঙ্গবঃ বসিষ্ঠং ঋষীন্ চ সমাগম্য তান্ যথান্যায়ং কুশলম্ উবাচ। ৪৮

তারপর মুনিবর বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ এবং অন্যান্য ঋষিদের কাছে গিয়ে বিধি অনুসারে তাঁদেরও কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। ৪৮

তে সর্বে হৃষ্টমনসস্তস্য রাজ্ঞো নিবেশনম্।
বিবিশুঃ পূজিতাস্তেন নিষেদুশ্চ যথার্হতঃ ॥৪৯

অন্বয়: তে সর্বে হৃষ্টমনসঃ তস্য রাজ্ঞঃ নিবেশনং বিবিশুঃ যথার্হতঃ নিষেদুঃ চ। ৪৯

কুশল প্রশ্নের পর তাঁরা সকলে হৃষ্টচিত্তে রাজার ভবনে প্রবেশ করলেন এবং নিজের যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করলেন। ৪৯

অথ হৃষ্টমনা রাজা বিশ্বামিত্রং মহামুনিম্।
উবাচ পরমোদারো হৃষ্টস্তমভিপূজয়ন্ ॥৫০

অন্বয়: অথ পরমোদারঃ রাজা মহামুনিং বিশ্বামিত্রম্ অভিপূজয়ন্ হৃষ্টঃ তম উবাচ। ৫০

পরম উদারস্বভাব রাজা দশরথ হৃষ্টমনে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে পূজা করে প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বললেন—। ৫০

যথা হমৃতস্য সম্প্রাপ্তির্যথা বর্ষমনূদকে।
যথা সদৃশদারেষু পুত্রজন্মাপ্রজস্য বৈ ॥৫১
প্রণষ্টস্য যথা লাভো যথা হর্ষো মহোদয়ঃ।
তথৈবাগমনং মন্যে স্বাগতং তে মহামুনে ॥৫২

অন্বয়: মহামুনে! যথা অমৃতস্য সম্প্রাপ্তিঃ যথা অনূদকে বর্ষং যথা অপ্রজস্য সদৃশদারেষু পুত্রজন্ম যথা প্রণষ্টস্য লাভঃ মহোদয়ঃ হর্ষঃ তথা এব তে স্বাগতম্ আগমনং মন্যে। ৫১-৫২

হে মহামুনি, অমৃত লাভ করলে, অনাবৃষ্টিতে বর্ষণ হলে, অনুরূপ ভার্যার গর্ভে অপুত্রকের পুত্র জন্মালে, অথবা নষ্ট বস্তুর পুনরুদ্ধার হলে যেমন মহা আনন্দের কারণ হয়, তেমনই আপনার শুভাগমনে আমার মহা হর্ষ উপস্থিত হয়েছে। ৫১-৫২

কং চ তে পরমং কামং করোমি কিমু হর্ষিতঃ।
পাত্রভূতোঽসি মে ব্রহ্মন্ দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি মানদঃ ॥৫৩
অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতং চ সুজীবিতম্ ॥৫৪

অন্বয়: কং চ তে পরমং কামং কিমু হর্ষিতঃ করোমি। ব্রহ্মন্! (ত্বং) মে পাত্রভূতঃ মানদঃ দিষ্ট্যা প্রাপ্তঃ অসি। অদ্য মে জন্ম সফলং জীবিতং চ সুজীবিতম্। ৫৩-৫৪

আপনার অভিলাষ কী বলুন, আমি হৃষ্টচিত্তে তা সাধন করব। হে ব্রহ্মন্, আপনি আমার সম্মানের যোগ্য। আমি ভাগ্যক্রমে আপনাকে পেয়েছি। আজ আমার জন্ম সফল এবং জীবন ধন্য হল। ৫৩ ৫৭

যস্মাদ্ বিপ্রেন্দ্রমদ্রাক্ষম্ সুপ্রভাতা নিশা মম।
পূর্বং রাজর্ষিশব্দেন তপসা দ্যোতিতপ্রভঃ ॥৫৫
ব্রহ্মর্ষিত্বমনুপ্রাপ্তঃ পূজ্যোঽসি বহুধা ময়া।
তদদ্ভূতমভূদ্ বিপ্র পবিত্রং পরমং মম ॥৫৬

অন্বয়: যস্মাৎ বিপেন্দ্রম্ অদ্রাক্ষম্ মম নিশা সুপ্রভাতা। (ত্বং) পূর্বং রাজর্ষিশব্দেন তপসা দ্যোতিতপ্রভঃ ব্রহ্মর্ষিত্বম অনুপ্রাপ্তঃ, তৎ বিপ্র মম (রাজ্যং) পরমম্ অদ্ভূতং পবিত্রম্ অভূৎ। ত্বং ময়া বহুধা পূজ্যঃ অসি। ৫৫-৫৬

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আপনার দর্শনে আমার রাত্রি সুপ্রভাত হয়েছে। আপনি প্রথমে রাজর্ষি[৬] নামে খ্যাত ছিলেন এবং পরে তপস্যার প্রভাবে দ্যুতিমান হয়ে ব্রহ্মর্ষিত্ব[৭] লাভ করেছেন। সুতরাং আপনার আগমনে আজ আমার রাজ্যও পরম পবিত্র হয়েছে। আপনি আমার নিকট বহুভাবে পূজনীয়। ৫৫-৫৬

শুভক্ষেত্রগতশ্চাহং তব সন্দর্শনাৎ প্রভো।
ব্রূহি যৎ প্রার্থিতং তুভ্যং কার্যমাগমনং প্রতি ॥৫৭

অন্বয়: প্রভো তব সন্দর্শনাৎ অহং শুভক্ষেত্রগতঃ, আগমনং প্রতি ব্রূহি, যৎ প্রার্থিতং তুভ্যং কার্যম্ (তদপি ব্রূহি)। ৫৭

প্রভু, আপনার দর্শনলাভ করে মনে হচ্ছে, আমি নিশ্চয়ই শুভগ্রহের ক্ষেত্রগত হয়েছি। আপনার আগমনের কারণ বলুন এবং আপনার কোন্ প্রার্থনা পূরণ করব বলুন। ৫৭

ইচ্ছাম্যনুগৃহীতোঽহং ত্বদর্থং পরিবৃদ্ধয়ে।
কার্যস্য ন বিমর্শং চ গন্তুমর্হসি সুব্রত ॥৫৮

অন্বয়: সুব্রত অহম্ অনুগৃহীতঃ ত্বদর্থং পরিবৃদ্ধয়ে ইচ্ছামি। (ত্বং) কার্যস্য বিমর্শং গন্তুং ন অর্হসি। ৫৮

হে সুব্রত, আমি অনুগৃহীত হয়েছি, আমি আপনার কামনা পূর্ণ করতে চাই। এ বিষয়ে আপনার সংকোচের কোনো প্রয়োজন নাই। ৫৮

কর্তা চাহমশেষেণ দৈবতং হি ভবান্ মম।
মম চায়মনুপ্রাপ্তো মহানভ্যুদয়ো দ্বিজ ॥
তবাগমনজঃ কৃৎস্নো ধর্মশ্চানুত্তমো দ্বিজ ॥৫৯

অন্বয়ঃ অহং চ অশেষেণ কর্তা। ভবান্ মম দৈবতম্। দ্বিজ! অয়ং তবাগমনজঃ কৃৎস্নঃ অনুত্তমঃ ধর্মঃ মম মহান্ অভ্যুদয়ঃ অনুপ্রাপ্তঃ। ৫৯

হে ব্রাহ্মণ, আমি আপনার আদেশ সম্যক্‌রূপে পালন করব। আপনি আমার পরম দেবতা। আপনার আগমনে আমার যে অনুপম ধর্মলাভ হয়েছে তা আমার পক্ষে এক মহান অভ্যুদয় স্বরূপ। ৫৯

ইতি হৃদয়সুখং নিশম্য বাক্যং শ্রুতিসুখমাত্মবতা বিনীতমুক্তম্।
প্রথিতগুণযশা গুণৈর্বিশিষ্টঃ পরমঋষিঃ পরমং জগাম হর্ষম্ ॥৬০

অন্বয়ঃ ইতি আত্মবতা (দশরথেন) হৃদয়সুখং শ্রুতিসুখং বিনীতম্ উক্তং বাক্যং নিশম্য প্রথিতগুণযশাঃ গুণৈঃ বিশিষ্টঃ পরমঋষিঃ পরমং হর্ষং জগাম। ৬০

দূরদর্শী দশরথের এরূপ হৃদ্য ও শ্রুতিসুখকর বিনীত বাক্যে প্রখ্যাত গুণবান ও যশস্বী বিশ্বামিত্র পরম আনন্দলাভ করলেন। ৬০

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত

একোনবিংশ সর্গ

* *

বিশ্বামিত্রেণ রামলক্ষ্মণাভ্যর্থনম্

তচ্ছ্রুত্বা রাজসিংহস্য বাক্যমদ্ভুতবিস্তরম্।
হৃষ্টরোমা মহাতেজা বিশ্বামিত্রোঽভ্যভাষত ॥১

অন্বয়ঃ রাজসিংহস্য তৎ অদ্ভুতবিস্তরং বাক্যং শ্রুত্বা হৃষ্টরোমা মহাতেজাঃ বিশ্বামিত্রঃ অভ্যভাষত। ১

মহারাজ দশরথের এরূপ অপূর্ব ও বিস্তারিত বাক্যে পুলকিত হয়ে মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র বললেন—। ১

সদৃশং রাজশার্দূল তবৈব ভুবি নান্যতঃ।
মহাবংশপ্রসূতস্য বসিষ্ঠব্যপদেশিনঃ ॥২

অন্বয়: রাজশার্দূল! মহাবংশপ্রসূতস্য বসিষ্ঠব্যপদেশিনঃ তব সদৃশম্ এব ভুবি ন অন্যতঃ (অস্তি)। ২

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আপনি মহৎকুলে জন্মগ্রহণ করেছেন, এবং বশিষ্ঠ আপনার উপদেষ্টা, আপনার তুল্য ব্যক্তি পৃথিবীতে কোথাও নাই। ২

যত্তু মে হৃদ্‌গতং বাক্যং তস্য কার্যস্য নিশ্চয়ম্।
কুরুষ রাজশার্দূল ভব সত্যপ্রতিশ্রবঃ ॥৩

অন্বয়: রাজশার্দূল! যৎ তু মে হৃদ্‌গতং বাক্যং তস্য কার্যস্য নিশ্চয়ং কুরুষ সত্যপ্রতিশ্রবঃ ভব। ৩

মহারাজ, আমার যে মনের অভিলাষ তাকে নিশ্চিতরূপে পূরণ করার জন্যে আপনাকে সত্যবদ্ধ হতে হবে। ৩

অহং নিয়মমাতিষ্ঠে সিদ্ধ্যর্থং পুরুষর্ষভ।
তস্য বিঘ্নকরৌ দ্বৌ তু রাক্ষসৌ কামরূপিণৌ ॥৪

অন্বয়: পুরুষর্ষভ! অহং সিদ্ধ্যর্থং নিয়মম্ আতিষ্ঠে, তস্য তু দ্বৌ বিঘ্নকরৌ কামরূপিণৌ রাক্ষসৌ। ৪

হে নরশ্রেষ্ঠ, আমি সিদ্ধিলাভ করার জন্যে এক ব্রত আচরণ করছিলাম, কিন্তু দুজন কামরূপী রাক্ষস তাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। ৪

ব্রতে তু বহুশশ্চীর্ণে সমাপ্ত্যাং রাক্ষসাবিমৌ।
মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ বীর্যবন্তৌ সুশিক্ষিতৌ ॥
তৌ মাংসরুধিরৌঘেণ বেদিং তামভ্যবর্ষতাম্ ॥৫

অন্বয়: বহুশঃ চীর্ণে ব্রতে তু সমাপ্ত্যাম্ ইমৌ মারীচঃ সুবাহুঃ চ বীর্যবন্তৌ তৌ সুশিক্ষিতৌ রাক্ষসৌ মাংসরুধিরৌঘেণ তাং বেদিম্ অভ্যবর্ষতাম্। ৫

বহুকাল ব্রত আচরণ করার পর সমাপ্তির সময়ে মারীচ ও সুবাহু নামে শক্তিশালী ও সুশিক্ষিত সেই দুজন রাক্ষস যজ্ঞবেদীর উপরে মাংস ও শোণিতধারা বর্ষণ করতে থাকে। ৫

অবধূতে তথাভূতে তস্মিন্ নিয়মনিশ্চয়ে।
কৃতশ্রমো নিরুৎসাহস্তস্মাদ্দেশাদপাক্রমে ॥৬

অন্বয় : তস্মিন্ নিয়মনিশ্চয়ে তথাভূতে অবধৃতে কৃতশ্রমঃ নিরুৎসাহঃ (অহং) তস্মাৎ দেশাৎ অপাক্রমে। ৬

সেই ব্রত এইভাবে পরিত্যক্ত হলে শ্রান্ত ও নিরুৎসাহ হয়ে আমি সেই স্থান ত্যাগ করে এসেছি। ৬

ন চ মে ক্রোধমুৎস্রষ্টুং বুদ্ধির্ভবতি পার্থিব।
তথাভূতা হি সা চর্যা ন শাপস্তত্র মুচ্যতে ॥৭

অন্বয় : পার্থিব ! মে ক্রোধম্ উৎস্রষ্টুং বুদ্ধিঃ ন ভবতি। সা হি চর্যা তথাভূতা তত্র শাপঃ ন মুচ্যতে। ৭

মহারাজ, এ বিষয়ে ক্রোধ প্রকাশ করবার ইচ্ছা আমার নেই, কারণ এই ব্রত আচরণ এমন যে এতে শাপ দেওয়া অনুচিত। ৭

স্বপুত্রং রাজশার্দূল রামং সত্যপরাক্রমম্।
কাকপক্ষধরং বীরং জ্যেষ্ঠং মে দাতুমর্হসি ॥৮

অন্বয় : রাজশার্দূল ! (ত্বং) স্বপুত্রং সত্যপরাক্রমং কাকপক্ষধরং বীরং জ্যেষ্ঠং রামং মে দাতুম্ অর্হসি। ৮

মহারাজ, আপনি আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র সত্যপরায়ণ কাকপক্ষধর[১] মহাবীর রামকে আমার হাতে সমর্পণ করুন। ৮

শক্তো হ্যেষ ময়া গুপ্তো দিব্যেন স্বেন তেজসা।
রাক্ষসা যে বিকর্তারস্তেষামপি বিনাশনে ॥৯

অন্বয় : এষঃ ময়া গুপ্তঃ স্বেন দিব্যেন তেজসা যে রাক্ষসাঃ বিকর্তারঃ তেষাম্ অপি বিনাশনে শক্তঃ। ৯

রাম আমার দ্বারা রক্ষিত হয়ে নিজের দিব্যতেজ-প্রভাবে যে-সব রাক্ষস যজ্ঞের বিঘ্ন করছে তাদের বিনাশ করতে পারবে। ৯

শ্রেয়শ্চাস্মৈ প্রদাস্যামি বহুরূপং ন সংশয়ঃ।
ত্রয়াণামপি লোকানাং যেন খ্যাতিং গমিষ্যতি ॥১০

অন্বয় : (অহং) চ অস্মৈ বহুরূপং শ্রেয়ঃ প্রদাস্যামি ন সংশয়ঃ যেন (অসৌ) ত্রয়াণাম্ অপি লোকানাং খ্যাতিং গমিষ্যতি। ১০

আমিও অবশ্যই রামকে এর জন্যে বহু শ্রেয় বস্তু দান করব, যার ফলে সে ত্রিভুবনে প্রসিদ্ধিলাভ করবে। ১০

ন চ তৌ রামমাসাদ্য শক্তৌ স্থাতুং কথঞ্চন ।
ন চ তৌ রাঘবাদন্যো হন্তুমুৎসহতে পুমান ॥১১

অন্বয় : তৌ (রাক্ষসৌ) রামম্ আসাদ্য কথঞ্চন স্থাতুং ন শক্তৌ। রাঘবাৎ **অন্যঃ** পুমান্ চ তৌ হন্তুং ন উৎসহতে। ১১

রাম উপস্থিত হলে সেই দুজন রাক্ষস কিছুতেই স্থির থাকতে পারবে না, এবং রাম ছাড়া অন্য কোনো পুরুষও তাদের বিনাশ করতে উৎসাহিত হবে না। ১১

বীর্যোৎসিক্তৌ হি তৌ পাপৌ কালপাশবশংগতৌ
রামস্য রাজশার্দুল ন পর্যাপ্তৌ মহাত্মনঃ ॥১২

অন্বয় : রাজশার্দুল। তৌ বীর্যোৎসিক্তৌ পাপৌ কালপাশবশংগতৌ মহাত্মনঃ রামস্য ন পর্যাপ্তৌ। ১২

মহারাজ, বাহুবলে স্ফীত হয়ে সেই পাপাত্মারা কালপাশ কবলিত হয়েছে, সুতরাং তারা যুদ্ধে কিছুতেই মহাত্মা রামের সমকক্ষ হবে না। ১২

ন চ পুত্রগতং স্নেহং কর্তুমর্হসি পার্থিব
অহং তে প্রতিজানামি হতৌ তৌ বিদ্ধি রাক্ষসৌ। ১৩

অন্বয় : পার্থিব ! (ত্বং পুত্রগতং স্নেহং কর্তুং ন অর্হসি। অহং তে প্রতিজানামি তৌ রাক্ষসৌ হতৌ বিদ্ধি। ১৩

মহারাজ, আপনার পুত্রস্নেহের বশীভূত হওয়া উচিত নয়। আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, সেই রাক্ষসেরা অবশ্যই নিহত হবে। ১৩

অহং বেদ্মি মহাত্মানং রামং সত্যপরাক্রমম।
বসিষ্ঠোঽপি মহাতেজা যে চেমে তপসি স্থিতাঃ। ১৪

অন্বয় : অহং মহাত্মানং সত্যপরাক্রমং রামং বেদ্মি। মহাতেজাঃ বসিষ্ঠঃ চ যে ইমে তপসি স্থিতাঃ (তে) অপি (বিদন্তি)। ১৪

আমি সত্যপরায়ণ মহাত্মা রামের বলবিক্রম বিলক্ষণ জানি। মহাতেজস্বী বশিষ্ঠ এবং এই অন্যান্য তাপসরাও তা জানেন। ১৪

যদি তে ধর্মলাভং তু যশশ্চ পরমং ভুবি।
স্থিরমিচ্ছসি রাজেন্দ্র রামং মে দাতুমর্হসি ॥১৫

অন্বয় : রাজেন্দ্র ! যদি তে ভুবি পরমং ধর্মলাভং স্থিরং যশঃ চ ইচ্ছসি (তদা) মে রামং দাতুম্ অর্হসি। ১৫

হে রাজেন্দ্র যদি আপনি পৃথিবীতে পরম ধর্ম এবং স্থায়ী যশোলাভ করতে ইচ্ছা করেন, তবে রামকে আমার হাতে দেওয়া আপনার কর্তব্য। ১৫

যদ্যভ্যনুজ্ঞাং কাকুৎস্থ দদতে তব মন্ত্রিণঃ।
বসিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্বে ততো রামং বিসর্জয় ॥১৬

অন্বয়ঃ কাকুৎস্থ! যদি বসিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্বে তব মন্ত্রিণঃ অভ্যনুজ্ঞাং দদতে ততঃ রামং বিসর্জয়। ১৬

হে কাকুৎস্থ, যদি বশিষ্ঠ প্রভৃতি আপনার মন্ত্রিগণ অনুমতি প্রদান করেন তবে রামকে আমার হাতে অর্পণ করুন। ১৬

অভিপ্রেতমসংসক্তমাত্মজং দাতুমর্হসি।
দশরাত্রং হি যজ্ঞস্য রামং রাজীবলোচনম্ ॥১৭

অন্বয়ঃ অসংসক্তম্ অভিপ্রেতম্ আত্মজং রাজীবলোচনং রামং যজ্ঞস্য দশরাত্রং দাতুম্ অর্হসি। ১৭

আমার ব্রতপালনের জন্যে আপনার পুত্র রাজীবলোচন রামকে আমি প্রার্থনা করছি। আপনি মায়া ত্যাগ করে যজ্ঞের দশ রাত্রের জন্যে তাকে আমার হাতে দিন। ১৭

নাত্যেতি কালো যজ্ঞস্য যথায়ং মম রাঘব।
তথা কুরুষ্ব ভদ্রং তে মা চ শোকে মনঃ কৃথাঃ ॥১৮

অন্বয়ঃ রাঘব! যথা অয়ং মম যজ্ঞস্য কালং ন অত্যেতি তথা কুরুষ্ব, শোকে মা চ মনঃ কৃথাঃ। ভদ্রং তে (ভবতু)। ১৮

হে রাঘব, যাতে আমার যজ্ঞের সময় না অতিবাহিত হয়ে যায় সেই ব্যবস্থা করুন। আপনি শোকে মন নিমগ্ন করবেন না। আপনার মঙ্গল হবে। ১৮

ইত্যেবমুক্ত্বা ধর্মাত্মা ধর্মার্থসহিতং বচঃ।
বিররাম মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামতিঃ ॥১৯

অন্বয়ঃ ধর্মাত্মা মহাতেজাঃ মহামতিঃ বিশ্বামিত্রঃ ইতি এবং ধর্মার্থসহিতং বচঃ উক্ত্বা বিররাম। ১৯

মহাতেজস্বী মহামতি ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্র এই ধর্ম ও অর্থযুক্ত কথা বলে নীরব হলেন। ১৯

স তন্নিশম্য রাজেন্দ্রো বিশ্বামিত্রবচঃ শুভম্।
শোকেন মহতাবিষ্টশ্চচাল চ মুমোহ চ ॥২০
লব্ধসংজ্ঞস্ততোত্থায় ব্যষীদত ভয়ান্বিতঃ ॥২১

অন্বয়ঃ সঃ রাজেন্দ্রঃ ততঃ শুভং বিশ্বামিত্রবচঃ নিশম্য মহতা শোকেন আবিষ্টঃ চচাল, মুমোহ চ। ততঃ লব্ধসংজ্ঞঃ উত্থায় ভয়ান্বিতঃ ব্যষীদত ২০-২১

বিশ্বামিত্রের এই কথাগুলি মঙ্গলজনক হলেও মহারাজ দশরথ তা শুনে মহাশোকে নিমগ্ন হলেন এবং প্রস্থান করার উপক্রম করেই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। তারপর সংজ্ঞালাভ করে তিনি পুনরায় ভীত ও বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। ২০-২১

ইতি হৃদয়মনোবিদারণং মুনিবচনং তদতীব শুশ্রুবান্।
নরপতিরভবন্ মহান্ মহাত্মা ব্যথিতমনাঃ প্রচচাল চাসনাৎ ॥২২

অন্বয়ঃ ইতি তৎ অতীব হৃদয়মনোবিদারণং মুনিবচনং শুশ্রুবান্ মহান্ মহাত্মা নরপতিঃ ব্যথিতমনাঃ অভবৎ, আসনাৎ প্রচচাল চ। ২২

অবশেষে মহাত্মা দশরথ ঋষি বিশ্বামিত্রের এই হৃদয় বিদারক কথা শুনে ব্যথিত চিত্তে সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। ২২

একোনবিংশ সর্গ সমাপ্ত

বিংশ সর্গ

* *

দশরথস্য প্রত্যাখ্যানম্

তচ্ছ্রুত্বা রাজশার্দূলো বিশ্বামিত্রস্য ভাষিতম্।
মুহূর্তমিব নিঃসংজ্ঞঃ সংজ্ঞাবানিদমব্রবীৎ ॥১

অন্বয়ঃ রাজশার্দূলঃ বিশ্বামিত্রস্য তৎ ভাষিতং শ্রুত্বা মুহূর্তম্ ইব নিঃসংজ্ঞঃ সংজ্ঞাবান্ ইদম্ অব্রবীৎ। ১

মহারাজ দশরথ বিশ্বামিত্রের কথা শুনে মুহূর্তকাল সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলেন, পরে সংজ্ঞালাভ করে তিনি বললেন—। ১

ঊনষোড়শবর্ষো মে রামো রাজীবলোচনঃ।
ন যুদ্ধযোগ্যতামস্য পশ্যামি সহ রাক্ষসৈঃ ॥২

অন্বয়ঃ রাজীবলোচনঃ রামঃ মে ঊনষোড়শবর্ষঃ। অস্য রাক্ষসৈঃ সহ যুদ্ধযোগ্যতাং ন পশ্যামি। ২

হে মহর্ষি, আমার রাজীবলোচন রামের বয়স এখনও ষোড়শ বৎসর পূর্ণ হয় নি। রাক্ষসদের সঙ্গে তার যুদ্ধের যোগ্যতা আমি দেখতে পাচ্ছি না। ২

ইয়মক্ষৌহিণী সেনা যস্যাহং পতিরীশ্বরঃ।
অনয়া সহিতো গত্বা যোদ্ধাহং তৈর্নিশাচরৈঃ ॥৩

অন্বয়ঃ ইয়ম্ অক্ষৌহিণী সেনা যস্য অহম্ ঈশ্বরঃ পতিঃ। অহম্ অনয়া সহিতঃ গত্বা তৈঃ নিশাচরৈঃ যোদ্ধা। ৩

আমার এই অক্ষৌহিণী[১] সেনার আমি সর্বময় কর্তা। আমি স্বয়ং তাদের সঙ্গে নিয়ে সেই নিশাচরদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। ৩

ইমে শূরাশ্চ বিক্রান্তা ভৃত্যা মেঽস্ত্রবিশারদাঃ।
যোগ্যা রাক্ষোগণৈর্যোদ্ধুং ন রামং নেতুমর্হসি ॥৪

অন্বয়ঃ ইমে বিক্রান্তাঃ অস্ত্রবিশারদাঃ শূরাঃ মে ভৃত্যাঃ। (তে) রক্ষোগণৈঃ যোদ্ধুং যোগ্যাঃ। রামং ন নেতুম্ অর্হসি। ৪

আর এই বিক্রমশালী অস্ত্রবিশারদ বীরেরা আমার ভৃত্য, তারা রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করার উপযুক্ত। সুতরাং আপনি রামকে নিয়ে যাবেন না। ৪

অহমেব ধনুষ্পাণির্গোপ্তা সমরমূর্ধান।
যাবৎ প্রাণান্ ধরিষ্যামি তাবদ্ যোৎস্যে নিশাচরৈঃ ॥৫

অন্বয়ঃ অহম্ এব ধনুষ্পাণিঃ সমরমূর্ধনি গোপ্তা যাবৎ প্রাণান্ ধরিষ্যামি তাবৎ নিশাচরৈঃ যোৎস্যে। ৫

আমি স্বয়ং ধনুর্ধারণ করে যুদ্ধের পুরোভাগ রক্ষা করব এবং যতক্ষণ প্রাণ থাকে ততক্ষণ নিশাচরদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। ৫

নির্বিঘ্না ব্রতচর্যা সা ভবিষ্যতি সুরক্ষিতা।
অহং তত্র গমিষ্যামি ন রামং নেতুমর্হসি ॥৬

অন্বয়ঃ সা ব্রতচর্যা নির্বিঘ্না সুরক্ষিতা ভবিষ্যতি। অহং তত্র গমিষ্যামি। রামং ন নেতুম্ অর্হসি। ৬

আমি স্বয়ং গেলে আপনার ব্রত-চারণ নির্বিঘ্ন ও সুরক্ষিত হবে। সুতরাং আপনি রামকে নিয়ে যাবেন না। ৬

বালো হ্যকৃতবিদ্যশ্চ ন চ বেত্তি বলাবলম্।
ন চাস্ত্রবলসংযুক্তো ন চ যুদ্ধবিশারদঃ ॥৭
ন চাসৌ রক্ষসাং যোগ্যাঃ কূটযুদ্ধা হি রাক্ষসাঃ ॥৮

অন্বয়ঃ (রামঃ) বালঃ অকৃতবিদ্যঃ চ বলাবলং ন বেত্তি। (সঃ) ন চ অস্ত্রবলসংযুক্তঃ ন চ যুদ্ধবিশারদঃ। অসৌ ন চ রক্ষসাং যোগ্যঃ। রাক্ষসাঃ হি কূটযুদ্ধাঃ। ৭-৮

রাম নিতান্ত বালক, অকৃতবিদ্য এবং রাক্ষসদের বলাবল সম্পর্কে অজ্ঞ। তার অস্ত্রবল নাই, এবং সে যুদ্ধবিশারদও নয়। রাম বিক্রমে রাক্ষসদের আদৌ সমকক্ষ হবে না। রাক্ষসরা কূটযুদ্ধে বিশেষ নিপুণ। ৭-৮

বিপ্রযুক্তো হি রামেণ মুহূর্তমপি নোৎসহে।
জীবিতুং মুনিশার্দূল ন রামং নেতুমর্হসি ॥৯

অন্বয়ঃ মুনিশার্দূল (অহং) রামেণ বিপ্রযুক্তঃ মুহূর্তম্ অপি জীবিতুং ন উৎসহে। (ত্বং) রামং নেতুং ন অর্হসি। ৯

মুনিবর, আমি রামের বিরহে মুহূর্তমাত্রও জীবন ধারণ করতে পারব না, সুতরাং আপনি রামকে নিয়ে যাবেন না। ৯

যদি বা রাঘবং ব্রহ্মন্ নেতুমিচ্ছসি সুব্রত।
চতুরঙ্গসমাযুক্তং ময়া সহ চ তং নয় ॥১০

অন্বয়ঃ সুব্রত ব্রহ্মন্! যদি বা রাঘবং নেতুম্ ইচ্ছসি (তদা) ময়া সহ চতুরঙ্গ-সমাযুক্তং চ তং নয়। ১০

হে সুব্রত, যদি আপনি একান্ত রামকে নিয়ে যেতে চান তাহলে আমার চতুরঙ্গ-বাহিনীসহ তাকে আমার সঙ্গে নিয়ে চলুন। ১০

ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি জাতস্য মম কৌশিক।
কৃচ্ছ্রেণোৎপাদিতশ্চায়ং ন রামং নেতুমর্হসি ॥১১

অন্বয়ঃ কৌশিক! ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি জাতস্য মম অয়ং কৃচ্ছ্রেণ চ উৎপাদিতঃ। (ত্বং) রামং নেতুং ন অর্হসি। ১১

হে কৌশিক, আমার ষাট হাজার বৎসর বয়স হয়েছে। এই বয়সে আমি বহু কষ্টে রামকে লাভ করেছি। সুতরাং আপনি রামকে নিয়ে যাবেন না। ১১

চতুর্ণামাত্মজানাং হি প্রীতিঃ পরমিকা মম।
জ্যেষ্ঠে ধর্মপ্রধানে চ ন রামং নেতুমর্হসি ॥১২

অন্বয়: মম চতুর্ণাং আত্মজানাং ধর্মপ্রধানে জ্যেষ্ঠে পরমিকা প্রীতিঃ। (ত্বং) রামং নেতুং ন অর্হসি। ১২

আমার চারজন পুত্রের মধ্যে ধার্মিকশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ রামের প্রতিই আমার সর্বাধিক প্রীতি, সুতরাং আপনি রামকে নিয়ে যাবেন না। ১২

কিংবীর্যা রাক্ষসাস্তে চ কস্য পুত্রাশ্চ কে চ তে
কথং প্রমাণাঃ কে চৈতান্ রক্ষন্তি মুনিপুঙ্গব ॥১৩

অন্বয়: মুনিপুঙ্গব! তে রাক্ষসাঃ কিংবীর্যাঃ কস্য চ পুত্রাঃ কে চ? (তে) কথং প্রমাণাঃ? কে চ এতান্ রক্ষন্তি? ১৩

মুনিবর, সেই রাক্ষসদের বলবীর্য কেমন? তারা কার পুত্র এবং তাদের পরিচয় কী? তাদের সংখ্যা কত, এবং কে বা তাদের রক্ষা করছে? ১৩

কথং চ প্রতিকর্তব্যং তেষাং রামেণ রক্ষসাম্।
মামকৈর্বা বলৈর্ব্রহ্মন্ ময়া বা কূটযোধিনাম্ ॥১৪

অন্বয়: ব্রহ্মন্! কথং রামেণ ময়া বা মামকৈঃ বলৈঃ বা তেষাং কূটযোধিনাং রক্ষসাং প্রতিকর্তব্যম্? ১৪

হে ব্রাহ্মণ! রাম, আমি অথবা আমার সৈন্যগণ কীভাবে সেই কূটযোদ্ধা রাক্ষসদের প্রতিরোধ করতে পারি? ১৪

সর্বং মে শংস ভগবন্ কথং তেষাং ময়া রণে।
স্থাতব্যং দুষ্টভাবানাং বীর্যোৎসিক্তা হি রাক্ষসাঃ ॥১৫

অন্বয়: ভগবন্! সর্বং মে শংস—কথং ময়া তেষাং দুষ্টভাবানাং রণে স্থাতব্যম্। রাক্ষসাঃ হি বীর্যোৎসিক্তাঃ। ১৫

হে ভগবন্, রাক্ষসরা বাহুবলে মত্ত হয়েছে। আমি কী ভাবে তাদের সঙ্গে যুদ্ধে অবস্থান করব? আমাকে এ সব কথা খুলে বলুন। ১৫

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রোঽভ্যভাষত।
পৌলস্ত্যবংশপ্রভবো রাবণো নাম রাক্ষসঃ ॥১৬
স ব্রহ্মণা দত্তবরস্ত্রৈলোক্যং বাধতে ভৃশম্।
মহাবলো মহাবীর্যো রাক্ষসৈর্বহুভির্বৃতঃ ॥১৭

অন্বয়ঃ বিশ্বামিত্রঃ তস্য তৎ বচনং শ্রুত্বা অভ্যভাষত—পৌলস্ত্যবংশপ্রভবঃ রাবণঃ নাম রাক্ষসঃ। সঃ ব্রহ্মণা দত্তবরঃ মহাবলঃ মহাবীর্যঃ বহুভিঃ রাক্ষসৈঃ বৃতঃ ত্রৈলোক্যং ভৃশং বাধতে। ১৬-১৭

দশরথের কথার উত্তরে বিশ্বামিত্র বললেন—

পৌলস্ত্যের[২] বংশে জাত রাবণ নামে এক রাক্ষস আছে। সে ব্রহ্মার বর পেয়ে মহাবলশালী ও মহা শক্তিধর হয়েছে। বহু রাক্ষস পরিবৃত হয়ে সে ত্রিভুবনকে ভয়ানক-ভাবে উৎপীড়িত করছে। ১৬-১৭

শ্রূয়তে চ মহারাজ রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
সাক্ষাদ্বৈশ্রবণভ্রাতা পুত্রো বিশ্রবসো মুনেঃ॥১৮

অন্বয়ঃ মহারাজ! শ্রূয়তে চ রাক্ষসাধিপঃ রাবণঃ সাক্ষাৎ বৈশ্রবণভ্রাতা বিশ্রবসঃ মুনেঃ পুত্রঃ। .৮

মহারাজ, আমি শুনেছি যে এই রাবণ রাক্ষসদের রাজা এবং সে সাক্ষাৎ কুবেরের[৩] ভ্রাতা ও বিশ্রবা মুনির পুত্র। ১৮

যদা ন খলু যজ্ঞস্য বিঘ্নকর্তা মহাবলঃ।
তেন সংচোদিতৌ তৌ তু রাক্ষসৌ চ মহাবলৌ॥১৯
মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ যজ্ঞবিঘ্নং করিষ্যতঃ ২০॥

অন্বয়ঃ মহাবলঃ (রাবণঃ) যদা ন খলু যজ্ঞস্য বিঘ্নকর্তা তেন সংচোদিতৌ তু তৌ মহাবলৌ মারীচঃ সুবাহুঃ চ রাক্ষসৌ যজ্ঞবিঘ্নং করিষ্যতঃ। ১৯-২০

অবশ্য মহাবলশালী রাবণ নিজে এই যজ্ঞের বিঘ্নকারী নয়, কিন্তু তার প্রেরিত রাক্ষস মহাবীর মারীচ ও সুবাহু যজ্ঞের বিঘ্ন করছে। ১৯-২০

ইত্যুক্তো মুনিনা তেন রাজোবাচ মুনিং তদা।
ন হি শক্তোঽস্মি সংগ্রামে স্থাতুং তস্য দুরাত্মনঃ॥২১

অন্বয়ঃ তেন মুনিনা ইত্যুক্তঃ রাজা তদা মুনিম্ উবাচ—(অহং) তস্য দুরাত্মনঃ সংগ্রামে স্থাতুং ন শক্তঃ অস্মি। ২১

বিশ্বামিত্র ঋষি একথা বললে রাজা দশরথ তাঁকে বললেন—মুনিবর, আমি সেই দুরাত্মার সঙ্গে সংগ্রামে স্থির থাকতে পারবনা। ২১

স ত্বং প্রসাদং ধর্মজ্ঞ কুরুষ্ব মম পুত্রকে।
মম চৈবাল্পভাগ্যস্য দৈবতং হি ভবান্ গুরুঃ॥২২

অন্বয় : ধর্মজ্ঞ ! সঃ ত্বং মম পুত্রকে প্রসাদং কুরুষ। ভবান্ মম চ এব অল্পভাগ্যস্য দৈবতং গুরুঃ। ২২

হে ধর্মজ্ঞ, আপনি আমার পুত্রের উপর কৃপা করুন, আমি অতি মন্দভাগ্য, আপনিই আমার দেবতা ও গুরু। ২২

দেবদানবগন্ধর্বা যক্ষাঃ পতগপন্নগাঃ।
ন শক্তা রাবণং সোঢ়ুং কিং পুনর্মানবা যুধি ॥২৩

অন্বয় : দেবদানবগন্ধর্বাঃ যক্ষাঃ পতগপন্নগাঃ রাবণং যুধি সোঢ়ুং ন শক্তাঃ কিং পুনঃ মানবাঃ। ২৩

দেব, দানব, গন্ধর্ব, পতঙ্গ এবং পন্নগেরা[৪] ও যুদ্ধে রাবণের পরাক্রম সহ্য করতে পারে না, মানুষদের তো কথাই নাই। ২৩

স তু বীর্যবতাং বীর্যমাদত্তে যুধি রাবণঃ।
তেন চাহং ন শক্তোঽস্মি সংযোদ্ধুং তস্য বা বলৈঃ ॥
সবলো বা মুনিশ্রেষ্ঠ সহিতো বা মমাত্মজৈঃ ॥২৪

অন্বয় : মুনিশ্রেষ্ঠ ! সঃ তু রাবণঃ যুধি বীর্যবতাং বীর্যম্ আদত্তে। অহং তেন চ তস্য বলৈঃ বা সবলঃ বা মম আত্মজৈঃ সহিতঃ বা সংযোদ্ধুং ন শক্তঃ অস্মি। ২৪

মুনিবর, সেই রাবণ যুদ্ধে বীর বানরদেরও বীর্য হরণ করে। আমার সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে যাই অথবা পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে যাই আমি কখনই রাবণ অথবা তার সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সমর্থ হব না। ২৪

কথমপ্যমরপ্রখ্যং সংগ্রামাণামকোবিদম্।
বালং মে তনয়ং ব্রহ্মন্ নৈব দাস্যামি পুত্রকম্ ॥২৫

অন্বয় : ব্রহ্মন্ ! (অহং) কথম্ অপি মে অমরপ্রখ্যং সংগ্রামাণাম্ অকোবিদং বালং তনয়ং পুত্রকং ন এব দাস্যামি। ২৫

হে ব্রাহ্মণ, লোকে রামকে দেবতা আখ্যা দিলেও সে বালকমাত্র এবং যুদ্ধে সম্পূর্ণ অপটু। সুতরাং আমি আমার পুত্রকে কিছুতেই দেব না। ২৫

অথ কালোপমৌ যুদ্ধে সুতৌ সুন্দোপসুন্দয়োঃ।
যজ্ঞবিঘ্নকরৌ তৌ তে নৈব দাস্যামি পুত্রকম্ ॥২৬

অন্বয় : অথ যুদ্ধে কালোপমৌ সুন্দোপসুন্দয়োঃ সুতৌ যজ্ঞবিঘ্নকরৌ। (অহং) তে পুত্রকং ন দাস্যামি এব। ২৬

মারীচ ও সুবাহু যথাক্রমে সুন্দ ও উপসুন্দের[১] পুত্র। তারা যুদ্ধে কালসদৃশ। তারাই আপনার যজ্ঞের বিঘ্ন করছে। সুতরাং আমি আমার পুত্রকে কিছুতেই আপনার হাতে দেব না। ২৬

তৌ হি যক্ষস্য কন্যায়াং জাতৌ দৈত্যকুলোদ্ভবৌ।
মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ বীর্যবন্তৌ সুশিক্ষিতৌ ॥২৭

অন্বয়ঃ তৌ মারীচঃ সুবাহুঃ চ দৈত্যকুলোদ্ভবৌ যক্ষস্য কন্যায়াং জাতৌ বীর্যবন্তৌ সুশিক্ষিতৌ। ২৭

মারীচ ও সুবাহু দৈত্যকুলে যক্ষকন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে। তারা অনতিশয় বলবান ও সুশিক্ষিত। ২৭

তয়োরন্যতরং যোদ্ধুং যাস্যামি সসুহৃদ্‌গণঃ।
অন্যথা ত্বনুনেষ্যামি ভবন্তং সহবান্ধবঃ ॥২৮

অন্বয়ঃ তয়োঃ অন্যতরং যোদ্ধুং সসুহৃদ্‌গণঃ যাস্যামি। অন্যথা তু সহবান্ধবঃ ভবন্তম্ অনুনেষ্যামি। ২৮

যদি আদেশ করেন, তবে তাদের একজনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমার মিত্রদের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি। নতুবা আমি সবান্ধবে আপনাকে অনুনয় করছি (আপনি রামের যুদ্ধের প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করুন)। ২৮

ইতি নরপতিজল্পনাদ্‌দ্বিজেন্দ্রং কুশিকসুতং সুমহান্ বিবেশ মন্যুঃ।
সুহুত ইব মখেঽগ্নিরাজ্যসিক্তঃ সমভবদুজ্জ্বলিতো মহর্ষিবহ্নিঃ ॥২৯

অন্বয়ঃ ইতি নরপতিজল্পনাৎ সুমহান্ মন্যুঃ দ্বিজেন্দ্রং কুশিকসুতং বিবেশ সুহুতে মখে আজ্যসিক্তঃ অগ্নিঃ ইব মহর্ষিবহ্নিঃ উজ্জ্বলিতঃ সমভবৎ। ২৯

নরপতি দশরথের এই কথা শুনে দ্বিজশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র মহাক্রোধে আবিষ্ট হলেন। যেমন যজ্ঞে উত্তমরূপে ঘৃতাহুতি দিলে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠে, তেমনই মহর্ষির ক্রোধবহ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। ২৯

বিংশ সর্গ সমাপ্ত

একবিংশ সর্গ

বসিষ্ঠেন প্রতিবোধনম্

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য স্নেহপর্যাকুলাক্ষরম্।

সমন্যুঃ কৌশিকো বাক্যং প্রত্যুবাচ মহীপতিম্ ॥১

অন্বয়ঃ তস্য স্নেহপর্যাকুলাক্ষরং বচনং শ্রুত্বা সমন্যুঃ কৌশিকঃ মহীপতিং বাক্যং প্রত্যুবাচ। ১

দশরথের স্নেহব্যাকুল কথা শুনে বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে রাজাকে বললেন— । ১

পূর্বমর্থং প্রতিশ্রুত্য প্রতিজ্ঞাং হাতুমিচ্ছসি।

রাঘবাণামযুক্তোঽয়ং কুলস্যাস্য বিপর্যয়ঃ ॥২

অন্বয়ঃ (ত্বং) পূর্বম্ অর্থং প্রতিশ্রুত্য প্রতিজ্ঞাং হাতুম্ ইচ্ছসি। অয়ং রাঘবাণাম্ অযুক্তঃ অস্য কুলস্য বিপর্যয়ঃ চ। ২

আপনি পূর্বে আমার প্রার্থনা পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এখন তা ভঙ্গ করতে চাইছেন। এ কাজ রঘুবংশীয়দের উপযুক্ত নয়, এতে আপনার কুলের বিপর্যয় হবে। ২

যদীদং তে ক্ষমং রাজন্ গমিষ্যামি যথাগতম্।

মিথ্যাপ্রতিজ্ঞঃ কাকুৎস্থ সুখী ভব সুহৃদ্‌বৃতঃ ॥৩

অন্বয়ঃ রাজন্! যদি ইদং তে ক্ষমং (তদা) যথাগতং গমিষ্যামি। কাকুৎস্থ! (ত্বং) মিথ্যাপ্রতিজ্ঞঃ সুহৃদ্‌বৃতঃ সুখী ভব। ৩

মহারাজ, যদি এই আপনার উপযুক্ত কাজ হয়, তবে আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানেই ফিরে যাব। হে কাকুৎস্থ, আপনি মিথ্যা প্রতিজ্ঞাকারী পরিচয় নিয়ে সুহৃদ্‌পরিবৃত হয়ে সুখে থাকুন। ৩

তস্য রোষপরীতস্য বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ।

চচাল বসুধা কৃৎস্না, দেবানাং চ ভয়ং মহৎ ॥৪

অন্বয়ঃ তস্য রোষপরীতস্য ধীমতঃ বিশ্বামিত্রস্য কৃৎস্না বসুধা চচাল, দেবানাং চ মহৎ ভয়ং (জাতম্)। ৪

শ্রীমান বিশ্বামিত্র এইভাবে রোষপূর্ণ হয়ে উঠলে সমগ্র পৃথিবী চঞ্চল হয়ে উঠল এবং দেবতাদেরও মহা ভয় উপস্থিত হল। ৪

ত্রস্তরূপং তু বিজ্ঞায় জগৎ সর্বং মহানৃষিঃ।
নৃপতিং সুব্রতো ধীরো বসিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ ॥৫

অন্বয়: সুব্রতঃ ধীরঃ মহান্ ঋষিঃ বসিষ্ঠঃ সর্বং জগৎ ত্রস্তরূপং বিজ্ঞায় নৃপতিং বাক্যম্ অব্রবীৎ। ৫

সমগ্র পৃথিবী ভয়কম্পিত হয়ে উঠেছে দেখে ধর্মপরায়ণ বীর মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজাকে বললেন—। ৫

ইক্ষ্বাকূণাং কুলে জাতঃ সাক্ষাদ্ধর্ম ইবাপরঃ
ধৃতিমান্ সুব্রতঃ শ্রীমান্ ন ধর্মং হাতুমর্হসি ॥৬

অন্বয়: (ত্বং) ইক্ষ্বাকূণাং কুলে জাতঃ সাক্ষাৎ অপরঃ ধর্মঃ ইব ধৃতিমান্ সুব্রতঃ শ্রীমান্ (ত্বং) ধর্মং হাতুং ন অর্হসি। ৬

মহারাজ, আপনি ইক্ষ্বাকু নৃপতিদের বংশে জন্মেছেন। আপনি সাক্ষাৎ দ্বিতীয় ধর্মতুল্য। আপনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ধর্মপরায়ণ ও লক্ষ্মীবান। আপনার ধর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। ৬

ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতো ধর্মাত্মা ইতি রাঘব।
স্বধর্মং প্রতিপদ্যস্ব নাধর্মং বোঢ়ুমর্হসি ॥৭

অন্বয়: রাঘব! (ত্বং) ত্রিষু লোকেষু ধর্মাত্মা ইতি বিখ্যাতঃ। (ত্বং) স্বধর্মং প্রতিপদ্যস্ব অধর্মং ন বোঢ়ুম্ অর্হসি। ৭

হে রাঘব, আপনি ত্রিভুবনে ধর্মাত্মা বলে বিখ্যাত। আপনি স্বধর্ম পালন করুন, অধর্মের ভার বহন করবেন না। ৭

প্রতিশ্রুত্য করিষ্যেতি উক্তং বাক্যমকুর্বতঃ
ইষ্টাপূর্তবধো ভূয়াৎ তস্মাদ্ রামং বিসর্জয় ॥৮

অন্বয়: করিষ্যে ইতি প্রতিশ্রুত্য উক্তং বাক্যম্ অকুর্বতঃ ইষ্টাপূর্তবধঃ ভূয়াৎ। তস্মাৎ রামং বিসর্জয়। ৮

'করব' বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যিনি প্রতিশ্রুতি পালন করেন না, তাঁর সুকর্মজনিত স্বর্গলাভ-ফল নষ্ট হয়। সুতরাং আপনি রামকে যেতে দিন। ৮

কৃতাস্ত্রমকৃতাস্ত্রং বা নৈনং শক্ষ্যন্তি রাক্ষসাঃ।
গুপ্তং কুশিকপুত্রেণ জ্বলনেনামৃতং যথা ॥৯

অন্বয় : যথা জ্বলনেন অমৃতং (তথা) কুশিকপুত্রেণ গুপ্তং কৃতাস্ত্রম্ অকৃতাস্ত্রম্ বা এনং রাক্ষসাঃ ন শক্ষ্যন্তি। ৯

অগ্নি যেমন অমৃতকে রক্ষা করেন, তেমনই বিশ্বামিত্র রামকে রক্ষা করবেন, ফলে রাম অস্ত্রবিদ্যা জানুন বা না জানুন রাক্ষসরা তাঁর সঙ্গে পেরে উঠবে না। ৯

এষ বিগ্রহবান্ ধর্ম এষ বীর্যবতাং বরঃ।
এষ বিদ্যাধিকো লোকে তপসশ্চ পরায়ণম্ ॥১০

অন্বয় : এষঃ (রামঃ) বিগ্রহবান ধর্মঃ, এষঃ লোকে বীর্যবতাং বরঃ, বিদ্যাধিকঃ, তপসঃ চ পরায়ণম্। ১০

রাম মূর্তিমান ধর্ম, ইনি পৃথিবীতে বীরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বিদ্যায় সকলের অগ্রগণ্য। ইনি তপস্যার শ্রেষ্ঠ আশ্রয় স্বরূপ। ১০

এষোঽস্ত্রান্ বিবিধান্ বেত্তি ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।
নৈনমন্যঃ পুমান্ বেত্তি ন চ বেৎস্যন্তি কেচন ॥১১

ন দেবা নর্ষয়ঃ কেচিন্নামরা ন চ রাক্ষসাঃ।
গন্ধর্বযক্ষপ্রবরাঃ সকিন্নরমহোরগাঃ ॥১২

অন্বয় : এষঃ রামঃ বিবিধান্ অস্ত্রান্ বেত্তি। সচরাচরে ত্রৈলোক্যে এনম্ অন্যঃ পুমান্ ন বেত্তি, ন চ কেচন বেৎস্যন্তি। ন কেচিৎ দেবাঃ ন ঋষয়ঃ ন অমরাঃ ন চ রাক্ষসাঃ গন্ধর্বযক্ষপ্রবরাঃ সকিন্নরমহোরগাঃ (এনং বিদন্তি)। ১১-১২

রাম নানাপ্রকার অস্ত্রের প্রয়োগ জানেন। ত্রিভুবনে তাঁর মহিমা অন্য কোনো পুরুষ জানে না, এবং ভবিষ্যতেও জানতে পারবে না। দেবতা, ঋষি, রাক্ষস, গন্ধর্ব, যক্ষ, কিন্নর অথবা মহোরগরাও তাঁর মহিমা জানেন না। ১১-১২

সর্বাস্ত্রাণি কৃশাশ্বস্য পুত্রাঃ পরমধার্মিকাঃ
কৌশিকায় পুরা দত্তা যদা রাজ্যং প্রশাসতি ॥১৩

অন্বয় : পুরা কৃশাশ্বস্য পরমধার্মিকাঃ পুত্রাঃ সর্বাস্ত্রাণি কৌশিকায় দত্তাঃ যদা (সঃ) রাজ্যং প্রশাসতি। ১৩

পূর্বে বিশ্বামিত্র যখন রাজ্য শাসন করতেন, সেই সময় কৃশাশ্বের পরমধার্মিক পুত্ররূপী সমস্ত অস্ত্র তাঁকে প্রদান করা হয়েছিল। ১৩

তেঽপি পুত্রাঃ কৃশাশ্বস্য প্রজাপতিসুতাসুতাঃ।
নৈকরূপা মহাবীর্যা দীপ্তিমন্তো জয়াবহাঃ ॥১৪

অন্বয়ঃ তে অপি কৃশাশ্বস্য পুত্রাঃ প্রজাপতিসুতাসুতাঃ ন একরূপাঃ মহাবীর্যাঃ দীপ্তিমন্তঃ জয়াবহাঃ। ১৪

কৃশাশ্বের সেই পুত্রেরা দক্ষ প্রজাপতির কন্যার সন্তান। তাঁরা নানারূপধারী, মহাবলশালী, দীপ্তিমান এবং জয়শালী। ১৪

জয়া চ সুপ্রভা চৈব দক্ষকন্যে সুমধ্যমে।
তে সুতেঽস্ত্রাণি শস্ত্রাণি শতং পরমভাস্বরম্ ॥১৫
পঞ্চাশতং সুতাল্লেভে জয়া লব্ধবরা বরান্।
বধায়াসুরসৈন্যানামপ্রমেয়ানরূপিণঃ ॥১৬

অন্বয়ঃ জয়া চ সুপ্রভা চ এব সুমধ্যমে দক্ষকন্যে। তে পরমভাস্বরং শতম্ অস্ত্রানি শস্ত্রাণি (চ) সুতে। জয়া লব্ধবরা অসুরসৈন্যানাং বধায় অপ্রমেয়ান্ অরূপিণঃ পঞ্চাশতং বরান্ সুতান্ লেভে। ১৫-১৬

জয়া সুপ্রভা নামে দক্ষের দুজন সুন্দরী কন্যা মহা দীপ্তিমান একশত অস্ত্রশস্ত্র প্রসব করেন। জয়া বরলাভ করে অসুর সৈন্যদের বিনাশের জন্যে অমিতবলশালী অদৃশ্যরূপী পঞ্চাশজন মহাগুণবান পুত্রের জন্ম দেন। ১৫-১৬

সুপ্রভাঽনয়চ্চাপি পুত্রান্ পঞ্চাশতং পুনঃ।
সংহারান্ নাম দুর্ধর্ষান্ দুরাক্রমান্ বলীয়সঃ ॥১৭

অন্বয়ঃ পুনঃ সুপ্রভা চ অপি সংহারান্ নাম দুর্ধর্ষান্ দুরাক্রমান্ বলীয়সঃ পঞ্চাশতং পুত্রান্ অজনয়ৎ। ১৭

সুপ্রভাও সংহার নামে দুর্ধর্ষ ও মহাবলশালী পঞ্চাশজন পুত্রের জন্ম দেন। ১৭

তানি চাস্ত্রাণি বেত্ত্যেষ যথাবৎ কুশিকাত্মজঃ।
অপূর্বাণাং চ জননে শক্তো ভূয়শ্চ ধর্মবিৎ ॥১৮

অন্বয়ঃ এষঃ ধর্মবিৎ কুশিকাত্মজঃ তানি চ অস্ত্রাণি যথাবৎ বেত্তি। ভূয়ঃ চ (সঃ) অপূর্বাণাম্ (অস্ত্রাণাং) জননে শক্তঃ। ১৮

এই বিশ্বামিত্র সেই সমস্ত অস্ত্রের যথাযথ প্রয়োগ জানেন। তাছাড়া ইনি অপূর্ব অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণও করতে পারেন। ১৮

তেনাস্য মুনিমুখ্যস্য ধর্মজ্ঞস্য মহাত্মনঃ।
ন কিঞ্চিদস্ত্যবিদিতং ভূতং ভব্যং চ রাঘব ॥১৯

অন্বয়ঃ রাঘব তেন অস্য মহাত্মনঃ ধর্মজ্ঞস্য মুনিমুখ্যস্য ভূতং ভব্যং চ কিঞ্চিৎ ন অবিদিতম্ অস্তি। ১৯

হে রাঘব, এই মহাত্মা, ধর্মজ্ঞ মহর্ষির নিকট অতীত বা ভবিষ্যৎ কিছুমাত্র অবিদিত নাই। ১৯

এবংবীর্যো মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহাযশাঃ ।
ন রামগমনে রাজন্ সংশয়ং গন্তুমর্হসি ॥২০

অন্বয়ঃ রাজন্ মহাতেজাঃ মহাযশাঃ বিশ্বামিত্রঃ এবংবীর্যঃ। (ততঃ) রামগমনে সংশয়ং গন্তুং ন অর্হসি। ২০

মহারাজ, এই তেজস্বী মহাযশস্বী বিশ্বামিত্রের বলবীর্য অসাধারণ, সুতরাং রামকে পাঠাবার জন্যে আপনার দ্বিধা থাকা উচিত নয়। ২০

তেষাং নিগ্রহণে শক্তঃ স্বয়ং চ কুশিকাত্মজঃ।
তব পুত্রহিতার্থায় ত্বামুপেত্যাভিযাচতে ॥২১

অন্বয়ঃ কুশিকাত্মজঃ স্বয়ং চ তেষাং (রাক্ষসাণাং) নিগ্রহণে শক্তঃ। (সঃ) তব পুত্রহিতার্থায় ত্বাম্ উপেত্য অভিযাচতে। ২১

বিশ্বামিত্র স্বয়ং সেই রাক্ষসদের বিনাশ করতে পারেন, কিন্তু তিনি কেবল আপনার পুত্রের মঙ্গলের জন্যেই আপনার কাছে রামকে প্রার্থনা করছেন। ২১

ইতি মুনিবচনাৎ প্রসন্নচিত্তো রঘুবৃষভশ্চ মুমোদ পার্থিবঃ।
গমনভিরুরোচ রাঘবস্য প্রথিতযশাঃ কুশিকাত্মজায় বুদ্ধ্যা ॥২২

অন্বয়ঃ ইতি মুনিবচনাৎ প্রথিতযশাঃ রঘুবৃষভঃ পার্থিবঃ প্রসন্নচিত্তঃ মুমোদ, বুদ্ধ্যা চ কুশিকাত্মজায় রাঘবস্য গমনম্ অভিরুরোচ। ২২

মহর্ষি বশিষ্ঠের এই কথায় যশস্বী রঘুশ্রেষ্ঠ রাজা দশরথ আনন্দিত হলেন এবং প্রসন্নচিত্তে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রামের যাওয়ার অনুমতি দিলেন। ২২

একবিংশ সর্গ সমাপ্ত

দ্বাবিংশ সর্গ

বলাতিবলাখ্যবিদ্যাদ্বয়োপদেশঃ

তথা বসিষ্ঠে ব্রুবতি রাজা দশরথঃ স্বয়ম্
প্রহৃষ্টবদনো রামমাজুহাব সলক্ষ্মণম্ ॥১

অন্বয়ঃ বসিষ্ঠে তথা ব্রুবতি রাজা দশরথঃ প্রহৃষ্টবদনঃ স্বয়ং সলক্ষ্মণং রামম্ আজুহাব। ১

বশিষ্ঠ এই কথা বললে রাজা দশরথ হৃষ্ট মুখে রাম ও লক্ষ্মণকে ডেকে পাঠালেন। ১

কৃতস্বস্ত্যয়নং মাত্রা পিত্রা দশরথেন চ।
পুরোধসা বসিষ্ঠেন মঙ্গলৈরভিমন্ত্রিতম্ ॥২

অন্বয়ঃ মাত্রা চ পিত্রা দশরথেন কৃতস্বস্ত্যয়নং পুরোধসা বসিষ্ঠেন মঙ্গলৈঃ অভিমন্ত্রিতম্। ২

তাঁরা উপস্থিত হলে মাতা কৌশল্যা ও পিতা দশরথ তাঁদের মঙ্গলাচরণ করলেন, এবং পুরোহিত বশিষ্ঠ মঙ্গলসূচক মন্ত্রপাঠ করতে লাগলেন। ২

স পুত্রং মূর্ধ্ন্যুপাঘ্রায় রাজা দশরথস্তদা।
দদৌ কুশিকপুত্রায় সুপ্রীতেনান্তরাত্মনা ॥৩

অন্বয়ঃ সঃ রাজা দশরথঃ তদা পুত্রং মূর্ধ্নি উপাঘ্রায় সুপ্রীতেন অন্তরাত্মনা কুশিকপুত্রায় দদৌ। ৩

তারপর রাজা দশরথ পুত্র রামের মস্তক আঘ্রাণ করে হৃষ্টচিত্তে তাঁকে বিশ্বামিত্রের হাতে সমর্পণ করলেন। ৩

ততো বায়ুঃ সুখস্পর্শো নীরজস্কো ববৌ তদা।
বিশ্বামিত্রগতং রামং দৃষ্ট্বা রাজীবলোচনম্ ॥৪

অন্বয়ঃ ততঃ বিশ্বামিত্রগতং রাজীবলোচনং রামং দৃষ্ট্বা নীরজস্কঃ সুখস্পর্শঃ বায়ুঃ ববৌ। ৪

বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাজীবলোচন রামকে যাওয়ার জন্যে উদ্যত দেখে ধূলিহীন নির্মল সু স্পর্শ বায়ু প্রবাহিত হতে থাকল। ৪

পুষ্পবৃষ্টির্মহত্যাসীদ্দেবদুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ।
শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষঃ প্রয়াতে তু মহাত্মনি ॥৫

অন্বয়ঃ মহাত্মনি প্রয়াতে তু দেবদুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ মহতী পুষ্পবৃষ্টিঃ শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষঃ চ আসীৎ। ৫

মহাত্মা রামের যাত্রাকালে দেবদুন্দুভি নিনাদের সঙ্গে আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে থাকল, এবং চারদিকে শঙ্খ ও দুন্দুভির ধ্বনি হতে থাকল। ৫

বিশ্বামিত্রো যযাবগ্রে ততো রামো মহাযশাঃ।
কাকপক্ষধরো ধন্বী তং চ সৌমিত্রিরন্বগাৎ ॥৬

অন্বয়ঃ বিশ্বামিত্রঃ অগ্রে যযৌ ততঃ মহাযশাঃ কাকপক্ষধরঃ ধন্বী রামঃ সৌমিত্রিঃ চ তম্ অন্বগাৎ। ৬

বিশ্বামিত্র আগে আগে চললেন এবং তাঁর পিছনে চললেন ধনুর্বাণ হাতে মহাযশস্বী কাকপক্ষধর[১] রাম। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ চললেন রামের পিছনে। ৬

কলাপিনৌ ধনুষ্পাণী শোভয়ানৌ দিশো দশ।
বিশ্বামিত্রং মহাত্মানং ত্রিশীর্ষাবিব পন্নগৌ ॥
অনুজগ্মতুরক্ষুদ্রৌ পিতামহমিবাশ্বিনৌ ॥৭

অন্বয়ঃ (তৌ) অক্ষুদ্রৌ কলাপিনৌ ধনুষ্পাণী দশদিশঃ শোভয়ানৌ ত্রিশীর্ষৌ পন্নগৌ ইব (কুমারৌ) অশ্বিনৌ পিতামহম্ ইব মহাত্মনাং বিশ্বামিত্রম্ অনুজগ্মতুঃ। ৭

সেই মহান রাজকুমার দুজন যখন পিঠে বাণপূর্ণ তূণীর, এবং হাতে ধনু নিয়ে দশদিক আলোকিত করে ত্রিশীর্ষ মহাসর্পের মতো বিশ্বামিত্রের অনুগমন করতে লাগলেন তখন মনে হল যেন অশ্বিনীকুমারদ্বয়[২] পিতামহ ব্রহ্মার অনুগমন করছেন। ৭

তদা কুশিকপুত্রং তু ধনুষ্পাণী স্বলংকৃতৌ।
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণৌ খড়্গবন্তৌ মহাদ্যুতী ॥৮
কুমারৌ চারুবপুষৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
অনুযাতৌ শ্রিয়া দীপ্তৌ শোভয়েতামনিন্দিতৌ ॥
স্থাণুং দেবমিবাচিন্ত্যং কুমারাবিব পাবকৌ ॥৯

অন্বয়ঃ তদা তু ধনুষ্পাণী স্বলংকৃতৌ বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণৌ খড়্গবন্তৌ মহাদ্যুতী চারুবপুষৌ কুমারৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ অচিন্ত্যং স্থাণুং দেবং পাবকৌ ইব কুমারৌ ইব কুশিকপুত্রম্ অনুযাতৌ শ্রিয়াদীপ্তৌ অনিন্দিতৌ শোভায়েতাম্। ৮-৯

রাজকুমার-দুজনের মনোরম দেহ উত্তম অলংকারে মণ্ডিত, তাঁদের হাতে ধনু ও খড়্গ এবং করতল গোধা[৩] ও অঙ্গুলিত্রাণ[৪] দ্বারা রক্ষিত, তাঁরা শ্রী ও দীপ্তিতে দ্যুতিমান হয়ে শোভা পেতে লাগলেন, এইভাবে যখন তাঁরা বিশ্বামিত্রের অনুগমন করতে লাগলেন, তখন মনে হল যেন অগ্নিতুল্য তেজস্বী যুগল-কার্তিকেয় অচিন্ত্য স্থাণু মহাদেবের অনুগমন করছেন। ৮-৯

অধ্যর্ধযোজনং গত্বা সরয়্বা দক্ষিণে তটে।
রামেতি মধুরাং বাণীং বিশ্বামিত্রোঽভ্যভাষত ॥১০

অন্বয়: বিশ্বামিত্রঃ অধি অর্ধযোজনং গত্বা সরয়্বা দক্ষিণে তটে রাম ইতি মধুরাং বাণীম্ অভ্যভাষত। ১০

অর্ধযোজনেরও অধিক পথ অতিক্রম করে সরযূর দক্ষিণতটে উপস্থিত হয়ে বিশ্বামিত্র রামকে মধুর বাক্যে আহ্বান করে বললেন—। ১০

গৃহাণ বৎস সলিলং মা ভূৎ কালস্য পর্যয়ঃ।
মন্ত্রগ্রামং গৃহাণ ত্বং বলামতিবলাং তথা ॥১১

অন্বয়: বৎস! সলিলং গৃহাণ, কালস্য পর্যয়ঃ মা ভূৎ। ত্বং বলাং তথা অতিবলাং মন্ত্রগ্রামং গৃহাণ। ১১

বৎস রাম, জল নিয়ে আচমন করো, আর বিলম্ব করা উচিত নয়, তারপর তুমি আমার কাছে বলা ও অতিবলা নামে দুটি মন্ত্র গ্রহণ করবে। ১১

ন শ্রমো ন জ্বরো বা তে ন রূপস্য বিপর্যয়ঃ।
ন চ সুপ্তং প্রমত্তং বা ধর্ষয়িষ্যন্তি নৈর্ঋতাঃ ॥১২

অন্বয়: ন তে শ্রমঃ জ্বরঃ বা রূপস্য বিপর্যয়ঃ (ভবিষ্যতি)। ন চ সুপ্তং বা প্রমত্তং নৈর্ঋতাঃ ধর্ষয়িষ্যন্তি। ১২

এই মন্ত্রপ্রভাবে তোমার ক্লান্তি বা মনঃকষ্ট আসবে না এবং রূপেরও হানি হবে না। তুমি নিদ্রিত বা অসতর্ক থাকলেও রাক্ষসরা তোমাকে বিপর্যস্ত করতে পারবে না। ১২

ন বাহ্বোঃ সদৃশো বীর্যে পৃথিব্যামস্তি কশ্চন।
ত্রিষু লোকেষু বা রাম ন ভবেৎ সদৃশস্তব ॥১৩

অন্বয়: রাম! বাহ্বোঃ বীর্যে পৃথিব্যাং তব সদৃশঃ ন কশ্চন অস্তি। ত্রিষু লোকেষু বা (তব) সদৃশঃ ন ভবেৎ। ১৩

রাম, বাহুবলে পৃথিবীতে তোমার তুল্য কেউ নেই। এখন এই মন্ত্রপ্রভাবে তুমি ত্রিভুবনে অতুলনীয় হবে। ১৩

ন সৌভাগ্যে ন দাক্ষিণ্যে ন জ্ঞানে বুদ্ধিনিশ্চয়ে।
নোত্তরে প্রতিবক্তব্যে সমো লোকে তবানঘ ॥১৪
এতদ্বিদ্যাদ্বয়ে লব্ধে ন ভবেৎ সদৃশস্তব।
বলা চাতিবলা চৈব সর্বজ্ঞানস্য মাতরৌ ॥১৫

অন্বয়ঃ অনঘ! এতৎ বিদ্যাদ্বয়ে লব্ধে সৌভাগ্যে দাক্ষিণ্যে জ্ঞানে বুদ্ধিনিশ্চয়ে উত্তরে প্রতিবক্তব্যে তব সদৃশঃ লোকে ন ভবেৎ। বলা চ অতিবলা চ এব সর্বজ্ঞানস্য মাতরৌ। ১৪-১৫

হে নিষ্পাপ কুমার, এই দুটি বিদ্যা লাভ করলে, সৌভাগ্যে, দক্ষতায়, জ্ঞানে, তথ্যনির্ণয়ে অথবা উত্তরপ্রত্যুত্তরে পৃথিবীতে তোমার সমকক্ষ কেউ থাকবে না। এই বলা ও অতিবলা মন্ত্রদুটি সকল জ্ঞানের জননীস্বরূপ। ১৪-১৫

ক্ষুৎপিপাসে ন তে রাম ভবিষ্যেতে নরোত্তম।
বলামতিবলাং চৈব পঠতস্তাত রাঘব ॥১৬

অন্বয়ঃ তাত রাঘব! নরোত্তম রাম! বলাম্ অতিবলাং চ এব পঠতঃ তে ক্ষুৎপিপাসে ন ভবিষ্যেতে। ৬

হে তাত রাঘব, হে নরোত্তম রাম, এই মন্ত্র দুটি পাঠ করলে তোমার ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকবে না। ১৬

বিদ্যাদ্বয়মধীয়ানে যশশ্চাথ ভবেৎ ভুবি।
পিতামহসুতে হ্যেতে বিদ্যে তেজঃসমন্বিতে ॥১৭
প্রদাতুং তব কাকুৎস্থ সদৃশস্ত্বং হি পার্থিব ॥১৮

অন্বয়ঃ অথ বিদ্যাদ্বয়ম্ অধীয়ানে ভুবি যশঃ চ ভবেৎ। কাকুৎস্থ! এতে পিতামহসুতে তেজঃসমন্বিতে বিদ্যে তব প্রদাতুম্ (ইচ্ছামি)। পার্থিব! ত্বং হি সদৃশঃ। ১৭-১৮

এই বিদ্যাদুটি অভ্যাস করলে তুমি পৃথিবীতে যশোলাভ করবে। কাকুৎস্থ! আমি পিতামহ ব্রহ্মার কন্যাস্বরূপ এই তেজোময় বিদ্যা দুটি তোমাকে দান করতে চাই, কারণ হে রাজন্ তুমিই এর উপযুক্ত পাত্র। ১৭-১৮

কামং বহুগুণাঃ সর্বে ত্বয্যেতে নাত্র সংশয়ঃ।
তপসা সম্ভৃতে চৈতে বহুরূপে ভবিষ্যতঃ ॥১৯

অন্বয়ঃ এতে সর্বে বহুগুণাঃ ত্বয়ি কামং ন অত্র সংশয়ঃ। এতে তপসা সম্ভৃতে (বিদ্যে) চ বহুরূপে ভবিষ্যতঃ। ১৯

তোমার মধ্যে সকলপ্রকার গুণ উপযুক্ত পরিমাণে আছে, তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি এই তপস্যালব্ধ বিদ্যাদুটি লাভ করলে সেই গুণগুলি বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। ১৯

ততো রামো জলং স্পৃষ্ট্বা প্রহৃষ্টবদনঃ শুচিঃ।
প্রতিজগ্রাহ তে বিদ্যে মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ ॥২০

অন্বয়ঃ ততঃ রামঃ প্রহৃষ্টবদনঃ জলং স্পৃষ্ট্বা শুচিঃ ভাবিতাত্মনঃ মহর্ষেঃ তে বিদ্যে প্রতিজগ্রাহ। ২০

তখন রাম হৃষ্টমুখে আচমন করে শুচি হয়ে শুদ্ধাত্মা মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নিকট সেই বিদ্যাদুটি গ্রহণ করলেন। ২০

বিদ্যাসমুদিতো রামঃ শুশুভে ভীমবিক্রমঃ।
সহস্ররশ্মির্ভগবাঞ্ছরদীব দিবাকরঃ ॥২১

অন্বয়ঃ বিদ্যাসমুদিতঃ রামঃ ভীমবিক্রমঃ শরদি সহস্ররশ্মিঃ ভগবান্ দিবাকরঃ ইব শুশুভে। ২১

সেই বিদ্যালাভ করে রাম প্রবল পরাক্রমের অধিকারী হলেন, এবং শরৎকালীন সহস্ররশ্মি ভগবান সূর্যের মতো শোভা পেতে লাগলেন। ২১

গুরুকার্যাণি সর্বাণি নিযুজ্য কুশিকাত্মজঃ।
ঊষুস্তাং রজনীং তত্র সরয্বাং সসুখং ত্রয়ঃ ॥২২

অন্বয়ঃ কুশিকাত্মজঃ সর্বাণি গুরুকার্যাণি নিযুজ্য ত্রয়ঃ তত্র সরয্বাং তাং রজনীং সসুখম্ ঊষুঃ। ২২

তখন বিশ্বামিত্র গুরুর করণীয় সমস্ত কাজ শেষ করলেন, এবং তারপর তিন জনে সরযূতীরে সুখে সেই রাত্রি যাপন করলেন। ২২

দশরথ নৃপসূনুসত্তমাভ্যাং নৃপশয়ানেঽনুচিতে সহোষিতাভ্যাম্।
কুশিকসুতবচোঽনুলালিতাভ্যাং সুখমিব সা বিভবৌ বিভাবরী ॥২৩

অন্বয়ঃ দশরথনৃপসূনুসত্তমাভ্যাম্ অনুচিতে নৃপশয়নে সহোষিতাভ্যাং কুশিকসুত-বচোঽনুলালিতাভ্যাং সা বিভাবরী সুখম্ ইব বিবভৌ। ২৩

রাজা দশরথের শ্রেষ্ঠ দুজন পুত্র রাজাদের অনুপযুক্ত তৃণশয্যায় শয়ন করেছিলেন, কিন্তু বিশ্বামিত্রের মধুর আলাপে সেই রাত্রি তাঁদের সুখেই অতিবাহিত হল। ২৩

দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত

ত্রয়োবিংশ সর্গ

কামাশ্রমবাসঃ

প্রভাতায়াং তু শর্বর্যাং বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
অভ্যভাষত কাকুৎস্থৌ শয়ানৌ পর্ণসংস্তরে ॥১

অন্বয়ঃ শর্বর্যাং প্রভাতায়াং তু মহামুনিঃ বিশ্বামিত্রঃ পর্ণসংস্তরে শয়ানৌ কাকুৎস্থৌ অভ্যভাষত। ১

রাত্রি প্রভাত হলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র তৃণশয্যায় শায়িত রাম ও লক্ষ্মণকে আহ্বান করে বললেন। ১

কৌসল্যাসুপ্রজা রাম পূর্বা সন্ধ্যা প্রবর্ততে।
উত্তিষ্ঠ নরশার্দূল কর্তব্যং দৈবমাহ্নিকম্ ॥২

অন্বয়ঃ কৌশল্যাসুপ্রজঃ রাম। পূর্বা সন্ধ্যা প্রবর্ততে। নরশার্দূল! উত্তিষ্ঠ, দৈবম্ আহ্নিকং কর্তব্যম্। ২

হে কৌশল্যানন্দন রাম, উষাকাল উপস্থিত হয়েছে, শয্যা ত্যাগ করো, দৈব আহ্নিক করতে হবে। ২

তস্যর্ষেঃ পরমোদারং বচঃ শ্রুত্বা নরোত্তমৌ।
স্নাত্বা কৃতোদকৌ বীরৌ জেপতুঃ পরমং জপম্ ॥৩

অন্বয়ঃ তস্য ঋষেঃ পরমোদারং বচঃ শ্রুত্বা নরোত্তমৌ বীরৌ স্নাত্বা কৃতোদকৌ পরমং জপং জেপতুঃ। ৩

ঋষির এই পরম উদার বাক্যে দুই নরশ্রেষ্ঠ বীরকুমার স্নান ও তর্পণ শেষ করে মহা মন্ত্র জপ করতে লাগলেন। ৩

কৃতাহ্নিকৌ মহাবীর্যৌ বিশ্বামিত্রং তপোধনম্।
অভিবাদ্যাপি সংহৃষ্টৌ গমনায়াভিতস্থতুঃ ॥৪

অন্বয়ঃ মহাবীর্যৌ (রামলক্ষ্মণৌ) কৃতাহ্নিকৌ তপোধনং বিশ্বামিত্রম্ অভিবাদ্য অপি সংহৃষ্টৌ গমনায় অভিতস্থতুঃ। ৪

মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ আহ্নিক শেষ হলে তপস্বী বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন করে যাত্রার উদ্যোগ করলেন। ৪

তৌ প্রয়াতৌ মহাবীর্যৌ দিব্যং ত্রিপথগাং নদীম্।
দদৃশাতে ততস্তত্র সরয্বাঃ সঙ্গমে শুভে ॥৫
তত্রাশ্রমপদং পুণ্যমৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্।
বহুবর্ষসহস্রাণি তপ্যতাং পরমং তপঃ ॥৬

অন্বয়ঃ ততঃ তৌ মহাবীর্যৌ (কুমারৌ) দিব্যাং ত্রিপথগাং নদীং প্রয়াতৌ তত্র শুভে সরয্বাঃ সঙ্গমে বহুবর্ষসহস্রাণি পরমং তপঃ তপ্যতাং ভাবিতাত্মনাং পুণ্যম্ আশ্রমপদং দদৃশাতে। ৫-৬

তারপর তাঁরা ত্রিপথগা[১] দিব্য গঙ্গাতীরে উপস্থিত হয়ে গঙ্গাসরযূর শুভ সঙ্গমে এক পুণ্য আশ্রম দেখতে পেলেন, পূর্বে সেখানে শুদ্ধাত্মা ঋষিরা বহু সহস্র বৎসর ধরে মহা তপস্যা করেছিলেন। ৫-৬

তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতৌ রাঘবৌ পুণ্যমাশ্রমম্।
ঊচতুস্তং মহাত্মানং বিশ্বামিত্রমিদং বচঃ ॥৭

অন্বয়ঃ তাং পুণ্যাশ্রমং দৃষ্ট্বা রাঘবৌ পরমপ্রীতৌ তাং মহাত্মানং বিশ্বামিত্রম্ ইদং বচঃ ঊচতুঃ। ৭

সেই আশ্রমভূমি দেখে রামলক্ষ্মণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—। ৭

কস্যায়মাশ্রমঃ পুণ্যঃ কো ন্বস্মিন্ বসতে পুমান্।
ভগবঞ্ছ্রোতুমিচ্ছাবঃ পরং কৌতূহলং হি নৌ ॥৮

অন্বয়ঃ ভগবন্! কস্য অয়ং পুণ্যঃ আশ্রমঃ! কঃ নু পুমান্ অস্মিন্ বসতে! এতৎ শ্রোতুম্ ইচ্ছাবঃ। নৌ পরং কৌতূহলং। ৮

ভগবন্, এই পুণ্য আশ্রম কার? এখানে কে বাস করেন? একথা শুনতে আমাদের অত্যন্ত কৌতূহল হচ্ছে। ৮

তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রহস্য মুনিপুঙ্গবঃ।
অব্রবীচ্ছ্রূয়তাং রাম যস্যায়ং পূর্ব আশ্রমঃ ॥৯
কন্দর্পো মূর্তিমানাসীৎ কাম ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥১০

অন্বয় : তয়োঃ তৎ বচনং শ্রুত্বা মুনিপুঙ্গবঃ প্রহস্য অব্রবীৎ—রাম! শ্রূয়তাং যস্য অয়ং পূর্বঃ আশ্রমঃ। (অত্র) কন্দর্পঃ (যঃ) বুধৈঃ কামঃ ইতি উচ্যতে (সঃ) মূর্তিমান্ আসীৎ। ৯-১০

তাঁদের কথা শুনে মুনিবর বিশ্বামিত্র হেসে বললেন—

রাম, শোনো, এই আশ্রম পূর্বে কার ছিল বলছি। কন্দর্পদেব, যাঁকে পণ্ডিতেরা কাম আখ্যা দিয়েছেন, তিনি পূর্বে এখানে মূর্তিমান হয়ে বিরাজ করতেন। ৯-১০

তপস্যান্তমিহ স্থাণুং নিয়মেন সমাহিতম্।
কৃতোদ্বাহং তু দেবেশং গচ্ছন্তং সমরুদ্গণম্ ॥
ধর্ষয়ামাস দুর্মেধা হুংকৃতশ্চ মহাত্মনা ॥১১
অবধ্যাতশ্চ রুদ্রেণ চক্ষুষা রঘুনন্দন।
ব্যশীর্যন্ত শরীরাৎ স্বাৎ সর্বগাত্রাণি দুর্মতেঃ ॥১২

অন্বয় : রঘুনন্দন ইহ তপস্যন্তং নিয়মেন সমাহিতং দেবেশং স্থাণুং কৃতোদ্বাহং তু সমরুদ্গণং গচ্ছন্তং দুর্মেধাঃ (কন্দর্পঃ) ধর্ষয়ামাস। মহাত্মনা হুংকৃতঃ চ। অবধ্যাতঃ চ রুদ্রেণ চক্ষুষা দুর্মতেঃ স্বাৎ শরীরাৎ সর্বগাত্রাণি ব্যশীর্যন্ত। ১১-১২

হে রঘুনন্দন, পূর্বে দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেব ব্রত পালন করে সমাধিমগ্ন অবস্থায় তপস্যা করেছিলেন। তারপর তপস্যা শেষে বিবাহ করে মরুৎগণের সঙ্গে তিনি যখন এই স্থান দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন দুর্বুদ্ধি কন্দর্পদেব তাঁর চিত্তে বিকার উৎপাদন করেন। তাতে মহাত্মা মহাদেব হুংকার দিয়ে ওঠেন, কামদেব অবধ্য বলে রুদ্র তাঁর নয়নের রোষবহ্নিতে সেই দুর্মতির শরীর থেকে সমস্ত দেহবস্তু বিলীন করে দেন (অর্থাৎ তাঁকে বিনাশ না করে কেবল কায়াহীন করে দেন)। ১১-১২

তত্র গাত্রং হতং তস্য নির্দগ্ধস্য মহাত্মনঃ।
অশরীরঃ কৃতঃ কামঃ ক্রোধাদ্দেবেশ্বরেণ হি ॥১৩
অনঙ্গ ইতি বিখ্যাতস্তদা প্রভৃতি রাঘব।
স চাঙ্গবিষয়ঃ শ্রীমান্ যত্রাঙ্গং স মুমোচ হ ॥১৪

অন্বয় : তত্র তস্য নির্দগ্ধস্য মহাত্মনঃ গাত্রং হতম্। ক্রোধাৎ দেবেশ্বরেণ কামঃ অশরীরঃ কৃতঃ। রাঘব! তদা প্রভৃতি (সঃ) অনঙ্গঃ ইতি বিখ্যাতঃ। যত্র সঃ শ্রীমান্ অঙ্গং মুমোচ সঃ চ অঙ্গবিষয়ঃ (ইতি খ্যাতঃ)। ১৩-১৪

দগ্ধ হওয়ার ফলে মহাত্মা কামদেবের শরীর নষ্ট হয়ে যায়। এইভাবে দেবেশ্বর মহাদেবের কোপে কামদেব কায়াহীন হন। হে রাম, সেই থেকে তিনি অনঙ্গ নামে

বিখ্যাত হয়েছেন। যেখানে শ্রীমান কামদেব অঙ্গ ত্যাগ করেছিলেন সেই স্থানের নাম অঙ্গদেশ বলে খ্যাত হয়েছে। ১৩- ৪

তস্যায়মাশ্রমঃ পুণ্যস্তস্যেমে মুনয়ঃ পুরা।
শিষ্যা ধর্মপরা বীর তেষাং পাপং ন বিদ্যতে ॥১৫

অন্বয়ঃ বীর! তস্য অয়ং পুণ্য আশ্রমঃ। ইমে ধর্মপরাঃ মুনয়ঃ পুরা তস্য শিষ্যাঃ। তেষাং পাপং ন বিদ্যতে। ১৫

হে বীর, এই পুণ্য আশ্রম সেই অনঙ্গদেবের। এই ধর্মপরায়ণ নিষ্পাপ মুনিরা পুরুষানুক্রমে তাঁর শিষ্য। ১৫

ইহাদ্য রজনীং রাম বসেম শুভদর্শন।
পুণ্যযোঃ সরিতোর্মধ্যে শ্বস্ত রিষ্যামহে বয়ম্ ॥১৬

অন্বয়ঃ শুভদর্শন রাম! অদ্য রজনীং বয়ম্ ইহ পুণ্যয়োঃ সরিতোঃ মধ্যে বসেম। শ্বঃ তরিষ্যামহে। ১৬

হে শুভদর্শন রাম, আজ রাত্রি আমরা এই পুণ্য নদীদ্বয়ের (সরযূ ও গঙ্গা) সঙ্গমে যাপন করব, এবং আগামীকাল নদী পার হব। ১৬

অভিগচ্ছামহে সর্বে শুচয়ঃ পুণ্যমাশ্রমম্।
স্নাতাশ্চ কৃতজপ্যাশ্চ হুতহব্যা নরোত্তম ॥১৭

অন্বয়ঃ নরোত্তম (বয়ং) সর্বে স্নাতাঃ চ কৃতজপ্যাঃ চ হুতহব্যাঃ শুচয়ঃ পুণ্যম্ আশ্রমং অভিগচ্ছামহে। ১৭

এখন আমরা স্নান জপ ও হোম শেষ করে শুচি হয়ে এই পুণ্য আশ্রমে প্রবেশ করব। ১৭

তেষাং সংবদতাং তত্র তপোদীর্ঘেণ চক্ষুষা।
বিজ্ঞায় পরমপ্রীতা মুনয়ো হর্ষমাগমন্ ॥ ১৮

অন্বয়ঃ তেষাং সংবদতাং তত্র মুনয়ঃ তপোদীর্ঘেণ চক্ষুষা বিজ্ঞায় পরমপ্রীতাঃ হর্ষম্ আগমন্। ১৮

তাঁরা যখন আলাপ করছিলেন, তখন আশ্রমবাসী মুনিরা ধ্যাননেত্রে তাঁদের উপস্থিতি জানতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। ১৮

অর্ঘ্যং পাদ্যং তথাতিথ্যং নিবেদ্য কুশিকাত্মজে।
রামলক্ষ্মণয়োঃ পশ্চাদকুর্বন্নতিথিক্রিয়াম্ ॥১৯

অন্বয়: (তে) কুশিকাত্মজে অর্ঘ্যং পাদ্যং তথা আতিথ্যং নিবেদ্য পশ্চাৎ রামলক্ষ্মণয়োঃ অতিথিক্রিয়াম্ অকুর্বন্। ১৯

তাঁরা প্রথমে বিশ্বামিত্রকে অর্ঘ্য, পাদ্য ও আতিথ্য নিবেদন করে পরে রামলক্ষ্মণকে আতিথ্য দান করলেন। ১৯

সৎকারং সমনুপ্রাপ্য কথাভিরভিরঞ্জয়ন।
যথার্হমজপন্ সন্ধ্যামৃষয়স্তে সমাহিতাঃ ॥২০

অন্বয়: তে সমাহিতাঃ ঋষয়ঃ যথার্হং সৎকারং সমনুপ্রাপ্য কথাভিঃ অভিরঞ্জয়ন্ সন্ধ্যাম অজপন। ২০

তারপর সেই ধর্মপরায়ণ ঋষিরাও রামলক্ষ্মণের কাছে যথাযো ়া প্রতিসৎকার লাভ করলেন, এবং নানারকম কথায় তাঁদের মনোরঞ্জন করার পর নিজেদের সন্ধ্যাকালীন জপ সমাপন ‹ ্ল ়া। ২০

তত্র বাসিভিরানীতা মুনিভিঃ সুব্রতৈঃ সহ।
ন্যবসৎ স সুখং তত্র কামাশ্রমপদে তথা ॥২১
কথাভিরভিরামাভিরভিরামৌ নৃপাত্মজৌ।
রময়ামাস ধর্মাত্মা কৌশিকো মুনিপুঙ্গবঃ ॥২২

অন্বয়: মুনিপুঙ্গবঃ ধর্মাত্মা কৌশিকঃ তত্র বাসিভিঃ সুব্রতৈঃ মুনিভিঃ সহ তত্র কামশ্রমপদে সুখং ন্যবসৎ তথা অভিরামভিঃ কথাভিঃ অভিরামৌ নৃপাত্মজৌ রময়ামাস। ২১-২২

মুনিশ্রেষ্ঠ ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্র আশ্রমবাসী ব্রতপরায়ণ মুনিদের সঙ্গে সেই কামদেবের আশ্রমে সুখে রাত্রিযাপন করলেন, এবং মনোহর কথায় প্রিয়দর্শন রাজকুমারদের মনোরঞ্জন করতে লাগলেন। ২১-২২

ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত



চতুর্বিংশ সর্গ

* *

তাটকাবনাগমনম্

ততঃ প্রভাতে বিমলে কৃতাহ্নিকমরিন্দমৌ।
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য নদ্যাস্তীরমুপাগতৌ ॥১

অন্বয়ঃ ততঃ বিমলে প্রভাতে অরিন্দমৌ কৃতাহ্নিকং বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য নদ্যাঃ তীরম্ উপাগতৌ। ১

বিমল প্রভাতকালে বিশ্বামিত্রের আহ্নিক শেষ হলে অরিন্দম রামলক্ষ্মণ তাঁকে সম্মুখে রেখে নদীতীরে উপস্থিত হলেন। ১

তে চ সর্বে মহাত্মানো মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
উপস্থায় শুভাং নাবং বিশ্বামিত্রমথাব্রুবন্ ॥২

অন্বয়ঃ তে চ সর্বে সংশিতব্রতাঃ মহাত্মানঃ মুনয়ঃ শুভাং নাবম্ উপস্থায় বিশ্বামিত্রম্ অথ অব্রুবন্। ২

তখন ব্রতপরায়ণ মহাত্মা মুনিরা এক শুভলক্ষণযুক্ত নৌকা নিয়ে এসে বিশ্বামিত্রকে বললেন—। ২

আরোহতু ভবান্ নাবং রাজপুত্রপুরস্কৃতঃ।
অরিষ্টং গচ্ছ পন্থানং মা ভূৎ কালস্য পর্যয়ঃ ॥৩

অন্বয়ঃ ভবান্ রাজপুত্রপুরস্কৃতঃ নাবম্ আরোহতু। কালস্য পর্যয়ঃ মা ভূৎ। অরিষ্টং পন্থানং গচ্ছ। ৩

মুনিবর, আপনি রাজপুত্রদের সম্মুখে নিয়ে নৌকায় আরোহণ করুন, আর বিলম্ব করবেন না। এখন নিরাপদে যাত্রা করুন। ৩

বিশ্বামিত্রস্তথেত্যুক্ত্বা তানৃষীন্ প্রতিপূজ্য চ।
ততার সহিতস্তাভ্যাং সরিতং সাগরংগমাম্ ॥৪

অন্বয়ঃ বিশ্বামিত্রঃ তথা ইতি উক্ত্বা তান্ ঋষীন্ প্রতিপূজ্য চ তাভ্যাং সহিতঃ সাগরংগমাং সরিতং ততার। ৪

'তাই হবে' বলে বিশ্বামিত্র ঋষিদের সম্মান প্রদর্শন করে কুমারদের সঙ্গে সাগর-গামিনী গঙ্গানদী পার হতে লাগলেন। ৪

তত্র শুশ্রাব বৈ শব্দং তোয়সংরম্ভবর্ধিতম্।
জ্ঞাতুকামো মহাতেজাঃ সহরামঃ কনীয়সা ॥৫
অথ রামঃ সরিন্মধ্যে প্রপচ্ছ মুনিপুঙ্গবম্।
বারিণো ভিদ্যমানস্য কিময়ং তুমুলো ধ্বনিঃ ॥৬

অন্বয়: তত্র (রামঃ) তোয়সংরম্ভবর্ধিতং শব্দং শুশ্রাব। অথ তোয়স্য মধ্যম্ আগম্য তস্য শব্দস্য নিশ্চয়ং জ্ঞাতুকামঃ কনীয়সা সহ মহাতেজাঃ রামঃ সরিন্মধ্যে মুনি-পুঙ্গবং পপ্রচ্ছ কিম্ অয়ং তুমুলঃ ধ্বনিঃ ভিদ্যমানস্য বারিণঃ? ৫-৬

এমন সময় রাম জলের আলোড়ন থেকে উৎপন্ন প্রবল শব্দ শুনতে পেলেন। নদীর মধ্যভাগে এসে মহা তেজস্বী রাম ও লক্ষ্মণ সেই শব্দের কারণ জানতে কৌতূহলী হয়ে মুনিবর বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর, এই তুমুল শব্দ কি নৌকা জল ভেদ করে যাওয়ার জন্যে উৎপন্ন হচ্ছে। ৫-৬

রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা কৌতূহলসমন্বিতম্।
কথয়ামাস ধর্মাত্মা তস্য শব্দস্য নিশ্চয়ম্ ॥৭

অন্বয়: রাঘবস্য কৌতূহলসমন্বিতং বচঃ শ্রুত্বা ধর্মাত্মা তস্য শব্দস্য নিশ্চয়ং কথয়ামাস। ৭

রামের কৌতূহলপূর্ণ কথা শুনে ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্র সেই শব্দের কারণ নির্দেশ করে বললেন—। ৭

কৈলাসপর্বতে রাম মনসা নির্মিতং পরম্।
ব্রহ্মণা নরশার্দূল তেনেদং মানসং সরঃ ॥৮

অন্বয়: নরশার্দূল রাম! ব্রহ্মণা কৈলাসপর্বতে মনসা পরং (সরঃ) নির্মিতং, তেন ইদং মানসং সরঃ। ৮

হে নরশ্রেষ্ঠ রাম, ব্রহ্মা কৈলাসপর্বতে তাঁর মন থেকে এক অপূর্ব সরোবর নির্মাণ করেছেন, তাই তার নাম হয়েছে 'মানস সরোবর'[১]। ৮

তস্মাৎ সুস্রাব সরসঃ সাযোধ্যামুপগূহতে।
সরঃপ্রবৃত্তা সরযূঃ পুণ্যা ব্রহ্মসরশ্চ্যুতা ॥৯

অন্বয়: সরঃপ্রবৃত্তা পুণ্যা ব্রহ্মসরশ্চ্যুতা সরযূঃ তস্মাৎ সরসঃ সুস্রাব। সা অযোধ্যাম উপগূহতে। ৯

পুণ্যতোয়া সরযূ[২] সেই ব্রহ্ম সরোবর থেকে নিঃসৃত হয়ে অযোধ্যাকে আলিঙ্গন করে প্রবাহিত হচ্ছে। ৯

তস্যায়মতুলঃ শব্দো জাহ্নবীমভিবর্ততে।
বারিসংক্ষোভজো রাম প্রণামং নিয়তঃ কুরু ॥১০

অন্বয়: তস্য অয়ং বারিসংক্ষোভজঃ অতুলঃ শব্দঃ জাহ্নবীম্ অভিবর্ততে। রাম! নিয়তঃ (সন্) প্রণামং কুরু। ১০

সেই সরযূর সঙ্গে জাহ্নবীর[৩] মিলনে জলের যে সংঘর্ষ হচ্ছে, তার থেকেই এই অতুলনীয় শব্দ উৎপন্ন হচ্ছে। রাম, তুমি মন সংযত করে এঁদের প্রণাম করো। ১০

তাভ্যাং তু তাবুভৌ কৃত্বা প্রণামমতিধার্মিকৌ।
তীরং দক্ষিণমাসাদ্য জগ্মতুর্লঘুবিক্রমৌ ॥১১

অন্বয়: তৌ উভৌ অতিধার্মিকৌ তাভ্যাং প্রণামং কৃত্বা দক্ষিণং তীরম্ আসাদ্য লঘুবিক্রমৌ জগ্মতুঃ ১১

পরম ধার্মিক রামলক্ষ্মণ তখন সেই দুই নদীকে প্রণাম করে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হলেন, এবং তারপর তাঁরা দ্রুতগতিতে চলতে আরম্ভ করলেন। ১১

স বনং ঘোরসংকাশং দৃষ্ট্বা নরবরাত্মজঃ।
অবিপ্রহতমৈক্ষ্বাকঃ পপ্রচ্ছ মুনিপুঙ্গবম্ ॥১২

অন্বয়: সঃ নরবরাত্মজঃ ঐক্ষ্বাকঃ ঘোরসংকাশম্ অবিপ্রহতং বনং দৃষ্ট্বা মুনিপুঙ্গবং পপ্রচ্ছ। ১২

অবশেষে তাঁরা এক ঘোর বনে প্রবেশ করলেন, যেখানে পূর্বে কেউ পদার্পণ করে নি। সেই বন দেখে রাম মুনিবর বিশ্বামিত্রকে বললেন—। ১২

অহো বনমিদং দুর্গং ঝিল্লিকাগণসংযুতম্।
ভৈরবৈঃ শ্বাপদৈঃ কীর্ণং শকুন্তৈর্দারুণারবৈঃ ॥১৩
নানাপ্রকারৈঃ শকুনৈর্বাশ্যদ্ভির্ভৈরবস্বনৈঃ।
সিংহব্যাঘ্রবরাহৈশ্চ বারণৈশ্চাপি শোভিতম্ ॥১৪
ধবাশ্বকর্ণককুভৈর্বিল্বতিন্দুকপাটলৈঃ।
সংকীর্ণং বদরীভিশ্চ কিংস্বিদং দারুণং বনম্ ॥১৫

অন্বয় : অহো ইদং বনং দুর্গং ঝিল্লিকাগণসংযুতং ভৈরবৈঃ শ্বাপদৈঃ দারুণরবৈঃ শকুন্তৈঃ কীর্ণং নানাপ্রকারৈঃ শকুনৈঃ ভৈরবস্বনৈঃ বাশুভিঃ বারণৈঃ চ অপি শোভিতং ধবাশ্বকর্ণককুভৈঃ বিল্বতিন্দুকপাটালৈঃ বদরীভিঃ সংকীর্ণং। কিং নু ইদং দারুণং বনম্। ১৩-১৫

অহো, এই বন কী দুর্গম! এই বন অসংখ্য ঝিল্লি, ভয়ংকর শ্বাপদ, এবং তীক্ষ্ণনাদী পক্ষীতে পরিপূর্ণ। নানাপ্রকার হিংস্র পক্ষী, ঘোরনাদী সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ ও হস্তী এর শোভা বর্ধন করছে। অসংখ্য ধব,[৪] অশ্বকর্ণ,[৫] ককুভ,[৬] বিল্ব, তিন্দুক,[৭] পাটল[৮] ও বদরী[৯] প্রভৃতি বৃক্ষ একে আকীর্ণ করে রেখেছে। মুনিবর, এই ভয়ানক বনের নাম কী? ১৩-১৫

তমুবাচ মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
শ্রূয়তাং বৎস কাকুৎস্থ যস্যৈতদ্দারুণং বনম্ ॥১৬

অন্বয় : মহাতেজাঃ মহামুনিঃ বিশ্বামিত্রঃ তম্ উবাচ—বৎস কাকুৎস্থ! শ্রূয়তাং যস্য এতৎ দারুণং বনম্। ১৬

তখন মহাতেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামকে বললেন—বৎস রাম, এই ভয়ংকর বন যার বলছি শোনো। ১৬

এতৌ জনপদৌ স্ফীতৌ পূর্বমাস্তাং নরোত্তম।
মলদাশ্চ করূষাশ্চ দেবনির্মাণনির্মিতৌ ॥১৭

অন্বয় : নরোত্তম! পূর্বম্ এতৌ জনপদৌ স্ফীতৌ দেবনির্মাণনির্মিতৌ মলদাঃ চ করূষাঃ চ আস্তাম্। ১৭

হে নরোত্তম! পূর্বে এখানে 'মলদ' ও 'করূষ' নামে দুটি দেবনির্মিত সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। ১৭

পুরা বৃত্রবধে রাম মলেন সমভিপ্লুতম্।
ক্ষুধা চৈব সহস্রাক্ষং ব্রহ্মহত্যা সমাবিশৎ ॥১৮

অন্বয় : রাম! পুরা বৃত্রবধে মলেন ক্ষুধা চ এব সমভিপ্লুতং সহস্রাক্ষং ব্রহ্মহত্যা সমাবিশৎ। ১৮

রাম! পূর্বে বৃত্রাসুরকে বধ করার সময়ে মালিন্য ও ক্ষুধায় আক্রান্ত ইন্দ্রের দেহে ব্রহ্মহত্যা (-পাপ) প্রবেশ করেছিল। ১৮

তমিন্দ্রং মলিনং দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
কলশৈঃ স্নাপয়ামাসুর্মলং চাস্য প্রমোচয়ন্ ॥১৯

অন্বয় : দেবাঃ তপোধনাঃ ঋষয়ঃ চ তং মলিনম্ ইন্দ্রং কলশৈঃ স্নাপয়ামাসুঃ অস্য মলং চ প্রমোচয়ন্। ১৯

দেবতা এবং তপস্বী ঋষিরা তখন মললিপ্ত ইন্দ্রকে কলসের জলে স্নান করিয়ে তাঁর মল দূর করেছিলেন। ১৯

ইহ ভূম্যাং মলং দত্ত্বা দেব কারূষমেব চ।
শরীরজং মহেন্দ্রস্য ততো হর্ষং প্রপেদিরে ॥২০

অন্বয় : ততঃ দেবাঃ ইহ ভূম্যাং মহেন্দ্রস্য শরীরজং মলং কারূষম্ এব চ দত্ত্বা হর্ষং প্রপেদিরে। ২০

দেবতারা এই স্থানের মাটিতে মহেন্দ্রের শরীরের মল ও কারূষ (ক্ষুধা) বিসর্জন দিয়ে আনন্দ লাভ করেছিলেন। ২০

নির্মলো নিষ্করূষশ্চ শুদ্ধ ইন্দ্রো যথাভবৎ।
ততো দেশস্য সুপ্রীতো বরং প্রাদাদনুত্তমম্ ॥২১

অন্বয় : যথা ইন্দ্রঃ নির্মলঃ নিষ্করূষঃ শুদ্ধঃ চ অভবৎ, ততঃ দেশস্য সুপ্রীতঃ অনুত্তমং বরং প্রাদাৎ। ২১

ইন্দ্রের মল ও ক্ষুধা দূর হওয়ায় তিনি শুচিতা লাভ করলেন এবং এই দেশের উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাকে এক অপূর্ব বর দিয়ে বললেন—। ২১

ইমৌ জনপদৌ স্ফীতৌ খ্যাতিং লোকে গমিষ্যতঃ।
মলদাশ্চ করূষাশ্চ মমাঙ্গমলধারিণৌ ॥২২

অন্বয় : ইমৌ জনপদৌ মমাঙ্গমলধারিণৌ স্ফীতৌ মলদাঃ চ করূষাঃ চ লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতঃ। ২২

আমার দেহের মল ও ক্ষুধা ধারণ করায় এই জনপদদুটি সমৃদ্ধ হবে এবং পৃথিবীতে এরা 'মলদ' ও 'করূষ' নামে বিখ্যাত হবে। ২২

সাধু সাধ্বিতি তং দেবাঃ পাকশাসনমব্রুবন্।
দেশস্য পূজাং তাং দৃষ্ট্বা কৃতাং শক্রেণ ধীমতা ॥২৩

অন্বয় : ধীমতা শক্রেণ দেশস্য তাং কৃতাং পূজাং দৃষ্ট্বা দেবাঃ তং পাকশাসনং সাধু সাধু ইতি অব্রুবন্। ২৩

ধীমান পাকশাসন[১০] ইন্দ্র এইভাবে এই দেশকে বর দেওয়াতে দেবতারা তাঁকে অজস্র সাধুবাদ দিলেন। ২৩

এতৌ জনপদৌ স্ফীতৌ দীর্ঘকালমরিন্দম।
মলদাশ্চ করূষাশ্চ মুদিতৌ ধনধান্যতঃ ॥২৪

অন্বয়ঃ অরিন্দম! এতৌ মলদাঃ চ করূষাঃ চ জনপদৌ দীর্ঘকালং মুদিতৌ ধনধান্যতঃ স্ফীতৌ (আস্তাম্)। ২৪

হে অরিন্দম, মলদ ও করূষ নামে এই জনপদদুটি দীর্ঘ কাল ধরে সুখ ও ধনধান্যে সমৃদ্ধ ছিল। ২৪

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য যক্ষিণী কামরূপিণী।
বলং নাগসহস্রস্য ধারয়ন্তী তদাহ্যভূৎ ॥২৫

অন্বয়ঃ অথ তদা কস্যচিৎ তু কালস্য কামরূপিণী নাগসহস্রস্য বলং ধারয়ন্তী যক্ষিণী অভূৎ। ২৫

কিন্তু কিছু কাল পরে এক কামরূপিণী যক্ষিণী এখানে উপস্থিত হল। সে সহস্র হস্তীর বল ধারণ করে। ২৫

তাটকা নাম ভদ্রং তে ভার্যা সুন্দস্য ধীমতঃ।
মারীচো রাক্ষসঃ পুত্রো যস্যাঃ শক্রপরাক্রমঃ ॥২৬

অন্বয়ঃ ভদ্রং তে (ভবতু)। ধীমতঃ সুন্দস্য তাটকা নাম ভার্যা যস্যাঃ শক্রপরাক্রমঃ পুত্রঃ মারীচঃ রাক্ষসঃ। ২৬

রাম, তোমার মঙ্গল হোক। শোনো, সেই যক্ষিণীর নাম তাড়কা এবং সে ধীমান সুন্দের পত্নী। ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী মারীচ নামে রাক্ষস হল তার পুত্র। ২৬

বৃত্তবাহুর্মহাশীর্ষো বিপুলাস্যতনুর্মহান্।
রাক্ষসো ভৈরবাকারো নিত্যং ত্রাসয়তে প্রজাঃ ॥২৭

অন্বয়ঃ (সঃ) বৃত্তবাহুঃ মহাশীর্ষঃ বিপুলাস্যতনুঃ মহান্ ভৈরবাকারঃ রাক্ষসঃ নিত্যং প্রজাঃ ত্রাসয়তে। ২৭

মারীচের বাহুদ্বয় সুগোল, মস্তক সুপ্রশস্ত, মুখগহ্বর বিশাল এবং শরীর অতিদীর্ঘ। এই ভীষণাকৃতি রাক্ষস সর্বদা জনগণের ভীতি উৎপাদন করছে। ২৭

ইমৌ জনপদৌ নিত্যং বিনাশয়তি রাঘব।
মলদাংশ্চ করূষাংশ্চ তাটকা দুষ্টচারিণী ॥২৮

অন্বয়ঃ দুষ্টচারিণী তাটকা ইমৌ মলদান্ চ করূষান্ চ জনপদৌ নিত্যং বিনাশয়তি। ২৮

দুষ্টচারিণী তাড়কা সর্বদা মলদ ও করূষ নামে এই জনপদ দুটির ধ্বংসসাধন করছে। ২৮

সেয়ং পন্থানমাবৃত্য বসত্যত্যর্ধযোজনে।
অতএব চ গন্তব্যং তাটকায়া বনং যতঃ ॥২৯

অন্বয়ঃ সা ইয়ম্ অত্যর্ধযোজনে পন্থানম্ আবৃত্য বসতি। অতএব চ যতঃ তাটকায়াঃ বনং (তত্র) গন্তব্যম্। ২৯

সেই তাড়কা এখন অর্ধযোজনেরও[১১] অধিক দূরে আমাদের পথ রোধ করে অবস্থান করছে। তাই আমাদের এখন সেই তাড়কার বনের মধ্যে যেতে হবে। ২৯

স্ববাহুবলমাশ্রিত্য জহীমাং দুষ্টচারিণীম্।
মন্নিয়োগাদিমং দেশং কুরু নিষ্কণ্টকং পুনঃ ॥৩০

অন্বয়ঃ স্ববাহুবলম্ আশ্রিত্য ইমাং দুষ্টচারিণীং জহি। মন্নিয়োগাৎ ইমং দেশং পুনঃ নিষ্কণ্টকং কুরু। ৩০

এখন আমার দ্বারা নিযুক্ত হয়ে তুমি নিজ বাহুবলে এই দুষ্টচারিণী রাক্ষসীকে বিনাশ করে পুনরায় এই দেশকে নিষ্কণ্টক করো। ৩০

নহি কশ্চিদিমং দেশং শক্তো হ্যাগন্তুমীদৃশম্।
যক্ষিণ্যা ঘোরয়া রাম উৎসাদিতমসহ্যয়া ॥৩১

অন্বয়ঃ রাম! ন কশ্চিৎ ঘোরয়া অসহ্যয়া যক্ষিণ্যা উৎসাদিতং ইমম্ ঈদৃশং দেশম্ আগন্তুং শক্তঃ। ৩১

এই ভয়ংকর অসহনীয় যক্ষিণী এই দেশকে উৎসন্ন করছে। তার ভয়ে এখানে কেউ আসতে সাহস করে না। ৩১

এতত্তে সর্বমাখ্যাতং যথৈতদ্দারুণং বনম্।
যক্ষ্যা চোৎসাদিতং সর্বমদ্যাপি ন নিবর্ততে ॥৩২

অন্বয়ঃ এতৎ তে সর্বম্ আখ্যাতং যথা এতৎ সর্বং দারুণং বনং যক্ষ্যা চ উৎসাদিতম্। অদ্যাপি (সা) ন নিবর্ততে। ৩২

এই যক্ষিণী কীভাবে এই ঘোর বনকে উৎসন্ন করছে তা তোমাকে সমস্ত বললাম। এখনও সে এই কাজ থেকে নিবৃত্ত হচ্ছে না। ৩২

চতুর্বিংশ সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চবিংশ সর্গ

তাটকাবধচোদনা

অথ তস্যাপ্রমেয়স্য মুনেৰ্বচনমুত্তমম্ ।

শ্রুত্বা পুরুষশার্দূলঃ প্রত্যুবাচ শুভাং গিরম্ ॥১

অন্বয়ঃ অথ তস্য অপ্রমেয়স্য মুনেঃ উত্তমং বচনং শ্রুত্বা পুরুষশার্দূলঃ শুভাং গিরং প্রত্যুবাচ। ১

পুরুষোত্তম রাম অসীম প্রভাবশালী ঋষি বিশ্বামিত্রের এই মনোহর কথা শুনে মঙ্গলজনক বাক্যে উত্তর দিলেন—। ১

অল্পবীর্যাঃ যদা যক্ষাঃ শ্রূয়ন্তে মুনিপুঙ্গব ।

কথং নাগসহস্রস্য ধারয়ত্যবলা বলম্ ॥২

অন্বয়ঃ মুনিপুঙ্গব! যদা যক্ষাঃ অল্পবীর্যাঃ শ্রূয়ন্তে (তদা) কথম্ অবলা নাগসহস্রস্য বলং ধারয়তি? ২

মুনিবর, যক্ষদের তো শুনেছি বলবীর্য অতি সামান্য, তাহলে এই অবলা যক্ষিণী তাড়কা কেমন করে সহস্র হস্তীর বল ধারণ করছে? ২

ইত্যুক্তং বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্যামিতৌজসঃ ।

হর্ষয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা সলক্ষ্মণমরিন্দমম্ ॥৩

বিশ্বামিত্রোঽব্রবীদ্বাক্যং শৃণু যেন বলোৎকটা ।

বরদানকৃতং বীর্যং ধারয়ত্যবলা বলম্ ॥৪

অন্বয়ঃ অমিতৌজসঃ রাঘবস্য ইত্যুক্তং বচনং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রঃ সলক্ষ্মণম্ অরিন্দমং শ্লক্ষ্ণয়া বাচা হর্ষয়ন্ বাক্যম্ অব্রবীৎ—শৃণু যেন বলোৎকটা অবলা বরদানকৃতং বলং বীর্যং ধারয়তি। ৩-৪

অমিতবিক্রমশালী রামের এই কথা শুনে বিশ্বামিত্র মধুর বাক্যে অরিন্দম রাম ও লক্ষ্মণকে পুলকিত করে বললেন—বৎস, যে-ভাবে এই অবলা যক্ষিণী বর লাভ করে উৎকট বলবীর্যের অধিকারিণী হয়েছে তা বলছি শোনো। ৩-৪

পূর্বমাসীন্মহাযক্ষঃ সুকেতুর্নাম বীর্যবান্।
অনপত্যঃ শুভাচারঃ স চ তেপে মহত্তপঃ ॥৫

অন্বয়ঃ পূর্বং সুকেতুঃ নাম বীর্যবান্ মহাযক্ষঃ আসীৎ। সঃ চ অনপত্যঃ শুভাচারঃ মহৎ তপঃ তেপে। ৫

পূর্বে সুকেতু নামে এক মহাপরাক্রান্ত যক্ষ ছিল। সে অপত্যহীনতার জন্যে শুদ্ধাচারী হয়ে মহা তপস্যা করেছিল। ৫

পিতামহস্তু সুপ্রীতস্তস্য যক্ষপতেস্তদা।
কন্যারত্নং দদৌ রাম তাটকাং নাম নামতঃ ॥৬

অন্বয়ঃ রাম! তদা পিতামহঃ তু তস্য যক্ষপতেঃ সুপ্রীতঃ নামতঃ তাটকাং কন্যারত্নং দদৌ নাম। ৬

তখন পিতামহ ব্রহ্মা সেই যক্ষপতির উপর অত্যন্ত প্রীত হয়ে তাকে তাড়কা নামে এক কন্যারত্ন দান করলেন। ৬

দদৌ নাগসহস্রস্য বলং চাস্যাঃ পিতামহঃ।
নত্বেব পুত্রং যক্ষায় দদৌ চাসৌ মহাযশাঃ ॥৭

অন্বয়ঃ অসৌ মহাযশাঃ পিতামহঃ চ অস্যাঃ নাগসহস্রস্য বলং দদৌ। যক্ষায় পুত্রং তু ন দদৌ। ৭

মহাযশস্বী পিতামহ ব্রহ্মা সেই কন্যাকে সহস্র হস্তীর বল দান করলেন, কিন্তু তিনি যক্ষকে কোনো পুত্র দান করলেন না। ৭

তাং তু বালাং বিবর্ধন্তীং রূপযৌবনশালিণীম্।
জম্ভপুত্রায় সুন্দায় দদৌ ভার্যাং যশস্বিনীম্ ॥৮

অন্বয়ঃ (যক্ষঃ) তাং তু বিবর্ধন্তীং রূপযৌবনশালিনীং যশস্বিনীং বালাং জম্ভপুত্রায় সুন্দায় ভার্যাং দদৌ। ৮

কন্যা তাড়কা ক্রমশ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে রূপযৌবনসম্পন্না ও যশস্বিনী হয়ে উঠলে সুকেতু তাকে জম্ভপুত্র সুন্দের হাতে ভার্যারূপে প্রদান করলেন। ৮

কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য যক্ষী পুত্রং ব্যজায়ত।
মারীচং নাম দুর্ধর্ষং যঃ শাপাদ্রাক্ষসোঽভবৎ ॥৯

অন্বয়ঃ অথ কস্যচিৎ তু কালস্য যক্ষী মারীচং নাম দুর্ধর্ষং পুত্রং ব্যজায়ত যঃ শাপাৎ রাক্ষসঃ অভবৎ। ৯

কিছুকাল পরে যক্ষিণী তাড়কা মারীচ নামে দুর্ধর্ষ পুত্রের জন্ম দিল। এই মারীচই শাপপ্রভাবে এখন রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। ৯

সুন্দে তু নিহতে রাম অগস্ত্যমৃষিসত্তমম্।
তাটকা সহ পুত্রেণ প্রধর্ষয়িতুমিচ্ছতি ॥১০
ভক্ষার্থং জাতসংরম্ভা গর্জন্তী অভ্যধাবত ॥১১

অন্বয়ঃ রাম! সুন্দে তু নিহতে তাটকা সহ পুত্রেণ ঋষিসত্তমম্ অগস্ত্যং প্রধর্ষয়িতুম্ ইচ্ছতি। সা ভক্ষার্থং জাতসংরম্ভা গর্জন্তী অভ্যধাবত। ১০-১১

হে রাম! সুন্দ নিহত হলে তাড়কা পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে সেই ঋষিশ্রেষ্ঠকে নির্যাতন করতে ইচ্ছা করল এবং তাঁকে ভক্ষণ করার আগ্রহে গর্জন করতে করতে মহাবেগে ধাবিত হল। ১০-১১

আপতন্তীং তু তাং দৃষ্ট্বা অগস্ত্যো ভগবানৃষিঃ।
রাক্ষসত্বং ভজস্বেতি মারীচং ব্যাজহার সঃ।
অগস্ত্যঃ পরমামর্ষস্তাটকামপি শপ্তবান্ ॥১২

অন্বয়ঃ সঃ ভগবান্ ঋষিঃ অগস্ত্যঃ তাং তু আপতন্তীং দৃষ্ট্বা মারীচং ব্যাজহার 'রাক্ষসত্বং ভজস্ব' ইতি। অগস্ত্যঃ পরমামর্ষঃ তাটকাম্ অপি শপ্তবান্। ১২

ভগবান অগস্ত্য ঋষি তাড়কাকে আক্রমণে উদ্যত দেখে মারীচকে বললেন—তুই রাক্ষসত্ব লাভ কর। তারপর তিনি মহাক্রোধে তাড়কাকেও অভিশাপ দিয়ে বললেন—। ১২

পুরুষাদী মহাযক্ষী বিকৃতা বিকৃতাননা।
ইদং রূপং বিহায়াশু দারুণং রূপমস্তু তে ॥১৩

অন্বয়ঃ পুরুষাদী বিকৃতা বিকৃতাননা মহাযক্ষী ইদং রূপং বিহায় আশু তে দারুণং রূপম্ অস্তু। ১৩

ওরে মহাযক্ষী, তুই বিকটাকার ধারণ করে বিকৃত বদনে মনুষ্য ভক্ষণের ইচ্ছা করেছিস্ বলে এখনই এই যক্ষীরূপ ত্যাগ করে ভয়ংকর রাক্ষসীরূপ ধারণ কর। ১৩

সৈষা শাপকৃতামর্ষা তাটকা ক্রোধমূর্ছিতা।
দেশমুৎসাদয়ত্যেনমগস্ত্যাচরিতং শুভম্ ॥১৪

অন্বয়ঃ সা এষা শাপকৃতা তাটকা অমর্ষাৎ ক্রোধমূর্চ্ছিতা অগস্ত্যাচরিতম্ এনং শুভং দেশম্ উৎসাদয়তি। ১৪

সেই তাড়কাই শাপগ্রস্ত হয়ে ক্রোধে অন্ধ হয়েছে এবং অগস্ত্য-অধ্যুষিত এই পবিত্র দেশকে উৎসন্ন করছে। ১৪

এনাং রাঘব দুর্বৃত্তাং যক্ষীং পরমদারুণাম্।
গোব্রাহ্মণহিতার্থায় জহি দুষ্টপরাক্রমাম্ ॥১৫

অন্বয়ঃ রাঘব! গোব্রাহ্মণহিতার্থায় এনাং দুর্বৃত্তাং পরমদারুণাং দুষ্টপরাক্রমাং যক্ষীং জহি। ১৫

রাম! তুমি গো-ব্রাহ্মণের মঙ্গলের জন্যে এই দুর্বৃত্তা ভয়ঙ্করী যক্ষীকে বিনাশ করো। ১৫

ন হ্যেনাং শাপসংস্পৃষ্টাং কশ্চিদুৎসহতে পুমান।
নিহন্তুং ত্রিষু লোকেষু ত্বামৃতে রঘুনন্দন ॥১৬

অন্বয়ঃ রঘুনন্দন! ত্রিষু লোকেষু ত্বাম্ ঋতে কশ্চিৎ পুমান্ এনাং শাপসংস্পৃষ্টাং নিহন্তুং ন উৎসহতে। ১৬

ত্রিভুবনে তুমি ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তিই এই শাপগ্রস্ত যক্ষীকে বিনাশ করতে সাহসী হবে না। ১৬

ন হি তে স্ত্রীবধকৃতে ঘৃণা কার্যা নরোত্তম।
চাতুর্বর্ণ্যহিতার্থং হি কর্তব্যং রাজসূনুনা ॥১৭

অন্বয়ঃ নরোত্তম! তে স্ত্রীবধকৃতে ঘৃণা ন কার্যা। রাজসূনুনা চাতুর্বর্ণ্যহিতার্থম্ (এতৎ) কর্তব্যম্। ১৭

হে নরশ্রেষ্ঠ, স্ত্রীবধের জন্যে তোমার সংকোচ করা উচিত নয়, কারণ ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের মঙ্গলের জন্যে রাজপুত্রদের এমন কাজ করা বিধেয়। ১৭

নৃশংসমনৃশংসং বা প্রজারক্ষণকারণাৎ।
পাতকং বা সদোষং বা কর্তব্যং রক্ষতা সদা ॥১৮

অন্বয়ঃ রক্ষতা প্রজারক্ষণকারণাৎ সদা নৃশংসম্ অনৃশংসং বা পাতকং সদোষং বা কর্তব্যম্। ১৮

যিনি লোকরক্ষক তাঁকে সর্বদা প্রজার রক্ষার জন্যে প্রয়োজন হলে নৃশংস, অনৃশংস, পাপজনক অথবা দুষ্ট, যে ধরনের কাজ হোক না কেন, তা করতে হবে। ১৮

রাজ্যভারনিযুক্তানামেষ ধর্মঃ সনাতনঃ।

অধর্ম্যাং জহি কাকুৎস্থ ধর্মো হ্যস্যাং ন বিদ্যতে ॥১৯

অন্বয়ঃ রাজ্যভারনিযুক্তানাম্ এষঃ সনাতনঃ ধর্মঃ। কাকুৎস্থ! অধর্ম্যাং জহি অস্যাং ধর্মঃ ন বিদ্যতে। ১৯

যাঁরা রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন তাঁদের এটাই সনাতন ধর্ম। রাম, তুমি এই অধর্মপরায়ণ যক্ষীকে বিনাশ করো, এর ধর্ম বলতে কিছুই নেই। ১৯

শ্রূয়তে হি পুরা শক্রো বিরোচনসুতাং নৃপ।

পৃথিবীং হন্তুমিচ্ছন্তীং মন্থরামভ্যসূদয়ৎ ॥২০

অন্বয়ঃ নৃপ! শ্রূয়তে পুরা শক্রঃ পৃথিবীং হন্তুম্ ইচ্ছন্তীং বিরোচনসুতাং মন্থরাম্ অভ্যসূদয়ৎ। ২০

রাজকুমার, কথিত আছে যে পুরাকালে বিরোচনের কন্যা মন্থরা পৃথিবী বিনাশ করতে ইচ্ছুক হলে ইন্দ্র তাকে সংহার করেছিলেন। ২০

বিষ্ণুনা চ পুরা রাম ভৃগুপত্নী পতিব্রতা।

অনিন্দ্রং লোকমিচ্ছন্তী কাব্যমাতা নিষূদিতা ॥২১

অন্বয়ঃ রাম! পুরা চ কাব্যমাতা পতিব্রতা ভৃগুপত্নী অনিন্দ্রং লোকম্ ইচ্ছন্তী বিষ্ণুনা নিষূদিতা। ২১

পুরাকালে শুক্রের জননী পতিব্রতা ভৃগুপত্নী স্বর্গলোক ইন্দ্রহীন করতে চেয়েছিলেন বলে বিষ্ণু তাঁকে বিনাশ করেছিলেন। ২১

এতৈশ্চান্যৈশ্চ বহুভো রাজপুত্রৈর্মহাত্মভিঃ।

অধর্মসহিতা নার্যো হতাঃ পুরুষসত্তমৈঃ।

তস্মাদেনাং ঘৃণাং ত্যক্ত্বা জহি মচ্ছাসনান্নৃপ ॥২২

অন্বয়ঃ এতৈঃ চ অন্যৈঃ বহুভিঃ পুরুষসত্তমৈঃ মহাত্মভিঃ রাজপুত্রৈঃ অধর্মসহিতাঃ নার্যঃ হতাঃ। নৃপ! তস্মাৎ মচ্ছাসনাৎ এনাং ঘৃণাং ত্যক্ত্বা জহি। ২২

এইভাবে পূর্বে দেবতারা এবং অন্যান্য বহু পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাত্মা রাজপুত্র অধর্মচারিণী স্ত্রীলোকদের হত্যা করেছেন। অতএব রাজপুত্র, তুমি আমার আদেশে সঙ্কোচ ত্যাগ করে এই তাড়কাকে বধ করো। ২২

পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত



ষড়্‌বিংশ সর্গ

* *

তাটিকাবধঃ

মুনের্বচনমক্লীবং শ্রুত্বা নরবরাত্মজঃ।
রাঘবঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা প্রত্যুবাচ দৃঢ়ব্রতঃ ॥১

অন্বয়ঃ মুনেঃ অক্লীবং বচনং শ্রুত্বা দৃঢ়ব্রতঃ নরবরাত্মজঃ রাঘবঃ প্রাঞ্জলিঃ ভূত্বা প্রত্যুবাচ। ১

ঋষি বিশ্বামিত্রের এই উৎসাহজনক কথা শুনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাজপুত্র রাম করযোড়ে বললেন—। ১

পিতুর্বচননির্দেশাৎ পিতুর্বচনগৌরবাৎ।
বচনং কৌশিকস্যেতি কর্তব্যমবিশঙ্কয়া ॥২

অন্বয়ঃ পিতুঃ বচননির্দেশাৎ পিতুঃ বচনগৌরবাৎ কৌশিকস্য বচনম্ অবিশঙ্কয়া কর্তব্যম্ ইতি। ২

পিতার নির্দেশ অনুসারে এবং পিতার কথার মর্যাদা রক্ষা করতে বিশ্বামিত্রের আদেশ আমাকে অকুণ্ঠিত চিত্তে পালন করতেই হবে। ২

অনুশিষ্টোঽস্ম্যযোধ্যায়াং গুরুমধ্যে মহাত্মনা।
পিত্রা দশরথেনাহং নাবজ্ঞেয়ং হি তদ্বচঃ ॥৩

অন্বয়ঃ অযোধ্যায়াং গুরুমধ্যে মহাত্মনা পিত্রা দশরথেন অহম্ অনুশিষ্টঃ অস্মি তদ্বচং ন অবজ্ঞেয়ম। ৩

মুনিবর, অযোধ্যাতে গুরুজনদের মধ্যে আমার পিতা মহাত্মা দশরথ আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন, আমি যেন বিশ্বামিত্রের নির্দেশ অবজ্ঞা না করি। ৩

সোঽহং পিতুর্বচঃ শ্রুত্বা শাসনাদ্ ব্রহ্মবাদিনঃ।
করিষ্যামি ন সন্দেহস্তাটকাবধমুত্তমম্ ॥৪

অন্বয়ঃ সঃ অহং পিতুঃ বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মবাদিনঃ শাসনাৎ উত্তমং তাটকাবধং করিষ্যামি ন সন্দেহঃ। ৪

সুতরাং, আমি নিঃসন্দেহে পিতৃবাক্য পালন করতে আপনার মতো ব্রহ্মবাদী ঋষির নির্দেশে তাড়কাবধরূপ মহৎ কার্য করব। ৪

গোব্রাহ্মণহিতার্থায় দেশস্য চ হিতায় চ।
তব চৈবাপ্রমেয়স্য বচনং কর্তুমুদ্যতঃ ॥৫

অন্বয়ঃ গোব্রাহ্মণহিতার্থায় দেশস্য হিতায় চ (অহম্) অপ্রমেয়স্য তব বচনং কর্তুম্ উদ্যতঃ। ৫

গো-ব্রাহ্মণ এবং দেশের কল্যাণের জন্যে আমি আপনার মতো অতুলনীয় ব্যক্তির আদেশ পালন করতে প্রস্তুত। ৫

এবমুক্ত্বা ধনুর্মধ্যে বদ্ধা মুষ্টিমরিন্দমঃ।
জ্যাঘোষমকরোৎ তীব্রং দিশঃ শব্দেন নাদয়ন্ ॥৬

অন্বয়ঃ অরিন্দমঃ এবম্ উক্ত্বা ধনুর্মধ্যে মুষ্টিং বদ্ধা দিশঃ শব্দেন নাদয়ন্ তীব্রং জ্যাঘোষম্ অকরোৎ। ৬

অরিন্দম রাম এই বলে ধনুর্গুণে মুষ্টিবদ্ধ করে ভীষণ শব্দে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করে তীব্র টংকার দিতে লাগলেন। ৬

তেন শব্দেন বিত্রস্তাস্তাটকাবনবাসিনঃ।
তাটকা চ সুসংক্রুদ্ধা তেন শব্দেন মোহিতা ॥৭

অন্বয়ঃ তেন শব্দেন তাটকাবনবাসিনঃ বিত্রস্তাঃ (অভবন্)। তাটকা চ তেন শব্দেন সুসংক্রুদ্ধা মোহিতা অভবৎ। ৭

সেই শব্দে তাড়কার বননিবাসী প্রাণীরা মহাভয়ে চঞ্চল হয়ে উঠল এবং তাড়কাও সেই শব্দে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও ব্যাকুল হয়ে উঠল। ৭

তং শব্দমভিনিধ্যায় রাক্ষসী ক্রোধমূর্ছিতা।
শ্রুত্বা চাভ্যদ্রবৎ ক্রুদ্ধা যত্র শব্দো বিনিঃসৃতঃ ॥৮

অন্বয়ঃ রাক্ষসী তং শব্দম্ অভিনিধ্যায় ক্রোধমূর্ছিতা শ্রুত্বা চ ক্রুদ্ধা যত্র শব্দঃ বিনিঃসৃতঃ তত্র অভ্যদ্রবৎ। ৮

সেই শব্দ শুনে রাক্ষসী তাড়কা ক্রোধান্ধ হয়ে শব্দ অনুসরণ করে সেই দিকে বেগে ধাবিত হল। ৮

তাং দৃষ্ট্বা রাঘবঃ ক্রুদ্ধাং বিকৃতাং বিকৃতাননাং।
প্রমাণেনাতিবৃদ্ধাং চ লক্ষ্মণং সোঽভ্যভাষত ॥৯

অন্বয়ঃ তাং ক্রুদ্ধাং বিকৃতাং বিকৃতাননাং প্রমাণেন অতিবৃদ্ধাং রাক্ষসীং) দৃষ্ট্বা সঃ রাঘবঃ লক্ষ্মণম্ অভ্যভাষত। ৯

সেই ক্রুদ্ধ, বিকটাকার, বিকৃতবদনা ও অতিশয় দীর্ঘাকৃতি রাক্ষসীকে দেখে রাম লক্ষ্মণকে বললেন - ৯

পশ্য লক্ষ্মণ যক্ষিণ্যাঃ ভৈরবং দারুণং বপুঃ।
ভিদ্যেরন্ দর্শনাদস্যা ভীরূণাং হৃদয়ানি চ ॥১০

অন্বয়ঃ লক্ষ্মণ! যক্ষিণ্যাঃ ভৈরবং দারুণং বপুঃ পশ্য। অস্যাঃ দর্শনাৎ ভীরূণাং হৃদয়াণি ভিদ্যেরন্। ১০

লক্ষ্মণ, দেখো এই যক্ষিণীর দেহ কী ভয়ংকর! একে দেখলে ভীরু ব্যক্তিদের হৃদয় কম্পিত হবে। ১০

এতাং পশ্য দুরাধর্ষাং মায়াবলসমন্বিতাম্।
বিনিবৃত্তাং করোম্যদ্য হৃতকর্ণাগ্রনাসিকাম্ ॥১১

অন্বয়ঃ পশ্য এতাং দুরাধর্ষাং মায়াবলসমন্বিতাং হৃতকর্ণাগ্রনাসিকাং বিনিবৃত্তাং করোমি। ১১

এখন দেখো, আমি কীভাবে এই দুর্ধর্ষ মায়াবিনী রাক্ষসীর নাসাকর্ণের অগ্রভাগ ছেদন করে একে নিবৃত্ত করি। ১১

ন হ্যেনামুৎসহে হন্তুং স্ত্রীস্বভাবেন রক্ষিতাম্।
বীর্যং চাস্যা গতিং চৈব হন্যামীতি হি মে মতিঃ ॥১২

অন্বয়ঃ এনাং স্ত্রীস্বভাবেন রক্ষিতাং হন্তুং ন উৎসহে। অস্যাঃ বীর্যং গতিং চ এব হন্যামি ইতি মে মতিঃ। ১২

স্ত্রীলোক বলে একে হত্যা করতে আমি উৎসাহ বোধ করছি না, কিন্তু এর শক্তি ও গতি হরণ করব, এই আমার ইচ্ছা। ১২

এবং ব্রুবাণে রামে তু তাটকা ক্রোধমূর্চ্ছিতা।
উদ্যম্য বাহুং গর্জন্তী রামমেবাভ্যধাবত ॥১৩

অন্বয়ঃ এবং ব্রুবাণে রামে তু তাটকা ক্রোধমূর্চ্ছিতা বাহুম্ উদ্যম্য গর্জন্তী রামম্ এব অভ্যধাবত। ১৩

রাম যখন এই কথা বলছিলেন, সেই অবসরে তাড়কা ক্রোধান্ধ হয়ে হাত তুলে গর্জন করতে করতে রামের দিকে ছুটে এল। ১৩

বিশ্বামিত্রস্তু ব্রহ্মর্ষির্হুংকারেণাভিভর্ৎস্য তাম্।
স্বস্তি রাঘবয়োরস্তু জয়ং চৈবাভ্যভাষত ॥১৪

অন্বয়: ব্রহ্মর্ষিঃ বিশ্বামিত্রঃ তু হুংকারেণ তাম্ অভিভর্ৎস্য রাঘবয়োঃ স্বস্তি অস্তু জয়ং চ এব অভ্যভাষত। ১৪

ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র হুংকার দিয়ে রাক্ষসীকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন এবং 'রাম-লক্ষ্মণের মঙ্গল ও বিজয় হোক' বলে তাঁদের আশীর্বাদ করতে লাগলেন। ১৪

উদ্ধুন্বানা রজো ঘোরং তাটকা রাঘবাবুভৌ।
রজোমেঘেন মহতা মুহূর্তং সা ব্যমোহয়ৎ ॥১৫

অন্বয়: সা তাটকা ঘোরং রজঃ উদ্ধুন্বানা উভৌ রাঘবৌ মহতা রজোমেঘেন মুহূর্তং ব্যমোহয়ৎ। ১৫

তাড়কা পথে ধূলিজাল উড্ডীন করে এবং রাজপুত্রদের প্রচণ্ড ধূলিমেঘে আবৃত করে মুহূর্তকালের জন্যে মোহগ্রস্ত করল। ১৫

ততো মায়াং সমাস্থায় শিলাবর্ষেণ রাঘবৌ।
অবাকিরৎ সুমহতা ততশ্চুক্রোধ রাঘব ॥১৬

অন্বয়: ততঃ (সা) মায়াং সমাস্থায় সুমহতা শিলাবর্ষেণ রাঘবৌ অবাকিরৎ। ততঃ রাঘবঃ চ চুক্রোধ। ১৬

তারপর সে মায়াবিস্তার করে রামলক্ষ্মণের উপর প্রচণ্ড শিলাবর্ষণ করতে লাগল। তখন রাম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। ১৬

শিলাবর্ষং মহৎ তস্যাঃ শরবর্ষেণ রাঘবঃ।
প্রতিবার্যোপধাবন্ত্যাঃ করৌ চিচ্ছেদ পত্রিভিঃ ॥১৭

অন্বয়: রাঘবঃ শরবর্ষেণ তস্যাঃ মহৎ শিলাবর্ষং প্রতিবার্য উপধাবন্ত্যাঃ করৌ পত্রিভিঃ চিচ্ছেদ। ১৭

রাম শরবর্ষণ করে তাড়কার প্রচণ্ড শিলাবর্ষণ নিবারণ করলেন এবং তারপর তাকে ছুটে আসতে দেখে বাণের দ্বারা তার বাহুদুটি ছিন্ন করলেন। ১৭

ততশ্ছিন্নভুজাং শ্রান্তামভ্যাশে পরিগর্জতীম্।
সৌমিত্রিরকরোৎ ক্রোধাদ্ধৃতকর্ণাগ্রনাসিকাম্ ॥১৮

অন্বয়: ততঃ সৌমিত্রিঃ ক্রোধাৎ ছিন্নভুজাং শ্রান্তাম্ অভ্যাশে পরিগর্জতীং হৃত-কর্ণাগ্রনাসিকাম্ অকরোৎ। ১৮

তাড়কা পরিশ্রান্ত ছিন্নবাহু হলেও সে রামলক্ষ্মণের সম্মুখে আস্ফালন করতে লাগল। তখন লক্ষ্মণ ক্রোধে তার নাসা ও কর্ণের অগ্রভাগ ছেদন করলেন। ১৮

কামরূপধরা সা তু কৃত্বা রূপাণ্যনেকশঃ।
অন্তর্ধানং গতা যক্ষী মোহয়ন্তী স্বমায়য়া॥
অশ্মবর্ষং বিমুঞ্চন্তী ভৈরবং বিচচার সা॥১৯

অন্বয়ঃ সা তু কামরূপধরা যক্ষী অনেকশঃ রূপাণি কৃত্বা অন্তর্ধানং গতা স্বমায়য়া মোহয়ন্তী ভৈরবম্ অশ্মবর্ষং বিমুঞ্চন্তী বিচচার। ১৯

তখন কামরূপিণী যক্ষী প্রথমে নানারকম রূপ ধারণ করতে লাগল, তারপর অন্তর্হিত হয়ে নিজ মায়ায় রামলক্ষ্মণকে বিমোহিত করে প্রচণ্ডভাবে শিলাবর্ষণ করতে করতে বিচরণ করতে লাগল। ১৯

ততস্তাবশ্মবর্ষেণ কীর্যমাণৌ সমন্ততঃ॥
দৃষ্ট্বা গাধিসুতঃ শ্রীমানিদং বচনমব্রবীৎ॥২০

অন্বয়ঃ ততঃ শ্রীমান্ গাধিসুতঃ তৌ সমন্ততঃ অশ্মবর্ষেণ কীর্যমাণৌ দৃষ্ট্বা ইদং বচনম্ অব্রবীৎ—। ২০

শ্রীমান বিশ্বামিত্র রাজকুমারদের চারদিকে শিলাবর্ষণ হতে দেখে (রামকে) বললেন—। ২০

অলং তে ঘৃণয়া রাম পাপৈষা দুষ্টচারিণী।
যজ্ঞবিঘ্নকারী যক্ষী পুরা বর্ধেত মায়য়া॥২১

অন্বয়ঃ রাম! অলং তে ঘৃণয়া। এষা পাপা দুষ্টাচারিণী যজ্ঞবিঘ্নকারী যক্ষী পুরা মায়য়া বর্ধেত। ২১

রাম, তোমার আর একে করুণা করা উচিত নয়। এই পাপিষ্ঠা দুষ্টচারিণী যজ্ঞ-বিঘ্নকারিণী যক্ষী ক্রমশঃ মায়াবল বৃদ্ধি করবে। ২১

বধ্যতাং তাবদেবৈষা পুরা সন্ধ্যা প্রবর্ততে।
রক্ষাংসি সন্ধ্যাকালে তু দুর্ধর্ষাণি ভবন্তি হি॥২২

অন্বয়ঃ এষা তাবৎ এব বধ্যতাং পুরা সন্ধ্যা প্রবর্ততে। রক্ষাংসি সন্ধ্যাকালে তু দুর্ধর্ষাণি ভবন্তি। ২২

সন্ধ্যাকাল আসার পূর্বেই একে বিনাশ করো, কারণ রাক্ষসেরা সন্ধ্যাকালে দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে। ২২

ইত্যুক্তঃ স তু তাং যক্ষীমশ্মবৃষ্ট্যাভিবর্ষিণীম্।
দর্শয়ঞ্ছব্দবোধিত্বং তাং রুরোধ স সায়কৈঃ ॥২৩

অন্বয়ঃ ইত্যুক্তঃ সঃ তু তাম্ অশ্মবৃষ্ট্যাভিবর্ষিণীং যক্ষীং শব্দবোধিত্বং দর্শয়ন্ তাং সায়কৈঃ রুরোধ। ২৩

যক্ষী এতক্ষণ (অন্তরালে থেকে) প্রস্তরবৃষ্টি করছিল। বিশ্বামিত্রের এই কথা শুনে রাম তাঁর শব্দভেদী ক্ষমতা প্রদর্শন করে বাণের সাহায্যে তার শিলাবর্ষণ রোধ করলেন। ২৩

সা রুদ্ধা বাণজালেন মায়াবলসমন্বিতা।
অভিদুদ্রাব কাকুৎস্থং লক্ষ্মণং চ বিনেদুষী ॥২৪

অন্বয়ঃ মায়াবলসমন্বিতা সা বাণজালেন রুদ্ধা বিনেদুষী কাকুৎস্থং লক্ষ্মণং চ অভিদুদ্রাব।

রাম শরজালে তার শিলাবর্ষণ রোধ করলে সে গর্জন করতে করতে রামলক্ষ্মণকে আক্রমণ করল। ২৪

তামাপতন্তীং বেগেন বিক্রান্তামশনীমিব।
শরেণোরসি বিব্যাধ পপাত চ মমার চ ॥২৫

অন্বয়ঃ (রামঃ) তাং অশনীম্ ইব বেগেন আপতন্তীং শরেণ উরসি বিব্যাধ, (সা) পপাত চ মমার চ। ২৫

রাক্ষসী বিদ্যুদ্‌বেগে আক্রমণ করছে দেখে রাম শরের দ্বারা তার বক্ষস্থল বিদ্ধ করলেন। তার ফলে সে মাটিতে পড়ে মরে গেল। ২৫

তাং হতাং ভীমসংকাশাং দৃষ্ট্বা সুরপতিস্তদা।
সাধু সাধ্বিতি কাকুৎস্থং সুরাশ্চাপ্যভিপূজয়ন্ ॥২৬

অন্বয়ঃ তদা ভীমসংকাশং তাং হতাং দৃষ্ট্বা সুরপতিঃ সুরাঃ অপি চ কাকুৎস্থং সাধু সাধু ইতি অভিপূজয়ন্। ২৬

সেই বিকটাকার রাক্ষসী নিহত হয়েছে দেখে দেবরাজ ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতারা রামকে সাধুবাদ দিয়ে অভিনন্দিত করলেন। ২৬

উবাচ পরমপ্রীতঃ সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ।
সুরাশ্চ সর্বে সংহৃষ্টা বিশ্বামিত্রমথাব্রুবন্ ॥২৭

অন্বয়ঃ অথ সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ পরমপ্রীতঃ উবাচ। সর্বে সুরাঃ চ সংহৃষ্টাঃ বিশ্বামিত্রম্ অব্রুবন্। ২৭

সহস্রলোচন পুরন্দর এবং অন্যান্য দেবতারা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বিশ্বামিত্রকে বললেন—। ২৭

মুনে কৌশিক ভদ্রং তে সেন্দ্রাঃ সর্বে মরুদ্গণাঃ।
তোষিতাঃ কর্মণানেন স্নেহং দর্শয় রাঘবে ॥২৮

অন্বয়ঃ মুনে কৌশিক! ভদ্রং তে (ভবতু)। অনেন কর্মণা সেন্দ্রাঃ সর্বে মরুদ্গণাঃ তোষিতাঃ। (ত্বং) রাঘবে স্নেহং দর্শয়। ২৮

মহর্ষি বিশ্বামিত্র, আপনার মঙ্গল হোক। ইন্দ্র এবং মরুৎগণ এই কাজে আপনার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। এখন আপনি রামকে আপনার স্নেহের নিদর্শন দেখান। ২৮

প্রজাপতেঃ কৃশাশ্বস্য পুত্রান সত্যপরাক্রমান।
তপোবলভৃতো ব্রহ্মন্ রাঘবায় নিবেদয় ॥২৯

অন্বয়ঃ ব্রহ্মন্! প্রজাপতেঃ কৃশাশ্বস্য সত্যপরাক্রমান্ তপোবলভৃতঃ পুত্রান্ রাঘবায় নিবেদয়। ২৯

হে ব্রহ্মন্, আপনি প্রজাপতি কৃশাশ্বের সত্যপরায়ণ এবং তপোবলসম্পন্ন পুত্রদিগকে রামের হাতে প্রদান করুন। ২৯

পাত্রভূতশ্চ তে ব্রহ্মংস্তবানুগমনে রতঃ।
কর্তব্যং সুমহৎ কর্ম সুরাণাং রাজসূনুনা ॥৩০

অন্বয়ঃ ব্রহ্মন্! (রামঃ) তে পাত্রভূতঃ তবানুগমনে রতঃ চ। রাজসূনুনা সুরাণাং সুমহৎ কর্ম কর্তব্যম্। ৩০

রাম আপনার এই দানের উপযুক্ত পাত্র এবং তিনি আপনার সর্বদা অনুগামী। এই রাজপুত্রের দ্বারা দেবতাদের মহৎকর্ম সম্পন্ন হবে। ৩০

এবমুক্ত্বা সুরাঃ সর্বে জগ্মুর্হৃষ্টা বিহায়সম্।
বিশ্বামিত্রং পূজয়ন্তস্ততঃ সন্ধ্যা প্রবর্ততে ॥৩১

অন্বয়ঃ এবম্ উক্ত্বা সর্বে সুরাঃ হৃষ্টাঃ বিশ্বামিত্রং পূজয়ন্তঃ বিহায়সং জগ্মুঃ। ততঃ সন্ধ্যা প্রবর্ততে। ৩১

এই কথা বলে দেবতারা হৃষ্টচিত্তে বিশ্বামিত্রকে পূজা করে আকাশপথে প্রস্থান করলেন। ক্রমে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হল। ৩১

ততো মুনিবরঃ প্রীতস্তাটকাবধতোষিতঃ।
মূর্ধ্নি রামমুপাঘ্রায় ইদং বচনমব্রবীৎ ॥৩২

অন্বয়ঃ ততঃ তাটকাবধতোষিতঃ মুনিবরঃ প্রীতঃ রামং মূর্ধ্নি উপাঘ্রায় ইদং বচনম্ অব্রবীৎ—। ৩২

মুনিবর বিশ্বামিত্র তাড়কাবধের জন্যে অত্যন্ত প্রীত হয়ে রামের মস্তক আঘ্রাণ করে বললেন—। ৩২

ইহাদ্য রজনীং রাম বসাম শুভদর্শন।
শ্বঃ প্রভাতে গমিষ্যামস্তদাশ্রমপদং মম ॥৩৩

অন্বয়ঃ শুভদর্শন রাম! অদ্য রজনীম্ ইহ বসাম। শ্বঃ প্রভাতে মম আশ্রমপদং গমিষ্যামঃ। ৩৩

হে প্রিয়দর্শন রাম, আজ আমরা এখানেই রাত্রি যাপন করব এবং কাল প্রভাতে আমার আশ্রমে যাব। ৩৩

বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা হৃষ্টো দশরথাত্মজঃ।
উবাস রজনীং তত্র তাটকায়া বনে সুখম্ ॥৩৪

অন্বয়ঃ বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা দশরথাত্মজঃ হৃষ্টঃ তত্র তাটকায়াঃ বনে সুখং রজনীম্ উবাস। ৩৪

বিশ্বামিত্রের কথা শুনে রাম হৃষ্টচিত্তে সেই তাড়কার বনে সুখে রাত্রি যাপন করলেন। ৩৪

মুক্তশাপং বনং তচ্চ তস্মিন্নেব তদাহনি।
রমণীয়ং বিবভ্রাজ যথা চৈত্ররথং বনম্ ॥৩৫

অন্বয়ঃ তদা তস্মিন্ অহনি এব তৎ মুক্তশাপং বনং চ যথা চৈত্ররথং বনং (তথা) রমণীয়ং বভ্রাজ। ৩৫

সেইদিন থেকে সেই বন শাপমুক্ত হয়ে চৈত্ররথ কাননের[১] মতো রমণীয় হয়ে উঠল। ৩৫

নিহত্য তাং যক্ষসুতাং স রামঃ প্রশস্যমানঃ সুরসিদ্ধসংঘৈঃ।
উবাস তস্মিন্ মুনিনা সহৈব প্রভাতবেলাং প্রতিবোধ্যমানঃ ॥৩৬

অন্বয়ঃ রামঃ তাং যক্ষসুতাং নিহত্য সুরসিদ্ধসংঘৈঃ প্রশস্যমানঃ প্রভাতবেলাং প্রতিবোধ্যমানঃ তস্মিন্ (বনে) মুনিনা সহ এব উবাস। ৩৬

যক্ষকন্যা তাড়কাকে বিনাশ করায় দেব ও সিদ্ধগণ রামের প্রশংসা করতে লাগলেন। এইভাবে বিশ্বামিত্র ঋষির সঙ্গে প্রভাতকালের অপেক্ষায় রাম সেই বনে রাত্রি যাপন করলেন। ৩৬

ষড়্‌বিংশ সর্গ সমাপ্ত

সপ্তবিংশ সর্গ

* *

অস্ত্রোপদেশঃ

অথ তাং রজনীমুষ্য বিশ্বামিত্রো মহাযশাঃ।
প্রহস্য রাঘবং বাক্যমুবাচ মধুরস্বরম্ ॥১

অন্বয়ঃ অথ মহাযশাঃ বিশ্বামিত্রঃ তাং রজনীম্ উষ্য প্রহস্য রাঘবং মধুরস্বরং বাক্যম্ উবাচ। ১

রাত্রি প্রভাত হলে যশস্বী বিশ্বামিত্র হাসিমুখে মধুরস্বরে রামকে বললেন—। ১

পরিতুষ্টোঽস্মি ভদ্রং তে রাজপুত্র মহাযশঃ।
প্রীত্যা পরময়া যুক্তো দদাম্যস্ত্রাণি সর্বশঃ ॥২

অন্বয়ঃ মহাযশঃ রাজপুত্র! পরিতুষ্টঃ অস্মি, তে ভদ্রং (ভবতু)। পরময়া প্রীত্যা যুক্তঃ অস্ত্রাণি সর্বশঃ দদামি। ২

হে যশস্বী রাজপুত্র, আমি তোমার উপর অতিশয় তুষ্ট হয়েছি। তোমার মঙ্গল হোক। পরমপ্রীতিবশতঃ আমি তোমাকে কতকগুলি অস্ত্র সম্যকরূপে প্রদান করব। ২

দেবাসুরগণান্ বাপি সগন্ধর্বোরগান্ ভুবি।
যৈরমিত্রান্ প্রসহ্যাজৌ বশীকৃত্য জয়িষ্যসি ॥৩

অন্বয়ঃ যৈঃ (অস্ত্রৈঃ) (ত্বং) দেবাসুরগণান্ সগন্ধর্বোরগান্ বা অপি ভুবি অমিত্রান্ আজৌ প্রসহ্য বশীকৃত্য জয়িষ্যসি। ৩

এই সব অস্ত্র প্রয়োগ করে তুমি দেব, অসুর, গন্ধর্ব, উরগ অথবা পৃথিবীতে তোমার যারা শত্রু আছে তাদের বলে পদানত করে যুদ্ধে বিজয় লাভ করবে। ৩

তানি দিব্যানি ভদ্রং তে দদাম্যস্ত্রাণি সর্বশঃ।
দণ্ডচক্রং মহদ্দিব্যং তব দাস্যামি রাঘব ॥৪
ধর্মচক্রং ততো বীর কালচক্রং তথৈব চ।
বিষ্ণুচক্রং তথাত্যুগ্রমৈন্দ্রং চক্রং তথৈব চ ॥৫
বজ্রমস্ত্রং নরশ্রেষ্ঠ শৈবং শূলবতং তথা।
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরশ্চৈব ঐষীকমপি রাঘব ॥
দদামি তে মহাবাহো ব্রাহ্মমস্ত্রমনুত্তমম্ ॥৬

অন্বয়ঃ রাঘব! তে ভদ্রং (ভবতু)। তানি দিব্যানি অস্ত্রাণি তে সর্বশঃ দদামি। বীর! মহৎ দিব্যং দণ্ডচক্রং ধর্মচক্রং ততঃ কালচক্রং তথা এব চ বিষ্ণুচক্রং তথা অত্যুগ্রং ঐন্দ্রং চক্রং তব দাস্যামি। নরশ্রেষ্ঠ মহাবাহো রাঘব! বজ্রম্ অস্ত্রং তথা শৈবং শূলবতং ব্রহ্মশিরঃ চ ঐষিকম্ অপি অস্ত্রম্ অনুত্তমং ব্রাহ্মম্ অস্ত্রং চ তে দদামি। ৪-৬

হে রাঘব, তোমার কল্যাণ হোক। আমি তোমাকে এই দিব্যাস্ত্রগুলি সম্যকরূপে প্রদান করছি। আমি তোমাকে দণ্ডচক্র, ধর্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, অত্যুগ্র ইন্দ্রচক্র, বজ্রাস্ত্র, শিবশূল, ব্রহ্মশির, ইষিকা এবং অতুলনীয় ব্রহ্মাস্ত্র—এই সমস্ত মহাশক্তিশালী দিব্যাস্ত্র প্রদান করছি। ৪-৬

গদে দ্বে চৈব কাকুৎস্থ মোদকী শিখরী শুভে।
প্রদীপ্তে নরশার্দূল প্রযচ্ছামি নৃপাত্মজ ॥৭
ধর্মপাশমহং রাম কালপাশং তথৈব চ।
বারুণং পাশমস্ত্রং চ দদাম্যহমনুত্তমম্ ॥৮
অশনী দ্বে প্রযচ্ছামি শুষ্কার্দ্রে রঘুনন্দন।
দদামি চাস্ত্রং পৈনাকমস্ত্রং নারায়ণং তথা ॥৯

অন্বয় : নরশার্দূল নৃপাত্মজ কাকুৎস্থ! মোদকী শিখরী (নাম) দ্বে শুভে প্রদীপ্তে গদে (তে) প্রযচ্ছামি। রাম! অহং ধর্মপাশং কালপাশং তথা এব চ অনুত্তমং বারুণং পাশম্ অস্ত্রং (তে) দদামি। রঘুনন্দন! শুষ্কা আর্দ্রা (নাম) দ্বে অশনী পৈনাকং তথা নারয়ণম্ অস্ত্রং (তে) দদামি। ৭-৯

আমি তোমাকে মোদকী ও শিখরী নামে দুটি সুন্দর প্রদীপ্ত গদা এবং ধর্মপাশ, কালপাশ এবং অনুপম বরুণপাশ অস্ত্র প্রদান করছি। আমি তোমাকে শুষ্কা ও আর্দ্রা নামে দুটি অশনি এবং পিনাক ও নারায়ণ অস্ত্র প্রদান করছি। ৭-৯

আগ্নেয়মস্ত্রং দয়িতং শিখরং নাম নামতঃ।
বায়ব্যং প্রথমং নাম দদামি তব চানঘ ॥১০
অস্ত্রং হয়শিরো নাম ক্রৌঞ্চমস্ত্রং তথৈব চ।
শক্তিদ্বয়ং চ কাকুৎস্থ দদামি তব রাঘব ॥১১
কঙ্কালং মুসলং ঘোরং কাপালমথ কিঙ্কিণীম্।
বধার্থং রক্ষসাং যানি দদাম্যেতানি সর্বশঃ ॥১২

অন্বয় : অনঘ রাঘব! নামতঃ শিখরং নাম দয়িতম্ আগ্নেয়ম্ অস্ত্রং চ প্রথমং নাম বায়ব্যম্ (অস্ত্রং) তব দদামি। কাকুৎস্থ! হয়শিরঃ নাম অস্ত্রং তথা এব চ ক্রৌঞ্চম্ অস্ত্রং শক্তিদ্বয়ং চ তব দদামি। কঙ্কালং মুসলং ঘোরং কাপালম্ অথ কিঙ্কিণীং যানি (অস্ত্রাণি) রক্ষসাং বধার্থম্—এতানি (তব) সর্বশঃ দদামি। ১০-১২

হে নিষ্পাপ রাম, আমি তোমাকে শিখর নামে আমার এক প্রিয় আগ্নেয় অস্ত্র এবং প্রথম নামে এক বায়ব্য অস্ত্র দান করছি। আমি তোমাকে হয়শির ও ক্রৌঞ্চ নামে দুটি অস্ত্র এবং দুটি শক্তি দান করছি। কঙ্কাল, মুষল এবং ভয়ংকর কাপাল ও কিঙ্কিণী প্রভৃতি যে-সব অস্ত্র রাক্ষসবধের জন্যে নির্মিত হয়েছে, সেগুলিও তোমাকে সম্যকরূপে প্রদান করছি। ১০-১২

বৈদ্যাধরং মহাস্ত্রং চ নন্দনং নাম নামতঃ।
অসিরত্নং মহাবাহো দদামি নৃবরাত্মজ ॥১৩
গান্ধর্বমস্ত্রং দয়িতং মানবং নাম নামতঃ।
প্রস্বাপনং প্রশমনং দদ্মি সৌম্যং চ রাঘব ॥১৪
বর্ষণং শোষণং চৈব সন্তাপনবিলাপনে।
মাদনং চৈব দুর্ধর্ষং কন্দর্পদয়িতং তথা ॥১৫

অন্বয় : মহাবাহো নৃবরাত্মজ! নামতঃ নন্দং নাম বৈদ্যাধরং মহাস্ত্রং চ অসিরত্নং (তে) দদামি। রাঘব! নামতঃ মানবং নাম দয়িতং গান্ধর্বম্ অস্ত্রং প্রস্বাপনং প্রশমনং চ বর্ষণং শোষণং চ এব সন্তাপনবিলাপনে কন্দর্পদয়িতং দুর্ধর্ষং মাদনম্ (অস্ত্রং) চ এব (তে) দদ্মি। ১৩-১৫

হে মহাবাহু নৃপনন্দন, আমি তোমাকে নন্দন নামে এক বৈদ্যাধর মহাস্ত্র এবং অসিরত্ন অস্ত্র দান করছি। হে রাঘব, আমি তোমাকে মানব নামে আমার এক প্রিয় গান্ধর্ব অস্ত্র এবং প্রস্বাপন, প্রশমন, বর্ষণ, শোষণ, সন্তাপন, বিলাপন ও কন্দর্পের প্রিয় দুর্ধর্ষ মাদন অস্ত্র দান করছি। ১৩-১৫

পৈশাচমস্ত্রং দয়িতং মোহনং নাম নামতঃ।
প্রতীচ্ছ নরশার্দূল রাজপুত্র মহাযশঃ ॥১৬
তামসং নরশার্দূল সৌমনং চ মহাবল।
সংবর্তং চৈব দুর্ধর্ষং মৌসলং চ নৃপাত্মজ ॥১৭
সত্যমস্ত্রং মহাবাহো তথা মায়াময়ং পরম্।
সৌরং তেজঃপ্রভং নাম পরতেজোঽপকর্ষণম্ ॥১৮

অন্বয় : মহাযশঃ মহাবল মহাবাহো নরশ্রেষ্ঠ রাজপুত্র! (ত্বং) নামতঃ মোহনং নাম দয়িতং পৈশাচম্ অস্ত্রং তামসং সৌমনং চ সংবর্তং চ এব দুর্ধর্ষং মৌসলং চ পরং মায়াময়ং সত্যম্ অস্ত্রং তেজপ্রভঃ নাম পরতেজোপকর্ষণং সৌরম্ অস্ত্রং প্রতীচ্ছ। ১৬-১৮

হে মহা যশস্বী, মহাবল, মহাবাহু, নরশ্রেষ্ঠ রাজপুত্র, তুমি আমার কাছে মোহন নামে আমার এক প্রিয় পৈশাচ অস্ত্র, তামস, সৌমন, সংবর্ত প্রভৃতি দুর্ধর্ষ মৌষল অস্ত্র, এবং তেজঃপ্রভ নামে পরতেজ-অপহারক সৌর অস্ত্রও গ্রহণ করো ১৬-১৮।

সোমাস্ত্রং শিশিরং নাম ত্বাষ্ট্রমস্ত্রং সুদারুণম্।
দারুণং চ ভগস্যাপি শীতেষুমথ মানবম্ ॥১৯
এতান্ রাম মহাবাহো কামরূপান্ মহাবলান্।
গৃহাণ পরমোদারান্ ক্ষিপ্রমেব নৃপাত্মজ ॥২০

অন্বয় : মহাবাহো নৃপাত্মজ রাম! শিশিরং নাম সোমাস্ত্রং সুদারুণং ত্বাষ্ট্রম্ অস্ত্রং ভগস্য অপি দারুণং শীতেষুম্ অথ মানবম্ (অস্ত্রম্) এতান্ কামরূপান্ মহাবলান্ পরমোদারান্ (অস্ত্রান্) ক্ষিপ্রম্ এব গৃহাণ। ১৯-২০

হে মহাবাহু রাজপুত্র রাম, তুমি আমার কাছে শিশির নামে সোমাস্ত্র, ভয়ংকর ত্বাষ্ট্র অস্ত্র, ভগের ভয়ানক শীতশর এবং মানব অস্ত্র—এ সকল কামরূপী মহাশক্তিশালী পরম উদার অস্ত্রশস্ত্র শীঘ্র গ্রহণ করো (১৯-২০)।

স্থিতস্তু প্রাঙ্‌মুখো ভূত্বা শুচির্মুনিবরস্তদা।
দদৌ রামায় সুপ্রীতো মন্ত্রগ্রামমনুত্তমম্ ॥২১

অন্বয়ঃ শুচিঃ মুনিবরঃ তদা প্রাঙ্‌মুখঃ স্থিতঃ তু সুপ্রীতঃ রামায় অনুত্তমং মন্ত্রগ্রামং দদৌ। ২১

মুনিবর বিশ্বামিত্র এই বলে শুদ্ধচিত্তে পূর্বমুখে অবস্থান করে পরম প্রীতিসহকারে রামকে অতুলনীয় মন্ত্রসিদ্ধ অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করলেন। ২১

সর্বসংগ্রহণং যেষাং দৈবতৈরপি দুর্লভম্।
তান্যস্ত্রাণি তদা বিপ্রো রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ ॥২২

অন্বয়ঃ যেষাং সর্বসংগ্রহণং দৈবতৈঃ অপি দুর্লভং তদা তানি অস্ত্রাণি বিপ্রঃ রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ। ২২

যে-সব অস্ত্র সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করা দেবতাদেরও দুঃসাধ্য, এমন-সব অস্ত্র সেই ব্রাহ্মণ রামকে সমর্পণ করলেন। ২২

জপতস্তু মুনেস্তস্য বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ।
উপতস্থুর্মহার্হাণি সর্বাণ্যস্ত্রাণি রাঘবম্ ॥২৩

অন্বয়ঃ তস্য ধীমতঃ মুনেঃ বিশ্বামিত্রস্য জপতঃ তু মহার্হাণি সর্বাণি অস্ত্রাণি উপতস্থুঃ। ২৩

ধীমান বিশ্বামিত্র ঋষি ধ্যান করা মাত্র সেই সব মহামূল্য অস্ত্র রামের সম্মুখে উপস্থিত হল। ২৩

উচুশ্চ মুদিতা রামং সর্বে প্রাঞ্জলয়স্তদা।
ইমে চ পরমোদার কিংকরাস্তব রাঘব ॥
যদ্‌যদ্ ইচ্ছসি ভদ্রং তে তৎসর্বং করবাম বৈ ॥২৪

অন্বয়ঃ তদা সর্বে মুদিতা প্রাঞ্জলয়ঃ রাঘবম্ উচুঃ—পরমোদার রাঘব! ইমে চ তব কিংকরাঃ। তে ভদ্রং (ভবতু)। (ত্বং) যৎ যৎ ইচ্ছসি তৎ সর্বং করবাম। ২৪

তারা সকলে করযোড়ে আনন্দিত মনে রামকে বলল—হে পরম উদারস্বভাব রাঘব, আপনার কল্যাণ হোক। আমরা আপনার ভৃত্য। আপনি যা কিছু ইচ্ছা করবেন, আমরা সব কিছুই সাধন করব। ২৪

ততো রামঃ প্রসন্নাত্মা তৈরিত্যুক্তো মহাবলৈঃ।

প্রতিগৃহ্য চ কাকুৎস্থঃ সমালভ্য চ পাণিনা ॥২৫

মানসা মে ভবিষ্যধ্বমিতি তান্যভ্যচোদয়ৎ ॥২৬

অন্বয়ঃ ততঃ প্রসন্নাত্মা কাকুৎস্থ রামঃ মহাবলৈঃ তৈঃ ইত্যুক্তঃ প্রতিগৃহ্য চ পাণিনা সমালভ্য চ মানসাঃ মে ভবিষ্যধ্বম্ ইতি তানি অভ্যচোদয়ৎ। ২৫-২৬

সেই সব মহাশক্তিশালী অস্ত্র এই কথা বললে রাম প্রসন্নচিত্তে তাদের হাত দিয়ে স্পর্শ করে গ্রহণ করলেন এবং আমন্ত্রণ করে বললেন—তোমরা স্মরণ করলেই আমার কাছে উপস্থিত হবে। ২৫-২৬

ততঃ প্রীতমনা রামো বিশ্বামিত্রং মহামুনিম্।

অভিবাদ্য মহাতেজা গমনায়োপচক্রমে ॥২৭

অন্বয়ঃ ততঃ মহাতেজাঃ রামঃ প্রীতমনাঃ বিশ্বমিত্রং মহামুনিম্ অভিবাদ্য গমনায় উপচক্রমে। ২৭

তারপর মহাতেজস্বী রাম প্রসন্নমনে মহামুনি বিশ্বমিত্রকে অভিবাদন করে গমনের উপক্রম করলেন। ২৭

সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত

অষ্টবিংশ সর্গ

* *

অস্ত্রোপসংহারোপদেশঃ

প্রতিগৃহ্য ততোঽস্ত্রাণি প্রহৃষ্টবদনঃ শুচিঃ।

গচ্ছন্নেব চ কাকুৎস্থো বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ ॥১

অন্বয়ঃ ততঃ অস্ত্রাণি প্রতিগৃহ্য কাকুৎস্থঃ প্রহৃষ্টবদনঃ শুচিঃ গচ্ছন্ এব বিশ্বামিত্রম্ অথ অব্রবীৎ। ১

অস্ত্রগুলি গ্রহণ করে রাম প্রসন্ন মনে শুদ্ধ চিত্তে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে চলতে চলতে তাঁকে বললেন—। ১

গৃহীতাস্ত্রোঽস্মি ভগবন্ দুরাধর্ষঃ সুরৈরপি।
অস্ত্রাণাং ত্বহমিচ্ছামি সংহারান্ মুনিপুঙ্গব ॥২

অন্বয়ঃ ভগবান্ গৃহীতাস্ত্রঃ (অহং) সুরৈঃ অপি দুরাধর্ষঃ অস্মি। মুনিপুঙ্গব! অহম্ অস্ত্রাণাং সংহারান্ তু ইচ্ছামি। ২

হে ভগবন্, আমি অস্ত্রলাভ করে দেবতাদেরও অজেয় হয়েছি কিন্তু এই সব অস্ত্র কী করে সংহার করতে হয় তা জানতে ইচ্ছা করি। ২

এবং ব্রুবতি কাকুৎস্থে বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
সংহারান্ ব্যাজহারাথ ধৃতিমান্ সুব্রতঃ শুচিঃ ॥৩

অন্বয়ঃ অথ কাকুৎস্থে এবং ব্রুবতি মহাতপাঃ ধৃতিমান্ সুব্রতঃ শুচিঃ বিশ্বামিত্রঃ সংহারান্ ব্যাজহার। ৩

রাম এই কথা বললে, মহাতপস্বী, ধৈর্যশীল, সুব্রত, শুদ্ধাচারী বিশ্বামিত্র তাঁকে অস্ত্র সংহারের উপদেশ দিয়ে বললেন—। ৩

সত্যবন্তং সত্যকীর্তিং ধৃষ্টং রভসমেব চ।
প্রতিহারতরং নাম পরাঙ্মুখমবাঙ্মুখম্ ॥৪
লক্ষ্যালক্ষ্যাবিমৌ চৈব দৃঢ়নাভ-সুনাভকৌ
দশাক্ষশতবক্ত্রৌ চ দশশীর্ষশতোদরৌ ॥৫
পদ্মনাভ-মহানাভৌ দুন্দুনাভ-স্বনাভকৌ।
জ্যোতিষং শকুনং চৈব নৈরাস্যবিমলাবুভৌ ॥৬
যৌগন্ধরবিনিদ্রৌ চ দৈত্যপ্রমথনৌ তথা।
শুচিবাহুর্মহাবাহুর্নিষ্কলির্বিরুচস্তথা ॥৭
সার্চিমালী ধৃতিমালী বৃত্তিমান্ রুচিরস্তথা।
পিত্র্যঃ সৌমনসশ্চৈব বিধূতমকরাবুভৌ ॥৮
পরবীরং রতিং চৈব ধনধান্যৌ চ রাঘব।
কামরূপং কমরুচিং মোহমাবরণং তথা ॥৯
জৃম্ভকং সর্পনাথং চ পন্থানবরুণৌ তথা।
কৃশাশ্বতনয়ান্ রাম ভাস্বরান্ কামরূপিণঃ ॥১০
প্রতীচ্ছ মম ভদ্রং তে পাত্রভূতোঽসি রাঘব।
বাঢ়মিত্যেব কাকুৎস্থঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥১১

অন্বয়ঃ রাঘব রাম! ত্বং সত্যবন্তং সত্যকীর্তিং ধৃষ্টং রভসং এব চ প্রতিহারতরং নাম পরাঙ্‌মুখম্ অবাঙ্‌মুখং লক্ষ্যালক্ষ্যৌ ইমৌ চ এব দৃঢ়নাভ-সুনাভকৌ দশাক্ষ-শতবক্ত্রৌ চ দশশীর্ষশতোদরৌ পদ্মনাভমহানাভৌ দুন্দুনাভস্বনাভকৌ জ্যোতিষং শকুনং চ এব নৈরাস্যবিমলৌ উভৌ যৌগন্ধরবিনিদ্রৌ চ দৈত্যপ্রমথনৌ তথা শুচিবাহুঃ-মহাবাহুঃ নিষ্কলিঃ বিরুচঃ তথা সার্চিমালী ধৃতিমালী বৃত্তিমান্ রুচিরঃ তথা পিত্র্যঃ সৌমনসঃ চ এব বিধূতমকরৌ উভৌ পরবীরং রতিং চ এব ধনধান্যৌ চ কামরূপং কামরুচিং মোহম্ আবরণং তথা জৃম্ভকং সর্পনাথং চ তথা পন্থানবরুণৌ ভাস্বরান্ কামরূপিণঃ কৃশাশ্বতনয়ান্ মম প্রতীচ্ছ। তে ভদ্রং (ভবতু)। (ত্বং) পাত্রভূতঃ অসি। কাকুৎস্থঃ প্রহৃষ্টেন অন্তরাত্মনা বাঢ়ম্ ইতি এব (উবাচ) ৪-১১

রাম, তুমি আমার কাছে সত্যবান, সত্যকীর্তি ধৃষ্ট, রভস, প্রতিহারতর, পরাঙ্‌মুখ, অবাঙ্‌মু·, ল·্য, অলক্ষ্য, দৃঢ়নাভ, সুনাভ, দশাক্ষ, শতবক্ত্র, দশশীর্ষ, শতোদর, পদ্মনাভ, মহানাভ, দুন্দুনাভ, স্বনাভ, জ্যোতিষ, শকুন, দৈত্য, প্রমথন, শুচিবাহু, মহাবাহু, নিষ্কলি, রুচির, সার্চিমালী, ধৃতিমালী, বৃত্তিমান, পিত্র্য, সৌমনস, বিধূত, মকর, পরবীর, রতি, ধন, ধান্য, কামরূপ,, কামরুচি, মোহ, আবরণ—এই সব ভাস্বর এবং কামরূপী কৃশাশ্বের পুত্রদের গ্রহণ করো। তোমার মঙ্গল হবে। তুমি এই সব অস্ত্র গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র। বিশ্বামিত্রের এই কথায় রাম বললেন—তাই হোক। ৪-১১

দিব্যভাস্বরদেহাশ্চ মূর্তিমন্তঃ সুখপ্রদাঃ।
কেচিদঙ্গারসদৃশাঃ কেচিদ্‌ধূমোপমাস্তথা ॥১২
চন্দ্রার্কসদৃশাঃ কেচিৎপ্রহ্বাঞ্জলিপুটাস্তথা।
রামং প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা ঽব্রুবন্ মধুরভাষিণঃ ॥১৩
ইমে স্ম নরশার্দূল শাধি কিং করবাম তে ॥১৪

অন্বয়ঃ তদা (তে কৃশাশ্বতনয়াঃ) দিব্যভাস্বরদেহাঃ চ মূর্তিমন্তঃ সুখপ্রদাঃ কেচিৎ অঙ্গারসদৃশাঃ কেচিৎ ধূমোপমাঃ কেচিৎ চন্দ্রার্কসদৃশাঃ তথা প্রহ্বাঞ্জলিপুটাঃ মধুরভাষিণঃ রামং প্রাঞ্জলয়ঃ ভূত্বা অব্রুবন্—নরশার্দূল ইমে স্ম, শাধি কিং তে করবাম। ১২-১৪

সেই কৃশাশ্বের পুত্রগণ দিব্যজ্যোতিঃপূর্ণ এবং পরম সুখদায়ক। তাদের কেউ কেউ জলন্ত অঙ্গারতুল্য, কেউ কেউ ধূম্রবর্ণ, কেউ কেউ বা চন্দ্র ও সূর্যের মতো জ্যোতির্ময়। তারা করযোড়ে প্রণাম করে মধুর বাক্যে রামকে বলল—হে নরশ্রেষ্ঠ, এই আমরা উপস্থিত হয়েছি, আজ্ঞা করুন, আমরা আপনার কী কাজ করব। ১২-১৪

মানসাঃ কার্যকালেষু সাহায্যং মে করিষ্যথ।
গম্যতামিতি তানাহ যথেষ্টং রঘুনন্দনঃ ॥১৫

অন্বয়ঃ রঘুনন্দনঃ তান্ আহ—কার্যকালেষু মানসাঃ (ভূত্বা) সাহায্যং মে করিষ্যথ যথেষ্টং গম্যতাম্ ইতি। ১৫

তখন রঘুনন্দন রাম তাদের বললেন—কার্যকালে স্মরণ মাত্রেই উপস্থিত হয়ে তোমরা আমাকে সাহায্য করবে। এখন যেখানে ইচ্ছা যাও। ১৫

অথ তে রামমামন্ত্র্য কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।
এবমস্ত্বিতি কাকুৎস্থমুক্ত্বা জগ্মুর্যথাগতম্ ॥১৬

অন্বয়ঃ অথ তে রামম্ আমন্ত্র্য প্রদক্ষিণং চ অপি কৃত্বা 'এবম্ অস্তু' ইতি কাকুৎস্থম্ উক্ত্বা যথাগতং জগ্মুঃ। ১৬

তখন তারা 'তাই হবে' বলে রামকে প্রদক্ষিণ করে তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে যথাস্থানে ফিরে গেল। ১৬

স চ তান্ রাঘবো জ্ঞাত্বা বিশ্বামিত্রং মহামুনিম্।
গচ্ছন্নেবাথ মধুরং শ্লক্ষ্ণং বচনমব্রবীৎ ॥১৭

অন্বয়ঃ অথ সঃ রাঘবঃ চ তান্ জ্ঞাত্বা গচ্ছন্ এব বিশ্বামিত্রং মহামুনিং মধুরং শ্লক্ষ্ণং বচনম্ অব্রবীৎ। ১৭

রাম সেই অস্ত্রদের সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে যেতে যেতে মহামুনি বিশ্বামিত্রকে মধুর বাক্যে বললেন— ১৭

কিমেতন্মেঘসংকাশং পর্বতাস্যাবিদূরতঃ।
বৃক্ষখণ্ডমিতো ভাতি পরং কৌতূহলং হি মে ॥১৮
দর্শনীয়ং মৃগাকীর্ণং মনোহরমতীব চ।
নানাপ্রকারৈঃ শকুনৈর্বল্গুভাবৈরলংকৃতম্ ॥১৯
নিঃসৃতাঃ স্ম মুনিশ্রেষ্ঠ কান্তারাদ্রোমহর্ষণাৎ ॥২০
অনয়া ত্ববগচ্ছামি দেশস্য সুখবত্তয়া।
সর্বং মে শংস ভগবন্ কস্যাশ্রমপদং ত্বিদম্ ॥২১

অন্বয়ঃ কিম্ এতৎ পর্বতস্য অবিদূরতঃ মেঘসংকাশং দর্শনীয়ং মৃগাকীর্ণম্ অতীব মনোহরং নানাপ্রকারৈঃ বল্গুভাবৈঃ চ শকুনৈঃ অলংকৃতং বৃক্ষখণ্ডম্ ইতঃ ভাতি মে

পরং কৌতূহলম্। মুনিশ্রেষ্ঠ! রোমহর্ষণাৎ কান্তারাৎ নিঃসৃতাঃ স্ম। দেশস্য অনয়া সুখবত্তয়া তু (আশ্রমম্) অবগচ্ছামি। ভগবন্! কস্য তু ইদম্ আশ্রমপদং সর্বং মে শংস। ১৮-২১

ঐ পর্বতের অদূরে মেঘের মতো বৃক্ষরাজি দেখা যাচ্ছে। ঐ স্থানটি অতিশয় মনোরম এবং দর্শনীয়। নানারকম জন্তু ওখানে বিচরণ করছে, এবং নানা রকম মধুরনাদী পক্ষী স্থানটিকে অলংকৃত করে রেখেছে। ঐ স্থানটির পরিচয় জানতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল হচ্ছে। মুনিবর, আমরা একটা লোমহর্ষক বন পার হয়ে এলাম। এখন ওই স্থানটি যেমন সুখদায়ক দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় ওটি একটি আশ্রম। ভগবন্, বলুন, কার ওই আশ্রম। ১৮-২১

সম্প্রাপ্তা যত্র তে পাপা ব্রহ্মঘ্না দুষ্টচারিণঃ।
তব যজ্ঞস্য বিঘ্নায় দুরাত্মানো মহামুনে ॥২২
ভগবন্ তস্য কো দেশঃ সা যত্র তব যাজ্ঞিকী।
রক্ষিতব্যা ক্রিয়া ব্রহ্মন্ ময়া বধ্যাশ্চ রাক্ষসাঃ ॥২৩
এতৎ সর্বং মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং প্রভো ॥২৪

অন্বয়: ভগবন্ মহামুনে। যত্র তে পাপাঃ ব্রহ্মঘ্নাঃ দুষ্টচারিণঃ দুরাত্মানঃ তব যজ্ঞস্য বিঘ্নায় সম্প্রাপ্তাঃ যত্র সা তব যাজ্ঞিকী (যত্র) ময়া ক্রিয়া রক্ষিতব্যা রাক্ষসাঃ চ বধ্যাঃ তস্য কঃ দেশঃ। মুনিশ্রেষ্ঠ প্রভো! অহম্ এতৎ সর্বং শ্রোতুম্ ইচ্ছামি। ২২-২৪

হে ভগবন্ মহামুনি, যেখানে আপনার যজ্ঞের বিঘ্ন করার জন্যে সেই পাপচারী ব্রাহ্মণঘাতক, দুরাত্মা রাক্ষসরা সমবেত হয়েছে, এবং যেখানে আমাকে রাক্ষসদের বধ করে আপনার যজ্ঞক্রিয়া রক্ষা করতে হবে, আপনার সেই যজ্ঞের স্থানটি কোথায়, আমি আপনার কাছে সে কথাও শুনতে ইচ্ছা করি। ২২-২৪

অষ্টবিংশ সর্গ সমাপ্ত

একোনত্রিংশ সর্গ

* *

সিদ্ধাশ্রমগমনম্

অথ তস্যাপ্রমেয়স্য বচনং পরিপৃচ্ছতঃ।
বিশ্বামিত্রো মহাতেজা ব্যাখ্যাতুমুপচক্রমে ॥১

অন্বয়ঃ অথ তস্য অপ্রমেয়স্য বচনং পরিপৃচ্ছতঃ মহাতেজাঃ বিশ্বামিত্রঃ ব্যাখ্যাতুম্ উপচক্রমে। ১

অসীম প্রভাবশালী রাম এই কথা জিজ্ঞাসা করলে, মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র এইভাবে বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন—। ১

ইহ রাম মহাবাহো বিষ্ণুর্দেবনমস্কৃতঃ।
বর্ষাণি সুবহূনীহ তথা যুগশতানি চ ॥
তপশ্চরণযোগার্থমুবাস সুমহাতপাঃ ॥২

অন্বয়ঃ মহাবাহো রাম! ইহ দেবনমস্কৃতঃ সুমহাতপাঃ বিষ্ণুঃ তপশ্চরণযোগার্থং সুবহূনি বর্ষাণি তথা যুগশতানি চ উবাস। ২

হে মহাবাহু রাম, দেবতাদের আরাধ্য মহাতপস্বী বিষ্ণু তপস্যা এবং যোগ-সাধনের জন্যে বহুশত যুগ এখানে বাস করেছিলেন। ২

এষ পূর্বাশ্রমো রাম বামনস্য মহাত্মনঃ।
সিদ্ধাশ্রম ইতি খ্যাতঃ সিদ্ধো হ্যত্র মহাতপাঃ ॥৩

অন্বয়ঃ রাম! এষঃ মহাত্মনঃ বামনস্য পূর্বাশ্রমঃ। অত্র মহাতপাঃ সিদ্ধঃ ইতি সিদ্ধাশ্রমঃ খ্যাতঃ। ৩

রাম, এই যে দেখছ, এই হল মহাত্মা বামনের[১] পূর্বাশ্রম। এখানে সেই মহাতপস্বী সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, তাই এর নাম হয়েছে সিদ্ধাশ্রম। ৩

এতস্মিন্নেব কালে তু রাজা বৈরোচনির্বলিঃ।
নির্জিত্য দৈবতগণান্ সেন্দ্রান্ সহমরুদ্গণান্ ॥৪
কারয়ামাস তদ্রাজ্যং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
যজ্ঞং চকার সুমহানসুরেন্দ্রো মহাবলঃ ॥৫

অন্বয়ঃ এতস্মিন্ এব কালে তু রাজা বৈরোচনিঃ বলিঃ সেন্দ্রান্ সহমরুদ্গণান্ নির্জিত্য তদ্রাজ্যং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ কারয়ামাস। (সঃ) সুমহান্ মহাবলঃ অসুরেন্দ্রঃ যজ্ঞং চকার। ৪-৫

সেই সময়ে বিরোচনের পুত্র রাজা বলি ইন্দ্র মরুৎগণ এবং অন্যান্য দেবতাদের পরাজিত করে তাঁর রাজ্যকে ত্রিভুবনের বিখ্যাত করে তুলেছিলেন। সেই মহাত্মা মহাবলশালী দৈত্যরাজ একটি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। ৪-৫

বলেস্তু যজমানস্য দেবাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ।
সমাগত্য স্বয়ং চৈব বিষ্ণুমূচুরিহাশ্রমে ॥৬
বলির্বৈরোচনির্বিষ্ণো যজতে যজ্ঞমুত্তমম্।
অসমাপ্তব্রতে তস্মিন্ স্বকার্যমভিপদ্যতাম্ ॥৭

অন্বয়ঃ যজমানস্য বলেঃ তু সাগ্নিপুরোগমাঃ দেবাঃ ইহ আশ্রমে সমাগত্য স্বয়ং চ এব বিষ্ণুম্ ঊচুঃ—বিষ্ণো! বৈরোচনিঃ বলিঃ উত্তমং যজ্ঞং যজতে। তস্মিন্ অসমাপ্তব্রতে স্বকার্যম্ অভিপদ্যতাম্। ৬-৭

বলি যখন যজ্ঞ করছিলেন, সেই সময় দেবতারা অগ্নিকে পুরোবর্তী করে এই আশ্রমে উপস্থিত হয়ে বিষ্ণুকে বললেন—হে বিষ্ণু, বিরোচনের পুত্র বলি এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন। আপনি তাঁর যজ্ঞ অসমাপ্ত থাকতেই স্বকার্য সাধনের জন্যে উদ্যোগী হোন। ৬-৭

যে চৈনমভিবর্তন্তে যাচিতার ইতস্ততঃ।
যচ্চ যত্র যথাবচ্চ সর্বং তেভ্যঃ প্রযচ্ছতি ॥৮

অন্বয়ঃ যে চ যাচিতারঃ ইতস্ততঃ এনম্ অভিবর্তন্তে যৎ চ যত্র যথাবৎ চ তেভ্যঃ প্রযচ্ছতি। ৮

চারিদিক থেকে যে-সব প্রার্থী তাঁর কাছে যে যে প্রার্থনা নিয়ে আসছে, তিনি তাদের সব প্রার্থনাই পূরণ করছেন। ৮

স ত্বং সুরহিতার্থায় মহাযোগমুপাশ্রিতঃ
বামনত্বং গতো বিষ্ণো কুরু কল্যাণমুত্তমম্ ॥৯

অন্বয়ঃ বিষ্ণো! সঃ ত্বং সুরহিতার্থায় মহাযোগম্ উপাশ্রিতঃ বামনত্বং গতঃ উত্তমং কল্যাণং কুরু। ৯

আপনি দেবতাদের মঙ্গলের জন্যে যোগের সাহায্যে বামন-রূপ ধারণ করে দেবতাদের অশেষ কল্যাণ সাধন করুন। ৯

এতস্মিন্নন্তরে রাম কশ্যপোঽগ্নিসমপ্রভঃ।
অদিত্যা সহিতো রাম দীপ্যমান ইবৌজসা ॥১০
দেবীসহায়ো ভগবান্ দিব্যং বর্ষসহস্রকম্।
ব্রতং সমাপ্য বরদং তুষ্টাব মধুসূদনম্ ॥১১

অন্বয়ঃ রাম! এতস্মিন্ অন্তরে অগ্নিসমপ্রভঃ ভগবান্ কশ্যপঃ ওজসা দীপ্যমানঃ ইব অদিত্যা সহিতঃ দেবীসহায়ঃ বর্ষসহস্রকং দিব্যং ব্রতং সমাপ্য বরদং মধুসূদনং তুষ্টাব। ১০-১১

রাম! এই সময় অগ্নির মতো প্রভাবশালী ভগবান কশ্যপ তেজে দীপ্যমান হয়ে দেবী অদিতির সঙ্গে সহস্র বৎসর ধরে দিব্য ব্রত পালন করছিলেন। ব্রত শেষে মধুসূদন বরপ্রদানে ইচ্ছুক হলে তিনি তাঁকে স্তুতি করে বললেন—। ১০-১১

তপোময়ং তপোরাশিং তপোমূর্তিং তপাত্মকম্।
তপসা ত্বাং সুতপ্তেন পশ্যামি পুরুষোত্তমম্ ॥১২
শরীরে তব পশ্যামি জগৎ সর্বমিদং প্রভো।
ত্বমনাদিরনির্দেশ্য স্ত্বামহং শরণং গতঃ ॥১৩

অন্বয়ঃ সুতপ্তেন তপসা ত্বং তপোময়ং তপোরাশিং তপোমূর্তিং তপাত্মকং পুরুষোত্তমং পশ্যামি। প্রভো! তব শরীরে ইদং সর্বং জগৎ পশ্যামি। ত্বম্ অনাদিঃ অনির্দেশ্যঃ। অহং ত্বাং শরণং গতঃ। ১২-১৩

আপনি তপোময়, তপোরাশি, তপোমূর্তি এবং তপাত্মক। হে পুরুষোত্তম, কঠোর তপস্যার ফলেই আপনার দর্শন লাভ করেছি। প্রভু, আপনার দেহের মধ্যেই আমি এই সমস্ত জগৎ দেখতে পাচ্ছি। আপনি অনাদি ও অনন্ত। আমি আপনার শরণ নিলাম। ১২-১৩

তমুবাচ হরিঃ প্রীতঃ কশ্যপং গতকল্মষং।
বরং বরয় ভদ্রং তে বরার্হোঽসি মতো মম ॥১৪

অন্বয়ঃ হরিঃ প্রীতঃ তং গতকল্মষং কশ্যপম্ উবাচ—বরং বরয়। তে ভদ্রং (ভবতু)। (ত্বং) বরার্হঃ অসি (ইতি) মম মতঃ। ১৪

হরি প্রীত হয়ে বিগতপাপ কশ্যপকে বললেন—তুমি আমার কাছে বর নাও। তোমার মঙ্গল হবে। আমার বিবেচনায় তুমি বর পাওয়ার যোগ্য। ১৪

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য মারীচঃ কশ্যপোঽব্রবীৎ।
অদিত্যা দেবতানাং চ মম চৈবানুযাচিতম্ ॥১৫
বরং বরদ সুপ্রীতো দাতুমর্হসি সুব্রত।
পুত্রত্বং গচ্ছ ভগবন্নদিত্যা মম চানঘ ॥১৬
ভ্রাতা ভব যবীয়াংস্ত্বং শক্রস্যাসুরসূদন।
শোকার্তানাং তু দেবানাং সাহায্যং কর্তুমর্হসি ॥১৭

অন্বয়ঃ তস্য তৎ বচনং শ্রুত্বা মারীচঃ কশ্যপঃ অব্রবীৎ—অদিত্যা দেবতানাং চ মম চ এব অনুযাচিতম্। সুব্রত! বরদ! সুপ্রীতঃ বরং দাতুম্ অর্হসি। অনঘ ভগবন্! অদিত্যাঃ মম চ পুত্রত্বং গচ্ছ। অসুরসূদন! ত্বং শক্রস্য যবীয়ান্ ভ্রাতা ভব। (ত্বং) শোকার্তানাং তু দেবানাং সাহায্যং কর্তুম্ অর্হসি। ১৫-১৭

তাঁর কথা শুনে মরীচির পুত্র কশ্যপ বললেন—হে সুব্রত, হে বরদ! অদিতি, দেবগণ এবং আমিও আপনার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি, আপনি প্রীত হয়ে আমাদের বর দিন। আপনি অদিতির গর্ভে আমার পুত্ররূপে এবং ইন্দ্রের অনুজ ভ্রাতা হয়ে জন্মগ্রহণ করুন। এইভাবে আপনি শোকার্ত দেবতাদের সাহায্য করুন। ১৫-১৭

অয়ং সিদ্ধাশ্রমো নাম প্রসাদাত্তে ভবিষ্যতি।
সিদ্ধে কর্মণি দেবেশ উত্তিষ্ঠ ভগবন্নিতঃ ॥১৮

অন্বয়ঃ অয়ং তে প্রসাদাৎ সিদ্ধাশ্রমঃ নাম ভবিষ্যতি। ভগবন্! দেবেশ কর্মণি সিদ্ধে ইতঃ উত্তিষ্ঠ। ১৮

ভগবন্, আপনার প্রসাদে এই স্থান সিদ্ধাশ্রম নামে প্রসিদ্ধ হবে। আমার কার্য সিদ্ধ হয়েছে, এখন আপনি এই স্থান থেকে প্রস্থান করুন। ১৮

অথ বিষ্ণুর্মহাতেজা অদিত্যাং সমজায়ত।
বামনং রূপমাস্থায় বৈরোচনিমুপাগমৎ ॥১৯

অন্বয়ঃ অথ মহাতেজাঃ বিষ্ণুঃ অদিত্যাং সমজায়ত (চ) বামনং রূপম্ আস্থায়-বৈরোচনিম্ উপাগমৎ। ১৯

তারপর মহাতেজস্বী বিষ্ণু অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন এবং বামনরূপ ধারণ করে বিরোচনের পুত্র বলির নিকট উপস্থিত হলেন। ১৯

ত্রীন্ পদানথ ভিক্ষিত্বা প্রতিগৃহ্য চ মেদিনীম্।
আক্রম্য লোকাল্লোকার্থী সর্বলোকহিতে রতঃ ॥২০

মহেন্দ্রায় পুনঃ প্রাদান্নিযম্য বলিমোজসা।
ত্রৈলোক্যং স মহাতেজাশ্চক্রে শক্রবশং পুনঃ ॥২১

অন্বয়ঃ অথ সঃ মহাতেজাঃ সর্বলোকহিতে রতঃ লোকার্থী (বিষ্ণুঃ) ত্রীন্ পাদান্ ভিক্ষিত্বা মেদিনীং চ প্রতিগৃহ্য লোকান্ আক্রম্য বলিম্ ওজসা নিযম্য চ ত্রৈলোক্যং পুনঃ মহেন্দ্রায় প্রাদাৎ শক্রবশং চক্রে চ। ২০-২১

মহাতেজস্বী বিষ্ণু সর্বলোকের কল্যাণ কামনায় বলির নিকট ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা চেয়ে নিলেন। তারপর পৃথিবী অধিগ্রহণ করে অপর দুই লোক আক্রমণ করলেন। তিনি বলিকে পরাক্রমে বদ্ধ করে ইন্দ্রকে পুনরায় ত্রিলোকের রাজত্ব প্রদান করলেন এবং ত্রিলোককে তাঁর বশে নিয়ে এলেন। ২০-২১

তেনৈব পূর্বমাক্রান্ত আশ্রমঃ শ্রমনাশনঃ।
ময়াপি ভক্ত্যা তস্যৈব বামনস্যোপভুজ্যতে ॥২২

অন্বয়ঃ তেন (বামনেন) এব (অয়ং) শ্রমনাশনঃ আশ্রমঃ পূর্বম্ আক্রান্তঃ। ময়াপি ভক্ত্যা তস্য বামনস্য (আশ্রমঃ) উপভুজ্যতে। ২২

কাহিনীশেষে বিশ্বামিত্র বললেন—

রাম, বামন দেব পূর্বে এই ক্লান্তিনাশক আশ্রমে বাস করেছিলেন। আমিও তাঁর প্রতি ভক্তিবশতঃ তাঁর এই আশ্রমে বাস করছি। ২২

এনমাশ্রমমায়ান্তি রাক্ষসা বিঘ্নকারিণঃ।
অত্র তে পুরুষব্যাঘ্র হন্তব্যা দুষ্টচারিণঃ ॥২৩

অন্বয়ঃ বিঘ্নকারিণঃ রাক্ষসাঃ এনম্ আশ্রমম্ আয়ান্তি। পুরুষব্যাঘ্র! অত্র তে দুষ্টচারিণঃ হন্তব্যাঃ। ২৩

হে নরশ্রেষ্ঠ, যজ্ঞের বিঘ্নকারী রাক্ষসরা এখানেই আসে এবং তোমাকে এখানেই তাদের বিনাশ করতে হবে। ২৩

অথ গচ্ছামহে রাম সিদ্ধাশ্রমমনুত্তমম্।
তদাশ্রমপদং তাত তবাপ্যেতদ্ যথা মম ॥২৪

অন্বয়ঃ রাম। অথ অনুত্তমং সিদ্ধাশ্রমং গচ্ছামহে। তাত এতৎ আশ্রমপদং যথা মম (তথা) তব অপি। ২৪

রাম, এখন আমরা সেই অনুপম সিদ্ধাশ্রমে প্রবেশ করছি। বৎস, এই আশ্রম আমার যেমন তোমারও তেমনি। ২৪

ইত্যুক্ত্বা পরমপ্রীতো গৃহ্য রামং সলক্ষ্মণম্।
প্রবিশন্নাশ্রমপদং ব্যরোচত মহামুনিঃ ॥
শশীব গতনীহারঃ পুনর্বসুসমন্বিতঃ ॥২৫

অন্বয়: ইত্যুক্ত্বা মহামুনিঃ সলক্ষ্মণং রামং গৃহ্য পরমপ্রীতঃ গতনীহারঃ পুনর্বসুসমন্বিতঃ শশী ইব আশ্রমপদং প্রবিশন্ ব্যরোচত। ২৫

এই বলে মহামুনি বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে আশ্রমে প্রবেশ করলেন। মনে হল যেন হিমের শেষে পুনর্বসুনক্ষত্রযুক্ত হয়ে চন্দ্রদেব আকাশে বিরাজ করলেন। ২৫

তং দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ সর্বে সিদ্ধাশ্রমনিবাসিনঃ।
উৎপত্যোৎপত্য সহসা বিশ্বামিত্রমপূজয়ন্ ॥২৬

অন্বয়: তং দৃষ্ট্বা সিদ্ধাশ্রমনিবাসিনঃ সর্বে মুনয়ঃ সহসা উৎপত্য উৎপত্য বিশ্বামিত্রম্ অপূজয়ন্। ২৬

বিশ্বামিত্রকে দেখে সিদ্ধাশ্রমবাসী তাপসরা তখনই অত্যন্ত দ্রুততায় আসন ত্যাগ করে তাঁকে অর্চনা করলেন। ২৬

যথার্হং চক্রিরে পূজাং বিশ্বামিত্রায় ধীমতে।
তথৈব রাজপুত্রাভ্যামকুর্বন্নতিথিক্রিয়াম্ ॥২৭

অন্বয়: যথার্হং ধীমতে বিশ্বামিত্রায় পূজাং চক্রিরে তথা এব রাজপুত্রাভ্যাম্ অতিথিক্রিয়াম্ অকুর্বন্। ২৭

বিশ্বামিত্রকে যথোচিত পূজা করে তাঁরা রাজপুত্রদেরও উপযুক্ত অতিথি সৎকার করলেন। ২৭

মুহূর্তমথ বিশ্রান্তৌ রাজপুত্রাবরিন্দমৌ।
প্রাঞ্জলী মুনিশার্দূলমূচতু রঘুনন্দনৌ ॥২৮

অন্বয়: অথ মুহূর্তং বিশ্রান্তৌ অরিন্দমৌ রঘুনন্দনৌ রাজপুত্রৌ প্রাঞ্জলী মুনিশার্দূলম্ উচতুঃ। ২৮

অরিন্দম রাম মুহূর্তকাল বিশ্রাম করে করযোড়ে মুনিবর বিশ্বামিত্রকে বললেন—। ২৮

অদ্যৈব দীক্ষাং প্রবিশ ভদ্রং তে মুনিপুঙ্গব।
সিদ্ধাশ্রমোঽয়ং সিদ্ধঃ স্যাৎ সত্যমস্তু বচস্তব ॥২৯

অন্বয়ঃ মুনিপুঙ্গব অদ্য এব দীক্ষাং প্রবিশ। ভদ্রং তে (ভবতু)। অয়ং সিদ্ধাশ্রমঃ সিদ্ধঃ স্যাৎ। তব বচঃ সত্যম্ অস্তু। ২৯

মুনিবর, আপনি আজই যজ্ঞের জন্য দীক্ষা গ্রহণ করুন। আপনার মঙ্গল হবে এবং আপনার বাক্যও সফল হবে। ২৯

এবমুক্তো মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহানৃষিঃ
প্রবিবেশ তদা দীক্ষাং নিয়তো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥৩০

অন্বয়ঃ তদা মহান্ ঋষিঃ মহাতেজাঃ বিশ্বামিত্রঃ এবম্ উক্তঃ নিয়তঃ নিয়তেন্দ্রিয়ঃ দীক্ষাং প্রবিবেশ। ৩০

এই কথা শুনে মহাতেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র ইন্দ্রিংগ্রাম সংযত করে যজ্ঞের জন্যে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। ৩০

কুমারাবির তাং রাত্রিমুষিত্বা সুসমাহিতৌ।
প্রভাতকালে চোত্থায় পূর্বাং সন্ধ্যামুপাস্য চ ॥৩১
প্রশুচী পরমং জাপ্যং সমাপ্য নিয়মেন চ।
হুতাগ্নিহোত্রমাসীনং বিশ্বামিত্রমবন্দতাম্ ॥৩২

অন্বয়ঃ (রামলক্ষ্মণৌ) কুমারৌ ইব প্রভাতকালে উত্থায় সুসমাহিতৌ প্রশুচী পূর্বাং সন্ধ্যাম্ উপাস্য (চ) নিয়মেন পরমং জাপ্যং সমাপ্য চ হুতাগ্নিহোত্রম্ আসীনং বিশ্বামিত্রম্ অবন্দতাম্। ৩১-৩২

যুগল কার্তিকেয়তুল্য রামলক্ষ্মণ প্রভাতকালে শয্যাত্যাগ করে প্রশান্ত চিত্তে শুদ্ধাচারে প্রাতঃকালীন সন্ধ্যা উপাসনা এবং জপ সমাপন করলেন। বিশ্বামিত্র ঋষি ইতি মধ্যে অগ্নিহোত্র[২] হোম সমাপন করে উপবেশন করেছিলেন। রামলক্ষ্মণ গিয়ে তাঁকে বন্দনা করলেন। ৩১-৩২

একোনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত

ত্রিংশ সর্গ

* *

যজ্ঞসংরক্ষণম্

অথ তৌ দেশকালজ্ঞৌ রাজপুত্রাবরিন্দমৌ।
দেশে কালে চ বাক্যজ্ঞাবব্রূতাং কৌশিকং বচঃ ॥১

অন্বয়ঃ অথ তৌ দেশকালজ্ঞৌ অরিন্দমৌ দেশে কালে চ বাক্যজ্ঞৌ রাজপুত্রৌ কৌশিকং বচঃ অব্রূতাম্। ১

প্রভাতে দেশ ও কাল বিষয়ে অভিজ্ঞ অরিন্দম রাজপুত্রেরা স্থান ও কালের উপযোগী বাক্যে কৌশিককে সম্ভাষণ করে বললেন—। ১

ভগবন শ্রোতুমিচ্ছাবো যস্মিন্ কালে নিশাচরৌ।
সংরক্ষণীয়ৌ তৌ ব্রূহি নাতিবর্ত্তেত তৎক্ষণম্ ॥২

অন্বয়ঃ ভগবন্! শ্রোতুম্ ইচ্ছাবঃ যস্মিন্ কালে তৌ নিশাচরৌ সংরক্ষণীয়ৌ ব্রূহি তৎক্ষণং ন অতিবর্ত্তেত। ২

ভগবন্, আমরা জানতে চাই, কখন সেই নিশাচরদুজনের হাত থেকে যজ্ঞ সংরক্ষণ করতে হবে। দেখুন, সেই সময়টি যেন অতিবাহিত হয়ে না যায়। ২

এবংব্রুবাণৌ কাকুৎস্থৌ ত্বরমাণৌ যুযুৎসয়া।
সর্বে তে মুনয়ঃ প্রীতাঃ প্রশশংসুর্নৃপাত্মজৌ ॥৩

অন্বয়ঃ তে সর্বে মুনয়ঃ প্রীতাঃ এবংব্রুবাণৌ যুযুৎসয়া ত্বরমাণৌ কাকুৎস্থৌ নৃপাত্মজৌ প্রশশংসুঃ। ৩

রাজকুমারেরা একথা বললে আশ্রমবাসী মুনিরা তাঁদের যুদ্ধের জন্যে ব্যস্ততা দেখে প্রীত হয়ে তাঁদের প্রশংসা করতে লাগলেন। ৩

অদ্য প্রভৃতি ষড়্‌রাত্রং রক্ষতাং রাঘবৌ যুবাম্।
দীক্ষাং গতে হ্যেষ মুনির্মৌনিত্বং চ গমিষ্যতি ॥৪

অন্বয়ঃ রাঘবৌ যুবাম্ অদ্য প্রভৃতি ষড়্‌রাত্রং রক্ষতাম্, এষঃ মুনিঃ দীক্ষাং গতে মৌনিত্বং চ গমিষ্যতি। ৪

তাঁরা বললেন—হে রঘুনন্দন, আপনারা দুজনে আজ থেকে ছয় রাত্রি আশ্রম রক্ষা করুন, কারণ মুনি বিশ্বামিত্র দীক্ষা গ্রহণ করে এই কয়দিন মৌনী হয়ে থাকবেন। ৪

তৌ তু তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজপুত্রৌ যশস্বিনৌ।
অনিদ্রং ষড়হোরাত্রং তপোবনমরক্ষতাম্ ॥৫
উপাসাংচক্রতুর্বীরৌ যত্তৌ পরমধন্বিনৌ।
ররক্ষতুর্মুনিবরং বিশ্বামিত্রমরিন্দমৌ ॥৬

অন্বয়: তৌ যশস্বিনৌ রাজপুত্রৌ তু তদ্ বচনং শ্রুত্বা ষড়হোরাত্রম্ অনিদ্রং তপোবনম্ অরক্ষতাম্ পরমধন্বিনৌ অরিন্দমৌ বীরৌ উপাসাংচক্রতুঃ মুনিবরং বিশ্বামিত্রং ররক্ষতুঃ (চ)। ৫-৬

সেই কথা শুনে যশস্বী রাজপুত্রেরা ছয় দিন দিবারাত্র বিনিদ্রভাবে তপোবন রক্ষা করতে লাগলেন। তাঁরা বিশাল ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে মুনিবর বিশ্বামিত্রের সন্নিকটে অবস্থান করে তাঁকে রক্ষা করতে লাগলেন। ৫-৬

অথ কালে গতে তস্মিন্ ষষ্ঠেঽহনি তথাগতে।
সৌমিত্রিমব্রবীৎ রামো যত্তো ভব সমাহিতঃ ॥৭

অন্বয়: অথ তস্মিন্ কালে গতে তথা ষষ্ঠে অহনি আগতে রামঃ সৌমিত্রিম্ অব্রবীৎ যত্তঃ সমাহিতঃ ভব। ৭

এইভাবে সময় অতিবাহিত হয়ে ষষ্ঠ দিবস উপস্থিত হলে রাম লক্ষ্মণকে বললেন—লক্ষ্মণ, এখন প্রস্তুত ও সতর্ক হও। ৭

রামস্যৈবং ব্রুবাণস্য ত্বরিতস্য যুযুৎসয়া।
প্রজজ্বাল ততো বেদিঃ সোপাধ্যায়পুরোহিতা ॥৮

অন্বয়: ততঃ এবং ব্রুবাণস্য যুযুৎসয়া ত্বরিতস্য রামস্য সোপাধ্যায়পুরোহিতা বেদিঃ প্রজজ্বাল। ৮

রাম যুদ্ধ করতে উৎসুক হয়ে যখন এই কথা বলছিলেন সেই সময় সেই উপাধ্যায়ও পুরোহিতবেষ্টিত যজ্ঞবেদী প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। ৮

সদর্ভচমসস্রুক্কা সসমিৎকুসুমোচ্চয়া।
বিশ্বামিত্রেণ সহিতা বেদির্জজ্বাল সর্ত্বিজা ॥৯

অন্বয়: সদর্ভচমসস্রুক্কা সসমিৎকুসুমোচ্চয়া সর্ত্বিজা বিশ্বামিত্রেণ সহিতা বেদিঃ জজ্বাল। ৯

যজ্ঞবেদীর চারিদিকে দর্ভ[1], চমস[2], স্রুক্[3], সমিধ[4] ও কুসুম সজ্জিত ছিল, এবং বিশ্বামিত্রের সঙ্গে ঋত্বিকরা চারদিকে উপবেশন করেছিলেন, এমন সময় যজ্ঞবেদী প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। ৯

মন্ত্রবচ্চ যথান্যায়ং যজ্ঞোঽসৌ সম্প্রবর্ততে।
আকাশে চ মহান্ শব্দঃ প্রাদুরাসীদ্ ভয়ানকঃ ॥১০

অন্বয়: অসৌ যজ্ঞঃ মন্ত্রবৎ চ যথান্যায়ং সম্প্রবর্ত্ততে। আকাশে ভয়ানকঃ মহান্ শব্দঃ প্রাদুরাসীৎ। ১০

মন্ত্র উচ্চারণ করে যথাবিধি যজ্ঞকার্য আরম্ভ হল। এমন সময় আকাশে ভয়ানক কোলাহল উত্থিত হল। ১০

আবার্য গগনং মেঘো যথা প্রাবৃষি দৃশ্যতে।
তথা মায়াং বিকুর্বাণৌ রাক্ষসাবভ্যধাবতাম্ ॥১১

অন্বয়: যথা প্রাবৃষি গগনম্ আবার্য মেঘঃ দৃশ্যতে তথা মায়াং বিকুর্বাণৌ রাক্ষসৌ অভ্যধাবতাম্। ১১

বর্ষাকালে যেমন গগন আবৃত করে মেঘ দেখা দেয়, রাক্ষসদ্বয় (মারীচ ও সুবাহু) সেইভাবে মায়া বিস্তার করে ধাবিত হল। ১১

মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ তয়োরনুচরাস্তথা।
আগম্য ভীমসংকাশা রুধিরৌঘানবাসৃজন্ ॥১২

অন্বয়: মারীচঃ চ সুবাহুঃ চ তথা তয়োঃ ভীমসংকাশাঃ অনুচরাঃ আগম্য রুধিরৌঘান্ অবাসৃজন্। ১২

মারীচ, সুবাহু এবং তাদের অনুচরেরা ভয়ানক মূর্তি ধারণ করে যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হয়ে শোণিতধারা বর্ষণ করতে লাগলেন। ১২

তাং তেন রুধিরৌঘেণ বেদীং বীক্ষ্য সমুক্ষিতাম্।
সহসাভিদ্রুতো রামস্তানপশ্যৎ ততো দিবি ॥১৩

অন্বয়: রামঃ তেন রুধিরৌঘেণ তাং বেদীং সমুক্ষিতাং বীক্ষ্য সহসা অভিদ্রুতঃ ততঃ তান্ দিবি অপশ্যৎ। ১৩

রুধিরধারায় যজ্ঞবেদী সিক্ত হতে দেখে রাম সহসা সেই দিকে অগ্রসর হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রাক্ষসদের দেখতে পেলেন। ১৩

তাবাপতন্তৌ সহসা দৃষ্ট্বা রাজীবলোচনঃ।
লক্ষ্মণং ত্বভিসংপ্রেখ্য রামো বচনমব্রবীৎ ॥১৪

অন্বয়ঃ সহসা তৌ আপতন্তৌ দৃষ্ট্বা রাজীবলোচনঃ রামঃ তু লক্ষ্মণম্ অভিসংপ্রেক্ষ্য বচনম্ অব্রবীৎ। ১৪

মারীচ ও সুবাহুকে সহসা আক্রমণ করতে দেখে রাজীবলোচন রাম লক্ষ্মণের দিকে তাকিয়ে বললেন—। ১৪

পশ্য লক্ষ্মণ দুর্বৃত্তান্ রাক্ষসান্ পিশিতাশনান্।
মানবাস্ত্রসমাধূতাননিলেন যথা ঘনান ॥১৫
করিষ্যামি ন সন্দেহো নোৎসহে হন্তুমীদৃশান্।
ইত্যুক্ত্বা বচনং রামশ্চাপে সন্ধায় বেগবান্ ॥১৬
মানবং পরমোদারমস্ত্রং পরমভাস্বরম্।
চিক্ষেপ পরমক্রুদ্ধো মারীচোরসি রাঘবঃ ॥১৭

অন্বয়ঃ লক্ষ্মণ! পশ্য দুর্বৃত্তান্ পিশিতাশনান্ রাক্ষসান্ যথা অনিলেন ঘনান্ (তথা) মানবাস্ত্রসমাধূতান্ করিষ্যামি ন সন্দেহঃ। ঈদৃশান্ হন্তুং ন উৎসহে। ইতি বচনম্ উক্ত্বা রাঘবঃ রামঃ পরমক্রুদ্ধঃ বাণে পরমোদারং পরমভাস্বরং মানবম্ অস্ত্রং সন্ধায় মারীচোরসি চিক্ষেপ। ১৫-১৭

লক্ষ্মণ দেখো, এই দুর্বৃত্ত মাংসভোজী রাক্ষসদের আমি কীভাবে মানবাস্ত্রের সাহায্যে বায়ুতাড়িত মেঘের মতো নিশ্চিতভাবে অপসারিত করছি, এদের হত্যা করতে আমার আগ্রহ নাই। এই কথা বলে রঘুনন্দন রাম মহাক্রোধে ধনুতে অত্যুৎকৃষ্ট মহাদীপ্তিশালী মানবাস্ত্র সন্ধান করে মারীচের বক্ষে নিক্ষেপ করলেন। ১৫-১৭

স তেন পরমাস্ত্রেণ মানবেন সমাহতঃ।
সম্পূর্ণং যোজনশতং ক্ষিপ্তঃ সাগরসংপ্লবে ॥১৮

অন্বয়ঃ সঃ তেন পরমাস্ত্রেণ মানবেন সমাহতঃ সম্পূর্ণং যোজনশতং সাগরসংপ্লবে ক্ষিপ্তঃ। ১৮

মারীচ সেই শক্তিশালী মানবাস্ত্রের দ্বারা আহত হয়ে শত যোজন দূরে সাগরসঙ্গমে নিক্ষিপ্ত হল। ১৮

বিচেতনং বিঘূর্ণন্তং শীতেষুবলপীড়িতম্।
নিরস্তং দৃশ্য মারীচং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥১৯

অন্বয় : রামঃ মারীচং বিচেতনং বিঘূর্ণন্তং শীতেষুবলপীড়িতং নিরস্তং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণম্ অব্রবীৎ। ১৯

মারীচ শীত বাণ দ্বারা আহত হয়ে অচেতন ও ঘূর্ণ্যমান অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হয়ে যুদ্ধে নিরস্ত হওয়ায় রাম লক্ষ্মণকে বললেন—। ১৯

পশ্য লক্ষ্মণ শীতেষুং মানবং মনুসংহিতম্।
মোহয়িত্বা নয়ত্যেনং ন চ প্রাণৈর্ব্যযুজ্যত ॥২০

অন্বয় : লক্ষ্মণ! মনুসংহিতং শীতেষুং মানবং পশ্য। (ইদম্) এনং মোহয়িত্বা নয়তি ন চ প্রাণৈঃ ব্যযুজ্যত। ২০

—লক্ষ্মণ দেখ, মনুপ্রযুক্ত মানব নামক শীতবাণ মারীচকে কেমন মোহগ্রস্ত করে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার প্রাণনাশ করছে না। ২০

ইমানপি বধিষ্যামি নির্ঘৃণান্ দুষ্টচারিণঃ।
রাক্ষসান্ পাপকর্মস্থান্ যজ্ঞঘ্নান্ রুধিরাশনান্ ॥২১

অন্বয় : ইমান্ নির্ঘৃণান্ দুষ্টচারিণঃ পাপকর্মস্থান্ যজ্ঞঘ্নান্ রুধিরাশনান্ রাক্ষসান্ অপি বধিষ্যামি। ২১

এখন আমি অন্যান্য ঘৃণিত, দুষ্ট, পাপাচারী, যজ্ঞের বিঘ্নকারী এবং রুধিরপায়ী রাক্ষসদের নিধন করব। ২১

ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং চাশু লাঘবং দর্শয়ন্নিব।
সংগৃহ্য সুমহচ্চাস্ত্রমাগ্নেয়ং রঘুনন্দনঃ ॥
সুবাহূরসি চিক্ষেপ স বিদ্ধঃ প্রাপতৎ ভুবি ॥২২

অন্বয় : রঘুনন্দনঃ লক্ষ্মণম্ ইতি উক্ত্বা চ আশু সুমহৎ আগ্নেয়ম্ অস্ত্রং সংগৃহ্য লাঘবং দর্শয়ন্ ইব সুবাহূরসি চিক্ষেপ। সঃ বিদ্ধঃ ভুবি প্রাপতৎ। ২২

রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণকে এই কথা বলে সত্বর প্রচণ্ড আগ্নেয় অস্ত্র গ্রহণ করলেন এবং হস্তকৌশল দেখিয়ে সুবাহুর বক্ষে নিক্ষেপ করলে সে অস্ত্রবিদ্ধ হয়ে ভূমিতে পতিত হল। ২২

শেষান্ বায়ব্যমাদায় নিজঘান মহাযশাঃ
রাঘবঃ পরমোদারো মুনীনাং মুদমাবহন্ ॥২৩

অন্বয় : মহাযশাঃ পরমোদারঃ রাঘবঃ মুনীনাং মুদম্ আবহন্ বায়ব্যম্ আদায় শেষান্ নিজঘান। ২৩

তারপর মহাযশস্বী পরম উদারস্বভাব রাম বায়ব্য অস্ত্রে অবশিষ্ট রাক্ষসদের বধ করে মুনিদের প্রীত উৎপাদন করলেন। ২৩

স হত্বা রাক্ষসান্ সর্বান্ যজ্ঞঘ্নান্ রঘুনন্দনঃ।
ঋষিভিঃ পূজিতস্তত্র যথেন্দ্রো বিজয়ে পুরা ॥২৪

অন্বয়ঃ সঃ রঘুনন্দনঃ সর্বান্ যজ্ঞঘ্নান্ রাক্ষসান্ হত্বা যথা ইন্দ্রঃ পুরা বিজয়ে পূজিতঃ (তথা) তত্র ঋষিভিঃ (পূজিতঃ)। ২৪

রঘুনন্দন রাম এইভাবে যজ্ঞের বিঘ্নকারী রাক্ষসদের বিনাশ করলে, ঋষিরা তাঁকে অসুর বিজয়ের পর ইন্দ্র যে-ভাবে পূজা পেয়েছিলেন সেইভাবে পূজা করলেন। ২৪

অথ যজ্ঞে সমাপ্তে তু বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
নিরীতিকা দিশো দৃষ্ট্বা কাকুৎস্থমিদমব্রবীৎ ॥২৫

অন্বয়ঃ অথ যজ্ঞে সমাপ্তে তু মহামুনিঃ বিশ্বামিত্রঃ দিশঃ নিরীতিকা দৃষ্ট্বা কাকুৎস্থম্ ইদম্ অব্রবীৎ। ২৫

তারপর যজ্ঞ সমাপ্ত হলে মহামুনি বিশ্বামিত্র সেই প্রদেশ নিরুপদ্রব হয়েছে দেখে রামকে বললেন—। ২৫

কৃতার্থোঽস্মি মহাবাহো কৃতং গুরুবচস্ত্বয়া।
সিদ্ধাশ্রমমিদং সত্যং কৃতং বীর মহাযশঃ ॥
স হি রামং প্রশস্যৈবং তাভ্যাং সন্ধ্যামুপাগমৎ ॥২৬

অন্বয়ঃ মহাবাহো মহাযশঃ বীর! কৃতার্থঃ অস্মি। ত্বয়া গুরুবচঃ কৃতম্। ইদং সিদ্ধাশ্রমং সত্যং কৃতম্। সঃ হি রামম্ এবং প্রশস্য তাভ্যাং সন্ধ্যাম্ উপাগমৎ। ২৬

হে মহাবাহু, মহাযশস্বী বীর, আমি কৃতার্থ হয়েছি। তুমি গুরুবাক্য পালন করেছ। এই সিদ্ধাশ্রমের নাম সার্থক হল। তিনি রামকে এইভাবে প্রশংসা করে রাজকুমারদুজনকে নিয়ে সন্ধ্যা-উপাসনায় নিযুক্ত হলেন। ২৬

ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত

একত্রিংশ সর্গ

মিথিলাপ্রস্থানম্

অথ তাং রজনীং তত্র কৃতার্থৌ রামলক্ষ্মণৌ।
উষতুর্মুদিতৌ বীরৌ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥১

অন্বয়ঃ অথ কৃতার্থৌ বীরৌ মুদিতৌ রামলক্ষ্মণৌ প্রহৃষ্টেন অন্তরাত্মনা তত্র তাং রজনীম্ উষতুঃ। ১

মহাবীর রামলক্ষ্মণ রাক্ষসবিনাশে কৃতকার্য হয়ে হৃষ্টচিত্তে সেই সিদ্ধাশ্রমে রাত্রি যাপন করলেন। ১

প্রভাতায়াং তু সর্বর্যাং কৃতপৌর্বাহ্ণিকক্রিয়ৌ।
বিশ্বামিত্রমৃষীংশ্চান্যান্ সহিতৌবভিজগ্মতুঃ ॥২

অন্বয়ঃ শর্বর্যাং প্রভাতায়াং তু কৃতপৌর্বাহ্ণিকক্রিয়ৌ (তৌ) বিশ্বামিত্রং চ অন্যান্ ঋষীন্ সহিতৌ অভিজগ্মতুঃ। ২

রাত্রি প্রভাত হলে তাঁরা প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে দুজনে মিলে বিশ্বামিত্র এবং অন্যান্য ঋষিদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। ২

অভিবাদ্য মুনিশ্রেষ্ঠং জ্বলন্তমিব পাবকম্।
উচতুঃ পরমোদারং বাক্যং মধুরভাষিণৌ ॥৩

অন্বয়ঃ জ্বলন্তং পাবকম্ ইব পরমোদারং মুনিশ্রেষ্ঠম্ অভিবাদ্য মধুরভাষিণৌ তৌ উচতুঃ। ৩

জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য তেজস্বী পরম উদারপ্রকৃতি মুনিবর বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন করে তাঁরা মধুর বাক্যে বললেন—। ৩

ইমৌ স্ম মুনিশার্দূল কিংকরৌ সমুপাগতৌ।
আজ্ঞাপয় মুনিশ্রেষ্ঠ শাসনং করবাব কিম্ ॥৪

অন্বয়ঃ মুনিশার্দূল! ইমৌ কিংকরৌ সমুপাগতৌ স্ম। মুনিশ্রেষ্ঠ! আজ্ঞাপয় কিং শাসনং করবাব। ৪

মুনিবর, আমরা আপনার দুই ভৃত্য উপস্থিত আছি। আজ্ঞা করুন আপনার কী আদেশ পালন করব। ৪

এবমুক্তে তয়োর্বাক্যে সর্ব এব মহর্ষয়ঃ।
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য রামং বচনমব্রুবন্ ॥৫

অন্বয়: তয়োঃ এবম্ উক্তে বাক্যে সর্বে এব মহর্ষয়ঃ বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য রামং বচনম্ অব্রুবন্। ৫

তাঁরা এই কথা বললে ঋষিরা বিশ্বামিত্রকে পুরোবর্তী করে রামকে বললেন—। ৫

মৈথিলস্য নরশ্রেষ্ঠ জনকস্য ভবিষ্যতি।
যজ্ঞঃ পরমধর্মিষ্ঠস্তস্য যাস্যামহে বয়ম্ ॥৬

অন্বয়: নরশ্রেষ্ঠ! মৈথিলস্য জনকস্য পরমধর্মিষ্ঠঃ যজ্ঞঃ ভবিষ্যতি। তত্র বয়ং যাস্যামহে। ৬

হে নরেন্দ্র, মিথিলার রাজা জনক এক পরম ধর্মজনক যজ্ঞ করবেন, আমরা সকলে সেখানে যাব। ৬

ত্বং চৈব নরশার্দূল সহাস্মাভির্গমিষ্যসি।
অদ্ভুতং চ ধনূরত্নং তত্র ত্বং দ্রষ্টুমর্হসি ॥৭

অন্বয়: নরশার্দূল ত্বং চ এব অস্মাভিঃ সহ গমিষ্যসি। ত্বং তত্র অদ্ভুতং ধনূরত্নং চ দ্রষ্টুম্ অর্হসি। ৭

তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো। সেখানে তুমি এক আশ্চর্য মহাধনু দেখতে পাবে। ৭

তদ্ধি পূর্বং নরশ্রেষ্ঠ দত্তং সদসি দৈবতৈঃ।
অপ্রমেয়বলং ঘোরং মখে পরমভাস্বরম্ ॥৮

অন্বয়: নরশ্রেষ্ঠ তৎ অপ্রমেয়বলং ঘোরং পরমভাস্বরং (ধনুঃ) পূর্বং দৈবতৈঃ মখে সদসি দত্তম্। ৮

পূর্বকালে দেবতারা জনকের এক পূর্বপুরুষকে যজ্ঞসভায় এই মহাশক্তিশালী, দ্যুতিমান ভয়ংকর ধনু প্রদান করেছিলেন। ৮

নাস্য দেবা ন গন্ধর্বা নাসুরা ন চ রাক্ষসাঃ।
কর্তুমারোপণং শক্তা ন কথঞ্চন মানুষাঃ ॥৯

অন্বয়: ন দেবাঃ ন গন্ধর্বাঃ ন অসুরাঃ ন চ রাক্ষসাঃ অস্য আরোপণং কর্তুং শক্তাঃ, কথঞ্চন মানুষাঃ। ৯

মানুষের কথা দূরে থাক—দেব, গন্ধর্ব, অসুর অথবা রাক্ষসরাও তাতে গুণযোজনা করতে পারে না। ৯

ধনুষস্তস্য বীর্যং হি জিজ্ঞাসন্তো মহীক্ষিতঃ।
ন শেকুরারোপয়িতুং রাজপুত্রা মহাবলাঃ॥১০

অন্বয়: মহাবলাঃ মহীক্ষিতঃ রাজপুত্রাঃ (চ) তস্য ধনুষঃ বীর্যং জিজ্ঞাসন্তঃ আরোপয়িতুং ন শেকুঃ। ১০

বহু মহাবলশালী রাজা ও রাজপুত্র এই ধনুর বল পরীক্ষা করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের কেউই এতে গুণযোজনা করতে পারেন নি। ১০

তদ্ধনুর্নরশার্দূল মৈথিলস্য মহাত্মনঃ।
তত্র দ্রক্ষ্যসি কাকুৎস্থ যজ্ঞং চ পরমাদ্ভুতম্॥১১

অন্বয়: নরশার্দূল কাকুৎস্থ! তত্র মহাত্মনঃ মৈথিলস্য তৎ পরমাদ্ভুতং ধনুঃ যজ্ঞং চ দ্রক্ষ্যসি। ১১

হে নরশ্রেষ্ঠ, কাকুৎস্থ! সেখানে তুমি মিথিলাপতি মহাত্মা জনকের এই অতি আশ্চর্য ধনু এবং তাঁর অনুষ্ঠিত যজ্ঞও দেখতে পাবে। ১১

তদ্ধি যজ্ঞফলং তেন মৈথিলেনোত্তমং ধনুঃ
যাচিতং নরশার্দূল সুনাভং সর্বদেবতৈঃ॥১২

অন্বয়: নরশার্দূল! তেন মৈথিলেন তৎ যজ্ঞফলং সুনাভম্ উত্তমং ধনুঃ সর্বদৈবতৈঃ যাচিতম্। ১২

জনকের সেই পূর্বপুরুষ যজ্ঞের ফলস্বরূপ এই উত্তম নাভিযুক্ত[১] মহাধনু দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করে পেয়েছিলেন। ১২

আযাগভূতং নৃপতিস্তস্য বেশ্মনি রাঘব।
অর্চিতং বিবিধৈর্গন্ধৈর্ধূপৈশ্চাগুরুগন্ধিভিঃ॥১৩

অন্বয়: রাঘব! তস্য নৃপতেঃ বেশ্মনি আযাগভূতং (তৎ ধনুঃ) বিবিধৈঃ গন্ধৈঃ অগুরুগন্ধিভিঃ ধূপৈঃ চ অর্চিতম্। ১৩

রাঘব, রাজা জনক নিজগৃহে সেই যজ্ঞলব্ধ ধনুকে নানারকম সুগন্ধ দ্রব্য এবং অগুরুগন্ধী ধূপ দ্বারা অর্চনা করেন। ১৩

এবমুক্ত্বা মুনিবরঃ প্রস্থানমকরোত্তদা।

সর্ষিসঙ্ঘঃ সকাকুৎস্থ আমন্ত্র্য বনদেবতাঃ ॥১৪

অন্বয়ঃ এবম্ উক্ত্বা মুনিবরঃ সর্ষিসঙ্ঘঃ সকাকুৎস্থঃ বনদেবতাঃ আমন্ত্র্য প্রস্থানম্ অকরোৎ। ১৪

এই কথার পর মুনিবর বিশ্বামিত্র অন্যান্য ঋষি এবং রামলক্ষ্মণের সঙ্গে বনদেবতাদের কাছে বিদায় নিয়ে যাত্রার উদ্যোগ করলেন। ১৪

স্বস্তি বোঽস্তু গমিষ্যামি সিদ্ধঃ সিদ্ধাশ্রমাদহম্।

উত্তরে জাহ্নবীতীরে হিমবন্তং শিলোচ্চয়ম্ ॥১৫

অন্বয়ঃ স্বস্তি বঃ অস্তু। অহং সিদ্ধঃ সিদ্ধাশ্রমাৎ উত্তরে জাহ্নবীতীরে হিমবন্তং শিলোচ্চয়ং গমিষ্যামি। ১৫

তিনি বনদেব তাদের আহ্বান করে বললেন—আপনাদের মঙ্গল হোক। আমি এই সিদ্ধাশ্রম থেকে পূর্ণমনোরথ হয়ে উত্তরে জাহ্নবী তীরে হিমাচল প্রদেশে যাত্রা করছি। ১৫

ইত্যুক্ত্বা মুনিশার্দূলঃ কৌশিকঃ স তপোধনঃ।

উত্তরাং দিশমুদ্দিশ্য প্রস্থাতুমুপচক্রমে ॥১৬

তং ব্রজন্তং মুনিবরমন্বগাদনুসারিণাম্।

শকটীশতমাত্রং তু প্রয়াণে ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥১৭

অন্বয়ঃ ইত্যুক্ত্বা স মুনিশার্দূলঃ তপোধনঃ কৌশিকঃ উত্তরাং দিশম্ উদ্দিশ্য প্রস্থাতুম্ উপচক্রমে। অনুসারিণাং ব্রহ্মবাদিনাং প্রয়াণে শকটীশতমাত্রং তু তং ব্রজন্তং মুনিবরম্ অন্বগাৎ। ১৬-১৭

এই বলে মুনিবর বিশ্বামিত্র উত্তর দিকে যাত্রার উদ্যোগ করলেন এবং তাঁকে অনুসরণ করে ব্রহ্মবাদী ঋষিরা একশত শকটে যাত্রা করলেন। ১৬-১৭

মৃগপক্ষিগণাশ্চৈব সিদ্ধাশ্রমনিবাসিনঃ।

অনুজগ্মুর্মহাত্মানং বিশ্বামিত্রং তপোধনম্ ॥১৮

নিবর্তয়ামাস ততঃ সর্ষিসঙ্ঘঃ সপক্ষিণঃ ॥১৯

অন্বয়ঃ সিদ্ধাশ্রমনিবাসিনঃ মৃগপক্ষিগণাঃ চ এব মহাত্মানং বিশ্বামিত্রং তপোধনম্ অনুজগ্মুঃ। ততঃ সঃ সর্ষিসঙ্ঘঃ পক্ষিণঃ নিবর্তয়ামাস। ১৮-১৯

সিদ্ধাশ্রমবাসী মৃগ ও পক্ষীরা মহাতপস্বী মহাত্মা বিশ্বামিত্রের অনুসরণ করতে থাকল, কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর ঋষিরা তাদের ফিরিয়ে দিলেন। ১৮-১৯

তে গত্বা দূরমধ্বানং লম্বমানে দিবাকরে।
বাসং চক্রুর্মুনিগণাঃ শোণকূলে সমাহিতাঃ ॥২০

অন্বয়ঃ তে সমাহিতাঃ মুনিগণাঃ দূরম্ অধ্বানং গত্বা দিবাকরে লম্বমানে শোণ-কূলে বাসং চক্রুঃ। ২০

পরমধার্মিক ঋষিরা বহু পথ অতিক্রম করে সূর্যাস্তকালে শোণনদীর[২] তীরে রাত্রি যাপন করলেন। ২০

তেঽস্তংগতে দিনকরে স্নাত্বা হুতহুতাশনাঃ।
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য নিষেদুরমিতৌজসঃ ॥২১

অন্বয়ঃ দিনকরে অস্তংগতে তে হুতহুতাশনাঃ অমিতৌজসঃ (ঋষয়ঃ) স্নাত্বা বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য নিষেদুঃ। ২১

সূর্য অস্ত গেলে মহাতেজস্বী ঋষিরা স্নান এবং অগ্নিতে আহুতি দানের পর বিশ্বামিত্রকে পুরোবর্তী করে উপবেশন করলেন। ২১

রামোঽপি সহসৌমিত্রি র্মুনীংস্তানভিপূজ্য চ।
অগ্রতো নিষসাদাথ বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ ॥২২

অন্বয়ঃ রামঃ অপি সহসৌমিত্রিঃ তান্ মুনীন্ অভিপূজ্য ধীমতঃ বিশ্বামিত্রস্য চ অগ্রতঃ নিষসাদাথ। ২২

রাম ও লক্ষ্মণ তখন মুনিদের অভিবাদন করে ধীমান বিশ্বামিত্রের সম্মুখে উপবেশন করলেন। ২২

অথ রামো মহাতেজা বিশ্বামিত্রং তপোধনম্।
পপ্রচ্ছ মুনিশার্দূলং কৌতূহলসমন্বিতঃ ॥২৩

অন্বয়ঃ অথ মহাতেজাঃ রামঃ কৌতূহলসমন্বিতঃ বিশ্বামিত্রং তপোধনং পপ্রচ্ছ। ২৩

তারপর মহাতেজস্বী রাম কৌতূহলী হয়ে ঋষিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—। ২৩

ভগবন্ কো ন্বয়ং দেশঃ সমৃদ্ধবনশোভিতঃ।
শ্রোতুমিচ্ছামি ভদ্রং তে বক্তুমর্হসি তত্ত্বতঃ ॥২৪

অন্বয়ঃ ভগবন্ কঃ নু অয়ং সমৃদ্ধবনশোভিতঃ দেশঃ শ্রোতুম্ ইচ্ছামি তত্ত্বতঃ বক্তুম্ অর্হসি। ভদ্রং তে (ভবতু)। ২৪

ভগবন্, এই সমৃদ্ধ বনশোভিত দেশের নাম কী, আমার শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে। আপনি এর যথার্থ পরিচয় বলুন। আপনার মঙ্গল হোক। ২৪

চোদিতো রামবাক্যেন কথয়ামাস সুব্রতঃ
তস্য দেশস্য নিখিলমৃষিমধ্যে মহাতপাঃ ॥২৫

অন্বয়: রামবাক্যেন চোদিতঃ সুব্রতঃ মহাতপাঃ ঋষিমধ্যে তস্য দেশস্য নিখিলং কথয়ামাস। ২৫

রামের কথা শুনে মহাতপস্বী সুব্রত বিশ্বামিত্র ঋষিদের মধ্যে সেই দেশের বিস্তৃত পরিচয় দিলেন। ২৫

একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত

দ্বাত্রিংশ সর্গ

* *

কৌশিকবংশবর্ণনম্

ব্রহ্মযোনির্মহানাসীৎ কুশো নাম মহাতপাঃ।
অক্লিষ্টব্রতধর্মজ্ঞঃ সজ্জনপ্রতিপূজকঃ ॥১

অন্বয়: কুশঃ নাম মহাতপাঃ অক্লিষ্টব্রতধর্মজ্ঞঃ সজ্জনপ্রতিপূজকঃ মহান্ ব্রহ্মযোনিঃ (নৃপঃ) আসীৎ। ১

বিশ্বামিত্র বলতে থাকলেন—

কুশ নামে এক অক্লান্ত ব্রতচারী ধর্মপরায়ণ সজ্জনপালক মহান নৃপতি ছিলেন। তিনি ব্রহ্মার পুত্র। ১

সমহাত্মা কুলীনায়াং যুক্তায়াং সুমহাবলান্।
বৈদর্ভ্যাং জনয়ামাস চতুরঃ সদৃশান্ সুতান্ ॥
কুশাম্বং কুশনাভং চ অমূর্তরজসং বসুম্ ॥২

অন্বয় : সঃ মহাত্মা কুলীনায়াং যুক্তায়াং বৈদর্ভ্যাং চতুরঃ সদৃশান্ সুমহাবলান্ সুতান্ কুশাম্বং কুশনাভং চ অমূর্তরজসং চ বসুং জনয়ামাস। ২

সেই মহাত্মা তাঁর উপযুক্ত সৎকুলজাত পত্নী বৈদর্ভীর গর্ভে চারজন নিজের তুল্য মহাবলশালী পুত্রের জন্ম দিলেন, কুশাম্ব, কুশনাভ, অমূর্তরজা এবং বসু। ২

দীপ্তিযুক্তান্ মহোৎসাহান্ ক্ষত্রধর্মচিকীর্ষয়া।
তানুবাচ কুশঃ পুত্রান্ ধর্মিষ্ঠান্ সত্যবাদিনঃ ॥৩

অন্বয় : কুশঃ তান্ যুক্তিযুক্তান্ মহোৎসাহান্ ধর্মিষ্ঠান্ সত্যবাদিনঃ পুত্রান্ ক্ষত্রধর্মচিকীর্ষয়া উবাচ—। ৩

তাঁরা সকলে উপযুক্ত, মহা উৎসাহী, ধর্মপরায়ণ ও সত্যবাদী। একদিন রাজা কুশ ক্ষত্রধর্ম বিস্তারের ইচ্ছায় পুত্রদের ডেকে বললেন—। ৩

ক্রিয়তাং পালনং পুত্রা ধর্মং প্রাপ্স্যথ পুষ্কলম্।
কুশস্য বচনং শ্রুত্বা চত্বারো লোকসত্তমাঃ ॥
নিবেশং চক্রিরে সর্বে পুরাণাং নৃবরাস্তদা ॥৪

অন্বয় : পুত্রাঃ (প্রজাঃ) পালনং ক্রিয়তাং পুষ্কলং ধর্মং প্রাপ্স্যথ। কুশস্য বচনং শ্রুত্বা সর্বে চত্বারো লোকসত্তমাঃ নৃবরাঃ তদা পুরাণাং নিবেশং চক্রিরে। ৪

পুত্রগণ! তোমার প্রজাপালন করে অজস্র ধর্ম সঞ্চয় কর। তখন কুশের আদেশে সেই চারজন নৃপতি (চারটি) নগর স্থাপন করলেন। ৪

কুশাম্বস্তু মহাতেজাঃ কৌশাম্বীমকরোৎ পুরীম্।
কুশনাভস্তু ধর্মাত্মা পুরং চক্রে মহোদয়ম্ ॥৫
অমূর্তরজসো নাম ধর্মারণ্যং মহামতিঃ।
চক্রে পুরবরং রাজা বসুর্নাম গিরিব্রজম্ ॥৬

অন্বয় : মহাতেজাঃ কুশাম্বঃ তু কৌশাম্বীং পুরীম অকরোৎ। ধর্মাত্মা কুশনাভঃ তু মহোদয়ং পুরং চক্রে। মহামতিঃ অমূর্তরজসঃ ধর্মারণ্যাং নাম (পুরং চক্রে)। রাজা বসুঃ গিরিব্রজং নাম পুরবরং চক্রে। ৫-৬

মহাতেজস্বী কুশাম্ব কৌশাম্বী[১] নগরী স্থাপন করলেন, ধর্মাত্মা কুশনাভ মহোদয়-নামে নগরী স্থাপন করলেন, মহামতি অমূর্তরজা স্থাপন করলেন ধর্মারণ্যনগরী এবং মহারাজ বসু স্থাপন করলেন গিরিব্রজ[২]নগরী। ৫-৬

এষা বসুমতী নাম্নো বসোস্তস্য মহাত্মনঃ।
এতে শৈলবরাঃ পঞ্চ প্রকাশন্তে সমন্ততঃ ॥৭

সুমাগধী নদী রম্যা মাগধান্ বিশ্রুতাঽযযৌ।
পঞ্চানাং শৈলমুখ্যানাং মধ্যে মালেব শোভতে ॥৮
সৈষা হি মাগধী রাম বসোস্তস্য মহাত্মনঃ।
পূর্বাভিচরিতা রাম সুক্ষেত্রা শস্যশালিনী ॥৯

অন্বয়ঃ তস্য মহাত্মনঃ বসোঃ এষা বসুমতী নাম (পুরী) এতে পঞ্চ শৈলবরাঃ সমন্ততঃ প্রকাশন্তে। রম্যা সুমাগধী নদী মাগধাৎ বিশ্রুতা যযৌ (চ) পঞ্চানাং শৈলমুখ্যানাং মধ্যে মালা ইব শোভতে। রাম! সা এষা পূর্বাভিচরিতা সুক্ষেত্রা শস্যশালিনী মাগধী তস্য মহাত্মনঃ বসোঃ। ৭-৯

মহাত্মা বসুর এই (গিরিব্রজ) বসুমতী নামে পরিচিত প্রদেশটি ঐ দেখো, সম্মুখে পাঁচটি বিশাল পর্বত। মগধ দেশ[৩] থেকে নিঃসৃত হয়ে সুরম্য মাগধী নদী[৪] ঐ পাঁচটি পর্বতের মধ্যে মালার মতো শোভা পাচ্ছে। রাম, ঐ মাগধী নদী পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়েছে এবং এর দুধারে শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র অবস্থিত। এ সমস্ত দেশ সেই মহাত্মা বসুর অধিকৃত। ৭-৯

কুশনাভস্তু রাজর্ষিঃ কন্যাশতমনুত্তমম্।
জনয়ামাস ধর্মাত্মা ঘৃতাচ্যাং রঘুনন্দন ॥১০

অন্বয়ঃ রঘুনন্দন! ধর্মাত্মা রাজর্ষিঃ কুশনাভঃ তু ঘৃতাচ্যাম্ অনুত্তমং কন্যাশতং জনয়ামাস। ১০

হে রঘুনন্দন, ধর্মাত্মা রাজর্ষি কুশনাভ তাঁর পত্নী ঘৃতাচীর গর্ভে এক শত অপূর্ব সুন্দরী কন্যার জন্ম দেন। ১০

তাস্তু যৌবনশালিন্যো রূপবত্যঃ স্বলংকৃতাঃ।
উদ্যানভূমিমাগম্য প্রাবৃষীব শতহ্রদাঃ ॥১১
গায়ন্ত্যো নৃত্যমানাশ্চ বাদয়ন্ত্যস্তু রাঘব।
আমোদং পরমং জগ্মুর্বরাভরণভূষিতাঃ ॥১২

অন্বয়ঃ রাঘব তাঃ যৌবনশালিন্যঃ রূপবত্যঃ স্বলংকৃতাঃ বরাভরণভূষিতাঃ (কন্যাঃ) উদ্যানভূমিম্ আগম্য প্রাবৃষি শতহ্রদাঃ ইব গায়ন্ত্যঃ নৃত্যমানাঃ চ বাদয়ন্ত্যঃ তু পরমম্ আমোদং জগ্মুঃ। ১১-১২

সেই রূপযৌবনবতী কন্যারা একদিন উত্তম অলংকারে ভূষিত হয়ে উদ্যানভূমিতে এসে বর্ষাকালে বিদ্যুতের মতো চঞ্চলভাবে নৃত্যগীত ও বাদ্যসহকারে আনন্দ উপভোগ করছিলেন। ১১-১২

অথ তাশ্চারুসর্বাঙ্গ্যো রূপেণাপ্রতিমা ভুবি।
উদ্যানভূমিমাগম্য তারা ইব ঘনান্তরে ॥১৩
তাঃ সর্বা গুণসম্পন্না রূপযৌবনসংযুতাঃ।
দৃষ্ট্বা সর্বাত্মকো বায়ুরিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৪

অন্বয়: অথ তাঃ চারুসর্বাঙ্গ্যঃ ভুবি রূপেণ অপ্রতিমাঃ ঘনান্তরে তারাঃ ইব উদ্যানভূমিম্ আগম্য (আমোদং জগ্মুঃ)। সর্বাত্মকঃ বায়ুঃ তাঃ সর্বাঃ গুণসম্পন্নাঃ রূপযৌবনসংযুতাঃ দৃষ্ট্বা ইদং বচনম্ অব্রবীৎ। ১৩-১৪

পৃথিবীতে অতুলনীয় রূপবতী সর্বাঙ্গসুন্দরী সেই কন্যারা মেঘান্তরিত তারকার মতো উদ্যানভূমিতে ক্রীড়া করছিলেন, এমন সময় সর্বব্যাপী পবনদেব, সেই সর্বগুণসম্পন্না রূপযৌবনবতী রমণীদের দেখে বললেন—। ১৩-১৪

অহং বঃ কাময়ে সর্বা ভার্যা মম ভবিষ্যথ।
মানুষস্তজ্যতাং ভাবো দীর্ঘামায়ুরবাপ্স্যথ ॥১৫

অন্বয়: অহং বঃ কাময়ে, সর্বাঃ মম ভার্যাঃ ভবিষ্যথ, মানুষঃ ভাবঃ ত্যজ্যতাং, দীর্ঘম্ আয়ুঃ অবাপ্স্যথ। ১৫

আমি তোমাদের কামনা করছি, তোমরা সকলে আমার পত্নী হও এবং মনুষ্যভাব ত্যাগ করে দীর্ঘায়ু লাভ করো। ১৫

চলং হি যৌবনং নিত্যং মানুষেষু বিশেষতঃ।
অক্ষয়ং যৌবনং প্রাপ্তা অমর্যশ্চ ভবিষ্যথ ॥১৬

অন্বয়: যৌবনং চলং বিশেষতঃ মানুষেষু। অক্ষয়ং যৌবনং প্রাপ্তাঃ চ অমর্যঃ ভবিষ্যথ। ১৬

যৌবন, বিশেষ করে মানুষের যৌবন ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং তোমরা অক্ষয় যৌবন লাভ করে অমর হও। ১৬

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা বায়োরক্লিষ্টকর্মণঃ।
অপহাস্য ততো বাক্যং কন্যাশতমথাব্রবীৎ ॥১৭

অন্বয়: ততঃ তস্য অক্লিষ্টকর্মণঃ বায়োঃ তৎ বচনং শ্রুত্বা কন্যাশতম্ অপহাস্য অথ বাক্যম্ অব্রবীৎ। ১৭

অক্লিষ্টকর্মা বায়ুর এই কথা শুনে সেই একশত কন্যা অবজ্ঞায় উপহাস করে বললেন—। ১৭

অন্তশ্চরসি ভূতানাং সর্বেষাং সুরসত্তম।
প্রভাবজ্ঞাশ্চ তে সর্বাঃ কিমর্থমবমন্যসে ॥১৮

অন্বয়ঃ সুরসত্তম ! (ত্বং) সর্বেষাং ভূতানাং অন্তঃ চরসি। (বয়ং) সর্বা তে প্রভাবজ্ঞাঃ চ। কিমর্থম্ (অস্মান্) অবমন্যসে। ১৮

হে সুরশ্রেষ্ঠ, আপনি সর্বজীবের অন্তরে বিচরণ করেন। আমরাও আপনার প্রভাব জানি, সুতরাং কেন আমাদের অপমান করছেন ? ১৮

কুশনাভসুতা দেব সমস্তাঃ সুরসত্তম।
স্থানাচ্চ্যাবয়িতুং দেবং রক্ষামস্তু তপো বয়ম্ ॥১৯

অন্বয়ঃ সুরসত্তম দেব ! (বয়ং) সমস্তাঃ কুশনাভসুতাঃ দেবং স্থানাৎ চ্যাবয়িতুং (সমর্থাঃ) বয়ং তু তপঃ রক্ষামঃ। ১৯

হে সুরশ্রেষ্ঠ, আমরা সকলে কুশনাভের কন্যা। আমরা আপনাকে এই স্থান থেকে বিতাড়িত করতে পারি, কিন্তু—আমরা আমাদের তপস্যার বল রক্ষা করতে চাই। ১৯

মা ভূৎ স কালো দুর্মেধঃ পিতরং সত্যবাদিনম্।
অবমন্য স্বধর্মেণ স্বয়ংবরমুপাস্মহে ॥২০

অন্বয়ঃ দুর্মেধঃ সঃ কালঃ মা ভূৎ (যৎ) সত্যবাদিনং পিতরম্ অবমন্য স্বধর্মেণ স্বয়ংবরম্ উপাস্মহে। ২০

হে দুর্মতি, এমন দিন যেন না আসে যে আমরা আমাদের সত্যবাদী পিতাকে উপেক্ষা করে নিজের মতে স্বয়ংবরা হই। ২০

পিতা হি প্রভুরস্মাকং দৈবতং পরমং চ সঃ।
যস্য নো দাস্যতি পিতা স নো ভর্তা ভবিষ্যতি ॥২১

অন্বয়ঃ সঃ পিতা অস্মাকং প্রভুঃ পরমং দৈবতং চ। পিতা নঃ যস্য দাস্যতি সঃ নঃ ভর্তা ভবিষ্যতি। ২১

পিতা আমাদের প্রভু, তিনিই আমাদের পরম দেবতা। পিতা আমাদের যাঁর হাতে সমর্পণ করবেন তিনিই আমাদের স্বামী হবেন। ২১

তাসাং তু বচনং শ্রুত্বা হরিঃ পরমকোপনঃ।
প্রবিশ্য সর্বগাত্রাণি বভঞ্জ ভগবান্ প্রভুঃ ॥২২

অন্বয় : তাসাং বচনং শ্রুত্বা তু পরমকোপনঃ ভগবান্ প্রভুঃ হরিঃ প্রবিশ্য সর্ব-গাত্রাণি বভঙ্গ। ২২

তাঁদের কথা শুনে ভগবান পবনদেব মহাক্রোধে তাঁদের শরীরে প্রবেশ করে তাদের সর্বাঙ্গ ভঙ্গ করে দিলেন। ২২

তাঃ কন্যা বায়ুনা ভগ্না বিবিশুর্নৃপতের্গৃহম্।
প্রবিশ্য চ সুসম্ভ্রান্তাঃ সলজ্জাঃ সাশ্রুলোচনাঃ ॥২৩

অন্বয় : বায়ুনা ভগ্নাঃ তাঃ কন্যাঃ সুসম্ভ্রান্তাঃ সলজ্জাঃ সাশ্রুলোচনাঃ নৃপতেঃ গৃহং প্রবিশ্য বিবিশুঃ। ২৩

তখন বায়ু কর্তৃক ভগ্ন শরীর নিয়ে সেই কন্যারা ভয়ে, লজ্জায় অশ্রুপূর্ণ লোচনে রাজার গৃহে প্রবেশ করলেন। ২৩

স চ তা দয়িতা ভগ্নাঃ কন্যাঃ পরমশোভনাঃ।
দৃষ্ট্বা দীনাস্তদা রাজা সম্ভ্রান্ত ইদমব্রবীৎ ॥২৪

অন্বয় : সঃ রাজা চ তদা পরমশোভনাঃ দয়িতাঃ কন্যাঃ ভগ্নাঃ দৃষ্ট্বা সম্ভ্রান্তঃ ইদম্ অব্রবীৎ। ২৪

রাজা কুশনাভ তাঁর প্রাণাধিকা পরমা সুন্দরী কন্যাদের ভগ্ন শরীর ও দীন অবস্থা দেখে ব্যস্ত হয়ে বললেন—। ২৪

কিমিদং কথ্যতাং পুত্র্যঃ কো ধর্মমবমন্যতে।
কুব্জাঃ কেন কৃতাঃ সর্বাশ্চেষ্টন্ত্যো নাভিভাষথ ॥২৫
এবং বিনিঃশ্বস্য সমাধিং সন্দধে ততঃ ॥২৬

অন্বয় : পুত্র্যঃ! কিম্ ইদং কথ্যতাং কঃ ধর্মম্ অবমন্যতে। কেন সর্বাঃ কুব্জাঃ কৃতাঃ। (কথং) চেষ্টন্ত্যঃ ন অভিভাষথ। ততঃ এবং বিনিঃশ্বস্য (রাজা) সমাধিং সন্দধে। ২৫-২৬

কন্যাগণ, তোমাদের এ কী দশা হয়েছে? বলো কে ধর্মকে লঙ্ঘন করেছে? কে তোমাদের কুব্জা করেছে? কেন তোমরা চেষ্টা করেও কথা বলতে পারছ না? কন্যাদের নীরব দেখে রাজা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সমাধিমগ্ন হলেন। ২৫-২৬

দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ

* *

কুশনাভকন্যাপরিণয়ঃ

তস্য তদ্‌বচনং শ্রুত্বা কুশনাভস্য ধীমতঃ।
শিরোভিশ্চরণৌ স্পৃষ্ট্বা কন্যাশতমভাষত ॥১

অন্বয়ঃ ধীমতঃ কুশনাভস্য বচনং শ্রুত্বা তস্য কন্যাশতং চরণৌ স্পৃষ্ট্বা অভাষত। ১

বিশ্বামিত্র বলতে লাগলেন—ধীমান কুশনাভের কথা শুনে তাঁর একশত কন্যা তাঁর চরণ বন্দনা করে বললেন—। ১

বায়ুঃ সর্বাত্মকো রাজন প্রধর্ষয়িতুমিচ্ছতি।
অশুভং মার্গমাস্থায় ন ধর্মং প্রত্যবেক্ষতে ॥২

অন্বয়ঃ রাজন্ সর্বাত্মকঃ বায়ুঃ অশুভং মার্গম্ আস্থায় (অস্মান) প্রধর্ষয়িতুম্ ইচ্ছতি। সঃ ধর্মং ন প্রত্যবেক্ষতে। ২

মহারাজ সর্বব্যাপী পবনদেব অসদুপায় অবলম্বন করে আমাদের ধর্ষণ করতে ইচ্ছা করেছিলেন। তাঁর কিছুমাত্র ধর্মজ্ঞান নাই। ২

পিতৃমত্যঃ স্ম ভদ্রং তে স্বচ্ছন্দে ন বয়ং স্থিতাঃ।
পিতরং নো বৃণীস্ব ত্বং যদি নো দাস্যতে তব ॥৩

অন্বয়ঃ পিতৃমত্যঃ স্ম। তে ভদ্রং (ভবতু)। বয়ং স্বচ্ছন্দে ন স্থিতাঃ, ত্বং নঃ পিতরং বৃণীস্ব যদি (সঃ) নঃ তব দাস্যতে। ৩

(আমরা তাঁকে বললাম—) আপনার মঙ্গল হোক, আমাদের পিতা জীবিত আছেন, আমরাও স্বাধীন নই, সুতরাং আপনি আমাদের পিতার কাছে প্রার্থনা করুন। তিনি হয়তো আপনার হাতে আমাদের সমর্পণ করতে পারেন। ৩

তেন পাপানুবন্ধেন বচনং ন প্রতীচ্ছতা।
এবং ব্রুবন্ত্যঃ সর্বাঃ স্ম বায়ুনাভিহিতা ভৃশম্ ॥৪

অন্বয়ঃ এবং ব্রুবন্ত্যঃ সর্বাঃ (বয়ং) বচনং ন প্রতীচ্ছতা তেন পাপানুবন্ধেন বায়ুনা ভৃশম্ অভিহিতাঃ। ৪

কিন্তু সেই পাপাত্মা পবন আমাদের কথায় কর্ণপাত না করে আমাদের শরীর অত্যন্ত বিকৃত করে দিয়েছেন। ৪

তাসাং তু বচনং শ্রুত্বা রাজা পরমধার্মিকঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ কন্যাশতমনুত্তমম্ ॥৫

অন্বয়ঃ তাসাং বচনং শ্রুত্বা পরমধার্মিকঃ মহাতেজাঃ রাজা তু অনুত্তমং কন্যাশতং প্রত্যুবাচ। ৫

তখন পরম ধার্মিক মহাতেজস্বী রাজা কুশনাভ তাঁর অতুলনীয় গুণবতী কন্যাদের বললেন—। ৫

ক্ষান্তং ক্ষমাবতাং পুত্র্যঃ কর্তব্যং সুমহৎ কৃতম্।
ঐকমত্যমুপাগম্য কুলং চাবেক্ষিতং মম ॥৬
অলংকারো হি নারীণাং ক্ষমা তু পুরুষস্য বা ॥৭

অন্বয়ঃ পুত্র্যঃ! ক্ষমাবতাং ক্ষান্তং সুমহৎ কর্তব্যম্ কৃতম্। (যূয়ং) ঐকমত্যম্ উপাগম্য মম কুলং চ অবেক্ষিতম্। ক্ষমা তু নারীণাং পুরুষস্য বা অলংকারঃ। ৬-৭

কন্যাগণ, তোমরা বায়ুকে ক্ষমা প্রদর্শন করে মহৎ কার্য করেছ। তোমরা একমত হয়ে আমার বংশের মর্যাদা রক্ষা করেছ। ক্ষমা স্ত্রী বা পুরুষ সকলেরই ভূষণ। ৬-৭

দুষ্করং তচ্চ বৈ ক্ষান্তং ত্রিদশেষু বিশেষতঃ।
যাদৃশী বঃ ক্ষমা পুত্র্যঃ সর্বাসামবিশেষতঃ ॥৮

অন্বয়ঃ পুত্র্যঃ! যাদৃশী বঃ সর্বাসাম্ অবিশেষতঃ ক্ষমা তৎ ক্ষান্তং চ ত্রিদশেষু বিশেষতঃ দুষ্করং। ৮

কন্যাগণ! তোমরা সকলে যেমন সহজভাবে পবনকে ক্ষমা প্রদর্শন করেছ, তেমন ক্ষমা দেবতাদেরও দুঃসাধ্য। ৮

ক্ষমা দানং ক্ষমা সত্যং ক্ষমা যজ্ঞাশ্চ পুত্রিকাঃ।
ক্ষমা যশঃ ক্ষমা ধর্মঃ ক্ষমায়াং বিষ্ঠিতং জগৎ ॥৯

অন্বয়ঃ পুত্রিকাঃ! ক্ষমা দানং ক্ষমা সত্যং ক্ষমা যজ্ঞাঃ ক্ষমা চ যশঃ ক্ষমা ধর্মঃ ক্ষমায়াং জগৎ বিষ্ঠিতম্। ৯

ক্ষমাই দান, ক্ষমাই সত্য, ক্ষমাই যজ্ঞ, ক্ষমাই যশ, ক্ষমাই ধর্ম, এবং ক্ষমাতেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত। ৯

বিসৃজ্য কন্যাঃ কাকুৎস্থ রাজা ত্রিদশবিক্রমঃ।
মন্ত্রজ্ঞো মন্ত্রয়ামাস প্রদানং সহ মন্ত্রিভিঃ।
দেশে কালে চ কর্তব্যং সদৃশে প্রতিপাদনম্ ॥১০

অন্বয়: কাকুৎস্থ ত্রিদশবিক্রমঃ মন্ত্রজ্ঞঃ রাজা কন্যাঃ বিসৃজ্য মন্ত্রিভিঃ সহ প্রদানং মন্ত্রয়ামাস (যৎ) দেশে কালে চ সদৃশে প্রতিপাদনং কর্তব্যম্। ১০

হে কাকুৎস্থ! তারপর দেবতাদের মতো বিক্রমশালী মন্ত্রজ্ঞ রাজা কুশনাভ কন্যাদের বিদায় দিয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে কন্যাদের সম্প্রদানবিষয়ে পরামর্শ করতে লাগলেন, কারণ দেশ ও কাল বিচার করে অনুরূপ পাত্রে কন্যাসম্প্রদান পিতার অবশ্য কর্তব্য। ১০

এতস্মিন্নেব কালে তু চূলী নাম মহাদ্যুতিঃ।
ঊর্ধ্বরেতাঃ শুভাচারো ব্রাহ্মং তপ উপাগমৎ ॥১১

অন্বয়: এতস্মিন্ এব কালে তু চূলী নাম মহাদ্যুতিঃ ঊর্ধ্বরেতাঃ শুভাচারঃ (ঋষিঃ) ব্রাহ্মং তপঃ উপাগমৎ। ১১

সেই সময় চূলী নামে এক জ্যোতির্ময় ঊর্ধ্বরেতা সদাচারী ঋষি ব্রাহ্মযোগ সাধন করছিলেন। ১১

তপস্যন্তমৃষিং তত্র গন্ধর্বী পর্যুপাসতে।
সোমদা নাম ভদ্রং স্বং ঊর্মিলাতনয়া তদা ॥১২

অন্বয়: তদা তত্র সোমদা নাম ঊর্মিলাতনয়া গন্ধর্বী তং তপস্যন্তং ঋষিং ভদ্রং পর্যুপাসতে। ১২

সেই ঋষির তপস্যার সময় ঊর্মিলার কন্যা সোমদা নামে এক গন্ধর্বী (তাঁর কৃপা লাভ করার ইচ্ছায়) তাঁর সেবা করতেন। ১২

সা চ তং প্রণতা ভূত্বা শুশ্রূষণপরায়ণা।
উবাস কালে ধর্মিষ্ঠা তস্যাস্তুষ্টোঽভবদ্‌গুরুঃ ॥১৩

অন্বয়: সা চ ধর্মিষ্ঠা তং প্রণতা ভূত্বা শুশ্রূষণপরায়ণা উবাস। কালে গুরুঃ তস্যাঃ তুষ্টঃ অভবৎ। ১৩

ধর্মপরায়ণা গন্ধর্বী তাঁকে প্রণাম করে এবং তাঁর সেবাশুশ্রূষা করে সেখানে বাস করতে লাগলেন। কালক্রমে ঋষি তাঁর উপর তুষ্ট হলেন। ১৩

স চ তাং কালযোগেন প্রোবাচ রঘুনন্দন।
পরিতুষ্টোঽস্মি ভদ্রং তে কিং করোমি তব প্রিয়ম্ ॥১৪

অন্বয়ঃ রঘুনন্দন! সঃ চ তাং কালযোগেন প্রোবাচ—ভদ্রং তে (ভবতু)। পরিতুষ্টঃ অস্মি। তব কিং প্রিয়ং করোমি। ১৪

হে রঘুনন্দন, একদিন ঋষি চূলী গন্ধর্বী সোমদাকে বললেন—তোমার মঙ্গল হোক্। আমি তোমার উপর তুষ্ট হয়েছি। এখন তোমার কী প্রিয় কাজ করব বলো। ১৪

পরিতুষ্টং মুনিং জ্ঞাত্বা গন্ধর্বী মধুরস্বরম্।
উবাচ পরমপ্রীতা বাক্যজ্ঞা বাক্যকোবিদম্ ॥১৫

অন্বয়ঃ বাক্যজ্ঞা গন্ধর্বী মুনিং পরিতুষ্টং জ্ঞাত্বা পরমপ্রীতা বাক্যকোবিদং মধুরস্বরম্ উবাচ। ১৫

সেই বাক্যবিশারদ মুনি পরিতুষ্ট হয়েছেন দেখে বাক্‌কুশলা গন্ধর্বী অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে মধুর বাক্যে তাঁকে বললেন—। ১৫

লক্ষ্ম্যা সমুদিতো ব্রাহ্ম্যা ব্রহ্মভূতো মহাতপাঃ।
ব্রাহ্মেণ তপসা যুক্তং পুত্রমিচ্ছামি ধার্মিকম্ ॥১৬

অন্বয়ঃ (ভবান্) মহাতপাঃ ব্রাহ্ম্যা লক্ষ্ম্যা সমুদিতঃ ব্রহ্মভূতঃ (অসি)। (অহং) ব্রাহ্মেণ তপসা যুক্তং ধার্মিকং পুত্রম্ ইচ্ছামি। ১৬

আপনি মহাতপস্বী, ব্রাহ্মী শ্রী দ্বারা মণ্ডিত এবং ব্রহ্মস্বরূপ। আমি আপনার নিকট ব্রহ্মযোগযুক্ত পরম ধার্মিক এক পুত্র প্রার্থনা করছি। ১৬

অপতিশ্চাস্মি ভদ্রং তে ভার্যা চাস্মি ন কস্যচিৎ।
ব্রাহ্মণোপগতায়াশ্চ দাতুমর্হসি মে সুতম্ ॥১৭

অন্বয়ঃ ব্রাহ্মণ! ভদ্রং তে (ভবতু)। অপতিঃ চ অস্মি ভার্যা চ কস্যচিৎ ন অস্মি। উপগতায়াঃ চ মে সুতং দাতুম্ অর্হসি। ১৭

হে ব্রাহ্মণ, আপনার মঙ্গল হোক। কেউ আমার পতি নন এবং আমিও কারও পত্নী নই। এখন আমি আপনার আশ্রিতা, আমাকে আপনি পুত্র দান করুন। ১৭

তস্যাঃ প্রসন্নো ব্রহ্মর্ষির্দদৌ ব্রাহ্মমনুত্তমম্।
ব্রহ্মদত্ত ইতি খ্যাতং মানসং চূলিনঃ সুতম্ ॥১৮

অন্বয়ঃ ব্রহ্মর্ষিঃ তস্যাঃ প্রসন্নঃ ব্রহ্মদত্ত ইতি খ্যাতম্ অনুত্তমং ব্রাহ্মং চূলিনঃ মানসং সুতং দদৌ। ১৮

তখন ব্রহ্মর্ষি চূলী তাঁর উপর প্রসন্ন হয়ে তাঁকে ব্রহ্মদত্ত নামে এক অনুপম ব্রহ্মনিষ্ঠ মানস পুত্র দান করলেন। ১৮

স রাজা ব্রহ্মদত্তস্তু পুরীমধ্যবসত্তদা।
কাম্পিল্যাং পরয়া লক্ষ্ম্যা দেবরাজো যথা দিবম্ ॥১৯

অন্বয়: সঃ রাজা ব্রহ্মদত্তঃ তু তদা পরয়া লক্ষ্ম্যা যথা দেবরাজঃ দিবং (তথা) কাম্পিল্যাং পুরীম্ অধ্যবসৎ। ১৯

হে রাঘব, এই ব্রহ্মদত্ত রাজা সেই সময়ে শ্রীসম্পদযুক্ত হয়ে স্বর্গস্থ দেবরাজ ইন্দ্রের মতো কাম্পিল্যা[১] নগরীতে বাস করতেন। ১৯

স বুদ্ধিং কৃতবান্ রাজা কুশনাভঃ সুধার্মিকঃ।
ব্রহ্মদত্তায় কাকুৎস্থ দাতুং কন্যাশতং তদা ॥২০

অন্বয়: কাকুৎস্থ! সঃ সুধার্মিকঃ রাজা কুশনাভঃ তদা ব্রহ্মদত্তায় কন্যাশতং দাতুং বুদ্ধিং কৃতবান্। ২০

ধর্মপরায়ণ রাজা কুশনাভ এই ব্রহ্মদত্তকে তাঁর একশত কন্যা সম্প্রদান করতে মনস্থ করলেন। ২০

সমাহূয় মহাতেজা ব্রহ্মদত্তং মহীপতিঃ।
দদৌ কন্যাশতং রাজা সুপ্রীতেনান্তরাত্মনা ॥২১
যথাক্রমং তদা পাণিং জগ্রাহ রঘুনন্দন।
ব্রহ্মদত্তো মহীপালস্তাসাং দেবপতির্যথা ॥২২

অন্বয়: মহাতেজাঃ মহীপতিঃ রাজা ব্রহ্মদত্তং সমাহূয় সুপ্রীতেন অন্তরাত্মনা কন্যাশতং দদৌ। রঘুনন্দন মহীপালঃ ব্রহ্মদত্তঃ যথা দেবপতিঃ তাসাং যথাক্রমং পাণিং জগ্রাহ। ২১-২২

মহাতেজস্বী রাজা কুশনাভ ব্রহ্মদত্তকে সমাদর করে নিয়ে এসে আনন্দিত মনে তাঁর হাতে সেই একশত কন্যাকে সম্প্রদান করলেন এবং দেবরাজতুল্য রাজা ব্রহ্মদত্ত একে একে সেই কন্যাদের পাণিগ্রহণ করলেন। ২১-২২

স্পৃষ্টমাত্রে তদা পাণৌ বিকুব্জা বিগতজ্বরাঃ।
যুক্তং পরময়া লক্ষ্ম্যা বভৌ কন্যাশতং তদা ॥২৩

অন্বয়: তদা পাণৌ স্পৃষ্টমাত্রে কন্যাশতং বিকুব্জাঃ বিগতজ্বরাঃ পরময়া লক্ষ্ম্যা যুক্তং বভৌ। ২৩

ব্রহ্মদত্ত তাঁদের পাণিস্পর্শ করা মাত্রই তাঁদের কুব্জতা ও দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল এবং তাঁরা অপূর্ব লক্ষ্মীশ্রী লাভ করলেন। ২৩

স দৃষ্ট্বা বায়ুনা মুক্তাঃ কুশনাভো মহীপতিঃ।
বভূব পরমপ্রীতো হর্ষং লেভে পুনঃ পুনঃ ॥২৪

অন্বয়ঃ সঃ মহীপতিঃ কুশনাভঃ (তাঃ কন্যাঃ) বায়ুনা মুক্তাঃ দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতঃ বভূব (চ) পুনঃ পুনঃ হর্ষং লেভে। ২৪

রাজা কুশনাভ কন্যাদের বায়ুর প্রভাব হতে মুক্ত হতে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং পুনঃ পুনঃ হর্ষ প্রকাশ করতে লাগলেন। ২৪

কৃতোদ্বাহং তু রাজানং ব্রহ্মদত্তং মহীপতিম্।
সদারং প্রেষয়ামাস সোপাধ্যায়গণং তদা ॥২৫

অন্বয়ঃ (সঃ) তু তদা কৃতোদ্বাহং মহীপতিং রাজানং ব্রহ্মদত্তং সদারং সোপাধ্যায়গণং প্রেষয়ামাস। ২৫

বিবাহান্তে কুশনাভ রাজা ব্রহ্মদত্তকে সস্ত্রীক উপাধ্যায়দের সঙ্গে তাঁর রাজ্যে প্রেরণ করলেন। ২৫

সোমদাপি সুতং দৃষ্ট্বা পুত্রস্য সদৃশীং ক্রিয়াম্।
যথান্যায়ং চ গন্ধর্বী স্নুষাস্তাঃ প্রত্যনন্দত।
স্পৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা চ তাঃ কন্যাঃ কুশনাভং প্রশস্য চ ॥২৬

অন্বয়ঃ গন্ধর্বী সোমদা অপি সুতং চ পুত্রস্য সদৃশীক্রিয়াং দৃষ্ট্বা যথান্যায়ং তাঃ স্নুষাঃ কন্যাঃ স্পৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা কুশনাভং প্রশস্য চ প্রত্যনন্দত। ২৬

এদিকে পুত্রের উপযুক্ত কন্যাদের সঙ্গে বিবাহ হয়েছে দেখে গন্ধর্বী সোমদা কুশনাভকে প্রশংসা করতে লাগলেন এবং যথাবিধি পুত্রবধূদের অঙ্গ পুনঃ পুনঃ স্পর্শ করে তাদের অভিনন্দন জানালেন। ২৬

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ

* *

বিশ্বামিত্রোৎপত্তিঃ

কৃতোদ্বাহে গতে তস্মিন্ ব্রহ্মদত্তে চ রাঘব।
অপুত্রঃ পুত্রলাভায় পৌত্রীমিষ্টিমকল্পয়ৎ ॥১

অন্বয়ঃ রাঘব। তস্মিন্ ব্রহ্মদত্তে কৃতোদ্বাহে গতে অপুত্রঃ (কুশনাভঃ) পুত্রলাভায় পৌত্রীম্ ইষ্টিম্ অকল্পয়ৎ। ১

বিশ্বামিত্র বলতে লাগলেন—

হে রাঘব, বিবাহান্তে ব্রহ্মদত্ত প্রস্থান করার পর অপুত্রক রাজা কুশনাভ পুত্রলাভের জন্যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন। ১

ইষ্ট্যাং তু বর্তমানায়াং কুশনাভং মহীপতিম্।
উবাচ পরমোদারঃ কুশো ব্রহ্মসুতস্তদা ॥২

অন্বয়ঃ ইষ্ট্যাং তু বর্তমানায়াং ব্রহ্মসুতঃ পরমোদারঃ কুশঃ তদা কুশনাভং মহীপতিম্ উবাচ। ২

যজ্ঞ আরম্ভ হলে পরম উদারস্বভাব ব্রহ্মার পুত্র কুশ রাজা কুশনাভকে বললেন—। ২

পুত্রস্তে সদৃশঃ পুত্র ভবিষ্যতি সুধার্মিকঃ।
গাধিং প্রাপ্স্যসি তেন ত্বং কীর্তিং লোকে চ শাশ্বতীম্ ॥৩

অন্বয়ঃ পুত্র। তে সদৃশঃ সুধার্মিকঃ পুত্রঃ ভবিষ্যতি। ত্বং গাধিং প্রাপ্স্যসি চ তেন চ লোকে শাশ্বতীং কীর্তিং (প্রাপ্স্যসি)। ৩

বৎস, তুমি তোমার অনুরূপ গাধি নামে পরম ধার্মিক এক পুত্র লাভ করবে। সেই পুত্রের থেকে তুমি পৃথিবীতে স্থায়ী কীর্তি লাভ করবে। ৩

এবমুক্ত্বা কুশো রাম কুশনাভং মহীপতিম্।
জগামাকাশমাবিশ্য ব্রহ্মলোকং সনাতনম্ ॥৪

অন্বয়ঃ রাম। কুশঃ কুশনাভং মহীপতিম্ এবম্ উক্ত্বা আকাশম্ আবিশ্য সনাতনং ব্রহ্মলোকং জগাম। ৪

মহারাজ কুশ রাজা কুশনাভকে এই কথা বলে আকাশপথে সনাতন ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করলেন। ৪

কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য কুশনাভস্য ধীমতঃ।
জজ্ঞে পরমধর্মিষ্ঠো গাধিরিত্যেব নামতঃ ॥৫

অন্বয়ঃ অথ কস্যচিৎ তু কালস্য ধীমত. কুশনাভস্য পরমধর্মিষ্ঠঃ গাধিঃ ইতি এব নামতঃ (পুত্রঃ) জজ্ঞে। ৫

তার কিছুকাল পরে ধীমান কুশনাভের গাধি নামে এক পরম ধার্মিক পুত্র জন্মগ্রহণ করলেন। ৫

স পিতা মম কাকুৎস্থ গাধিঃ পরমধার্মিকঃ।
কুশবংশপ্রসূতোঽস্মি কৌশিকো রঘুনন্দন ॥৬

অন্বয়ঃ কাকুৎস্থ! সঃ পরমধার্মিকঃ গাধিঃ মম পিতা। রঘুনন্দন! (অহং) কুশবংশপ্রসূতঃ কৌশিকঃ অস্মি। ৬

রাম, সেই পরমধার্মিক গাধিই আমার পিতা এবং কুশবংশে জন্ম হওয়ায় আমার নাম কৌশিক হয়েছে। ৬

পূর্বজা ভগিনী চাপি মম রাঘব সুব্রতা।
নাম্না সত্যবতী নাম ঋচীকে প্রতিপাদিতা ॥৭
সশরীরা গতা স্বর্গং ভর্তারমনুবর্তিনী।
কৌশিকী পরমোদারা প্রবৃত্তা চ মহানদী ॥৮

অন্বয়ঃ রাঘব! মম পূর্বজা নাম্না সত্যবতী নাম পরমোদারা সুব্রতা ভাগিনী চ অপি ঋচীকে প্রতিপাদিতা ভর্তারম্ অনুবর্তিনী সশরীরা স্বর্গং গতা কৌশিকী মহানদী চ প্রবৃত্তা। ৭-৮

সত্যবতী নামে আমার এক পরম উদার সদাচারিণী জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। তাঁকে ঋচীক ঋষির হাতে সম্প্রদান করা হয়েছিল। তিনি সশরীরে স্বামীর সঙ্গে স্বর্গে গিয়েছেন, এবং বর্তমানে তিনি কৌশিকী[১] নামে মহানদীতে পরিণত হয়েছেন। ৭-৮

দিব্যা পুণ্যোদকরম্যা হিমবতমুপাশ্রিতা।
লোকস্য হিতকার্যার্থং প্রবৃত্তা ভগিনী মম ॥৯

অন্বয়ঃ দিব্যা পুণ্যোদকা রম্যা হিমবতম্ উপাশ্রিতা মম ভগিনী লোকস্য হিতকার্যার্থং প্রবৃত্তা। ৯

আমার ভগিনী এই দিব্য রমণীয় নদী হিমালয় থেকে প্রবাহিত হয়ে লোকহিতে নিযুক্ত আছেন। তাঁর জল অতি পবিত্র। ৯

সা তু সত্যবতী পুণ্যা সত্যে ধর্মে প্রতিষ্ঠিতা।
পতিব্রতা মহাভাগা কৌশিকী সরিতাংবরা ॥১০

অন্বয়ঃ সা তু পুণ্যা পতিব্রতা মহাভাগা সত্যবতী সত্যে ধর্মে প্রতিষ্ঠিতা সরিতাং বরা কৌশিকী (অভবৎ)। ১

সেই পুণ্যশীলা, পতিব্রতা, সৌভাগ্যশালিনী সত্যবতী সত্য ও ধর্মকে আশ্রয় করেছিলেন। ফলে এখন তিনি কৌশিকী নামে শ্রেষ্ঠ নদীতে পরিণত হয়েছেন। ১০

ততোঽহং হিমবৎপার্শ্বে বসামি নিয়তং সুখম্।
ভগিন্যাং স্নেহসংযুক্তঃ কৌশিক্যাং রঘুনন্দন ॥১১

অন্বয়ঃ রঘুনন্দন! ততঃ অহং ভগিন্যাং কৌশিক্যাং স্নেহসংযুক্তঃ হিমবৎপার্শ্বে নিয়তঃ সুখং বসামি। ১১

হে রঘুনন্দন, আমি আমার ভগিনী এই কৌশিকীর স্নেহে বদ্ধ হয়ে হিমালয়ের পার্শ্বে সর্বদা সুখে বাস করি। ১১

অহং হি নিয়মাৎ রাম হিত্বা তাং সমুপাগতঃ।
সিদ্ধাশ্রমমনুপ্রাপ্তঃ সিদ্ধোঽস্মি তব তেজসা ॥১২

অন্বয়ঃ রাম। অহং নিয়মাৎ তাং হিত্বা সমুপাগতঃ সিদ্ধাশ্রমম্ অনুপ্রাপ্তঃ তব তেজসা সিদ্ধঃ অস্মি। ১২

আমি কেবল ব্রতপালনের জন্যেই তাঁর সান্নিধ্য ত্যাগ করে এই সিদ্ধাশ্রমে এসে বাস করছিলাম। তোমার পরাক্রমে এখন আমার কামনা সিদ্ধ হয়েছে। ১২

এষা রাম মমোৎপত্তিঃ স্বস্য বংশস্য কীর্তিতা।
দেশস্য হি মহাবাহো যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥১৩

অন্বয়ঃ মহাবাহো রাম! এষা মম স্বস্য বংশস্য উৎপত্তিঃ দেশস্য (উৎপত্তিঃ অপি) যৎ ত্বং মাং পরিপৃচ্ছসি (সা) কীর্তিতা। ১৩

হে মহাবাহু রাম, আমি তোমাকে আমার নিজের বংশের উৎপত্তি এবং যে দেশের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে তার বিবরণ দিলাম। ১৩

গতোঽর্ধরাত্রঃ কাকুৎস্থ কথাঃ কথয়তো মম।
নিদ্রামভ্যেহি ভদ্রং তে মাভূদ্বিঘ্নোঽধ্বনীহ নঃ ॥১৪

অন্বয়ঃ কাকুৎস্থ! মম কথাঃ কথয়তঃ অর্ধরাত্রঃ গতঃ। নিদ্রাম্ অভ্যেহি। ইহ অধ্বনি নঃ বিঘ্নঃ মা ভূৎ। তে ভদ্রম্ (ভবতু)। ১৪

যা হোক, কথা প্রসঙ্গে অর্ধরাত্র অতীত হয়েছে, এখন নিদ্রা যাও নতুবা পথে বিঘ্ন ঘটতে পারে। তোমার মঙ্গল হোক। ১৪

নিস্পন্দাস্তরবঃ সর্বে নিলীনা মৃগপক্ষিণঃ।
নৈশেন তমসা ব্যাপ্তা দিশশ্চ রঘুনন্দন ॥১৫

অন্বয়ঃ রঘুনন্দন, সর্বে তরবঃ নিস্পন্দাঃ মৃগপক্ষিণঃ নিলীনাঃ দিশঃ চ নৈশেন তমসা ব্যাপ্তা। ১৫

হে রঘুনন্দন, ঐ দেখো, বৃক্ষসকল নিস্পন্দ হয়েছে, পশুপক্ষীরা নীড়ের মধ্যে আত্মগোপন করেছে এবং চারদিক রাত্রির অন্ধকারে ব্যাপ্ত হয়েছে। ১৫

শনৈর্বিস্যজ্যতে সন্ধ্যা নভো নেত্রৈরিবাবৃতম্।
নক্ষত্রতারাগহনং জ্যোতির্ভিরবভাসতে ॥১৬

অন্বয়ঃ সন্ধ্যা শনৈঃ বিসৃজ্যতে। নভঃ নক্ষত্রতারাগহনং নৈত্রৈঃ ইব আবৃতং জ্যোতির্ভিঃ অবভাসতে। ১৬

রাত্রি ধীরে ধীরে অবসান হয়ে আসছে। নক্ষত্রখচিত নভোমণ্ডল যেন অসংখ্য নয়নে আবৃত হয়ে আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে। ১৬

উত্তিষ্ঠতে চ শীতাংশুঃ শশী লোকতমোনুদঃ।
হ্লাদয়ন প্রাণিনাং লোকে মনাংসি প্রভয়া বিভো ॥১৭

অন্বয়ঃ বিভো! লোকতমোনুদঃ শীতাংশুঃ শশী চ প্রভয়া লোকে প্রাণিনাং মনাংসি হ্লাদয়ন উত্তিষ্ঠতে। ১৭

হে বিভু! শীতাংশুচন্দ্রদেব আকাশে উদিত হচ্ছেন এবং প্রভায় পৃথিবীর অন্ধকার দূরীভূত করে সকল প্রাণীর হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করছেন। ১৭

নৈশানি সর্বভূতানি প্রচরন্তি ততস্ততঃ।
যক্ষরাক্ষসসংঘাশ্চ রৌদ্রাশ্চ পিশিতাশনাঃ ॥১৮

অন্বয়ঃ রৌদ্রাঃ পিশিতাশনাঃ চ যক্ষরাক্ষসসংঘাঃ চ নৈশানি সর্বভূতানি ততঃ ততঃ প্রচরন্তি। ১৮

ঐ দেখো, ভয়ঙ্কর মাংসাশী যক্ষ রাক্ষস প্রভৃতি নিশাচর প্রাণীরা ইতস্তত বিচরণ করছে। ১৮

এবমুক্ত্বা মহাতেজা বিররাম মহামুনিঃ।
সাধু সাধ্বিতি তে সর্বে মুনয়ো হ্যভ্যপূজয়ন্ ॥১৯

অন্বয়ঃ এবম্ উক্ত্বা মহাতেজাঃ মহামুনিঃ বিররাম। তে সর্বে মুনয়ঃ সাধু সাধু ইতি হি অভ্যপূজয়ন্। ১৯

মহাতেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র এই বলে মৌন অবলম্বন করলেন। তখন অন্যান্য ঋষিরা তাঁকে সাধুবাদ দিয়ে বললেন—। ১৯

কুশিকানাময়ং বংশো মহান্ ধর্মপরঃ সদা।
ব্রহ্মোপমা মহাত্মানঃ কুশবংশ্যা নরোত্তমাঃ ॥২০
বিশেষেণ ভবানেব বিশ্বামিত্র মহাযশঃ।
কৌশিকী সরিতাং শ্রেষ্ঠা কুলোদ্দ্যোতকরী তব ॥২১

অন্বয়ঃ অয়ং কুশিকানাং বংশঃ সদা মহান্ ধর্মপরঃ কুশবংশ্যাঃ নরোত্তমাঃ মহাত্মানঃ ব্রহ্মোপমাঃ বিশেষেণ ভবান্ এব মহাযশঃ বিশ্বামিত্রঃ। সরিতাং শ্রেষ্ঠা কৌশিকী তব কুলোদ্দ্যোতকরী। ২০-২১

কুশিকবংশ বরাবরই মহাধর্মপরায়ণ। এই বংশের নরশ্রেষ্ঠ মহাত্মারা, বিশেষভাবে মহাযশস্বী বিশ্বামিত্র আপনি স্বয়ং ব্রহ্মতুল্য। আপনার ভগিনী শ্রেষ্ঠ স্রোতস্বিনী কৌশিকীও আপনার বংশের মুখোজ্জ্বল করেছেন। ২০-২১

মুদিতৈর্মুনিশার্দূলৈঃ প্রশস্তঃ কুশিকাত্মজঃ।
নিদ্রামুপাগমচ্ছ্রীমানস্তংগত ইবাংশুমান্ ॥২২

অন্বয়ঃ মুদিতৈঃ মুনিশার্দূলৈঃ প্রশস্তঃ শ্রীমান্ কুশিকাত্মজঃ অস্তংগতঃ অংশুমান্ ইব নিদ্রাম্ উপাগমৎ। ২২

মহর্ষিগণ হৃষ্টচিত্তে শ্রীমান বিশ্বামিত্রের প্রশংসা করার পর তিনি অস্তগামী সূর্যের মতো নিদ্রামগ্ন হলেন। ২২

রামোঽপি সহসৌমিত্রিঃ কিঞ্চিদাগতবিস্ময়ঃ।
প্রশস্য মুনিশার্দূলং নিদ্রাং সমুপসেবতে ॥২৩

অন্বয়ঃ রামঃ অপি সহসৌমিত্রিঃ কিঞ্চিৎ আগতবিস্ময়ঃ মুনিশার্দূলং প্রশস্য নিদ্রাং সমুপসেবতে। ২৩

রাম ও লক্ষ্মণ এই ব্যাপারে কিছু পরিমাণ বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁরাও এখন মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রের প্রশংসা করতে করতে নিদ্রাগত হলেন। ২৩

চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চত্রিংশ সর্গ

* *

গঙ্গোমেয়োরুৎপত্তিবর্ণনম্

উপাস্য রাত্রিশেষং তু শোণাকূলে মহর্ষিভিঃ।
নিশায়াং সুপ্রভাতায়াং বিশ্বামিত্রোঽভ্যভাষত ॥১

অন্বয়: শোণাকূলে মহর্ষিভিঃ রাত্রিশেষম্ উপাস্য নিশায়াং সুপ্রভাতায়াং বিশ্বামিত্রঃ অভ্যভাষত। ১

শোণ নদীর তীরে মহর্ষিদের সঙ্গে রাত্রি যাপন করে প্রভাত কালে বিশ্বামিত্র রামকে আহ্বান করে বললেন—। ১

সুপ্রাভাতা নিশা রাম পূর্বাসন্ধ্যা প্রবর্ততে।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রং তে গমনায়াভিরোচয় ॥২

অন্বয়: রাম! সুপ্রভাতা নিশা পূর্বাসন্ধ্যা প্রবর্ততে। উত্তিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ। গমনায় অভিরোচয়। তে ভদ্রং (ভবতু)। ২

রাম, রাত্রি প্রভাত হয়েছে প্রত্যূষকাল উপস্থিত। এখন গাত্রোত্থান করে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হও। তোমার মঙ্গল হোক। ২

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য কৃতপৌর্বাহ্ণিকক্রিয়ঃ।
গমনং রোচয়ামাস বাক্যং চেদমুবাচ হ ॥৩

অন্বয়: তস্য তৎ বচনং শ্রুত্বা কৃতপৌর্বাহ্ণিকক্রিয়ঃ (রামঃ) গমনং রোচয়ামাস, ইদং বাক্যং চ উবাচ। ৩

বিশ্বামিত্রের আহ্বানে রাম গাত্রোত্থান করে প্রাতঃকালীন আহ্নিকক্রিয়া সমাপন করলেন, এবং যাত্রা আরম্ভ করে বিশ্বামিত্রকে বললেন—। ৩

অয়ং শোণঃ শুভজলোঽগাধঃ পুলিনমণ্ডিতঃ।
কতরেণ পথা ব্রহ্মন্ সন্তরিষ্যামহে বয়ম্ ॥৪

অন্বয়: ব্রহ্মন্ অয়ং শোণঃ অগাধশুভজলঃ পুলিনমণ্ডিতঃ। কতরেণ পথা বয়ং সন্তরিষ্যামহে। ৪

হে ব্রাহ্মণ, এই তো সম্মুখে পবিত্র অগাধ সলিলপূর্ণ ও প্রশস্ত বেলাভূমিশোভিত শোণ নদী। এখন আমরা কোন পথ ধরে যাব ? ৪

এবমুক্তস্তু রামেণ বিশ্বামিত্রোঽব্রবীদিদম্
এষ পন্থা ময়োদ্দিষ্টো যেন যান্তি মহর্ষয়ঃ ॥৫

অন্বয় : রামেণ এবম্ উক্তঃ তু বিশ্বামিত্রঃ ইদম্ অব্রবীৎ এষঃ পন্থা ময়া উদ্দিষ্টঃ যেন মহর্ষয়ঃ যান্তি। ৫

রাম এই কথা বললে বিশ্বামিত্র বললেন—মহর্ষিরা যে-পথ ধরে যান সেই পথ ধরে যাওয়াই আমার অভিপ্রায়। ৫

তে গত্বা দূরমধ্বানং গতেঽর্ধদিবসে তদা।
জাহ্নবীং সরিতাং শ্রেষ্ঠাং দদৃশুর্মুনিসেবিতাম্ ॥৬

অন্বয় : তে দূরম্ অধ্বানং গত্বা তদা অর্ধদিবসে গতে সরিতাং শ্রেষ্ঠাং মুনিসেবিতাম্ জাহ্নবীং দদৃশুঃ। ৬

অর্ধদিবস ধরে বহুপথ অতিক্রম করার পর তাঁরা নদীশ্রেষ্ঠ জাহ্নবীর[১] দর্শন পেলেন। এই নদীর কূলে বহু মুনি বাস করেন। ৬

তাং দৃষ্ট্বা পুণ্যসলিলাং হংসসারসসেবিতাম্।
বভূবুর্মুনয়ঃ সর্বে মুদিতাঃ সহরাঘবাঃ ॥৭
তস্যাস্তীরে তদা সর্বে চক্রুর্বাসপরিগ্রহম্ ॥৮

অন্বয় : তাং পুণ্যসলিলাং হংসসারসসেবিতাং (নদীং) দৃষ্ট্বা সর্বে মুনয়ঃ সহ রাঘবাঃ মুদিতাঃ বভূবুঃ। তদা সর্বে তস্যাঃ তীরে বাসপরিগ্রহং চক্রুঃ। ৭-৮

হংস-সারস-মুখরিত পুণ্যসলীলা জাহ্নবীর দর্শন লাভ করে রাম-লক্ষ্মণ এবং মুনিগণ সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, এবং তাঁরা সেই নদীতীরে অবস্থান করলেন। ৭-৮

ততঃ স্নাত্বা যথান্যায়ং সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ।
হুত্বা চৈবাগ্নিহোত্রাণি প্রাশ্য চামৃতবদ্ হবিঃ ॥৯
বিবিশুর্জাহ্নবীতীরে শুভা মুদিতমানসাঃ।
বিশ্বামিত্রং মহাত্মানং পরিবার্য সমন্ততঃ ॥১০

অন্বয় : ততঃ যথান্যায়ং স্নাত্বা পিতৃদেবতাঃ সন্তর্প্য অগ্নিহোত্রাণি চ এব হুত্বা অমৃতবৎ হবিঃ প্রাশ্য (তে) শুভাঃ মুদিতমানসাঃ মহাত্মানং বিশ্বামিত্রং সমন্ততঃ পরিবার্য জাহ্নবীতীরে বিবিশুঃ। ৯-১০

যথাবিধি স্নান, পিতৃতর্পণ ও অগ্নিহোত্র হোম সমাপণ করে তাঁরা অগ্নিতে উৎসর্গীকৃত অমৃততুল্য ভোজ্যদ্রব্য গ্রহণ করলেন, এবং তারপর পবিত্র চিত্তে আনন্দিত মনে মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে বেষ্টন করে জাহ্নবীতীরে উপবেশন করলেন। ৯-১০

বিষ্ঠিতাশ্চ যথান্যায়ং রাঘবৌ চ যথার্হতঃ
সম্প্রহৃষ্টমনা রামো বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ ॥১১

অন্বয় : রাঘবৌ যথান্যায়ং চ যথার্হতঃ বিষ্ঠিতাঃ। রামং সংপ্রহৃষ্টমনাঃ বিশ্বামিত্রম্ অথ অব্রবীৎ। ১১

রাম ও লক্ষ্মণ বিধি অনুসারে যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করার পর রাম হৃষ্টচিত্তে বিশ্বামিত্রকে বললেন—। ১১

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি গঙ্গাং ত্রিপথগাং নদীম্।
ত্রৈলোক্যং কথমাক্রম্য গতা নদ-নদীপতিম্ ॥১২

অন্বয় : ভগবন্ ত্রিপথগাং গঙ্গাং নদীং কথং ত্রৈলোক্যম্ আক্রম্য নদনদীপতিং গতাং শ্রোতুম্ ইচ্ছামি। ১২

হে ভগবন্, আমার শুনতে ইচ্ছা করছে, কীভাবে এই ত্রিপথগামিনী গঙ্গানদী ত্রিভুবন অতিক্রম করে মহাসাগরে পতিত হচ্ছেন। ১২

চোদিতো রামবাক্যেন বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
বৃদ্ধিং জন্ম চ গঙ্গায়া বক্তুমেবোপচক্রমে ॥১৩

অন্বয় : রামবাক্যেন চোদিতঃ মহামুনিঃ বিশ্বামিত্রঃ গঙ্গায়াঃ জন্ম বৃদ্ধিং চ এব বক্তুম্ উপচক্রমে। ১৩

রামের কথা শুনে মহামুনি বিশ্বামিত্র গঙ্গার জন্ম ও বৃদ্ধির কথা বলতে আরম্ভ করলেন—। ১৩

শৈলেন্দ্রো হিমবান্ রাম ধাতূনামাকরো মহান্।
তস্য কন্যাদ্বয়ং রাম রূপেণাপ্রতিমং ভুবি ॥১৪

অন্বয়ঃ রাম! ধাতূনাম্ আকরঃ মহান্ শৈলেন্দ্রঃ হিমবান্ তস্য ভুবি রূপেণ অপ্রতিমং কন্যাদ্বয়ম্ (অস্তি)। ১৪

বিশ্বামিত্র বললেন—রাম, বহুধাতুর আকর মহাত্মা গিরিবর হিমালয়ের পৃথিবীতে অতুলনীয় রূপবতী দুজন কন্যা আছেন। ১৪

যা মেরুদুহিতা রাম তয়োর্মাতা সুমধ্যমা।
নাম্না মেনা মনোজ্ঞা বৈ পত্নী হিমবতঃ প্রিয়া ॥১৫

অন্বয়ঃ রাম! মেরুদুহিতা সুমধ্যমা মনোজ্ঞা নাম্না মেনা হিমবতঃ যা বৈ প্রিয়া পত্নী (সা) তয়োঃ মাতা। ১৫

হিমালয়ের প্রিয়তমা পত্নী মেরুদুহিতা লাবণ্যময়ী মনোরমা মেনা[২] হচ্ছেন তাঁদের মাতা। ১৫

তস্যাং গঙ্গেয়মভবজ্জ্যেষ্ঠা হিমবতঃ সুতা।
উমা নাম দ্বিতীয়াভূৎ কন্যা তস্যৈব রাঘব ॥১৬

অন্বয়ঃ রাঘব! তস্যাম্ ইয়ং গঙ্গা হিমবতঃ জ্যেষ্ঠা কন্যা ভবেৎ। তস্য এব উমা নাম দ্বিতীয়া কন্যা অভূৎ। ১৬

গঙ্গা হচ্ছেন হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা, এবং উমা নামে তাঁর এক দ্বিতীয়া কন্যাও জন্মগ্রহণ করেন। ১৬

অথ জ্যেষ্ঠাং সুরাঃ সর্বে দেবকার্যচিকীর্ষয়া।
শৈলেন্দ্রং বরয়ামাসুর্গঙ্গাং ত্রিপথগাং নদীম্ ॥১৭

অন্বয়ঃ অথ সর্বে সুরাঃ দেবকার্যচিকীর্ষয়া শৈলেন্দ্রং জ্যেষ্ঠাং ত্রিপথগাং গঙ্গাং নদীং বরয়ামাসঃ। ১৭

দেবতারা নিজেদের কার্যসিদ্ধির জন্যে গিরিরাজের কাছে তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা ত্রিপথগামিনী গঙ্গানদীকে প্রার্থনা করেন। ১৭

দদৌ ধর্মেণ হিমবাংস্তনয়াং লোকপাবনীম্।
স্বচ্ছন্দপথগাং গঙ্গাং ত্রৈলোক্যহিতকাম্যয়া ॥১৮

অন্বয়ঃ হিমবান্ ত্রৈলোক্যহিতকাম্যয়া ধর্মেণ লোকপাবনীং স্বচ্ছন্দপথগাং তনয়াং গঙ্গাং দদৌ। ১৮

হিমালয় ও ত্রিলোকের মঙ্গলকামনায় ধর্মানুসারে স্বচ্ছন্দগামিনী লোকপাবনী গঙ্গাকে তাঁদের হাতে প্রদান করেন। ১৮

প্রতিগৃহ্য ত্রিলোকার্থং ত্রিলোকহিতকাঙ্ক্ষিনঃ।
গঙ্গামাদায় তেঽগচ্ছন্ কৃতার্থেনান্তরাত্মনা ॥১৯

অন্বয়ঃ তে ত্রিলোকহিতকাঙ্ক্ষিণঃ ত্রিলোকার্থং (তাং) প্রতিগৃহ্য কৃতার্থেন অন্তরাত্মনা গঙ্গাম্ আদায় অগচ্ছন্। ১৯

তখন দেবতারা ত্রিলোকের মঙ্গল সাধনের আকাঙ্ক্ষায় গঙ্গাকে গ্রহণ করে প্রস্থান করেন। ১৯

যা চান্যা শৈলদুহিতা কন্যাসীদ্ রঘুনন্দন।
উগ্রং সুব্রতমাস্থায় তপস্তেপে তপোধনা ॥২০

অন্বয়ঃ রঘুনন্দন যা চ অন্যা শৈলদুহিতা কন্যা আসীৎ (সা) তপোধনা সুব্রতম্ আস্থায় উগ্রং তপঃ তেপে। ২০

হে রঘুনন্দন, গিরিরাজের উমা নামে যে আর-একজন কন্যা আছেন, তিনি তপস্বিনী বেশে ব্রত অবলম্বন করে কঠোর তপস্যা করেন। ২০

উগ্রেণ তপসা যুক্তাং দদৌ শৈলেশ্বরঃ সুতাম্।
রুদ্রায়াপ্রতিরূপায় উমাং লোকনমস্কৃতাম্ ॥২১

অন্বয়ঃ শৈলেশ্বরঃ উগ্রেণ তপসা যুক্তাং লোকনমস্কৃতাং সুতাং উগ্রাম্ অপ্রতিরূপায় রুদ্রায় দদৌ। ২১

শৈলরাজ তাঁর সেই কঠোর তপস্যায় নিরতা সর্বজনবন্দনীয়া কন্যা উমাকে অতুলনীয় রূপবান রুদ্রের হাতে সমর্পণ করেন। ২১

এতে তে শৈলরাজস্য সুতে লোকনমস্কৃতে।
গঙ্গা চ সরিতঃ শ্রেষ্ঠা উমাদেবী চ রাঘব ॥২২

অন্বয়ঃ রাঘব! এতে তে শৈলরাজস্য লোকনমস্কৃতে সুতে সরিতাং শ্রেষ্ঠা গঙ্গা চ উমাদেবী চ। ২২

এই সর্বজনবন্দনীয়া নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গা এবং উমাদেবী হলেন গিরিরাজ হিমালয়ের দুই কন্যা। ২২

এতত্তে সর্বমাখ্যাতং যথা ত্রিপথগামিনী।
খং গতা প্রথমং তাত গতিং গতিমতাং বর ॥
সুরলোকং সমারূঢ়া বিপাপা জলবাহিনী ॥২৩

অন্বয়ঃ তাত এতৎ তে সর্বম্ আখ্যাতং যথা ত্রিপথগামিনী বিপাপা জলবাহিনী গতিমতাং বরা (গঙ্গা) প্রথমং খং গতিং গতা সুরলোকং সমারূঢ়া (চ)। ২৩

বৎস, যে ভাবে এই ত্রিপথগামিনী পাপবিনাশিনী বহুজলবাহিনী ও গতিশালিনী গঙ্গা প্রথমে আকাশে এবং পরে সুরলোকে আরোহণ করেছিলেন তা তোমার কাছে সমস্তই বর্ণনা করলাম। ২৩

পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ

* *

উমামহিমানুবর্ণনম্

উক্তবাক্যে মুনৌ তস্মিন্নুভৌ রাঘবলক্ষ্মণৌ।
প্রতিনন্দ্য কথাং বীরাবূচতুর্মুনিপুঙ্গবম্ ॥১

অন্বয়ঃ তস্মিন্ মুনৌ উক্তবাক্যে উভৌ বীরৌ রাঘবলক্ষ্মণৌ কথাং প্রতিনন্দ্য মুনিপুঙ্গবম্ ঊচতুঃ। ১

ঋষি বিশ্বামিত্রের এই কথা শুনে মহাবীর রামলক্ষ্মণ সেই মুনিবরের কথাকে অভিনন্দিত করে বললেন—। ১

ধর্মযুক্তমিদং ব্রহ্মন্ কথিতং পরমং ত্বয়া।
দুহিতুঃ শৈলরাজস্য জ্যেষ্ঠায়া বক্তুমর্হসি ॥২
বিস্তরং বিস্তরজ্ঞোঽসি দিব্যমানুষসম্ভবম্।
ত্রীন্ পথো হেতুনা কেন প্লাবয়েল্লোকপাবনী ॥৩

অন্বয়ঃ ব্রহ্মন্! ইদং ত্বয়া পরমং ধর্মযুক্তং কথিতম্। শৈলরাজস্য জ্যেষ্ঠায়াঃ দুহিতুঃ দিব্যমানুষসম্ভবং (বৃত্তান্তং) বিস্তরং বক্তুম্ অর্হসি। বিস্তরজ্ঞঃ অসি। কেন হেতুনা লোকপাবনী ত্রীন্ পথঃ প্লাবয়েৎ। ২-৩

হে ব্রাহ্মণ, আপনি মহাধর্মযুক্ত কথা বলছেন। আপনি বহুদর্শী, সুতরাং গিরিরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যার সমস্ত দিব্য ও মানবীয় বৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করুন। এই লোকপাবনী গঙ্গা কী কারণে ত্রিপথগামিনী হয়েছেন? ২-৩

কথং গঙ্গা ত্রিপথগা বিশ্রুতা সরিদুত্তমা।
ত্রিষু লোকেষু ধর্মজ্ঞ কর্মভিঃ কৈঃ সমন্বিতা ॥৪

অন্বয়: ধর্মজ্ঞ! কথং সরিদুত্তমা গঙ্গা ত্রিষু লোকেষু ত্রিপথগা (ইতি) বিশ্রুতা। (সা) কৈঃ কর্মভিঃ সমন্বিতা। ৪

হে ধর্মজ্ঞ, নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গা ত্রিভুবনে ত্রিপথগা নামে বিখ্যাত হলেন কেন? এঁর কীর্তিই বা কেমন? ৪

তথা ব্রুবতি কাকুৎস্থে বিশ্বামিত্রস্তপোধনঃ।
নিখিলেন কথাং সর্বামৃষিমধ্যে ন্যবেদয়ৎ ॥৫

অন্বয়: কাকুৎস্থে তথা ব্রুবতি তপোধনঃ বিশ্বামিত্রঃ ঋষিমধ্যে সর্বাং কথাং নিখিলেন ন্যবেদয়ৎ। ৫

রাম এই কথা বললে তপস্বী বিশ্বামিত্র ঋষিদের মধ্যে গঙ্গার সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করে বললেন—। ৫

পুরা রাম কৃতোদ্বাহঃ শিতিকণ্ঠো মহাতপাঃ।
দৃষ্ট্বা চ ভগবান্ দেবীং মৈথুনায়োপচক্রমে ॥৬

অন্বয়: রাম! পুরা মহাতপাঃ ভগবান্ শিতিকণ্ঠো কৃতোদ্বাহঃ দেবীং দৃষ্ট্বা মৈথুনায় উপচক্রমে। ৬

রাম, পূর্বে মহাতপস্বী ভগবান শিতিকণ্ঠ[১] মহাদেব বিবাহের পর দেবী উমার সহবাসে নিরত হয়েছিলেন। ৬

তস্য সংক্রীড়মানস্য মহাদেবস্য ধীমতঃ।
শিতিকণ্ঠস্য দেবস্য দিব্যং বর্ষশতং গতম্।
ন চাপি তনয়ো রাম তস্যামাসীৎ পরন্তপ ॥৭

অন্বয়: তস্য সংক্রীড়মানস্য ধীমতঃ দেবস্য শিতিকণ্ঠস্য মহাদেবস্য দিব্যং বর্ষশতং গতম্। পরন্তপ রাম তস্য অপি তনয়ঃ ন আসীৎ। ৭

এইভাবে ক্রীড়া করতে করতে ধীমান মহাদেবের একশত বৎসর অতিক্রান্ত হল, তথাপি, হে পরন্তপ রাম, তাঁর কোনো পুত্র জন্মগ্রহণ করল না। ৭

সর্বে দেবাঃ সমুদ্বিগ্নাঃ পিতামহপুরোগমাঃ।
যদিহোৎপদ্যতে ভূতং কস্তৎপ্রতিসহিষ্যতি ॥৮
অভিগম্য সুরাঃ সর্বে প্রণিপত্যেদমব্রুবন্ ॥৯

অন্বয়ঃ সর্বে দেবাঃ পিতামহপুরোগমাঃ সমুদ্বিগ্নাঃ যৎ ভূতম্ ইহ উৎপদ্যতে কঃ তৎ প্রতিসহিষ্যতে। সর্বে সুরাঃ (মহাদেবং) অভিগম্য প্রণিপত্য ইদম্ অব্রুবন্। ৮-৯

ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতারা তখন এই ভেবে উৎকণ্ঠিত হলেন যে মহাদেবের যে তেজ নির্গত হবে কে তাকে সহ্য করবে। তখন দেবতারা মহাদেবের নিকটে গিয়ে প্রণাম করে বললেন—। ৮-৯

দেবদেব মহাদেব লোকস্যাস্য হিতে রত।
সুরাণাং প্রণিপাতেন প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥১০

অন্বয়ঃ দেবদেব মহাদেব অস্য লোকস্য হিতে রত সুরাণাং প্রণিপাতেন প্রসাদং কর্তুম্ অর্হসি।১০

—হে দেবাদিদেব মহাদেব, আপনি ত্রিলোকের মঙ্গলসাধনে নিযুক্ত আছেন, দেবতারা আপনাকে প্রণাম করছে, আপনি তাদের উপর প্রসন্ন হন। ১০

ন লোকা ধারয়িষ্যন্তি তব তেজঃ সুরোত্তম।
ব্রাহ্মেণ তপসা যুক্তো দেব্যা সহ তপশ্চর ॥১১

অন্বয়ঃ সুরোত্তম! লোকাঃ তব তেজঃ ন ধারয়িষ্যন্তি। ব্রাহ্মেণ তপসা যুক্তঃ দেব্যা সহ তপঃ চর। ১১

হে সুরশ্রেষ্ঠ, ত্রিলোক আপনার তেজ ধারণ করতে পারবে না, সুতরাং আপনি ব্রাহ্মযোগ অবলম্বন করে—দেবী উমার সঙ্গে তপস্যায় নিযুক্ত হন। ১১

ত্রৈলোক্যহিতকামার্থং তেজস্তেজসি ধারয়।
রক্ষ সর্বানিমাঁল্লোকান্নালোকং কর্তুমর্হসি ॥১২

অন্বয়ঃ ত্রৈলোক্যহিতকামার্থং তেজঃ তেজসি ধারয়। ইমান্ সর্বান্ লোকান্ রক্ষ, ন অলোকং কর্তুম্ অর্হসি। ১২

ত্রিলোকের মঙ্গলের জন্যে আপনি আপনার তেজ নিজের তেজোময় দেহের মধ্যেই ধারণ করুন। আপনি ত্রিলোকের রক্ষা করুন, তাকে বিনাশ করা আপনার উচিত নয়। ১২

দেবতানাং বচঃ শ্রুত্বা সর্বলোকমহেশ্বরঃ।
বাঢ়মিত্যব্রবীৎ সর্বান্ পুনশ্চেদমুবাচ হ ॥১৩

অন্বয়ঃ দেবতানাং বচঃ শ্রুত্বা সর্বলোকমহেশ্বরঃ বাঢ়ম্ ইতি অব্রবীৎ পুনঃ চ সর্বান্ ইদম্ উবাচ। ১৩

দেবতাদের এই কথা শুনে সর্বলোকপূজিত মহেশ্বর সম্মতি জানিয়ে তাঁদের বললেন—। ১৩

ধারয়িষ্যাম্যহং তেজস্তেজসৈব সহোময়া।
ত্রিদশাঃ পৃথিবী চৈব নির্বাণমধিগচ্ছতু ॥১৪

অন্বয়ঃ অহম্ উময়া সহ তেজসা এব তেজঃ ধারয়িষ্যামি। ত্রিদশাঃ পৃথিবী চ এব নির্বাণম্ অধিগচ্ছতু। ১৪

আমি উমা,র সঙ্গে বাস করে নিজের তেজ ধারণ করব। এখন দেবতারা ও পৃথিবী-বাসীরা শান্তি লাভ করুন। ১৪

যদিদং ক্ষুভিতং স্থানান্মম তেজো হ্যনুত্তমম্।
ধারয়িষ্যতি কস্তন্মে ব্রুবন্তু সুরসত্তমাঃ ॥১৫

অন্বয়ঃ যৎ ইদং মম স্থানাৎ মে ক্ষুভিতম্ অনুত্তমং তেজঃ তৎ কঃ ধারয়িষ্যতি সুরসত্তমাঃ ব্রুবন্তু। ১৫

কিন্তু আমার দেহ থেকে পূর্বেই যে অতুলনীয় তেজ বিচলিত হয়েছে তা কে ধারণ করবে? হে সুরশ্রেষ্ঠগণ, আপনারা এর উত্তর দিন। ১৫

এবমুক্তাস্ততো দেবাঃ প্রত্যূচুর্বৃষভধ্বজম্।
যত্তেজঃ ক্ষুভিতং হ্যদ্য তদ্ধরা ধারয়িষ্যতি ॥১৬

অন্বয়ঃ ততঃ এবম্ উক্তাঃ দেবাঃ বৃষভধ্বজং প্রত্যূচুঃ—অদ্য যৎ তেজঃ ক্ষুভিতং তৎ ধরা ধারয়িষ্যতি। ১৬

এ কথা শুনে দেবতারা বৃষভধ্বজ[২] মহাদেবকে বললেন—এখন আপনার যে তেজ বিচলিত হয়েছে তা পৃথিবী ধারণ করবেন। ১৬

এবমুক্তঃ সুরপতিঃ প্রমুমোচ মহাবলঃ।
তেজসা পৃথিবী যেন ব্যাপ্তা সগিরিকাননা ॥১৭

অন্বয়ঃ এবম্ উক্তঃ মহাবলঃ সুরপতিঃ (তেজঃ) প্রমুমোচ যেন তেজসা সগিরিকাননা পৃথিবী ব্যাপ্তা। ১৭

দেবতারা এই কথা বললে মহাবলশালী সুরশ্রেষ্ঠ মহাদেব নিজ তেজ মোচন করলেন। সেই তেজে গিরিকাননবেষ্টিত পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হল। ১৭

তত দেবাঃ পুনরিদমূচুশ্চাপি হুতাশনম্।
আবিশ ত্বং মহাতেজো রৌদ্রং বায়ুসমন্বিতঃ ॥১৮

অন্বয়ঃ ততঃ দেবাঃ পুনঃ হুতাশনম্ চ ইদম্ উচুঃ—ত্বং বায়ুসমন্বিতঃ রৌদ্রং মহাতেজ আবিশ। ১৮

তখন দেবতারা হুতাশনকে বললেন—আপনি বায়ুকে সঙ্গে নিয়ে রুদ্রের এই মহাতেজের মধ্যে প্রবেশ করুন। ১৮

তদগ্নিনা পুনর্ব্যাপ্তং সঞ্জাতং শ্বেতপর্বতম্।
দিব্যং শরবণং চৈব পাবকাদিত্যসন্নিভম্ ॥
যত্র জাতো মহাতেজাঃ কার্তিকেয়োঽগ্নিসম্ভবঃ ॥১৯

অন্বয়ঃ তৎ অগ্নিনা পুনঃ ব্যাপ্তং শ্বেতপর্বতং পাবকাদিত্যসন্নিভং দিব্যং শরবণং চ এব সঞ্জাতং যত্র অগ্নিসম্ভবঃ মহাতেজাঃ কার্তিকেয়ঃ জাতঃ। ১৯

অগ্নি সেই রুদ্রতেজের মধ্যে ব্যাপ্ত হওয়াতে শ্বেতপর্বত এবং অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় অত্যুজ্জ্বল দিব্য শরবণ উৎপন্ন হল। এই শরবণেই অগ্নি থেকে মহাতেজস্বী কার্তিকেয় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯

অথোমাং চ শিবং চৈব দেবাসর্ষিগণাস্তথা।
পূজয়ামাসুরত্যর্থং সুপ্রীতমনসস্তদা ॥২০

অন্বয়ঃ অথ তদা সর্ষিগণাঃ দেবাঃ সুপ্রীতমানসাঃ উমাং চ তথা শিবং চ এব অত্যর্থং পূজয়ামাসুঃ। ২০

তখন দেব ও ঋষিগণ হৃষ্টচিত্তে উমা ও শিবকে মহা সমাদরে পূজা করলেন। ২০

অথ শৈলসুতা রাম ত্রিদশানিদমব্রবীৎ।
সমন্যুরশপৎ সর্বান্ ক্রোধসংরক্তলোচনা ॥২১

অন্বয়ঃ রাম! অথ শৈলসুতা সমন্যুঃ ক্রোধসংরক্তলোচনা সমন্যুঃ সর্বান্ ত্রিদশান্ অশপৎ ইদম্ (চ) অব্রবীৎ। ২১

"রাম, শৈলসুতা উমা তখন ক্রোধে আরক্তলোচনা হয়ে দেবতাদের সকলকে শাপ দিয়ে বললেন—। ২১

যস্মান্নিবারিতা চাহং সঙ্গতা পুত্রকাময়া।

অপত্যং স্বেষু দারেষু নোৎপাদয়িতুমর্হথ ॥২২

অন্বয়: যস্মাৎ অহং পুত্রকাময়া সঙ্গতা নিবারিতা চ (তস্মাৎ) স্বেষু দারেষু অপত্যম্ উৎপাদয়িতুং ন অর্হথ। ২২

আমি পুত্রকামনায় স্বামীর সহবাসে ছিলাম, তোমরা তার ব্যাঘাত করেছ। সুতরাং তোমরা নিজ নিজ পত্নীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করতে পারবে না। ২২

অদ্য প্রভৃতি যুষ্মাকমপ্রজাঃ সন্তু পত্নয়ঃ।

এবমুক্ত্বা সুরান্ সর্বান্ শশাপ পৃথিবীমপি ॥২৩

অবনে নৈকরূপা ত্বং বহুভার্যা ভবিষ্যসি।

ন চ পুত্রকৃতাং প্রীতিং মৎক্রোধকলুষীকৃতা ॥

প্রাপ্স্যসি ত্বং সুদুর্মেধে মমপুত্রমনিচ্ছতী ॥২৪

অন্বয়: অদ্য প্রভৃতি যুষ্মাকং পত্নয়ঃ অপ্রজাঃ সন্তু—এবম্ উক্ত্বা সর্বান্ সুরান্ শশাপ। (সা) পৃথিবীম্ অপি (শশাপ)—অবনে ত্বং ন একরূপা বহুভার্যা ভবিষ্যসি। সুদুর্মেধঃ মম পুত্রম্ অনিচ্ছতী ত্বং মৎক্রোধকলুষীকৃতা পুত্রকৃতাং প্রীতিং ন প্রাপ্স্যসি। ২৩-২৪

আজ থেকে তোমাদের পত্নীরা বন্ধ্যা হবে। এই বলে তিনি দেবতাদের অভিশাপ দিয়ে বললেন—পৃথিবী, তুই বহুরূপা ও বহুভোগ্য হবি। ওরে দুঃশীলা, তুই চাস নে যে আমার পুত্র জন্মগ্রহণ করুক, সুতরাং আমার ক্রোধে কলুষিত হয়ে তুইও পুত্রবতী হওয়ার আনন্দ পাবি না। ২৩-২৪

তান্ সর্বান্ পীড়িতান্ দৃষ্ট্বা সুরান্ সুরপতিস্তদা।

গমনায়োপচক্রাম দিশং বরুণপালিতাম্ ॥২৫

স গত্বা তপ আতিষ্ঠৎ পার্শ্বে তস্যোত্তরে গিরেঃ।

হিমবৎপ্রভবে শৃঙ্গে সহ দেব্যা মহেশ্বরঃ ॥২৬

অন্বয়: তদা সুরপতিঃ তান্ সর্বান্ সুরান্ পীড়িতান্ দৃষ্ট্বা বরুণপালিতাং দিশং গমনায় উপচক্রাম। সঃ মহেশ্বরঃ দেব্যা সহ তস্য গিরেঃ উত্তরে পার্শ্বে হিমবৎপ্রভবে শৃঙ্গে গত্বা তপঃ অতিষ্ঠৎ। ২৫-২৬

তারপর সুরশ্রেষ্ঠ মহাদেব দেবতাদের দুঃখিত দেখে বরুণরক্ষিত পশ্চিম দিকে যাত্রা করলেন, এবং উমাদেবীর সঙ্গে হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে হিমবৎপ্রভব নামক শৃঙ্গে উপস্থিত হয়ে তপস্যায় নিযুক্ত হলেন। ২৫-২৬

এষ তে বিস্তরো রাম শৈলপুত্র্যা নিবেদিতঃ।

গঙ্গায়াঃ প্রভবং চৈব শৃণু মে সহলক্ষ্মণঃ ॥২১

অন্বয়ঃ রাম! এষঃ শৈলপুত্র্যাঃ বিস্তরঃ তে নিবেদিতঃ। গঙ্গায়াঃ প্রভবং চ এব সহলক্ষ্মণঃ মে শৃণু। ২১

রাম, শৈলসুতা উমার কাহিনী তোমাকে বিস্তৃতভাবে বললাম। এখন আমি গঙ্গার প্রভাবের কথা বলছি, তুমি ও লক্ষ্মণ আমার কাছে সে কথা শোনো ২১

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত

সপ্তত্রিংশ সর্গ

কার্তিকেয়োৎপত্তিঃ

তপ্যমানে তদা দেবে সেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ।

সেনাপতিমভীপ্সন্তঃ পিতামহমুপাগমন্ ॥১

অন্বয়ঃ তদা দেবে তপ্যমানে সেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ সেনাপতিম্ অভীপ্সন্তঃ পিতামহম্ উপাগমন্। ১

মহাদেব যখন তপস্যা করছিলেন, সেই সময় অগ্নিকে পুরোবর্তী করে ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণ একজন সেনাপতির অনুষ্ঠানে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হলেন।১

ততোঽব্রুবন্ সুরাঃ সর্বে ভগবন্তং পিতামহম্।

প্রণিপত্য সুরা রাম সেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ ॥২

অন্বয়ঃ রাম! ততঃ সর্বে সেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ সুরাঃ ভগবন্তং পিতামহং প্রণিপত্য অব্রুবন্। ২

রাম, তাঁরা সবাই ইন্দ্রসহ অগ্নিকে পূর্বোবর্তী করে পিতামহ ভগবান ব্রহ্মাকে প্রণাম করে বললেন—। ২

যেন সেনাপতির্দেব দত্তো ভগবতা পুরা।
স তপঃ পরমাস্থায় তপ্যতে স্ম সহোময়া ॥৩

অন্বয়ঃ দেব! পুরা যেন ভগবতা সেনাপতিঃ দত্তঃ সঃ উময়া সহ পরং তপঃ আস্থায় তপ্যতে স্ম। ৩

হে দেব, পূর্বে আপনি আমাদেব ভগবান মহাদেবের ঔরসে সেনাপতিলাভের আশ্বাস দিয়েছিলেন, কিন্তু এখন তিনি উমার সঙ্গে মহা তপস্যায় নিমগ্ন আছেন। ৩

যদত্রানন্তরং কার্যং লোকানাং হিতকাম্যয়া।
সংবিধৎস্ব বিধানজ্ঞ ত্বং হি নঃ পরমাগতিঃ ॥৪

অন্বয়ঃ অনন্তরং যৎ অত্র লোকানাং হিতকাম্যয়া কার্যং (তৎ) সংবিধৎস্ব। বিধানজ্ঞ! ত্বং নঃ পরমা গতিঃ। ৪

সুতরাং এখন ত্রিলোকের মঙ্গল সাধনের জন্যে যা কর্তব্য তা করুন। এ বিষয়ে আপনিই বিধানকর্তা এবং আপনিই আমাদের পরম গতি। ৪

দেবতানাং বচঃ শ্রুত্বা সর্বলোকপিতামহঃ।
সান্ত্বয়ন্ মধুরৈর্বাক্যৈস্ত্রিদশানিদমব্রবীৎ ॥৫

অন্বয়ঃ দেবতানাং বচঃ শ্রুত্বা সর্বলোকপিতামহঃ ত্রিদশান্ মধুরৈঃ বাক্যৈঃ সান্ত্বয়ন্ ইদম্ অব্রবীৎ। ৫

দেবতাদের কথা শুনে সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা মধুর বাক্যে তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—। ৫

শৈলপুত্র্যা যদুক্তং তন্ন প্রজাঃ স্বাসু পত্নিষু।
তস্যা বচনমক্লিষ্টং সত্যমেব ন সংশয়ঃ ॥৬

অন্বয়ঃ শৈলপুত্র্যা যৎ উক্তং তৎ স্বাসু পত্নিষু প্রজাঃ ন (ভবিষ্যন্তি)। তস্যা অক্লিষ্টং বচনং সত্যম্ এব ন সংশয়ঃ। ৬

গিরিরাজকন্যা অভিশাপ দিয়েছেন যে দেবতারা নিজেদের পত্নীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করতে পারবেন না। তাঁর বাক্য কখনও ব্যর্থ হবে না, তা অবশ্যই সত্য হবে। ৬

ইয়মাকাশগঙ্গা চ যস্যাং পুত্রং হুতাশনঃ।
জনয়িষ্যতি দেবানাং সেনাপতিমরিন্দমম্ ॥৭

অন্বয়ঃ ইয়ম্ আকাশগঙ্গা চ যস্যাং হুতাশনঃ দেবানাম্ অরিন্দমঃ সেনাপতিং পুত্রং জনয়িষ্যতি। ৭

যা হোক্, এখন অগ্নিদেব আকাশগঙ্গাতে এক পুত্রের জন্ম দেবেন, এবং তিনিই আপনাদের শত্রুহন্তা সেনাপতি হবেন। ৭

জ্যেষ্ঠা শৈলেন্দ্রদুহিতা মানয়িষ্যতি তং সুতম্।
উমায়াস্তদ্‌বহুমতং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৮

অন্বয়ঃ জ্যেষ্ঠা শৈলেন্দ্রদুহিতা তং সুতং মানয়িষ্যতি। তৎ উমায়াঃ বহুমতং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। ৮

গিরিরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গা তাঁকে পুত্র বলে স্বীকার করবেন, এবং উমার কাছেও তিনি নিঃসন্দেহে আদরণীয় হবেন। ৮

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য কৃতার্থা রঘুনন্দন।
প্রণিপত্য সুরাঃ সর্বে পিতামহমপূজয়ন্ ॥৯

অন্বয়ঃ রঘুনন্দন! তস্য তৎ বচনং শ্রুত্বা কৃতার্থাঃ সুরাঃ সর্বে প্রণিপত্য পিতামহম্ অপূজয়ন্। ৯

রঘুনন্দন, পিতামহের সেই কথা শুনে দেবতারা নিজেদের কৃতার্থ জ্ঞান করলেন এবং তাঁকে প্রণাম ও পূজা করলেন। ৯

তে গত্বা পরমং রাম কৈলাসং ধাতুমণ্ডিতম্।
অগ্নিং নিয়োজয়ামাসুঃ পুত্রার্থং সর্বদেবতাঃ ॥১০

অন্বয়ঃ রাম। তে সর্বদেবতাঃ পরমং ধাতুমণ্ডিতং কৈলাসং গত্বা পুত্রার্থম্ অগ্নিং নিয়োজয়ামাসুঃ। ১০

রাম, তারপর তাঁরা ধাতুমণ্ডিত মহান কৈলাসধামে উপস্থিত হয়ে অগ্নিকে পুত্র উৎপাদনের জন্যে নিয়োগ করার ইচ্ছায় বললেন—। ১০

দেবকার্যমিদং দেব সমাধৎস্ব হুতাশন।
শৈলপুত্র্যাং মহাতেজো গঙ্গায়াং তেজ উৎসৃজ ॥১১

অন্বয়ঃ দেব হুতাশন। ইদং দেবকার্যং সমাধৎস। মহাতেজঃ তেজঃ শৈলপুত্র্যং গঙ্গায়াম্ উৎসৃজ। ১১

হে দেব হুতাশন, আপনি মহাদেবের মহাশক্তিশালী তেজ গঙ্গায় নিক্ষেপ করে দেবতাদের কার্য সম্পাদন করুন। ১১

দেবতানাং প্রতিজ্ঞায় গঙ্গামভ্যেত্য পাবকঃ।
গর্ভং ধারয় বৈ দেবি দেবতানামিদং প্রিয়ম্ ॥১২

অন্বয়ঃ পাবকঃ দেবতানাং প্রতিজ্ঞায় গঙ্গাম্ অভ্যেত্য (অব্রবীৎ) দেবি! ইদং দেবতানাং প্রিয়ং গর্ভং ধারয়। ১২

অগ্নি দেবতাদের নিকট এই কার্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গঙ্গার নিকট গিয়ে বললেন—দেবী, আপনি দেবতাদের প্রিয় কার্য সাধনের জন্যে গর্ভধারণ করুন। ১২

ইত্যেতদ্ বচনং শ্রুত্বা দিব্যং রূপমধারয়ৎ।
স তস্যা মহিমাং দৃষ্ট্বা সমন্তাদবশীর্যত ॥১৩

অন্বয়ঃ (গঙ্গা) ইতি এতৎ বচনং শ্রুত্বা দিব্যং রূপম্ অধারয়ৎ। সঃ (অগ্নিঃ) তস্যাঃ মহিমাং দৃষ্ট্বা সমন্তাৎ অবশীর্যত। ১৩

অগ্নির কথায় গঙ্গা দিব্যরূপ ধারণ করলেন, এবং অগ্নি তাঁর মহিমা দেখে তাঁর সম্মুখ থেকে অ[illegible] হলেন। ১৩

সমন্ততস্তদা দেবীমভ্যষিঞ্চত পাবকঃ।
সর্বস্রোতাংসি পূর্ণানি গঙ্গায়া রঘুনন্দন ॥১৪

অন্বয়ঃ রঘুনন্দন! তদা পাবকঃ দেবীং সমন্ততঃ (তেজঃ) অভিষিঞ্চত। (তেন তেজসা) গঙ্গায়াঃ সর্বস্রোতাংসি পূর্ণানি। ১৪

রঘুনন্দন, অগ্নি তখন গঙ্গার গর্ভে সেই শিবতেজ নিক্ষেপ করলেন, এবং সেই তেজে গঙ্গার স্রোতোধারা পরিপূর্ণ হল। ১৪

তমুবাচ ততো গঙ্গা সর্বদেবপুরোগমম্।
অশক্তা ধারণে দেব তেজস্তব সমুদ্ধতম্ ॥
দহ্যমানাগ্নিনা তেন সংপ্রব্যথিতচেতনা ॥১৫

অন্বয়ঃ ততঃ গঙ্গা তেন অগ্নিনা দহ্যমানা সংপ্রব্যথিতচেতনা সর্বদেবপুরোগমম্ তম্ (অগ্নিম্) উবাচ—দেব! (অহং) তব তমুদ্ধতং তেজঃ ধারণে অশক্তা। ১৫

সেই অগ্নিময় তেজে গঙ্গার দেহ দগ্ধ হতে লাগল, এবং প্রচণ্ড অন্তর্দাহে তাঁর চেতনা লুপ্তপ্রায় হল। তখন তিনি দেবতাদের মুখপাত্র অগ্নিকে বললেন—হে দেব, আমি আপনার এই ভয়ানক তেজ ধারণ করতে পারছি না। ১৫

অথাব্রবীদিদং গঙ্গাং সর্বদেবহুতাশনঃ।
ইহ হৈমবতে পার্শ্বে গর্ভোঽয়ং সন্নিবেশ্যতাম্ ॥১৬

অন্বয়: অথ সর্বদেবহুতাশনঃ গঙ্গাম্ ইদম্ অব্রবীৎ ইহ হৈমবতে পার্শ্বে অয়ং গর্ভঃ সন্নিবেশ্যতাম্। ১৬

তখন সর্বদেবময় হুতাশন গঙ্গাকে বললেন—দেবী, আপনি হিমালয়ের পার্শ্বে আপনার গর্ভ স্থাপন করুন। ১৬

শ্রুত্বা ত্বগ্নিবচো গঙ্গা তং গর্ভমতিভাস্বরম্।
উৎসসর্জ মহাতেজাঃ স্রোতোভ্যো হি তদানঘ ॥১৭

অন্বয়: অনঘ! মহাতেজাঃ! তদা গঙ্গা তু অগ্নিবচঃ শ্রুত্বা তম্ অতিভাস্বরং গর্ভং স্রোতোভ্যঃ উৎসসর্জ। ১৭

হে অনঘ! হে মহাতেজস্বী! গঙ্গা তখন অগ্নির কথায় তাঁর স্রোতের মধ্য থেকে সেই অত্যুজ্জ্বল গর্ভ পরিত্যাগ করলেন। ১৭

যদস্যা নির্গতং তস্মাত্তপ্তজাম্বুনদপ্রভম্।
রজতং ধরণীং প্রাপ্তং হিরণ্যমতুলপ্রভম্ ॥১৮
তাম্রং কার্ষ্ণায়সং চৈব তৈক্ষ্যাদেবাভিজায়ত।
মলং তস্যাভবত্তত্র ত্রপু সীসকমেবচ ॥১৯
তদেতদ্ধরণীং প্রাপ্য নানাধাতুরবর্ধত ॥২০

অন্বয়: অস্যা যৎ তপ্ত জাম্বুনদপ্রভং (তেজঃ) ধরণীং প্রাপ্তং, তস্মাৎ অতুলপ্রভং হিরণ্যং রজতং চ নির্গতং তৈক্ষ্যাৎ এব অম্রং কার্ষ্ণায়সং চ অভিজায়ত। তস্য মলং তত্র ত্রপু সীসকম্ এব চ অভবৎ। তৎ এতৎ (তেজঃ) ধরণীং প্রাপ্য নানা ধাতুঃ অবর্ধত। ১৮-২০

গঙ্গার স্রোত থেকে তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় সেই তেজ ধরণীতে পতিত হওয়ায় তার থেকে অপূর্ব প্রভাযুক্ত সুবর্ণ ও রজত নির্গত হল। তারপর সেই তেজের তীক্ষ্ণতা থেকে তাম্র ও কৃষ্ণবর্ণ লৌহ সৃষ্ট হল, এবং তার মল থেকে রঙ্গ[১] ও সীসক উৎপন্ন হল। এইভাবে সেই তেজ ধরণীতে পতিত হওয়ায় নানা রকম ধাতুর সৃষ্টি হল। ১৮-২০

নিক্ষিপ্তমাত্রে গর্ভে তু তেজোভিরভিরঞ্জিতম্।
সর্বং পর্বতসন্নদ্ধং সৌবর্ণমভবদ্ বনম্ ॥২১
তৃণবৃক্ষলতাগুল্মং সর্বং ভবতি কাঞ্চনম্ ॥২২
জাতরূপমিতিখ্যাতং তদা প্রভৃতি রাঘব।
সুবর্ণং পুরুষব্যাঘ্র হুতাশনসমপ্রভম্ ॥২৩

অন্বয়: গর্ভে তু নিক্ষিপ্তমাত্রে সর্বং পর্বতসম্বদ্ধং বনং তেজোভিঃ অভিরঞ্জিতং সৌবর্ণম্ অভবৎ। তৃণবৃক্ষলতাগুল্মং সর্বং কাঞ্চনং ভবতি। পুরুষব্যাঘ্র রাঘব! তদা প্রভৃতি হুতাশন সমপ্রভং সুবর্ণং জাতরূপম্ ইতি খ্যাতম্। ২১-২৩

সেই গর্ভ নিক্ষিপ্ত হওয়া মাত্রেই হিমালয়পর্বত সন্নিহিত বনপ্রদেশ জ্যোতির্ময় ও সুবর্ণমণ্ডিত হল এবং তৃণ, বৃক্ষ, লতা ও গুল্ম সমস্তই সুবর্ণময় হল। সেই থেকে অগ্নির মতো দীপ্তিশীল সুবর্ণ 'জাতরূপ' আখ্যা লাভ করেছে। ২১-২৩

তং কুমারং ততো জাতং সেন্দ্রাঃ সহ মরুদ্‌গণাঃ।
ক্ষীরসম্ভাবনার্থায় কৃত্তিকাঃ সমযোজয়ন্ ॥২৪

অন্বয়: ততঃ সেন্দ্রাঃ সহ মরুদ্‌গণাঃ (দেবাঃ) তং কুমারং জাতং ক্ষীরসম্ভাবনার্থায় কৃত্তিকাঃ সমযোজয়ন্। ২৪

তারপর সেই গর্ভ থেকে এক কুমার জাত হলেন, এবং ইন্দ্র ও মরুৎগণসহ দেবতারা সেই কুমার যাতে স্তন্যপান করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে কৃত্তিকাদের নিযুক্ত করলেন। ২৪

তাঃ ক্ষীরং জাতমাত্রস্য কৃত্বা সময়মুত্তমম্।
দদুঃ পুত্রোঽয়মস্মাকং সর্বাসামিতি নিশ্চিতাঃ ॥২৫

অন্বয়: অয়ং পুত্রঃ অস্মাকং সর্বাসামিতি নিশ্চিতাঃ তাঃ জাতমাত্রস্য (কুমারস্য) উত্তমং সময়ং কৃত্বা ক্ষীরং দদুঃ। ২৫

এই কুমার আমাদের সকলেরই পুত্র এই সিদ্ধান্ত করে কৃত্তিকারা সেই কুমার জাত হওয়া মাত্রই তাঁকে শুভ সময় দেখে স্তন্যপান করালেন। ২৫

ততস্তু দেবতাঃ সর্বাঃ কার্তিকেয় ইতি ব্রুবন্।
পুত্রস্ত্রৈলোক্যবিখ্যাতো ভবিষ্যতি ন সংশয় ॥২৬

অন্বয়: ততঃ সর্বাঃ দেবতাঃ তু (অয়ং) পুত্রঃ ত্রৈলোক্যবিখ্যাতঃ কার্তিকেয়ঃ ভবিষ্যতি ইতি ব্রুবন্। ২৬

তখন দেবতারা বললেন—এই কুমারের নাম কার্তিকেয় অর্থাৎ কৃত্তিকাদের পুত্র এবং ইনি ত্রিভুবনে বিখ্যাত হবেন। ২৬

তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা স্কন্নং গর্ভপরিস্রবে।
স্নাপয়ন্ পরয়া লক্ষ্ম্যা দীপ্যমানং যথানলম্ ॥২৭
স্কন্দ ইত্যব্রুবন্ দেবাঃ স্কন্নং গর্ভপরিস্রবে।
কার্তিকেয়ং মহাবাহুং কাকুৎস্থ জ্বলনোপমম্ ॥২৮

অন্বয়: তেষাং তৎ বচনং শ্রুত্বা (কৃত্তিকাঃ) গর্ভপরিস্রবে স্কন্নং যথা অনলং (তথা) পরয়া লক্ষ্ম্যা দীপ্যমানং (কুমারং) স্নাপয়ন্। কাকুৎস্থ! দেবাঃ গর্ভপরিস্রবে স্কন্নং জ্বলনোপমং মহাবাহুং কার্তিকেয়ং স্কন্দ ইতি অব্রুবন্। ২৭-২৮

দেবতাদের কথা শুনে কৃত্তিকারা গঙ্গার গর্ভ থেকে বিচ্যুত অগ্নির মতো শ্রীমণ্ডিত ও জ্যোতির্ময় সেই কুমারকে স্নান করালেন। হে কাকুৎস্থ! সেই অগ্নিতুল্য মহাবাহু কুমার কার্তিকেয় গঙ্গার গর্ভ থেকে 'স্কন্ন' অর্থাৎ চ্যুত হয়েছিলেন বলে দেবতারা তাঁকে 'স্কন্দ' আখ্যা দিলেন। ২৭-২৮

প্রাদুর্ভূতং ততঃ ক্ষীরং কৃত্তিকানামনুত্তমম্।
ষণ্ণাং ষড়াননো ভূত্বা জগ্রাহ স্তনজং পয়ঃ ॥২৯

অন্বয়: ততঃ ষণ্ণাং কৃত্তিকানাম্ অনুত্তমং ক্ষীরং প্রাদুর্ভূতং। (সঃ কার্তিকেয়ঃ) ষড়াননঃ ভূত্বা স্তনজং পয়ঃ জগ্রাহ। ২৯

তখন ছয়জন কৃত্তিকার স্তনে অপূর্ব দুগ্ধ উৎপন্ন হল, এবং কুমার কার্তিকেয় ছয় মুখ বিস্তার করে তাঁদের স্তন্য পান করতে লাগলেন। ২৯

গৃহীত্বা ক্ষীরমেকাহ্না সুকুমারবপুস্তদা।
অজয়ৎ স্বেন বীর্যেণ দৈত্যসৈন্যগণান্ বিভুঃ ॥৩০

অন্বয়: তদা বিভুঃ একাহ্না ক্ষীরং গৃহীত্বা সুকুমারবপুঃ স্বেন বীর্যেণ দৈত্যসৈন্য-গণান্ অজয়ৎ। ৩০

এইভাবে ভগবান কার্তিকেয় একদিন মাত্র স্তন্য পান করে এবং নিতান্ত সুকুমার দেহসম্পন্ন হয়েও নিজ বীর্যে দৈত্য-সৈন্যদের পরাজিত করেছিলেন। ৩০

সুরসেনাগণপতিমভ্যষিঞ্চন্মহাদ্যুতিম্।
ততস্তমমরাঃ সর্বে সমেত্যাগ্নিপুরোগমাঃ ॥৩১

অন্বয়: ততঃ তু সর্বে অগ্নিপুরোগমাঃ অমরাঃ সমেত্য তং মহাদ্যুতিং (কার্তিকেয়ং) সুরসেনাগণপতিম্ অভ্যষিঞ্চন্। ৩১

তারপর দেবগণ অগ্নিকে মুখপাত্র করে সমবেত হয়ে মহাতেজস্বী কার্তিকেয়কে দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত করলেন। ৩১

এষ তে রামগঙ্গায়া বিস্তরোঽভিহিতো ময়া।
কুমারসম্ভবশ্চৈব ধন্যঃ পুণ্যস্তথৈব চ ॥৩২

অন্বয়: রাম এষঃ তে ধন্যঃ তথা পুণ্যঃ এব (বৃত্তান্তঃ) কুমারসম্ভবঃ চ ময়া বিস্তরঃ অভিহিতঃ। ৩২

রাম, আমি তোমার কাছে গঙ্গার বিবরণ এবং কুমার কার্তিকেয়ের জন্মসংক্রান্ত মহাপুণ্যময় কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করলাম। ৩২

ভক্তশ্চ যঃ কার্তিকেয়ে কাকুৎস্থ ভুবি মানবঃ।
আয়ুষ্মান্ পুত্রপৌত্রৈশ্চ স্কন্দসালোক্যতাং ব্রজেৎ ॥৩৩

অন্বয়ঃ কাকুৎস্থ! ভুবি যঃ মানবঃ চ কার্তিকেয়ে ভক্তঃ (সঃ) আয়ুষ্মান্ পুত্রপৌত্রৈঃ চ স্কন্দসালোক্যতাং ব্রজেৎ। ৩৩

কাকুৎস্থ, পৃথিবীতে যে ব্যক্তি কার্তিকেয়ের ভক্ত হবে, সে দীর্ঘায়ু হবে এবং পুত্র-পৌত্রাদি সহ কার্তিকেয়ের সঙ্গে এক ধামে নিবাস করবে। ৩৩

সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত

অষ্টত্রিংশ সর্গ

* *

সগরোপাখ্যানম্

তাং কথাং কৌশিকো রামে নিবেদ্য মধুরাক্ষরাম্।
পুনরেবাপরং বাক্যং কাকুৎস্থমিদমব্রবীৎ ॥১

অন্বয়ঃ কৌশিকঃ রামে তাং মধুরাক্ষরাং কথাং নিবেদ্য পুনঃ এব কাকুৎস্থম্ ইদম্ অপরং বাক্যম্ অব্রবীৎ। ১

বিশ্বামিত্র রামের কাছে গঙ্গা ও কার্তিকেয়সংক্রান্ত এই মধুর কাহিনী বর্ণনা করার পর আবার আর-একটি কাহিনী বর্ণনা করলেন। ১

অযোধ্যাধিপতির্বীর পূর্বমাসীন্নরাধিপঃ।
সগরো নাম ধর্মাত্মা প্রজাকামঃ স চাপ্রজঃ ॥২

অন্বয়ঃ বীর! পূর্বম্ অযোধ্যাধিপতিঃ সগরঃ নাম ধর্মাত্মা নরাধিপঃ আসীৎ। সঃ চ অপ্রজঃ প্রজাকামঃ আসীৎ। ২

পূর্বে অযোধ্যাতে সগর নামে এক ধর্মাত্মা নরপতি ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন বলে সর্বদা সন্তান কামনা করতেন। ২

বৈদর্ভদুহিতা রাম কেশিনী নাম নামতঃ।
জ্যেষ্ঠা সগরপত্নী সা ধর্মিষ্ঠা সত্যবাদিনী ॥৩
অরিষ্টনেমের্দুহিতা সুপর্ণভগিনী তু সা।
দ্বিতীয়া সগরস্যাসীৎ পত্নী সুমতিসংজ্ঞিতা ॥৪

অন্বয়ঃ রাম! বৈদর্ভদুহিতা নামতঃ কেশিনী নাম ধর্মিষ্ঠা সত্যবাদিনী জ্যেষ্ঠা সগরপত্নী তু অরিষ্টনেমেঃ দুহিতা সুপর্ণভগিনী সুমতিসংজ্ঞিতা সগরস্য দ্বিতীয়া পত্নী আসীৎ। ৩-৪

রাম! বিদর্ভ[১]-রাজকন্যা, সত্যবাদিনী ও ধর্মপরায়ণা কেশিনী ছিলেন সগরের জ্যেষ্ঠা পত্নী, এবং অরিষ্টনেমির কন্যা ও গরুড়ের ভগিনী সুমতি ছিলেন তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী। ৩-৪

তাভ্যাং সহ মহারাজঃ পত্নীভ্যাং তপ্তবাংস্তপঃ।
হিমবন্তং সমাসাদ্য ভৃগুপ্রস্রবণে গিরৌ ॥৫

অন্বয়ঃ মহারাজঃ তাভ্যাং পত্নীভ্যাং সহ হিমবন্তং সমাসাদ্য ভৃগুপ্রস্রবণে গিরৌ তপঃ তপ্তবান্। ৫

মহারাজ সগর তাঁর দুই পত্নীর সঙ্গে হিমালয়পর্বতে উপস্থিত হলেন এবং সেখানে ভৃগুপ্রস্রবণ গিরিতে তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ৫

অথ বর্ষশতে পূর্ণে তপসারাধিতো মুনিঃ।
সগরায় বরং প্রাদাদ্ ভৃগুঃ সত্যবতাং বরঃ ॥৬

অন্বয়ঃ অথ বর্ষশতে পূর্ণে সত্যবতাং বরঃ মুনিঃ ভৃগুঃ তপসা আরাধিতঃ সগরায় বরং প্রাদাৎ। ৬

এইভাবে একশত বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর সত্যপরায়ণ ভৃগুমুনি সগরের তপস্যায় প্রীত হয়ে তাঁকে বর প্রদান করে বললেন—। ৬

অপত্যলাভঃ সুমহান্ ভবিষ্যতি তবানঘ।
কীর্তিং চাপ্রতিমাং লোকে প্রাপ্স্যসে পুরুষর্ষভ ॥৭

অন্বয়ঃ অনঘ! তব সুমহান্ অপত্যলাভঃ ভবিষ্যতি। পুরুষর্ষভ! লোকে অপ্রতিমাং কীর্তিং চ প্রাপ্স্যসে। ৭

হে নিষ্পাপ, তুমি মহান সন্তান লাভ করবে, এবং পৃথিবীতে অতুলনীয় কীর্তিও লাভ করবে। ৭

একা জনয়িতা তাত পুত্রং বংশকরং তব।
ষষ্টিং পুত্রসহস্রাণি অপরা জনয়িষ্যতি ॥৮

অন্বয়ঃ তাত! তব একা (পত্নী) বংশকরং পুত্রং জনয়িতা অপরা ষষ্টিং পুত্র-সহস্রাণি জনয়িষ্যতি। ৮

বৎস, তোমার এক পত্নী একজন মাত্র বংশধর পুত্রের জন্ম দিবেন, এবং অপর পত্নী ষাট হাজার পুত্র উৎপাদন করিবেন। ৮

ভাষমাণং নরব্যাঘ্রং রাজপুত্র্যৌ প্রসাদ্য তম্।
ঊচতুঃ পরমপ্রীতে কৃতাঞ্জলিপুটে তদা ॥৯

অন্বয়ঃ তদা রাজপুত্র্যৌ তং ভাষমাণং নরব্যাঘ্রং প্রসাদ্য পরমপ্রীতে কৃতাঞ্জলি-পুটে ঊচতুঃ। ৯

নরশ্রেষ্ঠ ভৃগুমুনি এই কথা বললে দুই রাজকন্যা প্রসন্নচিত্তে করযোড়ে তাঁকে প্রসন্ন করে বললেন। ৯

একঃ কস্যাঃ সুতো ব্রহ্মন্ কা বহূন্ জনয়িষ্যতি।
শ্রোতুমিচ্ছাবহে ব্রহ্মন্ সত্যমস্তু বচস্তব ॥১০

অন্বয়ঃ ব্রহ্মন্! কস্যাঃ একঃ সুতঃ কা বহূন্ জনয়িষ্যতি! ব্রহ্মন্ (এতৎ) শ্রোতুম্ ইচ্ছাবহে, তব বচঃ সত্যম্ অস্তু। ১০

হে ব্রহ্মন্, আমাদের মধ্যে কার এক পুত্র এবং কার বহু পুত্র জন্মগ্রহণ করবে, একথা শুনতে আমাদের ইচ্ছে হচ্ছে। আপনার বাক্য যেন সফল হয়। ১০

তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা ভৃগুঃ পরমধার্মিকঃ।
উবাচ পরমাং বাণীং স্বচ্ছন্দোঽত্র বিধীয়তাম্ ॥১১
একো বংশকরো বাস্তু বহবো বা মহাবলাঃ।
কীর্তিমন্তো মহোৎসাহাঃ কা বা কং বরমিচ্ছতি ॥১২

অন্বয়ঃ তয়োঃ তৎ বচনং শ্রুত্বা পরমধার্মিকঃ ভৃগুঃ পরমাং বাণীম্ উবাচ—অত্র স্বচ্ছন্দঃ বিধীয়তাম্ একবংশকরঃ অস্তু বহবঃ বা মহাবলাঃ কীর্তিমন্তঃ মহোৎসাহাঃ কা বা কং বরম্ ইচ্ছতি। ১১-১২

তাঁদের কথা শুনে পরম ধার্মিক ভৃগু এই মহাবাণী উচ্চারণ করলেন—তোমাদের ইচ্ছেমতো বেছে নাও তোমাদের মধ্যে কে একমাত্র বংশধর পুত্র এবং কে বহুসংখ্যক মহাবলশালী কীর্তিমান ও উৎসাহসম্পন্ন পুত্র লাভ করতে চাও। ১১-১২

মুনেস্তু বচনং শ্রুত্বা কেশিনী রঘুনন্দন।
পুত্রং বংশকরং রাম জগ্রাহ নৃপসন্নিধৌ ॥১৩
ষষ্টিং পুত্রসহস্রাণি সুপর্ণভগিনী তদা।
মহোৎসাহান্ কীর্তিমন্তো জগ্রাহ সুমতিঃ সুতান্ ॥১৪

অন্বয়ঃ রঘুনন্দন রাম! মুনেঃ তু বচনং শ্রুত্বা কেশিনী নৃপসন্নিধৌ বংশকরং পুত্রং জগ্রাহ তদা সুপর্ণভগিনী সুমতিঃ ষষ্টিং পুত্রসহস্রাণি মহোৎসাহান্ কীর্তিমন্তঃ সুতান্ জগ্রাহ।

রঘুনন্দন রাম, মুনিবরের এই কথা শুনে কেশিনী রাজার সম্মুখেই একমাত্র বংশধর পুত্রের বর গ্রহণ করলেন, এবং গরুড়ভগিনী সুমতি ষাট হাজার উৎসাহসম্পন্ন ও কীর্তিমান পুত্রের বর গ্রহণ করলেন। ১৩-১৪

প্রদক্ষিণমৃষিং কৃত্বা শিরসাভিপ্রণম্য চ।
জগাম স্বপুরং রাজা সভার্যো রঘুনন্দন ॥১৫

অন্বয়ঃ রঘুনন্দন! রাজা সভার্যঃ তম্ ঋষিং প্রদক্ষিণং কৃত্বা শিরসা অভিপ্রণম্য (চ) স্বপুরং জগাম। ১৫

রঘুনন্দন, তখন রাজা ভার্যাদের সঙ্গে ঋষিকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করে নিজের পুরীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। ১৫

অথ কালে গতে তস্য জ্যেষ্ঠা পুত্রং ব্যজায়ত।
অসমঞ্জ ইতি খ্যাতং কেশিনী সগরাত্মজম্ ॥১৬

অন্বয়ঃ অথ কালে গতে তস্য জ্যেষ্ঠা (কেশিনী) অসমঞ্জ ইতি খ্যাতং সগরাত্মজং পুত্রং ব্যজায়ত। ১৬

কিছুকাল পরে তাঁর জ্যেষ্ঠা পত্নী কেশিনী অসমঞ্জ নামে সগরপুত্রের জন্ম দিলেন। ১৬

সুমতিস্তু নরব্যাঘ্র গর্ভতুম্বং ব্যজায়ত।
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি তুম্বভেদাদ্বিনিঃসৃতাঃ ॥১৭

অন্বয়ঃ নরব্যাঘ্র! সুমতিঃ তু গর্ভতুম্বং ব্যজায়ত। তুম্বভেদাৎ ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি বিনিঃসৃতাঃ। ১৭

হে নরব্যাঘ্র! সুমতির গর্ভ থেকে এক তুম্ব উৎপন্ন হল, এবং সেই তুম্ব ভেদ করলে তার থেকে ষাট হাজার পুত্র নির্গত হল। ১৭

ঘৃতপূর্ণেষু কুম্ভেষু ধাত্র্যস্তান্ সমবর্ধয়ন্।
কালেন মহতা সর্বে যৌবনং প্রতিপেদিরে ॥১৮

অন্বয়ঃ ধাত্র্যঃ তান্ ঘৃতপূর্ণেষু কুম্ভেষু সমবর্ধয়ন্। মহতা কালেন সর্বে যৌবনং প্রতিপেদিরে। ১৮

ধাত্রীরা তাদের ঘৃতপূর্ণ পাত্রের মধ্যে রেখে পালন করতে লাগল। যথাকালে তারা যৌবনপ্রাপ্ত হল। ১৮

অথ দীর্ঘেণ কালেন রূপযৌবনশালিনঃ।
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি সগরস্যাভবংস্তদা ॥১৯

অন্বয়ঃ অথ দীর্ঘেণ কালেন সগরস্য ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি তদা রূপযৌবনশালিনঃ অভবন্। ১৯

এইভাবে দীর্ঘকাল পরে সগরের ষাট হাজার পুত্র রূপযৌবনশালী হয়ে উঠল। ১৯

স চ জ্যেষ্ঠো নরশ্রেষ্ঠ সগরস্যাত্মসম্ভবঃ।
বালান্ গৃহীত্বা তু জলে সরয্বা রঘুনন্দন ॥
প্রক্ষিপ্য প্রাহসন্ নিত্যং মজ্জতস্তান্ নিরীক্ষ্য বৈ ॥২০

অন্বয়ঃ নরশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন সঃ চ জ্যেষ্ঠঃ সগরস্য আত্মসম্ভবঃ নিত্যং বালান্ গৃহীত্বা সরয্বা জলে তু প্রক্ষিপ্য মজ্জতঃ তান্ নিরীক্ষ্য প্রাহসন্। ২০

নরশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন, সগরের জ্যেষ্ঠপুত্র অসমঞ্জ বাল্যকালে প্রতিদিন শিশুদের সরযূর জলে নিক্ষেপ করত এবং তারা জলে নিমজ্জিত হচ্ছে দেখে হাসতে থাকত। ২০

এবং পাপসমাচারঃ সজ্জনপ্রতিবাধকঃ।
পৌরাণামহিতে যুক্তঃ পিত্রা নির্বাসিতঃ পুরাৎ ॥২১

অন্বয়ঃ এবং পাপসমাচারঃ সজ্জনপ্রতিবাধকঃ পৌরাণাম্ অহিতে যুক্তঃ পিত্রা পুরাৎ নির্বাসিতঃ। ২১

ক্রমে অসমঞ্জ পাপাচারী, সাধুদ্রোহী এবং পুরবাসীদের অহিতকারী হয়ে উঠলে পিতা তাকে পুরী থেকে নির্বাসিত করলেন। ২১

তস্য পুত্রোঽংশুমান্নাম অসমঞ্জস্য বীর্যবান্।
সম্মতঃ সর্বলোকস্য সর্বস্যাপি প্রিয়ংবদঃ ॥২২

অন্বয়ঃ তস্য অসমঞ্জস্য পুত্রঃ অংশুমান্ নাম বীর্যবান্ সর্বলোকস্য সম্মতঃ সর্বস্য অপি প্রিয়ংবদঃ। ২২

অসমঞ্জের পুত্রের নাম অংশুমান। তিনি বীর্যবান, সকলের প্রিয়পাত্র এবং সকলের নিকট প্রিয়ভাষী হয়ে উঠেছিলেন। ২২

ততঃ কালেন মহতা মতিঃ সমভিজায়ত।
সগরস্য নরশ্রেষ্ঠ যজেয়মিতি নিশ্চিতা ॥২৩
স কৃত্বা নিশ্চয়ং রাজা সোপাধ্যায়গণস্তদা।
যজ্ঞকর্মণি বেদজ্ঞো যষ্টুং সমুপচক্রমে ॥২৪

অন্বয়ঃ নরশ্রেষ্ঠ! ততঃ মহতা কালেন সগরস্য যজেয়ম্ ইতি নিশ্চিতা মতিঃ সমভিজায়ত। তদা নিশ্চয়ং কৃত্বা সঃ বেদজ্ঞঃ রাজা সোপাধ্যায়গণঃ যজ্ঞকর্মণি যষ্টুং সমুপচক্রমে। ২৩-২৪

হে নরশ্রেষ্ঠ, বহুদিন পরে সগর যজ্ঞ করার সিদ্ধান্ত করলেন। বেদজ্ঞ রাজা সগর এই সিদ্ধান্ত করে উপাধ্যায়দের সঙ্গে যজ্ঞ করার উপক্রম করলেন। ২৩-২৪

অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত

একোনচত্বারিংশ সর্গ

সগরপুত্রৈর্যজ্ঞিয়াশ্বান্বেষণম্

(সগরের পুত্রদের যজ্ঞাশ্ব অন্বেষণ)

বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা কথান্তে রঘুনন্দনঃ।
উবাচ পরমপ্রীতো মুনিং দীপ্তামিবানলম্ ॥১
শ্রোতুমিচ্ছামি ভদ্রং তে বিস্তরেণ কথামিমাম্।
পূর্বজো মে কথং ব্রহ্মন্ যজ্ঞং বৈ সমুপাহরৎ ॥২

অন্বয়ঃ বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা কথান্তে রঘুনন্দনঃ পরমপ্রীতঃ অনলম্ ইব দীপ্তং মুনিম্ উবাচ—ব্রহ্মন্! ভদ্রং তে (ভবতু)। কথং মে পূর্বজঃ যজ্ঞং সমুপাহরৎ ইমাং কথাং বিস্তরেণ শ্রোতুম্ ইচ্ছামি। ১-২

বিশ্বামিত্রের কাহিনী শেষ হলে রাম পরমপ্রীত হয়ে সেই মুনিকে বললেন—হে ব্রাহ্মণ, আপনার মঙ্গল হোক। আমার পূর্বপুরুষ রাজা সগর কীভাবে যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন সে কথা বিস্তারিতভাবে শুনতে ইচ্ছা করি। ১-২

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা কৌতূহলসমন্বিতঃ।
বিশ্বামিত্রস্তু কাকুৎস্থমুবাচ প্রহসন্নিব ॥
শ্রূয়তাং বিস্তরো রাম সগরস্য মহাত্মনঃ ॥৩

অন্বয়ঃ তস্য তৎ বচনং শ্রুত্বা কৌতূহলসমন্বিতঃ বিশ্বামিত্রঃ তু প্রহসন্ ইব কাকুৎস্থম্ উবাচ—রাম! মহাত্মনঃ সগরস্য বিস্তরঃ শ্রূয়তাম্। ৩

সহাস্যে রামের কথা শুনে বিশ্বামিত্র কৌতূহলী হয়ে তাঁকে বললেন—রাম, মহাত্মা সগরের যজ্ঞের কথা বিস্তৃতভাবে বলছি শোনো। ৩

শংকরশ্বশুরো নাম্না হিমবানিতি বিশ্রুতঃ।
বিন্ধ্যপর্বতমাসাদ্য নিরীক্ষেতে পরস্পরম্ ॥৪

অন্বয়ঃ শংকরশ্বশুরঃ নাম্না হিমবান্ ইতি বিশ্রুতঃ বিন্ধ্যপর্বতম্ আসাদ্য পরস্পরং নিরীক্ষেতে। ৪

শংকরের শ্বশুর বিখ্যাত হিমালয়পর্বত বিন্ধ্যাপর্বতের বিপরীতে এলে (অর্থাৎ এই দুই পর্বত যেখানে বিপরীতে অবস্থিত সেখানে) এঁরা পরস্পরকে নিরীক্ষণ করতে থাকেন। ৪

তয়োর্মধ্যে সমভবদ্‌যজ্ঞঃ স পুরুষোত্তম।
স হি দেশো নরব্যাঘ্র প্রশস্তো যজ্ঞকর্মণি ॥৫

অন্বয়ঃ পুরুষোত্তম নরব্যাঘ্র! তয়োঃ মধ্যে সঃ যজ্ঞঃ সমভবৎ। সঃ দেশঃ যজ্ঞ-কর্মণি প্রশস্তঃ। ৫

পুরুষোত্তম নরব্যাঘ্র, সগরের যজ্ঞ এই দুই পর্বতের মধ্যবর্তী ভূভাগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই স্থানটি যজ্ঞকার্যের জন্যে প্রশস্ত বলে পরিগণিত। ৫

তস্যাশ্বচর্যাং কাকুৎস্থ দৃঢ়ধন্বা মহারথঃ।
অংশুমানকরোত্তাত সগরস্য মতে স্থিতঃ ॥৬

অন্বয়ঃ তাত কাকুৎস্থ! সগরস্য মতে স্থিতঃ দৃঢ়ধন্বা মহারথঃ অংশুমান্ তস্য অশ্বচর্যাম্ অকরোৎ। ৬

তাত রাম! মহা ধনুর্ধর মহারথ অংশুমান সগরের নির্দেশে সেই যজ্ঞের অশ্বের পরিচর্যার ভার গ্রহণ করেন। ৬

তস্য পর্বণি তং যজ্ঞং যজমানস্য বাসবঃ।
রাক্ষসীং তনুমাস্থায় যজ্ঞিয়াশ্বমপাহরৎ ॥৭

অন্বয়ঃ তং যজ্ঞং যজমানস্য তস্য পর্বণি রাক্ষসীং তনুম্ আস্থায় বাসবঃ যজ্ঞিয়ম্ অশ্বম্ অপাহরৎ। ৭

সগর সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে থাকলে পর্বদিনে দেবরাজ ইন্দ্র রাক্ষসের মূর্তি ধরে যজ্ঞের অশ্ব অপহরণ করেন। ৭

হ্রিয়মাণে তু কাকুৎস্থ তস্মিন্নশ্বে মহাত্মনঃ।
উপাধ্যায়গণাঃ সর্বে যজমানমথাব্রুবন্ ॥৮

অন্বয়ঃ কাকুৎস্থ! মহাত্মনঃ তস্মিন্ অশ্বে হ্রিয়মাণে তু সর্বে উপাধ্যায়গণাঃ যজমানম্ অথ অব্রুবন্। ৮

কাকুৎস্থ! মহাত্মা সাগরের যজ্ঞের অশ্বকে অপহৃত হতে দেখে উপাধ্যায়রা যজ্ঞ-কর্তাকে বললেন—। ৮

অয়ং পর্বণি বেগেন যজ্ঞিয়াশ্বোঽপনীয়তে।
হর্তারং জহি কাকুৎস্থ হয়শ্চৈবোপনীয়তাম্ ॥৯

অন্বয়ঃ কাকুৎস্থ! পর্বণি অয়ং যজ্ঞিয়াশ্বঃ বেগেন অপনীয়তে, হর্তারং জহি, হয়ঃ চ এব অপনীয়তাম্। ৯

পর্বদিনে এই যজ্ঞের অশ্ব বেগে অপহৃত হচ্ছে, সুতরাং আপনি অপহরণকারীকে পরাজিত করে অশ্বকে ফিরিয়ে আনুন। ৯

যজ্ঞচ্ছিদ্রং ভবত্যেতৎ সর্বেষামশিবায় নঃ।
তত্তথা ক্রিয়তাং রাজন্ যজ্ঞোঽচ্ছিদ্রঃ কৃতো ভবেৎ ॥১০

অন্বয়ঃ এতৎ যজ্ঞচ্ছিদ্রং সর্বেষাং নঃ অশিবায় ভবতি। তৎ রাজন্ তথা ক্রিয়তাং (যথা) যজ্ঞঃ অচ্ছিদ্রঃ কৃতঃ ভবেৎ। ১০

যজ্ঞের ত্রুটির ফলে আমাদের সকলের অমঙ্গল হবে, সুতরাং মহারাজ এমন কাজ করুন যাতে যজ্ঞ ত্রুটিহীন হয়। ১০

সোপাধ্যায়বচঃ শ্রুত্বা তস্মিন্ সদসি পার্থিবঃ।
ষষ্টিং পুত্রসহস্রাণি বাক্যমেতদুবাচ হ ॥১১

অন্বয়ঃ সোপাধ্যায়বচঃ শ্রুত্বা পার্থিবঃ তস্মিন্ সদসি ষষ্টিং পুত্রসহস্রাণি এতৎ বাক্যম্ উবাচ হ। ১১

উপাধ্যায়দের কথায় রাজা সভাস্থলে তাঁর ষাট হাজার পুত্রকে ডেকে বললেন—। ১১

গতিং পুত্রা ন পশ্যামি রক্ষসাং পুরুষর্ষভাঃ।

মন্ত্রপূতৈর্মহাভাগৈরাস্থিতোঽপি মহাক্রতুঃ ॥১২

অন্বয় : পুরুষর্ষভাঃ পুত্রাঃ! মহাক্রতুঃ মন্ত্রপূতৈঃ মহাভাগৈঃ আস্থিতঃ অপি রক্ষসাং গতিং ন পশ্যামি। ১২

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ পুত্রগণ, আমার এই মহাযজ্ঞ পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা অনুষ্ঠিত হলেও রাক্ষসরা এর বিঘ্ন করায় আমার সদ্‌গতির উপায় দেখতে পাচ্ছি না। ১২

তদ্‌গচ্ছথ বিচিন্বধ্বং পুত্রকা ভদ্রমস্তু বঃ।

সমুদ্রমালিনীং সর্বাং পৃথিবীমনুগচ্ছথ ॥১৩

একৈকং যোজনং পুত্রা বিস্তারমভিগচ্ছত ॥১৪

অন্বয় : পুত্রকাঃ! বঃ ভদ্রম্ অস্তু। তৎ বিচিন্বধ্বং গচ্ছথ সমুদ্রমালিনীং সর্বাং পৃথিবীম্ অনুগচ্ছথ। পুত্রাঃ! একৈকং যোজনং বিস্তারম্ অভিগচ্ছত। ১৩-১৪

পুত্রগণ, তোমাদের মঙ্গল হোক, তোমরা পথে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করতে করতে অগ্রসর হও। তোমরা সমুদ্রবেষ্টিত পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করে প্রত্যেকে এক-এক-যোজন-পরিমিত স্থান অনুসন্ধান করো। ১৩-১৪

যাবত্তুরগসন্দর্শস্তাবৎ খনত মেদিনীম্।

তমেব হয়হর্তারং মার্গমাণা মমাজ্ঞয়া ॥১৫

দীক্ষিতঃ পৌত্রসহিতঃ সোপাধ্যায়গণস্ত্বহম্।

ইহ স্থাস্যামি ভদ্রং বো যাবত্তুরগদর্শনম্ ॥১৬

অন্বয় : মম আজ্ঞয়া তম্ এব হয়হর্তারং মার্গমাণাঃ যাবৎ তুরগসন্দর্শঃ তাবৎ মেদিনীং খনত। অহং তু দীক্ষিতঃ পৌত্রসহিতঃ সোপাধ্যায়গণঃ যাবৎ তুরগদর্শনং (তাবৎ) ইহ স্থাস্যামি। ভদ্রং (ভবতু)। ১৫-১৬

আমার আদেশে তোমরা অশ্বের অপহরণকারীকে অনুসন্ধান করতে করতে যতক্ষণ না অশ্বের দর্শন পাও ততক্ষণ পৃথিবী খনন করতে থাকো; আমি দীক্ষা গ্রহণ করে পৌত্র অংশুমান ও উপাধ্যায়দের সঙ্গে যত দিন না অশ্বের দর্শন পাওয়া যায় ততদিন এখানে অবস্থান করব। তোমাদের মঙ্গল হোক। ১৫-১৬

তে সর্বে হৃষ্টমনসো রাজপুত্রা মহাবলাঃ।

জগ্মুর্মহীতলং রাম পিতুর্বচনযন্ত্রিতাঃ ॥১৭

অন্বয় : রাম ! তে সর্বে মহাবলাঃ রাজপুত্রাঃ হৃষ্টমনসঃ পিতুর্বচনযন্ত্রিতাঃ মহীতলং জগ্মতুঃ। ১৭

রাম ! তখন সেই মহাবলশালী রাজপুত্রেরা পিতার নির্দেশে হৃষ্টচিত্তে পৃথিবী পর্যটন করতে লাগলেন। ১৭

যোজনায়ামবিস্তারমেকৈকো ধরণীতলম্।
বিভিদুঃ পুরুষব্যাঘ্রা বজ্রস্পর্শসমৈর্ভুজৈঃ ॥১৮

অন্বয় : পুরুষব্যাঘ্রাঃ একৈকঃ যোজনায়ামবিস্তারং ধরণীতলং বজ্রস্পর্শসমৈঃ ভুজৈঃ বিভিদুঃ। ১৮

সেই নরশ্রেষ্ঠ রাজপুত্রেরা তাদের বজ্রকঠিন বাহুবলে প্রত্যেকে এক-এক বর্গ যোজনপরিমিত ভূমি খনন করতে লাগলেন। ১৮

শূলৈরশনিকল্পৈশ্চ হলৈশ্চাপি সুদারুণৈঃ।
ভিদ্যমানা বসুমতী ননাদ রঘুনন্দন ॥১৯

অন্বয় : রঘুনন্দন ! অশনিকল্পৈঃ শূলৈঃ সুদারুণৈঃ হলৈঃ চ ভিদ্যমানা বসুমতী ননাদ। ১৯

রঘুনন্দন ! সেই রাজপুত্রদের বজ্রতুল্য শূল এবং ভীষণ হলের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে বসুমতী আর্তনাদ করতে লাগলেন। ১৯

নাগানাং বধ্যমানানামসুরাণাং চ রাঘব।
রাক্ষসানাং দুরাধর্ষসত্ত্বানাং নিনদোঽভবৎ ॥২০

অন্বয় : রাঘব ! বধ্যমানানাং নাগানাম্ অসুরাণাং চ দুরাধর্ষসত্ত্বানাং রাক্ষসানাং নিনদঃ অভবৎ। ২০

রাঘব ! অসংখ্য নাগ, অসুর ও দুধর্ষ রাক্ষসদের আর্তনাদে চারদিক পূর্ণ হল। ২০

যোজনানাং সহস্রাণি ষষ্টিং তু রঘুনন্দন।
বিভিদুর্ধরণীং রাম রসাতলমনুত্তমম্ ॥২১

অন্বয় : রঘুনন্দন রাম ! (তে) যোজনানাং সহস্রাণি ষষ্টিং তু ধরণীম্ অনুত্তমং রসাতলং বিভিদুঃ। ২১

রঘুনন্দন রাম ! তারপর তাঁরা ষাট হাজার যোজন পৃথিবীপৃষ্ঠ ভেদ করে অত্যাশ্চর্য রসাতলে প্রবেশ করলেন। ২১

এবং পর্বতসম্বাধং জম্বুদ্বীপং নৃপাত্মজাঃ।
খনন্তো নৃপশার্দূল সর্বতঃ পরিচক্রমুঃ ॥২২

অন্বয়ঃ নৃপশার্দূল! নৃপাত্মজাঃ এবং পর্বতসম্বাধং জম্বুদ্বীপং খনন্তঃ সর্বতঃ পরিচক্রমুঃ। ২২

নৃপাশার্দূল, রাজপুত্রেরা এইভাবে পর্বতসংকুল জম্বুদ্বীপের সর্বত্র খনন করতে করতে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। ২২

ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সাসুরাঃ সহপন্নগাঃ।
সম্ভ্রান্তমনসঃ সর্বে পিতামহমুপাগমন্ ॥২৩

অন্বয়ঃ ততঃ দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সাসুরাঃ সহপন্নগাঃ সর্বে সম্ভ্রান্তমনসঃ পিতামহম্ উপাগমন্। ২৩

তখন দেবতারা, গন্ধর্ব, অসুর ও পন্নগেরা অত্যন্ত ভীত হয়ে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হলেন। ২৩

তে প্রসাদ্য মহাত্মানং বিষণ্ণবদনাস্তদা।
উচুঃ পরমসন্ত্রস্তাঃ পিতামহমিদং বচঃ ॥২৪

অন্বয়ঃ তদা তে মহাত্মানং পিতামহং প্রসাদ্য বিষণ্ণবদনাঃ পরমসন্ত্রস্তাঃ ইদং বচঃ উচুঃ। ২৪

তাঁরা মহাত্মা পিতামহকে প্রসন্ন করে বিষণ্ণবদনে ও অত্যন্ত ভীতচিত্তে বললেন—। ২৪

ভগবন্ পৃথিবী সর্বা খন্যতে সগরাত্মজৈঃ।
বহবশ্চ মহাত্মানো বধ্যন্তে জলচারিণঃ ॥২৫
অয়ং যজ্ঞহরোঽস্মাকমনেনাশ্বোঽপনীয়তে।
ইতি তে সর্বভূতানি হিংসন্তি সগরাত্মজাঃ ॥২৬

অন্বয়ঃ ভগবন্! সগরাত্মজৈঃ সর্বা পৃথিবী খন্যতে, বহবঃ চ মহাত্মানঃ জলচারিণঃ বধ্যন্তে। 'অয়ম্ অস্মাকং যজ্ঞহরঃ', 'অনেন অশ্বঃ অপনীয়তে' ইতি তে সগরাত্মজাঃ সর্বভূতানি হিংসন্তি। ২৫-২৬

ভগবন্, সাগরপুত্রেরা সমগ্র পৃথিবী খনন করছে এবং বহু মহাত্মা পুরুষ ও জলচর-দের হত্যা করছে। এই ব্যক্তিই আমাদের যজ্ঞের বিঘ্ন করেছে, এই ব্যক্তিই অশ্ব অপহরণ করেছে—এই বলে সগরপুত্রেরা সকল জীবকে নির্যাতন করছে। ২৫-২৬

একোনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত

চত্বারিংশ সর্গ

কপিলদর্শনম্

দেবতানাং বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ বৈ পিতামহঃ।
প্রত্যুবাচ সমস্তস্তান্ কৃতান্তবলমোহিতান্ ॥১

অন্বয়ঃ দেবতানাং বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ পিতামহঃ সমস্তঃ তান্ কৃতান্তবলমোহিতান্ (দেবান্) প্রত্যুবাচ। ১

দেবতাদের কথা শুনে ভগবান পিতামহ ব্রহ্মা সগরসন্তানদের সংহারক শক্তিতে মোহগ্রস্ত তাঁদের বললেন—। ১

যস্যেয়ং বসুধা কৃৎস্না বাসুদেবস্য ধীমতঃ।
মহিষী মাধবস্যৈষা স এব ভগবান্ প্রভুঃ ॥২
কাপিলং রূপমাস্থায় ধারয়ত্যনিশং ধরাম্।
তস্য কোপাগ্নিনা দগ্ধা ভবিষ্যন্তি নৃপাত্মজাঃ ॥৩

অন্বয়ঃ ইয়ং কৃৎস্না বসুধা যস্য ধীমতঃ বাসুদেবস্য মাধবস্য মহিষী সঃ এব ভগবান্ প্রভুঃ কাপিলং রূপম্ আস্থায় অনিশং ধরাং ধারয়তি। তস্য কোপাগ্নিনা নৃপাত্মজাঃ দগ্ধাঃ ভবিষ্যন্তি। ২-৩

এই পৃথিবী যে ধীমান বাসুদেব মাধবের মহিষী, সেই ভগবান প্রভু বিষ্ণু এখন কপিল রূপ ধারণ করে পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন। তাঁরই কোপাগ্নিতে সগর-রাজার তনয়েরা ভস্মীভূত হবে। ২-৩

পৃথিব্যাশ্চাপি নির্ভেদো দৃষ্টএব সনাতনঃ।
সগরস্য চ পুত্রাণাং বিনাশোঽদীর্ঘজীবিনাম্ ॥৪

অন্বয়ঃ পৃথিব্যাঃ চ নির্ভেদঃ অদীর্ঘজীবিনাং সগরস্য পুত্রাণাং বিনাশঃ অপি দৃষ্টঃ এব সনাতনঃ। ৪

সগরপুত্রদের দ্বারা এই ভাবে পৃথিবী বিদারণ এবং অল্পজীবী সগরপুত্রদের বিনাশ, উভয়ই অভিপ্রেত ও অবশ্যম্ভাবী। ৪

পিতামহবচঃ শ্রুত্বা ত্রয়স্ত্রিংশদরিন্দমাঃ।
দেবাঃ পরমসংহৃষ্টাঃ পুনর্জগ্মুর্যথাগতম্ ॥৫

অন্বয়ঃ পিতামহবচঃ শ্রুত্বা ত্রয়স্ত্রিংশৎ অরিন্দমাঃ দেবাঃ পরমসংহৃষ্টাঃ পুনঃ যথাগতম্ জগ্মুঃ। ৫

পিতামহ ব্রহ্মার কথা শুনে সেই তেত্রিশ জন[২] অরিন্দম দেবতা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করলেন। ৫

সগরস্য চ পুত্রাণাং প্রাদুরাসীন্মহাস্বনঃ।
পৃথিব্যাং ভিদ্যমানায়াং নির্ঘাতসমনিঃস্বনঃ ॥৬

অন্বয়ঃ সগরস্য পুত্রাণাং পৃথিব্যাং ভিদ্যমানায়াং নির্ঘাতসমনিঃস্বনঃ মহাস্বনঃ প্রাদুরাসীৎ। ৬

এদিকে সগরপুত্রদের পৃথিবী খননের সময় বজ্রনির্ঘোষের মতো মহাশব্দ উত্থিত হল। ৬

ততো ভিত্ত্বা মহীং সর্বাং কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।
সহিতাঃ সাগরাঃ সর্বে পিতরং বাক্যমব্রুবন্ ॥৭

অন্বয়ঃ ততঃ সর্বে সাগরাঃ সর্বাং মহীং ভিত্ত্বা প্রদক্ষিণং চ অপি কৃত্বা সহিতাঃ পিতরং বাক্যম্ অব্রুবন্। ৭

তারপর সগরপুত্রেরা সমগ্র পৃথিবী খনন এবং পর্যটন করার পর একত্রে মিলিত হয়ে পিতাকে বললেন—। ৭

পরিক্রান্তা মহী সর্বা সত্ত্ববন্তশ্চ সূদিতাঃ।
দেবদানবরক্ষাংসি পিশাচোরগপন্নগাঃ ॥৮
ন চ পশ্যামহেঽশ্বং তে অশ্বহর্তারমেব চ।
কিং করিষ্যাম ভদ্রং তে বুদ্ধিরত্র বিচার্যতাম্ ॥৯

অন্বয়ঃ (অস্মাভিঃ) সর্বা মহী পরিক্রান্তা দেবদানবরাক্ষাংসি পিশাচোরগপন্নগাঃ সত্ত্ববন্তঃ চ সূদিতাঃ।[১] (বয়ং) তে অশ্বম্ অশ্বহর্তারম্ এব চ ন পশ্যামহে। (বয়ং) কিং করিষ্যামঃ অত্র বুদ্ধিঃ বিচার্যতাম্। ভদ্রং তে (ভবতু)। ৮-৯

আমরা সমস্ত পৃথিবী পরিক্রমণ করেছি, এবং দেব, দানব, রাক্ষস, পিশাচ, উরগ, পন্নগ প্রভৃতি প্রাণীদের নির্যাতন করেছি, কিন্তু কোথাও অশ্ব অথবা অশ্বের অপহরণকারীকে দেখতে পাই নি। এখন আমরা কী করব তা নির্ধারণ করুন। আপনার মঙ্গল হোক। ৮-৯

তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা পুত্রাণাং রাজসত্তমঃ।
সমন্যুরব্রবীদ্বাক্যং সগরো রঘুনন্দন ॥১০

অন্বয়ঃ রঘুনন্দন! তেষাং পুত্রাণাং তৎ বচনং শ্রুত্বা রাজসত্তমঃ সগরঃ সমন্যুঃ বাক্যম্ অব্রবীৎ। ১০

রঘুনন্দন, পুত্রদের কথা শুনে রাজেন্দ্র সগর সক্রোধে তাঁদের বললেন—। ১০

ভূয়ঃ খনত ভদ্রং বো বিভেদ্য বসুধাতলম্।
অশ্বহর্তারমাসাদ্য কৃতার্থাশ্চ নিবর্তথ ॥১১

অন্বয়ঃ ভূয়ঃ বসুধাতলং বিভেদ্য খনত, অশ্বহর্তারম্ আসাদ্য কৃতার্থাঃ চ নিবর্তথ। ভদ্রং বঃ (ভবতু)। ১১

তোমরা পুনরায় ধরাতল বিদীর্ণ করে খনন আরম্ভ করো, এবং অশ্বের অপহরণ-কারীকে বন্দী করে কৃতকার্য হয়ে ফিরে এসো। তোমাদের মঙ্গল হোক। ১১

পিতুর্বচনমাসাদ্য সগরস্য মহাত্মনঃ।
ষষ্টিপুত্রসহস্রাণি রসাতলমভিদ্রবন্ ॥১২

অন্বয়ঃ পিতুঃ বচনম্ আসাদ্য মহাত্মনঃ সগরস্য ষষ্টিপুত্রসহস্রাণি রসাতলম্ অভিদ্রবন্। ১২

পিতার আদেশে মহাত্মা সগরের ষাট হাজার পুত্র পুনরায় রসাতল অভিমুখে ধাবিত হলেন। ১২

খন্যমানে ততস্তস্মিন্ দদৃশুঃ পর্বতোপমম্।
দিশাগজং বিরূপাক্ষং ধারয়ন্তং মহীতলম্ ॥১৩

অন্বয়ঃ ততঃ তস্মিন্ খন্যমানে মহীতলং ধারয়ন্তং পর্বতোপমং দিশাগজং বিরূপাক্ষং দদৃশুঃ। ১৩

রসাতল খনন করার সময় তাঁরা বিরূপাক্ষ নামে এক পর্বতাকার দিগ্‌গজকে দেখতে পেলেন, তিনি পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন। ১৩

সপর্বতবনাং কৃৎস্নাং পৃথিবীং রঘুনন্দন।
ধারয়ামাস শিরসা বিরূপাক্ষো মহাগজঃ ॥১৪

অন্বয়ঃ রঘুনন্দন! মহাগজঃ বিরূপাক্ষঃ সপর্বতবনাং কৃৎস্নাং পৃথিবীং শিরসা ধারয়ামাস। ১৪

রঘুনন্দন, সেই মহাগজ বিরূপাক্ষ পর্বতবনসমন্বিত সমগ্র পৃথিবীকে মস্তকে ধারণ করে আছেন। ১৪

যদা পর্বণি কাকুৎস্থ বিশ্রমার্থং মহাগজঃ।

খেদাচ্চালয়তে শীর্ষং ভূমিকম্পস্তদা ভবেৎ ॥১৫

অন্বয়ঃ কাকুৎস্থ! যদা পর্বণি মহাগজঃ খেদাৎ বিশ্রমার্থং শীর্ষং চালয়তে তদা ভূমিকম্পঃ ভবেৎ। ১৫

হে কাকুৎস্থ, মহাগজ বিরূপাক্ষ যখন মধ্যে মধ্যে পরিশ্রান্ত হয়ে বিশ্রামের জন্যে মস্তক চালনা করেন, তখন ভূমিকম্প হয়। ১৫

তে তং প্রদক্ষিণং কৃত্বা দিশাপালং মহাগজম্।

মানয়ন্তো হি তে রাম জগ্মুর্ভিত্ত্বা রসাতলম্ ॥১৬

অন্বয়ঃ রাম! তে তং দিশাপালং মহাগজং প্রদক্ষিণং কৃত্বা মানয়ন্তঃ রসাতলং ভিত্ত্বা জগ্মুঃ। ১৬

রাম, তাঁরা সেই দিক্‌পাল মহাগজকে প্রদক্ষিণ ও সম্মান প্রদর্শন করে পুনরায় রসাতল ভেদ করে অগ্রসর হলেন। ১৬

ততঃ পূর্বাং দিশং ভিত্ত্বা দক্ষিণাং বিভিদুঃ পুনঃ।

দক্ষিণস্যামপি দিশি দদৃশুস্তে মহাগজম্ ॥১৭

মহাপদ্মং মহাত্মানং সুমহৎপর্বতোপমম্।

শিরসা ধারয়ন্তং গাং বিস্ময়ং জগ্মুরুত্তমম্ ॥১৮

অন্বয়ঃ ততঃ তে পূর্বাং দিশং ভিত্ত্বা পুনঃ দক্ষিণাং বিভিদুঃ, দক্ষিণস্যাম্ অপি দিশি সুমহৎপর্বতোপমং শিরসা গাং ধারয়ন্তং মহাত্মানং মহাগজং মহাপদ্মং দদৃশুঃ, উত্তমং বিস্ময়ং জগ্মুঃ। ১৭-১৮

তারপর তাঁরা পূর্বদিক খনন করার পর পুনরায় দক্ষিণ দিক খনন করতে আরম্ভ করলেন। দক্ষিণদিকে, তাঁরা মহাপদ্ম নামে বিশাল পর্বতের মতো এক মহাগজকে দেখতে পেলেন। এই মহাত্মাও মস্তকে পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন। তাঁকে দেখে তাঁরা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। ১৭-১৮

তে তাং প্রদক্ষিণং কৃত্বা সগরস্য মহাত্মনঃ।

ষষ্টিপুত্রসহস্রাণি পশ্চিমাং বিভিদুর্দিশম্ ॥১৯

অন্বয়ঃ তে মহাত্মনঃ সগরস্য ষষ্টিপুত্রসহস্রাণি তং প্রদক্ষিণং কৃত্বা পশ্চিমাং দিশং বিভিদুঃ। ১৯

মহাত্মা সগরের ষাট হাজার পুত্র সেই মহাগজকে প্রদক্ষিণ করে পশ্চিম দিক খনন করতে আরম্ভ করলেন। ১৯

পশ্চিমায়ামপি দিশি মহান্তমচলোপমম্।
দিশাগজং সৌমনসং দদৃশুস্তে মহাবলাঃ ॥২০

অন্বয়ঃ তে মহাবলাঃ পশ্চিমায়াম্ অপি দিশি অচলোপমং মহান্তং দিশাগজং সৌমনসং দদৃশুঃ। ২০

মহাবল সগরপুত্রেরা পশ্চিম দিকেও এক পর্বতাকার দিগ্‌গজকে দেখতে পেলেন। এই মহাত্মার নাম সৌমনস। ২০

তে তং প্রদক্ষিণং কৃত্বা পৃষ্ট্বা চাপি নিরাময়ম্।
খনন্তঃ সমুপাক্রান্তা দিশং হৈমবতীং তদা ২১

অন্বয়ঃ তে তদা তং প্রদক্ষিণং কৃত্বা নিরাময়ং চ অপি পৃষ্ট্বা খনন্তঃ হৈমবতীং দিশং সমুপাক্রান্তাঃ। ২১

তাঁরা তাঁকে প্রদক্ষিণ করে এবং তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করে খনন করতে করতে উত্তর দিকে অগ্রসর হলেন। ২১

উত্তরস্যাং রঘুশ্রেষ্ঠ দদৃশুর্হিমপাণ্ডুরম্।
ভদ্রং ভদ্রেণ বপুষা ধারয়ন্তং মহীমিমাম্ ॥২২

অন্বয়ঃ রঘুশ্রেষ্ঠ! (তে) উত্তরস্যাং হিমপাণ্ডুরং ভদ্রেণ বপুষা ইমাং মহীং ধারয়ন্তং ভদ্রং দদৃশুঃ। ২২

রঘুশ্রেষ্ঠ, উত্তরদিকে তাঁরা ভদ্রনামে এক দিগ্‌গজকে দেখতে পেলেন। ইনিও তুষারধবল মনোহর শরীরে পৃথিবী ধারণ করে আছেন। ২২

সমালভ্য ততঃ সর্বে কৃত্বা চৈনং প্রদক্ষিণম্।
ষষ্টিপুত্রসহস্রাণি বিভিদুর্বসুধাতলম্ ॥২৩

অন্বয়ঃ ততঃ সর্বে ষষ্টিপুত্রসহস্রাণি এনং সমালভ্য প্রদক্ষিণং (চ) কৃত্বা বসুধাতলং বিভিদুঃ। ২৩

তখন সগরের ষাট হাজার পুত্র তাঁকে স্পর্শ ও প্রদক্ষিণ করে পুনরায় খনন করতে লাগলেন। ২৩

ততঃ প্রাগুত্তরাং গত্বা সাগরাঃ প্রথিতাং দিশম্।
রোষাদভ্যখনন্ সর্বে পৃথিবীং সাগরাত্মজাঃ ॥২৪

অন্বয়ঃ ততঃ সর্বে সাগরাত্মজাঃ প্রাগুত্তরাং প্রথিতাং দিশম্ গত্বা রোষাৎ পৃথিবীম্ অভ্যখনন্। ২৪

তারপর সগর পুত্রেরা উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে ক্রোধভরে পৃথিবী খনন করতে লাগলেন। ২৪

তে তু সর্বে মহাত্মানো ভীমবেগা মহাবলাঃ।
দদৃশুঃ কপিলং তত্র বাসুদেবং সনাতনম্ ॥২৫

অন্বয়: তে সর্বে মহাত্মানঃ ভীমবেগাঃ মহাবলাঃ তত্র সনাতনং বাসুদেবং কপিলং দদৃশুঃ। ২৫

অবশেষে সেই মহাত্মা মহাবল কুমারেরা ভীমবেগে অগ্রসর হয়ে সনাতন বাসুদেব-স্বরূপ কপিলকে দেখতে পেলেন। ২৫

হয়ং চ তস্য দেবস্য চরন্তমবিদূরতঃ।
প্রহর্ষমতুলং প্রাপ্তাঃ সর্বে তে রঘুনন্দন ॥২৬

অন্বয়: রঘুনন্দন! তস্য দেবস্য অবিদূরতঃ চরন্তং হয়ং (দৃষ্ট্বা) তে সর্বে অতুলং প্রহর্ষং প্রাপ্তাঃ। ২৬

কপিলদেবের অদূরে যজ্ঞের অশ্বটিকে বিচরণ করতে দেখে তাঁরা অত্যন্ত আনন্দলাভ করলেন। ২৬

তে তং হয়হরং জ্ঞাত্বা ক্রোধপর্যাকুলেক্ষণাঃ।
খনিত্রলাঙ্গলধরা নানাবৃক্ষশিলাধরাঃ ॥
অভ্যধাবন্ত সংক্রুদ্ধাস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রুবন্ ॥২৭
অস্মাকং ত্বং হি তুরগং যজ্ঞিয়ং হৃতবানসি।
দুর্মেধস্ত্বং হি সম্প্রাপ্তান্ বিদ্ধি নঃ সগরাত্মজান্ ॥২৮

অন্বয়: তে তং হয়হরং জ্ঞাত্বা ক্রোধপর্যাকুলেক্ষণাঃ খনিত্রলাঙ্গলধরাঃ নানা-বৃক্ষশিলাধরাঃ সংক্রুদ্ধাঃ অভ্যধাবন্ত তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইতি চ অব্রুবন্—ত্বং হি অস্মাকম্ যজ্ঞিয়ম্ অশ্বং হৃতবান্ অসি। দুর্মেধঃ ত্বং নঃ সগরাত্মজান্ সম্প্রাপ্তান্ বিদ্ধি। ২৭-২৮

তাঁরা কপিলকে অশ্বহরণকারী স্থির করে ক্রোধব্যাকুলনেত্রে অসংখ্য খনিত্র, লাঙল, বৃক্ষ ও শিলা প্রভৃতি নিয়ে তাঁর দিকে ধাবমান হলেন এবং বলতে লাগলেন—দাঁড়া, দাঁড়া তুইই আমাদের যজ্ঞের অশ্ব অপহরণ করেছিস্। ওরে দুর্মতি, জেনে রাখ তুই সগর পুত্রদের হাতে পড়েছিস। ২৭-২৮

শ্রুত্বা তদ্বচনং তেষাং কপিলো রঘুনন্দন।
রোষেণ মহতাবিষ্টো হুংকারমকরোত্তদা ॥২৯

ততস্তেনাপ্রমেয়েণ কপিলেন মহাত্মনা।
ভস্মরাশীকৃতাঃ সর্বে কাকুৎস্থ সগরাত্মজাঃ ॥৩০

অন্বয়ঃ রঘুনন্দন! তেষাং তৎ বচনং শ্রুত্বা কপিলঃ মহতা রোষেণ বিষ্টঃ তদা হুংকারম্ অকরোৎ। কাকুৎস্থ! ততঃ তেন অপ্রমেয়েণ মহাত্মনা কপিলেন সর্বে সগরাত্মজাঃ ভস্মরাশীকৃতাঃ। ২৯-৩০

তাদের কথা শুনে কপিল মহাক্রোধে আবিষ্ট হয়ে হুংকার দিয়ে উঠলেন। তারপর সেই অমিতপ্রভাব মহাত্মা কপিলের রোষে সমস্ত সগরসন্তান ভস্মরাশিতে পরিণত হলেন। ২৯-৩০

চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত

একচত্বারিংশ সর্গ

* *

সগরযজ্ঞসমাপ্তিঃ

পুত্রাংশ্চিরগতান্ জ্ঞাত্বা সগরো রঘুনন্দন।
নপ্তারমব্রবীদ্ রাজা দীপ্যমানং স্বতেজসা ॥১

অন্বয়ঃ রঘুনন্দন! পুত্রান্ চিরগতান্ জ্ঞাত্বা রাজা সগরঃ স্বতেজসা দীপ্যমানং নপ্তারম্ অব্রবীৎ। ১

হে রঘুনন্দন, এদিকে রাজা সগর তাঁর পুত্রেরা বহুদিন গত হলেও প্রত্যাবর্তন করছেন না দেখে তাঁর তেজোদীপ্ত দৌহিত্রকে (অংশুমানকে) বললেন—। ১

শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ পূর্বৈস্তুল্যোঽসি তেজসা।
পিতৄণাং গতিমন্বিচ্ছ যেন চাশ্বোঽপবাহিতঃ ॥২

অন্বয়ঃ (ত্বং) শূরঃ চ কৃতবিদ্যঃ চ তেজসা পূর্বৈঃ তুল্যঃ অসি। পিতৄণাং চ যেন অশ্বঃ অপবাহিতঃ (তস্য) গতিম্ অন্বিচ্ছ। ২

অংশুমান, তুমি বীর, কৃতবিদ্য এবং তোমার পূর্বপুরুষদের মতো তেজস্বী হয়েছ। এখন তোমার পিতৃব্যগণ এবং অশ্ব-অপহরণকারীর অনুসন্ধান করো। ২

অন্তর্ভৌমানি সত্ত্বানি বীর্যবন্তি মহান্তি চ।
তেষাং তু প্রতিঘাতার্থং সাসিং গৃহ্ণীষ কার্মুকম্ ॥৩

অন্বয়: বীর্যবন্তি মহান্তি চ অন্তর্ভৌমানি সত্ত্বানি, তেষাং তু প্রতিঘাতার্থং সাসিং কার্মুকং গৃহ্ণীষ। ৩

ভূগর্ভে বিশাল বীর্যবান সব প্রাণী আছে, তাদের সংহার করার জন্যে অসি ও শরাসন গ্রহণ করো। ৩

অভিবাদ্যাভিবাদ্যাংস্ত্বং হত্বা বিঘ্নকরানপি।
সিদ্ধার্থঃ সন্নিবর্তস্ব মম যজ্ঞস্য পারগঃ ॥৪

অন্বয়: ত্বম্ অভিবাদ্যান্ অভিবাদ্য বিঘ্নকরান্ অপি হত্বা সিদ্ধার্থঃ সন্নিবর্তস্ব, মম যজ্ঞস্য (চ) পারগঃ (ভব)। ৪

যাঁরা পূজ্য তাঁদের অভিবাদন করবে এবং যাঁরা বিঘ্ন উৎপাদন করবে তাঁদের হত্যা করবে। তারপর কৃতকার্য হয়ে ফিরে আসবে এবং আমার যজ্ঞ সফল করবে। ৪

এবমুক্তোংঽশুমান্ সম্যক্ সগরেণ মহাত্মনা।
ধনুরাদায় খড়্গং চ জগাম লঘুবিক্রমঃ ॥৫

অন্বয়: মহাত্মা সগরেণ এবং সম্যক্ উক্তঃ অংশুমান্ ধনুঃ খড়্গং চ আদায় লঘুবিক্রমঃ জগাম। ৫

মহাত্মা সগর সম্যক্‌ভাবে এই নির্দেশ দিলে অংশুমান ধনু ও খড়্গ নিয়ে দ্রুতবেগে যাত্রা করলেন। ৫

স খাতং পিতৃভির্মার্গমন্তর্ভৌমং মহাত্মভিঃ
প্রাপদ্যত নরশ্রেষ্ঠ তেন রাজ্ঞাভিচোদিতঃ ॥৬

অন্বয়: নরশ্রেষ্ঠ! তেন রাজ্ঞা অভিচোদিতঃ সঃ মহাত্মভিঃ পিতৃভিঃ খাতম্ অন্তর্ভৌমং মার্গং প্রাপদ্যত। ৬

হে নরশ্রেষ্ঠ, রাজা সগর কর্তৃক প্রেরিত হয়ে চলতে চলতে অংশুমান তাঁর পিতৃব্যদের খনিত ভূগর্ভপথ দেখতে পেলেন। ৬

দেবদানবরক্ষোভিঃ পিশাচপতগোরগৈঃ।
পূজ্যমানং মহাতেজা দিশাগজমপশ্যত ॥৭

অন্বয় : মহাতেজাঃ (অংশুমান্) দেবদানবরক্ষোভিঃ পিশাচপতগোরগৈঃ পূজ্যমানং দিশাগজম্ অপশ্যত। ৭

মহাতেজস্বী অংশুমান একস্থানে দেখতে পেলেন যে এক দিগ্‌গজকে দেব, দানব, রাক্ষস, পিশাচ, পক্ষী ও উরগেরা পূজা করছেন। ৭

স তং প্রদক্ষিণং কৃত্বা পৃষ্ট্বা চৈব নিরাময়ম্।
পিতৄন স পরিপপ্রচ্ছ বাজিহর্তারমেব চ ॥৮

অন্বয় : স তং প্রদক্ষিণং কৃত্বা নিরাময়ং চ এব পৃষ্ট্বা পিতৄন্ বাজিহর্তারম্ এব চ পরিপপ্রচ্ছ। ৮

তিনি প্রথমে সেই দিগ্‌গজকে প্রদক্ষিণ করে তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন এবং তারপর পিতৃব্যদেব এবং অপহরণকারীর সন্ধান জিজ্ঞাসা করলেন ৮

দিশাগজস্তু তচ্ছ্রুত্বা প্রত্যুবাচ মহামতিঃ।
আসমঞ্জ কৃতার্থস্ত্বং সহাশ্বঃ শীঘ্রমেষ্যসি ॥৯

অন্বয় : তচ্ছ্রুত্বা মহামতিঃ দিশাগজঃ তু প্রত্যুবাচ—আসমঞ্জ! ত্বং কৃতার্থঃ সহাশ্বঃ শীঘ্রম্ এষ্যসি। ৯

তাঁর কথা শুনে সেই মহামতি দিগ্‌গজ উত্তর দিলেন—হে অসমঞ্জপুত্র, তুমি শীঘ্রই কৃতকার্য হয়ে অশ্বের সঙ্গে ফিরে আসবে। ৯

তস্য তদ্‌বচনং শ্রুত্বা সর্বানেব দিশাগজান্।
যথাক্রমং যথান্যায়ং প্রষ্টুং সমুপচক্রমে ॥১০

অন্বয় : (সঃ) তস্য তৎ বচনং শ্রুত্বা সর্বান্ এব দিশাগজান্ যথাক্রমং যথান্যায়ং প্রষ্টুং সমুপচক্রমে। ১০

তাঁর কথা শুনে অংশুমান অন্যান্য দিগ্‌গজদের ও যথাক্রমে যথাবিধি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। ১০

তৈশ্চ সর্বৈর্দিশাপালৈর্বাক্যজ্ঞৈর্বাক্যকোবিদৈঃ।
পূজিতঃ সহয়শ্চৈবাগন্তাসীত্যভিচোদিতঃ ॥১১

অন্বয় : তৈঃ সর্বৈঃ বাক্যজ্ঞৈঃ বাক্যকোবিদৈঃ দিশাপালৈঃ পূজিতঃ (সঃ) সহয়ঃ চ এব আগন্তাসি ইতি অভিচোদিতঃ। ১১

সেই বাক্যবিশারদ দিক্‌পালরাও তাঁকে অভ্যর্থনা করে বললেন—তুমি অশ্ব নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে।১১

তেষাং তদ্‌বচনং শ্রুত্বা জগাম লঘুবিক্রমঃ।
ভস্মরাশীকৃতা যত্র পিতরস্তস্য সাগরাঃ ॥১২

অন্বয় : তেষাং তৎ বচনং শ্রুত্বা (সঃ) লঘুবিক্রমঃ জগাম যত্র তস্য সাগরাঃ পিতরঃ ভস্মরাশীকৃতাঃ। ১২

তাঁদের কথা শুনে অংশুমান দ্রুতবেগে অগ্রসর হলেন, এবং যেখানে তাঁর পিতৃব্য সগরপুত্রেরা ভস্মরাশিতে পরিণত হয়েছিলেন সেখানে উপস্থিত হলেন। ১২

স দুঃখবশমাপন্নস্ত্বসমঞ্জসুতস্তদা।
চুক্রোশ পরমার্তস্তু বধাত্তেষাং সুদুঃখিতঃ ॥১৩

অন্বয় : সঃ অসমঞ্জসুতঃ তু তদা তেষাং বধাৎ দুঃখবশম্ আপন্নঃ পরমার্তঃ তু সুদুঃখিতঃ চুক্রোশ। ১৩

অসমঞ্জপুত্র অংশুমান পিতৃব্যদের বিনাশে দুঃখ ও শোকগ্রস্ত হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। ১৩

যজ্ঞীয়ং চ হয়ং তত্র চরন্তমবিদূরতঃ।
দদর্শ পুরুষব্যাঘ্রো দুঃখশোকসমন্বিতঃ ॥১৪

অন্বয় : পুরুষব্যাঘ্রঃ তত্র দুঃখশোকসমন্বিতঃ যজ্ঞিয়ং হয়ম্ অবিদূরতঃ চরন্তং দদর্শ। ১৪

পুরুষশ্রেষ্ঠ অংশুমান যখন শোক করছিলেন, তখন তিনি দেখতে পেলেন যজ্ঞের অশ্বটি অদূরে বিচরণ করছে। ১৪

স তেষাং রাজপুত্রাণাং কর্তুকামো জলক্রিয়াম্।
স জলার্থী মহাতেজা ন চাপশ্যজ্জলাশয়ম্ ॥ ৫

অন্বয় : সঃ মহাতেজাঃ তেষাং রাজপুত্রাণাং জলক্রিয়াং কর্তুকামঃ জলার্থী চ জলাশয়ং ন চ অপশ্যৎ। ১৫

অংশুমান তখন সগররাজপুত্রদের জলতর্পণ করার জন্যে জলের অনুসন্ধান করলেন, কিন্তু কোনো জলাশয় দেখতে পেলেন না। ১৫

বিসার্য নিপুণাং দৃষ্টিং ততোঽপশ্যৎ খগাধিপম্।
পিতৄণাং মাতুলং রাম সুপর্ণমনিলোপমম্ ॥১৬

অন্বয় : রাম। ততঃ (সঃ) নিপুণাং দৃষ্টিং বিসার্য পিতৄণাং মাতুলম্ অনিলোপমং খগাধিপং সুপর্ণম্ অপশ্যৎ। ১৬

এমন সময়ে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে তাঁর পিতৃব্যদের মাতুল বায়ুবেগগামী বিহগরাজ গরুড়কে দেখতে পেলেন। ১৬

স চৈনমব্রবীদ্‌বাক্যং বৈনতেয়ো মহাবলঃ।

মা শুচঃ পুরুষব্যাঘ্র বধোঽয়ং লোকসম্মতঃ॥১৭

অন্বয়: সঃ চ মহাবলঃ বৈনতেয়ঃ এনং বাক্যম্ অব্রবীৎ—পুরুষব্যাঘ্র! মা শুচঃ, অয়ং বধঃ লোকসম্মতঃ। ১৭

মহাবল বিনতানন্দন গরুড় তখন তাঁকে বললেন—

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, শোক কোরো না, তোমার পিতৃব্যদের বিনাশ পৃথিবীর মঙ্গলের কারণ হবে। ১৭

কপিলেনাপ্রমেয়েণ দগ্ধা হীমে মহাবলাঃ।

সলিলং নার্হসে প্রাজ্ঞ দাতুমেষাং হি লৌকিকম্॥১৮

অন্বয়: প্রাজ্ঞ! ইমে মহাবলাঃ অপ্রমেয়েণ কপিলেন হি দগ্ধাঃ। এষাং লৌকিকং সলিলং দাতুং ন অর্হসে। ১৮

হে প্রাজ্ঞ, এই মহাবল সগরপুত্রেরা অমিতপ্রভাব কপিলের দ্বারা ভস্মীভূত হয়েছে, এদের লৌকিক সলিল দ্বারা তর্পণ করা উচিত হবে না। ১৮

গঙ্গা হিমবতো জ্যেষ্ঠা দুহিতা পুরুষর্ষভ।

তস্যাং কুরু মহাবাহো পিতৄণাং সলিলক্রিয়াম্॥১৯

অন্বয়: মহাবাহো পুরুষর্ষভ! হিমবতঃ জ্যেষ্ঠা দুহিতা গঙ্গা তস্যাং পিতৄণাং সলিলক্রিয়াং কুরু। ১৯

হে মহাবাহু পুরুষশ্রেষ্ঠ, হিমালয়ের জ্যেষ্ঠ কন্যা গঙ্গা, তুমি সেই গঙ্গার জলে তোমার পিতৃব্যদের তর্পণ করো। ১৯

ভস্মরাশীকৃতানেতান্ প্লাবয়েল্লোকপাবনী।

তয়া ক্লিন্নমিদং ভস্ম গঙ্গয়া লোককান্তয়া॥

ষষ্টিং পুত্রসহস্রাণি স্বর্গলোকং গমিষ্যতি॥২০

অন্বয়: লোকপাবনী এতান্ ভস্মরাশীকৃতান্ প্লাবয়েৎ। তয়া লোককান্তয়া গঙ্গয়া ক্লিন্নম্ ইদং ভস্ম ষষ্টিং পুত্রসহস্রাণি স্বর্গলোকং গমিষ্যতি। ২০

লোকপাবনী গঙ্গা তাঁদের ভস্মীভূত দেহাবশেষকে প্লাবিত করবেন। সেই লোকরঞ্জিনী গঙ্গা তাঁদের ভস্মরাশি প্লাবিত করলে ষাট হাজার সগরপুত্র স্বর্গলোকে গমন করবেন। ২০

নির্গচ্ছাশ্বং মহাভাগ সংগৃহ্য পুরুষর্ষভ।
যজ্ঞং পৈতামহং বীর নির্বর্তয়িতুমর্হসি ॥২১

অন্বয়: মহাভাগ! পুরুষর্ষভ বীর অশ্বং সংগৃহ্য নির্গচ্ছ পৈতামহং যজ্ঞং নির্বর্তয়িতুম্ অর্হসি। ২১

হে মহাভাগ পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর, তুমি অশ্বটি নিয়ে ফিরে যাও এবং তোমার পিতামহের যজ্ঞ সম্পন্ন করো। ২১

সুপর্ণবচনং শ্রুত্বা সোঽংশুমানতিবীর্যবান্।
ত্বরিতং হয়মাদায় পুনরায়ান্মহাযশাঃ ॥২২

অন্বয়: সুপর্ণবচনং শ্রুত্বা সঃ অতিবীর্যবান্ মহাযশাঃ অংশুমান্ হয়ম্ আদায় ত্বরিতম্ আয়াৎ। ২২

গরুড়ের কথা শুনে মহাবলশালী মহাযশস্বী অংশুমান অশ্ব নিয়ে দ্রুত প্রত্যাবর্তন করলেন। ২২

ততো রাজানমাসাদ্য দীক্ষিতং রঘুনন্দন।
ন্যবেদয়দ্ যথাবৃত্তং সুপর্ণবচনং তথা ॥২৩

অন্বয়: রঘুনন্দন! ততঃ (সঃ) দীক্ষিতং রাজানম্ আসাদ্য যথাবৃত্তং তথা সুপর্ণবচনং ন্যবেদয়ৎ। ২৩

তারপর অংশুমান যজ্ঞে দীক্ষিত রাজা সগরের নিকট উপস্থিত হয়ে পিতৃব্যদের বৃত্তান্ত এবং গরুড়ের উপদেশের কথা নিবেদন করলেন। ২৩

তচ্ছ্রুত্বা ঘোরসংকাশং বাক্যমংশুমতো নৃপঃ।
যজ্ঞং নির্বর্তয়ামাস যথাকল্পং যথাবিধি ॥২৪

অন্বয়: নৃপঃ অংশুমতঃ তৎ ঘোরসংকাশং বাক্যং শ্রুত্বা যথাকল্পং যথাবিধি যজ্ঞং নির্বর্তয়ামাস। ২৪

রাজা সগর অংশুমানের কথা শুনে বিধান অনুসারে যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন। ২৪

স্বপুরং ত্বগমচ্ছ্রীমানিষ্টযজ্ঞো মহীপতিঃ।
গঙ্গায়াশ্চাগমে রাজা নিশ্চয়ং নাধ্যগচ্ছত ॥২৫

অন্বয়: শ্রীমান্ মহীপতিঃ তু ইষ্টযজ্ঞঃ স্বপুরং অগমৎ। রাজা গঙ্গায়াঃ চ আগমে নিশ্চয়ং চ অধ্যগচ্ছত। ২৫

শ্রীমান রাজা সগর যজ্ঞশেষে নিজ পুরীতে প্রত্যাবর্তন করলেন, কিন্তু তিনি গঙ্গাকে নিয়ে আসার কোনো উপায় স্থির করতে পারলেন না। ২৫

অগত্বা নিশ্চয়ং রাজা কালেন মহতা মহান্।
ত্রিংশদ্‌বর্ষসহস্রাণি রাজ্যং কৃত্বা দিবং গতঃ ॥২৬

অন্বয়: নিশ্চয়ম্ অগত্বা মহান্ ত্রিংশৎ বর্ষসহস্রাণি রাজ্যং কৃত্বা মহতা কালেন দিবং গতঃ। ২৬

মহান রাজা সগর ত্রিশ হাজার বৎসর রাজ্য শাসন করলেন, কিন্তু গঙ্গাকে নিয়ে আসার কোনো উপায় নির্ধারণ করতে পারলেন না। অবশেষে তিনি স্বর্গে গমন করলেন। ২৬

একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ

* *

গঙ্গাবতরণে ভগীরথযত্নঃ

কালধর্মং গতে রাম সগরে প্রকৃতিজনাঃ।
রাজানং রোচয়ামাসুরংশুমন্তং সুধার্মিকম্ ॥১

অন্বয়: রাম! কালধর্মং গতে সগরে প্রকৃতিজনাঃ সুধার্মিকম্ অংশুমন্তং রাজানং রোচয়ামাসুঃ। ১

বিশ্বামিত্র বলতে লাগলেন—

রাম, কালধর্ম অনুসারে রাজা সগর স্বর্গত হলে প্রজারা পরম ধার্মিক অংশুমানকে রাজপদে বরণ করলেন। ১

স রাজা সুমহানাসীদংশুমান্ রঘুনন্দন।
তস্য পুত্রো মহানাসীদ্দিলীপ ইতি বিশ্রুতঃ ॥২

অন্বয়ঃ রঘুনন্দন ! সঃ অংশুমান্ সুমহান্ রাজা আসীৎ। তস্য পুত্রঃ মহান্ দিলীপঃ ইতি বিশ্রুতঃ আসীৎ।

অংশুমান অতি মহান রাজা ছিলেন। তাঁর দিলীপ নামে এক মহান পুত্র ছিলেন। ২

তস্মৈ রাজ্যং সমাদিশ্য দিলীপে রঘুনন্দন।
হিমবচ্ছিখরে রম্যে তপস্তেপে সুদারুণম্ ॥৩

অন্বয়ঃ রঘুনন্দন ! (অংশুমান্) তস্মৈ দিলীপে রাজ্যং সমাদিশ্য রম্যে হিমবচ্ছিখরে সুদারুণং তপঃ তেপে। ৩

কালক্রমে অংশুমান দিলীপের উপর রাজ্যভার সমর্পণ করে মনোরম হিমালয়-শিখরে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন। ৩

দ্বাত্রিংশচ্ছতসাহস্রং বর্ষাণি সুমহাযশাঃ।
তপোবনগতো রাজা স্বর্গং লেভে তপোধনঃ ॥৪

অন্বয়ঃ সুমহাযশাঃ তপোধনঃ রাজা দ্বাত্রিংশৎশতসাহস্রং বর্ষাণি তপোবনগতঃ স্বর্গং লেভে। ৪

মহাযশস্বী রাজা অংশুমান তপোবনে বত্রিশ হাজার বৎসর তপস্যা করে স্বর্গ লাভ করলেন। ৪

দিলীপস্তু মহাতেজাঃ শ্রুত্বা পৈতামহং বধম্।
দুঃখোপহতয়া বুদ্ধ্যা নিশ্চয়ং নাধ্যগচ্ছত ॥৫
কথং গঙ্গাবতরণং কথং তেষাং জলক্রিয়া।
তারয়েয়ং কথং চৈতানিতি চিন্তাপরোঽভবৎ ॥৬

অন্বয়ঃ মহাতেজাঃ দিলীপঃ তু পৈতামহং বধং শ্রুত্বা দুঃখোপহতয়া বুদ্ধ্যা নিশ্চয়ং ন অধ্যগচ্ছত কথং গঙ্গাবতরণং কথং তেষাং জলক্রিয়া কথং চ এতান্ তারয়েয়ম্ ইতি চিন্তাপরঃ অভবৎ। ৫-৬

মহাতেজস্বী দিলীপ তাঁর পিতামহদের বিনাশের কথা শুনে অত্যন্ত দুঃখকাতর হলেন। তিনি কিছুতেই স্থির করতে পারলেন না, কী করে গঙ্গার অবতরণ হবে,

কীভাবে পিতামহদের তর্পণক্রিয়া হবে, এবং কী ভাবেই বা তাঁদের উদ্ধার হবে। এইভাবে তিনি সর্বদা চিন্তান্বিত থাকতেন। ৫-৬

তস্য চিন্তয়তো নিত্যং ধর্মেণ বিদিতাত্মনঃ।
পুত্রো ভগীরথো নাম জজ্ঞে পরমধার্মিকঃ ॥৭

অন্বয় : তস্য ধর্মেণ বিদিতাত্মনঃ নিত্যং চিন্তয়তঃ পরমধার্মিকঃ ভগীরথঃ নাম পুত্রঃ জজ্ঞে। ৭

ধার্মিক রাজা দিলীপ যখন এইভাবে চিন্তাগ্রস্তচিত্তে কাল যাপন করছিলেন, সেই সময়ে তাঁর ভগীরথ নামে এক পরম ধার্মিক পুত্র জন্মগ্রহণ করলেন। ৭

দিলীপস্তু মহাতেজা যজ্ঞৈর্বহুভিরিষ্টবান্।
ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি রাজা রাজ্যমকারয়ৎ ॥৮

অন্বয় : মহাতেজাঃ রাজা দিলীপঃ তু বহুভিঃ যজ্ঞৈঃ ইষ্টবান ত্রিংশৎবর্ষসহস্রাণি রাজ্যম্ অকারয়ৎ। ৮

মহাতেজস্বী রাজা দিলীপ বহুযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে ত্রিশ হাজার বৎসর রাজ্যপালন করলেন। ৮

অগত্বা নিশ্চয়ং রাজা তেষামুদ্ধরণং প্রতি।
ব্যাধিনা নরশার্দূল কালধর্মমুপেয়িবান ॥৯
ইন্দ্রলোকং গতো রাজা স্বার্জিতেনৈব কর্মণা।
রাজ্যে ভগীরথং পুত্রমভিষিচ্য নরর্ষভঃ ॥১০

অন্বয় : নরশার্দূল। রাজা তেষাম্ উদ্ধরণং প্রতি নিশ্চয়ম্ অগত্বা ব্যাধিনা কালধর্মম্ উপেয়িবান। নরর্ষভঃ রাজা রাজ্যে পুত্রং ভগীরথম্ অভিষিচ্য স্বার্জিতেন এব কর্মণা ইন্দ্রলোকং গতঃ। ৯-১০

হে নরশার্দূল, তিনি ও পিতামহদের উদ্ধারের কোনো উপায় নির্ধারণ করতে পারলেন না। অবশেষে ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে তিনি কালকবলিত হলেন। মৃত্যুকালে সেই নরশ্রেষ্ঠ পুত্র ভগীরথকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে নিজ কর্মফলে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হলেন। ৯-১০

ভগীরথস্তু রাজর্ষির্ধার্মিকো রঘুনন্দন
অনপত্যো মহারাজঃ প্রজাকামঃ স চাপ্রজঃ ॥১১
মন্ত্রিষ্বাধায় তদ্রাজ্যং গঙ্গাবতরণে রতঃ ১২

তপো দীর্ঘং সমাতিষ্ঠদ্ গোকর্ণে রঘুনন্দন।

ঊর্ধ্ববাহুঃ পঞ্চতপা মাসাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥১৩

অন্বয় : রঘুনন্দন ! রাজর্ষিঃ ধার্মিকঃ ভগীরথঃ তু অনপত্যঃ। সঃ মহারাজঃ অপ্রজঃ প্রজাকামঃ তৎ রাজ্যং মন্ত্রিষু আধায় গঙ্গাবতরণে রতঃ। (সঃ) জিতেন্দ্রিয়ঃ ঊর্ধ্ববাহুঃ পঞ্চতপাঃ মাসাহারঃ গোকর্ণে দীর্ঘং তপঃ সমাতিষ্ঠৎ। ১১-১৩

ধর্মপরায়ণ রাজর্ষি ভগীরথ নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান বলে পুত্রকামনায় মন্ত্রীদের হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করে গঙ্গাবতরণের জন্যে যত্নবান হলেন। তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত করে ঊর্ধ্ববাহু অবস্থায় পঞ্চাগ্নির মধ্যবর্তী হয়ে এবং মাসে একবার মাত্র আহার করে গোকর্ণ প্রদেশে দীর্ঘকাল তপস্যায় নিযুক্ত হলেন। ১১-১৩

তস্য বর্ষসহস্রাণি ঘোরে তপসি তিষ্ঠতঃ।

অতীতানি মহাবাহো তস্য রাজ্ঞো মহাত্মনঃ ॥১৪

সুপ্রীতো ভগবান্ ব্রহ্মা প্রজানাং প্রভুরীশ্বরঃ ॥১৫

অন্বয় : মহাবাহো ! তস্য ঘোরে তপসি তিষ্ঠতঃ বর্ষসহস্রাণি অতীতানি। (ততঃ) প্রজানাং প্রভুঃ ঈশ্বরঃ ভগবান্ ব্রহ্মা তস্য মহাত্মনঃ রাজ্ঞঃ সুপ্রীতঃ। ১৪-১৫

হে মহাবাহু ! কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হয়ে ভগীরথের সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হল। তখন লোকপতি ভগবান ব্রহ্মা সেই মহাত্মা রাজার উপর অত্যন্ত প্রীত হলেন। ১৪-১৫

ততঃ সুরগণৈঃ সার্ধমুপাগম্য পিতামহঃ।

ভগীরথং মহাত্মানং তপ্যমানমথাব্রবীৎ ॥১৬

অন্বয় : ততঃ পিতামহঃ সুরগণৈঃ সার্ধম্ উপাগম্য তপ্যমানং মহাত্মানং ভগীরথম্ অথ অব্রবীৎ। ১৬

পিতামহ ব্রহ্মা তাদের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হয়ে তপস্যারত মহাত্মা ভগীরথকে বললেন। ১৬

ভগীরথ মহারাজ প্রীতস্তেঽহং জনাধিপ।

তপসা চ সুতপ্তেন বরং বরয় সুব্রত ॥১৭

অন্বয় : মহারাজ জনাধিপ ভগীরথ ! অহং তে সুতপ্তেন তপসা প্রীতঃ। সুব্রত ! বরং বরয়। ১৭

মহারাজ ভগীরথ, আমি তোমার কঠোর তপস্যায় প্রীত হয়েছি। হে সুব্রত, তুমি বর প্রার্থনা করো। ১৭

তমুবাচ মহাতেজাঃ সর্বলোকপিতামহম্ ।
ভগীরথো মহাবাহুঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ ॥১৮

অন্বয়: মহাতেজাঃ মহাবাহুঃ ভগীরথঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ তং সর্বলোক-পিতামহম্ উবাচ। ১৮

তখন মহাতেজস্বী মহাবাহু ভগীরথ করযোড়ে সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মাকে বললেন—। ১৮

যদি মে ভগবান প্রীতো যদ্যস্তি তপসঃ ফলম্ ।
সগরস্যাত্মজাঃ সর্বে মত্তঃ সলিলমাপ্নুয়ুঃ ॥১৯
গঙ্গায়াঃ সলিলক্লিন্নে ভস্মন্যেষাং মহাত্মনাম্ ।
স্বর্গং গচ্ছেয়ুরত্যন্তং সর্বে চ প্রপিতামহাঃ ॥২০
দেব যাচে হ সন্তত্যৈ নাবসীদেৎ কুলং চ নঃ ।
ইক্ষ্বাকূণাং কুলে দেব এষ মেঽস্তু বরঃ পরঃ ॥২১

অন্বয়: যদি ভগবান্ মে প্রীতঃ যদি তপসঃ ফলম্ অস্তি (তদা) সর্বে সগরস্য আত্মজাঃ মত্তঃ সলিলম্ আপ্নুয়ুঃ। এষাং মহাত্মনাং ভস্মনি গঙ্গায়াঃ সলিলক্লিন্নে সর্বে প্রপিতামহাঃ চ অত্যন্তং স্বর্গং গচ্ছেয়ুঃ। দেব সন্তত্যৈ যাচে (যথা) নঃ ইক্ষ্বাকূণাং কুলে কুলং ন অবসীদেৎ। এষঃ মে পরঃ বরঃ অস্তু। ১৯-২১

ভগবন্ আপনি যদি আমার উপর প্রীত হয়ে থাকেন, এবং যদি আমার তপস্যার কোনো ফল থাকে, তবে সমস্ত সগরপুত্রেরা যেন আমার হাতে সলিল তর্পণ লাভ করেন। আমার সেই মহাত্মা পিতামহদের ভস্মরাশি গঙ্গার সলিলে সিক্ত হলে তাঁরা অবশ্যই স্বর্গে গমন করবেন। হে দেব, আমি আপনার কাছে আমার সন্তানও প্রার্থনা করছি। যাতে ইক্ষ্বাকুদের বংশ লোপ না পায়, এই আমার প্রার্থিত দ্বিতীয় বর। ১৯-২১

উক্তবাক্যং তু রাজানং সর্বলোকপিতামহঃ ।
প্রত্যুবাচ শুভাং বাণীং মধুরাং মধুরাক্ষরাম্ ॥২২

অন্বয়: সর্বলোকপিতামহঃ তু উক্তবাক্যং রাজানং শুভাং মধুরাং মধুরাক্ষরাং বাণীং প্রত্যুবাচ। ২২

রাজা ভগীরথ এই কথা বললে সর্বলোকের পিতামহ ব্রহ্মা তাঁকে কল্যাণকর মধুর বাক্যে বললেন। ২২

মনোরথো মহানেষ ভগীরথ মহারথ।

এবং ভবতু ভদ্রং তে ইক্ষ্বাকুকুলবর্ধন ॥২৩

অন্বয়ঃ ইক্ষ্বাকুকুলবর্ধন মহারথ ভগীরথ ! এষ মহান্ মনোরথঃ এবং ভবতু ভদ্রং তে (ভবতু)। ২৩

হে ইক্ষ্বাকুকুলবর্ধনকারী মহারথ ভগীরথ, তোমার এই মহান মনোরথ পূর্ণ হবে। তোমার মঙ্গল হোক। ২৩

ইয়ং হৈমবতী জ্যেষ্ঠা গঙ্গা হিমবতঃ সুতা।

তাং বৈ ধারয়িতুং রাজন্ হরস্তত্র নিযুজ্যতাম্ ॥২৪

অন্বয়ঃ রাজন্ ইয়ং হিমবতঃ জ্যেষ্ঠা সুতা হৈমবতী গঙ্গা তাং ধারয়িতুং তত্র হরঃ নিযুজ্যতাম্। ২৪

রাজন্, ইনি হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা হৈমবতী গঙ্গা, এঁকে ধারণ করার জন্যে তুমি মহাদেবকে নিয়োগ করো। ২৪

গঙ্গায়াঃ পতনং রাজন্ পৃথিবী ন সহিষ্যতে।

তাং বৈ ধারয়িতুং রাজন্ নান্যং পশ্যামি শূলিনঃ ॥২৫

অন্বয়ঃ রাজন্! পৃথিবী গঙ্গায়াঃ পতনং ন সহিষ্যতে। তাং ধারয়িতুং শূলিনঃ অন্যং ন পশ্যামি। ২৫

মহারাজ, গঙ্গার পতন পৃথিবী ধারণ করতে পারবেন না, তাঁকে ধারণ করার ক্ষমতা শূলপাণি মহাদেব ছাড়া অন্য কারো আছে বলে আমি মনে করি না। ২৫

তমেবমুক্ত্বা রাজানং গঙ্গাং চাভাষ্য লোককৃৎ।

জগাম ত্রিদিবং দেবৈঃ সর্বৈঃ সহ মরুদ্গণৈঃ ॥২৬

অন্বয়ঃ লোককৃৎ তং রাজানম্ এবম্ উক্ত্বা গঙ্গাং চ আভাষ্য সর্বৈঃ দেবৈঃ মরুদ্গণৈঃ ত্রিদিবং (চ) সহ জগাম। ২৬

লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা রাজা ভগীরথকে এই কথা বলে এবং গঙ্গাকে সম্ভাষণ করে দেবতা ও মরুৎগণের সঙ্গে স্বর্গলোকে প্রত্যাবর্তন করলেন। ২৬

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ

গঙ্গাবতরণম্

দেবদেবে গতে তস্মিন্ সোঽঙ্গুষ্ঠাগ্রনিপীড়িতাম্।

কৃত্বা বসুমতীং রাম বৎসরং সমুপাসত ॥১

অন্বয়ঃ রাম! তস্মিন্ দেবদেবে গতে সঃ বসুমতীম্ অঙ্গুষ্ঠাগ্রনিপীড়িতাং কৃত্বা বৎসরং সমুপাসত। ১

(বিশ্বামিত্র বলতে লাগলেন)—রাম, দেবাদিদেব ব্রহ্মার প্রস্থানের পর ভগীরথ অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগে পৃথিবী স্পর্শ করে এক বৎসর ধরে মহাদেবের আরাধনা করলেন। ১

অথ সংবৎসরে পূর্ণে সর্বলোকনমস্কৃতঃ।

উমাপতিঃ পশুপতী রাজানমিদমব্রবীৎ ॥২

অন্বয়ঃ অথ সংবৎসরে পূর্ণে সর্বলোকনমস্কৃতঃ উমাপতিঃ পশুপতিঃ রাজানম্ ইদম্ অব্রবীৎ। ২

সংবৎসর পূর্ণ হলে সর্বলোকপূজিত উমাপতি-মহাদেব রাজাকে বললেন—। ২

প্রীতস্তেঽহং নরশ্রেষ্ঠ করিষ্যামি তব প্রিয়ম্।

শিরসা ধারয়িষ্যামি শৈলরাজসুতামহম্ ॥৩

অন্বয়ঃ নরশ্রেষ্ঠ! তে অহং প্রীতঃ, তব প্রিয়ং করিষ্যামি। অহং শৈলরাজসুতাং শিরসা ধারয়িষ্যামি। ৩

হে নরশ্রেষ্ঠ, আমি তোমার উপর প্রীত হয়েছি, তোমার প্রিয় কার্য করার জন্যে আমি গিরিরাজকন্যা গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করব। ৩

ততো হৈমবতী জ্যেষ্ঠা সর্বলোকনমস্কৃতা।

তদা সাতিমহদ্রূপং কৃত্বা বেগং চ দুঃসহম্ ॥

আকাশাদপতদ্ রাম শিবে শিবশিরস্যুত ॥৪

অন্বয়ঃ রাম! ততঃ তদা সা সর্বলোকনমস্কৃতা জ্যেষ্ঠা হৈমবতী অতিমহদ্রূপং দুঃসহং বেগং চ কৃত্বা আকাশাৎ শিবে শিবশিরসি উত অপতৎ। ৪

সর্বলোকপূজনীয়া হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গা তখন বিপুল আকার ধারণ করে দুঃসহ বেগে আকাশমার্গ থেকে পবিত্র শিবমস্তকে নিপতিত হতে লাগলেন। ৪

অচিন্তয়চ্চ সা দেবী গঙ্গা পরমদুর্ধরা।

বিশাম্যহং হি পাতালং স্রোতসা গৃহ্য শংকরম্ ॥৫

অন্বয়ঃ সা পরমদুর্ধরা দেবী গঙ্গা চ অচিন্তয়ৎ—অহং স্রোতসা শংকরং গৃহ্য পাতালং বিশামি। ৫

সেই সময়ে দুর্বার বেগবতী দেবী গঙ্গা চিন্তা করলেন আমি আমার স্রোত-প্রবাহে শংকরকে নিয়ে পাতালে প্রবেশ করব। ৫

তস্যাবলেপনং জ্ঞাত্বা ক্রুদ্ধস্তু ভগবান হরঃ।

তিরোভাবয়িতুং বুদ্ধিং চক্রে ত্রিনয়নস্তদা ॥৬

অন্বয়ঃ ভগবান ত্রিনয়নঃ হরঃ তু তদা তস্যা অবলেপনং জ্ঞাত্বা ক্রুদ্ধঃ তিরো-ভাবয়িতুং বুদ্ধিং চক্রে। ৬

ভগবান ত্রিনয়ন মহাদেব তখন গঙ্গার গর্বের কথা জানতে পেরে তাঁকে গোপন করার ইচ্ছা করলেন। ৬

সা তস্মিন পতিতা পুণ্যা পুণ্যে রুদ্রস্য মূর্ধনি।

হিমবৎপ্রতিমে রাজন্ জটামণ্ডলগহ্বরে ॥৭

সা কথঞ্চিন্মহীং গন্তুং নাশক্নোদ্ যত্নমাস্থিতা।

নৈব সা নির্গমং লেভে জটামণ্ডলমন্ততঃ ॥৮

অন্বয়ঃ রাজন্! সা পুণ্যা তস্মিন হিমবৎপ্রতিমে পুণ্যে রুদ্রস্য মূর্ধনি জটামণ্ডল-গহ্বরে পতিতা যত্নম্ আস্থিতা কথঞ্চিৎ মহীং গন্তুং ন অশক্নোৎ ন এব জটামণ্ডলম্ অন্ততঃ নির্গমং লেভে। ৭-৮

রাজন্, পুণ্যসলিলা গঙ্গা সেই হিমালয়তুল্য পবিত্র মহাদেবের মস্তকের জটামণ্ডলের গহ্বরে পতিত হলেন, কিন্তু বহুচেষ্টা করেও কোনোমতে সেই জটামণ্ডল থেকে নির্গত হয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হতে পারলেন না। ৭-৮

তত্রৈবাহবভ্রমদ্দেবী সংবৎসরগণান বহূন্।

তামপশ্যৎ পুনস্তত্র তপঃ পরমমাস্থিতঃ ॥৯

স তেন তোষিতশ্চাসীদত্যন্তং রঘুনন্দন।

বিসসর্জ ততো গঙ্গাং হরো বিন্দুসরঃ প্রতি ॥১০

তস্যাং বিসৃজ্যমানায়াং সপ্ত স্রোতাংসি জজ্ঞিরে ॥১১

অন্বয়ঃ দেবী বহূন্ সংবৎসরগণান্ তত্র এব অবভ্রমৎ। (ভগীরথঃ) তাং তত্র অপশ্যৎ পুনঃ পরমং তপঃ আস্থিতঃ। রঘুনন্দন! সঃ হরঃ তেন অত্যন্তং তোষিতঃ আসীৎ ততঃ চ গঙ্গাং বিন্দুসরঃ প্রতি বিসসর্জ। তস্যাং বিসৃজ্যমানায়াং সপ্তস্রোতাংসি জজ্ঞিরে। ৯-১১

গঙ্গাদেবী সেই জটাজালের মধ্যে বহু বৎসর পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। ভগীরথ তাঁকে সেই অবস্থায় দেখে পুনরায় তপস্যায় নিযুক্ত হলেন। তখন মহাদেব তাঁর উপর অত্যন্ত প্রীত হয়ে গঙ্গাকে বিন্দুসরোবরের দিকে পরিত্যাগ করলেন। এইভাবে পরিত্যক্ত হলে গঙ্গা থেকে সাতটি স্রোতের জন্ম হল। ৯-১১

হ্লাদিনী পাবনী চৈব নলিনী চ তথৈব চ।
তিস্রঃ প্রাচীং দিশং জগ্মুর্গঙ্গাঃ শিবজলাঃ শুভাঃ ॥১২

অন্বয়ঃ হ্লাদিনী, পাবনী চ এব নলিনী চ তথা এব চ তিস্রঃ শিবজলাঃ শুভাঃ গঙ্গাঃ প্রাচীং দিশং জগ্মুঃ। ১২

হ্লাদিনী, পাবনী এবং নলিনী নামে গঙ্গার তিনটি পবিত্র জলধারা পূর্বদিকে প্রবাহিত হল। ১২

সুচক্ষুশ্চৈব সীতা চ সিন্ধুশ্চৈব মহানদী।
তিস্রশ্চৈতা দিশং জগ্মুঃ প্রতীচীং তু দিশং শুভাঃ ॥ ১৩
সপ্তমী চান্বগাৎ তাসাং ভগীরথমথো নৃপম্ ॥ ১৪

অন্বয়, সুচক্ষুঃ চ সীতা চ সিন্ধুঃ চ এব মহানদী—এতাঃ তিস্রঃ শুভাঃ (গঙ্গাঃ) তু প্রতীচীং দিশং জগ্মুঃ। অথ তাসাং সপ্তমী চ ভগীরথং নৃপম্ অন্বগাৎ। ১৩-১৪

সুচক্ষু, সীতা এবং সিন্ধু নামে গঙ্গার অন্য তিনটি পবিত্র ধারা পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হল। গঙ্গার সপ্তম শাখাটি ভগীরথের পিছনে পিছনে চলল। ১৩-১৪

ভগীরথোঽপি রাজর্ষির্দিব্যং স্যন্দনমাস্থিতঃ।
প্রায়াদগ্রে মহাতেজা গঙ্গা তং চাপ্যনুব্রজৎ ॥১৫

অন্বয়ঃ মহাতেজাঃ রাজর্ষিঃ ভগীরথঃ অপি দিব্যং স্যন্দনম্ আস্থিতঃ অগ্রে প্রায়াৎ। গঙ্গা চ তম্ অপি অনুব্রজৎ। ১৫

মহাতেজস্বী রাজর্ষি ভগীরথ দিব্যরথে আরোহণ করে আগে আগে যেতে লাগলেন, এবং গঙ্গা তাঁর পিছনে পিছনে চললেন। ১৫

গগনাচ্ছংকরশিরস্ততো ধরণিমাগতা।

অসর্পত জলং তত্র তীব্রশব্দপুরস্কৃতম্ ॥১৬

অন্বয়ঃ (গঙ্গা) গগনাৎ শংকরশিরঃ ততঃ ধরণিম্ আগতা তত্র তীব্রশব্দপুরস্কৃতং জলম্ অসর্পত। ১৬

গঙ্গার জলধারা আকাশ থেকে শংকরের মস্তকে এবং সেখান থেকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হতে থাকল। ১৬

মৎস্যকচ্ছপসঙ্ঘৈশ্চ শিশুমারগণৈস্তথা।

পতদ্ভিঃ পতিতৈশ্চৈব ব্যরোচত বসুন্ধরা ॥১৭

অন্বয়ঃ বসুন্ধরা পতদ্ভিঃ পতিতৈঃ চ এব মৎস্যকচ্ছপসঙ্ঘৈঃ চ তথা শিশুমারগণৈঃ ব্যরোচত। ১৭

গঙ্গার গর্ভ থেকে মৎস্য, কচ্ছপ ও শিশুমার[১] প্রভৃতি জলচরেরা তীরভূমিতে উৎক্ষিপ্ত হওয়ায় অপূর্বশোভার সৃষ্টি হল। ১৭

ততো দেবর্ষিগন্ধর্বা যক্ষসিদ্ধগণস্তথা।

ব্যলোকয়ন্ত তে তত্র গগনাদ্‌গাং গতাং তদা ॥১৮

অন্বয়ঃ ততঃ তে দেবর্ষিগন্ধর্বাঃ তথা যক্ষসিদ্ধগণাঃ তদা তত্র গগনাৎ গাং গতাং ব্যলোকয়ত। ১৮

তখন দেবর্ষি, গন্ধর্ব, যক্ষ ও সিদ্ধগণ আকাশ থেকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ গঙ্গাকে দর্শন করতে এলেন। ১৮

বিমানৈর্নগরাকারৈর্হয়ৈর্গজবরৈস্তদা।

পারিপ্লবগতাশ্চাপি দেবতাস্তত্র বিষ্ঠিতাঃ ॥১৯

অন্বয়ঃ তদা দেবতাঃ নগরাকারৈঃ বিমানৈঃ হয়ৈঃ গজবরৈঃ পারিপ্লবগতাঃ চ অপি তত্র বিষ্ঠিতাঃ। ১৯

দেবগণ নগরের ন্যায় বিশাল বিমান[২], অশ্ব, গজ এবং নৌকায় আরোহণ করে সেখানে সমবেত হলেন। ১৯

তদদ্ভুতমিমং লোকে গঙ্গাবতরমুত্তমম্।

দিদৃক্ষবো দেবগণাঃ সমীয়ুরমিতৌজসঃ ॥২০

সম্পতদ্ভিঃ সুরগণৈস্তেষাং চাভরণৌজসা।

শতাদিত্যমিবাভাতি গগনং গততোয়দম্ ॥২১

অন্বয় : অমিতৌজসঃ দেবগণাঃ লোকে তং ইমম্ অদ্ভুতম্ উত্তমং গঙ্গাবতরং দিদৃক্ষবঃ সমীয়ুঃ। সম্পতদ্ভিঃ সুরগণৈঃ তেষাং চ আভরণৌজসা গততোয়দং গগনং শতাদিত্যম্ ইব আভাতি। ২০-২১

যে-সব অমিতদীপ্তিশালী দেবতা পৃথিবীতে সেই আশ্চর্য গঙ্গাবতরণ দেখতে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁদের আভরণের প্রভায় মেঘশূন্য আকাশ যেন শত সূর্যোদয়ের শোভায় শোভিত হল। ২০-২১

শিশুমারোরগগণৈর্মীনৈরপি চ চঞ্চলৈঃ।
বিদ্যুদ্ভিরিব বিক্ষিপ্তৈরাকাশমভবত্তদা ॥২২

অন্বয় : চঞ্চলৈঃ শিশুমারোরগগণৈঃ মীনৈঃ অপি তদা বিদ্যুদ্ভিঃ বিক্ষিপ্তৈঃ আকাশম্ ইব অভবৎ। ২২

চঞ্চল শিশুমার, সর্প ও মৎস্যের উৎক্ষিপ্ত হওয়ায় আকাশ যেন বিদ্যুতে শোভিত হল। ২২

পাণ্ডুরৈঃ সলিলোৎপীড়ৈঃ কীর্যমাণৈঃ সহস্রধা।
শারদাভ্রৈরিবাকীর্ণং গগনং হংসসংপ্লবৈঃ ॥২৩

অন্বয় : পাণ্ডুরৈঃ সহস্রধা কীর্যমাণৈঃ সলিলোৎপীড়ৈঃ গগনং হংসসংপ্লবৈঃ শারদাভ্রৈঃ ইব আকীর্ণম্। ২৩

পাণ্ডুবর্ণ ফেনপুঞ্জ সহস্রখণ্ডে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় মনে হল যেন আকাশ হংসসমাকীর্ণ শারদীয় মেঘে পরিবৃত হয়েছে। ২৩

ক্বচিদ্ দ্রুততরং যাতি কুটিলং ক্বচিদায়তম্।
বিনতং ক্বচিদুদ্ভূতং ক্বচিদ্ যাতি শনৈঃ শনৈঃ ॥২৪

অন্বয় : ক্বচিৎ দ্রুততরং যাতি ক্বচিৎ কুটিলম্ আয়তং বিনতং ক্বচিৎ উদ্ভূতং ক্বচিৎ শনৈঃ শনৈঃ যাতি। ২৪

গঙ্গার স্রোত কোথাও দ্রুতবেগে, কোথাও কুটিল গতিতে, কোথাও সঙ্কুচিত হয়ে, কোথাও প্রসারিত হয়ে, আবার কোথাও বা ধীরে ধীরে প্রবাহিত হতে থাকল। ২৪

সলিলেনৈব সলিলং ক্বচিদভ্যাহতং পুনঃ
মুহুরূর্ধ্বপথং গত্বা পপাত বসুধাতলম্ ॥২৫

অন্বয় : ক্বচিৎ সলিলেন এব সলিলম্ অভ্যাহতং মুহুঃ ঊর্ধ্বপথং গত্বা পুনঃ বসুধাতলং পপাত।

কোথাও জলের সঙ্গে জলের সংঘর্ষ হতে থাকল, কোথাও জলপ্রবাহ উর্ধ্বপথে উৎক্ষিপ্ত হয়ে আবাব ধরাতলে পতিত হতে থাকল। ২৫

তচ্ছংকরশিরোভ্রষ্টং ভ্রষ্টং ভূমিতলে পুনঃ।
ব্যরোচত তদা তোয়ং নির্মলং গতকল্মষম্ ॥২৬

অন্বয়ঃ তৎ শংকরশিরোভ্রষ্টং পুনঃ ভূমিতলে ভ্রষ্টং তোয়ং গতকল্মষং নির্মলং ব্যরোচত। ২৬

এই ভাবে শংকরের মস্তক থেকে ভূমিতলে অবতীর্ণ সেই গঙ্গার নিষ্কলুষ নির্মল জলধারা অপূর্ব শোভা বিস্তার করল। ২৬

তত্রর্ষিগণগন্ধর্বা বসুধাতলবাসিনঃ
ভবাঙ্গপতিতং তোয়ং পবিত্রমিতি পস্পৃশুঃ ॥২৭

অন্বয়ঃ তত্র ঋষিগণগন্ধর্বাঃ বসুধাতলবাসিনঃ ভবাঙ্গপতিতং তোয়ং পবিত্রম্ ইতি পস্পৃশুঃ। ২৭

ঋষি, গন্ধর্ব এবং ধরাতলবাসী মনুষ্যেরা মহাদেবের অঙ্গ থেকে পতিত সেই জলধারাকে পবিত্রজ্ঞানে স্পর্শ করতে লাগলেন। ২৭

শাপাৎ প্রপতিতা যে চ গগনাদ্ বসুধাতলম্।
কৃত্বা তত্রাভিষেকং তে বভূবুর্গতকল্মষাঃ ॥২৮

অন্বয়ঃ যে চ শাপাৎ গগনাৎ বসুধাতলং প্রপতিতাঃ তে তত্র অভিষেকং কৃত্বা গতকল্মষাঃ বভূবুঃ।

যাঁরা শাপগ্রস্ত হয়ে উর্ধ্বলোক থেকে ধরাতলে পতিত হয়েছিলেন, তাঁরা গঙ্গাজলে স্নান করে পাপমুক্ত হলেন। ৮

ধূতপাপাঃ পুনস্তেন তোয়েনাথ শুভান্বিতাঃ।
পুনরাকাশমাবিশ্য স্বাঁল্লোকান্ প্রতিপেদিরে ॥২৯

অন্বয়ঃ অথ (তে) পুনঃ তেন তোয়েন ধূতপাপাঃ শুভান্বিতাঃ পুনঃ আকাশম্ আবিশ্য স্বান্ লোকান্ প্রতিপেদিরে। ২৯

গঙ্গাজলে তাঁদের পাপ বিধৌত হওয়ায় তাঁরা প. ত্র হয়ে আকাশপথে প্রবেশ করে পুনরায় স্বর্গলোক প্রাপ্ত হলেন। ২৯

মুমুদে মুদিতো লোকস্তেন তোয়েন ভাস্বতা।
কৃতাভিষেকো গঙ্গায়াং বভূব গতকল্মষঃ ॥৩০

অন্বয়ঃ মুদিতঃ লোকঃ তেন ভাস্বতা তোয়েন মুমুদে। গঙ্গায়াং কৃতাভিষেকঃ গতকল্মষঃ বভূব। ৩০

পৃথিবীর মানুষ সেই দীপ্তিশীল জলধারা লাভ করে আনন্দিত হল এবং সেই জলে অবগাহন করায় তাদের সমস্ত পাপ বিদূরিত হল। ৩০

ভগীরথো হি রাজর্ষিদির্ব্যং স্যন্দনমাস্থিতঃ।
প্রায়াদগ্রে মহারাজস্তং গঙ্গাপৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ ॥৩১

অন্বয়ঃ রাজর্ষিঃ মহারাজঃ ভগীরথঃ দিব্যং স্যন্দনম্ আস্থিতঃ অগ্রে প্রায়াৎ। গঙ্গা তং পৃষ্ঠতঃ অন্বগাৎ। ৩১

রাজর্ষি ভগীরথ দিব্যরথে আরোহণ করে আগে আগে চললেন এবং গঙ্গা তাঁর পিছনে পিছনে চললেন। ৩১

দেবাঃ সর্ষিগণাঃ সর্বে দৈত্যদানবরাক্ষসাঃ।
গন্ধর্বযক্ষপ্রবরাঃ সকিন্নরমহোরগাঃ ॥৩২
সর্পাশ্চাপ্সরসো রাম ভগীরথরথানুগাঃ।
গঙ্গামন্বগমন্ প্রীতাঃ সর্বে জলচরাশ্চ যে ॥৩৩

অন্বয়ঃ রাম! সর্বে দেবাঃ সর্ষিগণাঃ দৈত্যদানবরাক্ষসাঃ গন্ধর্বযক্ষপ্রবরাঃ সকিন্নর-মহোরগাঃ সর্পাঃ চ অপ্সরসঃ জলচরাঃ চ ভগীরথরথানুগাঃ প্রীতাঃ গঙ্গাম্ অন্বগমন্।' ৩২-৩৩

রাম! দেব, ঋষি, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, গন্ধর্ব, যক্ষ, কিন্নর, উরগ, সর্প, অপ্সরা এবং জলচরগণ সানন্দিতচিত্তে ভগীরথের রথের পিছনে পিছনে গঙ্গাকে অনুসরণ করতে লাগলেন ৩২-৩৩।

যতো ভগীরথো রাজা ততো রাজা যশস্বিনী।
জগাম সরিতাং শ্রেষ্ঠা সর্বপাপপ্রণাশিনী ॥৩৪

অন্বয়ঃ যতঃ রাজা ভগীরথঃ ততঃ সরিতাং শ্রেষ্ঠা সর্বপাপপ্রণাশিনী যশস্বিনী গঙ্গা জগাম। ৩৪

রাজা ভগীরথ যেদিকে যেতে লাগলেন, সেই দিকেই নদীশ্রেষ্ঠা সর্বপাপহরা যশস্বিনী গঙ্গাও চলতে লাগলেন। ৩৪

ততো হি যজমানস্য জহ্নোরদ্ভূতকর্মণঃ।
গঙ্গা সংপ্লাবয়ামাস যজ্ঞবাটং মহাত্মনঃ ॥৩৫

অন্বয়ঃ ততঃ গঙ্গা যজমানস্য মহাত্মনঃ অদ্ভুতকর্মণঃ জহ্নোঃ যজ্ঞবাটং প্লাবয়ামাস। ৩৫

এইভাবে চলতে চলতে গঙ্গা একস্থানে অদ্ভুতকর্মা মহাত্মা জহ্নুমুনির যজ্ঞক্ষেত্র প্লাবিত করলেন। ৩৫

তস্যাবলেপনং জ্ঞাত্বা ক্রুদ্ধো জহ্নুশ্চ রাঘব।
অপিবৎ তু জলং সর্বং গঙ্গায়াঃ পরমাদ্ভুতম্ ॥৩৬

অন্বয়ঃ রাঘব! তস্যা অবলেপনং জ্ঞাত্বা ক্রুদ্ধঃ জহ্নুঃ চ গঙ্গায়াঃ পরমাদ্ভুতং জলং তু অপিবৎ। ৩৬

হে রাঘব, গঙ্গার গর্ব হয়েছে দেখে জহ্নুমুনি ক্রুদ্ধ হয়ে গঙ্গার অপূর্ব জলরাশি নিঃশেষে পান করে ফেললেন। ৩৬

ততো দেবাঃ সগন্ধর্বা ঋষয়শ্চ সুবিস্মিতাঃ।
পূজয়ন্তি মহাত্মানং জহ্নুং পুরুষসত্তমম্ ॥
গঙ্গাং চাপি নয়ন্তি স্ম দুহিতৃত্বে মহাত্মনঃ ॥৩৭

অন্বয়ঃ ততঃ দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ ঋষয়ঃ চ সুবিস্মিতাঃ পুরুষসত্তমং মহাত্মানং জহ্নুং পূজয়ন্তি গঙ্গাং চ অপি মহাত্মনঃ দুহিতৃত্বে নয়ন্তি স্ম। ৩৭

তখন দেব, গন্ধর্ব ও ঋষিরা মহাবিস্মিত হলেন এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাত্মা জহ্নুর স্তব করতে লাগলেন। তাঁদের কথায় মহাত্মা জহ্নু গঙ্গাকে দুহিতারূপে স্বীকার করলেন। ৩৭

ততস্তুষ্টো মহাতেজাঃ শ্রোতাভ্যামসৃজৎ প্রভুঃ।
তস্মাজ্জহ্নুসুতা গঙ্গা প্রোচ্যতে জাহ্নবীতি চ ॥৩৮

অন্বয়ঃ ততঃ মহাতেজাঃ প্রভুঃ (জহ্নু) তুষ্টঃ (গঙ্গাং) শ্রোত্রাভ্যাম্ অসৃজৎ। তস্মাৎ গঙ্গা জহ্নুসুতা জাহ্নবী ইতি প্রোচ্যতে। ৩৮

মহাতেজস্বী প্রভু জহ্নুমুনি তুষ্ট হয়ে গঙ্গাকে তাঁর কর্ণরন্ধ্র দিয়ে মুক্ত করলেন। সেই থেকে গঙ্গা জহ্নুর কন্যা 'জাহ্নবী' নামে খ্যাত হয়েছেন। ৩৮

জগাম চ পুনর্গঙ্গা ভগীরথরথানুগা।
সাগরং চাপি সম্প্রাপ্তা সা সরিৎপ্রবরা তদা ॥
রসাতলমুপাগচ্ছৎ সিদ্ধ্যর্থং তস্য কর্মণঃ ॥৩৯

অন্বয়ঃ গঙ্গা ভগীরথরথানুগা পুনঃ জগাম সা সরিৎপ্রবরা তদা সাগরং চ অপি সম্প্রাপ্তা তস্য কর্মণঃ সিদ্ধ্যর্থং রসাতলম্ উপাগচ্ছৎ। ৩৯

এইভাবে মুক্ত হয়ে গঙ্গা পুনরায় ভগীরথের রথের পিছনে পিছনে চলতে লাগলেন। তারপর সেই গঙ্গানদী সাগরের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভগীরথের কার্যসিদ্ধির জন্যে রসাতলে প্রবেশ করলেন। ৩৯

ভগীরথোঽপি রাজর্ষির্গঙ্গামাদায় যত্নতঃ।
পিতামহান্ ভস্মকৃতানপশ্যদ্‌গতচেতসঃ॥৪০

অন্বয়ঃ রাজর্ষিঃ ভগীরথঃ অপি যত্নতঃ গঙ্গাম্ আদায় গতচেতসঃ ভস্মকৃতান্ পিতামহান্ অপশ্যৎ। ৪০

রাজর্ষি ভগীরথ পরম যত্নে গঙ্গাকে নিয়ে চললেন এবং অবশেষে তাঁর বিদেহী পিতামহদের ভস্মীভূত দেহাবশেষ দেখতে পেলেন। ৪০

অথ তদ্‌ভস্মনাং রাশিং গঙ্গাসলিলমুত্তমম্।
প্লাবয়দধূতপাপ্মানঃ স্বর্গং প্রাপ্তা রঘূত্তম॥৪১

অন্বয়ঃ রঘূত্তম! অথ উত্তমং গঙ্গাসলিলং তদ্‌ভস্মনাং রাশিং প্লাবয়ৎ। (তে) ধূতপাপ্মানঃ স্বর্গং প্রাপ্তাঃ। ৪১

হে রঘুশ্রেষ্ঠ, অবশেষে গঙ্গার অপূর্ব সলিলে সগরতনয়দের ভস্মরাশি প্লাবিত হওয়ায় তাঁরা পাপমুক্ত হয়ে স্বর্গে গমন করলেন। ৪১

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ

* *

সাগরস্বর্গপ্রাপ্তিঃ

স গত্বা সাগরং রাজা গঙ্গয়ানুগতস্তদা।
প্রবিবেশ তলং ভূমের্যত্র তে ভস্মসাৎকৃতাঃ॥১

অন্বয়ঃ তদা সঃ রাজা গঙ্গয়া অনুগতঃ সাগরং গত্বা ভূমেঃ তলং প্রবিবেশ যত্র তে ভস্মসাৎ কৃতাঃ। ১

বিশ্বামিত্র বলতে লাগলেন—

রাজা ভগীরথ গঙ্গাকে পিছনে নিয়ে সাগরে উপস্থিত হলেন এবং তারপর ভূতলে যেখানে সগরপুত্রেরা ভস্মসাৎ হয়েছিলেন সেখানে প্রবেশ করলেন। ১

ভস্মন্যথাপ্লুতে রাম গঙ্গায়াঃ সলিলেন বৈ।
সর্বলোকপ্রভুর্ব্রহ্মা রাজানমিদমব্রবীৎ ॥২

অন্বয়ঃ রাম! অথ গঙ্গায়াঃ সলিলেন ভস্মনি আপ্লুতে সর্বলোকপ্রভুঃ ব্রহ্মা রাজানম্ ইদম্ অব্রবীৎ। ২

রাম, গঙ্গার জলধারায় সগরপুত্রদের ভস্ম প্লাবিত হলে সর্বলোককর্তা ব্রহ্মা রাজা ভগীরথকে বললেন —। ২

তারিতা নরশার্দূল দিবং যাতাশ্চ দেববৎ।
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি সগরস্য মহাত্মনঃ ॥৩

অন্বয়ঃ নরশার্দূল! মহাত্মনঃ সগরস্য ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি তারিতাঃ দেববৎ দিবং চ যাতাঃ। ৩

হে নরশ্রেষ্ঠ, মহাত্মা সগরের ষাট হাজার পুত্র উদ্ধার পেয়েছেন এবং দেবতুল্য হয়ে স্বর্গে গমন করেছেন। ৩

সাগরস্য জলং লোকে যাবৎ স্থাস্যতি পার্থিব।
সগরস্যাত্মজাঃ সর্বে দিবি স্থাস্যন্তি দেববৎ ॥৪

অন্বয়ঃ পার্থিব! সাগরস্য জলং যাবৎ লোকে স্থাস্যতি (তাবৎ) সর্বে সগরস্য আত্মজাঃ দেববৎ দিবি স্থাস্যতি। ৪

রাজন্, যতদিন পৃথিবীতে সাগরের জল বর্তমান থাকবে ততদিন সগরপুত্রেরা দেবতুল্য হয়ে স্বর্গে অবস্থান করবেন। ৪

ইয়ং চ দুহিতা জ্যেষ্ঠা তব গঙ্গা ভবিষ্যতি।
ত্বৎকৃতেন চ নাম্নাথ লোকে স্থাস্যতি বিশ্রুতা ॥৫

অন্বয়ঃ ইয়ং গঙ্গা চ তব জ্যেষ্ঠা দুহিতা ভবিষ্যতি অথ ত্বৎকৃতেন চ নাম্না লোকে বিশ্রুতা স্থাস্যতি। ৫

এই গঙ্গা তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যারূপে পরিগণিত হবেন এবং তোমার নাম অনুসারেই এঁর নাম বিখ্যাত হবে। ৫

গঙ্গা ত্রিপথগা নাম দিব্যা ভাগীরথীতি চ।
ত্রীন্ পথো ভাবয়ন্তীতি তস্মাৎ ত্রিপথগা স্মৃতা ॥৬

অন্বয়: দিব্যা গঙ্গা ভাগীরথী চ ত্রিপথগা নাম ইতি ত্রীন্ পথঃ ভাবয়ন্তি ইতি তস্মাৎ ত্রিপথগা স্মৃতা। ৬

তোমার নাম অনুসারে এই দিব্য গঙ্গার নাম হবে 'ভাগীরথী' আবার ইনি তিন পথে গমন করেছেন বলে এঁর নাম 'ত্রিপথগা'ও হবে। ৬

পিতামহানাং সর্বেষাং ত্বমত্র মনুজাধিপ।
কুরুষ্ব সলিলং রাজন্ প্রতিজ্ঞামপবর্জয় ॥৭

অন্বয়: মনুজাধিপ! রাজন্ ত্বম্ অত্র সর্বেষাং পিতামহানাং সলিলং কুরুষ্ব প্রতিজ্ঞাম্ অপবর্জয়। ৭

মহারাজ, তুমি এখানেই তোমার পিতামহদের সলিলতর্পণ সম্পন্ন করে তোমার প্রতিজ্ঞা পালন করো। ৭

পূর্বকেণ হি তে রাজংস্তেনাতিযশসা তদা।
ধর্মিণাং প্রবরেণাথ নৈষ প্রাপ্তো মনোরথঃ ॥৮

অন্বয়: রাজন্! তদা তে পূর্বকেন তেন অতিযশসা ধর্মিণাং প্রবরেণ (সগরেণ) এষঃ মনোরথঃ ন প্রাপ্তঃ। ৮

রাজন্, তোমার পূর্বপুরুষ মহাযশস্বী ধার্মিকশ্রেষ্ঠ সগরের এই মনোরথ পূর্ণ হয়নি ॥৮

তথৈবাংশুমতা বৎস লোকেঽপ্রতিমতেজসা।
গঙ্গাং প্রার্থয়তা নেতুং প্রতিজ্ঞা নাপবর্জিতা ॥৯

অন্বয়: বৎস, তথা এব লোকে অপ্রতিমতেজসা অংশুমান্ গঙ্গাং নেতুং প্রার্থয়তা প্রতিজ্ঞা ন অপবর্জিতা। ৯

বৎস, তারপর পৃথিবীতে অতুলনীয় তেজস্বী অংশুমানও গঙ্গাকে নিয়ে আসার ইচ্ছা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ হয় নি। ৯

রাজর্ষিণা গুণবতা মহর্ষিসমতেজসা।
মত্তুল্যতপসা চৈব ক্ষত্রধর্মস্থিতেন চ ॥১০
দিলীপেন মহাভাগ তব পিত্রাতিতেজসা।
পুনর্ন শকিতা নেতুং গঙ্গাং প্রার্থয়তানঘ ॥১১

অন্বয়ঃ অনঘ মহাভাগ! গুণবতা রাজর্ষিণা মহর্ষিসমতেজসা মত্তুল্যতপসা চ ক্ষত্রধর্মস্থিতেন চ অতিতেজসা তব পিত্রা দিলীপেন গঙ্গাং নেতুং প্রার্থয়তা পুনঃ ন শকিতা। ১০-১১

হে অনঘ! হে বরেণ্য! তোমার পিতা গুণবান রাজর্ষি দিলীপ ছিলেন মহর্ষিতুল্য তেজস্বী। তিনি ছিলেন আমার তুল্য তপস্বী, এবং ক্ষত্রধর্মপরায়ণ। তিনিও গঙ্গাকে নিয়ে আসার ইচ্ছা করেছিলেন, কিন্তু তিনিও এই কার্যে সমর্থ হন নি। ১০-১১

সা ত্বয়া সমতিক্রান্তা প্রতিজ্ঞা পুরুষর্ষভ।
প্রাপ্তোঽসি পরমং লোকে যশঃ পরমসম্মতম্ ॥১২

অন্বয়ঃ পুরুষর্ষভ! ত্বয়া সা প্রতিজ্ঞা সমতিক্রান্তা। লোকে পরমং পরমসম্মতং যশঃ প্রাপ্তঃ অসি। ১২

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ তুমি কিন্তু তোমার প্রতিজ্ঞা পালন করেছ এবং পৃথিবীতে মহাযশ লাভ করেছ। ১২

তচ্চ গঙ্গাবতরং পুণ্যং ত্বয়া কৃতমরিন্দম।
অনেন চ ভবান্ প্রাপ্তো ধর্মস্যায়তনং মহৎ ॥১৩

অন্বয়ঃ অরিন্দম! ত্বয়া তৎ চ পুণ্যং গঙ্গাবতরং কৃতম্। অনেন চ ভবান্ মহৎ ধর্মস্য আয়তনং প্রাপ্তঃ। ১৩

হে অরিন্দম, তুমিই এই পুণ্য গঙ্গাবতরণ সফল করেছ, এজন্যে তুমি মহান ধর্মলোক প্রাপ্ত হবে। ১৩

প্লাবয়স্ব ত্বমাত্মানং নরোত্তম সদোচিতে।
সলিলে পুরুষশ্রেষ্ঠ শুচিঃ পুণ্যফলো ভব ॥১৪

অন্বয়ঃ নরোত্তম! ত্বং সদোচিতে সলিলে আত্মানং প্লাবয়স্ব। পুরুষশ্রেষ্ঠ, শুচিঃ পুণ্যফলঃ ভব। ১৪

হে নরোত্তম, এখন তুমি এই পুণ্যসলিলে অবগাহন করে শুচি ও পুণ্যবান হও। ১৪

পিতামহানাং সর্বেষাং কুরুষ্ব সলিলক্রিয়াম্।
স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি স্বং লোকং গম্যতাম্ নৃপ ॥১৫

অন্বয়ঃ নৃপ! সর্বেষাং পিতামহানাং সলিলক্রিয়াং কুরুষ্ব গম্যতাম্। (অহং) স্বং লোকং গমিষ্যামি। স্বস্তি তে অস্তু। ১৫

রাজন্, তুমি তোমার পিতামহদের সলিলতর্পণ সমাপ্ত করে প্রত্যাবর্তন করো, এবং আমিও নিজধামে প্রত্যাবর্তন করছি। তোমার মঙ্গল হোক। ১৫

ইত্যেবমুক্ত্বা দেবেশ সর্বলোকপিতামহঃ।
যথাগতং তথাঽগচ্ছদ্দেবলোকং মহাযশাঃ ।১৬

অন্বয় : মহাযশাঃ সর্বলোকপিতামহঃ দেবেশ ইতি এবম্ উক্ত্বা যথাগতং তথা দেবলোকম্ অগচ্ছৎ। ১৬

মহাযশস্বী সর্বলোক পিতামহ দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা এই কথা বলে দেবলোকে নিজধামে প্রত্যাবর্তন করলেন। ১৬

ভগীরথস্তু রাজর্ষিঃ কৃত্বা সলিলমুত্তমম্।
যথাক্রমং যথান্যায়ং সাগরাণা মহাযশাঃ ॥১৭
কৃতোদকঃ শুচী রাজা স্বপুরং প্রবিবেশ হ।
সমৃদ্ধার্থো নরশ্রেষ্ঠ স্বরাজ্যং প্রশশাস হ ॥১৮

অন্বয় : নরশ্রেষ্ঠ। মহাযশাঃ রাজর্ষিঃ ভগীরথঃ তু সাগরাণাং যথাক্রমং যথান্যায়ম্ উত্তমং সলিলং কৃত্বা কৃতোদকঃ শুচিঃ সমৃদ্ধার্থঃ স্বপুরং প্রবিবেশ স্বরাজ্যং প্রশশাস হ। ১৭-১৮

হে নরশ্রেষ্ঠ, মহাযশস্বী রাজর্ষি ভগীরথ তখন সগরপুত্রদের যথাক্রমে যথারীতি তর্পণক্রিয়া সমাপন করে পবিত্র ও কৃতার্থ হয়ে নিজ পুরীতে প্রবেশ করলেন এবং রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। ১৭-১৮

প্রমুমোদ চ লোকস্তং নৃপমাসাদ্য রাঘব।
নষ্টশোকঃ সমৃদ্ধার্থো বভূব বিগতজ্বরঃ ॥১৯

অন্বয় : রাঘব! লোকঃ তং নৃপম্ আসাদ্য প্রমুমোদ নষ্টশোকঃ বিগতজ্বরঃ সমৃদ্ধার্থঃ বভূব। ১৯

হে রাঘব, প্রজারা রাজাকে ফিরে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হল, এবং তাদের শোক ও দুশ্চিন্তা দূর হওয়ায় তারা নিজেদের কৃতার্থ জ্ঞান করল। ১৯

এষ তে রাম গঙ্গায়া বিস্তরোঽভিহিতো ময়া।
স্বস্তি প্রাপ্নুহি ভদ্রং তে সন্ধ্যাকালোঽতিবর্ততে ॥২০

অন্বয় : রাম, এষঃ তে গঙ্গায়াঃ বিস্তরঃ ময়া অভিহিতঃ। সন্ধ্যাকালঃ অতিবর্ততে। স্বস্তি প্রাপ্নুহি। ভদ্রং তে (ভবতু)। ২০

কাহিনী শেষে বিশ্বামিত্র বললেন—

রাম, এতক্ষণ আমি তোমার নিকট গঙ্গার বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণনা করলাম। এখন সন্ধ্যাকাল প্রায় অতীত হল। তোমার মঙ্গল হোক। ২০

ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং পুত্র্যং স্বর্গমথাপি চ।
যঃ শ্রাবয়তি বিপ্রেষু ক্ষত্রিয়েষ্বিতরেষু চ।
প্রীয়ন্তে পিতরস্তস্য প্রীয়ন্তে দৈবতানি চ ॥২১

অন্বয়ঃ যঃ (ইমং) ধন্যং যশস্যং আয়ুষ্যং পুত্র্যং অথ স্বর্গ্যম্ অপি চ। বৃত্তান্তং) বিপ্রেষু ক্ষত্রিয়েষু চ শ্রাবয়তি তস্য পিতরং দেবতানি চ প্রীয়ন্তে। ২১

যিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা অন্যান্য বর্ণকে এই পুণ্য, যশস্কর, আয়ুবর্ধক, বংশবর্ধক ও স্বর্গপ্রদ গঙ্গার বৃত্তান্ত শ্রবণ করাবেন পিতৃগণ ও দেবগণ তাঁর উপর প্রীত হবেন। ২১

ইদমাখ্যামায়ুষ্যং গঙ্গাবতরণং শুভম্।
যঃ শৃণোতি চ কাকুৎস্থ সবান কামানবাপ্নুয়াৎ ॥
সর্বে পাপাঃ প্রণশ্যন্তি আয়ুঃ কীর্তিশ্চ বর্ধতে ॥২২

অন্বয়ঃ কাকুৎস্থ! যঃ ইদং শুভম্ আয়ুষ্যং গঙ্গাবতরণম্ আখ্যানং শৃণোতি (সঃ) সর্বান্ কামান্ অবাপ্নুয়াৎ। (তস্য) সর্বে পাপাঃ প্রণশ্যন্তি আয়ুঃ কীর্তিঃ চ বর্ধতে। ২২

যিনি এই মঙ্গলজনক ও আয়ুবর্ধক গঙ্গাবতরণের কাহিনী শ্রবণ করবেন তাঁর সমস্ত পাপ নষ্ট হবে এবং তার আয়ু ও কীর্তি বৃদ্ধি পাবে। ২২

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ

* *

ক্ষীরোদমন্থনবর্ণনম্
(ক্ষীরসমুদ্রমন্থন বর্ণনা)

বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ।
বিস্ময়ং পরমং গত্বা বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ ॥১

অন্বয়ঃ রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা পরমং বিস্ময়ং গত্বা অথ বিশ্বামিত্রম্ অব্রবীৎ। ১

বিশ্বামিত্রের কথা শুনে লক্ষ্মণসহ রাম অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বিশ্বামিত্রকে বললেন—। ১

অত্যদ্‌ভুতমিদং ব্রহ্মন্ কথিতং পরমং ত্বয়া।
গঙ্গাবতরণং পুণ্যং সাগরস্যাপি পূরণম্ ॥২

অন্বয়ঃ ব্রহ্মন্! ইদম্ অত্যদ্‌ভুতং পরমং পুণ্যং গঙ্গাবতরণং সাগরস্য অপি পূরণং ত্বয়া কথিতম্। ২

হে ব্রহ্মন্, গঙ্গার অবতরণ এবং সাগরগর্ত পূরণের অত্যাশ্চর্য পরম পুণ্যময় কাহিনী আপনি বর্ণনা করেছেন। ২

ক্ষণভূতেব নৌ রাত্রিঃ সংবৃত্তেয়ং পরন্তপ।
ইমাং চিন্তয়তঃ সর্বাং নিখিলেন কথাং তব ॥৩

অন্বয়ঃ পরন্তপ! ইমাং তব সর্বাং কথাং নিখিলেন চিন্তয়তঃ নৌ ইয়ং রাত্রিঃ ক্ষণভূতা ইব সংবৃত্তা। ৩

হে পরন্তপ। আপনার এই সমস্ত কথা একান্তভাবে চিন্তা করতে করতে আমাদের রাত্রি যেন মুহূর্ত মাত্রেই অতিক্রান্ত হয়েছে। ৩

পশ্য সা শর্বরী সর্বা মম সৌমিত্রিণা সহ।
জগাম চিন্তয়ানস্য বিশ্বামিত্রকথাং শুভাম্ ॥৪

অন্বয়ঃ পশ্য শুভাং বিশ্বামিত্রকথাং চিন্তয়ানস্য সৌমিত্রিণা সহ মম সা সর্বা শর্বরী জগাম। ৪

দেখুন আপনার কথা চিন্তা করতে করতেই লক্ষ্মণ ও আমার সমস্ত রাত্রি অতিক্রান্ত হয়েছে। ৪

ততঃ প্রভাতে বিমলে বিশ্বামিত্রং তপোধনম্।
উবাচ রাঘবো বাক্যং কৃতাহ্নিকমরিন্দমঃ ॥৫

অন্বয়ঃ ততঃ বিমলে প্রভাতে অরিন্দমঃ রাঘবঃ কৃতাহ্নিকঃ বিশ্বামিত্রং তপোধনং বাক্যম্ উবাচ। ৫

তারপর সেই নির্মল প্রভাতকালে আহ্নিক ক্রিয়া শেষ করে অরিন্দম রাম তপস্বী বিশ্বামিত্রকে বললেন—। ৫

গতা ভগবতী রাত্রিঃ শ্রোতব্যং পরমাদ্ভুতম্।
তরাম সরিতাং শ্রেষ্ঠাং পুণ্যাং ত্রিপথগাং নদীম্ ॥৬
নৌরেষা হি সুখাস্তীর্ণা ঋষীণাং পুণ্যকর্মণাম্।
ভগবন্তমিহ প্রাপ্তং জ্ঞাত্বা ত্বরিতমাগতা ॥৭

অন্বয়ঃ পরমাদ্‌ভুতং শ্রোতব্যং (শ্রুত্বা) ভগবতী রাত্রিঃ গতা। সরিতাং শ্রেষ্ঠাং পুণ্যাং ত্রিপথগাং নদীং তরাম। এষা পুণ্যকর্মণাম্ ঋষীণাং সুখাস্তীর্ণা নৌঃ ভগবন্তম্ ইহ প্রাপ্তং জ্ঞাত্বা ত্বরিতম্ আগতা। ৬-৭

আপনার অত্যাশ্চর্য কাহিনী শুনতে শুনতে ভগবতী রজনীদেবী অবসান হয়েছেন। এখন আমরা নদীশ্রেষ্ঠা পুণ্যা ত্রিপথগা গঙ্গাকে অতিক্রম করব। ভগবান, এই দেখুন, পুণ্যাত্মা ঋষিরা আপনার আগমনসংবাদে দ্রুতগতিতে সুখপ্রদ আচ্ছাদনযুক্ত নৌকা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। ৬-৭

তস্য তদ্‌বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
সন্তারং কারয়ামাস সর্ষিসংঘস্য কৌশিকঃ ॥৮

অন্বয়ঃ তস্য মহাত্মনঃ রাঘবস্য তৎ বচনং শ্রুত্বা কৌশিকঃ ঋষিসংঘস্য সন্তারং কারয়ামাস। ৮

মহাত্মা রামের এই কথা শুনে বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণ ও ঋষিদের সঙ্গে নিয়ে গঙ্গা পার হলেন। ৮

উত্তরং তীরমাসাদ্য সম্পূজ্যর্ষিগণং ততঃ।
গঙ্গাকূলে নিবিষ্টাস্তে বিশালাং দদৃশুঃ পুরীম্ ॥৯

অন্বয়ঃ ততঃ উত্তরং তীরম্ আসাদ্য ঋষিগণং সম্পূজ্য গঙ্গাকূলে নিবিষ্টাঃ তে বিশালাং পুরীং দদৃশুঃ। ৯

তারপর গঙ্গার উত্তরতীরে উপস্থিত হয়ে রাম ও লক্ষ্মণ গঙ্গাকূলে উপবেশন করে ঋষিদের উপযুক্ত সংকার করলেন। সেখান থেকে তাঁরা বিশালা[১] নামে পুরী দেখতে পেলেন। ৯

ততো মুনিবরস্তূর্ণং জগাম সহরাঘবঃ।
বিশালাং নগরীং রম্যাং দিব্যাং স্বর্গোপমাং তদা ॥১০

অন্বয়ঃ ততঃ মুনিবরঃ তদা সহরাঘবঃ তূর্ণং রম্যাং দিব্যাং স্বর্গোপমাং বিশালাং নগরীং জগাম। ১০

মুনিবর বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুতগতিতে সেই স্বর্গলোকতুল্য সুরম্য বিশালা নগরীর দিকে অগ্রসর হলেন। ১০

অথ রামো মহাপ্রাজ্ঞো বিশ্বামিত্রং মহামুনিম্
পপ্রচ্ছ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বিশালামুত্তমাং পুরীম্ ॥১১

অন্বয় : অথ মহাপ্রাজ্ঞঃ রামঃ প্রাঞ্জলিঃ ভূত্বা বিশ্বমিত্রং মহামুনিম্ উত্তমাং পুরীং বিশালাং পপ্রচ্ছ। ১১

যাওয়ার সময় মহাপ্রাজ্ঞ রাম করজোড়ে মহামুনি বিশ্বমিত্রকে বিশালা মহাপুরী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। ১১

কতমো রাজবংশোঽয়ং বিশালায়াং মহামুনে।
শ্রোতুমিচ্ছামি ভদ্রং তে পরং কৌতূহলং হি মে ॥১২

অন্বয় : মহামুনে! বিশালায়াং কতমঃ অয়ং রাজবংশঃ শ্রোতুম্ ইচ্ছামি পরং কৌতূহলং মে। ভদ্রং তে (ভবতু)। ১২

হে মহর্ষি, এই বিশালা নগরীতে এখন কোন্ রাজবংশ রাজত্ব করছেন? একথা শুনতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল হচ্ছে। আপনি আমাকে এ সম্বন্ধে বলুন। আপনার মঙ্গল হোক। ১২

তস্য তদ্‌বচনং শ্রুত্বা রামস্য মুনিপুঙ্গবঃ।
আখ্যাতুং তৎ সমারেভে বিশালায়াঃ পুরাতনম্ ॥১৩

অন্বয় : তস্য রামস্য তৎ বচনং শ্রুত্বা মুনিপুঙ্গবঃ বিশালায়াঃ পুরাতনম্ আখ্যাতুং সমারেভে। ১৩

রামের কথা শুনে মুনিবর বিশ্বামিত্র বিশালা নগরীর পুরাতন কাহিনী বলতে লাগলেন—। ১৩

শ্রূয়তাং রাম শক্রস্য কথাং কথয়তঃ শ্রুতাম্।
অস্মিন্ দেশে হি যদ্‌বৃত্তং শৃণু তত্ত্বেন রাঘব ॥১৪

অন্বয় : রাম! শক্রস্য কথয়তঃ শ্রুতাং কথাং শ্রূয়তাম্। রাঘব। অস্মিন্ দেশে যদ্‌বৃত্তং তত্ত্বেন শৃণু। ১৪

রাম, আমি ইন্দ্রের মুখে এই দেশের প্রকৃত বৃত্তান্ত শুনেছি, তুমি এখন আমার কাছে তা শোনো। ১৪

পূর্বং কৃতযুগে রাম দিতেঃ পুত্রা মহাবলাঃ।
আদিতেশ্চ মহাভাগা বীর্যবন্তঃ সুধার্মিকাঃ ॥১৫
ততস্তেষাং নরব্যাঘ্র বুদ্ধিরাসীন্মহাত্মনাম্।
অমরা বিজরাশ্চৈব কথং স্যামো নিরাময়াঃ ॥১৬

অন্বয় : রাম। পূর্বং কৃতযুগে দিতেঃ মহাবলাঃ পুত্রাঃ অদিতেঃ চ মহাভাগাঃ বীর্যবন্তঃ সুধার্মিকাঃ (পুত্রাঃ আসন্)। নরব্যাঘ্র। ততঃ তেষাং মহাত্মনাং বুদ্ধিঃ আসীৎ কথম্ অমরাঃ বিজরাঃ নিরাময়াঃ চ এব স্যাম:। ১৫-১৬

পূর্বে সত্যযুগে দিতির মহাবলশালী পুত্রেরা এবং অদিতির মহাভাগ্যবান, বীর্যবান ও পরম ধার্মিক পুত্রেরা চিন্তা করতে লাগলেন—আমরা কীভাবে অমর, অজর ও নীরোগ হতে পারি। ১৫-১৬

তেষাং চিন্তয়তাং তত্র বুদ্ধিরাসীৎ বিপশ্চিতাম্।
ক্ষীরোদমথনং কৃত্বা রসং প্রাপ্স্যাম তত্র বৈ ॥১৭

অন্বয় : তেষাং বিপশ্চিতাং চিন্তয়তাং তত্র বুদ্ধিঃ আসীৎ ক্ষীরোদমথনং কৃত্বা তত্র রসং প্রাপ্স্যামঃ। ১৭

এইভাবে চিন্তা করতে করতে সেই প্রজ্ঞাবান দেব ও দৈত্যরা স্থির করলেন—আমরা ক্ষীরোদসমুদ্র মন্থন করে অমৃতরস লাভ করব। ১৭

ততো নিশ্চিত্য মথনং যোক্ত্রং কৃত্বা চ বাসুকিম্।
মন্থানং মন্দরং কৃত্বা মমন্থুরমিতৌজসঃ ॥১৮

অন্বয় : ততঃ মথনং নিশ্চিত্য বাসুকিং চ যোক্ত্রং কৃত্বা মন্দরং মন্থানং কৃত্বা অমিতৌজসঃ মমন্থুঃ। ১৮

তখন অমিত বলশালী দেব ও দৈত্যরা সমুদ্র মন্থনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, এবং বাসুকিকে মন্থনরজ্জু ও মন্দরপর্বতকে মন্থনদণ্ড করে সাগরমন্থন আরম্ভ করলেন। ১৮

অথ বর্ষসহস্রেণ যোক্ত্রসর্পশিরাংসি চ।
বমন্তোঽতিবিষং তত্র দদংশুর্দশনৈঃ শিলাঃ ॥১৯

অন্বয় : অথ বর্ষসহস্রেণ যোক্ত্রসর্পশিরাংসি অতিবিষং বমন্তঃ দশনৈঃ শিলাঃ দদংশুঃ। ১৯

এইভাবে সহস্র বৎসর অতীত হল। তখন মন্থনরজ্জুরূপে ব্যবহৃত বাসুকি তার মুখ থেকে ভয়ানক বিষ বমন করতে লাগলেন এবং দাঁত দিয়ে শিলাখণ্ড দংশন করতে লাগলেন। ১৯

উৎপপাতাগ্নিসংকাশং হালাহলমহাবিষম্।
তেন দগ্ধং জগৎ সর্বং সদেবাসুরমানুষম্ ॥২০

অন্বয় : (বাসুকিঃ) অগ্নিসংকাশং হালাহলমহাবিষম্ উৎপপাত। তেন সর্বং সদেবাসুরমানুষং জগৎ দগ্ধম্। ২০

বাসুকির সেই অগ্নিতুল্য মহাবিষে দেব অসুর ও মানুষ সহ সমস্ত বিশ্ব দগ্ধ হতে লাগল। ২০

অথ দেবা মহাদেবং শংকরং শরণার্থিনঃ।
জগ্মুঃ পশুপতিং রুদ্রং ত্রাহি ত্রাহীতি তুষ্টুবুঃ ॥২১

অন্বয়: অথ দেবাঃ মহাদেবং শংকরং শরনার্থিনঃ জগ্মুঃ পশুপতিং রুদ্রং ত্রাহি ত্রাহি ইতি তুষ্টুবুঃ। ২১

তখন দেবতারা মহাদেব শংকরের শরণাপন্ন হলেন এবং ত্রাহি ত্রাহি রবে পশুপতি রুদ্রের স্তব করতে লাগলেন। ২১

এবমুক্তস্ততো দেবৈর্দেবদেবেশ্বরঃ প্রভুঃ।
প্রাদুরাসীৎ ততোঽত্রৈব শঙ্খচক্রধরো হরিঃ ॥২২

অন্বয়: ততঃ দেবদেবেশ্বরঃ প্রভুঃ দেবৈঃ এবং উক্তঃ শঙ্খচক্রধরঃ হরিঃ তত্র এব প্রাদুরাসীৎ। ২২

দেবতারা যখন দেবাদিদেব প্রভু মহাদেবের এরূপ স্তব করছিলেন, সেই সময় শঙ্খ-চক্রধর হরি সেখানে উপস্থিত হলেন। ২২

উবাচৈনং স্মিতং কৃত্বা রুদ্রং শূলধরং হরিঃ
দৈবতৈর্মথ্যমানে তু যৎপূর্বং সমুপস্থিতম্ ॥২৩
তৎ ত্বদীয়ং সুরশ্রেষ্ঠ সুরাণামগ্রতো হি যৎ।
অগ্রপূজামিহ স্থিত্বা গৃহাণেদং বিষং প্রভো ॥২৪

অন্বয়: হরিঃ স্মিতং কৃত্বা এনং শূলধরং রুদ্রম্ উবাচ—সুরশ্রেষ্ঠ! দৈবতৈঃ মথ্যমানে তু যৎ পূর্বং সমুপস্থিতং তৎ ত্বদীয়ম্। প্রভো! সুরাণাম্ অগ্রতঃ যৎ অগ্রপূজাম্ ইহ স্থিত্বা ইদং বিষং গৃহাণ। ২৩-২৪

হরি স্মিতহাস্যে শূলপাণি রুদ্রকে বললেন—হে সুরশ্রেষ্ঠ, দেবতাদের মন্থনকালে যা ইতিপূর্বে উৎপন্ন হয়েছে, তা আপনারই প্রাপ্য। প্রভু, আপনি দেবতাদের অগ্রগণ্য। সুতরাং তাঁদের অগ্রপূজারূপে এই বিষ আপনিই গ্রহণ করুন। ২৩-২৪

ইত্যুক্ত্বা চ সুরশ্রেষ্ঠস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
দেবতানাং ভয়ং দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা বাক্যং তু শার্ঙ্গিণঃ ॥২৫
হালাহলং বিষং ঘোরং সংজগ্রাহামৃতোপমম্।
দেবান্ বিসৃজ্য দেবেশো জগাম ভগবান্ হরঃ ॥২৬

অন্বয় : সুরশ্রেষ্ঠঃ চ ইতি উক্ত্বা তত্র এব অন্তরধীয়ত। দেবেশং ভগবান্ হরঃ দেবতানাং ভয়ং দৃষ্ট্বা শার্ঙ্গিণঃ তু বাক্যং শ্রুত্বা ঘোরং হালাহলং বিষম্ অমৃতোপমং সংজগ্রাহ, দেবান্ বিসৃজ্য (চ) জগাম। ২৫-২৬

সুরশ্রেষ্ঠ হরি এই কথা বলে সেখানেই অন্তর্হিত হলেন। তখন দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান মহাদেব দেবতাদের ভয় দেখে এবং শার্ঙ্গপাণি হরির কথায় ভয়ঙ্কর হলাহল অমৃতজ্ঞানে গ্রহণ করলেন। তারপর তিনি দেবতাদের নিকট বিদায় নিয়ে প্রস্থান করলেন। ২৫-২৬

ততো দেবাসুরাঃ সর্বে মমন্থূ রঘুনন্দন।

প্রবিবেশাথ পাতালং মন্থানঃ পর্বতোত্তমঃ ॥২৭

অন্বয় : রঘুনন্দন! ততঃ সর্বে দেবাসুরাঃ মমন্থুঃ। অথ পর্বতোত্তমঃ মন্থানঃ পাতালং প্রবিবেশ। ২৭

হে রঘুনন্দন, তখন দেবতা ও অসুরেরা পুনরায় মন্থন আরম্ভ করলেন। এমন সময় মন্থনদণ্ডরূপে ব্যবহৃত পর্বতশ্রেষ্ঠ মন্দর সহসা পাতালে প্রবেশ করলেন। ২৭

ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাস্তুষ্টুবুর্মধুসূদনম্।

ত্বং গতিঃ সর্বভূতানাং বিশেষেণ দিবৌকসাম্।

পালয়াস্মান্ মহাবাহো গিরিমুদ্ধর্তুমর্হসি ॥২৮

অন্বয় : ততঃ সগন্ধর্বাঃ দেবাঃ মধুসূদনং তুষ্টুবুঃ—ত্বং সর্বভূতানাং বিশেষেণ দিবৌকসাম্ গতিঃ। মহাবাহো! অস্মান্ পালয় গিরিম্ উদ্ধর্তুম্ অর্হসি। ২৮

তখন দেবতা ও গন্ধর্বরা এই বলে মধুসূদনের স্তব করতে লাগলেন— আপনি সকল জীবের, বিশেষ করে দেবতাদের গতি। হে মহাবাহু, আপনি মন্দরপর্বতকে পাতাল থেকে উদ্ধার করে আমাদের পালন করুন। ২৮

ইতি শ্রুত্বা হৃষীকেশঃ কামঠং রূপমাস্থিতঃ।

পর্বতং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা শিশ্যে তত্রোদধৌ হরিঃ ॥২৯

অন্বয় : ইতি শ্রুত্বা হৃষীকেশঃ হরিঃ কামঠং রূপম্ আস্থিতঃ পর্বতং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা তত্র উদধৌ শিশ্যে। ২৯

এই কথা শুনে হৃষীকেশ হরি কূর্মরূপ ধারণ করলেন এবং মন্দারপর্বতকে পৃষ্ঠে ধারণ করে সাগরগর্ভে শয়ন করে থাকলেন। ২৯

পর্বতাগ্রং তু লোকাত্মা হস্তেনাক্রম্য কেশবঃ।

দেবানাং মধ্যতঃ স্থিত্বা মমন্থ পুরুষোত্তমঃ ॥৩০

অন্বয় : লোকাত্মা পুরুষোত্তমঃ কেশবঃ হস্তেন পর্বতাগ্রম্ আক্রম্য দেবানাং মধ্যতঃ স্থিত্বা মমন্থ। ৩০

তারপর পুরুষোত্তম কেশব দেবতাদের মধ্যে অবস্থান করে হস্তের দ্বারা পর্বতের শিখর আকর্ষণ করে সাগর মন্থন করতে আরম্ভ করলেন। ৩০

অথ বর্ষসহস্রেণ আয়ুর্বেদময়ঃ পুমান্।
উদতিষ্ঠৎ সুধর্মাত্মা সদণ্ডঃ সকমণ্ডলুঃ ॥৩১
পূর্বং ধন্বন্তরির্নাম অপ্সরাশ্চ সুবর্চসঃ ॥৩২
অপ্সু নির্মথনাদেব রসাত্তস্মাদ্বরস্ত্রিয়ঃ।
উৎপেতুর্মনুজশ্রেষ্ঠ তস্মাদপ্সরসোঽভবন্ ৷৩৩

অন্বয় : অথ বর্ষসহস্রেণ পূর্বং ধন্বন্তরিঃ নাম আয়ুর্বেদময়ঃ সুধর্মাত্মা সদণ্ডঃ সকমণ্ডলুঃ পুমান্ উদতিষ্ঠৎ। মনুজশ্রেষ্ঠ! অপ্সু নির্মথনাৎ এব বরস্ত্রিয়ঃ সুবর্চসঃ অপ্সরাঃ চ তস্মাৎ রসাৎ উৎপেতুঃ। তস্মাৎ (তাঃ) অপ্সরসঃ অভবন্। ৩১-৩৩

এইভাবে সহস্র বৎসর মন্থনের পর প্রথমে ধন্বন্তরি নামে এক আয়ুর্বেদময় পরম ধার্মিক দণ্ডকমণ্ডলুধারী পুরুষ উত্থিত হলেন। আরও মন্থনের পর সমুদ্রজল থেকে বহু সুন্দরী জ্যোতির্ময়ী অপ্সরা উদ্ভূত হলেন। অপ্ (জল) থেকে উদ্ভূত বলে তাদের নাম হল অপ্সরা। ৩১-৩৩

ষষ্টিঃ কোট্যোঽভবং স্তাসামপ্সরাণাং সুবর্চসাম্।
অসংখ্যেয়াস্তু কাকুৎস্থ যাস্তাসাং পরিচারিকাঃ ॥৩৪

অন্বয় : কাকুৎস্থ! তাসাম্ সুবর্চসাম্ অপ্সরাণাং ষষ্টিঃ কোট্যঃ অভবন্। অসংখ্যেয়াঃ তু যাঃ তাসাং পরিচারিকাঃ (অভবন্)। ৩৪

সেই জ্যোতির্ময়ী অপ্সরাদের সংখ্যা হল ষাট কোটি, এবং তাঁদের পরিচারিকা হল অসংখ্য। ৩৪

ন তাঃ স্ম প্রতিগৃহ্নন্তি সর্বে তে দেবদানবাঃ।
অপ্রতিগ্রহণাদেব তা বৈ সাধারণাঃ স্মৃতাঃ ॥৩৫

অন্বয় : সর্বে তে দেবদানবাঃ তাঃ ন প্রতিগৃহ্নন্তি স্ম। অপ্রতিগ্রহণাৎ এব তাঃ সাধারণাঃ স্মৃতাঃ। ৩৫

দেবতা অথবা দানব কেউই তাঁদের গ্রহণ করলেন না, এজন্যে তাঁরা সাধারণ স্ত্রীরূপে গণ্য হলেন। ৩৫

বরুণস্য ততঃ কন্যা বারুণী রঘুনন্দন।
উৎপপাত মহাভাগা মার্গমাণা পরিগ্রহম্ ॥৩৬

অন্বয়ঃ রঘুনন্দন! ততঃ বরুণস্য কন্যা মহাভাগা বারুণী পরিগ্রহং মার্গমাণা উৎপপাত। ৩৬

তারপর বরুণের কন্যা বারুণী[২] উত্থিত হয়ে, অনুসন্ধান করতে লাগলেন কে তাঁকে গ্রহণ করবে। ৩৬

দিতেঃ পুত্রা ন তাং রাম জগৃহুর্বরুণাত্মজাম্।
অদিতেস্তু সুতা বীর জগৃহুস্তামনিন্দিতাম্ ॥৩৭

অন্বয়ঃ রাম! দিতেঃ পুত্রাঃ তাং বরুণাত্মজাং ন জগৃহুঃ। বীর! অদিতেঃ সুতাঃ তু তাম্ অনিন্দিতাং জগৃহুঃ। ৩৭

রাম, দিতির পুত্রেরা সেই বরুণকন্যাকে গ্রহণ করলেন না, কিন্তু হে বীর, অদিতির পুত্রেরা সেই অনিন্দিতা কন্যাকে গ্রহণ করলেন। ৩৭

অসুরাস্তেন দৈতেয়াঃ সুরাস্তেনাদিতেঃ সুতাঃ।
হৃষ্টাঃ প্রমুদিতাশ্চাসন্ বারুণীগ্রহণাৎ সুরাঃ ॥৩৮

অন্বয়ঃ তেন দৈতেয়াঃ অসুরাঃ তেন অদিতেঃ সুতাঃ সুরাঃ। সুরাঃ বারুণী-গ্রহণাৎ হৃষ্টাঃ প্রমুদিতাঃ চ আসন্। ৩৮

এজন্যে দিতির পুত্রেরা অসুর[৩] এবং অদিতির পুত্রেরা সুর[৪] নামে খ্যাত হলেন। এইভাবে বারুণীকে গ্রহণ করে অদিতির পুত্রেরা হৃষ্ট ও প্রফুল্ল হলেন। ৩৮

উচ্চৈঃশ্রবা হয়শ্রেষ্ঠো মণিরত্নং চ কৌস্তুভম্।
উদতিষ্ঠন্ নরশ্রেষ্ঠ তথৈবামৃতমুত্তমম্ ॥৩৯

অন্বয়ঃ নরশ্রেষ্ঠ! হয়শ্রেষ্ঠঃ উচ্চৈঃশ্রবা কৌস্তুভং মণিরত্নং চ তথা এব উত্তমম্ অমৃতম্ উদতিষ্ঠন্। ৩৯

হে নরশ্রেষ্ঠ, তারপর অশ্বশ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তুভমণি এবং অপূর্ব অমৃত উত্থিত হল। ৩৯

অথ তস্য কৃতে রাম মহানাসীৎ কুলক্ষয়ঃ।
অদিতেস্তু ততঃ পুত্রা দিতিপুত্রানসূদয়ন্ ॥৪০

অন্বয়ঃ রাম! অথ তস্য কৃতে মহান্ কুলক্ষয়ঃ আসীৎ। অদিতেঃ পুত্রাঃ তু দিতি-পুত্রান্ অসূদয়ন্। ৪০

সেই অমৃতের জন্যে দেব ও দৈত্যদের মধ্যে প্রচণ্ড কুলক্ষয়ী সংগ্রাম আরম্ভ হল এবং অদিতির পুত্রেরা দিতির পুত্রদের বিনাশ করতে লাগলেন। ৪০

একতামগমন্ সর্বে অসুরা রাক্ষসৈঃ সহ।
যুদ্ধমাসীন্মহাঘোরং বীর ত্রৈলোক্যমোহনম্ ॥৪১

অন্বয়: বীর! সর্বে অসুরাঃ রাক্ষসৈঃ সহ একতাম্ অগমন্। ত্রৈলোক্যমোহনং মহাঘোরং যুদ্ধম্ আসীৎ। ৪১

হে বীর, তখন অসুরেরা রাক্ষসদের[৫] সঙ্গে মিলিত হল এবং দেবতাদের সঙ্গে তাদের ত্রিলোকের ভীতিজনক অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হল। ৪১

যদা ক্ষয়ং গতং সর্বং তদা বিষ্ণুর্মহাবলঃ।
অমৃতং সোঽহরত্তূর্ণং মায়ামাস্থায় মোহিনীম্ ॥৪২

অন্বয়: যদা সর্বং ক্ষয়ং গতং তদা মহাবলঃ বিষ্ণুঃ মোহিনীং মায়াম্ আস্থায় অমৃতম্ অহরৎ। ৪২

এইভাবে সবক্ষয়ী যুদ্ধ চলতে থাকলে মহাবল বিষ্ণু মোহিনী মায়ামূর্তি ধারণ করে অমৃত হরণ করলেন। ৪২

যে গতাভিমুখং বিষ্ণুমক্ষরং পুরুষোত্তমম্।
সংপিষ্টাস্তে তদা যুদ্ধে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥৪৩

অন্বয়: যে পুরুষোত্তমম্ অক্ষরং বিষ্ণুম্ অভিমুখং গতাঃ তে তদা যুদ্ধে প্রভবিষ্ণুনা বিষ্ণুনা সংপিষ্টাঃ। ৪৩

সেই সময় যারা যুদ্ধের জন্যে পুরুষোত্তম অব্যয় বিষ্ণুর অভিমুখে ধাবিত হল, প্রবাক্রান্ত তিনি তাদের সকলকে যুদ্ধে নিষ্পেষিত করে ফেললেন। ৪৩

অদিতেরাত্মজা বীরা দিতেঃ পুত্রান্ নিজঘ্নিরে।
অস্মিন্ ঘোরে মহাযুদ্ধে দৈতেয়াদিত্যয়োর্ভৃশম্ ॥৪৪

অন্বয়: অস্মিন্ দৈতেয়াদিত্যয়োঃ ভৃশং ঘোরে মহাযুদ্ধে অদিতেঃ আত্মজাঃ বীরাঃ দিতেঃ পুত্রান্ নিজঘ্নিরে। ৪৪

দিতি ও অদিতি পুত্রদের মধ্যে এই ঘোর যুদ্ধে অদিতির বীর পুত্রেরা দিতির পুত্রদের বহুসংখ্যায় নিহত করলেন। ৪৪

নিহত্য দিতিপুত্রাংস্তু রাজ্যং প্রাপ্য পুরন্দরঃ।
শশাস মুদিতো লোকান্ সর্ষিসংঘান্ সচারণান্ ॥৪৫

অন্বয়ঃ পুরন্দরঃ তু দিতিপুত্রান্ নিহত্য রাজ্যং প্রাপ্য মুদিতঃ সর্ষিসংঘান্ সচারণান্ লোকান্ শশাস। ৪৫

দেবরাজ পুরন্দর দিতিপুত্রদের বিনাশ করে স্বর্গরাজ্য লাভ করলেন এবং ঋষি-ও চারণ-অধ্যুষিত ত্রিলোক শাসন করতে লাগলেন। ৪৫

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ

* *

মরুদ্দেবতানামুৎপত্তিঃ

(মরুৎ-দেবতাদের উৎপত্তি)

হতেষু তেষু পুত্রেষু দিতিঃ পরমদুঃখিতা।
মারীচং কশ্যপং নাম ভর্তারমিদমব্রবীৎ ॥১

অন্বয়ঃ তেষু পুত্রেষু হতেষু দিতিঃ পরমদুঃখিতা ভর্তারং মারীচং কশ্যপং নাম ইদম্ অব্রবীৎ। ১

বিশ্বামিত্র বলতে লাগলেন—

দিতি তাঁর পুত্রদের বিনাশে অত্যন্ত কাতর হয়ে তাঁর স্বামী মরীচিনন্দন কশ্যপকে বললেন—। ১

হতপুত্রাস্মি ভগবংস্তব পুত্রৈর্মহাত্মভিঃ।
শক্রহন্তারমিচ্ছামি পুত্রং দীর্ঘতপোর্জিতম্ ॥২

অন্বয়ঃ ভগবন্! (অহং) তব মহাত্মভিঃ পুত্রৈঃ হতপুত্রা অস্মি। দীর্ঘতপোর্জিতং শক্রহন্তারং পুত্রম্ ইচ্ছামি। ২

ভগবন্, আপনার মহাত্মা পুত্রেরা আমার পুত্রদের হত্যা করেছে। এখন আমি

দীর্ঘকাল তপস্যা করে এমন-এক পুত্র লাভ করতে চাই যে ইন্দ্রকে নিধন করতে পারবে। ২

সাহং তপশ্চরিষ্যামি গর্ভং মে দাতুমর্হসি।
ঈশ্বরং শক্রহন্তারং ত্বমনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥৩

অন্বয়: সা অহং তপঃ চরিষ্যামি, ত্বং মে গর্ভং দাতুম্ অর্হসি শক্রহন্তারম্ ঈশ্বরম্ অনুজ্ঞাতুম্ অর্হসি। ৩

আমি এখন তপস্যা আরম্ভ করব। আপনি আমার গর্ভে ইন্দ্রহন্তা পুত্র দান করতে সম্মত হোন। ৩

তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মারীচঃ কশ্যপস্তদা।
প্রত্যুবাচ মহাতেজা দিতিং পরমদুঃখিতাম্ ॥৪

অন্বয়: তদা তস্যাঃ তৎ বচনং শ্রুত্বা মহাতেজাঃ মারীচঃ কশ্যপঃ পরমদুঃখিতাং দিতিং প্রত্যুবাচ। ৪

শোকার্তা দিতির এই কথা শুনে মহা তেজস্বী মরীচিতনয় কশ্যপ তাঁকে বললেন—। ৪

এবং ভবতু ভদ্রং তে শুচির্ভব তপোধনে।
জনয়িষ্যসি পুত্রং ত্বং শক্রহন্তারমাহবে ॥৫
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু শুচির্যদি ভবিষ্যসি।
পুত্রং ত্রৈলোক্যহন্তারং মত্তস্ত্বং জনয়িষ্যসি ॥৬

অন্বয়: এবং ভবতু। তপোধনে! শুচিঃ ভব। যদি বর্ষসহস্রে পূর্ণে শুচিঃ ভবিষ্যসি (তদা) ত্বং মত্তঃ ত্রৈলোক্যহন্তারং পুত্রং জনয়িষ্যসি। ভদ্রং তে (ভবতু)। ৫-৬

তাই হবে, হে তপস্বিনী, তুমি শুচি হয়ে থাকো। যদি একসহস্র বৎসর শুচি হয়ে থাকতে পার, তবে তুমি আমার ঔরসে এমন পুত্র লাভ করবে যে ত্রিলোককে ধ্বংস করতে পারে। তোমার মঙ্গল হোক। ৫-৬

এবমুক্ত্বা মহাতেজাঃ পাণিনা সম্মমার্জ তাম্।
তামালভ্য ততঃ স্বস্তি ইত্যুক্ত্বা তপসে যযৌ ॥৭

অন্বয়: মহাতেজাঃ (কশ্যপঃ) এবম্ উক্ত্বা পাণিনা তাম্ আলভ্য তাং সম্মমার্জ, ততঃ স্বস্তি ইতি উক্ত্বা তপসে যযৌ। ৭

তাকে ধারণ করে করস্পর্শে মহাতেজস্বী কশ্যপ এই বলে তাঁর দেহ মার্জনা করলেন, তারপর স্বস্তি বাচন পাঠ করে তপস্যার জন্যে যাত্রা করলেন। ৭

গতে তস্মিন্ নরশ্রেষ্ঠ দিতিঃ পরমহর্ষিতা।
কুশপ্লবং সমাসাদ্য তপস্তেপে সুদারুণম্ ॥৮

অন্বয়: নরশ্রেষ্ঠ! তস্মিন্ গতে দিতিঃ পরমহর্ষিতা কুশপ্লবং সমাসাদ্য সুদারুণং তপঃতেপে। ৮

হে নরশ্রেষ্ঠ! কশ্যপ প্রস্থান করার পর দিতি অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে কুশপ্লব নামক স্থানে উপস্থিত হয়ে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন। ৮

তপস্তস্যাং হি কুর্বত্যাং পরিচর্যাং চকার হ।
সহস্রাক্ষো নরশ্রেষ্ঠ পরয়া গুণসম্পদা ॥৯

অন্বয়: নরশ্রেষ্ঠ! তস্যাং তপঃ কুর্বত্যাং সহস্রাক্ষঃ পরয়া গুণসম্পদা পরিচর্যাং চকার। ৯

হে নরশ্রেষ্ঠ, দিতি যখন তপস্যা করছিলেন, সেই সময় সহস্রলোচন ইন্দ্র পরম যত্নে তাঁর পরিচর্যা করতে লাগলেন। ৯

অগ্নিং কুশান্ কাষ্ঠমপঃ ফলং মূলং তথৈব চ।
ন্যবেদয়ৎ সহস্রাক্ষো যচ্চান্যদপি কাঙ্ক্ষিতম্ ॥১০

অন্বয়: সহস্রাক্ষঃ অগ্নিং কুশান্ কাষ্ঠং অপঃ ফলং মূলং তথা এব চ যৎ চ অন্যৎ অপি কাঙ্ক্ষিতং (তৎ) ন্যবেদয়ৎ। ১০

তিনি তাঁকে অগ্নি, কুশ, কাষ্ঠ, জল, ফলমূল, এবং অন্য যা-কিছু প্রয়োজন সমস্তই সরবরাহ করতে লাগলেন। ১০

গাত্রসংবাহনৈশ্চৈব শ্রমাপনয়নৈস্তথা।
শক্রঃ সর্বেষু কালেষু দিতিং পরিচচার হ ॥১১

অন্বয়: শক্রঃ গাত্রসংবাহনৈঃ চ এব তথা শ্রমাপনয়নৈঃ সর্বেষু কালেষু দিতিং পরিচচার। ১১

ইন্দ্র তাঁর গাত্র সংবাহন (অর্থাৎ গা হাত পা টিপে দেওয়া) ও শ্রম অপনোদন প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত হয়ে সর্বদা তার পরিচর্যা করতে লাগলেন। ১১

পূর্ণে বর্ষসহস্রে সা দশোনে রঘুনন্দন।
দিতিঃ পরমসংহৃষ্টা সহস্রাক্ষমথাব্রবীৎ ॥১২

অন্বয়: রঘুনন্দন অথ দশোনে (দশ-উনে) বর্ষসহস্রে পূর্ণে সা দিতিঃ পরমসংহৃষ্টা সহস্রাক্ষম্ অব্রবীৎ। ১২

তারপর সহস্র বৎসর পূর্ণ হতে যখন দশ বৎসর মাত্র অবশিষ্ট ছিল, এমন সময় একদিন দিতি পরম সন্তুষ্ট হয়ে সহস্রলোচন ইন্দ্রকে বললেন—। ১২

যাচিতেন সুরশ্রেষ্ঠ পিত্রা তব মহাত্মনা।
বরো বর্ষসহস্রান্তে মম দত্তঃ সুতং প্রতি ॥১৩
তপশ্চরন্ত্যা বর্ষাণি দশ বীর্যবতাং বর।
অবশিষ্টানি ভদ্রং তে ভ্রাতরং দ্রক্ষ্যতে ততঃ ॥১৪

অন্বয়: সুরশ্রেষ্ঠ! তব মহাত্মনা পিত্রা যাচিতেন বর্ষসহস্রান্তে মম সুতং প্রতি বরঃ দত্তঃ। বীর্যবতাং বর! তপশ্চরন্ত্যাঃ (মম) দশ বর্ষাণি অবশিষ্টানি, ততঃ ভ্রাতরং দ্রক্ষ্যতে। ভদ্রং তে (ভবতু)। ১৩-১৪

হে সুরেন্দ্র, তোমার মহাত্মা পিতা বর দিয়েছেন আমি সহস্র বৎসর পরে পুত্র লাভ করব। আমার তপশ্চরণের আর দশ বৎসর মাত্র অবশিষ্ট আছে, তারপর তুমি তোমার ভ্রাতাকে দেখতে পাবে। তোমার মঙ্গল হোক। ১৩-১৪

যমহং ত্বৎকৃতে পুত্র সমাধাস্যে জয়োৎসুকম্।
ত্রৈলোক্যবিজয়ং পুত্র সহ ভোক্ষ্যসি বিজ্বরঃ ॥১৫

অন্বয়: পুত্র! অহং ত্বৎকৃতে জয়োৎসুকং যম্ আধাস্যে (তেন) সহ ত্বং বিজ্বরঃ ত্রৈলোক্যবিজয়ং ভোক্ষ্যসি। ১৫

বৎস, আমি তোমাকে জয় করবার জন্যে যে পুত্রের কামনা করেছি, তুমি তার সঙ্গেই নিশ্চিন্তে ত্রিলোকের আধিপত্য ভোগ করবে। ১৫

ইত্যুক্ত্বা সা দিতিঃ শক্রং প্রাপ্তে মধ্যং দিনেশ্বরে।
নিদ্রয়াপহৃতা দেবী পাদৌ কৃত্বাথ শীর্ষতঃ ॥১৬

অন্বয়: অথ শক্রম্ ইতি উক্ত্বা সা দিতিঃ দেবী দিনেশ্বরে মধ্যং প্রাপ্তে পাদৌ শীর্ষতঃ কৃত্বা নিদ্রয়া অপহৃতা। ১৬

ইন্দ্রকে এই কথা বলার পর সূর্যদেব যখন মধ্যগগনে উপস্থিত হলেন। তখন দিতি মাথার দিকে পা রেখে নিদ্রা গেলেন। ১৬

দৃষ্ট্বা তামশুচিং শক্রঃ পাদয়োঃ কৃতমূর্ধজাম্।
শিরঃস্থানে কৃতৌ পাদৌ জহাস চ মুমোদ চ ॥১৭

অন্বয়ঃ শক্রঃ পাদয়োঃ কৃতমূর্ধজাং শিরঃস্থানে কৃতৌ পাদৌ তাম্ অশুচিং দৃষ্ট্বা জহাস চ মুমোদ চ। ১৭

ইন্দ্র যখন দেখলেন দিতি পায়ের দিকে মাথা এবং মাথার দিকে পা রেখেছেন, তখন তাঁকে অশুচি দেখে আনন্দে হাসলেন। ১৭

তস্যাঃ শরীরবিবরং প্রাবিবেশ পুরন্দরঃ।
গর্ভং চ সপ্তধা রাম বিচ্ছেদ পরমাত্মবান্ ॥১৮

অন্বয়ঃ রাম, পরমাত্মবান্ পুরন্দরঃ তস্যাঃ শরীরবিবরং প্রবিবেশ গর্ভং চ সপ্তধা বিচ্ছেদ। ১৮

রাম, পরম ধার্মিক ইন্দ্র তখন তাঁর শরীরের বিবরে প্রবেশ করে তাঁর গর্ভকে সাতখণ্ডে বিভক্ত করলেন। ১৮

ভিদ্যমানস্ততো গর্ভো বজ্রেণ শতপর্বণা।
রুরোদ সুস্বরং রাম ততো দিতিরবুধ্যত ॥১৯

অন্বয়ঃ রাম, ততঃ গর্ভঃ শতপর্বণা বজ্রেণ ভিদ্যমানঃ সুস্বরং রুরোদ। ততঃ দিতিঃ অবুধ্যত। ১৯

গর্ভস্থ শিশু শতপর্ব[১] বজ্রের দ্বারা ভিন্ন হওয়ার সময়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে লাগল। সেই শব্দে দিতি জাগরিত হলেন। ১৯

মা রুদো মা রুদশ্চেতি গর্ভং শক্রোঽভ্যভাষত।
বিভেদ চ মহাতেজা রুদন্তমপি বাসবঃ ॥২০

অন্বয়ঃ শক্রঃ মা রুদঃ মা রুদঃ চ ইতি গর্ভম্ অভ্যভাষত। মহাতেজাঃ বাসবঃ রুদতম্ অপি চ বিভেদ। ২০

তখন মহাতেজস্বী ইন্দ্র সেই গর্ভস্থ শিশুকে 'মা রুদ মা রুদ' (অর্থাৎ কেঁদ না কেঁদ না) বলতে লাগলেন, আবার তাকে কাটতেও লাগলেন। ২০

ন হন্তব্যং ন হন্তব্যমিত্যেব দিতিরব্রবীৎ।
নিষ্পপাত ততঃ শক্রো মাতুর্বচনগৌরবাৎ ॥২১

অন্বয়ঃ দিতিঃ 'ন হন্তব্যং ন হন্তব্যম্' ইতি এব অব্রবীৎ। ততঃ শক্রঃ মাতুঃ বচন-গৌরবাৎ নিষ্পপাত। ২১

তখন দিতি 'হত্যা কোরো না হত্যা কোরো না' বলতে থাকায় ইন্দ্র মায়ের বাক্যের গৌরব রক্ষার জন্যে নিষ্ক্রান্ত হলেন। ২১

প্রাঞ্জলির্বজ্রসহিতো দিতিং শক্রোঽভ্যভাষত।
অশুচির্দেবি সুপ্তাসি পাদয়োঃ কৃতমূর্ধজা ॥২২
তদন্তরমহং লব্ধ্বা শক্রহন্তারমাহবে।
অভিন্দং সপ্তধা দেবি তন্মে ত্বং ক্ষন্তুমর্হসি ॥২৩

অন্বয়: শক্রঃ বজ্রসহিতঃ প্রাঞ্জলিঃ দিতিম্ অভ্যভাষত—দেবি! পাদয়োঃ কৃতমূর্ধজা অশুচিঃ সুপ্তাসি। অহং তৎ অন্তরং লব্ধ্বা আহবে শক্রহন্তারং সপ্তধা অভিন্দম্, তৎ মে ত্বং ক্ষন্তুম্ অর্হসি। ২১-২২

তারপর ইন্দ্র বজ্র সহ কৃতাঞ্জলিপুটে দিতিকে বললেন—দেবী, আপনি মাথার দিকে পা রেখে অশুচি হয়ে শয়ন করেছিলেন, সেই সুযোগে আমি যে শিশু ভবিষ্যতে আমাকে যুদ্ধে হত্যা করতে পারত তাকে সাত খণ্ডে বিভক্ত করেছি। আপনি আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন। ২২-২৩

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ

* *

বিশালা-বৃত্তান্ত-কথনম্

সপ্তধা তু কৃতে গর্ভে দিতিঃ পরমদুঃখিতা।
সহস্রাক্ষং দুরাধর্ষং বাক্যং সানুনয়াব্রবীৎ ॥১

অন্বয়: গর্ভে সপ্তধা কৃতে তু দিতিঃ পরমদুঃখিতা দুরাধর্ষং সহস্রাক্ষং সানুনয়া অব্রবীৎ। ১

গর্ভস্থ শিশু সাতখণ্ডে বিভক্ত হওয়ায় দিতি অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে দুর্ধর্ষ ইন্দ্রকে অনুনয় করে বললেন—। ১

সমাপরাধাদ্ গর্ভোঽয়ং সপ্তধা শকলীকৃতঃ।

নাপরাধো হি দেবেশ তবাত্র বলসূদন ॥২

অন্বয়ঃ বলসূদন দেবেশ! মম অপরাধাৎ অয়ং গর্ভঃ শকলীকৃতঃ, তব অত্র ন অপরাধঃ। ২

হে বলাসুরহন্তা দেবেন্দ্র, আমার অপরাধেই গর্ভস্থ শিশু খণ্ডিত হয়েছে, এতে তোমার কোনো দোষ নেই। ২

প্রিয়ং ত্বৎকৃতমিচ্ছামি মম গর্ভবিপর্যয়ে।

মরুতাং সপ্ত সপ্তানাং স্থানপালা ভবন্ত্বিমে ॥৩

অন্বয়ঃ মম গর্ভবিপর্যয়ে ত্বৎকৃতং প্রিয়ম্ ইচ্ছামি। ইমে সপ্ত সপ্তানাং মরুতাং স্থানপালাঃ ভবন্তু। ৩

আমার গর্ভবিপর্যয় হলেও আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি। আমার এই সপ্ত পুত্র সপ্ত মরুতের স্থান রক্ষা করবে। ৩

বাতস্কন্ধা ইমে সপ্ত চরন্তু দিবি পুত্রক।

মারুতা ইতি বিখ্যাতা দিব্যরূপা মমাত্মজাঃ ॥৪

অন্বয়ঃ পুত্রক! ইমে সপ্ত দিব্যরূপা মম আত্মজাঃ বাতস্কন্ধাঃ মারুতাঃ ইতি বিখ্যাতাঃ দিবি চরন্তু। ৪

বৎস, আমার এই সপ্তপুত্র মারুত নামে বিখ্যাত হবে এবং দিব্যরূপ ধারণ করে সাতটি দিব্য বায়ুলোকে বিচরণ করবে। ৪

ব্রহ্মলোকং চরত্বেক ইন্দ্রলোকং তথাপরঃ।

দিব্যবায়ুরিতি খ্যাতস্তৃতীয়োঽপি মহাযশাঃ ॥৫

চত্বারস্তু সুরশ্রেষ্ঠ দিশো বৈ তব শাসনাৎ।

সঞ্চরিষ্যন্তি ভদ্রং তে কালেন হি মমাত্মজাঃ।

ত্বৎকৃতেনৈব নাম্না বৈ মারুতা ইতি বিশ্রুতাঃ ॥৬

অন্বয়ঃ কালেন একঃ ব্রহ্মলোকং তথা অপরঃ ইন্দ্রলোকং চরতু, মহাযশাঃ তৃতীয়ঃ অপি দিব্যবায়ুঃ ইতি খ্যাতঃ (ভবিষ্যতি)। চত্বারঃ মম আত্মজা তু তব শাসনাৎ দিশঃ সঞ্চরিষ্যন্তি। (তে) ত্বৎকৃতেন এব নাম্না মারুতাঃ ইতি বিশ্রুতাঃ। ৫-৬

কালক্রমে এদের মধ্যে একজন ব্রহ্মলোকে ও অপরজন ইন্দ্রলোকে বিচরণ করবে, এবং তৃতীয়জন দিব্যবায়ু নামে আখ্যাত হবে। আমার অন্য চারজন পুত্র তোমার

আদেশে চারটি দিকে বিচরণ করবে। আমার পুত্রেরা তোমার দেওয়া মারুত[১] নামেই বিখ্যাত হবে। ৫-৬

তস্যাস্তদ্‌বচনং শ্রুত্বা সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ।
উবাচ প্রাঞ্জলির্বাক্যমিতীদং বলসূদনঃ ॥৭

অন্বয়ঃ তস্যাঃ তৎ বচনং শ্রুত্বা বলসূদনঃ সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ প্রাঞ্জলিঃ ইদং বাক্যম্ উবাচ ইতি। ৭

দিতির এই কথা শুনে বলাসুরহন্তা সহস্রলোচন ইন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁকে বললেন—। ৭

সর্বমেতদ্‌যথোক্তং তে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ
বিচরিষ্যন্তি ভদ্রং তে দেবরূপাস্তবাত্মজাঃ ॥৮

অন্বয়ঃ সর্বম্ এতৎ যথা উক্তং তে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। তে তব আত্মজাঃ দেবরূপাঃ বিচরিষ্যন্তি। ভদ্রং তে (ভবতু)। ৮

দেবী, আপনি যা বলবেন তা অবশ্যই হবে, এই পুত্রেরা দেবরূপা হয়ে বিচরণ করবে। আপনার মঙ্গল হোক। ৮

এবং তৌ নিশ্চয়ং কৃত্বা মাতাপুত্রৌ তপোবনে।
জগ্মতুস্ত্রিদিবং রাম কৃতার্থাবিতি নঃ শ্রুতম্ ॥৯

অন্বয়ঃ রাম! তৌ মাতাপুত্রৌ তপোবনে এবং নিশ্চয়ং কৃত্বা কৃতার্থৌ ত্রিদিবং জগ্মতুঃ ইতি নঃ শ্রুতম্। ৯

রাম, সেই মাতা ও পুত্র তপোবনে এই সিদ্ধান্ত করে কৃতার্থ হয়ে স্বর্গলোকে গমন করলেন—আমরা একথা শুনেছি। ৯

এষ দেশঃ স কাকুৎস্থ মহেন্দ্রাধ্যুষিতঃ পুরা।
দিতিং যত্র তপঃ সিদ্ধামেবং পরিচচার সঃ ॥১০

অন্বয়ঃ কাকুৎস্থ! সঃ এষঃ পুরা মহেন্দ্রাধ্যুষিতঃ দেশঃ যত্র সঃ তপঃসিদ্ধাং দিতিম্ এবং পরিচচার। ১০

হে কাকুৎস্থ, এই সেই দেশ যেখানে পূর্বে ইন্দ্র তপস্যারত দিতির এমন পরিচর্যা করেছিলেন। ১০

ইক্ষ্বাকোস্তু নরব্যাঘ্র পুত্রঃ পরমধার্মিকঃ।
অলম্বুষায়ামুৎপন্নো বিশাল ইতি বিশ্রুতঃ ॥১১

অন্বয় : নরব্যাঘ্র ! ইক্ষ্বাকোঃ তু অলম্বুষায়াঃ উৎপন্নঃ পরমধার্মিকঃ পুত্রঃ বিশালঃ ইতি বিশ্রুতঃ । ১১

হে নরশ্রেষ্ঠ, অলম্বুষার গর্ভে ইক্ষ্বাকুর বিশাল নামে এক পরম ধার্মিক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । ১১

তেন চাসীদিহ স্থানে বিশালেতি পুরী কৃতা ।

বিশালস্য সুতো রাম হেমচন্দ্রো মহাবলঃ ॥১২

অন্বয় : তেন চ ইহ স্থানে বিশালা ইতি পুরী কৃতা । রাম ! বিশালস্য সুতঃ মহাবলঃ হেমচন্দ্রঃ আসীৎ । ১২

রাম, তিনিই এইস্থানে বিশালা নামে পুরী নির্মাণ করেন । বিশালের হেমচন্দ্র নামে এক মহাবলশালী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । ১২

সুচন্দ্র ইতি বিখ্যাতো হেমচন্দ্রাদনন্তরঃ ।

সুচন্দ্রতনয়ো রাম ধূম্রাশ্ব ইতি বিশ্রুতঃ ॥১৩

অন্বয় : রাম ! হেমচন্দ্রাৎ অনন্তরঃ সুচন্দ্রঃ ইতি বিখ্যাতঃ । সুচন্দ্রতনয়ঃ ধূম্রাশ্বঃ ইতি বিশ্রুতঃ । ১৩

রাম, হেমচন্দ্রের পুত্রের নাম সুচন্দ্র । এবং সুচন্দ্রের পুত্রের নাম ধূম্রাশ্ব । ১৩

ধূম্রাশ্বতনয়শ্চাপি সৃঞ্জয়ঃ সমপদ্যত ।

সৃঞ্জয়স্য সুতঃ শ্রীমান্ সহদেবঃ প্রতাপবান ॥১৪

অন্বয় : ধূম্রাশ্বতনয়ঃ চ অপি সৃঞ্জয়ঃ সমপদ্যত । সৃঞ্জয়স্য সুতঃ শ্রীমান্ প্রতাপবান্ সহদেবঃ । ১৪

ধূম্রাশ্বের সৃঞ্জয় নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, এবং সৃঞ্জয়ের পুত্র হলেন মহাপ্রতাপশালী শ্রীমান সহদেব । ১৪

কুশাশ্বঃ সহদেবস্য পুত্রঃ পরমধার্মিকঃ ।

কুশাশ্বস্য মহাতেজাঃ সোমদত্তঃ প্রতাপবান্ ॥

সোমদত্তস্য পুত্রস্তু কাকুৎস্থ ইতি বিশ্রুতঃ ॥১৫-১৬

অন্বয় : কুশাশ্বঃ সহদেবস্য পরমধার্মিক পুত্রঃ । কুশাশ্বস্য (পুত্রঃ) মহাতেজাঃ প্রতাপবান্ সোমদত্তঃ । সোমদত্তস্য পুত্রঃ তু কাকুৎস্থঃ ইতি বিশ্রুতঃ । ১৫-১৬

সহদেবের পুত্র পরম ধার্মিক কুশাশ্ব । কুশাশ্বের পুত্র মহাতেজস্বী ও প্রতাপশালী সোমদত্ত, সোমদত্তের পুত্র কাকুৎস্থ নামে বিখ্যাত । ১৫-১৬

তস্য পুত্রো মহাতেজাঃ সম্প্রত্যেষ পুরীমিমাম্।
আবসৎ পরমপ্রখ্যঃ সুমতির্নাম দুর্জয়ঃ ॥১৭

অন্বয় : তস্য পুত্রঃ মহাতেজাঃ পরমপ্রখ্যঃ দুর্জয়ঃ সুমতিঃ নাম। সম্প্রতি এষ ইমাং পুরীম্ আবসৎ। ১৭

কাকুৎস্থের সুমতি নামে এক বিখ্যাত মহাতেজস্বী ও দুর্জয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, বর্তমানে তিনিই এই পুরীতে বাস করছেন। ১৭

ইক্ষ্বাকোস্তু প্রসাদেন সর্বে বৈশালিকা নৃপাঃ।
দীর্ঘায়ুষো মহাত্মানো বীর্যবন্তঃ সুধার্মিকাঃ ॥১৮

অন্বয় : ইক্ষ্বাকোঃ প্রসাদেন তু সর্বে বৈশালিকাঃ নৃপাঃ দীর্ঘায়ুষঃ মহাত্মানঃ বীর্যবন্তঃ সুধার্মিকাঃ। ১৮

ইক্ষ্বাকুর প্রসাদে বিশালা নগরীর সকল রাজাই দীর্ঘায়ু, মহাত্মা, বীর্যবান্ এবং সুধার্মিক হয়েছেন। ১৮

ইহাদ্য রজনীমেকাং সুখং স্বপ্স্যামহে বয়ম্।
শ্বঃ প্রভাতে নরশ্রেষ্ঠ জনকং দ্রষ্টুমর্হসি ॥১৯

অন্বয় : নরশ্রেষ্ঠ! বয়ম্ ইহ অদ্য একাং রজনীং সুখং স্বপ্স্যামহে। শ্বঃ প্রভাতে জনকং দ্রষ্টুম্ অর্হসি। ১৯

হে নরশ্রেষ্ঠ, আমরা আজ এখানেই সুখে যাপন করব। আগামীকাল সকালে তুমি জনকের দর্শন লাভ করবে। ১৯

সুমতিস্তু মহাতেজা বিশ্বামিত্রমুপাগতম্।
শ্রুত্বা নরবরশ্রেষ্ঠঃ প্রত্যাগচ্ছন্ মহাযশাঃ ॥২০
পূজাং চ পরমাং কৃত্বা সোপাধ্যায়ঃ সবান্ধবঃ।
প্রাঞ্জলিঃ কুশলং পৃষ্টা বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ ॥২১

অন্বয় : নরশ্রেষ্ঠঃ মহাযশাঃ সুমতিঃ তু বিশ্বামিত্রম্ উপাগতং শ্রুত্বা সোপাধ্যায়ঃ সবান্ধবঃ বিশ্বামিত্রং প্রত্যাগচ্ছৎ পরমাং পূজাং চ কৃত্বা প্রাঞ্জলিঃ কুশলং পৃষ্ট্বা অথ অব্রবীৎ। ২০-২১

মহাযশস্বী মহারাজ সুমতি বিশ্বামিত্রের আগমন সংবাদে উপাধ্যায় ও বান্ধবদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যুদ্গমন করলেন। তিনি পরম সমাদরে তাঁর পূজা করলেন এবং করযোড়ে কুশল জিজ্ঞাসা করে বললেন—। ২০-২১

ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যস্য মে বিষয়ং মুনে।
সম্প্রাপ্তো দর্শনং চৈব নাস্তি ধন্যতরো মম ॥২২

অন্বয় : মুনে। ধন্যঃ অস্মি অনুগৃহীতঃ অস্মি যস্য মে বিষয়ং (ত্বং) সম্প্রাপ্তঃ দর্শনং চ এব (অভবৎ) মম ধন্যতরঃ ন অস্তি। ২২

—মুনিবর, আমার রাজ্য মধ্যে আপনাকে পেয়ে এবং আপনার দর্শন লাভ করে আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হয়েছি। আজ আমার থেকে ধন্যতর কেউ নাই। ২২

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ

* *

অহল্যাশাপঃ

পৃষ্ট্বা তু কুশলং তত্র পরস্পরসমাগমে।
কথান্তে সুমতির্বাক্যং ব্যাজহার মহামুনিম্ ॥১

অন্বয় : তত্র পরস্পরসমাগমে কুশলং পৃষ্ট্বা তু কথান্তে সুমতিঃ মহামুনিং বাক্যং ব্যাজহার।১

পরস্পরের কুশলপ্রশ্নের পর কথাশেষে রাজা সুমতি মহামুনি বিশ্বামিত্রকে বললেন—। ১

ইমৌ কুমারৌ ভদ্রং তে দেবতুল্যপরাক্রমৌ।
গজসিংহগতী বীরৌ শার্দূলবৃষভোপমৌ ॥২
পদ্মপত্রবিশালাক্ষৌ খড়্গতূণধনুর্ধরৌ।
অশ্বিনাবিব রূপেণ সমুপস্থিতযৌবনৌ ॥৩
যদৃচ্ছয়ৈব গাং প্রাপ্তৌ দেবলোকাদিবামরৌ ॥৪
কথং পদ্ভ্যামিহ প্রাপ্তৌ কিমর্থং কস্য বা মুনে।
ভূষয়ন্তাবিমং দেশং চন্দ্রসূর্যাবিবাম্বরম্।
পরস্পরেণ সদৃশৌ প্রমাণেঙ্গিতচেষ্টিতৈঃ ॥৫
কিমর্থং চ নরশ্রেষ্ঠৌ সম্প্রাপ্তৌ দুর্গমে পথি।
বরায়ুধধরৌ বীরৌ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥৬

অন্বয়: মুনে! ভদ্রং তে ভবতু। ইমৌ কুমারৌ দেবতুল্যপরাক্রমৌ গজসিংহগতী বীরৌ শার্দুলবৃষভোপমৌ পদ্মপত্রবিশালাক্ষৌ খড়্গতূণধনুর্ধরৌ রূপেণ অশ্বিনৌ ইব সমুপস্থিতযৌবনৌ দেবলোকাৎ অমরৌ ইব যদৃচ্ছয়া গাং প্রাপ্তৌ কথং কিমর্থং পদ্ভ্যাম্ ইহপ্রাপ্তৌ কস্য বা সুতৌ। চন্দ্রসূর্যৌ অম্বরম্ ইব ইমং দেশং ভূষয়ন্তৌ প্রমাণেঙ্গিত-চেষ্টিতৈঃ পরস্পরেণ সদৃশৌ। কিমর্থং চ নরশ্রেষ্ঠৌ বরায়ুধধরৌ বীরৌ দুর্গমে পথি সম্প্রাপ্তৌ—(এতৎ) তত্ত্বতঃ শ্রোতুম্ ইচ্ছামি। ২-৬

মুনিবর, আপনার মঙ্গল হোক। এই দুই কুমার দেবতুল্য পরাক্রমশালী, এদের গতি গজরাজ ও সিংহের মতো, এঁরা ব্যাঘ্র ও বৃষভের মতো শক্তিশালী, এঁদের চক্ষু পদ্মপলাশের মতো বিশাল, এঁরা খড়্গ, তূণ ও ধনুর্ধারী এবং রূপে অশ্বিনীকুমারতুল্য ও নবযৌবনসম্পন্ন। মনে হয় যেন দুই দেবতা দেবলোক থেকে ইচ্ছামতো ভ্রমণ করতে করতে ধরাতলে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এঁরা কীভাবে ও কেনই বা পদব্রজে এখানে এসেছেন? এঁরা কার পুত্র? চন্দ্রসূর্য যেমন আকাশকে শোভিত করেন, তেমনি এঁরাও এই দেশকে ভূষিত করেছেন। এঁরা আকার ইঙ্গিত-চেষ্টা প্রভৃতিতে পরস্পরের সদৃশ। কী কারণে এই দুই মহাস্ত্রধারী বীর দুর্গম পথে ভ্রমণ করছেন? একথা সবিশেষ শুনতে ইচ্ছা করি। ২-৬

তস্য তদ্‌বচনং শ্রুত্বা যথাবৃত্তং ন্যবেদয়ৎ।
সিদ্ধাশ্রমনিবাসং চ রাক্ষসানাং বধং তথা ॥৭

অন্বয়: তস্য তৎ বচনং শ্রুত্বা (বিশ্বামিত্রঃ) সিদ্ধাশ্রমনিবাসং তথা রাক্ষসানাং বধং চ যথাবৃত্তং ন্যবেদয়ৎ। ৭

রাজা সুমতির কথা শুনে বিশ্বামিত্র তখন তাঁর সিদ্ধাশ্রমে বাস এবং রাক্ষসদের বিনাশ প্রভৃতি যাবতীয় বৃত্তান্ত তাঁকে জানালেন। ৭

বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা রাজা পরমবিস্মিতঃ।
অতিথী পরমং প্রাপ্তৌ পুত্রৌ দশরথস্য তৌ।
পূজয়ামাস বিধিবৎ সৎকারার্হৌ মহাবলৌ ॥৮

অন্বয়: বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা রাজা পরমবিস্মিতঃ পরমম্ অতিথী প্রাপ্তৌ সৎকারার্হৌ মহাবলৌ তৌ দশরথস্য পুত্রৌ বিধিবৎ পূজয়ামাস। ৮

বিশ্বামিত্রের কথা শুনে রাজা সুমতি অত্যন্ত বিস্মিত হলেন, এবং বিশিষ্ট অতিথি রূপে আগত দশরথের দুই মহাবলশালী পুত্রের বিধিমতো সৎকার করলেন ৮।

ততঃ পরমসৎকারং সুমতেঃ প্রাপ্য রাঘবৌ।
উষ্য তত্র নিশামেকাং জগ্মতুর্মিথিলাং ততঃ ॥৯

অন্বয়ঃ ততঃ রাঘবৌ সুমতেঃ পরমসৎকারং প্রাপ্য তত্র একাং নিশাম্ উষ্য ততঃ মিথিলাং জগ্মতুঃ। ৯

রাম ও লক্ষ্মণ রাজা সুমতির নিকট বিশেষ সৎকার লাভ করে তাঁর পুরীতে সেই রাত্রি যাপন করলেন এবং তারপরে মিথিলায় উপস্থিত হলেন। ৯

তাং দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ সর্বে জনকস্য পুরীং শুভাম্।
সাধু সাধ্বিতি শংসন্তো মিথিলাং সমপূজয়ন্ ॥১০

অন্বয়ঃ সর্বে মুনয়ঃ তাং জনকস্য শুভাং পুরীং দৃষ্ট্বা সাধু সাধু ইতি শংসন্ত মিথিলাং সমপূজয়ন্। ১০

মুনিরা জনকের কল্যাণী নগরী মিথিলা দর্শন করে সাধুবাদ দিলেন এবং তার প্রশংসা করতে লাগলেন। ১০

মিথিলোপবনে তত্র আশ্রমং দৃশ্য রাঘবঃ।
পুরাণং নির্জনং রম্যং পপ্রচ্ছ মুনিপুঙ্গবম্ ॥১১

অন্বয়ঃ রাঘবঃ তত্র মিথিলোপবনে পুরাণং নির্জনং রম্যম্ আশ্রমং দৃশ্য মুনিপুঙ্গবং পপ্রচ্ছ। ১১

রাম সেখানে মিথিলার উপবনে এক পুরাতন নির্জন রমণীয় আশ্রম দেখতে পেয়ে মুনিবর বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন। ১১

ইদমাশ্রমসংকাশং কিং ন্বিদং মুনিবর্জিতম্।
শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্ কস্যায়ং পূর্ব আশ্রমঃ ॥১২

অন্বয়ঃ ভগবন্! ইদং মুনিবর্জিতং কিং নু ইদম্ আশ্রমসংকাশং কস্য অয়ং পূর্ব আশ্রমঃ শ্রোতুম্ ইচ্ছামি। ১

ভগবন্, এই আশ্রমতুল্য কিন্তু মুনিবর্জিত স্থানটির নাম কি? এই স্থানটি পূর্বে কার আশ্রম ছিল? একথা শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে। ১২

তচ্ছ্রুত্বা রাঘবেণোক্তং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ॥১৩

অন্বয়ঃ তৎ রাঘবেণ উক্তং বাক্যং শ্রুত্বা বাক্যবিশারদঃ মহাতেজাঃ মহামুনিঃ বিশ্বামিত্রঃ প্রত্যুবাচ। ১৩

রামের কথা শুনে বাক্যবিশারদ মহাতেজস্বী মহামুনি বিশ্বামিত্র বললেন—। ১৩

হন্ত তে কথয়িষ্যামি শৃণু তত্ত্বেন রাঘব।
যস্যৈতদাশ্রমপদং শপ্তং কোপান্মহাত্মনা ॥১৪

অন্বয়ঃ রাঘব! হন্ত তে কথয়িষ্যামি তত্ত্বেন শৃণু যস্য এতৎ মহাত্মনা কোপাৎ শপ্তম্ আশ্রমপদম্। ১৪

হায় রাম! শোনো, তোমাকে খুলে বলছি কোন্ মহাত্মার কোপে এই আশ্রম অভিশপ্ত হয়েছে। ১৪

গৌতমস্য নরশ্রেষ্ঠ পূর্বমাসীন্মহাত্মনঃ।
আশ্রমো দিব্যসংকাশঃ সুরৈরপি সুপূজিতঃ ॥১৫

অন্বয়ঃ নরশ্রেষ্ঠ! (এষঃ) দিব্যসংকাশঃ সুরৈঃ অপি সুপূজিতঃ আশ্রমঃ পূর্বং মহাত্মনঃ গৌতমস্য আসীৎ। ১৫

হে নরশ্রেষ্ঠ, এই দেবপূজিত দিব্যাশ্রম পূর্বে মহাত্মা গৌতমের ছিল। ১৫

স চাত্র তপ আতিষ্ঠদহল্যাসহিতঃ পুরা।
বর্ষপূগান্যনেকানি রাজপুত্র মহাযশাঃ ॥১৬

অন্বয়ঃ রাজপুত্র! পুরা সঃমহাযশাঃ চ অহল্যাসহিতঃ অত্র অনেকানি বর্ষপূগানি তপঃ আতিষ্ঠৎ। ১৬

হে রাজকুমার, পূর্বে মহাযশস্বী গৌতম এখানে পত্নী অহল্যার সঙ্গে বহু বর্ষ ধরে তপস্যা করছিলেন। ১৬

তস্যান্তরং বিদিত্বা চ সহস্রাক্ষঃ শচীপতিঃ।
মুনিবেষধরো ভূত্বা অহল্যামিদমব্রবীৎ ॥১৭

অন্বয়ঃ তস্য অন্তরং বিদিত্বা চ সহস্রাক্ষঃ শচীপতিঃ মুনিবেষধরঃ ভূত্বা অহল্যাম্ ইদম্ অব্রবীৎ। ১৭

একদিন গৌতমের অনুপস্থিতির সুযোগে সহস্রলোচন শচীপতি ইন্দ্র গৌতম মুনির বেশ ধারণ করে অহল্যাকে বললেন—। ১৭

ঋতুকালং প্রতীক্ষন্তে নার্থিনঃ সুসমাহিতে।
সঙ্গমং ত্বহমিচ্ছামি ত্বয়া সহ সুমধ্যমে ॥১৮

অন্বয়ঃ সুসমাহিতে ! অর্থিনঃ ঋতুকালং ন প্রতীক্ষন্তে। সুমধ্যমে ! অহং ত্বয়া সহ সঙ্গমং তু ইচ্ছামি। ১৮

—হে তপস্বিনী, সঙ্গমপ্রার্থীরা ঋতুকালের প্রতীক্ষা করে না। হে সুন্দরী, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গম প্রার্থনা করি। ১৮

মুনিবেষং সহস্রাক্ষং বিজ্ঞায় রঘুনন্দন।
মতিং চকার দুর্মেধা দেবরাজকুতূহলাৎ ॥১৯

অন্বয়ঃ রঘুনন্দন ! দুর্মেধা (অহল্যা) মুনিবেষং সহস্রাক্ষং বিজ্ঞায় দেবরাজকুতূহলাৎ মতিং চকার। ১৯

অহল্যা দুর্মতির বশে সহস্রলোচন ইন্দ্রই মুনিবেশ ধারণ করে এসেছেন বুঝতে পেরেও দেবরাজের ইচ্ছাপূরণে সম্মত হলেন। ১৯

অথাব্রবীৎ সুরশ্রেষ্ঠং কৃতার্থেনান্তরাত্মনা।
কৃতার্থাস্মি সুরশ্রেষ্ঠ গচ্ছ শীঘ্রমিতঃ প্রভো ॥২০
আত্মানং মাং চ দেবেশ সর্বথা রক্ষ গৌতমাৎ ॥২১

অন্বয়ঃ অথ (অহল্যা) কৃতার্থেন অন্তরাত্মনা সুরশ্রেষ্ঠম্ অব্রবীৎ—সুরশ্রেষ্ঠ প্রভো ! কৃতার্থা অস্মি। শীঘ্রম্ ইতঃ গচ্ছ। দেবেশ ! আত্মানং মাং চ সর্বথা গৌতমাৎ রক্ষ। ২০-২১

তারপর অহল্যা পরিতৃপ্ত অন্তকরণে দেবরাজকে বললেন—হে দেবরাজ, আমি কৃতার্থ হয়েছি, আপনি এখন শীঘ্র এ স্থান ত্যাগ করুন এবং, হে দেবেন্দ্র, নিজেকে ও আমাকে গৌতমের ক্রোধ থেকে রক্ষা করুন। ২০-২১

ইন্দ্রস্তু প্রহসন্ বাক্যমহল্যামিদমব্রবীৎ।
সুশ্রোণি পরিতুষ্টোঽস্মি গমিষ্যামি যথাগতম্ ॥২২

অন্বয়ঃ ইন্দ্রঃ তু প্রহসন্ অহল্যাম্ ইদং বাক্যম্ অব্রবীৎ—সুশ্রোণি ! পরিতুষ্টঃ অস্মি, যথাগতং গমিষ্যামি। ২২

তখন ইন্দ্র হেসে অহল্যাকে বললেন—সুন্দরী, আমি পরিতুষ্ট হয়েছি। এখন স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করছি। ২২

এবং সঙ্গম্য তু তদা নিশ্চক্রামোটজাত্ততঃ।
সসম্ভ্রমাত্ত্বরন্ রাম শঙ্কিতো গৌতমং প্রতি ॥২৩

অন্বয় : রাম ! ততঃ এবং সঙ্গম্য তু তদা (ইন্দ্রঃ) গৌতমং প্রতি শঙ্কিতঃ সসম্ভ্রমাৎ ত্বরন্ উটজাৎ নিশ্চক্রাম। ২৩

এইভাবে সঙ্গমশেষে ইন্দ্র গৌতমের ভয়ে শঙ্কিত হয়ে দ্রুতগতিতে কুটির থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। ২৩

গৌতমং চ দদর্শাথ প্রবিশন্তং মহামুনিম্।
দেবদানবদুর্ধর্ষং তপোবলসমন্বিতম্ ॥২৪
তীর্থোদকপরিক্লিন্নং দীপ্যমানমিবানলম্।
গৃহীতসমিধং তত্র সকুশং মুনিপুঙ্গবম্ ॥২৫
দৃষ্ট্বা সুরপতিস্ত্রস্তো বিষণ্ণবদনোঽভবৎ ॥২৬

অন্বয় : অথ (সঃ) তত্র দেবদানবদুর্ধর্ষং তপোবলসমন্বিতং তীর্থোদকপরিক্লিন্নম্ অনলম্ ইব দীপ্যমানং গৃহীতসমিধং সকুশং মুনিপুঙ্গবং মহামুনিং গৌতমং প্রবিশন্তং দদর্শ। (তং) দৃষ্ট্বা সুরপতিঃ ত্রস্তঃ বিষণ্ণবদনঃ অভবৎ। ২৪-২৬

কিন্তু নিষ্ক্রান্ত হওয়ামাত্রই তিনি দেবদানবেরও অজেয়, তপোবলসম্পন্ন মহর্ষি গৌতমকে তীর্থসলিলে অবগাহন শেষে যজ্ঞকাষ্ঠ ও কুশ হস্তে দীপ্যমান অনলের মতো কুটিরে প্রবেশ করতে দেখলেন। তাঁকে দেখে ভয়ে দেবরাজের মুখ ম্লান হয়ে গেল। ২৪-২৬

অথ দৃষ্ট্বা সহস্রাক্ষং মুনিবেষধরং মুনিঃ।
দুর্বৃত্তং বৃত্তসম্পন্নো রোষাদ্বচনমব্রবীৎ ॥২৭

অন্বয় : অথ বৃত্তসম্পন্নঃ মুনিঃ মুনিবেষধরং দুর্বৃত্তং সহস্রাক্ষং দৃষ্ট্বা রোষাৎ বচনম্ অব্রবীৎ। ২৭

সদাচারী ঋষি গৌতম মুনিবেশধারী দুর্বৃত্ত ইন্দ্রকে দেখে সক্রোধে বলে উঠলেন—। ২৭

মম রূপং সমাস্থায় কৃতবানসি দুর্মতে।
অকর্তব্যমিদং যস্মাদ্ বিফলস্ত্বং ভবিষ্যসি ॥২৮

অন্বয় : দুর্মতে ! মম রূপং সমাস্থায় ইদম্ অকর্তব্যং কৃতবান্ অসি যস্মাৎ ত্বং বিফলঃ ভবিষ্যসি। ২৮

ওরে দুর্মতি, তুই আমার রূপ ধারণ করে যে অকর্তব্য কর্ম করেছিস তার জন্যে তুই নপুংসক হবি। ২৮

গৌতমেনৈবমুক্তস্য সুরোষেণ মহাত্মনা।
পেততুর্বৃষণৌ ভূমৌ সহস্রাক্ষস্য তৎক্ষণাৎ ॥২৯

অন্বয়: মহাত্মনা গৌতমেন সুরোষেণ এবম্ উক্তস্য সহস্রাক্ষস্য বৃষণৌ তৎক্ষণাৎ ভূমৌ পেততুঃ। ২৯

মহাত্মা গৌতম মহারোষে এই কথা বলামাত্রই ইন্দ্রের অণ্ডকোষদুটি মাটিতে খসে পড়ল। ২৯

তথা শপ্ত্বা চ বৈ শক্রং ভার্যামপি চ শপ্তবান্।
ইহ বর্ষসহস্রাণি বহূনি নির্বাসিষ্যসি ॥৩০
বাতভক্ষা নিরাহারা তপ্যন্তী ভস্মশায়িনী।
অদৃশ্যা সর্বভূতানামাশ্রমেঽস্মিন্ নিবৎস্যসি ॥৩১

অন্বয়: শক্রং তথা শপ্ত্বা (গৌতমঃ) ভার্যাম্ অপি চ শপ্তবান্—ইহ বহূনি বর্ষ সহস্রাণি বাতভক্ষা নিরাহারা তপ্যন্তী ভস্মশায়িনী সর্বভূতানাম্ অদৃশ্যা অস্মিন্ আশ্রমে নিবৎস্যসি। ৩০-৩১

ইন্দ্রকে এইভাবে অভিশাপ দেওয়ার পর গৌতম নিজের পত্নীকেও অভিশাপ দিলেন—তুমি এই আশ্রমে সকলের অদৃশ্য হয়ে বায়ুমাত্র ভক্ষণ করে এবং অনাহারে ভস্মশয্যায় শয়ন করে অনুতাপ করতে করতে সহস্র বৎসর যাপন করবে। ৩০-৩১

যদা ত্বেতদ্বনং ঘোরং রামো দশরথাত্মজঃ।
আগমিষ্যতি দুর্ধর্ষস্তদা পূতা ভবিষ্যসি ॥৩২

অন্বয়: যথা তু দুর্ধর্ষঃ দশরথাত্মজঃ রামঃ এতৎ ঘোরং বনম্ আগমিষ্যতি তদা (ত্বং) পূতা ভবিষ্যসি। ৩২

যখন দশরথতনয় দুর্ধর্ষ রাম এই ঘোর বনে আসবেন তখন তুমি পবিত্র হবে। ৩২

তস্যাতিথ্যেন দুর্বৃত্তে লোভমোহবিবর্জিতা।
মৎসকাশং মুদা যুক্তা স্বং বপুর্ধারয়িষ্যসি ॥৩৩

অন্বয়: দুর্বৃত্তে! লোভমোহবিবর্জিতা তস্য আতিথ্যেন মুদা মৎসকাশং যুক্তা স্বং বপুঃ ধারয়িষ্যসি। ৩৩

দুষ্টচারিণী, তুমি তখন লোভমোহ বর্জন করে তাঁর আতিথ্য করবে এবং তার ফলে তুমি নিজরূপ ফিরে পাবে ও আনন্দে আমার সঙ্গে মিলিত হবে। ৩৩

এবমুক্ত্বা মহাতেজা গৌতমো দুষ্টচারিণীম্।
ইমমাশ্রমমুৎসৃজ্য সিদ্ধচারণসেবিতে॥
হিমবচ্ছিখরে রম্যে তপস্তেপে মহাতপাঃ॥৩৪

অন্বয়ঃ দুষ্টচারিণীম্ এবম্ উক্ত্বা মহাতেজাঃ মহাতপাঃ গৌতমঃ ইমম্ আশ্রমম্ উৎসৃজ্য সিদ্ধচারণসেবিতে রম্যে হিমবচ্ছিখরে তপঃ তেপে। ৩৪

মহাতেজস্বী মহর্ষি গৌতম দুষ্টচারিণী অহল্যাকে এই কথা বলে এই আশ্রম ত্যাগ করে সিদ্ধচারণ-অধ্যুষিত রমণীয় হিমালয়শৃঙ্গে তপস্যা করতে আরম্ভ করলেন। ৪

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত

একোনপঞ্চাশ সর্গ

* *

অহল্যাশাপবিমোচনম্

(অহল্যার শাপমোচন)

অফলস্তু ততঃ শক্রো দেবানগ্নিপুরোগমান্।
অব্রবীৎ ত্রস্তনয়নঃ সিদ্ধগন্ধর্বচারণান্॥১

অন্বয়ঃ ততঃ অফলঃ শক্রঃ তু ত্রস্তনয়নঃ অগ্নিপুরোগমান্ দেবান্ সিদ্ধগন্ধর্বচারণান্ অব্রবীৎ। ১

বিশ্বামিত্র বলতে লাগলেন—

ইন্দ্র পুরুষত্বহীন হয়ে ভীতনয়নে অগ্নি প্রভৃতি দেবতা এবং সিদ্ধ গন্ধর্ব ও চারণদের বললেন—। ১

কুর্বতা তপসো বিঘ্নং গৌতমস্য মহাত্মনঃ।
ক্রোধমুৎপাদ্য হি ময়া সুরকার্যমিদং কৃতম্॥২

অন্বয়ঃ মহাত্মনঃ গৌতমস্য তপসঃ বিঘ্নং কুর্বতা ময়া (তস্য) ক্রোধম্ উৎপাদ্য ইদং সুরকার্যং কৃতম্। ২

আমি মহাত্মা গৌতমের তপস্তায় বিঘ্ন ঘটিয়ে এবং তাঁর ক্রোধ উৎপাদন করে দেবতাদের এই উপকার[১] করেছি। ২

অফলোঽস্মি কৃতস্তেন ক্রোধাৎ সা চ নিরাকৃতা।
শাপমোক্ষেণ মহতা তপোঽস্যাপহৃতং ময়া ॥৩

অন্বয়: তেন ক্রোধাৎ (অহম্) অফলঃ কৃতঃ অস্মি সা (অহল্যা) চ নিরাকৃতা। মহতা শাপমোক্ষেণ অস্য তপঃ ময়া অপহৃতম্। ৩

তাঁর ক্রোধে আমি অফল (অর্থাৎ অণ্ডহীন) হয়েছি, এবং অহল্যাও শাপগ্রস্ত হয়েছেন, কিন্তু প্রবল শাপ নির্গত করিয়ে আমি গৌতমের তপস্যা নষ্ট করেছি। ৩

তস্মাৎ সুরবরাঃ সর্বে সর্ষিসংঘাঃ সচারণাঃ
সুরকার্যকরং যূয়ং সফলং কর্তুমর্হথ ॥৪

অন্বয়: তৎ সর্বে স ঋসংঘাঃ সচারণাঃ সুরবরাঃ যূয়ং সুরকার্যকরং মাং সফলং কর্তুম্ অর্হথ। ৪

এইভাবে আমি দেবতাদেরই কাজ করেছি, সুতরাং হে দেব ঋষি ও চারণগণ, আপনাদের আমাকে সফল (অর্থাৎ অণ্ডযুক্ত) করা কর্তব্য। ৪

শতক্রতোর্বচঃ শ্রুত্বা দেবাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ।
পিতৃদেবানুপেত্যাহুঃ সর্বে সহ মরুদ্গণৈঃ ॥৫

অন্বয়: শতক্রতোঃ বচঃ শ্রুত্বা সর্বে সাগ্নিপুরোগমাঃ দেবাঃ মরুদ্গণৈঃ সহ পিতৃদেবান্ উপেত্য আহুঃ। ৫

শতক্রতু ইন্দ্রের প্রার্থনা শুনে দেবতারা অগ্নিকে মুখপাত্র করে মরুৎগণের সঙ্গে পিতৃদেবগণের[২] নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন—। ৫

অয়ং মেষঃ সবৃষণঃ শক্রো হ্যবৃষণঃ কৃতঃ।
মেষস্য বৃষণৌ গৃহ্য শক্রায়াশু প্রযচ্ছথ ॥৬
অফলস্তু কৃতো মেষঃ পরাং তুষ্টিং প্রদাস্যতি ॥৭

অন্বয়: অয়ং মেষঃ সবৃষণঃ শক্রঃ হি অবৃষণঃ কৃতঃ। মেষস্য বৃষণৌ গৃহ্য আশু শক্রায় প্রযচ্ছথ। মেষঃ অফলঃ কৃতঃ তু পরাং তুষ্টিং প্রদাস্যতি। ৬-৭

পিতৃদেবগণ, আপনাদের এই মেষের অণ্ড আছে, কিন্তু ইন্দ্র অণ্ডহীন হয়েছেন, সুতরাং আপনারা এই মেষের অণ্ডদুটি অপসারণ করে ইন্দ্রকে দান করুন। এই মেষ অণ্ডহীন হয়েও আপনাদের তুষ্টি সাধন করবে। ৬-৭

ভবতাং হর্ষণার্থং চ যে চ দাস্যন্তি মানবাঃ।
অক্ষয়ং হি ফলং তেষাং যূয়ং দাস্যথ পুষ্কলম্ ॥৮

অন্বয়ঃ ভবতাং হর্ষণার্থং যে চ মানবাঃ (ঈদৃশং মেষং) দাস্যন্তি যূয়ং তেষাং পুষ্কলম্ অক্ষয়ং ফলং দাস্যথ। ৮

আপনাদের তুষ্টিবিধানের জন্যে যে-সব মানুষ এমন মেষ উৎসর্গ করবে আপনারা তাদের বহুবিধ অক্ষয় ফল দান করবেন। ৮

অগ্নেস্তু বচনং শ্রুত্বা পিতৃদেবাঃ সমাগতাঃ।
উৎপাট্য মেষবৃষণৌ সহস্রাক্ষে ন্যবেদয়ন্ ॥৯

অন্বয়ঃ অগ্নেঃ তু বচনং শ্রুত্বা সমাগতাঃ পিতৃদেবাঃ মেষবৃষণৌ উৎপাট্য সহস্রাক্ষে ন্যবেদয়ন্। ৯

অগ্নির অনুরোধে সমবেত পিতৃদেবগণ তখন মেষের অণ্ড উৎপাটিত করে ইন্দ্রের দেহে সংলগ্ন করলেন। ৯

তদা প্রভৃতি কাকুৎস্থ পিতৃদেবাঃ সমাগতাঃ।
অফলান্ ভুঞ্জতে মেষান্ ফলৈস্তেষামযোজয়ন্ ॥১০
ইন্দ্রস্তু মেষবৃষণস্তদা প্রভৃতি রাঘব।
গৌতমস্য প্রভাবেন তপসা চ মহাত্মনঃ ॥১১

অন্বয়ঃ কাকুৎস্থ! তদা প্রভৃতি পিতৃদেবাঃ সমাগতাঃ অফলান্ মেষান্ ভুঞ্জতে তেষাং ফলৈঃ অযোজয়ন্। রাঘব! ইন্দ্রঃ তু তদা প্রভৃতি মহাত্মনঃ গৌতমস্য তপসা প্রভাবেণ মেষবৃষণঃ। ১০-১১

হে কাকুৎস্থ! সেই থেকে পিতৃদেবগণ ছিন্নাণ্ড মেষ ভোগ করে দানকারীকে সুফল দান করেন, এবং সেই থেকে, হে রাঘব! ইন্দ্র মহাত্মা গৌতমের তপস্যার প্রভাবে মেষাণ্ড ধারণ করে আছেন। ১০-১১

তদাগচ্ছ মহাতেজ! আশ্রমং পুণ্যকর্মণঃ।
তারয়ৈনাং মহাভাগামহল্যাং দেবরূপিণীম্ ॥১২

অন্বয়ঃ মহাতেজ! মৎ পুণ্যকর্মণঃ (গৌতমস্য) আশ্রমম্ আগচ্ছ, এনাং মহাভাগাং দেবরূপিণীম্ অহল্যাং তারয়। ১২

হে মহাতেজস্বী রাম, তুমি এখন পুণ্যকর্মা গৌতমের আশ্রমে প্রবেশ করে মহাভাগা দেবরূপিণী অহল্যাকে উদ্ধার করো। ১২

বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ।
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য আশ্রমং প্রবিবেশ হ ॥১৩

অন্বয়ঃ বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য আশ্রমং প্রবিবেশ। ১৩

বিশ্বামিত্রের কথায় তখন রাম ও লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রকে পুরোবর্তী করে গৌতমের আশ্রমে প্রবেশ করলেন। ১৩

দদর্শ চ মহাভাগাং তপসা দ্যোতিতপ্রভাম্।
লোকৈরপি সমাগম্য দুর্নিরীক্ষ্যাং সুরাসুরৈঃ ॥১৪
প্রযত্নান্নির্মিতাং ধাত্রা দিব্যাং মায়াময়ীমিব।
ধূমেনাভিপরীতাঙ্গীং দীপ্তামগ্নিশিখামিব ॥১৫
সতুষারাবৃতাং সাভ্রাং পূর্ণচন্দ্রপ্রভামিব।
মধ্যেঽম্ভসো দুরাধর্ষাং দীপ্তাং সূর্যপ্রভামিব ॥১৬

অন্বয়ঃ (রামঃ) সমাগম্য মহাভাগাং তপসা দ্যোতিতপ্রভাং লোকৈঃ সুরাসুরৈঃ দুর্নিরীক্ষ্যাং ধাত্রা দিব্যাং মায়াময়ীম্ ইব প্রযত্নাৎ নির্মিতাং ধূমেন অভিপরীতাঙ্গীং দীপ্তাম্ অগ্নিশিখাম্ ইব সতুষারাবৃতাং সাভ্রাং পূর্ণচন্দ্রপ্রভাম্ ইব অম্ভসঃ মধ্যে দুরাধর্ষাং দীপ্তাং সূর্যপ্রভাম্ ইব অহল্যাম্ দদর্শ। ১৪-১৬

আশ্রমে প্রবেশ করে রাম দেখতে পেলেন, মহাভাগা অহল্যা এখানে তপস্যার প্রভাবে এমনই দীপ্তিময়ী হয়েছেন যে মানুষ, সুর বা অসুর কেউই তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে পারেন না। বিধাতা যেন অতি যত্নে তাঁকে মায়াময়ী দিব্য প্রতিমা রূপে নির্মাণ করেছেন। তাঁর রূপ ধূমাচ্ছন্ন দীপ্ত অগ্নিশিখার মতো, কুয়াশা অথবা মেঘাবৃত পূর্ণচন্দ্রের প্রভার মতো, অথবা, জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত দীপ্ত সূর্যপ্রভার মতো হয়েছে। ১৪-১৬

সা হি গৌতমবাক্যেন দুর্নিরীক্ষ্যা বভূব হ।
ত্রয়াণামপি লোকানাং যাবদ্ রামস্য দর্শনম্ ॥
শাপস্যান্তমুপাগম্য তেষাং দর্শনমাগতা ॥১৭

অন্বয়ঃ সা গৌতমবাক্যেন যাবৎ রামস্য দর্শনম্ ত্রয়াণাম্ অপি লোকানাং দুর্নিরীক্ষ্যা বভূব, শাপস্য অন্তম্ উপাগম্য তেষাং দর্শনম্ আগতা। ১৭

গৌতমের শাপে অহল্যা রামের দর্শন লাভের পূর্বে ত্রিভুবনে সকলের চোখে অদৃশ্য হয়েছিলেন, কিন্তু এখন শাপের অবসানে তিনি তাঁদের (রাম প্রভৃতির) দৃষ্টিগোচর হলেন। ১৭

রাঘবৌ তু তদা তস্যাঃ পাদৌ জগৃহতুর্মুদা।
স্মরন্তী গৌতমবচঃ প্রতিজগ্রাহ সা হি তৌ ॥১৮
পাদ্যমর্ঘ্যং তথাতিথ্যং চকার সুসমাহিতা।
প্রতিজগ্রাহ কাকুৎস্থো বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥১৯

অন্বয়ঃ রাঘবৌ তু তদা তস্যাঃ পাদৌ মুদা জগৃহতুঃ। সা হি গৌতমবচঃ স্মরন্তী তৌ প্রতিজগ্রাহ। (সা) সুসমাহিতা পাদ্যম্ অর্ঘ্যং তথা আথিত্যং চকার বিধিদৃষ্টেন কর্মণা কাকুৎস্থৌ প্রতিজগ্রাহ। ১৮-১৯

রাম ও লক্ষ্মণ তখন সানন্দে অহল্যার পাদ বন্দনা করলেন, এবং অহল্যাও গৌতমের কথা স্মরণ করে তাঁদের সম্বর্ধনা করে সমাহিতচিত্তে বিধিমতো পাদ্য অর্ঘ্য ও আতিথ্য দান করলেন। ১৮-১৯

পুষ্পবৃষ্টির্মহত্যাসীদ্দেবদুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ।
গন্ধর্বাপ্সরসাং চৈব মহানাসীৎ সমুৎসবঃ ॥২০
সাধু সাধ্বিতি দেবাস্তামহল্যাং সমপূজয়ন্।
তপোবলবিশুদ্ধাঙ্গীং গৌতমস্য বশানুগাম্ ॥২১

অন্বয়ঃ দেবদুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ মহতী পুষ্পবৃষ্টিঃ আসীৎ গন্ধর্বাপ্সরসাং চ এব মহান্ সমুৎসবঃ আসীৎ। দেবাঃ তাং তপোবলবিশুদ্ধাঙ্গীং গৌতমস্য বশানুগাম্ অহল্যাং সাধু সাধু ইতি সমপূজয়ন্। ২০-২১

তখন দেবদুন্দুভি বাজতে লাগল। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে থাকল এবং গন্ধর্ব ও অপ্সররা মহা উৎসবে মত্ত হলেন। দেবতারা গৌতমের অনুরক্তা তপঃশুদ্ধা অহল্যাকে সাধুবাদ দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করলেন। ২০-২১

গৌতমোঽপি মহাতেজা অহল্যাসহিতঃ সুখী।
রামং সম্পূজ্য বিধিবৎ তপস্তেপে মহাতপাঃ ॥২২
রামোঽপি পরমাং পূজাং গৌতমস্য মহামুনেঃ।
সকাশাৎ বিধিবৎ প্রাপ্য জগাম মিথিলাং ততঃ ॥২৩

অন্বয়ঃ মহাতেজাঃ মহাতপাঃ গৌতমঃ অপি অহল্যাসহিতঃ বিধিবৎ রামং সম্পূজ্য সুখী তপঃ তেপে। ততঃ রামঃ অপি গৌতমস্য মহামুনেঃ সকাশাৎ বিধিবৎ পূজাং প্রাপ্য মিথিলাং জগাম। ২২-২৩

মহাতেজস্বী মহর্ষি গৌতমও অহল্যার সঙ্গে মিলিত হয়ে বিধিমতো রামের সৎকার করার পর সানন্দচিত্তে তপস্যা করতে লাগলেন। রামও মহামুনি গৌতমের নিকট বিধিমতো সৎকার লাভ করে মিথিলায় যাত্রা করলেন। ২২-২৩

একোনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চাশ সর্গ

* *

জনকযজ্ঞশালগমনম্

(জনকের যজ্ঞশালায় প্রবেশ)

ততঃ প্রাগুত্তরাং গত্বা রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য যজ্ঞবাটমুপাগমৎ ॥১

অন্বয়ঃ ততঃ রামঃ সৌমিত্রিণা সহ বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য প্রাক্ উত্তরাং গত্বা যজ্ঞবাটম্ উপাগমৎ। ১

রাম ও লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রকে অনুসরণ করে উত্তর-পূর্ব মুখে চলতে চলতে জনকের যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। ১

রামস্তু মুনিশার্দূলমুবাচ সহলক্ষ্মণঃ।
সাধ্বী যজ্ঞসমৃদ্ধির্হি জনকস্য মহাত্মনঃ ॥২

অন্বয়ঃ রামঃ তু সহলক্ষ্মণঃ মুনিশার্দূলম্ উবাচ—মহাত্মনঃ জনকস্য যজ্ঞসমৃদ্ধিঃ সাধ্বী। ২

যজ্ঞক্ষেত্র দেখে তাঁরা মুনিবর বিশ্বামিত্রকে বললেন—মহাত্মা জনকের এই যজ্ঞ অত্যন্ত সমৃদ্ধ দেখছি। ২

বহূনীহ সহস্রাণি নানাদেশনিবাসিনাম্।
ব্রাহ্মণানাং মহাভাগ বেদাধ্যয়নশালিনাম্ ॥৩

ঋষিবাটাশ্চ দৃশ্যন্তে শকটীশতসংকুলাঃ।
দেশো বিধীয়তাং ব্রহ্মন্ যত্র বৎস্যামহে বয়ম্ ॥৪

অন্বয়ঃ মহাভাগ! ইহ নানাদেশনিবাসিনাং বেদাধ্যয়নশালিনাং ব্রাহ্মণানাং বহূনি সহস্রাণি শকটীশতসংকুলাঃ ঋষিবাটাঃ চ দৃশ্যন্তে। ব্রাহ্মন্ দেশঃ বিধীয়তাং যত্র বয়ং বৎস্যামহে। ৩ ৪

হে মহাভাগ, এখানে বহুসহস্র নানাদেশবাসী বেদাধ্যয়নশীল ব্রাহ্মণ সমবেত হয়েছেন, এবং ঋষিদের আবাসস্থলগুলি শত শত শকটে পরিপূর্ণ হয়েছে। আমরা এখানে কোথায় অবস্থান করব তা নির্ধারণ করুন। ৩ ৪

রামস্য বচনং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
নিবাসমকরোদ্দেশে বিবিক্তে সলিলান্বিতে ॥৫

অন্বয়ঃ রামস্য বচনং শ্রুত্বা মহামুনিঃ বিশ্বামিত্রঃ বিবিক্তে সলিলান্বিতে দেশে নিবাসম্ অকরোৎ। ৫

রামের কথায় মহামুনি বিশ্বামিত্র একটি নির্জন এবং জলযুক্ত স্থানে তাঁদের আবাসের ব্যবস্থা করলেন। ৫

বিশ্বামিত্রমনুপ্রাপ্তং শ্রুত্বা নৃপবরস্তদা।
শতানন্দং পুরস্কৃত্য পুরোহিতমনিন্দিতঃ ॥
প্রত্যুজ্জগাম সহসা বিনয়েন সমন্বিতঃ ॥৬

অন্বয়ঃ বিশ্বামিত্রম্ অনুপ্রাপ্তং শ্রুত্বা তদা অনিন্দিতঃ নৃপবরঃ (জনকঃ) পুরোহিতং শতানন্দং পুরস্কৃত্য সহসা বিনয়েন সমন্বিতঃ প্রত্যুজ্জগাম। ৬

বিশ্বামিত্রের আগমনসংবাদ পাওয়ামাত্রই খ্যাতিমান রাজা জনক পুরোহিত শতানন্দকে পুরোবর্তী করে সবিনয়ে তাঁর প্রত্যুদ্‌গমন করলেন। ৬

ঋত্বিজোঽপি মহাত্মানস্ত্বর্ঘ্যমাদায় সত্বরম্।
বিশ্বামিত্রায় ধর্মেণ দদৌ ধর্মপুরস্কৃতম্ ॥৭

অন্বয়ঃ মহাত্মানঃ ঋত্বিজঃ অপি তু সত্বরং ধর্মপুরস্কৃতম্ অর্ঘ্যম্ আদায় ধর্মেণ বিশ্বামিত্রায় দদৌ। ৭

(জনক রাজার) মহাত্মা ঋত্বিকরাও সত্বর এসে বিশ্বামিত্রকে ধর্মের বিধান অনুসারে অর্ঘ্য প্রদান করলেন। ৭

প্রতিগৃহ্য তু তাং পূজাং জনকস্য মহাত্মনঃ।

পপ্রচ্ছ কুশলং রাজ্ঞো যজ্ঞস্য চ নিরাময়ম্ ॥৮

অন্বয়ঃ (বিশ্বামিত্রঃ) তু মহাত্মনঃ জনকস্য তাং পূজাং প্রতিগৃহ্য রাজ্ঞঃ কুশলং যজ্ঞস্য চ নিরাময়ং পপ্রচ্ছ। ৮

বিশ্বামিত্রও মহাত্মা জনকের পূজা গ্রহণ করে রাজার নিজের এবং তাঁর যজ্ঞের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। ৮

স তাংশ্চাথ মুনীন্ পৃষ্ট্বা সোপাধ্যায়পুরোধসঃ।

যথার্হমৃষিভিঃ সর্বে সমাগচ্ছৎ প্রহৃষ্টবৎ ॥৯

অন্বয়ঃ অথ সঃ সোপাধ্যায়পুরোধসঃ তান্ মুনীন্ যথার্হং (কুশলং) পৃষ্ট্বা প্রহৃষ্টবৎ সর্বৈঃ ঋষিভিঃ সমাগচ্ছৎ। ৯

তারপর তিনি রাজার উপাধ্যায়, পুরোহিত প্রভৃতি মুনিদের যথাযোগ্য কুশল জিজ্ঞাসা করে আনন্দিতচিত্তে সেই ঋষিদের সঙ্গে মিলিত হলেন। ৯

অথ রাজা মুনিশ্রেষ্ঠং কৃতাঞ্জলিরভাষত।

আসনে ভগবানাস্তাং সহৈভির্মুনিপুঙ্গবৈঃ ॥১০

অন্বয়ঃ অথ রাজা কৃতাঞ্জলিঃ মুনিশ্রেষ্ঠম্ অভাষত—ভগবান্ এভিঃ মুনিপুঙ্গবৈঃ সহ আসনে আস্তাম্। ১০

তখন রাজা জনক করযোড়ে মুনিবর বিশ্বামিত্রকে বললেন—ভগবন্, আপনি আপনার এই সমস্ত সহচর মুনিবরদের সঙ্গে আসন গ্রহণ করুন। ১০

জনকস্য বচঃ শ্রুত্বা নিষসাদ মহামুনিঃ।

পুরোধা ঋত্বিজশ্চৈব রাজা চ সহ মন্ত্রিভিঃ ॥১১

আসনেষু যথান্যায়মুপবিষ্টাঃ সমন্ততঃ।

দৃষ্ট্বা স নৃপতিস্তত্র বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ ॥১২

অন্বয়ঃ জনকস্য বচঃ শ্রুত্বা মহামুনিঃ নিষসাদ। পুরোধা ঋত্বিজঃ চ এব রাজা চ মন্ত্রিভিঃ সহ সমন্ততঃ যথান্যায়ম্ আসনেষু উপবিষ্টাঃ। (এতৎ) দৃষ্ট্বা সঃ নৃপতিঃ তত্র বিশ্বামিত্রম্ অথ অব্রবীৎ। ১১-১২

জনকের অনুরোধে মহামুনি বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট হলেন। তারপর রাজার পুরোহিত ও ঋত্বিকগণ এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে রাজা নিজে বিশ্বামিত্রের চারিদিকে যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করলেন। সকলকে উপবিষ্ট দেখে রাজা জনক বিশ্বামিত্রকে বললেন—। ১১-১২

অদ্য যজ্ঞসমৃদ্ধির্মে সফলা দৈবতৈঃ কৃতা।
অদ্য যজ্ঞফলং প্রাপ্তং ভগবদ্দর্শনান্ময়া ॥১৩

অন্বয়ঃ অদ্য মে যজ্ঞসমৃদ্ধিঃ দৈবতৈঃ সফলা কৃতা। অদ্য ভগবদ্দর্শনাৎ ময়া যজ্ঞফলং প্রাপ্তম্। ১৩

ভগবন্, আজ দেবতারা আমার যজ্ঞকে সমৃদ্ধ ও সফল করলেন। আপনার দর্শনেই আমি যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ করলাম। ১৩

ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যস্য মে মুনিপুঙ্গব।
যজ্ঞোপসদনং ব্রহ্মন্ প্রাপ্তোঽসি মুনিভিঃ সহ ॥১৪

অন্বয়ঃ মুনিপুঙ্গব ব্রহ্মন্! যস্য মে যজ্ঞোপসদনং মুনিভিঃ সহ প্রাপ্তঃ অসি (তৎ) (অহং) ধন্যঃ অস্মি অনুগৃহীতঃ অস্মি। ১৪

মুনিবর! আজ আপনি মুনিদের সঙ্গে আমার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হওয়ায় আমি নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ জ্ঞান করছি। ১৪

দ্বাদশাহং তু ব্রহ্মর্ষে দীক্ষামাহুর্মনীষিণঃ।
ততো ভাগার্থিনো দেবান্ দ্রষ্টুমর্হসি কৌশিক ॥১৫

অন্বয়ঃ ব্রহ্মর্ষে! মনীষিণঃ দ্বাদশাহং তু দীক্ষাম্ আহুঃ। কৌশিক! ততঃ ভাগার্থিনঃ দেবান্ দ্রষ্টুম্ অর্হসি। ১৫

হে ব্রহ্মর্ষি, মনীষিগণ দ্বাদশ দিবস যজ্ঞের দীক্ষাকাল নির্দেশ করেছেন, তারপরই, হে কৌশিক, যজ্ঞভাগ লাভের জন্যে আগত দেবগণের দর্শন পাওয়া যায়। ১৫

ইত্যুক্ত্বা মুনিশার্দূলং প্রহৃষ্টবদনস্তদা।
পুনস্তং পরিপপ্রচ্ছ প্রাঞ্জলিঃ প্রযতো নৃপঃ ॥১৬

অন্বয়ঃ মুনিশার্দূলম্ ইত্যুক্ত্বা নৃপঃ তদা প্রহৃষ্টবদনঃ প্রযতঃ প্রাঞ্জলিঃ পুনঃ তং পরিপপ্রচ্ছ। ১৬

মুনিবর বিশ্বামিত্রকে একথা বলার পর রাজা জনক হৃষ্টমুখে শান্তচিত্তে করযোড়ে তাঁকে পুনরায় বললেন—। ১৬

ইমৌ কুমারৌ ভদ্রং তে দেবতুল্যপরাক্রমৌ।
গজতুল্যগতী বীরৌ শার্দূলবৃষভোপমৌ ॥১৭
পদ্মপত্রবিশালাক্ষৌ খড়গতূণীধনুর্ধরৌ।
অশ্বিনাবিব রূপেণ সমুপস্থিতযৌবনৌ ॥১৮

যদৃচ্ছয়েব গাং প্রাপ্তৌ দেবলোকাদিবামরৌ।
কথং পদ্‌ভ্যামিহ প্রাপ্তৌ কিমর্থং কস্য বা মুনে ॥১৯
বরায়ুধধরৌ বীরৌ কস্য পুত্রৌ মহামুনে।
ভূষয়ন্তাবিমং দেশং চন্দ্রসূর্যাবিবাম্বরম্ ॥২০
পরস্পরস্য সদৃশৌ প্রমাণেঙ্গিতচেষ্টিতৈঃ।
কাকপক্ষধরৌ বীরৌ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥২১

অন্বয়ঃ মহামুনে! ভদ্রং তে (ভবতু)। ইমৌ কুমারৌ দেবতুল্যপরাক্রমৌ গজতুল্যগতী শার্দূলবৃষভোপমৌ বীরৌ পদ্মপত্রবিশালাক্ষৌ খড়্গতূণীধনুর্ধরৌ রূপেণ অশ্বিনৌ ইব সমুপস্থিতযৌবনৌ দেবলোকাৎ অমরৌ ইব যদৃচ্ছয়া এব গাং প্রাপ্তৌ কথং কিমর্থং বা বরায়ুধধরৌ বীরৌ পদ্‌ভ্যাম্ ইহ প্রাপ্তৌ। (তৌ) কস্য বা পুত্রৌ। কাকপক্ষধরৌ বীরৌ চন্দ্রসূর্যৌ অম্বরম্ ইব ইমং দেশং ভূষয়ন্তৌ প্রমাণেঙ্গিতচেষ্টিতৈঃ পরস্পরস্য সদৃশৌ—(এতৎ) তত্ত্বতঃ শ্রোতুম্ ইচ্ছামি। ১৭-২১

মুনিবর, আপনার মঙ্গল হোক, আপনার সঙ্গে এই-যে দুইকুমার, এঁরা দেবতার মতো পরাক্রমশালী, এঁদের গতি হস্তীতুল্য, এঁরা বীরত্বে ব্যাঘ্র ও বৃষভের তুল্য, এঁদের নয়নদুটি পদ্মপলাশের মতো বিশাল, এঁরা খড়্গ তূণীর ও ধনুর্ধারী, এঁরা রূপে অশ্বিনীকুমারতুল্য, এঁরা নবযৌবনসম্পন্ন, মনে হয় যেন দুজন দেবতা দেবলোক থেকে ইচ্ছেমতো ভ্রমণ করতে করতে পৃথিবীতে উপস্থিত হয়েছেন। এই মহাস্ত্রধারী দুই বীর কীভাবে এবং কেনই-বা পদব্রজে এখানে উপস্থিত হয়েছেন? এঁরা কার পুত্র? চন্দ্রসূর্য যেমন আকাশকে শোভিত করে তেমনই এই কাকপক্ষধর[১] দুই বীর এই দেশকে ভূষিত করেছেন। এঁরা আকার, ইঙ্গিত ও চেষ্টায় পরস্পরের তুল্য। এঁদের বিষয়ে আমি সবিশেষ জানতে ইচ্ছা করি। ১৭-২১

তস্য তদ্‌বচনং শ্রুত্বা জনকস্য মহাত্মনঃ।
ন্যবেদয়দমেয়াত্মা পুত্রৌ দশরথস্য তৌ ॥২২
সিদ্ধাশ্রমনিবাসং চ রাক্ষসানাং বধং তথা।
তত্রাগমনমব্যগ্রং বিশালায়াশ্চ দর্শনম্ ॥২৩
অহল্যাদর্শনং চৈব গৌতমেন সমাগমম্।
মহাধনুষি জিজ্ঞাসাং কর্তুমাগমনং তথা ॥২৪

অন্বয়ঃ তস্য মহাত্মনঃ জনকস্য তৎ বচনং শ্রুত্বা অমেয়াত্মা (বিশ্বামিত্রঃ) ন্যবেদয়ৎ

তৌ দশরথস্য পুত্রৌ। সিদ্ধাশ্রমনিবাসং চ তথা রাক্ষসানাং বধং তত্র অব্যগ্রম্ আগমনং বিশালায়াঃ চ দর্শনম্ অহল্যাদর্শনং চ এব গৌতমেন সমাগমং তথা মহাধনুষি জিজ্ঞাসাং কর্তুম্ আগমনম্ (সর্বং ন্যবেদয়ৎ)। ২১-২৪

মহাত্মা জনকের প্রশ্নের উত্তরে অমিতপ্রভাবশালী বিশ্বামিত্র তাঁকে জানালেন যে তাঁর সঙ্গের দুই কুমার রাজা দশরথের দুই পুত্র। তারপর তিনি তাঁদের সিদ্ধাশ্রমে নিবাস, রাক্ষসবধ, দুর্গম পথে নির্ভয়ে আগমন, বিশালাপুরীদর্শন, অহল্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও গৌতমের সঙ্গে মিলন, এবং অবশেষে জনকের মহাধনু সম্পর্কে কৌতূহল নিবারণের জন্যে মিথিলায় আগমন—এইসব বিবরণ তাঁকে জানালেন। ২১-২৪

এতৎ সর্বং মহাতেজা জনকায় মহাত্মনে।
নিবেদ্য বিররামাথ বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ॥২৫

অন্বয়ঃ অথ মহাতেজাঃ মহামুনিঃ বিশ্বামিত্রঃ জনকায় এতৎ সর্বং নিবেদ্য বিররাম। ২৫

মহাতেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজা জনককে এই সব বিবরণ দিয়ে নীরব হলেন। ২৫

পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত

একপঞ্চাশ সর্গ

* *

শতানন্দেন বিশ্বামিত্রবংশবর্ণনম্
(শতানন্দ কর্তৃক বিশ্বামিত্রের বংশবর্ণনা)

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ।
হৃষ্টরোমা মহাতেজাঃ শতানন্দো মহাতপাঃ ॥১
গৌতমস্য সুতো জ্যেষ্ঠস্তপসা দ্যোতিতপ্রভঃ।
রামসন্দর্শনাদেব পরং বিস্ময়মাগতঃ ॥২

অন্বয়ঃ তস্য ধীমতঃ বিশ্বামিত্রস্য তৎ বচনং শ্রুত্বা গৌতমস্য জ্যেষ্ঠঃ সুতঃ মহাতেজাঃ মহাতপাঃ তপসা দ্যোতিতপ্রভঃ শতানন্দঃ রামসন্দর্শনাৎ এব হৃষ্টরোমা পরং বিস্ময়ম্ আগতঃ। ১-২

ধীমান বিশ্বামিত্রের কথা শুনে তপস্যার প্রভাবে দ্যুতিমান মহর্ষি গৌতমের জ্যেষ্ঠপুত্র মহাতেজস্বী শতানন্দ অত্যন্ত পুলকিত ও বিস্মিত হলেন। ১-২

এতৌ নিষণ্ণৌ সংপ্রেক্ষ্য শতানন্দো নৃপাত্মজৌ।

সুখাসীনৌ মুনিশ্রেষ্ঠং বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ ॥৩

অন্বয়ঃ শতানন্দঃ এতৌ নিষণ্ণৌ সুখাসীনৌ নৃপাত্মজৌ সংপ্রেক্ষ্য মুনিশ্রেষ্ঠং বিশ্বামিত্রম্ অথ অব্রবীৎ। ৩

রাম ও লক্ষ্মণ পরম সুখে আসনে উপবিষ্ট হয়েছেন দেখে শতানন্দ মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে বললেন -। ৩

অপি তে মুনিশার্দূল মম মাতা যশস্বিনী।

দর্শিতা রাজপুত্রায় তপো দীর্ঘমুপাগতা ॥৪

অন্বয়ঃ মুনিশার্দূল! অপি তে মম দীর্ঘং তপঃ উপাগতা যশস্বিনী মাতা রাজপুত্রায় দর্শিতা। ৪

মুনিবর, আমার যশস্বিনী মাতা দীর্ঘকাল তপস্যায় নিরত ছিলেন। আপনি তাঁর সঙ্গে রাজপুত্র রামের সাক্ষাৎকার করিয়েছেন তো? ৪

অপি রামে মহাতেজাঃ মম মাতা যশস্বিনী।

বন্যৈরুপাহরৎ পূজাং পূজার্হে সর্বদেহিনাম্ ॥৫

অন্বয়ঃ মহাতেজাঃ! অপি মম যশস্বিনী মাতা সর্বদেহিনাং পূজার্হে রামে বন্যৈঃ (ফলমূলৈঃ) পূজাম্ উপাহরৎ?

হে মহাতেজস্বী, আমার যশস্বিনী মাতা বন্য ফলমূলের দ্বারা সর্বলোকপূজ্য রামের সংকার করেছেন তো? ৫

অপি রামায় কথিতং যদ্‌বৃত্তং তৎ পুরাতনম্।

মম মাতুর্মহাতেজো দেবেন দুরনুষ্ঠিতম্ ॥৬

অন্বয়ঃ মহাতেজাঃ! অপি রামায় মম মাতুঃ দেবেন যৎ দুরনুষ্ঠিতং পুরাতনঃ বৃত্তং তৎ কথিতম্? ৬

হে মহাতেজস্বী, আমার মাতার প্রতি দেবরাজ ইন্দ্র যে দুর্ব্যবহার করেছিলেন, আপনি রামকে সেই পুরাতন কথা বলেছেন তো? ৬

অপি কৌশিক ভদ্রং তে গুরুণা মম সঙ্গতা।
মম মাতা মুনিশ্রেষ্ঠ রামসন্দর্শনাদিতঃ ॥৭

অন্বয়ঃ মুনিশ্রেষ্ঠ কৌশিক! ভদ্রং তে (ভবতু)। অপি মম মাতা রামসন্দর্শনাৎ ইতঃ মম গুরুণা সঙ্গতা। ৭

হে মুনিশ্রেষ্ঠ কৌশিক, আপনার মঙ্গল হোক। রামের সঙ্গে সাক্ষাতের পর আমার মাতা পিতার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন তো? ৭

অপি মে গুরুণা রামঃ পূজিতঃ কুশিকাত্মজ।
ইহাগতো মহাতেজাঃ পূজাং প্রাপ্য মহাত্মনঃ ॥৮

অন্বয়ঃ কুশিকাত্মজ! অপি মহাতেজাঃ রামঃ মে গুরুণা পূজিতঃ মহাত্মনঃ পূজাং প্রাপ্য ইহ আগতঃ। ৮

হে কুশিকনন্দন, মহাতেজস্বী রাম আমার মহাত্মা পিতার পূজালাভ করে তবে এখানে এসেছেন তো? ৮

অপি শান্তেন মনসা গুরুর্মে কুশিকাত্মজ।
ইহাগতেন রামেণ পূজিতেনাভিবাদিতঃ ॥৯

অন্বয়ঃ কুশিকাত্মজ! অপি মে গুরুঃ ইহাগতেন পূজিতেন রামেণ শান্তেন মনসা অভিবাদিতঃ। ৯

আমার পিতা ও মাতার অভ্যর্থনা লাভ করে আসার সময় রাম আমার পিতাকে শান্তচিত্তে অভিবাদন করেছিলেন তো? ৯

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
প্রত্যুবাচ শতানন্দং বাক্যজ্ঞো বাক্যকোবিদম্ ॥১০

অন্বয়ঃ বাক্যজ্ঞঃ মহামুনিঃ বিশ্বামিত্রঃ তস্য তৎ বচনং শ্রুত্বা বাক্যকোবিদং শতানন্দং প্রত্যুবাচ। ১০

বাক্যবিশারদ শতানন্দের কথা শুনে বাক্‌পটু মহামুনি বিশ্বামিত্র তাঁকে বললেন—। ১০

নাতিক্রান্তং মুনিশ্রেষ্ঠ যৎ কর্তব্যং কৃতং ময়া।
সঙ্গতা মুনিনা পত্নী ভার্গবেণেব রেণুকা ॥১১

অন্বয়ঃ মুনিশ্রেষ্ঠ! ময়া যৎ কর্তব্যং কৃতং ন অতিক্রান্তং, মুনিনা পত্নী ভার্গবেণ রেণুকা ইব সঙ্গতা। ১১

মুনিবর, আমি যা কর্তব্য প্রয়োজন সমস্তই করেছি, কিছুই বিস্মৃত হই নি। ভৃগুপুত্র জমদগ্নি যেমন পত্নী রেণুকার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, তেমনই গৌতমঋষি পত্নী অহল্যার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। ১১

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ।
শতানন্দো মহাতেজা রামং বচনমব্রবীৎ ॥১২

অন্বয়: তস্য ধীমতঃ বিশ্বামিত্রস্য তৎ বচনং শ্রুত্বা মহাতেজাঃ শতানন্দঃ রামং বচনম্ অব্রবীৎ। ১২

ধীমান বিশ্বামিত্রের কথা শুনে মহাতেজস্বী শতানন্দ রামকে বললেন— । ১২

স্বাগতং তে নরশ্রেষ্ঠ দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি রাঘব।
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য মহর্ষিমপরাজিতম্ ॥১৩

অন্বয়: নরশ্রেষ্ঠ! স্বাগতং তে। রাঘব! অপরাজিতং বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য দিষ্ট্যা প্রাপ্তঃ অসি। ১৩

—হে পুরুষোত্তম, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। হে রাঘব! এই অমিত প্রভাবশালী মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে আপনার আগমন আমাদের ভাগ্যক্রমেই ঘটেছে। ১৩

অচিন্ত্যকর্মা তপসা ব্রহ্মর্ষিরমিতপ্রভঃ।
বিশ্বামিত্রো মহাতেজা বেদ্ম্যেনং পরমাং গতিম্ ॥১৪

অন্বয়: মহাতেজাঃ বিশ্বামিত্রঃ অমিতপ্রভঃ অচিন্ত্যকর্মা তপসা ব্রহ্মর্ষিঃ। এনং পরমাং গতিং বেদ্মি। ১৪

এই মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র মহাদ্যুতিমান, ইনি অত্যাশ্চর্য কার্য করেছেন এবং তপস্যার প্রভাবে ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করেছেন। ইনি আমাদের পরম আশ্রয়স্থল। এঁর কথা আমি বিলক্ষণ জানি। ১৪

নাস্তি ধন্যতরো রাম ত্বত্তোঽন্যো ভুবি কশ্চন।
গোপ্তা কুশিকপুত্রস্তে যেন তপ্তং মহত্তপঃ ॥১৫

অন্বয়: রাম! ভুবি ত্বত্তঃ অন্যঃ কশ্চন ধন্যতরঃ নাস্তি। (যতঃ) কুশিকপুত্রঃ তে গোপ্তা যেন মহৎ তপঃ তপ্তম্। ১৫

রাম, পৃথিবীতে আপনার থেকে ধন্যতর কেউ নাই, কারণ এই কঠোর তপস্বী বিশ্বামিত্র আপনার রক্ষক। ১৫

শ্রূয়তাং চাভিধাস্যামি কৌশিকস্য মহাত্মনঃ
যথা যথাবলং তত্ত্বং তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥১৬

অন্বয় : মহাত্মনঃ কৌশিকস্য যথাবলং যথাতত্ত্বম্ চ অভিধাস্যামি, তৎ মে নিগদতঃ শৃণু। ১৬

আমি মহাত্মা কৌশিকের তপস্যার বল এবং অন্যান্য তত্ত্ব যথাযথ বর্ণনা করছি, শুনুন। ১৬

রাজাসীদেষ ধর্মাত্মা দীর্ঘকালমরিন্দমঃ।
ধর্মজ্ঞঃ কৃতবিদ্যশ্চ প্রজানাং চ হিতে রতঃ ॥১৭

অন্বয় : এষঃ ধর্মাত্মা দীর্ঘকালম্ অরিন্দমঃ ধর্মজ্ঞঃ কৃতবিদ্যঃ চ প্রজানাং হিতে রতঃ রাজা আসীৎ। ১৭

এই ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্র দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছিলেন। ইনি শত্রুহন্তা, ধর্মজ্ঞ, কৃতবিদ্য এবং প্রজাহিতৈষী রাজা ছিলেন। ১৭

প্রজাপতিসুতস্ত্বাসীৎ কুশো নাম মহীপতিঃ।
কুশস্য পুত্রো বলবান কুশনাভঃ সুধার্মিকঃ ॥১৮

অন্বয় : প্রজাপতিসুতঃ তু কুশঃ নাম মহীপতিঃ আসীৎ। কুশস্য পুত্রঃ বলবান্ সুধার্মিকঃ কুশনাভঃ। ১৮

প্রজাপতির পুত্র কুশ নামে এক রাজা ছিলেন। কুশের পুত্র হলেন কুশনাভ। তিনি পরম ধার্মিক ও মহাবলশালী ছিলেন। ১৮

কুশনাভসুতস্ত্বাসীদ্ গাধিরিত্যেব বিশ্রুতঃ।
গাধেঃ পুত্রো মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ॥১৯

অন্বয় : কুশনাভসুতঃ তু গাধিঃ ইতি এব বিশ্রুতঃ আসীৎ, গাধেঃ পুত্রঃ মহাতেজাঃ মহামুনিঃ বিশ্বামিত্রঃ। ১৯

কুশনাভের পুত্র গাধিনামে বিখ্যাত, এবং মহাতেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র এই গাধিরই পুত্র। ১৯

বিশ্বামিত্রো মহাতেজাঃ পালয়ামাস মেদিনীম্।
বহুবর্ষসহস্রাণি রাজা রাজ্যমকারয়ৎ ॥২০

অন্বয় : মহাতেজাঃ রাজা বিশ্বামিত্রঃ মেদিনীং পালয়ামাস, বহুবর্ষসহস্রাণি রাজ্যম্ অকারয়ৎ। ২০

মহাতেজস্বী রাজা বিশ্বামিত্র বহু সহস্র বৎসর পৃথিবী পালন ও রাজ্যশাসন করেছিলেন। ২০

কদাচিত্তু মহাতেজা যোজয়িত্বা বরূথিনীম্।
অক্ষৌহিণী পরিবৃতঃ পরিচক্রাম মেদিনীম্ ॥২১

অন্বয়: কদাচিৎ তু মহাতেজাঃ (বিশ্বামিত্রঃ) বরূথিনীং যোজয়িত্বা অক্ষৌহিণী-পরিবৃতঃ মেদিনীং পরিচক্রাম। ২১

এক সময় তিনি অক্ষৌহিণীসৈন্য-পরিবৃত হয়ে পৃথিবী পরিক্রমণে বেরিয়েছিলেন। ২১

নগরাণি চ রাষ্ট্রানি সরিতশ্চ মহাগিরীন।
আশ্রমান্ ক্রমশো রাজা বিচরন্নাজগাম হ ॥২২
বসিষ্ঠস্যাশ্রমপদং নানাপুষ্পলতাক্রমম্।
নানামৃগগণাকীর্ণং সিদ্ধচারণসেবিতম্ ॥২৩
দেবদানবগন্ধর্বৈঃ কিন্নরৈরূপশোভিতম্।
প্রশান্তহরিণাকীর্ণং দ্বিজসংঘনিষেবিতম্ ॥২৪
ব্রহ্মর্ষিগণসংকীর্ণং দেবর্ষিগণসেবিতম্।
তপশ্চরণসংসিদ্ধৈরগ্নিকল্পৈর্মহাত্মভিঃ ॥২৫
অব্‌ভক্ষৈর্বায়ুভক্ষৈশ্চ শীর্ণপর্ণাশনৈস্তথা।
ফলমূলাশনৈর্দান্তৈর্জিতদোষৈর্জিতেন্দ্রিয়ৈঃ ॥২৬
ঋষিভির্বালখিল্যৈশ্চ জপহোমপরায়ণৈঃ।
অন্যৈর্বৈখানসৈশ্চৈব সমন্তাদুপশোভিতম্ ॥২৭
বসিষ্ঠস্যাশ্রমপদং ব্রহ্মলোকমিবাপরম্।
দদর্শ জয়তাং শ্রেষ্ঠো বিশ্বামিত্রো মহাবলঃ ॥২৮

অন্বয়: জয়তাং শ্রেষ্ঠঃ মহাবলঃ রাজা বিশ্বামিত্রঃ নগরাণি রাষ্ট্রাণি চ সরিতঃ মহাগিরীন্ চ বিচরন ক্রমশঃ আশ্রমান্ আজগাম। নানাপুষ্পলতাক্রমং নানামৃগগণাকীর্ণং সিদ্ধচারণসেবিতং দেবদানবগন্ধর্বৈঃ কিন্নরৈঃ উপশোভিতং প্রশান্তহরিণাকীর্ণং দ্বিজসংঘ-নিষেবিতং ব্রহ্মর্ষিগণসংকীর্ণং দেবর্ষিগণসেবিতং মহাত্মভিঃ তপশ্চরণসংসিদ্ধৈঃ অগ্নিকল্পৈঃ অপ্‌ভক্ষৈঃ বায়ুভক্ষৈঃ চ তথা শীর্ণপর্ণাশনৈঃ ফলমূলাশনৈঃ দান্তৈঃ জিতদোষৈঃ জিতেন্দ্রিয়ৈঃ ঋষিভিঃ জপহোমপরায়ণৈঃ বালখিল্যৈঃ চ অন্যৈঃ বৈখানসৈঃ সমন্তাৎ উপশোভিতং অপরং ব্রহ্মলোকম্ ইব বসিষ্ঠস্য আশ্রমপদং দদর্শ। ২২-২৮

মহাপরাক্রান্ত জয়শীল রাজা বিশ্বামিত্র বহুনগর, রাষ্ট্র, নদীও পর্বত ক্রমে ক্রমে

অতিক্রম করে অবশেষে বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখতে পেলেন সেই আশ্রমে অসংখ্য পুষ্পিত লতা ও বৃক্ষ এবং পশুপক্ষীতে পূর্ণ। সিদ্ধ, চারণ, দেব, দানব গন্ধর্ব ও কিন্নরেরা আশ্রমের শোভা বর্ধন করেছে। হরিণেরা সেখানে প্রশান্তভাবে বিচরণ করছে। সেইস্থান ব্রাহ্মণ এবং ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষিদের দ্বারা সমাকীর্ণ। তপঃসিদ্ধ, অগ্নিতুল্য তেজস্বী মহাত্মা ঋষিরা সেখানে বিরাজ করছেন। তাঁরা সংযমী নিষ্পাপ ও জিতেন্দ্রিয়। তাঁদের কেউ কেউ কেবলমাত্র জল, কেউ কেউ বায়ু, কেউ বা শুষ্ক পত্র, কেউ বা ফলমূল মাত্র খেয়ে জীবন ধারণ করেছেন। জপ ও হোমপরায়ণ বালখিল্য[১] ও বৈখানস[২] মুনিরা চারিদিকে বিরাজ করছেন। এইভাবে বশিষ্ঠের আশ্রম যেন দ্বিতীয় ব্রহ্মলোকের মতো শোভা পাচ্ছে। ২২-২৮

একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ

বসিষ্ঠকৃতবিশ্বামিত্রাতিথ্যম্

(বশিষ্ঠকর্তৃক বিশ্বামিত্রকে আতিথ্যদান)

তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতো বিশ্বামিত্রো মহাবলঃ।
প্রণতো বিনয়াদ্‌বীরো বসিষ্ঠং জপতাং বরম্ ॥১
স্বাগতং তব চেত্যুক্তো বসিষ্ঠেন মহাত্মনা।
আসনং চাস্য ভগবান্ বসিষ্ঠো ব্যাদিদেশ হ ॥২

অন্বয়: তং দৃষ্ট্বা মহাবলঃ বীরঃ বিশ্বামিত্রঃ পরমপ্রীতঃ জপতাং বরং বসিষ্ঠং বিনয়াৎ প্রণতঃ। মহাত্মনা বসিষ্ঠেন (সঃ) 'স্বাগতং তব' ইতি উক্তঃ। ভগবান্ বসিষ্ঠঃ অস্য আসনং ব্যাদিদেশ। ১-২

মহাবীর বিশ্বামিত্র তপস্বিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং বিনীতভাবে তাঁকে প্রণাম করলেন। মহাত্মা বশিষ্ঠও তাঁকে স্বাগত জানিয়ে আসনগ্রহণের আদেশ দিলেন। ১-২

উপবিষ্টায় চ তদা বিশ্বামিত্রায় ধীমতে।
যথান্যায়ং মুনিবরঃ ফলমূলমুপাহরৎ ॥৩

অন্বয়ঃ তদা মুনিবরঃ উপবিষ্টায় ধীমতে বিশ্বমিত্রায় যথান্যায়ং ফলমূলম্ উপাহরৎ। ৩

ধীমান বিশ্বামিত্র উপবেশন করলে মুনিবর বশিষ্ঠ যথাবিধি তাঁকে ফলমূল দিয়ে সৎকার করলেন। ৩

প্রতিগৃহ্য তু তাং পূজাং বসিষ্ঠাদ্‌রাজসত্তমঃ।
তপোঽগ্নিহোত্রশিষ্যেষু কুশলং পর্যপৃচ্ছত ॥৪
বিশ্বামিত্রো মহাতেজা বনস্পতিগণে তদা।
সর্বত্র কুশলং প্রাহ বসিষ্ঠো রাজসত্তমম্ ॥৫

অন্বয়ঃ রাজসত্তমঃ মহাতেজাঃ বিশ্বামিত্রঃ তু তদা বসিষ্ঠাৎ তাং পূজাং প্রতিগৃহ্য তপোঽগ্নিহোত্রশিষ্যেষু বনস্পতিগণে কুশলং পর্যপৃচ্ছত। বসিষ্ঠঃ রাজসত্তমং সর্বত্র কুশলং প্রাহ। ৪-৫

মহাতেজস্বী রাজেন্দ্র বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের সৎকার গ্রহণ করে তাঁর তপস্যা, অগ্নিহোত্র, শিষ্য এবং আশ্রমের বনস্পতিদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে বশিষ্ঠ তাঁকে সকল বিষয়ে কুশল জানালেন। ৪ ৫

সুখোপবিষ্টং রাজানং বিশ্বামিত্রং মহাতপাঃ।
পপ্রচ্ছ জপতাং শ্রেষ্ঠো বসিষ্ঠো ব্রহ্মণঃ সুতঃ ॥৬

অন্বয়ঃ মহাতপাঃ জপতাং শ্রেষ্ঠঃ ব্রহ্মণঃ সুতঃ বসিষ্ঠঃ সুখোপবিষ্টং রাজানং বিশ্বামিত্রং পপ্রচ্ছ। ৬

ব্রহ্মার পুত্র তপস্বিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ সুখাসনে উপবিষ্ট রাজা বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—। ৬

কচ্চিৎ তে কুশলং রাজন্ কচ্চিদ্‌ধর্মেণ রঞ্জয়ন্।
প্রজাঃ পালয়সে রাজন্ রাজবৃত্তেন ধার্মিক ॥৭

অন্বয়ঃ ধার্মিক রাজন্! কচ্চিৎ তে কুশলং? কচ্চিৎ প্রজাঃ ধর্মেণ রাজবৃত্তেন রঞ্জয়ন্ পালয়সি। ৭

হে ধার্মিক রাজা, আপনার কুশল তো? আপনি ধর্ম ও রাজনীতি অনুসারে প্রজার রঞ্জন ও পালন করছেন তো?

কচ্চিৎ তে সম্ভৃতা ভৃত্যাঃ কচ্চিত্তিষ্ঠন্তি শাসনে।
কচ্চিৎ তে বিজিতাঃ সর্বে রিপবো রিপুসূদন ॥৮

অন্বয়ঃ রিপুসূদন! কচ্চিৎ তে ভৃত্যাঃ সম্ভৃতাঃ কচ্চিৎ শাসনে তিষ্ঠন্তি। কচ্চিৎ তে সর্বে রিপবঃ বিজিতাঃ। ৮

হে অরিন্দম, আপনি আপনার ভৃত্যদের বৃত্তিপ্রদান করেন তো? তারা আপনার শাসনে আছে তো? আপনি আপনার শত্রুদের পরাজিত করেছেন তো? ৮

কচ্চিদ্ বলেষু কোশেষু মিত্রেষু চ পরন্তপ।
কুশলং তে নরব্যাঘ্র পুত্রপৌত্রে তবানঘ ॥৯

অন্বয়ঃ অনঘ পরন্তপ! কচ্চিৎ তব বলেষু কোশেষু মিত্রেষু পুত্রপৌত্রে চ কুশলম্। ৯

হে অনঘ! হে পরন্তপ! আপনার সেনাদল, ধনাগার, মিত্র এবং পুত্রপৌত্রদের কুশল তো? ৯

সর্বত্র কুশলং রাজা বসিষ্ঠং প্রত্যুদাহরৎ।
বিশ্বামিত্রো মহাতেজা বসিষ্ঠং বিনয়ান্বিতঃ ॥১০

অন্বয়ঃ মহাতেজাঃ রাজা বিশ্বামিত্রঃ বিনয়ান্বিতঃ বসিষ্ঠং সর্বত্র কুশলং প্রত্যুদাহরৎ। ১০

তখন মহাতেজস্বী রাজা বিশ্বামিত্র বিনীতভাবে বশিষ্ঠকে তাঁর সব বিষয়ে কুশল জানালেন। ১০

কৃত্বা তৌ সুচিরং কালং ধর্মিষ্ঠৌ তাঃ কথাস্তদা।
মুদা পরময়া যুক্তৌ প্রীয়েতাং তৌ পরস্পরম্ ॥১১

অন্বয়ঃ তদা তৌ ধর্মিষ্ঠৌ সুচিরং কালং তাঃ কথাঃ কৃত্বা পরময়া মুদা যুক্তৌ পরস্পরং প্রীয়েতাম্। ১১

ধর্মপরায়ণ বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র এই ভাবে দীর্ঘকাল কথোপকথনে অতিবাহিত করে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং তাঁদের পরস্পরের প্রতি প্রীতি বর্ধিত হল। ১১

ততো বসিষ্ঠো ভগবান্ কথান্তে রঘুনন্দন।
বিশ্বামিত্রং ইদং বাক্যমুবাচ প্রহসন্নিব ॥১২

অন্বয়ঃ রঘুনন্দন! ততঃ ভগবান্ বসিষ্ঠঃ কথান্তে প্রহসন্ ইব বিশ্বামিত্রম্ ইদং বাক্যম্ উবাচ। ১২

হে রঘুনন্দন, ভগবান বশিষ্ঠ কথার শেষে সহাস্যমুখে বিশ্বামিত্রকে বললেন —। ১২

আতিথ্যং কর্তুমিচ্ছামি বলস্যাস্য মহাবল।
তব চৈবাপ্রমেয়স্য যথার্থং সম্প্রতীচ্ছ মে ॥১৩
সৎক্রিয়াং হি ভবানেতাং প্রতীচ্ছতু ময়া কৃতাম্।
রাজংস্ত্বমতিথিশ্রেষ্ঠঃ পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥১৪

অন্বয়ঃ মহাবল! অস্য বলস্য অপ্রমেয়স্য তব চ এব যথার্থম্ আতিথ্যং কর্তুম্ ইচ্ছামি মে সম্প্রতীচ্ছ। ভবান্ এতাং ময়া কৃতাং সৎক্রিয়াং প্রতীচ্ছতু। রাজন্ ত্বম্ অতিথিশ্রেষ্ঠঃ প্রযত্নতঃ পূজনীয়ঃ। ১৩-১৪

হে মহাবল নৃপতি আমি আজ অপ্রমেয় আপনাকে এবং আপনার সেনাদলকে যথাযোগ্য আতিথ্য দান করতে ইচ্ছা করি। আপনি আমার এই সৎকার গ্রহণ করুন। আপনি আমার শ্রেষ্ঠ অতিথি এবং সযত্নে আপনার পূজা করা আমার কর্তব্য। ১৩-১৪

এবমুক্তো বাসিষ্ঠেন বিশ্বামিত্রো মহাবলঃ।
কৃতমিত্যব্রবীদ্ রাজা পূজাবাক্যেন মে ত্বয়া ॥ ১৫

অন্বয়ঃ বসিষ্ঠেন এবং উক্তঃ মহাবলঃ রাজা বিশ্বামিত্রঃ অব্রবীৎ—ত্বয়া পূজাবাক্যেন মে (আতিথ্যং) কৃতম্ ইতি। ১৫

বশিষ্ঠের কথা শুনে মহাবল রাজা বিশ্বামিত্র বললেন—ভগবন্, আপনার অতিথি-সৎকারের প্রস্তাবেই আমার আতিথ্য করা হয়েছে। ১৫

ফলমূলেন ভগবন্ বিদ্যতে যত্তবাশ্রমে।
পাদ্যেনাচমনীয়েন ভগবদ্দর্শনেন চ ॥১৬
সর্বথা চ মহাপ্রাজ্ঞ পূজার্হেণ সুপূজিতঃ।
নমস্তেঽস্তু গমিষ্যামি মৈত্রেণেক্ষস্ব চক্ষুষা ॥১৭

অন্বয়ঃ মহাপ্রাজ্ঞ ভগবন্! যৎ তব আশ্রমে বিদ্যতে (তৎ) ফলমূলেন পাদ্যেন আচমনীয়েন ভগবদ্দর্শনেন চ পূজার্হেণ (ত্বয়া অহং) সর্বথা সুপূজিতঃ। নমঃ তে অস্তু। গমিষ্যামি। মৈত্রেণ চক্ষুষা ঈক্ষস্ব। ১৬-১৭

হে মহাপ্রাজ্ঞ, আপনি আমার পূজনীয়। আজ আপনার দর্শন এবং আশ্রমের ফলমূল, পাদ্য ও আচমনীয় লাভ করে আমি সম্যক্ আতিথ্য লাভ করেছি। আপনাকে নমস্কার, আমি এখন যাচ্ছি। আমাকে প্রীতির চক্ষে দেখবেন। ১৬-১৭

এবং ব্রুবন্তং রাজানং বসিষ্ঠঃ পুনরেব হি।
ন্যমন্ত্রয়ত ধর্মাত্মা পুনঃ পুনরুদারধীঃ ॥১৮

অন্বয় : ধর্মাত্মা উদারধীঃ বসিষ্ঠঃ এবং ব্রুবন্তং রাজানং পুনঃ পুনঃ এব ন্যমন্ত্রয়ত। ১৮

রাজা বিশ্বামিত্র একথা বললে ধর্মাত্মা উদারপ্রকৃতি বশিষ্ঠ তাঁকে বার বার আতিথ্যগ্রহণের অনুরোধ করতে লাগলেন। ১৮

বাঢ়মিত্যেব গাধেয়ো বসিষ্ঠং প্রত্যুবাচ হ।
যথাপ্রিয়ং ভগবতস্তথাস্তু মুনিপুঙ্গব ॥১৯

অন্বয় : গাধেয়ঃ বসিষ্ঠং প্রত্যুবাচ—মুনিপুঙ্গব! বাঢ়ম্ ভগবতঃ যথাপ্রিয়ং তথা অস্তু। ১৯

তখন গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে বললেন—মুনিবর, আমি সম্মতি দিচ্ছি, আপনি যা ইচ্ছা করেন তাই হবে। ১৯

এবমুক্তস্তথা তেন বসিষ্ঠো জপতাং বরঃ।
আজুহাব ততঃ প্রীতঃ কল্মাষীং ধূতকল্মষাম্ ॥২০

অন্বয় : ততঃ তেন তথা এবং উক্তঃ জপতাং বরঃ বসিষ্ঠঃ প্রীতঃ ধূতকল্মষাং কল্মাষীম্ আজুহাব। ২০

বিশ্বামিত্রের কথায় প্রীত হয়ে তপস্বিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ তাঁর পাপনাশিনী বিচিত্রবর্ণা কামধেনুকে ডেকে বললেন—। ২০

এহ্যেহি শবলে ক্ষিপ্রং শৃণু চাপি বচো মম।
সবলস্যাস্য রাজর্ষেঃ কর্তুং ব্যবসিতোঽস্ম্যহম্ ॥
ভোজনেন মহার্হেণ সৎকারং সংবিধৎস্ব মে ॥২১

অন্বয় : শবলে ক্ষিপ্রম্ এহি এহি, মম বচঃ চ অপি শৃণু। অস্য সবলস্য রাজর্ষেঃ (আতিথ্যং) কর্তুম্ অহং ব্যবসিতঃ অস্মি। মহার্হেণ ভোজনেন মে সৎকারং সংবিধৎস্ব। ২১

শবলা[১] শীঘ্র এখানে এসে আমার কথা শোনো। আমি এই রাজর্ষিকে সসৈন্যে সৎকার করতে চাই। তুমি মহামূল্য ভোজ্য সামগ্রী দিয়ে সৎকারের ব্যবস্থা করো। ২১

যস্য যস্য যথাকামং ষড়্‌রসেষ্বভিপূজিতম্।
তৎসর্বং কামধুগ্‌দিব্যে অভিবর্ষ কৃতে মম ॥২২

রসেনান্নেন পানেন লেহ্যচোষ্যেণ সংযুক্তম্।

অন্নানাং নিচয়ং সর্বং সৃজস্ব শবলে ত্বর ॥২৩

অন্বয়ঃ দিব্যে কামধুক্! যস্য যস্য যথাকামং ষড়্‌রসেষু অভিপূজিতং তৎসর্বং মমকৃতে অভিবর্ষ। শবলে ত্বর, লেহ্যচোষ্যেণ রসেন অন্নেন পানেন সংযুক্তম্ অন্নানাং নিচয়ং সর্বং সৃজস্ব। ২২-২৩।

শবলা, তুমি সমস্ত দিব্য কাম্য বস্তু দান করতে পার, সুতরাং ষড়্‌রসের[২] মধ্যে যিনি যা চান, তুমি আমার হয়ে তাঁকে তা প্রচুর পরিমাণে দাও। তুমি অবিলম্বে নানাপ্রকার সরস লেহ্য, চুষ্য প্রভৃতি ভোজ্য ও পানীয় সৃষ্টি কর। ...২৩

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ

* *

বিশ্বামিত্রেণ কামধেনুযাচনম্

(বিশ্বামিত্র কর্তৃক কামধেনু প্রার্থনা)

এবমুক্তা বসিষ্ঠেন শবলা শত্রুসূদন।

বিদধে কামধুক্ কামান্ যস্য যস্যেপ্সিতং যথা ॥১

অন্বয়ঃ শত্রুসূদন! বসিষ্ঠেন এবম্ উক্তা কামধুক্ শবলা যস্য যস্য যথা ঈপ্সিতং (তথা) কামান্ বিদধে। ১

হে শত্রুসূদন! শতানন্দ বলতে লাগলেন—বশিষ্ঠের কথায় কামদায়িনী শবলা যার যা অভিরুচি তা পূরণ করতে লাগলেন। ১

ইক্ষূন্ মধূংস্তথা লাজান্ মৈরেয়াংশ্চ বরাসবান্।

পানানি চ মহার্হাণি ভক্ষ্যাংশ্চোচ্চাবচানপি ॥২

উষ্ণাঢ্যস্যৌদনস্যাত্র রাশয়ঃ পর্বতোপমাঃ।

মৃষ্টান্নানি সূপাংশ্চ দধিকুল্যাস্তথৈব চ ॥৩

নানাস্বাদুরসানাং চ খাণ্ডবানাং তথৈব চ।
ভোজনানি সুপূর্ণানি গৌড়ানি চ সহস্রশঃ ॥৪

অন্বয়ঃ ইক্ষূন মধূন্ তথা লাজান মৈরেয়ান্ চ বরাসবান্ মহার্হাণি পানানি চ উচ্চাবচান্ ভক্ষ্যান্ অপি উষ্ণাঢ্যস্য ওদনস্য পর্বতোপমাঃ রাশয়ঃ মৃষ্টানি অন্নানি সূপান্ চ তথা এব দধিকুল্যাঃ নানাস্বাদুরসানাং চ তথা এব খাণ্ডবানাং পূর্ণানি ভোজনানি গৌড়ানি চ সহস্রশঃ (বিদধে)। ২-৪

শবলা ইক্ষু, মধু, লাজা[১], উৎকৃষ্ট মৈরেয় আসব[২], মহার্ঘ পানীয়, বহু প্রকার ভোজ্য দ্রব্য, পর্বতপ্রমাণ উৎকৃষ্ট উষ্ণ অন্ন, সুমিষ্ট পায়স, সূপ[৩], দধিপূর্ণ পাত্র[৪] নানারকম সুস্বাদু খাণ্ডবপূর্ণ[৫] বহুসংখ্যক ভোজনপাত্র, এবং গৌড়ীয় মদ[৬] সৃষ্টি করলেন। ২-৪

সর্বমাসীৎ সুসন্তুষ্টং হৃষ্টপুষ্টজনাযুতম্।
বিশ্বামিত্রবলং রাম বসিষ্ঠেন সুতর্পিতম্ ॥৫

অন্বয়ঃ রাম! সর্বং বিশ্বামিত্রবলং বসিষ্ঠেন সুতর্পিতং সুসন্তুষ্টং হৃষ্টপুষ্টজনাযুতম্ আসীৎ। ৫

রাম, বশিষ্ঠের আতিথ্যে বিশ্বামিত্রের সেনাবাহিনী পরম পরিতুষ্ট এবং হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠল। ৫

বিশ্বামিত্রো হি রাজর্ষি হৃষ্টপুষ্টস্তদাভবৎ।
সান্তঃপুরবরো রাজা সব্রাহ্মণপুরোহিতঃ ॥৬
সামাত্যো মন্ত্রিসহিতঃ সভৃত্যঃ পূজিতস্তদা।
যুক্তঃ পরমহর্ষেণ বসিষ্ঠমিদমব্রবীৎ ॥৭

অন্বয়ঃ রাজর্ষি বিশ্বামিত্রঃ তদা হৃষ্টপুষ্টঃ অভবৎ। তদা রাজা সান্তঃপুরচরঃ সব্রাহ্মণপুরোহিতঃ সামাত্যঃ মন্ত্রিসহিতঃ সভৃত্যঃ পূজিতঃ পরমহর্ষেণ যুক্তঃ বসিষ্ঠম্ ইদম্ অব্রবীৎ। ৬-৭

স্বয়ং রাজর্ষি বিশ্বামিত্র এবং তাঁর অন্তঃপুরচারী প্রধান কর্মচারী, ব্রাহ্মণ পুরোহিত, অমাত্য, মন্ত্রী ও ভৃত্যেরা সকলেই বশিষ্ঠের আতিথ্যে যারপরনাই সন্তোষ লাভ করলেন। তখন রাজা বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে বললেন— । ৬-৭

পূজিতোঽহং ত্বয়া ব্রহ্মন্ পূজার্হেণ সুসৎকৃতঃ।
শ্রূয়তামভিধাস্যামি বাক্যং বাক্যবিশারদ ॥৮
গবাং শতসহস্রেণ দীয়তাং শবলা মম ॥৯

অন্বয়ঃ ব্রহ্মন্! ত্বয়া পূজার্হেণ অহং পূজিতঃ সুসংকৃতঃ। বাক্যবিশারদ! বাক্যম্ অভিধাস্যামি, শ্রূয়তাম্। গবাং শতসহস্রেণ মম শবলা দীয়তাম্। ৮-৯

হে ব্রাহ্মণ, আপনি আমার পূজার যোগ্য। আপনার নিকট আমি যথেষ্ট সৎকার লাভ করেছি। হে বাক্যবিশারদ, এখন আমার একটি বাক্য শুনুন। এক লক্ষ ধেনুর বিনিময়ে আমাকে আপনার শবলাকে দান করুন। ৮-৯

রত্নং হি ভগবন্নেতদ্ রত্নহারী চ পার্থিবঃ।
তস্মান্মে শবলাং দেহি মমৈষা ধর্মতো দ্বিজ ॥১০

অন্বয়ঃ ভগবন্! এতৎ রত্নং, পার্থিবঃ রত্নহারী চ। তস্মাৎ দ্বিজ! ধর্মতঃ মম এষা শবলা। (তাং মে দেহি। ১০

ভগবন্, আপনার এই ধেনুটি একটি রত্ন, আর রাজারাও রত্ন হরণ করে থাকেন, সুতরাং ধর্মতঃ শবলা আমারই প্রাপ্য। আপনি ওকে আমায় দিন। ১০

এবমুক্তস্তু ভগবান্ বসিষ্ঠো মুনিপুঙ্গবঃ।
বিশ্বামিত্রেণ ধর্মাত্মা প্রত্যুবাচ মহীপতিম্ ॥১১

অন্বয়ঃ ধর্মাত্মা মুনিপুঙ্গবঃ ভগবান্ বসিষ্ঠঃ বিশ্বামিত্রেণ এবম্ উক্তঃ মহীপতিং তু প্রত্যুবাচ। ১১

মুনিশ্রেষ্ঠ ধর্মাত্মা বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের এই কথার উত্তরে সেই রাজাকে বললেন—১১

নাহং শতসহস্রেণ নাপি কোটিশতৈর্গবাম্।
রাজন্ দাস্যামি শবলাং রাশিভী রজতস্য বা ॥১২

অন্বয়ঃ রাজন্! অহং শতসহস্রেণ গবাং কোটিশতৈঃ অপি বা রজতস্য রাশিভিঃ শবলাং ন দাস্যামি। ১২

মহারাজ, শতসহস্র বা শতকোটি ধেনু অথবা রাশি রাশি রৌপ্যের বিনিময়েও আমি শবলাকে দেব না। ১২

ন পরিত্যাগমর্হেয়ং মৎসকাশাদরিন্দম।
শাশ্বতী শবলা মহ্যং কীর্তিরাত্মবতো যথা ॥১৩

অন্বয়ঃ অরিন্দম! ইয়ং মৎসকাশাৎ ন পরিত্যাগম্ অর্হা। যথা আত্মবতঃ কীর্তিঃ (তথা) শবলা মহ্যং শাশ্বতী। ১৩

হে অরিন্দম! শবলাকে আমি কোনোমতেই পরিত্যাগ করতে পারি না। কীর্তি যেমন কীর্তিমানদের অঙ্গ, তেমন শবলাও আমার সঙ্গে স্থায়ীভাবে যুক্ত। ১৩

অস্যাং হব্যং চ কব্যং চ প্রাণযাত্রা তথৈব চ
আয়ত্তমগ্নিহোত্রং চ বলিহোমস্তথৈব চ ॥১৪

অন্বয়: অস্যাং হব্যং চ কব্যং চ তথা এব প্রাণযাত্রা অগ্নিহোত্রং তথা এব বলিহোমঃ আয়ত্তম্। ১৪

এই শবলা থেকেই আমার হব্য[৮], কব্য[৯], জীবন যাত্রা, অগ্নিহোত্র[১০], বলি এবং হোম সমস্তই নির্বাহ হয়। ১৪

স্বাহাকারবষট্‌কারৌ বিদ্যাশ্চ বিবিধাস্তথা।
আয়ত্তমত্র রাজর্ষে সর্বমেতন্ন সংশয়ঃ ॥১৫

অন্বয়: রাজর্ষে! স্বাহাকারবষট্‌কারৌ তথা বিবিধাঃ বিদ্যাঃ চ অত্র সর্বম্ এতৎ আয়ত্তং ন সংশয়ঃ। ১৫

হে রাজর্ষি, স্বাহাকার ও বষট্‌কার[১১] মন্ত্র এবং নানারকম বিদ্যা নিঃসংশয়ে এই শবলার আয়ত্ত। ১৫

সর্বস্বমেতৎ সত্যেন মম তুষ্টিকরী তথা।
কারণৈর্বহুভী রাজন্ ন দাস্যে শবলাং তব ॥১৬

অন্বয়: রাজন্ এতৎ সত্যেন মম সর্বস্বং তুষ্টিকারী। বহুভিঃ কারণৈঃ তব শবলাং ন দাস্যে। ১৬

মহারাজ, আমি সত্য বলছি, এই শবলা আমাকে সর্বদা তুষ্ট রাখেন এবং ইনি আমার সর্বস্ব। বহু কারণে আমি শবলাকে আপনাকে দেব না। ১৬

বসিষ্ঠেনৈবমুক্তস্তু বিশ্বামিত্রোঽব্রবীত্তদা।
সংরব্ধতরমত্যর্থং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ॥১৭

অন্বয়: বসিষ্ঠেন এবম্ উক্তঃ তু বাক্যবিশারদঃ বিশ্বামিত্রঃ তদা অত্যর্থং সংরব্ধতরং বাক্যম্ অব্রবীৎ। ১৭

বশিষ্ঠের কথা শুনে বাক্যবিশারদ বিশ্বামিত্র তাঁকে পুনরায় সনির্বন্ধ অনুরোধ করে বললেন—। ১৭

হৈরণ্যকক্ষগ্রৈবেয়ান্ সুবর্ণাঙ্কুশভূষিতান্।
দদামি কুঞ্জরাণাং তে সহস্রাণি চতুর্দশ ॥১৮

অন্বয়: হৈরণ্যকক্ষগ্রৈবেয়ান্ সুবর্ণাঙ্কুশভূষিতান্ কুঞ্জরাণাং চতুর্দশ সহস্রাণি তে দদামি। ১৮

ভগবন্, আমি আপনাকে চতুর্দশ সহস্র স্বর্ণ কণ্ঠাভরণযুক্ত এবং স্বর্ণ-অঙ্কুশ-শোভিত হস্তী দান করব। ১৮

হৈরণ্যানাং রথানাং চ শ্বেতাশ্বানাং চতুর্যুজাম্।
দদামি তে শতান্যষ্টৌ কিঙ্কিণীকবিভূষিতান্ ॥১৯

অন্বয়: কিঙ্কিণীকবিভূষিতান্ চতুর্যুজাম্ শ্বেতাশ্বানাং হৈরণ্যানাং রথানাং অষ্টৌ শতানি তে দদামি। ১৯

কিঙ্কিণীজালমণ্ডিত, শ্বেতবর্ণ চতুরশ্বযোজিত আটশত স্বর্ণময় রথও আপনাকে দান করব। ১৯

হয়ানাং দেশজাতানাং কুলজানাং মহৌজসাম্।
সহস্রমেকং দশ চ দদামি তব সুব্রত ॥২০

অন্বয়: সুব্রত! দেশজাতানাং মহৌজসাম্ কুলজানাং হয়ানাম্ একং সহস্রং দশ চ দদামি। ২০

হে সুব্রত! দেশজ ও সৎকুলজাত একসহস্র দশটি অশ্বও আপনাকে দান করব। ২০

নানাবর্ণবিভক্তানাং বয়ঃস্থানাং তথৈব চ।
দদাম্যেকাং গবাং কোটিং শবলাং দীয়তাং মম ॥২১

অন্বয়: নানাবর্ণবিভক্তানাং তথা বয়ঃস্থানাম্ এব চ গবাম্ একাং কোটিং দদামি, মম শবলাং দীয়তাম্। ২১

এছাড়া নানাবর্ণের এক কোটি প্রাপ্তবয়স্ক ধেনুও আপনাকে দান করব। আপনি আমায় শবলাকে দান করুন। ২১

যাবদিচ্ছসি রত্নানি হিরণ্যং বা দ্বিজোত্তম।
তাবদ্দদামি তে সর্বং দীয়তাং শবলা মম ॥২২

অন্বয়: দ্বিজোত্তম! যাবৎ রত্নানি হিরণ্যং বা ইচ্ছসি তাবৎ তে সর্বং দদামি, শবলা মম দীয়তাম্। ২২

হে দ্বিজবর, আপনি রত্ন বা স্বর্ণ যত পরিমাণ চান সবই আপনাকে দেব, আপনি আমায় শবলাকে দান করুন ২২।

এবমুক্তস্তু ভগবান্ বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা।
ন দাস্যামীতি শবলাং প্রাহ রাজন্ কথঞ্চন ॥২৩

অন্বয়ঃ বিশ্বামিত্রেণ এবম্ উক্তঃ তু ভগবান্ (বসিষ্ঠঃ) প্রাহ—রাজন্ কথঞ্চন শবলাং ন দাস্যাম ইতি। ২৩

বিশ্বামিত্রের কথার উত্তরে ভগবান বশিষ্ঠ বললেন—মহারাজ, আমি কোনোমতেই শবলাকে আপনাকে দিতে পারব না। ২৩

এতদেব হি মে রত্নমেতদেব হি মে ধনম্।
এতদেব হি সর্বস্বমেতদেব হি জীবিতম্ ॥২৪

অন্বয়ঃ এতৎ এব হি মে রত্নম্, এতৎ এব মে ধনম্, এতৎ এব সর্বস্বম্, এতৎ এব জীবিতম্। ২৪

এই শবলাই আমার রত্ন, আমার ধন, আমার সর্বস্ব, আমার জীবন। ২৪

দর্শশ্চ পৌর্ণমাসশ্চ যজ্ঞাশ্চৈবাপ্তদক্ষিণাঃ।
এতদেব হি মে রাজন্ বিবিধাশ্চ ক্রিয়াস্তথা ॥২৫

অন্বয়ঃ রাজন্! এতৎ এব হি মে দর্শঃ চ পৌর্ণমাসঃ চ আপ্তদক্ষিণাঃ যজ্ঞাঃ চ এব তথা বিবিধাঃ চ ক্রিয়াঃ। ২৫

মহারাজ, এই শবলা থেকেই আমার প্রতিপদ[১২] ও পূর্ণিমাতে করণীয় যজ্ঞের দ্রব্য-সামগ্রী লাভ হয়, এবং এর থেকেই আমার নানারকম দৈবকার্যও সম্পন্ন হয়। ২৫

অতোমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্বা মম রাজন্ ন সংশয়ঃ।
বহুনা কিং প্রলাপেন ন দাস্যে কামদোহিনীম্ ॥২৬

অন্বয়ঃ রাজন্! মম সর্বাঃ ক্রিয়াঃ অতোমূলাঃ ন সংশয়ঃ। কিং বহুনা প্রলাপেন কামদোহিনীং ন দাস্যে। ২৬

রাজন্, আমার সমস্ত কার্যের মূল যে শবলা, একথা অবিসংবাদিত। কিন্তু এই প্রলাপের বা প্রয়োজন কী? আমি কামদায়িনী শবলাকে কোনোমতেই আপনাকে দেব না। ২৬

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ

কামধেনোরপহরণম্

(কামধেনুর অপহরণ)

কামধেনুং বসিষ্ঠোঽপি যদা ন ত্যজতে মুনিঃ।
তদাস্য শবলাং রাম বিশ্বামিত্রোঽন্বকর্ষত ॥১

অন্বয়ঃ রাম ! যদা মুনিঃ বসিষ্ঠঃ অপি কামধেনুং ন ত্যজতে তদা বিশ্বামিত্রঃ অস্য শবলাম্ অন্বকর্ষত। ১

রাম, ঋষি বশিষ্ঠ তাঁর কামধেনু শবলাকে দিতে সম্মত না হওয়ায় বিশ্বামিত্র তাঁকে (সেই ধেনুকে) সবলে টেনে নিয়ে চললেন। ১

নীয়মানা তু শবলা রাম রাজ্ঞা মহাত্মনা।
দুঃখিতা চিন্তয়ামাস রুদতী শোককর্ষিতা ॥২
পরিত্যক্তা বসিষ্ঠেন কিমহং সুমহাত্মনা।
যাহং রাজভৃতৈর্দীনা হ্রিয়েয় ভৃশদুঃখিতা ॥৩
কিং ময়াপকৃতং তস্য মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
যন্মামনাগসং দৃষ্ট্বা ভক্তাং ত্যজতি ধার্মিকঃ ॥৪

অন্বয়ঃ রাম ! শবলা মহাত্মনা রাজ্ঞা নীয়মানা তু দুঃখিতা শোককর্ষিতা রুদতী চিন্তয়ামাস কিম্ অহং সুমহাত্মনা বসিষ্ঠেন পরিত্যক্তা যা অহং ভৃশদুঃখিতা দীনা রাজভৃতৈঃ হ্রিয়েয়। কিং ময়া তস্য ভাবিতাত্মনঃ মহর্ষেঃ অপকৃতং যৎ ধার্মিকঃ মাং ভক্তাম্ অনাগসং দৃষ্ট্বা ত্যজতি। ২-৪

মহাত্মা বিশ্বামিত্র যখন শবলাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন দুঃখে ও শোকে রোদন করতে করতে চিন্তা করতে লাগলেন—মহাত্মা বশিষ্ঠ কি আমাকে পরিত্যাগ করলেন, তাই এই দীন দুঃখিনীকে রাজভৃত্যেরা অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে ? আমি ধর্মপরায়ণ মহর্ষির কী অপকার করেছি যে আমাকে তাঁর অনুরক্ত জেনেও তিনি আমাকে বিনা দোষে ত্যাগ করছেন ? ২-৪

ইতি সঞ্চিন্তয়িত্বা তু নিঃশ্বস্য চ পুনঃপুনঃ।
নির্ধূয় তাংস্তদা ভৃত্যান্ শতশঃ শক্রসূদন॥
জগামানিলবেগেন পাদমূলং মহাত্মনঃ॥৫

অন্বয়ঃ শক্রসূদন! ইতি সঞ্চিন্তয়িত্বা তু পুনঃ পুনঃ নিঃশস্য চ (শবলা) তদা তান্ ভৃত্যান্ শতশঃ নির্ধূয় অনিলবেগেন মহাত্মনঃ পাদমূলং জগাম। ৫

শবলা এই চিন্তা করে বার বার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে শত শত রাজ-ভৃত্যের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে বায়ুবেগে মহাত্মা বশিষ্ঠের পাদমূলে পতিত হলেন। ৫

শবলা সা রুদন্তী চ ক্রোশন্তী চেদমব্রবীৎ।
বসিষ্ঠস্যাগ্রতঃ স্থিত্বা রুদন্তী মেঘনিঃস্বনা॥৬

অন্বয়ঃ সা শবলা রুদন্তী ক্রোশন্তী চ বশিষ্ঠস্য অগ্রতঃ স্থিত্বা মেঘনিঃস্বনা ইদম্ অব্রবীৎ। ৬

শবলা বশিষ্ঠের সম্মুখে চীৎকার করে ক্রন্দন করতে করতে মেঘগম্ভীর স্বরে বলতে লাগলেন—। ৬

ভগবন্ কিং পরিত্যক্তা ত্বয়াহং ব্রহ্মণঃ সুত।
যস্মাদ্রাজভটা মাং হি নয়ন্তে ত্বৎসকাশতঃ॥৭

অন্বয়ঃ ভগবন্! ব্রহ্মণঃ সুত! কিম্ অহং ত্বয়া পরিত্যক্তা যস্মাৎ রাজভটাঃ মাং ত্বৎসকাশতঃ নয়ন্তে। ৭

হে ব্রহ্মার পুত্র, ভগবন্, আপনি কি আমায় পরিত্যাগ করেছেন, তাই রাজভৃত্যরা আমাকে এভাবে আপনার কাছ থেকে নিয়ে চলে যাচ্ছে? ৭

এবমুক্তস্তু ব্রহ্মর্ষিরিদং বচনমব্রবীৎ।
শোকসন্তপ্তহৃদয়াং স্বসারমিব দুঃখিতাম্॥৮

অন্বয়ঃ এবম্ উক্তঃ তু ব্রহ্মর্ষিঃ শোকসন্তপ্তহৃদয়াং স্বসারম্ ইব দুঃখিতাম্ ইদং বচনম্ অব্রবীৎ। ৮

একথা শুনে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ শোকসন্তপ্ত নিজ ভগিনীতুল্য শবলাকে বললেন—। ৮

ন ত্বাং ত্যজামি শবলে নাপি মেঽপকৃতং ত্বয়া।
এষ ত্বাং নয়তে রাজা বলান্মত্তো মহাবলঃ॥৯

অন্বয়ঃ শবলে! ন ত্বাং ত্যজামি ন অপি ত্বয়া মে অপকৃতম্। এষঃ মত্তঃ মহাবলঃ রাজা বলাৎ ত্বাং নয়তে। ৯

: শবলা, আমি তোমাকে ত্যাগ করি নি, তুমিও আমার কোনো অপকার কর নি। এই শক্তিমত্ত মহাবলশালী রাজা তোমাকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছেন। ৯

ন হি তুল্যং বলং মহ্যং রাজা ত্বদ্য বিশেষতঃ।
বলী রাজা ক্ষত্রিয়শ্চ পৃথিব্যাঃ পতিরেব চ ॥১০

অন্বয়ঃ ন হি রাজ্ঞা তু অদ্য মহ্যং তুল্যং বলম। বিশেষতঃ (অয়ং) রাজা বলী ক্ষত্রিয়ঃ চ, পৃথিব্যাঃ পতিঃ এব চ। ১০

আমার বল এঁর তুল্য নয়। বিশেষতঃ ইনি রাজা, বলবান ক্ষত্রিয় এবং পৃথিবীর অধীশ্বর। ১০

ইয়মক্ষৌহিণী পূ[র্ণা] গজবাজিরথাকুলা।
হস্তিধ্বজ-[সমা]কীর্ণা তেনাসৌ বলবত্তমঃ ॥১১

অন্বয়ঃ ইয়ম্ অক্ষৌহিণী পূর্ণা গজবাজিরথাকুলা হস্তিধ্বজসমাকীর্ণা, তেন অসৌ বলবত্তমঃ। ১১

এই রাজার সঙ্গে হস্তী অশ্ব ও রথসংকুল এবং ধ্বজশোভিত পরিপূর্ণ এক অক্ষৌহিণী সেনা রয়েছে, এই বলেই তিনি এখন সর্বাপেক্ষা বলশালী। ১১

এবমুক্তা বসিষ্ঠেন প্রত্যুবাচ বিনীতবৎ।
বচনং বচনজ্ঞা সা ব্রহ্মর্ষিমতুলপ্রভম্ ॥১২

অন্বয়ঃ বসিষ্ঠেন এবম্ উক্তা বচনজ্ঞা সা অতুলপ্রভং ব্রহ্মর্ষিং বিনীতবৎ বচনং প্রত্যুবাচ। ১২

বশিষ্ঠের কথা শুনে বাক্‌পটু শবলা সেই অমিতপ্রভাবশালী ব্রহ্মর্ষিকে বিনীত ভাবে বললেন—। ১২

ন বলং ক্ষত্রিয়স্যাহুর্ব্রাহ্মণা বলবত্তরাঃ।
ব্রহ্মন্ ব্রহ্মবলং দিব্যং ক্ষাত্রাচ্চ বলবত্তরম্ ॥১৩

অন্বয়ঃ ব্রহ্মন্! ক্ষত্রিয়স্য ন বলং, ব্রাহ্মণাঃ বলবত্তরাঃ আহুঃ। দিব্যং ব্রহ্মবলং ক্ষত্রাৎ চ বলবত্তরম্। ১৩

ব্রহ্মন্, ক্ষত্রিয়ের বল অতি সামান্য, ব্রাহ্মণরাই অধিক বলবান—প্রাজ্ঞেরা এই কথাই বলেন। ব্রহ্মবল অলৌকিক এবং ক্ষত্রবল অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। ১৩

অপ্রমেয়ং বলং তুভ্যং ন ত্বয়া বলবত্তরঃ।
বিশ্বামিত্রো মহাবীর্যস্তেজস্তব দুরাসদম্ ॥১৪

অন্বয় : ত্বদ্ভ্যং বলম্ অপ্রমেয়ং, তব তেজঃ দুরাসদম্। মহাবীর্যঃ বিশ্বামিত্রঃ ত্বয়া ন বলবত্তরঃ। ১৪

আপনার বল অপরিমেয় এবং আপনার তেজ অতি দুঃসহ। বিশ্বামিত্র মহাবলশালী হলেও আপনার থেকে অধিক বলশালী নয়। ১৪

নিযুঙ্‌ক্ষ্ব মাং মহাতেজস্ত্বং ব্রহ্মবলসম্ভৃতাম্।
তস্য দর্পং বলং যত্নং নাশয়ামি দুরাত্মনঃ ॥১৫

অন্বয় : মহাতেজঃ ত্বং মাং ব্রহ্মবলসম্ভৃতাং নিযুঙ্‌ক্ষ্ব। তস্য দুরাত্মনঃ দর্পং বলং যত্নং (চ) নাশয়ামি। ১৫

হে মহাতেজস্বী ঋষি, আমি ব্রহ্মবলসমন্বিতা, আপনি আমাকে নিয়োগ করুন, আমি এই দুরাত্মার দর্প, বল ও প্রচেষ্টা নষ্ট করব। ১৫

ইত্যুক্তস্তু তয়া রাম বসিষ্ঠস্তু মহাযশাঃ।
সৃজস্বেতি তদোবাচ বলং পরবলার্দনম্ ॥১৬
তস্য তদ্‌বচনং শ্রুত্বা সুরভিঃ সাসৃজত্তদা ॥১৭

অন্বয় : রাম! তয়া ইত্যুক্তং তু মহাযশাঃ বসিষ্ঠঃ তদা উবাচ—পরবলার্দনং বলং সৃজস্ব ইতি। তস্য তৎ বচনং শ্রুত্বা সা সুরভিঃ তদা অসৃজৎ। ১৬-১৭

তাঁর কথা শুনে মহাযশস্বী বশিষ্ঠ বললেন—তুমি শত্রুসৈন্য বিনাশ করার জন্যে সেনাদল সৃষ্টি করো। তখন তাঁর কথায় সেই সুরভি সেনাদল সৃষ্টি করলেন। ১৬-১৭

তস্যা হুম্ভা রবোৎসৃষ্টাঃ পহ্লবাঃ শতশো নৃপ।
নাশয়ন্তি বলং সর্বং বিশ্বামিত্রস্য পশ্যতঃ ॥১৮

নৃপ! তস্যাঃ হুম্ভারবোৎসৃষ্টাঃ শতশঃ পহ্লবাঃ বিশ্বামিত্রস্য পশ্যতঃ সর্বং বলং নাশয়ন্তি। ১৮

তাঁর হাম্বা রবে শতশত পহ্লব[1] সেনা সৃষ্টি হল এবং তারা বিশ্বামিত্রের সাক্ষাতেই তাঁর সৈন্যদের বিনাশ করতে লাগল। ১৮

বলং ভগ্নং ততো দৃষ্ট্বা রথেনাক্রম্য কৌশিকঃ।
স রাজা পরমক্রুদ্ধঃ ক্রোধবিস্ফারিতেক্ষণঃ ॥
পহ্লবান্ নাশয়ামাস শস্ত্রৈরুচ্চাবচৈরপি ॥১৯

অন্বয় : ততঃ সঃ রাজা কৌশিকঃ বলং ভগ্নং দৃষ্ট্বা পরমক্রুদ্ধঃ ক্রোধবিস্ফারিতেক্ষণঃ রথেন আক্রম্য উচ্চাবচৈঃ শস্ত্রৈঃ অপি পহ্লবান্ নাশয়ামাস। ১৯

নিজের সৈন্য নিহত হতে দেখে রাজা বিশ্বামিত্র ক্রোধে চক্ষু বিস্ফারিত করে রথে আরোহণ করলেন এবং নানারকম অস্ত্রে পহ্লবসেনাদের বিনাশ করতে লাগলেন। ১৯

বিশ্বামিত্রার্দিতান্ দৃষ্ট্বা পহ্লবান্ শতশস্তদা।
ভূয় এবাসৃজদ্ ঘোরান্ শকান্ যবনমিশ্রিতান্ ॥২০

অন্বয়: (সুরভিঃ) তদা বিশ্বামিত্রার্দিতান্ শতশঃ পহ্লবান্ দৃষ্ট্বা ভূয়: এব ঘোরান্ যবনমিশ্রিতান্ শকান্ অসৃজৎ। ২০

বিশ্বামিত্র শত শত পহ্লবসৈন্য বিনাশ করছেন দেখে সুরভি পুনরায় ভীষণদর্শন শক[২] ও যবনদের[৩] এক মিলিত সৈন্যদল সৃষ্টি করলেন। ২০

তৈ রাসীৎ সংবৃতা ভূমিঃ শকৈর্যবনমিশ্রিতৈঃ।
প্রভাবদ্ভির্মহাবীর্যৈর্হেমকিঞ্জল্কসন্নিভৈঃ ॥২১
তীক্ষ্ণাসিপট্টিশধরৈর্হেমবর্ণাম্বরাবৃতৈঃ।
নির্দগ্ধং তদ্বলং সর্ব্বং প্রদীপ্তৈরিব পাবকৈঃ ॥২২
ততোঽস্ত্রাণি মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মুমোচ হ।
তৈস্তে যবনকাম্বোজা বর্বরাশ্চাকুলীকৃতাঃ ॥২৩

অন্বয়: তৈঃ প্রভাবদ্ভিঃ মহাবীর্যৈঃ হেমকিঞ্জল্কসন্নিভৈঃ তীক্ষ্ণাসিপট্টিশধরৈঃ হেমবর্ণাম্বরাবৃতৈঃ শকৈঃ যবনমিশ্রিতৈঃ ভূমিঃ সংবৃতা আসীৎ (চ) তৎসর্ব্বং বলং প্রদীপ্তৈঃ পাবকৈঃ ইব নির্দগ্ধম্। ততঃ মহাতেজাঃ বিশ্বামিত্রঃ অস্ত্রাণি মুমোচ। তৈঃ তে যবনকাম্বোজাঃ বর্বরাঃ চ আকুলীকৃতাঃ। ২১-২৩

তারা মহাশক্তিশালী এবং তাদের দেহবর্ণ স্বর্ণাভ পদ্মমৃণালের মতো। তাদের পরিধানে পীত বসন এবং হস্তে তীক্ষ্ণ অসি ও পট্টিশ[৪]। সেই মিলিত শক ও যবন-সৈন্যরা যুদ্ধভূমি আবৃত করে ফেলল এবং প্রদীপ্ত অগ্নির মতো বিশ্বামিত্রের সৈন্যদের যেন দগ্ধ করতে লাগল। তখন মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র অস্ত্র বর্ষণ করে সেই যবন কাম্বোজ[৫] ও বর্বর[৬] সৈন্যদের ব্যাকুল করে তুললেন। ২১-২৩

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ

* *

বিশ্বামিত্রস্য ধনুর্বেদাধিগমঃ

(বিশ্বামিত্রের ধনুর্বেদলাভ)

ততস্তানাকুলান্ দৃষ্ট্বা বিশ্বামিত্রাস্ত্রমোহিতান্

বসিষ্ঠশ্চোদয়ামাস কামধুক্ সৃজ যোগতঃ ॥১

অন্বয় : ততঃ তান্ আকুলান্ বিশ্বামিত্রাস্ত্রমোহিতান্ দৃষ্ট্বা বসিষ্ঠঃ চোদয়ামাস—কামধুক্ যোগতঃ সৃজ। ১

নিজ সৈন্যদলকে বিশ্বামিত্রের অস্ত্রে ব্যাকুল ও বিমোহিত হতে দেখে বশিষ্ঠ শবলাকে ডেকে বললেন—হে কামদায়িনী, তুমি যোগবলে পুনরায় সৈন্য সৃষ্টি করো। ১

তস্যা হুংকারতো জাতাঃ কাম্বোজা রবিসন্নিভাঃ।

ঊধসশ্চাথ সম্ভূতা বর্বরাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ॥২

অন্বয় : তস্যাঃ হুংকারতো রবিসন্নিভাঃ কাম্বোজাঃ জাতাঃ ঊধসঃ চ শস্ত্রপাণয়ঃ বর্বরাঃ সম্ভূতাঃ।২

তখন শবলার হুংকার থেকে সূর্যের মতো প্রখরমূর্তি কাম্বোজ সৈন্য এবং স্তন থেকে শস্ত্রধারী বর্বর সৈন্য উৎপন্ন হল। ২

যোনিদেশাচ্চ যবনাঃ শকৃদ্দেশাচ্ছকাঃ স্মৃতাঃ।

রোমকূপেষু ম্লেচ্ছাশ্চ হারীতাঃ সকিরাতকাঃ ॥৩

অন্বয় : যোনিদেশাৎ চ যবনাঃ শকৃদ্দেশাৎ শকাঃ স্মৃতাঃ রোমকূপেষু ম্লেচ্ছাঃ চ হারীতাঃ সকিরাতকাঃ (জাতাঃ)। ৩

তাঁর যোনিদেশ থেকে যবন, মলদ্বার থেকে শক এবং রোমকূপ থেকে ম্লেচ্ছ[১] হারীত[২] ও কিরাতসৈন্য[৩] উৎপন্ন হল। ৩

তৈস্তন্নিষূদিতং সর্বং বিশ্বামিত্রস্য তৎক্ষণাৎ।

সপদাতিগজং সাশ্বং সরথং রঘুনন্দন ॥৪

অন্বয় : রঘুনন্দন ! তৈঃ তৎক্ষণাৎ বিশ্বামিত্রস্য সপদাতিগজং সাশ্বং সরথং সর্বং নিষূদিতম্। ৪

তারা উৎপন্ন হওয়া মাত্রই বিশ্বামিত্রের সমস্ত হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক বাহিনী বিনাশ করল। ৪

দৃষ্ট্বা নিষূদিতং সৈন্যং বসিষ্ঠেন মহাত্মনা।
বিশ্বামিত্রসুতানাং তু শতং নানাবিধায়ুধম্ ॥৫
অভ্যধাবৎ সুসংক্রুদ্ধং বসিষ্ঠং জপতাং বরম্।
হুংকারেণৈব তান্ সর্বান্নির্দদাহ মহানৃষিঃ ॥৬
তে সাশ্বরথপাদাতা বসিষ্ঠেন মহাত্মনা।
ভস্মীকৃতা মুহূর্তেন বিশ্বামিত্রসুতাস্তদা ॥৭

অন্বয়ঃ মহাত্মনা বসিষ্ঠেন সৈন্যং নিষূদিতং দৃষ্ট্বা নানাবিধায়ুধং সংক্রুদ্ধং বিশ্বামিত্রসুতানাং শতং তু জপতাং বরং বসিষ্ঠম্ অভ্যধাবৎ। মহান্ ঋষিঃ হুংকারেণ এব তান্ সর্বান্ নির্দদাহ। তে সাশ্বরথপাদাতাঃ বিশ্বামিত্রসুতাঃ তদা মহাত্মনা বসিষ্ঠেন মুহূর্তেন ভস্মীকৃতাঃ। ৫-৭

মহাত্মা বশিষ্ঠ এইভাবে সৈন্যদের বিনাশ করছেন দেখে, বিশ্বামিত্রের একশত পুত্র নানারকম অস্ত্র নিয়ে মহাক্রোধে তপস্বিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে আক্রমণ করলেন। তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ এক হুংকারে মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বামিত্রের পুত্রদের অশ্ব রথ ও পদাতিক সহ ভস্মীভূত করে ফেললেন। ৫-৭

দৃষ্ট্বা বিনাশিতান্ সর্বান্ বলং চ সুমহাযশাঃ।
সব্রীড়ং চিন্তয়াবিষ্টো বিশ্বামিত্রোঽভবত্তদা ॥৮

অন্বয়ঃ সর্বান্ বলং চ বিনাশিতান্ দৃষ্ট্বা সুমহাযশাঃ বিশ্বামিত্রঃ সব্রীড়ং চিন্তয়া আবিষ্টঃ অভবৎ। ৮

সমস্ত সৈন্য সহ পুত্রদের নিহত হতে দেখে যশস্বী বিশ্বামিত্র লজ্জিত ও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ৮

সমুদ্র ইব নির্বেগো ভগ্নদংষ্ট্র ইবোরগঃ।
উপরক্ত ইবাদিত্যঃ সদ্যো নিষ্প্রভতাং গতঃ ॥৯
হতপুত্রবলো দীনো লূনপক্ষ ইব দ্বিজঃ।
হতসর্ববলোৎসাহো নির্বেদং সমপদ্যত ॥১০

অন্বয়ঃ (সঃ) নির্বেগঃ সমুদ্রঃ ইব ভগ্নদংষ্ট্র উরগঃ ইব উপরক্তঃ আদিত্যঃ ইব সদ্যঃ নিষ্প্রভতাং গতঃ। (সঃ) হতপুত্রবলঃ হতসর্ববলোৎসাহঃ লূনপক্ষঃ দ্বিজঃ ইব দীনঃ নির্বেদং সমপদ্যত। ৯-১০

তিনি তরঙ্গহীন সমুদ্রের মতো, ভগ্নদন্ত সর্পের মতো এবং রাহুগ্রস্ত সূর্যের মতো একান্ত নিষ্প্রভ হয়ে পড়লেন। পুত্রেরা সসৈন্যে নিহত হওয়ায় তিনি সমস্ত বল ও উৎসাহ হারিয়ে ছিন্নপক্ষ বিহঙ্গর মতো দীনদশা প্রাপ্ত হলেন। ফলে তাঁর সংসারে বিরাগ উপস্থিত হল। ৯-১০

স পুত্রমেকং রাজ্যায় পালয়েতি নিযুজ্য চ।
পৃথিবীং ক্ষত্রধর্মেণ বনমেবাভ্যপদ্যত ॥১১

অন্বয়: সঃ একং পুত্রং ক্ষত্রধর্মেণ পৃথিবীং পালয় ইতি রাজ্যায় নিযুজ্য বনম্ এব অভ্যপদ্যত। ১১

তখন অবশিষ্ট একমাত্র পুত্রকে ক্ষত্রধর্ম অনুসারে রাজ্য পালনের আদেশ দিয়ে তিনি বনগমন করলেন। ১১

স গত্বা হিমবৎপার্শ্বে কিন্নরোরগসেবিতে।
মহাদেবপ্রসাদার্থং তপস্তেপে মহাতপাঃ ॥১২

অন্বয়: সঃ মহাতপাঃ কিন্নরোরগসেবিতে হিমবৎপার্শ্বে গত্বা মহাদেবপ্রসাদার্থং তপঃ তেপে। ১২

মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র কিন্নর-উরগ-অধ্যুষিত হিমালয়পর্বতপার্শ্বে উপস্থিত হয়ে মহাদেবকে প্রসন্ন করবার জন্যে তপস্যায় নিযুক্ত হলেন। ১২

কেনচিত্ত্বথ কালেন দেবেশো বৃষভধ্বজঃ।
দর্শয়ামাস বরদো বিশ্বামিত্রং মহামুনিম্ ॥১৩

অন্বয়: অথ কেনচিৎ তু কালেন বৃষভধ্বজঃ দেবেশঃ বরদঃ বিশ্বামিত্রং মহামুনিং দর্শয়ামাস। ১৩

কিছুকাল পরে বৃষভধ্বজ মহাদেব বরদানে ইচ্ছুক হয়ে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে দর্শন দিয়ে বললেন— । ১৩

কিমর্থং তপ্যসে রাজন্ ব্রূহি যত্তে বিবক্ষিতম্।
বরদোঽস্মি বরো যস্তে কাঙ্ক্ষিতঃ সোঽভিধীয়তাম্ ॥১৪

অন্বয়: রাজন্! কিমর্থং তপ্যসে যৎ তে বিবক্ষিতং ব্রূহি। বরদঃ অস্মি, যঃ (বরঃ) তে কাঙ্ক্ষিতঃ সঃ অভিধীয়তাম্। ১৪

রাজা, তুমি কেন তপস্যা করছ? তোমার বক্তব্য কী বলো। আমি তোমাকে বর দিতে চাই, তোমার কামনা কী বলো। ১৪

এবমুক্তস্তু দেবেন বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
প্রণিপত্য মহাদেবমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৫

অন্বয়ঃ দেবেন এবম্ উক্তঃ তু মহাতপাঃ বিশ্বামিত্রঃ মহাদেবং প্রণিপত্য ইদং বচনম্ অব্রবীৎ। ১৫

মহাদেবের কথা শুনে মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র তাঁকে প্রণাম করে বললেন—। ১৫

যদি তুষ্টো মহাদেব ধনুর্বেদো মমানঘ।
সাঙ্গোপাঙ্গোপনিষদঃ সরহস্যঃ প্রদীয়তাম্ ॥১৬

অন্বয়ঃ অনঘ মহাদেব! যদি মম তুষ্টঃ সাঙ্গোপাঙ্গোপনিষদঃ সরহস্যঃ ধনুর্বেদঃ প্রদীয়তাম্। ১৬

হে মহাদেব, যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তবে সাঙ্গোপাঙ্গ মন্ত্রের[৪] সঙ্গে ধনুর্বেদের সমস্ত রহস্য আমাকে প্রদান করুন। ১৬

যানি দেবেষু চাস্ত্রাণি দানবেষু মহর্ষিষু।
গন্ধর্বযক্ষরক্ষঃসু প্রতিভান্তু মমানঘ ॥১৭
তব প্রসাদাদ্ভবতু দেবদেব মমেপ্সিতম্।
এবমস্ত্বিতি দেবেশো বাক্যমুক্ত্বা গতস্তদা ॥১৮

অন্বয়ঃ অনঘ! যানি চ অস্ত্রাণি দেবেষু দানবেষু মহর্ষিষু গন্ধর্বযক্ষরক্ষঃসু (তানি) মম প্রতিভান্তু। দেবদেব! তব প্রসাদাৎ মম ঈপ্সিতং ভবতু। তদা দেবেশঃ এবম্ অস্তু ইতি বাক্যম্ উক্ত্বা গতঃ। ১৭-১৮

হে অনঘ! দেব, দানব, মহর্ষি, গন্ধর্ব, যক্ষ, রক্ষ প্রভৃতির যত অস্ত্র আছে, সমস্তই যেন আমার অধিগত হয়। হে দেবাদিদেব, আপনার প্রসাদে আমার অভিপ্রায় যেন সিদ্ধ হয়। তখন মহাদেবও তথাস্তু বলে অন্তর্হিত হলেন। ১৭-১৮

প্রাপ্য চাস্ত্রাণি দেবেশাদ্ বিশ্বাদ্ মিত্রো মহাবলঃ।
দর্পেণ মহতা যুক্তো দর্পপূর্ণোঽভবত্তদা ॥১৯
বিবর্ধমানো বীর্যেণ সমুদ্র ইব পর্বণি।
হতং মেনে তদা রাম বসিষ্ঠমৃষিসত্তমম্ ॥২০

অন্বয়ঃ রাম! মহাবলঃ বিশ্বামিত্রঃ চ দেবেশাৎ অস্ত্রাণি প্রাপ্য পর্বণি সমুদ্রঃ ইব বীর্যেণ বিবর্ধমানঃ তদা ঋষিসত্তমং বিশ্বামিত্রং হতং মেনে। ১৯-২০

মহাবলশালী বিশ্বামিত্র মহাদেবের নিকট অস্ত্রলাভ করে চন্দ্রের পর্বকালে সমুদ্র যেমন স্ফীত হয়ে ওঠে, তেমনই বীর্যে স্ফীত হয়ে উঠলেন এবং মনে করলেন এ বার বশিষ্ঠ নিশ্চয়ই তাঁর হাতে নিহত হবেন। ১৯-২০

তভো গত্বাশ্রমপদং মুমোচাস্ত্রাণি পার্থিবঃ।
যৈস্তৎ তপোবনং নাম নির্দগ্ধং চাস্ত্রতেজসা ॥২১

অন্বয়ঃ ততঃ পার্থিবঃ আশ্রমপদং গত্বা অস্ত্রাণি মুমোচ যৈঃ তৎ তপোবনং নাম অস্ত্রতেজসা নির্দগ্ধম্। ২১

তখন রাজা বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের আশ্রমে প্রবেশ করে অস্ত্র বর্ষণ করতে লাগলেন। তাঁর অস্ত্রের তেজে তপোবন দগ্ধ হতে লাগল। ২১

উদীর্যমাণমস্ত্রং তদ্ বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ।
দৃষ্ট্বা বিপ্রদ্রুতা ভীতা মুনয়ঃ শতশো দিশঃ ॥২২

অন্বয়ঃ তৎ ধীমতঃ বিশ্বামিত্রস্য উদীর্যমাণম্ অস্ত্রং দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ ভীতাঃ শতশঃ দিশঃ বিপ্রদ্রুতাঃ। ২২

বিশ্বামিত্রের নিক্ষিপ্ত অস্ত্রের তেজে ভীত হয়ে মুনিরা চতুর্দিকে পলায়ন করতে লাগলেন। ২২

বসিষ্ঠস্য চ যে শিষ্যা যে চ বৈ মৃগপক্ষিণঃ।
বিদ্রবন্তি ভয়াদ্ভীতা নানাদিগ্ভ্যঃ সহস্রশঃ ॥২৩

অন্বয়ঃ বসিষ্ঠস্য চ যে শিষ্যাঃ যে চ মৃগপক্ষিণঃ সহস্রশঃ ভয়াৎ ভীতাঃ নানা দিগ্ভ্যঃ বিদ্রবন্তি। ২৩

বশিষ্ঠের সহস্র শিষ্য এবং মৃগ ও পক্ষীরা ভয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করতে লাগল। ২৩

বসিষ্ঠস্যাশ্রপদং শূন্যমাসীন্মহাত্মনঃ।
মুহূর্তমিব নিঃশব্দমাসীদীরিণসন্নিভম্ ॥২৪
বদতো বৈ বসিষ্ঠস্য মা ভৈরিতি মুহুর্মুহুঃ।
নাশয়াম্যদ্য গাধেয়ং নীহারমিব ভাস্করঃ ॥২৫

অন্বয়ঃ মহাত্মনঃ বসিষ্ঠস্য আশ্রমপদং মুহূর্তম্ ইব ঈরিণসন্নিভং শূন্যং নিঃশব্দম্ আসীৎ বসিষ্ঠস্য মুহুর্মুহুঃ মা ভৈঃ ইতি বদতঃ অদ্য ভাস্করঃ নীহারম্ ইব গাধেয়ং নাশয়ামি। ২৪-২৫

মহাত্মা বশিষ্ঠের আশ্রম মুহূর্তের মধ্যে মরুভূমির মতো শূন্য ও নিঃশব্দ হয়ে গেল।

তখন বশিষ্ঠ বারবার বলতে লাগলেন—তোমরা ভয় পেয়ো না, সূর্য যেমন কুয়াসা ধ্বংস করেন, আমিও তেমনি গাধিনন্দন বিশ্বামিত্রকে বিনাশ করব। ২৪-২৫

এবমুক্তা মহাতেজা বসিষ্ঠো জপতাং বরঃ।
বিশ্বামিত্রং তদা বাক্যং সরোষমিদমব্রবীৎ ॥২৬

অন্বয়ঃ তদা জপতাং বরঃ মহাতেজাঃ বসিষ্ঠঃ এবম্ উক্ত্বা সরোষং বিশ্বামিত্রম্ ইদং বাক্যম্ অব্রবীৎ। ২৬

মহাতপস্বী বশিষ্ঠ তারপর ক্রোধে বিশ্বামিত্রকে বললেন—। ২৬

আশ্রমং চিরসংবৃদ্ধং যদ্বিনাশিতবানসি।
দুরাচারো হি যন্মূঢ়স্তস্মাত্ত্বং ন ভবিষ্যসি ॥২৭

অন্বয়ঃ দুরাচার! মূঢ়! যৎ চিরসংবৃদ্ধং আশ্রমম্ অপি বিনাশিতবান্ তস্মাৎ ত্বং ন ভবিষ্যসি। ২৭

ওরে দুরাচার মূর্খ! তুই যখন এই বহু প্রাচীন আশ্রমকে বিনষ্ট করেছিস্ তখন তোকে আর অধিক কাল জীবিত থাকতে হবে না। ২৭

ইত্যুক্ত্বা পরমক্রুদ্ধো দণ্ডমুদ্যম্য সত্বরঃ
বিধূম ইব কালাগ্নির্যমদণ্ডমিবাপরম্ ॥২৮

অন্বয়ঃ ইত্যুক্ত্বা পরমক্রুদ্ধঃ বিধূমঃ কালাগ্নিঃ ইব (বিশ্বামিত্রঃ) অপরং যমদণ্ডঃ ইব দণ্ডম্ উদ্যম্য সত্বরঃ (অভবৎ)। ২৮

এই বলে বশিষ্ঠ মহাক্রোধে নির্ধূম কালাগ্নির মতো জ্বলতে জ্বলতে দ্বিতীয় যমদণ্ড-তুল্য ব্রহ্মদণ্ড উত্তোলন করে বিশ্বামিত্রের দিকে ধাবিত হলেন। ২৮

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ

ব্রহ্মতেজোবলস্য বলীয়স্ত্বপ্রতিপাদনম্

(ব্রহ্মতেজের গরিষ্ঠতা প্রতিপাদন)

এবমুক্তো বসিষ্ঠেন বিশ্বামিত্রো মহাবলঃ।
আগ্নেয়মস্ত্রমুদ্দিশ্য তিষ্ঠতিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥১

অন্বয় : মহাবল বিশ্বামিত্র বসিষ্ঠেন এবম্ উক্তঃ আগ্নেয়ম্ অস্ত্রম্ উদ্দিশ্য তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইতি চ অব্রবীৎ। ১

মহাবীর বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের কথা শুনে 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' (থামো থামো) বলে তাঁর প্রতি আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। ১

ব্রহ্মদণ্ডং সমুদ্যম্য কালদণ্ডমিবাপরম্।
বসিষ্ঠো ভগবান্ ক্রোধাদিদং বচনমব্রবীৎ ॥২

অন্বয় : অপরং কালদণ্ডম্ ইব ব্রহ্মদণ্ডং সমুদ্যম্য ভগবান্ বসিষ্ঠঃ ক্রোধাৎ ইদং বচনম্ অব্রবীৎ। ২

তখন দ্বিতীয় কালদণ্ডতুল্য ব্রহ্মদণ্ড উদ্যত করে ভগবান বশিষ্ঠ ক্রোধভরে বললেন— । ২

ক্ষত্রবন্ধো স্থিতোঽস্ম্যেষ যদ্‌বলং তদ্ধি দর্শয়।
নাশয়াম্যদ্য তে দর্পং শস্ত্রস্য তব গাধিজ ॥৩
ক্ব চ তৎ ক্ষত্রিয়বলং ক্ব চ ব্রহ্মবলং মহৎ।
পশ্য ব্রহ্মবলং দিব্যং মম ক্ষত্রিয়পাংসন ॥৪

অন্বয় : ক্ষত্রবন্ধো! এষঃ স্থিতঃ অস্মি যৎ বলং তৎ হি দর্শয়। গাধিজ! অদ্য তে শস্ত্রস্য দর্পং নাশয়ামি। ক্ব চ তৎ ক্ষত্রিয়বলং ক্ব চ মহৎ ব্রহ্মবলং। ক্ষত্রিয়পাংসন! মম দিব্যং ব্রহ্মবলং পশ্য। ৩-৪

ওরে ক্ষত্রিয়াধম, এই আমি দাঁড়িয়ে আছি, তোর যা বল আছে দেখা। আজ আমি তোর অস্ত্রের দর্পনাশ করব। মহান ব্রহ্মবলের কাছে ক্ষত্রবল কোথায় লাগে? ওরে ক্ষত্রিয় কুলাঙ্গার! এখন আমার অলৌকিক ব্রহ্মবলের প্রভাব দেখ। ৩-৪

তস্যাস্ত্রং গাধিপুত্রস্য ঘোরমাগ্নেয়মুত্তমম্।
ব্রহ্মদণ্ডেন তচ্ছান্তমগ্নের্বেগ ইবাম্ভসা ॥৫

অন্বয়: তস্য গাধিপুত্রস্য তৎ ঘোরম্ উত্তমম্ আগ্নেয়ম্ অস্ত্রং ব্রহ্মদণ্ডেন অম্ভসা অগ্নেঃ বেগঃ ইব শান্তম্। ৫

এই বলে তিনি জল দিয়ে যেমন অগ্নি নির্বাপিত করা হয়, তেমনই ব্রহ্মদণ্ড দিয়ে বিশ্বামিত্রের ভয়ঙ্কর আগ্নেয় অস্ত্র প্রশমিত করলেন। ৫

বারুণং চৈব রৌদ্রং চ ঐন্দ্রং পাশুপতং তথা।
জৃম্ভণং মোহনং চৈব সন্তাপণবিলাপণে ॥৬
শোষণং দারণং চৈব বজ্রমস্ত্রং সুদুর্জয়ম্।
ব্রহ্মপাশং কালপাশং বারুণং পাশমেব চ ॥৭
পিনাকমস্ত্রং দয়িতং শুষ্কার্দ্রে অশনী তথা।
দণ্ডাস্ত্রমথ পৈশাচং ক্রৌঞ্চমস্ত্রং তথৈব চ ॥৮
ধর্মচক্রং কালচক্রং বিষ্ণুচক্রং তথৈব চ।
বায়ব্যং মথনং চৈব অস্ত্রং হয়শিরস্তথা ॥৯
শক্তিদ্বয়ং চ চিক্ষেপ কঙ্কালং মুসলং তথা।
বৈদ্যাধরং মহাস্ত্রং চ কালাস্ত্রমথ দারুণম্ ॥১০
ত্রিশূলমস্ত্রং ঘোরং চ কাপালমথ কঙ্কণম্ ॥১১
এতান্যস্ত্রাণি চিক্ষেপ সর্বাণি রঘুনন্দন ॥১২
বসিষ্ঠে জপতাং শ্রেষ্ঠে তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥১৩

(নিষ্প্রয়োজন বোধে ৬-১৩ শ্লোকের অন্বয় দেওয়া হয় নি।)

তখন বিশ্বামিত্র বারুণ, রৌদ্র, ঐন্দ্র, পাশুপত, জৃম্ভন, মোহন, সন্তাপন, বিলাপন, শোষণ, দারণ, বজ্র, ব্রহ্মপাশ, কালপাশ, বারুণ পাশ, পিনাক, শুষ্ক, আর্দ্র, অশনি, দণ্ডাস্ত্র, পৈশাচ, ক্রৌঞ্চ, ধর্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, বায়ব্য, মথন, হয়শিরঃ, শক্তিদ্বয়, কঙ্কাল, মুসল, বৈদ্যাধর, মহাস্ত্র, কালাস্ত্র, ত্রিশূল, কাপাল ও কঙ্কণ প্রভৃতি ভয়ানক অস্ত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের প্রতি নিক্ষেপ করতে লাগলেন। এর ফলে এক অদ্ভুত দৃশ্যের সৃষ্টি হল। ৬-১৩

তানি সর্বাণি দণ্ডেন গ্রসতে ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
তেষু শান্তেষু ব্রহ্মাস্ত্রং ক্ষিপ্তবান্ গাধিনন্দনঃ ॥১৪

অন্বয় : ব্রহ্মণঃ সুতং তানি সর্বাণি দণ্ডেন গ্রসতে। তেষু শান্তেষু গাধিনন্দনঃ ব্রহ্মাস্ত্রং ক্ষিপ্তবান্। ১৪

ব্রহ্মাপুত্র বশিষ্ঠ সেই সমস্ত অস্ত্রই ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারা গ্রাস করলেন। এই সমস্ত অস্ত্র নিবারিত হলে বিশ্বামিত্র ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। ১৪

তদস্ত্রমুদ্যতং দৃষ্ট্বা দেবাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ।
দেবর্ষয়শ্চ সম্ভ্রান্তা গন্ধর্বাঃ সমহোরগাঃ ॥১৫
ত্রৈলোক্যমাসীৎ সন্ত্রস্তং ব্রহ্মাস্ত্রে সমুদীরিতে ॥১৬

অন্বয় : তৎ অস্ত্রম্ উদ্যতং দৃষ্ট্বা দেবাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ দেবর্ষয়ঃ গন্ধর্বাঃ চ সমাহোরগাঃ সম্ভ্রান্তাঃ। ব্রহ্মাস্ত্রে সমুদীরিতে ত্রৈলোক্যং সন্ত্রস্তম্ আসীৎ। ১৫-১৬

ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করতে দেখে অগ্নিপ্রভৃতি দেবগণ এবং দেবর্ষি, গন্ধর্ব ও উরগগণ সহ সমগ্র ত্রিলোকবাসী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। ১৫-১৬

তদপ্যস্ত্রং মহাঘোরং ব্রাহ্মং ব্রাহ্মেণ তেজসা।
বসিষ্ঠো গ্রসতে সর্বং ব্রহ্মদণ্ডেন রাঘব ॥১৭

অন্বয় : রাঘব! বসিষ্ঠঃ তৎ অপি মহাঘোরং ব্রাহ্মম্ অস্ত্রং ব্রাহ্মেণ তেজসা ব্রহ্মদণ্ডেন সর্বং গ্রসতে। ১৭

কিন্তু বশিষ্ঠ সেই অতি ভয়ানক ব্রহ্মতেজসম্পন্ন অস্ত্র ব্রহ্মতেজে ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারা গ্রাস করলেন। ১৭

ব্রহ্মাস্ত্রং গ্রসমানস্য বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
ত্রৈলোক্যমোহনং রৌদ্রং রূপমাসীৎ সুদারুণম্ ॥১৮

অন্বয় : ব্রহ্মাস্ত্রং গ্রসমানস্য মহাত্মনঃ বসিষ্ঠস্য ত্রৈলোক্যমোহনং সুদারুণং রৌদ্রং রূপম্ আসীৎ। ১৮

ব্রহ্মাস্ত্র গ্রাস করার সময় মহাত্মা বশিষ্ঠের রূপ অতি ভয়ানক হয়ে উঠল, তা দেখে ত্রিলোক স্তম্ভিত হল। ১৮

রোমকূপেষু সর্বেষু বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
মরীচ্য ইব নিষ্পেতুরগ্নে র্ধূমাকুলার্চিষঃ ॥১৯

অন্বয় : মহাত্মনঃ বসিষ্ঠস্য সর্বেষু রোমকূপেষু ধূমাকুলার্চিষঃ ইব অগ্নেঃ মরীচ্যঃ নিষ্পেতুঃ। ১৯

সেই সময় তাঁর সমস্ত রোমকূপ থেকে ধূমাচ্ছন্ন বহ্নির মতো অগ্নিকণা নির্গত হতে লাগল। ১৯

প্রাজ্বলদ্ ব্রহ্মদণ্ডশ্চ বসিষ্ঠস্য করোদ্যতঃ।
বিধূম ইব কালাগ্নের্যমদণ্ড ইবাপরঃ ॥২০

অন্বয়ঃ বিধূমকালাগ্নেঃ ইব বসিষ্ঠস্য করোদ্যতঃ ব্রহ্মদণ্ডঃ চ অপরঃ যমদণ্ডঃ ইব প্রাজ্বলৎ। ২০

নির্ধূম কালাগ্নিতুল্য বশিষ্ঠের হাতে উদ্যত ব্রহ্মদণ্ড দ্বিতীয় যমদণ্ডের মতো প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। ২০

ততোঽস্তুবন্ মুনিগণা বসিষ্ঠং জপতাং বরম্।
অমোঘং তে বলং ব্রহ্মংস্তেজো ধারয় তেজসা ॥২১

অন্বয়ঃ ততঃ মুনিগণাঃ জপতাং বরং বসিষ্ঠম্ অস্তুবন্—ব্রহ্মন্! তে অমোঘং বলং তেজঃ (চ) তেজসা ধারয়। ২১

তখন মুনিরা তপস্বী শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের স্তব করে বললেন—

হে ব্রাহ্মণ, আপনার অমোঘ বল ও তেজ স্বমহিমায় নিজের মধ্যেই সংবরণ করুন। ২১

নিগৃহীতস্ত্বয়া ব্রহ্মন্ বিশ্বামিত্রো মহাবলঃ।
অমোঘং তে বলং শ্রেষ্ঠং লোকাঃ সন্তু গতব্যথাঃ ॥২২

অন্বয়ঃ ব্রহ্মন্! ত্বয়া মহাবলঃ বিশ্বামিত্রঃ নিগৃহীতঃ। তে অমোঘং বলং শ্রেষ্ঠম্, লোকাঃ গতব্যথাঃ সন্তু। ২২

আপনি মহাবল বিশ্বামিত্রকে নিগৃহীত করেছেন। আপনার অমোঘ বলই শ্রেষ্ঠ। এখন সকলে নিশ্চিন্ত হোক। ২২

এবমুক্তো মহাতেজাঃ শমং চক্রে মহাতপাঃ।
বিশ্বামিত্রো বিনিকৃতো বিনিঃশ্বস্যেদমব্রবীৎ ॥২৩

অন্বয়ঃ এবম্ উক্তঃ মহাতেজাঃ মহাতপাঃ শমং চক্রে। বিশ্বামিত্রঃ বিনিকৃতঃ বিনিঃশ্বস্য ইদম্ অব্রবীৎ—। ২৩

এ কথা শুনে মহাতপস্বী বশিষ্ঠ ব্রহ্মতেজ সংবরণ করলেন। তখন পরাভূত বিশ্বামিত্র দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—। ২৩

ধিগ্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজোবলং বলম্।
একেন ব্রহ্মদণ্ডেন সর্বাস্ত্রাণি হতানি মে ॥২৪
তদেতৎপ্রসমীক্ষ্যাহং প্রসন্নেন্দ্রিয়মানসঃ।
তপো মহৎ সমাস্থাস্যে যদ্ বৈ ব্রহ্মত্বকারণম্ ॥২৫

অন্বয়ঃ ধিক্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলম্। একেন ব্রহ্মদণ্ডেন মে সর্বাস্ত্রাণি হতানি। তৎ এতৎ প্রসমীক্ষ্য অহং প্রসন্নেন্দ্রিয়মানসঃ মহৎ তপঃ সমাস্থাস্যে যৎ ব্রহ্মত্বকারণম্। ২৪-২৫

ক্ষত্রিয় বলকে ধিক্, ব্রহ্মতেজযুক্ত বলই প্রকৃত বল, একথা আমি বুঝতে পেরেছি। সুতরাং এখন আমি প্রশান্তচিত্তে ইন্দ্রিয় সংযত করে ব্রহ্মত্ব লাভের জন্যে কঠোর তপস্যা করব। ২৪-২৫

ষট্পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ

* *

ত্রিশঙ্কোর্যাজনপ্রার্থনা

(ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞপ্রার্থনা)

ততঃ সন্তপ্তহৃদয়ঃ স্মরন্ নিগ্রহমাত্মনঃ।
বিনিঃশ্বস্য বিনিঃশ্বস্য কৃতবৈরো মহাত্মনা ॥১
স দক্ষিণাং দিশং গত্বা মহিষ্যা সহ রাঘব।
তাতাপ পরমং ঘোরং বিশ্বামিত্রো মহত্তপঃ ॥২

অন্বয়ঃ রাঘব! ততঃ মহাত্মনা কৃতবৈরঃ বিশ্বামিত্রঃ আত্মনঃ নিগ্রহং স্মরন্ সন্তপ্তহৃদয়ঃ বিনিঃশ্বস্য বিনিঃশ্বস্য মহিষ্যা সহ দক্ষিণাং দিশং গত্বা পরমং ঘোরং মহৎ তপঃ তাতাপ। ১-২

হে রাঘব, তারপর মহাত্মা বশিষ্ঠের সঙ্গে শত্রুতা করে এবং ফলতঃ নিজের নিগ্রহের কথা চিন্তা করে বিশ্বামিত্র সন্তপ্ত হৃদয়ে অনবরত দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করতে লাগলেন, এবং অবশেষে তিনি মহিষীর সঙ্গে দক্ষিণ দেশে গিয়ে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন। ১-২

ফলমূলাশনো দান্তশ্চচার পরমং তপঃ।
অথাস্য জজ্ঞিরে পুত্রাঃ সত্যধর্মপরায়ণাঃ ॥
হবিষ্পন্দো মধুষ্পন্দো দৃঢ়নেত্রো মহারথঃ ॥৩

অন্বয়: (সঃ) ফলমূলাশনঃ দান্তঃ পরমং তপঃ চকার। অথ অস্য সত্যধর্মপরায়ণাঃ পুত্রাঃ হবিষ্পন্দঃ মধুষ্পন্দঃ দৃঢ়নেত্রঃ মহারথঃ (ইতি) জজ্ঞিরে। ৩

তিনি ফলমূল মাত্র আহার করে এবং সংযতচিত্তে মহাতপস্যায় নিযুক্ত হলেন। এই সময় তাঁর সত্য ও ধর্মপরায়ণ চারপুত্র জন্মগ্রহণ করলেন, তাঁদের নাম হবিষ্পন্দ, মধুষ্পন্দ, দৃঢ়নেত্র ও মহারথ। ৩

পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
অব্রবীন্মধুরং বাক্যং বিশ্বামিত্রং তপোধনম্ ॥৪

অন্বয়: বর্ষসহস্রে পূর্ণে তু লোকপিতামহঃ ব্রহ্মা তপোধনং বিশ্বামিত্রং মধুরং বাক্যম্ অব্রবীৎ। ৪

এইভাবে সহস্র বৎসর অতীত হলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়ে তপস্বী বিশ্বামিত্রকে মধুর বাক্যে বললেন—। ৪

জিতা রাজর্ষিলোকাস্তে তপসা কুশিকাত্মজ।
অনেন তপসা ত্বাং হি রাজর্ষিরিতি বিদ্মহে ॥৫

অন্বয়: কুশিকাত্মজ! রাজর্ষিলোকাঃ তে তপসাঃ জিতাঃ। অনেন তপসা ত্বাং রাজর্ষিঃ ইতি বিদ্মহে। ৫

হে কুশিকনন্দন, তুমি তপস্যাবলে রাজর্ষিলোক জয় করেছ। এই তপস্যার জন্যই আমরা তোমাকে 'রাজর্ষি' নামে অভিহিত করলাম। ৫

এবমুক্ত্বা মহাতেজা জগাম সহ দৈবতৈঃ।
ত্রিবিষ্টপং ব্রহ্মলোকং লোকানাং পরমেশ্বরঃ ॥৬

অন্বয়: মহাতেজাঃ লোকানাং পরমেশ্বরঃ এবম্ উক্ত্বা দৈবতৈঃ সহ ত্রিবিষ্টপং ব্রহ্মলোকং জগাম। ৬

এই বলে মহাতেজস্বী লোকেশ্বর ব্রহ্মা দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে স্বর্লোকে প্রস্থান করলেন। ৬

বিশ্বামিত্রোঽপি তচ্ছ্রুত্বা হ্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্‌মুখঃ।
দুঃখেন মহতাবিষ্টঃ সমন্যুরিদমব্রবীৎ ॥৭

অন্বয়: বিশ্বামিত্রঃ অপি তৎ শ্রুত্বা হ্রিয়া কিঞ্চিৎ অবাঙ্‌মুখঃ মহতা দুঃখেন আবিষ্টঃ সমন্যুঃ ইদম্ অব্রবীৎ। ৭

ব্রহ্মার কথা শুনে বিশ্বামিত্র লজ্জায় অধোবদন হলেন, এবং মহাদুঃখ ও ক্রোধে আবিষ্ট হয়ে বললেন—। ৭

তপশ্চ সুমহত্তপ্তং রাজর্ষিরিতি মাং বিদুঃ।

দেবাঃ সর্ষিগণাঃ সর্বে নাস্তি মন্যে তপঃফলম্ ॥৮

অন্বয়ঃ (ময়া) সুমহৎ তপঃ চ তপ্তং সর্বে দেবাঃ সর্ষিগণাঃ মাং রাজর্ষিঃ ইতি বিদুঃ। তপঃফলং ন অস্তি (ইতি) মন্যে। ৮

আমি কঠোর তপস্যা করেছি, তবুও দেব ও ঋষিগণ আমাকে কেবলমাত্র 'রাজর্ষি' জ্ঞান করলেন, সুতরাং মনে হচ্ছে এই তপস্যার কোনো ফলই হয় নি। ৮

এবং নিশ্চিত্য মনসা ভূয় এব মহাতপাঃ।

তপশ্চচার ধর্মাত্মা কাকুৎস্থ পরমাত্মবান্ ॥৯

অন্বয়ঃ কাকুৎস্থ! মনসা এবং নিশ্চিত্য মহাতপাঃ ধর্মাত্মা পরমাত্মবান্ (বিশ্বামিত্রঃ) ভূয়ঃ এব তপঃ চচার। ৯

হে কাকুস্থ, মনে মনে এরূপ চিন্তা করে মহাতপস্বী পরম ধার্মিক স্থিতধী বিশ্বামিত্র পুনরায় তপস্যায় নিযুক্ত হলেন। ৯

এতস্মিন্নেব কালে তু সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।

ত্রিশঙ্কুরিতি বিখ্যাত ইক্ষ্বাকুকুলবর্ধনঃ ॥১০

তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না যজেয়মিতি রাঘব।

গচ্ছেয়ং স্বশরীরেণ দেবতানাং পরাং গতিম্ ॥১১

অন্বয়ঃ রাঘব! এতস্মিন্ এব কালে তু সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ইক্ষ্বাকুকুলবর্ধনঃ ত্রিশঙ্কুঃ ইতি বিখ্যাতঃ (রাজা আসীৎ)। তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না যজেয়ং স্বশরীরেণ (চ) দেবতানাং পরাং গতিং গচ্ছেয়ম্ ইতি। ১০-১১

এই সময় ত্রিশঙ্কু নামে সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ইক্ষ্বাকুকুলগৌরব এক রাজা ছিলেন। তাঁর এই ইচ্ছা হল—আমি যজ্ঞ করব এবং (পুণ্যবলে) স্বশরীরে দেবতাদের পরম গতি লাভ করব। ১০-১১

বসিষ্ঠং স সমাহূয় কথয়ামাস চিন্তিতম্।

অশক্যমিতি চাপ্যুক্তো বসিষ্ঠেন মহাত্মনা ॥১২

অন্বয়ঃ সঃ বসিষ্ঠং সমাহূয় চিন্তিতং কথয়ামাস। মহাত্মনা বসিষ্ঠেন চ অপি (সঃ) উক্তঃ অশক্যম্ ইতি। ১২

তিনি বশিষ্ঠকে ডেকে নিজের মনের ইচ্ছা জানালেন। কিন্তু মহাত্মা বশিষ্ঠ তাঁকে বললেন—তা অসাধ্য। ১২

প্রত্যাখ্যাতো বসিষ্ঠেন স যযৌ দক্ষিণাং দিশম্।
ততস্তৎকর্মসিদ্ধ্যর্থং পুত্রাংস্তস্য গতো নৃপঃ॥
বাসিষ্ঠা দীর্ঘতপসস্তপো যত্র হি তেপিরে॥১৩

অন্বয়: ততঃ বসিষ্ঠেন প্রত্যাখ্যাতঃ সঃ নৃপঃ দক্ষিণাং দিশং যযৌ তৎকর্মসিদ্ধ্যর্থং তস্য পুত্রান্ গতঃ যত্র বাসিষ্ঠাঃ দীর্ঘতপসঃ তপঃ তেপিরে। ১৩

বশিষ্ঠ প্রত্যাখ্যান করায় রাজা ত্রিশঙ্কু তখন দক্ষিণ দিকে যাত্রা করলেন, এবং কার্যসিদ্ধির জন্যে যেখানে বশিষ্ঠের পুত্রেরা দীর্ঘকাল ধরে তপস্যা করছিলেন, সেখানে উপস্থিত হলেন। ১৩

ত্রিশঙ্কুস্তু মহাতেজাঃ শতং পরমভাস্বরম্।
বসিষ্ঠপুত্রান দদৃশে তপ্যমানান্ মনস্বিনঃ॥১৪

অন্বয়: মহাতেজাঃ ত্রিশঙ্কুঃ তু পরমভাস্বরং শতং তপ্যমানান্ মনস্বিনঃ বসিষ্ঠ-পুত্রান্ দদৃশে। ১৪

মহাতেজস্বী ত্রিশঙ্কু সেখানে দেখতে পেলেন বশিষ্ঠের একশত মনস্বী পুত্র মহা-জ্যোতির্ময় রূপে তপস্যায় নিযুক্ত আছেন। ১৪

সোঽভিগম্য মহাত্মানঃ সর্বানেব গুরোঃ সুতান্।
অভিবাদ্যানুপূর্ব্যেণ হ্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্‌মুখঃ॥
অব্রবীৎ স মহাত্মানঃ সর্বানেব কৃতাঞ্জলিঃ॥১৫

অন্বয়: সঃ সর্বান্ এব মহাত্মানঃ গুরোঃ সুতান্ অভিগম্য আনুপূর্ব্যেণ অভিবাদ্য হ্রিয়া কিঞ্চিৎ অবাঙ্‌মুখঃ কৃতাঞ্জলিঃ সর্বান্ এব মহাত্মানঃ অব্রবীৎ। ১৫

তখন তিনি সেই মহাত্মা গুরুপুত্রদের কাছে গিয়ে তাঁদের আনুপূর্বিক অভিবাদন করে লজ্জায় কিঞ্চিৎ অধোবদন হয়ে করযোড়ে বললেন—। ১৫

শরণং বঃ প্রপন্নোঽহং শরণ্যাচ্ছরণং গতঃ।
প্রত্যাখ্যাতো হি ভদ্রং বো বসিষ্ঠেন মহাত্মনা॥১৬

অন্বয়: ভদ্রং বঃ (ভবতু)। মহাত্মনা বসিষ্ঠেন প্রত্যাখ্যাতঃ অহং শরণং বঃ প্রপন্নঃ শরণ্যাৎ শরণং গতঃ। ১৬

আপনাদের মঙ্গল হোক। মহাত্মা বশিষ্ঠ আমাকে প্রত্যাখান করায় আমি আপনাদের শরণ নিয়েছি, কারণ আপনারা শরণের যোগ্য। ১৬

যষ্টুকামো মহাযজ্ঞং তদনুজ্ঞাতুমর্হথ।
গুরুপুত্রানহং সর্বান্ নমস্কৃত্য প্রসাদয়ে ॥১৭

অন্বয়ঃ অহং মহাযজ্ঞং যষ্টুকামঃ তদনুজ্ঞাতুম্ অর্হথ। সর্বান্ গুরুপুত্রান্ নমস্কৃত্য প্রসাদয়ে। ১৭

আমি এক মহাযজ্ঞ করতে চাই, আপনারা আমাকে অনুমতি দিন। আপনারা আমার গুরুপুত্র, আমি আপনাদের নমস্কার করছি, আপনারা প্রসন্ন হন। ১৭

শিরসা প্রণতো যাচে ব্রাহ্মণাংস্তপসি স্থিতান্।
তে মাং ভবন্তঃ সিদ্ধ্যর্থং যাজয়ন্তু সমাহিতাঃ ॥
সশরীরো যথাহং বৈ দেবলোকমবাপ্নুয়াম্ ॥১৮

অন্বয়ঃ শিরসা প্রণতঃ তপসি স্থিতান্ ব্রাহ্মণান্ যাচে—তে ভবন্তঃ সমাহিতাঃ সিদ্ধ্যর্থং মাং যাজয়ন্তু যথা অহং সশরীরঃ দেবলোকম্ অবাপ্নুয়াম্। ১৮

আপনারা তপস্বী ব্রাহ্মণ, আমি নতমস্তকে আপনাদের প্রণাম করে ভিক্ষা করছি, আপনারা সমাহিতচিত্তে আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে যজ্ঞের ভার গ্রহণ করুন, যাতে আমি সশরীরে দেবলোকে যেতে পারি। ১৮

প্রত্যাখ্যাতো বসিষ্ঠেন গতিমন্যাং তপোধনাঃ।
গুরুপুত্রানৃতে সর্বান্ নাহং পশ্যামি কাঞ্চন ॥১৯

অন্বয়ঃ তপোধনাঃ! বসিষ্ঠেন প্রত্যাখ্যাতঃ অহং সর্বান্ গুরুপুত্রান্ ঋতে কাঞ্চন অন্যাং গতিং ন পশ্যামি। ১৯

হে তপস্বিগণ, বশিষ্ঠ যখন আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, তখন গুরুপুত্র আপনারা ছাড়া আমার আর অন্যগতি দেখছি না। ১৯

ইক্ষ্বাকূণাং হি সর্বেষাং পুরোধাঃ পরমা গতিঃ।
পুরোধসস্তু বিদ্বাংসস্তারয়ন্তি সদা নৃপান্ ॥২০
তস্মাদনন্তরং সর্বে ভবন্তো দৈবতং মম ॥২১

অন্বয়ঃ সর্বেষাম্ ইক্ষ্বাকূণাং পুরোধাঃ পরমা গতিঃ। বিদ্বাংসঃ পুরোধসঃ তু সদা নৃপান্ তারয়ন্তি। তস্মাৎ অনন্তরং ভবন্তঃ সর্বে মম দৈবতম্। ২০-২১

পুরোহিতই ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপতিদের পরম গতি। বিদ্বান পুরোহিতরাই রাজাদের রক্ষা করেন। পুরোহিত বশিষ্ঠ আমাকে প্রত্যাখ্যান করায়, এখন আপনারাই আমার আরাধ্য। ২০-২১

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ

ত্রিশঙ্কুশাপঃ

(ত্রিশঙ্কুর প্রতি বশিষ্ঠপুত্রদের শাপ)

তত স্ত্রিশঙ্কোর্বচনং শ্রুত্বা ক্রোধসমন্বিতম্ ।

ঋষিপুত্রশতং রাম রাজানমিদমব্রবীৎ ॥১

অন্বয়: রাম ! ততঃ ত্রিশঙ্কোঃ বচনং শ্রুত্বা ক্রোধসমন্বিতম্ ঋষিপুত্রশতং রাজানম্ ইদম্ অব্রবীৎ । ১

রাম, ত্রিশঙ্কুর কথা শুনে বশিষ্ঠের শত পুত্র ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বললেন— । ১

প্রত্যাখ্যাতোঽসি দুর্মেধো গুরুণা সত্যবাদিনা ।

নঃ কথং সমতিক্রম্য শাখান্তরমুপেয়িবান্ ॥২

অন্বয়: দুর্মেধঃ ! সত্যবাদিনা প্রত্যাখ্যাতঃ অসি । কথং সমতিক্রম্য নঃ শাখান্তরং উপেয়িবান্ । ২

হে দুর্বুদ্ধি তোমার সত্যবাদী কুলগুরু তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, এখন তাঁকে অতিক্রম করে অন্যের আশ্রয়ে এসেছ কেন ? ২

ইক্ষ্বাকূণাং হি সর্বেষাং পুরোধাঃ পরমা গতিঃ ।

ন চাতিক্রমিতুং শক্যং বচনং সত্যবাদিনঃ ॥৩

অন্বয়: পুরোধাঃ সর্বেষাম্ ইক্ষ্বাকূণাং পরমা গতিঃ, সত্যবাদিনঃ বচনং চ অতিক্রমিতুং ন শক্যম্ । ৩

পুরোহিত ইক্ষ্বাকু নৃপতিদের পরম গতি, সুতরাং সত্যবাদী পুরোহিতের বাক্য অতিক্রম করা তোমার উচিত নয় । ৩

অশক্যমিতি সোবাচ বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ ।

তং বয়ং বৈ সমাহর্তুং ক্রতুং শক্তাঃ কথং তব ॥৪

অন্বয়: সঃ ভগবান্ ঋষিঃ বসিষ্ঠঃ অশক্যম্ ইতি উবাচ । কথং তব তং ক্রতুং সমাহর্তুং বয়ং শক্তাঃ । ৪

ভগবান বশিষ্ঠ যখন অক্ষমতা জ্ঞাপন করেছেন, তখন আমরা কী করে তোমার যজ্ঞ সম্পাদন করতে পারি ? ৪

বালিশস্ত্বং নরশ্রেষ্ঠ গম্যতাং স্বপুরং পুনঃ।
যাজনে ভগবান্ শক্তস্ত্রৈলোক্যস্যাপি পার্থিব ॥৫
অবমানং কথং কর্তুং তস্য শক্ষ্যামহে বয়ম্॥৬

অন্বয়ঃ নরশ্রেষ্ঠ ! ত্বং বালিশঃ, পুনঃ স্বপুরং গম্যতাম্। পার্থিব ! ভগবান্ (বসিষ্ঠঃ) ত্রৈলোক্যস্য অপি যাজনে শক্তঃ কথং বয়ং তস্য অবমানং কর্তুং শক্ষ্যামহে। ৫-৬

মহারাজ, তুমি মূর্খ, তুমি নিজের পুরীতে ফিরে যাও। হে রাজন্, ভগবান বশিষ্ঠ যজ্ঞের প্রভাবে ত্রিলোকও জয় করতে পারেন। তিনি যে-কাজ করতে অসম্মত হয়েছেন, তা করে আমরা তাঁর অবমাননা করতে পারব না। ৫ ৬

তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা ক্রোধপর্যাকুলাক্ষরম্।
স রাজা পুনরেবৈতানিদং বচনমব্রবীৎ ॥৭

অন্বয়ঃ তেষাং তৎ বচনং শ্রুত্বা সঃ রাজা পুনঃ এব তান্ ইদং ক্রোধপর্যাকুলাক্ষরং বচনম্ অব্রবীৎ।৭

তাঁদের কথা শুনে রাজা ত্রিশঙ্কু কোপাকুল বচনে বললেন— । ৭

প্রত্যাখ্যাতো ভগবতা গুরুপুত্রৈস্তথৈব হি।
অন্যাং গতিং গমিষ্যামি স্বস্তি বোঽস্তু তপোধনাঃ ॥৮

অন্বয়ঃ (অহং) ভগবতা তথা এব গুরুপুত্রৈঃ প্রত্যাখ্যাতঃ। অন্যাং গতিং গমিষ্যামি। তপোধনাঃ ! স্বস্তি বঃ অস্তু। ৮

ভগবান বশিষ্ঠ এবং তাঁর পুত্ররাও আমাকে প্রত্যাখ্যান করলেন, এখন আমি অন্য চেষ্টা করব। হে তপস্বিগণ, আপনারা কুশলে থাকুন। ৮

ঋষিপুত্রাস্তু তচ্ছ্রুত্বা বাক্যং ঘোরাভিসংহিতম্।
শেপুঃ পরমসংক্রুদ্ধাশ্চণ্ডালত্বং গমিষ্যসি ॥৯
ইত্যুক্ত্বা তে মহাত্মানো বিবিশুঃ স্বং স্বমাশ্রমম্ ॥১০

অন্বয়ঃ ঋষিপুত্রাঃ তু তৎ ঘোরাভিসংহিতং বাক্যং শ্রুত্বা পরমসংক্রুদ্ধাঃ শেপুঃ (ত্বং) চণ্ডালত্বং গমিষ্যসি। ইত্যুক্ত্বা তে মহাত্মানঃ স্বং স্বম্ আশ্রমং বিবিশুঃ। ৯-১০

ঋষিপুত্রেরা তাঁর এই ক্রুর কথা শুনে মহাক্রোধে শাপ দিয়ে বললেন, তুই চণ্ডাল হ। এই বলে সেই মহাত্মারা নিজ নিজ আশ্রমে প্রবেশ করলেন। ৯-১০

অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং রাজা চণ্ডালতাং গতঃ।
নীলবস্ত্রধরো নীলঃ পুরুষো ধ্বস্তমূর্ধজঃ ॥
চিত্যমাল্যাঙ্গরাগশ্চ আয়সাভরণোঽভবৎ ॥১১

অন্বয় : অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং রাজা চণ্ডালতাং গতঃ। (সঃ) নীলবস্ত্রধরঃ নীলঃ ধ্বস্তমূর্ধজঃ চিত্যমাল্যানুরাগঃ আয়সাভরণঃ পুরুষঃ অভবৎ। ১১

রাত্রি প্রভাত হলে রাজা ত্রিশঙ্কু চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হলেন। তিনি এক নীলবর্ণ-দেহ, নীলবস্ত্রপরিহিত, খর্বকেশযুক্ত শ্মশানমাল্যধারী, চিতাভস্মলিপ্ত ও লৌহ-আভরণধারী পুরুষে পরিণত হলেন। ১১

তং দৃষ্ট্বা মন্ত্রিণঃ সর্বে ত্যক্ত্বা চণ্ডালরূপিণম্।

প্রাদ্রবন্ সহিতা রাম পৌরা যেঽস্যানুগামিনঃ ॥১২

অন্বয় : তং চণ্ডালরূপিণং দৃষ্ট্বা সর্বে মন্ত্রিণঃ যে অস্য অনুগামিনঃ পৌরাঃ সহিতাঃ (তং) ত্যক্ত্বা প্রাদ্রবন্। ১২

তাঁর চণ্ডালরূপ দেখে তাঁর মন্ত্রীরা এবং অন্যান্য অনুগামী পুরবাসীরা তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেলেন। ১২

একো হি রাজা কাকুৎস্থ জগাম পরমাত্মবান্।

দহ্যমানো দিবারাত্রং বিশ্বামিত্রং তপোধনম্ ॥১৩

অন্বয় : কাকুৎস্থ! পরমাত্মবান্ রাজা দিবারাত্রং দহ্যমানঃ একঃ হি তপোধনং বিশ্বামিত্রং জগাম। ১৩

হে কাকুৎস্থ, তখন সেই পরম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাজা দিবারাত্র দুঃখে দগ্ধপ্রায় হয়ে একদিন একাকী তপস্বী বিশ্বামিত্রের নিকট উপস্থিত হলেন। ১৩

বিশ্বামিত্রস্তু তং দৃষ্ট্বা রাজানং বিফলীকৃতম্।

চণ্ডালরূপিণং রাম মুনিঃ কারুণ্যমাগতঃ ॥১৪

অন্বয় : রাম! মুনিঃ বিশ্বামিত্রঃ তু তং চণ্ডালরূপিণং বিফলীকৃতং রাজানং দৃষ্ট্বা কারুণ্যম্ আগতঃ। ১৪

রাম, সেই চণ্ডালরূপী ভগ্নমনোরথ রাজাকে দেখে মুনি বিশ্বামিত্রের হৃদয়ে করুণার উদয় হল। ১৪

কারুণ্যাৎ স মহাতেজা বাক্যং পরমধার্মিকঃ।

ইদং জগাদ ভদ্রং তে রাজানং ঘোরদর্শনম্ ॥১৫

কিমাগমনকার্যং তে রাজপুত্র মহাবল।

অযোধ্যাধিপতে বীর শাপাচ্চণ্ডালতাং গতঃ ॥১৬

অন্বয়ঃ সঃ মহাতেজাঃ পরমধার্মিকঃ কারুণ্যাৎ ঘোরদর্শনং রাজানম্ ইদং বাক্যং জগাদ—মহাবল রাজপুত্র! ভদ্রংতে, কিং তে আগমনকার্যম্। অযোধ্যাধিপতে বীর! (কস্যাপি) শাপাৎ চণ্ডালতাং গতঃ। ১৫-১৬

মহাতেজস্বী পরম ধার্মিক বিশ্বামিত্র করুণাবশে সেই ঘোরদর্শন রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে মহাবল রাজপুত্র, আপনার কুশল তো? আপনার এখানে আসার উদ্দেশ্য কী? হে অযোধ্যাপতি বীর, আপনার আকার দেখে মনে হচ্ছে কারো শাপে আপনি চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। ১৫-১৬

অথ তদ্বাক্যমাকর্ণ্য রাজা চণ্ডালতাং গতঃ।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং বাক্যজ্ঞো বাক্যকোবিদম্ ॥১৭

অন্বয়ঃ অথ তৎ বাক্যম্ আকর্ণ্য চণ্ডালতাং গতঃ বাক্যজ্ঞঃ রাজা প্রাঞ্জলিঃ বাক্যকোবিদং বাক্যম্ অব্রবীৎ। ১৭

বিশ্বামিত্রের কথা শুনে চণ্ডালরূপী রাজা ত্রিশঙ্কু করযোড়ে সেই বাক্যকোবিদকে বললেন—। ১৭

প্রত্যাখ্যাতোঽস্মি গুরুণা গুরুপুত্রৈস্তথৈব চ।
অনবাপ্যৈব তং কামং ময়া প্রাপ্তো বিপর্যয়ঃ ॥১৮
সশরীরো দিবং যায়ামিতি মে সৌম্যদর্শন।
ময়া চেষ্টং ক্রতুশতং তচ্চ নাবাপ্যতে ফলম্ ॥১৯

অন্বয়ঃ সৌম্যদর্শন! গুরুণা তথা গুরুপুত্রৈঃ এব চ প্রত্যাখ্যাতঃ অস্মি। সশরীরঃ দিবং যায়ামি ইতি মে তং কামম্ অনবাপ্য এব ময়া বিপর্যয়ঃ প্রাপ্তঃ। ময়া ক্রতুশতং চ ইষ্টম্ তৎ চ ফলং ন অবাপ্যতে। ১৮-১৯

হে সৌম্য, গুরু এবং গুরুপুত্রেরাও আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। সশরীরে স্বর্গে যাব এই আমার কামনা, কিন্তু তা সফল হয় নি বরং মহাবিপর্যয় ঘটেছে। আমি একশত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছি, কিন্তু তার কোনো ফল পাই নি। ১৮-১৯

অনৃতং নোক্তপূর্বং মে ন চ বক্ষ্যে কদাচন।
কৃচ্ছ্রেষ্বপি গতঃ সৌম্য ক্ষত্রধর্মেণ তে শপে ॥২০

অন্বয়ঃ সৌম্য! মে অনৃতং ন উক্তপূর্বং ক্ষত্রধর্মেণ তে শপে ন চ কদাচন কৃচ্ছ্রেষু অপি গতঃ বক্ষ্যে। ২০

আমি পূর্বে কখনও মিথ্যা বলি নি, এবং আমার ক্ষত্রধর্মের শপথ করে বলছি, দুঃখকষ্টে পড়লেও কখনও মিথ্যা বলব না। ২০

যজ্ঞৈর্বহুবিধৈরিষ্টং প্রজা ধর্মেণ পালিতাঃ।
গুরবশ্চ মহাত্মানঃ শীলবৃত্তেন তোষিতাঃ ॥২১

অন্বয়ঃ (ময়া) বহুবিধৈঃ যজ্ঞৈঃ ইষ্টং, ধর্মেণ প্রজাঃ পালিতাঃ মহাত্মানঃ গুরবঃ চ শীলবৃত্তেন তোষিতাঃ। ২১

আমি বহুবিধ যজ্ঞ করেছি, ধর্ম অনুসারে প্রজা পালন করেছি এবং মহাত্মা গুরুদের সদাচারে তুষ্ট করেছি। ২১

ধর্মে প্রযতমানস্য যজ্ঞং চাহর্তুমিচ্ছতঃ।
পরিতোষং ন গচ্ছন্তি গুরবো মুনিপুঙ্গব ॥২২

অন্বয়ঃ মুনিপুঙ্গব! ধর্মে প্রযতমানস্য যজ্ঞং চ আহর্তুম্ ইচ্ছতঃ (মম) গুরবঃ পরিতোষং ন গচ্ছন্তি। ২২

মুনিবর, আমি ধর্মসাধনে সচেষ্ট এবং যজ্ঞ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু আমার গুরুরা তাতে সন্তুষ্ট হচ্ছেন না। ২২

দৈবমেব পরং মন্যে পৌরুষং তু নিরর্থকম্।
দৈবেনাক্রম্যতে সর্বং দৈবং হি পরমা গতিঃ ॥২৩

অন্বয়ঃ দৈবম্ এব পরং মন্যে, পৌরুষং তু নিরর্থকম্। দৈবেন সর্বম্ আক্রম্যতে, দৈবং হি পরমা গতিঃ। ২৩

এখন মনে হচ্ছে দৈবই প্রবল, এবং পুরুষকার নিরর্থক। দৈবই সবকিছু আয়ত্ত করে রেখেছে এবং দৈবই মানুষের একমাত্র গতি। ২৩

তস্য মে পরমার্তস্য প্রসাদমভিকাঙ্ক্ষতঃ।
কর্তুমর্হসি ভদ্রং তে দৈবোপহতকর্মণঃ ॥২৪
নান্যাং গতিং গমিষ্যামি নান্যচ্ছরণমস্তি মে।
দৈবং পুরুষকারেণ নিবর্তয়িতুমর্হসি ॥২৫

অন্বয়ঃ তস্য মে পরমার্তস্য অভিকাঙ্ক্ষতঃ দৈবোপহতকর্মণঃ প্রসাদং কর্তুম্ অর্হসি। ন অন্যাং গতিং গমিষ্যামি ন অন্যৎ শরণং মে অস্তি। পুরুষকারেণ দৈবং নিবর্তয়িতুম্ অর্হসি। ২৪-২৫

আমি অদৃষ্টের দ্বারা পীড়িত হচ্ছি এবং অদৃষ্টই আমার সমস্ত কর্ম পণ্ড করছে। আপনি আমার উপর প্রসন্ন হন, আপনি ছাড়া আমার অন্য গতি বা আশ্রয় নেই। আপনি পুরুষকারের দ্বারা আমার অদৃষ্টের প্রতিবিধান করুন। ২৪-২৫

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত

একোনষষ্টিতম সর্গ

* *

বসিষ্ঠপুত্রশাপঃ

(বশিষ্ঠপুত্রদের উপর বিশ্বামিত্রের শাপ)

উক্তবাক্যং তু রাজানং কৃপয়া কুশিকাত্মজঃ।
অব্রবীন্মধুরং বাক্যং সাক্ষাচ্চণ্ডালতাং গতম্ ॥১

অন্বয়ঃ কুশিকাত্মজঃ উক্তবাক্যং সাক্ষাৎ চণ্ডালতাং গতং রাজানং কৃপয়া মধুরং বাক্যম্ অব্রবীৎ। ১

ত্রিশঙ্কুর কথা শুনে বিশ্বামিত্র কৃপাপরবশ হয়ে সেই চণ্ডালত্বপ্রাপ্ত রাজাকে মধুর বাক্যে বললেন—। ১

ইক্ষ্বাকো স্বাগতং বৎস জানামি ত্বাং সুধার্মিক।
শরণং তে প্রদাস্যামি মা ভৈষীর্নৃপপুঙ্গব ॥২

অন্বয়ঃ ইক্ষ্বাকো নৃপপুঙ্গব সুধার্মিক বৎস! স্বাগতম্ ত্বাং জানামি, তে শরণং প্রদাস্যামি, মা ভৈষীঃ। ২

হে পরমধার্মিক ইক্ষ্বাকুরাজ, বৎস, তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি। তোমাকে আমি জানি এবং তোমাকে আশ্রয়ও দিচ্ছি। তুমি ভীত হোয়ো না। ২

অহমামন্ত্রয়ে সর্বান্ মহর্ষীন্ পুণ্যকর্মণঃ।
যজ্ঞসাহ্যকরান্ রাজংস্ততো যক্ষ্যসি নির্বৃতঃ ॥৩

অন্বয়ঃ রাজন্! অহং সর্বান্ পুণ্যকর্মণঃ যজ্ঞসাহ্যকরান্ মহর্ষীন্ আমন্ত্রয়ে ততঃ নির্বৃতঃ যক্ষ্যসি। ৩

মহারাজ! আমি তোমার যজ্ঞে সাহায্য করবার জন্যে সমস্ত পুণ্যকর্মা মহর্ষিদের আমন্ত্রণ করব, তখন তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে যজ্ঞ করতে পারবে। ৩

গুরুশাপকৃতং রূপং যদিদং ত্বয়ি বর্ততে।
অনেন সহরূপেণ সশরীরো গমিষ্যসি ॥৪

অন্বয়ঃ যৎ ইদং গুরুশাপকৃতং রূপং ত্বয়ি বর্ততে অনেন রূপেণ সহ সশরীরঃ (স্বর্গং) গমিষ্যসি। ৪

গুরুর শাপে তোমার এই-যে বিকৃত রূপ হয়েছে, এই রূপ নিয়েই তুমি সশরীরে স্বর্গে যেতে পারবে। ৪

হস্তপ্রাপ্তমহং মন্যে স্বর্গং তব নরাধিপ।
যস্ত্বং কৌশিকমাগম্য শরণ্যং শরণাগতঃ ॥৫

অন্বয়ঃ নরাধিপ! অহং স্বর্গং তব হস্তপ্রাপ্তং মন্যে যঃ ত্বং শরণ্যং কৌশিকম্ আগম্য শরণাগতঃ। ৫

মহারাজ, তুমি যখন শরণ্য কৌশিকের শরণ নিয়েছ, তখন মনে হচ্ছে, স্বর্গ তোমার হস্তগতই হয়েছে। ৫

এবমুক্ত্বা মহাতেজাঃ পুত্রান পরমধার্মিকান্।
ব্যাদিদেশ মহাপ্রাজ্ঞান্ যজ্ঞসম্ভারকারণাৎ ॥
সর্বান্ শিষ্যান সমাহূয় বাক্যমেতদুবাচ হ ॥৬

অন্বয়ঃ মহাতেজাঃ এবম্ উক্ত্বা পরমধার্মিকান মহাপ্রাজ্ঞান পুত্রান্ যজ্ঞসম্ভার-কারণাৎ ব্যাদিদেশ। সর্বান্ শিষ্যান্ সমাহূয় এতৎ বাক্যম্ উবাচ। ৬

ত্রিশঙ্কুকে এই কথা বলে মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র তাঁর পরম ধার্মিক মহাপ্রাজ্ঞ পুত্রদের যজ্ঞসম্ভার আহরণ করতে আদেশ দিলেন এবং শিষ্যদের ডেকে বললেন—। ৬

সর্বানৃষীন্ সবাসিষ্ঠানানয়ধ্বং মমাজ্ঞয়া।
সশিষ্যান্ সুহৃদশ্চৈব সর্ত্বিজঃ সুবহুশ্রুতান ॥৭
যদন্যো বচনং ব্রূয়ান্মদ্বাক্যবলচোদিতঃ।
তৎসর্বমখিলেনোক্তং সমাখ্যেয়মনাদৃতম্ ॥৮

অন্বয়ঃ মম আজ্ঞয়া সর্বান্ ঋষীন্ সবাসিষ্ঠান্ সশিষ্যান্ সুহৃদঃ চ এব সর্ত্বিজঃ সুবহুশ্রুতান্ আনয়ধ্বম্। মদ্বাক্যবলচোদিতঃ অন্যঃ যৎ বচনং ব্রূয়াৎ তৎ সর্বম্ অনাদৃতম্ উক্তম্ অখিলেন সমাখ্যেয়ম্। ৭-৮

তোমরা আমার আদেশে বশিষ্ঠপুত্রদের, শিষ্য ও সুহৃদ্‌বর্গসহ ঋষিদের এবং সুপণ্ডিত ঋত্বিকদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে এস। যদি কেউ আমার আমন্ত্রণে কোনো রকম অনাদরের কথা বলেন, তোমরা আমাকে তা সমস্তই অবিকল জানাবে। ৭-৮

তস্য তদ্‌বচনং শ্রুত্বা দিশো জগ্মুস্তদাজ্ঞয়া।
আজগ্মুরথ দেশেভ্যঃ সর্বেভ্যো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥৯

অন্বয়ঃ তস্য তৎ বচনং শ্রুত্বা তদাজ্ঞয়া (শিষ্যাঃ) দিশঃ জগ্মুঃ। অথ ব্রহ্মবাদিনঃ সর্বেভ্যঃ দেশেভ্যঃ আজগ্মুঃ। ৯

বিশ্বামিত্রের আদেশে তাঁর শিষ্যেরা চারদিকে চলে গেলেন। তারপর ব্রহ্মবাদী ঋষিরা চারদিক থেকে আসতে লাগলেন। ৯

তে শিষ্যাঃ সমাগম্য মুনিং জ্বলিততেজসম্।
উচুশ্চ বচনং সর্বং সর্বেষাং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥১০

অন্বয়ঃ তে চ শিষ্যাঃ সমাগম্য জ্বলিততেজসং মুনিং সর্বেষাং ব্রহ্মবাদিনাং সর্বং বচনম্ উচুঃ। ১০

শিষ্যেরা ফিরে এসে জ্যোতির্ময় মুনি বিশ্বামিত্রকে ব্রহ্মবাদী ঋষিদের সকল কথা জানিয়ে বললেন—। ১০

শ্রুত্বা তে বচনং সর্বে সমায়ান্তি দ্বিজাতয়ঃ।
সর্বদেশেষু আগচ্ছন্ বর্জয়িত্বা মহোদয়ম্ ॥১১

অন্বয়ঃ তে বচনং শ্রুত্বা সর্বে দ্বিজাতয়ঃ সমায়ান্তি। মহোদয়ং বর্জয়িত্বা সর্বদেশেষু আগচ্ছন্। ১১

মুনিবর, আপনার আমন্ত্রণ পেয়ে মহোদয় নামে এক ব্রাহ্মণ ছাড়া সকল দেশের ব্রাহ্মণেরা আসতে সম্মত হয়েছেন। ১১

বসিষ্ঠং যচ্ছতং সর্বং ক্রোধপর্যাকুলাক্ষরম্।
যথাহ বচনং সর্বং শৃণু ত্বং মুনিপুঙ্গব ॥১২

অন্বয়ঃ মুনিপুঙ্গব! সর্বং বসিষ্ঠং যচ্ছতং যথা ক্রোধপর্যাকুলাক্ষরং বচনম্ আহ (তৎ) সর্বং ত্বং শৃণু। ১২

হে মুনিপুঙ্গব, আর বশিষ্ঠপুত্রদের আমন্ত্রণ করায় তাঁরা ক্রোধে অধীর হয়ে যে কথা বলেছেন তা শুনুন—। ১২

ক্ষত্রিয়ো যাজকো যস্য চাণ্ডালস্য বিশেষতঃ।
কথং সদসি ভোক্তারো হবিস্তস্য সুরর্ষয়ঃ ॥১৩
ব্রাহ্মণা বা মহাত্মানো ভুক্ত্বা চাণ্ডালভোজনম্।
কথং স্বর্গং গমিষ্যন্তি বিশ্বামিত্রেণ পালিতাঃ ॥১৪

অন্বয়ঃ যস্য ক্ষত্রিয়ঃ যাজকঃ বিশেষতঃ চাণ্ডালস্য তস্য সদসি সুরর্ষয়ঃ কথং হবিঃ ভোক্তারঃ। বিশ্বামিত্রেণ পালিতাঃ মহাত্মানঃ ব্রাহ্মণাঃ বা কথং চাণ্ডালভোজনং ভুক্ত্বা স্বর্গং গমিষ্যন্তি। ১৩-১৪

ক্ষত্রিয় যার যাজক এবং যে-ব্যক্তি স্বয়ং চণ্ডাল, তার যজ্ঞসভায় দেবতা ও

ঋষিরা কী করে হবি গ্রহণ করবেন? মহাত্মা ব্রাহ্মণেরাই বা কী করে চণ্ডালের প্রদত্ত ভোজ্য গ্রহণ করে বিশ্বামিত্রের সহায়তায় স্বর্গলাভ করতে পারবেন? ১৩-১৪

এতদ্‌বচননৈষ্ঠুর্যমূচুঃ সংরক্তলোচনাঃ।
বাসিষ্ঠা মুনিশার্দূল সর্বে সহ মহোদয়াঃ ॥১৫

অন্বয়ঃ মুনিশার্দূল! সর্বে বাশিষ্ঠাঃ সহমহোদয়াঃ সংরক্তলোচনাঃ এতৎ বচননৈষ্ঠুর্যম্‌ ঊচুঃ। ১৫

মুনিবর, মহোদয় ঋষি এবং বশিষ্ঠের পুত্রেরা ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করে এমন নিষ্ঠুর কথা বলেছেন। ১৫

তেষাং তদ্‌বচনং শ্রুত্বা সর্বেষাং মুনিপুঙ্গবঃ।
ক্রোধসংরক্তনয়নঃ সরোষমিদমব্রবীৎ ॥১৬

অন্বয়ঃ তেষাং সর্বেষাং তৎ বচনং শ্রুত্বা মুনিপুঙ্গবঃ ক্রোধসংরক্তনয়নঃ সরোষম্‌ ইদম্‌ অব্রবীৎ। ১৬

তাঁদের কথা শুনে মুনিবর বিশ্বামিত্র ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করে বললেন— । ১৬

যদ্‌দূষয়ন্ত্যদুষ্টং মাং তপ উগ্রং সমাস্থিতম্‌।
ভস্মীভূতা দুরাত্মানো ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥১৭

অন্বয়ঃ যৎ দুরাত্মানো উগ্রং তপঃ সমাস্থিতম্‌ অদুষ্টং মাং দূষয়ন্তি (তৎ তে) ভস্মীভূতাঃ ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ। ১৭

আমি কঠোর তপস্যা করেছি এবং কোনো দোষ আমাকে স্পর্শ করে নি, সুতরাং যে দুরাত্মারা আমার প্রতি এভাবে দোষারোপ করছে তারা নিশ্চয়ই ভস্মীভূত হবে। ১৭

অদ্য তে কালপাশেন নীতা বৈবস্বতক্ষয়ম্‌।
সপ্তজাতিশতান্যেব মৃতপাঃ সম্ভবন্তু তে ॥১৮

অন্বয়ঃ অদ্য তে কালপাশেন বৈবস্বতক্ষয়ং নীতাঃ। তে সপ্তজাতি শতানি এব মৃতপাঃ সংভবন্তু। ১৮

আজ তারা কালপাশে বদ্ধ হয়ে মৃত্যুমুখে উপস্থিত হয়েছে। তারা সাত শত জন্ম শবদেহ-রক্ষক চণ্ডাল[১] হবে। ১৮

শ্বমাংসনিরতাহারা মুষ্টিকা নাম নির্ঘৃণাঃ।
বিকৃতাশ্চ বিরূপাশ্চ লোকাননুচরন্ত্বিমান্‌ ॥১৯

অন্বয় : (তে) মুষ্টিকাঃ নাম নির্ঘৃণাঃ শ্বমাংসনিয়তাহারাঃ বিকৃতাঃ চ বিরূপাঃ চ ইমান্ লোকান্ অনুচরন্তু। ১৯

তারা ঘৃণ্য মুষ্টিক[২] নাম গ্রহণ করে সর্বদা কুকুরমাংস ভোজন করবে এবং বিকৃত বিরূপ দেহে পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করবে। ১৯

মহোদয়শ্চ দুর্বুদ্ধির্মামদূষ্যং হ্যদূষয়ৎ।
দূষিতঃ সর্বলোকেষু নিষাদত্বং গমিষ্যতি ॥২০
প্রাণাতিপাতনিরতো নিরনুক্রোশতাং গতঃ।
দীর্ঘকালং মম ক্রোধাদ্দুর্গতিং বর্তয়িষ্যতি ॥২১

অন্বয় : দুর্বুদ্ধিঃ মহোদয়ঃ চ মাম্ অদূষ্যং হি অদূষয়ৎ। (সঃ) সর্বলোকেষু দূষিতঃ নিষাদত্বং গমিষ্যতি। (সঃ) প্রাণাতিপাতনিরতঃ মম ক্রোধাৎ নিরনুক্রোশতাং গতঃ দীর্ঘকালং দুর্গতিং বর্তয়িষ্যতি। ২০-২১

আর দুর্বুদ্ধি মহোদয় আমাকে অকারণে দোষ দিয়েছে, সুতরাং সে সর্বলোকনিন্দিত নিষাদত্ব[৩] প্রাপ্ত হয়ে প্রাণিহত্যায় নিযুক্ত হবে এবং আমার রোষে নানা দোষে দুষ্ট হয়ে দীর্ঘকাল দুর্গতি ভোগ করবে। ২০-২১

এতাবদুক্ত্বা বচনং বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
বিররাম মহাতেজা ঋষিমধ্যে মহামুনিঃ ॥২২

অন্বয় : মহাতপাঃ মহাতেজাঃ মহামুনিঃ বিশ্বামিত্রঃ ঋষিমধ্যে এতাবৎ বচনম্ উক্ত্বা বিররাম। ২২

মহাতপস্বী মহাতেজস্বী মহামুনি বিশ্বামিত্র ঋষিদের মধ্যে এই কথা বলে নীরব হলেন। ২২

একোনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত

ষষ্টিতম সর্গ

ত্রিশঙ্কোঃ স্বর্গগমনম্

(ত্রিশঙ্কুর স্বর্গগমন)

তপোবলহতান্ জ্ঞাত্বা বসিষ্ঠান সমহোদয়ান্ ।
ঋষিমধ্যে মহাতেজা বিশ্বামিত্রোঽভ্যভাষত ॥১

অন্বয়ঃ বসিষ্ঠান্ সমহোদয়ান্ তপোবলহতান্ জ্ঞাত্বা মহাতেজাঃ বিশ্বামিত্রঃ ঋষিমধ্যে অভ্যভাষত । ১

মহোদয় ঋষি এবং বশিষ্ঠপুত্রেরা তপোবলে পরাভূত হয়েছেন জেনে মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র ঋষিদের বললেন — । ১

অয়মিক্ষ্বাকুদায়াদস্ত্রিশঙ্কুরিতি বিশ্রুতঃ ।
ধর্মিষ্ঠশ্চ বদান্যশ্চ মাং চৈব শরণং গতঃ ।
স্বেনানেন শরীরেণ দেবলোকজিগীষয়া ॥২

অন্বয়ঃ অয়ম্ ইক্ষ্বাকুদায়াদঃ ত্রিশঙ্কুঃ ইতি বিশ্রুতঃ ধর্মিষ্ঠঃ চ বদান্যঃ চ অনেন স্বেন শরীরেণ দেবলোকং জিগীষয়া মাং চ এব শরণং গতঃ। যথায়ং স্বশরীরেণ দেবলোকং গমিষ্যতি । ২

ত্রিশঙ্কু নামে খ্যাত এই ইক্ষ্বাকুবংশীয় ধার্মিক ও বদান্য রাজা স্বশরীরে স্বর্গে যাওয়ার কামনায় আমার শরণ নিয়েছেন । ২

যথায়ং স্বশরীরেণ দেবলোকং গমিষ্যতি ।
তথা প্রবর্ত্যতাং যজ্ঞো ভবদ্ভিশ্চ ময়া সহ ॥৩

অন্বয়ঃ যথা অয়ং স্বশরীরেণ দেবলোকং গমিষ্যতি তথা ভবদ্ভিঃ চ ময়া সহ যজ্ঞঃ প্রবর্ত্যতাম্ । ৩

এখন যাতে ইনি স্বশরীরে স্বর্গে যেতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে আমার সঙ্গে আপনারা যজ্ঞের জন্যে প্রস্তুত হন । ৩

বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা সর্বএব মহর্ষয়ঃ ।
উচুঃ সমেতাঃ সহসা ধর্মজ্ঞা ধর্মসংহিতম্ ॥৪

অন্বয় : বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা সর্বে এব ধর্মজ্ঞাঃ মহর্ষয়ঃ সমেতাঃ সহসা ধর্মসংহিতম্ ঊচুঃ। ৪

বিশ্বামিত্রের কথা শুনে ধর্মজ্ঞ মহর্ষিরা সমবেত হয়ে ধর্মানুসারে বললেন।— ৪

অয়ং কুশিকদায়াদো মুনিঃ পরমকোপনঃ।
যদাহ বচনং সম্যগেতৎ কার্যং ন সংশয়ঃ ॥৫

অন্বয় : অয়ং কুশিকদায়াদঃ পরমকোপনঃ মুনিঃ যৎ বচনম্ আহ এতৎ সম্যক্ কার্যং ন সংশয়ঃ। ৫

এই কুশিকবংশীয় মুনি অত্যন্ত কোপন-স্বভাব, সুতরাং ইনি যা বললেন তা আমাদের অবশ্যই করতে হবে। ৫

অগ্নিকল্পো হি ভগবান্ শাপং দাস্যতি রোষতঃ।
তস্মাৎ প্রবর্ত্যতাং যজ্ঞঃ সশরীরো যথা দিবি ॥৬
গচ্ছেদিক্ষ্বাকুদায়াদো বিশ্বামিত্রস্য তেজসা।
ততঃ প্রবর্ত্যতাং যজ্ঞঃ সর্বে সমধিতিষ্ঠত ॥৭

অন্বয় : অগ্নিকল্পঃ ভগবান্ রোষতঃ শাপং দাস্যতি তস্মাৎ যজ্ঞঃ প্রবর্ত্যতাম্। যথা ইক্ষ্বাকুদায়াদঃ বিশ্বামিত্রস্য তেজসা সশরীরঃ দিবি গচ্ছেৎ ততঃ যজ্ঞঃ প্রবর্ত্যতাং সর্বে সমধিষ্ঠত। ৬-৭

আমরা অসম্মত হলে এই অগ্নিকল্প ঋষি ক্রোধে শাপ দেবেন, সুতরাং যাতে এই ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের তপস্যার প্রভাবে সশরীরে স্বর্গে যেতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে আমরা যজ্ঞ আরম্ভ করি আসুন। ৬-৭

এবমুক্ত্বা মহর্ষয়ঃ সংজহ্রুস্তা ক্রিয়াস্তদা।
যাজকশ্চ মহাতেজা বিশ্বামিত্রোঽভবৎ ক্রতৌ ॥৮

অন্বয় : এবম্ উক্ত্বা মহর্ষয়ঃ তদা তাঃ ক্রিয়াঃ সংজহ্রুঃ। মহাতেজাঃ বিশ্বামিত্রঃ চ ক্রতৌ যাজকঃ অভবৎ। ৮

মহর্ষিরা এই বলে যজ্ঞের কাজ আরম্ভ করলেন এবং মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র সেই যজ্ঞের যাজকের ভার গ্রহণ করলেন। ৮

ঋত্বিজশ্চানুপূর্ব্যেণ মন্ত্রবন্মন্ত্রকোবিদাঃ।
চক্রুঃ সর্বাণি কর্মাণি যথাকল্পং যথাবিধি ॥৯

অন্বয় : মন্ত্রকোবিদাঃ ঋত্বিজঃ চ আনুপূর্ব্যেণ মন্ত্রবৎ সর্বাণি যথাকল্পং যথাবিধি চক্রুঃ। ৯

মন্ত্রজ্ঞ ঋষিকেরা মন্ত্র উচ্চারণ করে শাস্ত্র ও বিধি অনুসারে সমস্ত কর্ম আনুপূর্বক করতে লাগলেন। ৯

ততঃ কালেন মহতা বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
চকারাবাহনং তত্র ভাগার্থং সর্বদেবতাঃ ॥১০
নাভ্যাগমংস্তদা তত্র ভাগার্থং সর্বদেবতাঃ ॥১১

অন্বয়: ততঃ মহতা কালেন মহাতপাঃ বিশ্বামিত্রঃ তত্র ভাগার্থং সর্বদেবতাঃ আবাহনং চকার। তদা তত্র সর্বদেবতাঃ ভাগার্থং ন অভ্যাগমন্। ১০-১১

দীর্ঘকাল পরে মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র যজ্ঞভাগ গ্রহণের জন্যে দেবতাদের আবাহন করলেন, কিন্তু কোনো দেবতাই যজ্ঞভাগ গ্রহণ করতে এলেন না। ১০-১১

ততঃ কোপসমাবিষ্টো বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
স্রুবমুদ্যম্য সক্রোধস্ত্রিশঙ্কুমিদমব্রবীৎ ॥১২

অন্বয়: ততঃ মহামুনিঃ বিশ্বামিত্রঃ কোপসমাবিষ্টঃ সক্রোধঃ স্রুবম্ উদ্যম্য ত্রিশঙ্কুম্ ইদম্ অব্রবীৎ। ১২

তখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র সরোষে স্রুব[১] উত্তোলন করে ত্রিশঙ্কুকে বললেন—। ১২

পশ্য মে তপসো বীর্যং স্বার্জিতস্য নরেশ্বর।
এষ ত্বাং স্বশরীরেণ নয়ামি স্বর্গমোজসা।
দুষ্প্রাপ্যং স্বশরীরেণ স্বর্গং গচ্ছ নরেশ্বর ॥১৩

অন্বয়: নরেশ্বর! স্বার্জিতস্য মে তপসঃ বীর্যং পশ্য। এষঃ ত্বাং ওজসা স্বশরীরেণ স্বর্গং নয়ামি। নরেশ্বর! স্বশরীরেণ দুষ্প্রাপ্যং স্বর্গং গচ্ছ। ১৩

মহারাজ, এখন তুমি আমার স্বোপার্জিত তপস্যার বল দেখো। এই-আমি তোমাকে স্বমহিমায় সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করব। হে নরেশ্বর! সশরীরেই স্বর্গে যাও। ১৩

স্বার্জিতং কিঞ্চিদপ্যস্তি ময়াহি তপসঃ ফলম্।
রাজংস্ত্বং তেজসা তস্য সশরীরো দিবং ব্রজ ॥১৪

অন্বয়: রাজন্! ময়া কিঞ্চিৎ অপি স্বার্জিতং তপসঃ ফলম্ অস্তি। ত্বং তস্য তেজসা সশরীরঃ দিবং ব্রজ। ১৪

আমার কিছু স্বোপার্জিত তপস্যার ফল আছে, তার বলেই তুমি সশরীরে স্বর্গে যাও। ১৪

উক্তবাক্যে মুনৌ তস্মিন্ সশরীরো নরেশ্বরঃ।
দিবং জগাম কাকুৎস্থ মুনীনাং পশ্যতাং তদা ॥১৫

অন্বয় : কাকুৎস্থ! তদা উক্তবাক্যে তস্মিন্ মুনৌ নরেশ্বরঃ মুনীনাং পশ্যতাং সশরীরঃ দিবং জগাম। ১৫

মুনি বিশ্বামিত্র একথা বলামাত্রই ঋষিদের সম্মুখেই রাজা ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গারোহণ করতে লাগলেন। ১৫

স্বর্গলোকং গতং দৃষ্ট্বা ত্রিশঙ্কুং পাকশাসনঃ।
সহ সর্বৈঃ সুরগণৈরিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৬

অন্বয় : ত্রিশঙ্কুং স্বর্গালোকং গতং দৃষ্ট্বা পাকশাসনঃ সর্বৈঃ সুরগণৈঃ সহ ইদম্ বচনম্ অব্রবীৎ। ১৬

ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গারোহণ করতে দেখে পাকশাসন[২] ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতারা তাঁকে ডেকে বললেন—। ১৬

ত্রিশঙ্কো গচ্ছ ভূয়স্ত্বং নাসি স্বর্গকৃতালয়ঃ।
গুরুশাপহতো মূঢ় পত ভূমিমবাক্শিরাঃ ॥১৭

অন্বয় : মূঢ় ত্রিশঙ্কো! ভূয়ঃ ত্বং গচ্ছ (ত্বং) গুরুশাপহতঃ স্বর্গকৃতালয়ঃ ন অসি অবাক্শিরাঃ ভূমিং পত। ১৭

মূঢ় ত্রিশঙ্কু, তুমি ফিরে যাও। তুমি গুরুশাপগ্রস্ত হয়েছ, স্বর্গ তোমার আবাস হতে পারে না, সুতরাং তুমি নিচের দিকে মাথা করে মাটিতে পড়তে থাকো। ১৭

এবমুক্তো মহেন্দ্রেণ ত্রিশঙ্কুরপতৎ পুনঃ।
বিক্রোশমানস্ত্রাহীতি বিশ্বামিত্রং তপোধনম্ ॥১৮

অন্বয় : মহেন্দ্রেণ এবম্ উক্তঃ বিশ্বামিত্রং তপোধনং ত্রাহি ইতি বিক্রোশমানঃ ত্রিশঙ্কুঃ পুনঃ অপতৎ। ১৮

ইন্দ্র একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিশঙ্কু মাটিতে পড়তে পড়তে বিশ্বামিত্রকে ডেকে 'রক্ষা করো, রক্ষা করো' বলে কাতর স্বরে চীৎকার করতে লাগলেন। ১৮

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য ক্রোশমানস্য কৌশিকঃ।
রোষমাহারয়ত্তীব্রং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥১৯

অন্বয় : কৌশিকঃ তস্য ক্রোশমানস্য তৎ বচনং শ্রুত্বা তীব্রং রোষম্ আহরয়ৎ, তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইতি চ অব্রবীৎ। ১৯

ত্রিশঙ্কুর কাতর ধ্বনি শুনে বিশ্বামিত্র মহাক্রোধে বলে উঠলেন—'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' (থামো, থামো)। ১৯

ঋষিমধ্যে স তেজস্বী প্রজাপতিরিবাপরঃ।
সৃজন্ দক্ষিণমার্গস্থান্ সপ্তর্ষীনপরান্ পুনঃ ॥২০
নক্ষত্রবংশমপরমসৃজৎ ক্রোধমূর্ছিতঃ।
দক্ষিণাং দিশমাস্থায় ঋষিমধ্যে মহাযশাঃ ॥২১

অন্বয়ঃ সঃ মহাযশাঃ তেজস্বী ক্রোধমূর্ছিতঃ অপরঃ প্রজাপতিঃ ইব ঋষিমধ্যে অপরান্ দক্ষিণমার্গস্থান্ সপ্তর্ষীন্ সৃজন্ পুনঃ দক্ষিণাং দিশম্ আস্থায় অপরং নক্ষত্রবংশম্ অসৃজৎ। ২০-২১

তারপর তেজস্বী বিশ্বামিত্র ক্রোধান্ধ হয়ে ঋষিদের সম্মুখেই দ্বিতীয় প্রজাপতির মতো দক্ষিণ আকাশে অপর এক সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং অন্যান্য নক্ষত্রমণ্ডল সৃষ্টি করলেন। ২০-২১

সৃষ্ট্বা নক্ষত্রবংশং চ ক্রোধেন কলুষীকৃতঃ।
অন্যমিন্দ্রং করিষ্যামি লোকো বা স্যাদনিন্দ্রকঃ ॥
দৈবতান্যপি স ক্রোধাৎ স্রষ্টুং সমুপচক্রমে ॥২২

অন্বয়ঃ সঃ ক্রোধেন কলুষীকৃতঃ নক্ষত্রবংশং চ সৃষ্ট্বা (অব্রবীৎ)—অন্যম্ ইন্দ্রং করিষ্যামি, লোকঃ বা অনিন্দ্রকঃ স্যাৎ। সঃ ক্রোধাৎ দৈবতানি অপি স্রষ্টুং সমুপচক্রমে। ২২

নক্ষত্রমণ্ডল সৃষ্টি করে ক্রোধকলুষিতচিত্তে তিনি বললেন—আমি অন্য-এক ইন্দ্র সৃষ্টি করব, অথবা জগৎ ইন্দ্রহীন হবে। তারপর ক্রোধে তিনি দেবতাও সৃষ্টি করতে লাগলেন। ২২

ততঃ পরমসম্ভ্রান্তাঃ সর্ষিসংঘাঃ সুরাসুরাঃ।
বিশ্বামিত্রং মহাত্মানমূচুঃ সানুনয়ং বচঃ ॥২৩

অন্বয়ঃ ততঃ সর্ষিসংঘাঃ সুরাসুরাঃ পরমসম্ভ্রান্তাঃ বিশ্বামিত্রং মহাত্মানং সানুনয়ং বচঃ উচুঃ। ২৩

তখন ঋষি, দেব ও অসুররা অত্যন্ত ভীত হয়ে মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে অনুনয় করে বললেন—। ২৩

অয়ং রাজা মহাভাগ গুরুশাপপরিক্ষতঃ।
সশরীরো দিবং যাতুং নার্হত্যেব তপোধন ॥২৪

অন্বয়ঃ মহাভাগ! তপোধন! অয়ং রাজা গুরুশাপপরিক্ষতঃ সশরীরঃ দিবং যাতুং ন অর্হতি এব। ২৪

হে মহাভাগ তপস্বী, এই রাজা ত্রিশঙ্কু গুরুশাপগ্রস্ত হয়েছেন, সুতরাং এঁর সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার যোগ্যতা নেই। ২৪

তেষাং তদ্‌বচনং শ্রুত্বা দেবানাং মুনিপুঙ্গবঃ।
অব্রবীৎ সুমহৎ বাক্যং কৌশিকঃ সর্বদেবতাঃ ॥২৫

অন্বয়ঃ তেষাং দেবানাং তৎ বচনং শ্রুত্বা মুনিপুঙ্গবঃ কৌশিকঃ সর্বদেবতাঃ সুমহৎ বাক্যম্ অব্রবীৎ। ২৫

দেবতাদের কথা শুনে মুনিবর বিশ্বামিত্র উদাত্তস্বরে তাঁদের সকলকে বললেন—। ২৫

সশরীরস্য ভদ্রং বঃ ত্রিশঙ্কোরস্য ভূপতেঃ।
আরোহণং প্রতিজ্ঞাতং নানৃতং কর্তুমুৎসহে ॥২৬

অন্বয়ঃ ভদ্রং বঃ (ভবতু)। অস্য ত্রিশঙ্কোঃ ভূপতেঃ সশরীরস্য আরোহণং প্রতিজ্ঞাতং ন অনৃতং কর্তুম্ উৎসহে। ২৬

আপনাদের মঙ্গল হোক। আমি রাজা ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে পাঠাব এই প্রতিজ্ঞা করেছি, আমার প্রতিজ্ঞা আমি ব্যর্থ হতে দিতে চাই না। ২৬

স্বর্গোঽস্তু সশরীরস্য ত্রিশঙ্কোরস্য শাশ্বতঃ।
নক্ষত্রাণি চ সর্বাণি মামকানি ধ্রুবাণ্যথ ॥২৭
যাবল্লোকা ধরিষ্যন্তি তিষ্ঠন্ত্বেতানি সর্বশঃ।
যৎকৃতানি সুরাঃ সর্বে তদনুজ্ঞাতুমর্হথ ॥২৮

অন্বয়ঃ অস্য ত্রিশঙ্কোঃ সশরীরস্য শাশ্বতঃ স্বর্গঃ অস্তু। মামকানি সর্বাণি নক্ষত্রাণি চ অথ ধ্রুবাণি (সন্তু)। যাবৎ লোকাঃ ধরিষ্যন্তি (তাবৎ) এতানি যৎ কৃতানি সর্বশঃ তিষ্ঠন্তু—সর্বে সুরাঃ তৎ অনুজ্ঞাতুম্ অর্হথ। ২৭-২৮

এই ত্রিশঙ্কুর সশরীরে অনন্ত স্বর্গবাস হোক। আমার সৃষ্ট নক্ষত্ররাও নিত্যকালে বিরাজ করুক। যতদিন ত্রিভুবন বিদ্যমান থাকবে তত দিন আমার সৃষ্ট সবকিছুই বিদ্যমান থাকবে—দেবতারা এই আজ্ঞা দিন। ২৭-২৮

এবমুক্তাঃ সুরাঃ সর্বে প্রত্যূচুর্মুনিপুঙ্গবম্।
এবং ভবতু ভদ্রং তে তিষ্ঠন্ত্বেতানি সর্বশঃ ॥২৯
গগনে তান্যনেকানি বৈশ্বানরপথাদ্‌বহিঃ ॥৩০

নক্ষত্রাণি মুনিশ্রেষ্ঠ তেষু জ্যোতিঃষু জাজ্বলন্।
অবাক্‌শিরাস্ত্রিশঙ্কুশ্চ তিষ্ঠত্বমরসন্নিভঃ ॥৩১

অন্বয় : এবম্ উক্তাঃ সর্বে সুরাঃ মুনিপুঙ্গবং প্রত্যুচুঃ—মুনিশ্রেষ্ঠ ! ভদ্রং তে (ভবতু) এবং ভবতু। এতানি সর্বশঃ তিষ্ঠন্তু। বৈশ্বানরপথাৎ বহিঃ গগনে তানি অনেকানি নক্ষত্রাণি (তিষ্ঠন্তু)। তেষু জ্যোতিঃষু অমরসন্নিভঃ জাজ্বলন্ ত্রিশঙ্কুঃ চ অবাক্‌শিরাঃ তিষ্ঠতু। ২৯-৩১

বিশ্বামিত্রের কথার উত্তরে দেবতারা বললেন,—মুনিবর, আপনার মঙ্গল হোক। আপনি যা চান তাই হবে। আপনার সৃষ্ট সবকিছুই বর্তমান থাকবে। আকাশে সূর্যপরিক্রমণ-পথের বাইরে[৩] আপনার সৃষ্ট নক্ষত্রেরা বিদ্যমান থাকবে, আর তাদের মধ্যে ত্রিশঙ্কু নিচের দিকে মাথা করে দেবতার মতো জ্যোতির্ময় হয়ে বিরাজ করবেন। ২৯-৩১

অনুযাস্যন্তি চৈতানি জ্যোতীংষি নৃপসত্তমম্।
কৃতার্থং কীর্তিমন্তং চ স্বর্গলোকগতং যথা ॥৩২

অন্বয় : এতানি জ্যোতীংষি চ নৃপসত্তমং যথা স্বর্গলোকগতং (তথা) কৃতার্থং কীর্তিমন্তং চ অনুযাস্যন্তি। ৩২

নৃপশ্রেষ্ঠ ত্রিশঙ্কু স্বর্গে গিয়ে কৃতার্থ ও কীর্তিমান হয়েছেন। আপনার জ্যোতিষ্করা এখন তাঁকে অনুসরণ করবে। ৩২

বিশ্বামিত্রস্তু ধর্মাত্মা সর্বদেবৈরভিষ্টুতঃ।
ঋষিমধ্যে মহাতেজা বাঢ়মিত্যেব দেবতাঃ ॥৩৩

অন্বয় : মহাতেজাঃ ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্রঃ তু সর্বদেবৈঃ অভিষ্টুতঃ ঋষিমধ্যে দেবতাঃ বাঢ়ম্ ইতি এব (অবদৎ)। ৩৩

মহাতেজস্বী ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্র দেবতাদের স্তুতিতে প্রীত হয়ে ঋষিদের সম্মুখে দেবতাদের বললেন—'তথাস্তু'। ৩৩

ততো দেবা মহাত্মানো ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
জগ্মুর্যথাগতং সর্বে যজ্ঞস্যান্তে নরোত্তম ॥৩৪

অন্বয় : নরোত্তম ! ততঃ দেবাঃ মহাত্মানঃ তপোধনাঃ ঋষয়ঃ চ সর্বে যজ্ঞস্য অন্তে যথাগতং জগ্মুঃ। ৩৪

হে নরোত্তম, তারপর যজ্ঞশেষে দেবতারা এবং মহাত্মা তপস্বী ঋষিরা নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবর্তন করলেন। ৩৪

ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত

একষষ্টিতম সর্গ

* *

শুনঃশেপবৃত্তান্তঃ

(শুনঃশেপের কাহিনী)

বিশ্বামিত্রো মহাতেজাঃ প্রস্থিতান্ বীক্ষ্য তানৃষীন্।
অব্রবীন্নরশার্দূল সর্বাংস্তান্ বনবাসিনঃ ॥১

অন্বয় : নরশার্দূল! মহাতেজাঃ বিশ্বামিত্রঃ তান্ ঋষীন প্রস্থিতান্ বীক্ষ্য সর্বান্ তান্ বনবাসিনঃ অব্রবীৎ। ১

আমন্ত্রিত ঋষিরা প্রস্থান করলে মহাতেজস্বী রাজা বিশ্বামিত্র তাঁর তপোবনবাসী মুনিদের বললেন—। ১

মহাবিঘ্নঃ প্রবৃত্তোঽয়ং দক্ষিণামাস্থিতো দিশম্।
দিশমন্যাং প্রপৎস্যামস্তত্র তপ্স্যামহে তপঃ ॥২

অন্বয় : অয়ং (ত্রিশঙ্কুঃ) দক্ষিণাং দিশম্ আস্থিতঃ মহাবিঘ্নঃ আস্থিতঃ। অন্যাং দিশং প্রপৎস্যামঃ তত্র তপঃ তপ্স্যামহে। ২

ত্রিশঙ্কু দক্ষিণদিকে অবস্থান করায় আমাদের তপস্যার মহাবিঘ্ন উপস্থিত হয়েছে। সুতরাং এখন আমরা অন্যত্র গিয়ে তপস্যা করব। ২

পশ্চিমায়াং বিশালায়াং পুষ্করেষু মহাত্মনঃ।
সুখং তপশ্চরিষ্যামঃ সুখং তদ্ধি তপোবনম্ ॥৩

অন্বয় : মহাত্মনঃ! পশ্চিমায়াং বিশালায়াং পুষ্করেষু তৎ হি তপোবনং সুখং তপঃ চরিষ্যামঃ। ৩

হে তাপসবৃন্দ, পশ্চিমদিকে বিশাল পুষ্করতীর্থ[১] আছে। সেখানে তপোবনে আমরা সুখে রম্য তপস্যা করতে পারব। ৩

এবমুক্ত্বা মহাতেজাঃ পুষ্করেষু মহামুনিঃ।
তপ উগ্রং দুরাধর্ষং তেপে মূলফলাশনঃ ॥৪

অন্বয় : এবম্ উক্ত্বা মহাতেজাঃ মহামুনিঃ মূলফলাশনঃ পুষ্করেষু উগ্রং দুরাধর্ষং তপঃ তেপে। ৪

এই বলে মহাতেজস্বী মহামুনি বিশ্বমিত্র ফলমূলমাত্র আহার করে পুষ্করতীর্থে অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন। ৪

এতস্মিন্নেব কালে তু অযোধ্যাধিপতির্মহান্।
অম্বরীষ ইতি খ্যাতো যষ্টুং সমুপচক্রমে ॥৫

অন্বয়: এতস্মিন্ এব কালে তু অম্বরীষ ইতি খ্যাতঃ মহান্ অযোধ্যাধিপতিঃ যষ্টুং সমুপচক্রমে। ৫

এই সময়ে অম্বরীষ নামে খ্যাত অযোধ্যার রাজা এক যজ্ঞ আরম্ভ করেছিলেন। ৫

তস্য বৈ যজমানস্য পশুমিন্দ্রো জহার হ।
প্রণষ্টে তু পশৌ বিপ্রো রাজানমিদমব্রবীৎ ॥৬

অন্বয়: ইন্দ্রঃ তস্য যজমানস্য পশুং জহার। পশৌ প্রণষ্টে তু বিপ্রঃ রাজানম্ ইদম্ অব্রবীৎ—। ৬

তিনি যখন যজ্ঞ করছিলেন এমন সময় ইন্দ্র তাঁর যজ্ঞের পশু হরণ করলেন। যজ্ঞের পশু নষ্ট হওয়ায় পুরোহিত রাজাকে বললেন—। ৬

পশুরভ্যাহৃতো রাজন্ প্রনষ্টস্তব দুর্নয়াৎ।
অরক্ষিতারং রাজানং ঘ্নন্তি দোষা নরেশ্বর ॥৭

অন্বয়: নরেশ্বর রাজন্! তব দুর্নয়াৎ পশুঃ অভ্যাহৃতঃ। দোষাঃ অরক্ষিতারং রাজানং ঘ্নন্তি। ৭

মহারাজ, আপনার দুর্নীতির ফলে যজ্ঞের পশু অপহৃত হয়েছে। যে-রাজা রক্ষা করতে পারেন না, তিনি নিজের দোষে নিজে বিনষ্ট হন। ৭

প্রায়শ্চিত্তং মহদ্ধ্যেতন্নরং বা পুরুষর্ষভ।
আনয়স্ব পশুং শীঘ্রং যাবৎ কর্ম প্রবর্ততে ॥৮

অন্বয়: পুরুষর্ষভ! এতৎ মহৎ প্রায়শ্চিত্তং হি যাবৎ কর্ম প্রবর্ততে পশুং নরং বা শীঘ্রম্ আনয়স্ব। ৮

সুতরাং যজ্ঞ চলাকালে শীঘ্র যজ্ঞের অপহৃত পশু উদ্ধার করে নিয়ে আসুন, নচেৎ এর মহাপ্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বলির জন্যে একজন মানুষ নিয়ে আসুন। ৮

উপধ্যায়বচঃ শ্রুত্বা স রাজা পুরুষর্ষভঃ।
অন্বিয়েষ মহাবুদ্ধিঃ পশুং গোভিঃ সহস্রশঃ ॥৯

অন্বয় : উপাধ্যায়বচঃ শ্রুত্বা সঃ পুরুষর্ষভঃ মহাবুদ্ধিঃ রাজা সহস্রশঃ গোভিঃ পশুম্ অন্বিয়েষ। ৯

তখন উপাধ্যায়ের উপদেশে বুদ্ধিমান রাজা অম্বরীষ সহস্রধেনুর বিনিময়ে যজ্ঞের পশু[২] অন্বেষণ করতে লাগলেন। ৯

দেশান্ জনপদাংস্তাংস্তান্ নগরাণি বনানি চ।
আশ্রমাণি চ পুণ্যানি মার্গমাণো মহীপতিঃ ॥১০
স পুত্রসহিতং তাত সভার্যং রঘুনন্দন।
ভৃগুতুঙ্গে সমাসীনমৃচীকং সংদদর্শ হ ॥১১

অন্বয় : রঘুনন্দন তাত ! সঃ মহীপতিঃ তান্ তান্ দেশান্ জনপদান্ নগরাণি বনানি চ পুণ্যানি আশ্রমাণি মার্গমাণঃ ভৃগুতুঙ্গে সমাসীনং পুত্রসহিতং সভার্যং ঋচীকং সংদদর্শ। ১০-১১

হে রঘুনন্দন ! হে তাত, রাজা অম্বরীষ নানা দেশ, জনপদ, নগর, বন ও পুণ্য আশ্রমে অনুসন্ধান করতে করতে অবশেষে ভৃগুতুঙ্গ আশ্রমে উপস্থিত হয়ে দেখলেন ঋচীক[৩] ঋষি ভার্যা ও পুত্রদের সঙ্গে বসে আছেন। ১০-১১

তমুবাচ মহাতেজাঃ প্রণম্যাভিপ্রসাদ্য চ।
মহর্ষিং তপসা দীপ্তং রাজর্ষিরমিতপ্রভম্ ॥
পৃষ্ট্বা সর্বত্র কুশলমৃচীকং তমিদং বচঃ ॥১২

অন্বয় : মহাতেজাঃ রাজর্ষিঃ তম্ অমিতপ্রভং তপসাদীপ্তং মহর্ষিম্ ঋচীকং প্রণম্য অভিপ্রসাদ্য চ সর্বত্র কুশলং পৃষ্ট্বা তম্ ইদং বচঃ উবাচ—। ১২

মহাতেজস্বী রাজর্ষি অম্বরীষ সেই অমিতপ্রভাবশালী তপসাদীপ্ত মহর্ষি ঋচীককে প্রণাম করে প্রসন্ন করলে এবং তার সর্বাঙ্গীণ কুশল জিজ্ঞাসা করার পর বললেন—। ১২

গবাং শতসহস্রেণ বিক্রীণীষে সুতং যদি
পশোরর্থে মহাভাগ কৃতকৃত্যোঽস্মি ভার্গব।
সর্বে পরিগতা দেশা যজ্ঞিয়ং ন লভে পশুম্ ॥১৩
দাতুমর্হসি মূল্যেন সুতমেকমিতো মম ॥১৪

অন্বয় : মহাভাগ ভার্গব। যদি গবাং শতসহস্রেণ পশোঃ অর্থে সুতং বিক্রীণীষে (তদা) কৃতকৃত্যঃ অস্মি। সর্বে দেশাঃ পরিগতাঃ যজ্ঞিয়ং পশুং ন লভে। ইতঃ মূল্যেন একং সুতং মম দাতুম্ অর্হসি। ১৩-১৪

হে মহাভাগ ভার্গব, যদি লক্ষ ধেনুর পরিবর্তে আপনার এক পুত্রকে যজ্ঞে বলির জন্যে বিক্রয় করেন, তবে আমি কৃতার্থ হই। আমি যজ্ঞের বলির জন্যে সমস্ত দেশ পর্যটন করেছি, কিন্তু কোথাও পাই নি। এখন মূল্য নিয়ে আপনার এক পুত্রকে আমায় দিন। ১৩-১৪

এবমুক্তো মহাতেজা ঋচীকস্ত্বব্রবীদ্ বচঃ।
নাহং জ্যেষ্ঠং নরশ্রেষ্ঠ বিক্রীণীয়াং কথঞ্চন ॥১৫

অন্বয় : এবম্ উক্তঃ মহাতেজাঃ ঋচীকঃ তু বচঃ অব্রবীৎ—নরশ্রেষ্ঠ! অহং জ্যেষ্ঠং ন কথঞ্চন বিক্রীণীয়াম্। ১৫

তাঁর কথায় মহাতেজস্বী ঋচীক বললেন—মহারাজ, আমি জ্যেষ্ঠপুত্রকে কোনো-মতেই বিক্রয় করব না। ১৫

ঋচীকস্য বচঃ শ্রুত্বা তেষাং মাতা মহাত্মনাম্।
উবাচ নরশার্দূলমম্বরীষং তপস্বিনী ॥১৬

অন্বয় : ঋচীকস্য বচঃ শ্রুত্বা তেষাং মহাত্মনাং তপস্বিনী মাতা নরশার্দূলম্ অম্বরীষম্ উবাচ। ১৬

ঋচীকের কথা শুনে তাঁর মহাত্মা পুত্রদের হতভাগিনী মাতা রাজা অম্বরীষকে বললেন—। ১৬

অবিক্রেয়ং সুতং জ্যেষ্ঠং ভগবানাহ ভার্গবঃ।
মমাপি দয়িতং বিদ্ধি কনিষ্ঠং শুনকং প্রভো ॥
তস্মাৎ কনীয়সং পুত্রং ন দাস্যে তব পার্থিব ॥১৭

অন্বয় : ভগবান্ ভার্গবঃ জ্যেষ্ঠং সুতম্ অবিক্রেয়ম্ আহ। প্রভো! মম অপি কনিষ্ঠং শুনকং দয়িতং বিদ্ধি। পার্থিব! তস্মাৎ কনীয়সং পুত্রং তব ন দাস্যে। ১৭

মহারাজ, ভগবান ভার্গব বললেন, তিনি জ্যেষ্ঠপুত্রকে বিক্রয় করতে পারবেন না। কনিষ্ঠ পুত্র শুনক আমার প্রিয়, সুতরাং আমি আমার কনিষ্ঠপুত্রকেও আপনাকে দেব না। ১৭

প্রায়েণ হি নরশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠাঃ পিতৃষু বল্লভাঃ
মাতৄণাং কনীয়াংসস্তস্মাদ্ রক্ষ্যে কনীয়সম্ ॥১৮

অন্বয় : নরশ্রেষ্ঠ! প্রায়েণ জ্যেষ্ঠাঃ পিতৃষু: (চ) মাতৄণাং কনীয়াংসঃ বল্লভাঃ। তস্মাৎ কনীয়সং রক্ষ্যে। ১৮

মহারাজ, জ্যেষ্ঠপুত্র প্রায়ই পিতার প্রিয় হয়, এবং কনিষ্ঠপুত্র মাতার প্রিয় হয়। সুতরাং আমার কনিষ্ঠপুত্রকে আমি রক্ষা করতে চাই। ১৮

উক্তবাক্যে মুনৌ তস্মিন্ মুনিপত্ন্যাং তথৈব চ।
শুনঃশেপঃ স্বয়ং রাম মধ্যমো বাক্যমব্রবীৎ ॥১৯

অন্বয়: রাম! তস্মিন্ মুনৌ তথা এব চ মুনিপত্ন্যাম্ উক্তবাক্যে স্বয়ং মধ্যমঃ শুনঃশেপঃ বাক্যম্ অব্রবীৎ। ১৯

রাম, মুনি এবং তাঁর পত্নীর এই কথাবার্তা শুনে মধ্যম পুত্র শুনঃশেপ তখন বললেন—। ১৯

পিতা জ্যেষ্ঠমবিক্রেয়ং মাতা চাহ কনীয়সম্।
বিক্রেয়ং মধ্যমং মন্যে রাজপুত্র নয়স্ব মাম্ ॥২০

অন্বয়: পিতা জ্যেষ্ঠং মাতা চ কনীয়সম্ অবিক্রেয়ম্ আহ। মধ্যমং বিক্রেয়ং মন্যে। রাজপুত্র মাং নয়স্ব। ২০

পিতা বললেন, জ্যেষ্ঠকে বিক্রয় করবেন না, মাতা বললেন, কনিষ্ঠকে বিক্রয় করবেন না। সুতরাং মধ্যমই বিক্রয়যোগ্য মনে করছি। তাহলে রাজপুত্র, আপনি আমাকেই নিয়ে চলুন। ২০

অথ রাজা মহাবাহো বাক্যান্তে ব্রহ্মবাদিনঃ।
হিরণ্যস্য সুবর্ণস্য কোটিভী রত্নরাশিভিঃ ॥২১
গবাং শতসহস্রেণ শুনঃশেপং নরেশ্বরঃ।
গৃহীত্বা পরমপ্রীতো জগাম রঘুনন্দন ॥২২
অম্বরীষস্তু রাজর্ষী রথমারোপ্য সত্বরঃ।
শুনঃশেপং মহাতেজা জগামাশু মহাযশাঃ ॥২৩

অন্বয়: মহাবাহো রঘুনন্দন! অথ নরেশ্বরঃ রাজা ব্রহ্মবাদিনঃ বাক্যান্তে হিরণ্যস্য সুবর্ণস্য কোটিভিঃ রত্নরাশিঃ গবাং শতসহস্রেণ শুনঃশেপং গৃহীত্বা পরমপ্রীতঃ জগাম। মহাতেজাঃ মহাযশাঃ রাজর্ষিঃ অম্বরীষঃ তু সত্বরঃ শুনঃশেপং রথম্ আরোপ্য আশু জগাম। ২১-২৩

ব্রহ্মবাদী শুনঃশেপের কথা শেষ হলে রাজা অম্বরীষ কোটি স্বর্ণমুদ্রা, বহু রত্ন এবং লক্ষ ধেনুর বিনিময়ে তাঁকে ক্রয় করলেন এবং তাঁকে রথে তুলে নিয়ে সত্বর প্রত্যাবর্তন করলেন। ২১-২৩

একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত

দ্বিষষ্টিতম সর্গ

* *

অম্বরীষযজ্ঞসিদ্ধিঃ

(অম্বরীষের যজ্ঞসিদ্ধি)

শুনঃশেপং নরশ্রেষ্ঠ গৃহীত্বা তু মহাযশাঃ।
ব্যশ্রমৎ পুষ্করে রাজা মধ্যাহ্নে রঘুনন্দন ॥১

অন্বয়ঃ নরশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন! মহাযশাঃ রাজা শুনঃশেপং মধ্যাহ্নে পুষ্করে ব্যশ্রমৎ। ১

মহাযশস্বী রাজা অম্বরীষ শুনঃশেপকে নিয়ে মধ্যাহ্নে পুষ্করতীর্থে এসে বিশ্রাম করতে লাগলেন। ১

তস্য বিশ্রমমাণস্য শুনঃশেপো মহাযশাঃ।
পুষ্করং জ্যেষ্ঠমাগম্য বিশ্বামিত্রং দদর্শ হ ॥
তপ্যন্তমৃষিভিঃ সার্ধং মাতুলং পরমাতুরঃ ॥২
বিষণ্ণবদনো দীনস্তৃষ্ণয়া চ শ্রমেণ চ।
পপাতাঙ্কে মুনে রাম বাক্যং চেদমুবাচ হ ॥৩

অন্বয়ঃ রাম! জ্যেষ্ঠং পুষ্করম্ আগম্য তস্য বিশ্রমমাণস্য মহাযশাঃ শুনঃশেপঃ ঋষিভিঃ সার্ধং তপ্যন্তং মাতুলং বিশ্বামিত্রং দদর্শ (সঃ) পরমাতুরঃ তৃষ্ণয়া চ শ্রমেণ চ বিষণ্ণবদনঃ দীনঃ মুনেঃ অঙ্কে পপাত, ইদং বাক্যং চ উবাচ। ২-৩

তিনি যখন পুষ্কর তীর্থে বিশ্রাম করছিলেন, এমন সময় যশস্বী শুনঃশেপ দেখতে পেলেন তাঁর মাতুল বিশ্বামিত্র ঋষিদের সঙ্গে তপস্যায় নিযুক্ত আছেন। তৃষ্ণা ও পথশ্রমে অত্যন্ত কাতর হয়ে বিষণ্ণ বদনে ও দীন অবস্থায় শুনঃশেপ মুনির ক্রোড়ে পতিত হয়ে বললেন—। ২-৩

ন মেঽস্তি মাতা ন পিতা জ্ঞাতয়ো বান্ধবাঃ কুতঃ।
ত্রাতুমর্হসি মাং সৌম্য ধর্মেণ মুনিপুঙ্গব ॥৪
ত্রাতা ত্বং হি নরশ্রেষ্ঠ সর্বেষাং ত্বং হি ভাবনঃ ॥৫

অন্বয়ঃ মুনিপুঙ্গব! সৌম্য! মে মাতা ন পিতা অস্তি, কুতঃ জ্ঞাতয়ঃ বান্ধবাঃ। মাং ধর্মেণ ত্রাতুম্ অর্হসি। নরশ্রেষ্ঠ! ত্বং হি সর্বেষাং ত্রাতা, ত্বং হি ভাবনঃ। ৪-৫

হে মুনিপুঙ্গব, হে সৌম্য! আমার মাতা নাই, পিতা নাই, জ্ঞাতি বান্ধব কেউ নাই, আপনি ধর্মানুসারে আমাকে রক্ষা করুন। হে নরশ্রেষ্ঠ, আপনি সকলের ত্রাতা ও মঙ্গলকর্তা। ৪-৫

রাজা চ কৃতকার্যঃ স্যাদহং দীর্ঘায়ুরব্যয়ঃ।
স্বর্গলোকমুপাশ্নীয়াং তপস্তপ্ত্বা হ্যনুত্তমম্ ॥৬
স মে নাথো হ্যনাথস্য ভব ভব্যেন চেতসা
পিতেব পুত্রং ধর্মাত্মংস্ত্রাতুমর্হসি কিল্বিষাৎ ॥৭

অন্বয়: রাজা চ কৃতকার্যঃ স্যাৎ অহং দীর্ঘায়ুঃ অব্যয়ঃ অনুত্তমং তপঃ তপ্ত্বা স্বর্গলোকম্ উপাশ্নীয়াম্। ধর্মাত্মন্! সঃ ভব্যেন চেতসা মে অনাথস্য নাথঃ ভব পিতা ইব পুত্রং কিল্বিষাৎ ত্রাতুম্ অর্হসি। ৬-৭

যাতে রাজা অম্বরীষ কৃতকার্য হন, এবং আমিও দীর্ঘায়ু হয়ে অক্ষত দেহে মহাতপস্যা করে স্বর্গে যেতে পারি সেই উপায় করুন। হে ধর্মাত্মা, আপনি প্রসন্নচিত্তে এই অনাথের নাথ হোন, এবং এই পুত্রকে পিতার মতো অবিচার থেকে উদ্ধার করুন। ৬-৭

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
সান্ত্বয়িত্বা বহুবিধং পুত্রানিদমুবাচ হ ॥৮

অন্বয়: তস্য তৎ বচনং শ্রুত্বা মহাতপাঃ বিশ্বামিত্রঃ (তং) বহুবিধং সান্ত্বয়িত্বা পুত্রান্ ইদম্ উবাচ। ৮

তাঁর কথা শুনে মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র তাঁকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়ে পুত্রদের ডেকে বললেন—। ৮

যৎকৃতে পিতরঃ পুত্রান্ জনয়ন্তি শুভার্থিনঃ।
পরলোকহিতার্থায় তস্য কালোঽয়মাগতঃ ॥৯

অন্বয়: যৎকৃতে পিতরঃ পরলোকহিতার্থায় শুভার্থিনঃ পুত্রান্ জনয়ন্তি তস্য অয়ং কালঃ আগতঃ। ৯

যে-জন্যে পরলোকে হিতকামনায় পিতারা শুভার্থী পুত্রের জন্ম দেন, আজ তার কাল উপস্থিত হয়েছে। ৯

অয়ং মুনিসুতো বালো মত্তঃ শরণমিচ্ছতি।
অস্য জীবিতমাত্রেণ প্রিয়ং কুরুত পুত্রকাঃ ॥১০

অন্বয় : অয়ং বালঃ মুনিসুতঃ মত্তঃ শরণম্ ইচ্ছতি। পুত্রকাঃ অস্য জীবিত-মাত্রেণ প্রিয়ং কুরুত। ১০

বৎসগণ, এই বালক মুনিপুত্র আমার শরণ নিয়েছে! তোমরা এর জীবন রক্ষা করে আমার প্রিয়কার্য করো। ১০

সর্বে সুকৃতকর্মাণঃ সর্বে ধর্মপরায়ণাঃ।
পশুভূতা নরেন্দ্রস্য তৃপ্তিমগ্নেঃ প্রযচ্ছত ॥১১

অন্বয় : (যূয়ং) সর্বে সুকৃতকর্মাণঃ সর্বে ধর্মপরায়ণাঃ। নরেন্দ্রস্য পশুভূতাঃ অগ্নেঃ তৃপ্তিং প্রযচ্ছত। ১১

তোমরা সকলে সুকৃতিশালী ও ধর্মপরায়ণ, তোমরা এই রাজার যজ্ঞের বলি হয়ে অগ্নির তৃপ্তি সাধন করো। ১১

নাথবাংশ্চ শুনঃশেপো যজ্ঞশ্চাবিঘ্নতো ভবেৎ।
দেবতাস্তর্পিতাশ্চ স্যুর্মম চাপি কৃতং বচঃ ॥১২

অন্বয় : শুনঃশেপঃ নাথবান্ যজ্ঞঃ চ অবিঘ্নতঃ ভবেৎ। দেবতাঃ তর্পিতাঃ চ স্যুঃ মম বচঃ চ অপি কৃতম্। ১২

তাহলে শুনঃশেপ আশ্রয় পায়, রাজার যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, এবং আমার কথাও রক্ষা হয়। ১২

মুনেস্তদ্‌বচনং শ্রুত্বা মধুস্পন্দাদয়ঃ সুতাঃ।
সাভিমানং নরশ্রেষ্ঠ সলীলমিদমব্রুবন্ ॥১৩

অন্বয় : নরশ্রেষ্ঠ! মুনেঃ তৎ বচনং শ্রুত্বা মধুস্পন্দাদয়ঃ সুতাঃ সাভিমানং সলীলম্ ইদম্ অব্রুবন্। ১৩

বিশ্বামিত্রের কথা শুনে তাঁর মধুস্পন্দ প্রভৃতি পুত্রেরা অভিমানে ও অবজ্ঞায় বললেন—। ১৩

কথমাত্মসুতান্ হিত্বা ত্রায়সেঽন্যসুতং বিভো।
অকার্যমিব পশ্যামঃ শ্বমাংসমিব ভোজনে ॥১৪

অন্বয় : বিভো! কথম্ আত্মসুতান্ হিত্বা অন্যসুতং ত্রায়সে। শ্বমাংসং ভোজনে অকার্যম্ ইব পশ্যামঃ। ১৪

প্রভু, আপনি নিজ পুত্রদের ত্যাগ করে অন্যের পুত্রকে রক্ষা করতে চান, এ কাজ আমরা কুকুরমাংস ভোজনের মতো গর্হিত বলে মনে করি। ১৪

তেষাং তদ্‌বচনং শ্রুত্বা পুত্রাণাং মুনিপুঙ্গবঃ।
ক্রোধসংরক্তনয়নো ব্যাহর্তুমুপচক্রমে ॥১৫

অন্বয়: মুনিপুঙ্গবঃ তেষাং পুত্রাণাং তৎ বচনং শ্রুত্বা ক্রোধসংরক্তনয়নঃ ব্যাহর্তুম্ উপচক্রমে। ১৫

মুনিবর বিশ্বামিত্র পুত্রদের এই কথা শুনে ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করে বলে উঠলেন—। ১৫

নিঃসাধ্বসমিদং প্রোক্তং ধর্মাদপি বিগর্হিতম্।
অতিক্রম্য তু মদ্‌বাক্যং দারুণং রোমহর্ষণম্ ॥১৬

অন্বয়: মদ্‌বাক্যম্ অতিক্রম্য ইদং দারুণং রোমহর্ষণং নিঃসাধ্বসং ধর্মাৎ অপি বিগর্হিতং প্রোক্তম্। ১৬

তোমরা আমার কথা লঙ্ঘন করে এই দারুণ, রোমহর্ষকর, দুঃসাহসিক ও ধর্ম-বিগর্হিত কথা বলেছ। ১৬

শ্বমাংসভোজিনঃ সর্বে বসিষ্ঠা ইব জাতিষু।
পূর্ণং বর্ষসহস্রং তু পৃথিব্যামনুবৎস্যথ ॥১৭

অন্বয়: সর্বে শ্বমাংসভোজিনঃ জাতিষু বাসিষ্ঠাঃ ইব পূর্ণং বর্ষসহস্রং তু পৃথিব্যাম্ অনুবৎস্যথ। ১৭

সুতরাং তোমরা বশিষ্ঠপুত্রদের মতো নীচ জাতিতে পরিণত হয়ে, শ্ব-মাংস ভোজন করে পূর্ণ এক সহস্র বৎসর পৃথিবীতে বাস করবে। ১৭

কৃত্বা শাপসমাযুক্তান্ পুত্রান্ মুনিবরস্তদা।
শুনঃশেপমুবাচার্তং কৃত্বা রক্ষাং নিরাময়াম্ ॥১৮

অন্বয়: মুনিবরঃ তদা পুত্রান্ শাপসমাযুক্তান্ কৃত্বা আর্তং শুনঃশেপং নিরাময়াং রক্ষাং কৃত্বা উবাচ। ১৮

মুনিবর বিশ্বামিত্র পুত্রদের শাপ দেওয়ার পর শুনঃশেপের নির্বিঘ্নে রক্ষার ব্যবস্থা করে বললেন—। ১৮

পবিত্রপাশৈরাবদ্ধো রক্তমাল্যানুলেপনঃ।
বৈষ্ণবং যূপমাসাদ্য বাগ্‌ভিরগ্নিমুদাহর ॥১৯
ইমে চ গাথে দ্বে দিব্যে গায়েথা মুনিপুত্রক।
অম্বরীষস্য যজ্ঞেঽস্মিংস্ততঃ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥২০

অন্বয় : মুনিপুত্রক ! পবিত্রপাশৈঃ আবদ্ধঃ রক্তমাল্যানুলেপনঃ বৈষ্ণবং যূপম্ আসাদ্য বাগ্‌ভিঃ অগ্নিম্ উদাহর। অম্বরীষস্য অস্মিন্ যজ্ঞে ইমে দ্বে দিব্যে গাথে চ গায়েথাঃ ততঃ সিদ্ধিম্ অবাবপ্স্যসি। ১৯-২০

হে মুনিপুত্র, তোমাকে যখন পবিত্র রজ্জুতে বদ্ধ করে, রক্তমাল্য ও চন্দনে ভূষিত করে বৈষ্ণবযূপে নিয়ে যাবে তখন তুমি অগ্নির স্তুতি করবে। অম্বরীষের যজ্ঞস্থলে তুমি এই দুটি দিব্য গাথা গান করবে, তাতেই তোমার সিদ্ধিলাভ হবে। ১৯-২০

শুনঃশেপো গৃহীত্বা তে দ্বে গাথে সুসমাহিতঃ।
ত্বরয়া রাজসিংহং তমম্বরীষমুবাচ হ ॥২১

অন্বয় : শুনঃশেপঃ সুসমাহিতঃ তে দ্বে গাথে গৃহীত্বা ত্বরয়া তং রাজসিংহম্ অম্বরীষম্ উবাচ। ২১

শুনঃশেপ তখন সমাহিতচিত্তে সেই দুটি গাথা গ্রহণ করে রাজেন্দ্র অম্বরীষকে তাড়া দিয়ে বললেন—। ২১

রাজসিংহ মহাবুদ্ধে শীঘ্রং গচ্ছাবহে বয়ম্।
নিবর্তয়স্ব রাজেন্দ্র দীক্ষাং চ সমুদাহর ॥২২

অন্বয় : রাজসিংহ ! মহাবুদ্ধে ! বয়ং শীঘ্রং গচ্ছাবহে। রাজেন্দ্র ! নিবর্তয়স্ব দীক্ষাং চ সমুদাহর। ২২

হে মহাবুদ্ধি রাজেন্দ্র, চলুন আমরা এখনই যাই। আপনি ফিরে গিয়ে সত্বর যজ্ঞের জন্যে দীক্ষা গ্রহণ করুন। ২২

তদ্‌বাক্যমৃষিপুত্রস্য শ্রুত্বা হর্ষসমন্বিতঃ।
জগাম নৃপতিঃ শীঘ্রং যজ্ঞবাটমতন্দ্রিতঃ ॥২৩

অন্বয় : ঋষিপুত্রস্য তৎ বাক্যং শ্রুত্বা নৃপতিঃ হর্ষসমন্বিতঃ অতন্দ্রিতঃ শীঘ্রং যজ্ঞবাটং জগাম। ২৩

ঋষিপুত্রের কথা শুনে রাজা অম্বরীষ নিদ্রা ও বিশ্রাম ত্যাগ করে প্রফুল্লচিত্তে দ্রুতপদে যজ্ঞস্থলে প্রত্যাবর্তন করলেন। ২৩

সদস্যানুমতে রাজা পবিত্রকৃতলক্ষণম্।
পশুং রক্তাম্বরং কৃত্বা যূপে তং সমবন্ধয়ৎ ॥২৪

অন্বয় : রাজা সদস্যানুমতে পবিত্রকৃতলক্ষণং পশুং রক্তাম্বরং কৃত্বা তং যূপে সমবন্ধয়ৎ। ২৪

সদস্যদের অনুমতি নিয়ে রাজা যজ্ঞের বলি শুনঃশেপকে সুলক্ষণযুক্ত করলেন এবং রক্তবসন পরিয়ে যূপে বদ্ধ করলেন। ২৪

স বদ্ধো বাগ্‌ভিরগ্র্যাভিরভিতুষ্টাব বৈ সুরৌ।
ইন্দ্রমিন্দ্রানুজং চৈব যথাবন্মুনিপুত্রকঃ ॥২৫

অন্বয়ঃ সঃ মুনিপুত্রকঃ বদ্ধঃ অগ্র্যাভিঃ বাগ্‌ভিঃ যথাবৎ (অগ্নিং) তুষ্টাব ইন্দ্রম্ ইন্দ্রানুজম্ এব চ সুরৌ (তুষ্টাব)। ২৫

শুনঃশেপ যূপে বদ্ধ হয়ে পূর্বোক্ত গাথার দ্বারা যথাবিধি অগ্নির স্তব করে পরে ইন্দ্র এবং তাঁর অনুজ বিষ্ণু দেবতার স্তব করলেন। ২৫

ততঃ প্রীতঃ সহস্রাক্ষো রহস্যস্তুতিতোষিতঃ।
দীর্ঘমায়ুস্তদা প্রাদাচ্ছুনঃশেপায় রাঘব ॥২৬

অন্বয়ঃ রাঘব! ততঃ সহস্রাক্ষঃ রহস্যস্তুতিতোষিতঃ প্রীতঃ শুনঃশেপায় তদা দীর্ঘম্ আয়ুঃ প্রাদাৎ। ২৬

হে রাঘব, তখন ইন্দ্র সেই গূঢ় স্তুতিতে প্রীত হয়ে শুনঃশেপকে দীর্ঘায়ু প্রদান করলেন। ২৬

স চ রাজা নরশ্রেষ্ঠ যজ্ঞস্য চ সমাপ্তবান্।
ফলং বহুগুণং রাম সহস্রাক্ষপ্রসাদজম্ ॥২৭

অন্বয়ঃ রাম! সঃ নরশ্রেষ্ঠঃ রাজা চ যজ্ঞস্য সহস্রাক্ষপ্রসাদজং বহুগুণং ফলং সমাপ্তবান্। ২৭

রাম! রাজা অম্বরীষও ইন্দ্রের প্রসাদে যজ্ঞের বহুগুণ ফল লাভ করলেন। ২৭

বিশ্বামিত্রোঽপি ধর্মাত্মা ভূয়স্তেপে মহাতপাঃ।
পুষ্করেষু নরশ্রেষ্ঠ দশবর্ষশতানি চ ॥২৮

অন্বয়ঃ নরশ্রেষ্ঠ! ধর্মাত্মা মহাতপাঃ বিশ্বামিত্রঃ অপি ভূয়ঃ পুষ্করেষু দশবর্ষশতানি তেপে। ২৮

হে নরোত্তম, তারপর মহাতপস্বী ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্র পুনরায় পুষ্করতীর্থে সহস্র বৎসর ধরে তপস্যা করতে লাগলেন। ২৮

দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত

ত্রিষষ্টিতম সর্গ

* *

বিশ্বামিত্রস্য ঘোরতপোঽনুষ্ঠানম্

(বিশ্বামিত্রের কঠোর তপস্যা)

পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু ব্রতস্নাতং মহামুনিম্।
অভ্যগচ্ছন্ সুরাঃ সর্বে তপঃফলচিকীর্ষবঃ॥১

অন্বয়ঃ বর্ষসহস্রে পূর্ণে তু সর্বে সুরাঃ তপঃফলচিকীর্ষবঃ ব্রতস্নাতং মহামুনিম্ অভ্যগচ্ছন্। ১

এইভাবে সহস্রবৎসর অতীত হলে মহামুনি বিশ্বামিত্র ব্রতশেষে স্নান করার পর দেবতারা তাঁকে তপস্যার ফল দেবার জন্যে উপস্থিত হলেন। ১

অব্রবীৎ সুমহাতেজা ব্রহ্মা সুরুচিরং বচঃ।
ঋষিস্ত্বমসি ভদ্রং তে স্বার্জিতৈঃ কর্মভিঃ শুভৈঃ॥২

অন্বয়ঃ সুমহাতেজাঃ ব্রহ্মা সুরুচিরং বচঃ অব্রবীৎ ত্বং স্বার্জিতৈঃ শুভৈঃ কর্মভিঃ ঋষিঃ অসি। ভদ্রং তে (ভবতু)। ২

মহাতেজস্বী ব্রহ্মা মধুর বাক্যে তাঁকে বললেন,—তুমি নিজ পুণ্যকর্মের ফলে আজ থেকে ঋষিত্ব লাভ করলে, তোমার মঙ্গল হোক। ২

তমেবমুক্ত্বা দেবেশস্ত্রিদিবং পুনরভ্যগাৎ।
বিশ্বামিত্রো মহাতেজা ভূয়স্তেপে মহত্তপঃ॥৩

অন্বয়ঃ দেবেশঃ তম্ এবম্ উক্ত্বা পুনঃ ত্রিদিবম্ অভ্যগাৎ। মহাতেজাঃ বিশ্বামিত্রঃ ভূয়ঃ মহৎ তপঃ তেপে। ৩

দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা এই বলে স্বর্গলোকে প্রস্থান করলেন। তখন মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র পুনরায় কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন। ৩

ততঃ কালেন মহতা মেনকা পরমাপ্সরা।
পুষ্করেষু নরশ্রেষ্ঠ স্নাতুং সমুপচক্রমে॥৪

অন্বয় নরশ্রেষ্ঠ! ততঃ মহতা কালেন পরমাপ্সরা মেনকা পুষ্করেষু স্নাতুং সমুপচক্রমে। ৪

এইভাবে বহুকাল অতীত হওয়ার পর একদিন প্রধান অপ্সরা মেনকা পুষ্করতীর্থে এসে স্নান করতে লাগলেন। ৪

তাং দদর্শ মহাতেজা মেনকাং কুশিকাত্মজঃ।
রূপেণাপ্রতিমাং তত্র বিদ্যুতং জলদে যথা ॥৫
কন্দর্পদর্পবশগো মুনিস্তামিদমব্রবীৎ ॥৬

অন্বয়ঃ মহাতেজাঃ কুশিকাত্মজঃ তত্র তাং রূপেণ অপ্রতিমাং যথা জলদে বিদ্যুতং (তথা) মেনকাং দদর্শ। মুনিঃ কন্দর্পবশগঃ তাম্ ইদম্ অব্রবীৎ। ৫-৬

মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র অসামান্য রূপবতী অপ্সরাকে দেখলেন। তাঁর মনে হল যেন মেঘের কোলে একটি বিদ্যুতের রেখা। মুনি কন্দর্পপীড়িত হয়ে তাঁকে বললেন—। ৫-৬

অপ্সরঃ স্বাগতং তেঽস্তু বস চেহ মমাশ্রমে।
অনুগৃহ্ণীষ্ব ভদ্রং তে মদনেন বিমোহিতম্ ॥৭
ইত্যুক্তা সা বরারোহা তত্রাবাসমথাকরোৎ।
তপসো হি মহাবিঘ্নো বিশ্বামিত্রমুপাগমৎ ॥৮

অন্বয়ঃ অপ্সরঃ তে স্বাগতম্ অস্তু। ইহ চ মম আশ্রমে বস। মদনেন বিমোহিতং (মাম্) অনুগৃহ্ণীষ্ব। ভদ্রং তে (ভবতু)। অথ সা বরারোহা ইত্যুক্তা তত্র বাসম্ অকরোৎ। তপসঃ মহাবিঘ্নঃ বিশ্বামিত্রম্ উপাগমৎ। ৭-৮

হে অপ্সরা, তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি। তুমি আমার আশ্রমে বাস করো। আমি মদন-পীড়িত হয়েছি, আমাকে অনুগ্রহ করো। তোমার মঙ্গল হবে। সুন্দরী মেনকা একথা শুনে সেখানে বাস করতে লাগলেন। এর ফলে বিশ্বামিত্রের তপস্যার মহাবিঘ্ন উপস্থিত হল। ৭-৮

তস্যাং বসন্ত্যাং বর্ষাণি পঞ্চ পঞ্চ চ রাঘব।
বিশ্বামিত্রাশ্রমে সৌম্যে সুখেন ব্যতিচক্রমুঃ ॥৯
অথ কালে গতে তস্মিন্ বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
সব্রীড় ইব সংবৃত্তশ্চিন্তাশোকপরায়ণঃ ॥১০

অন্বয়ঃ রাঘব তস্যাং সৌম্যে বিশ্বামিত্রো বসন্ত্যাং পঞ্চ পঞ্চ বর্ষাণি সুখে ব্যতিচক্রমুঃ। তথ তস্মিন্ কালে গতে মহামুনিঃ বিশ্বামিত্রঃ সব্রীড়ঃ ইব চিন্তাশোক-পরায়ণঃ সংবৃত্তঃ। ৯-১০

এইভাবে সেই মনোরম আশ্রমে মেনকার সঙ্গে দশ বৎসর সুখে অতিবাহিত করার পর মহামুনি বিশ্বামিত্র লজ্জা ও অনুশোচনায় কাতর হয়ে পড়লেন। ৯-১০

বুদ্ধির্মুনেঃ সমুৎপন্না সামর্ষা রঘুনন্দন।
সর্বং সুরাণাং কর্মৈতৎ তপোপহরণং মহৎ ॥১১

অন্বয়ঃ রঘুনন্দন! মুনেঃ সামর্ষা বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না এতৎ সর্বং সুরাণাং মহৎ তপোপহরণং কর্ম। ১১

তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চিন্তা করলেন—দেবতারাই আমার তপস্যা নষ্ট করবার জন্যে এ কাজ করেছেন। ১১

অহোরাত্রাপদেশেন গতাঃ সম্বৎসরা দশ।
কামমোহাভিভূতস্য বিঘ্নোঽয়ং প্রত্যুপস্থিতঃ ॥১২

অন্বয়ঃ দশ সম্বৎসরাঃ অহোরাত্রাপদেশেন গতাঃ। কামমোহাভিভূতস্য (মম) অয়ং বিঘ্নঃ সমুপস্থিতঃ। ১২

পূর্ণ দশ বৎসর যেন এক অহোরাত্রের মতো অতিবাহিত হল। আমি কামমোহে থাকায় আমার এই বিঘ্ন উপস্থিত হয়েছে। ১২

স নিঃশ্বসন্ মুনিবরঃ পশ্চাত্তাপেন দুঃখিতঃ।
ভীতামপ্সরসং দৃষ্ট্বা বেপন্তীং প্রাঞ্জলিং স্থিতাম্ ॥১৩
মেনকাং মধুরৈর্বাক্যৈ র্বিসৃজ্য কুশিকাত্মজঃ।
উত্তরং পর্বতং রাম বিশ্বামিত্রো জগাম হ ॥১৪

অন্বয়ঃ সঃ মুনিবরঃ কুশিকাত্মজঃ বিশ্বামিত্রঃ পশ্চাত্তাপেন দুঃখিতঃ নিঃশ্বসন্ প্রাঞ্জলিং স্থিতাং ভীতাং বেপন্তীম্ অপ্সরসং মেনকাং দৃষ্ট্বা মধুরৈঃ বাক্যৈঃ বিসৃজ্য উত্তরং পর্বতং জগাম। ১৩-১৪

মুনিবর বিশ্বামিত্র অনুতাপে পীড়িত হয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। অপ্সরা মেনকা তাঁকে দেখে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে করযোড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন মুনি তাঁকে মধুর বাক্যে বিদায় দিয়ে উত্তর পর্বতের অভিমুখে যাত্রা করলেন। ১৩-১৪

স কৃত্বা নৈষ্ঠিকীং বুদ্ধিং জেতুকামো মহাযশাঃ।
কৌশিকীতীরমাসাদ্য তপস্তেপে দুরাসদম্ ॥১৫

অন্বয়ঃ সঃ মহাযশাঃ জেতুকামঃ নৈষ্ঠিকীং বুদ্ধিং কৃত্বা কৌশিকীতীরম্ আসাদ্য দুরাসদং তপঃ তেপে। ১৫

মহাযশস্বী বিশ্বামিত্র কাম-প্রবৃত্তি জয় করার বাসনায় কৌশিকী[১]-নদীতীরে উপস্থিত হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন। ১৫

তস্য বর্ষসহস্রাণি ঘোরং তপ উপাসতঃ।
উত্তরে পর্বতে রাম দেবতানামভূদ্ ভয়ম্ ॥১৬

অন্বয়ঃ রাম! উত্তরে পর্বতে বর্ষসহস্রাণি ঘোরং তপঃ উপাসতঃ তস্য দেবতানাং ভয়ম্ অভূৎ। ১৬

এইভাবে তিনি উত্তরপর্বতে[২] সহস্রবৎসর কঠোর তপস্যা করার পর দেবতাদের ভয় উপস্থিত হল। ১৬

অমন্ত্রয়ন্ সমাগম্য সর্বে সর্ষিগণাঃ সুরাঃ।
মহর্ষিশব্দং লভতাং সাধ্বয়ং কুশিকাত্মজঃ ॥১৭

অন্বয়ঃ সর্বে সর্ষিগণাঃ সুরাঃ সমাগম্য অমন্ত্রয়ন্—অয়ং কুশিকাত্মজঃ সাধু মহর্ষিশব্দং লভতাম্। ১৭

তখন দেবতারা ঋষিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে মন্ত্রণা করে স্থির করলেন—এই বিশ্বামিত্র নিশ্চয়ই মহর্ষি উপাধি লাভ করার উপযুক্ত। ১৭

দেবতানাং বচঃ শ্রুত্বা সর্বলোকপিতামহঃ।
অব্রবীন্মধুরং বাক্যং বিশ্বামিত্রং তপোধনম্ ॥১৮

অন্বয়ঃ দেবতানাং বচঃ শ্রুত্বা সর্বলোকপিতামহঃ বিশ্বামিত্রং তপোধনং মধুরং বাক্যম্ অব্রবীৎ। ১৮

দেবতাদের অভিমত শুনে সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা মুনি বিশ্বামিত্রকে মধুরবাক্যে বললেন—।১৮

মহর্ষে স্বাগতং বৎস তপসোগ্রেণ তোষিতঃ।
মহত্ত্বমৃষিমুখ্যত্বং দদামি তব কৌশিক ॥১৯

অন্বয়ঃ মহর্ষে কৌশিক! স্বাগতম্। বৎস! উগ্রেণ তপসা তোষিতঃ মহত্ত্বং ঋষিমুখ্যত্বং তব দদামি। ১৯

মহর্ষি বিশ্বামিত্র, তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি। বৎস, তোমার কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে তোমাকে মহত্ত্ব ও মুখ্য ঋষির পদ দান করলাম। ১৯

ব্রহ্মণস্তু বচঃ শ্রুত্বা সর্বলোকেশ্বরস্য হ।
ন বিষণ্ণো ন সন্তুষ্টো বিশ্বামিত্রস্তপোধনঃ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো ভূত্বা প্রত্যুবাচ পিতামহম্ ॥২০

অন্বয়ঃ সর্বলোকেশ্বরস্য ব্রহ্মণঃ তু বচঃ শ্রুত্বা তপোধনঃ বিশ্বামিত্রঃ ন বিষণ্ণঃ ন সন্তুষ্টঃ প্রাঞ্জলিঃ প্রণতঃ ভূত্বা পিতামহং প্রত্যুবাচ। ২০

সর্বলোকেশ্বর ব্রহ্মার কথা শুনে তপস্বী বিশ্বামিত্র বিষণ্ণ হলেন না, আবার সন্তুষ্টও হলেন না, তিনি করযোড়ে প্রণাম করে পিতামহকে বললেন —। ২০

ব্রহ্মর্ষিশব্দমতুলং স্বার্জিতৈঃ কর্মভিঃ শুভৈঃ।
যদি মে ভগবানাহ ততোঽহং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥২১

অন্বয়ঃ যদি ভগবান্ মে স্বার্জিতৈঃ শুভৈঃ কর্মভিঃ অতুলং ব্রহ্মর্ষিশব্দম্ আহ ততঃ অহং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। ২১

ভগবন্, যদি আপনি আমার স্বোপার্জিত শুভ কর্মের ফলে আমাকে ব্রহ্মর্ষি নামে অভিহিত করতেন তবে বুঝতে পারতাম যে আমি জিতেন্দ্রিয় হয়েছি। ২১

তমুবাচ ততো ব্রহ্মা ন তাবত্ত্বং জিতেন্দ্রিয়ঃ।
যতস্ব মুনিশার্দূল ইত্যুক্ত্বা ত্রিদিবং গতঃ ॥২২

অন্বয়ঃ ততঃ ব্রহ্মা তম্ উবাচ ত্বং ন তাবৎ জিতেন্দ্রিয়ঃ, মুনিশার্দূল! যতস্ব। ইত্যুক্ত্বা (ব্রহ্মা) ত্রিদিবং গতঃ। ২২

তখন ব্রহ্মা তাঁকে বললেন—মুনিবর, তুমি এখনও জিতেন্দ্রিয় হও নি, তবে তুমি চেষ্টা করতে থাকো। এই বলে ব্রহ্মা সুরলোকে প্রস্থান করলেন। ২২

বিপ্রস্থিতেষু দেবেষু বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
ঊর্ধ্ববাহুর্নিরালম্বো বায়ুভক্ষস্তপশ্চরন্ ॥২৩
ঘর্মে পঞ্চতপা ভূত্বা বর্ষাস্বাকাশসংশ্রয়ঃ।
শিশিরে সলিলেশায়ী রাত্র্যহানি তপোধনঃ ॥২৪
এবং বর্ষসহস্রং হি তপো ঘোরমুপাগমৎ ॥২৫

অন্বয়ঃ দেবেষু বিপ্রস্থিতেষু মহামুনিঃ বিশ্বামিত্রঃ ঊর্ধ্ববাহুঃ নিরালম্বঃ বায়ুভক্ষঃ তপঃ চরন্ ঘর্মে পঞ্চতপাঃ বর্ষাসু আকাশসংশ্রয়ঃ শিশিরে সলিলেশায়ী ভূত্বা এবং বর্ষসহস্রং রাত্র্যহানি ঘোরং তপঃ উপাগমৎ। ২৩-২৫

দেবতারা প্রস্থান করার পর মহামুনি বিশ্বামিত্র ঊর্ধ্ববাহু ও নিরালম্ব হয়ে এবং কেবলমাত্র বায়ুভক্ষণ করে তপস্যা করতে লাগলেন। তিনি গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নির মধ্যে, বর্ষায় উন্মুক্ত স্থানে, এবং শীতে জলের মধ্যে দেহ নিমজ্জিত করে সহস্রবৎসর দিবারাত্র কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। ২৩-২৫

তস্মিন্ সন্তপ্যমানে তু বিশ্বামিত্রে মহামুনৌ।

সন্তাপঃ সুমহানাসীৎ সুরাণাং বাসবস্য চ ॥২৬

অন্বয়ঃ তস্মিন্ মহামুনৌ বিশ্বামিত্রে সন্তপ্যমানে তু সুরাণাং বাসবস্য চ সুমহান্ সন্তাপঃ আসীৎ। ২৬

মহামুনি বিশ্বামিত্র এইভাবে তপস্যা করতে থাকায় ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাদের মহা ভয় উপস্থিত হল। ২৬

রম্ভামপ্সরসং শক্রঃ সর্বৈঃ সহ মরুদ্‌গণৈঃ।

উবাচাত্মহিতং বাক্যমহিতং কৌশিকস্য চ ॥২৭

অন্বয়ঃ শক্রঃ সর্বৈঃ মরুৎগণৈঃ সহ অপ্সরসং রম্ভাম্ আত্মহিতং কৌশিকস্য চ অহিতং বাক্যম্ উবাচ। ২৭

তখন ইন্দ্র ও মরুৎগণ অপ্সরা রম্ভাকে এমন একটি কাজের কথা বললেন, যাতে তাঁদের মঙ্গল এবং বিশ্বামিত্রের অনিষ্ট হয়। ২৭

ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত

চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ

* *

রম্ভাশাপঃ

(রম্ভার প্রতি বিশ্বামিত্রের শাপ)

সুরকার্যমিদং রম্ভে কর্তব্যং সুমহৎ ত্বয়া।

লোভনং কৌশিকস্যেহ কামমোহসমন্বিতম্ ॥১

অন্বয়ঃ রম্ভে ইদং কৌশিকস্য লোভনং কামমোহসমন্বিতং সুমহৎ সুরকার্যং ত্বয়া কর্তব্যম্। ১

ইন্দ্র বললেন—রম্ভা, তোমাকে দেবতাদের জন্যে একটি মহৎ কাজ করতে হবে—কাজটি হল বিশ্বামিত্রকে প্রলুব্ধ ও কামমুগ্ধ করা। ১

তথোক্তা সাপ্সরা রাম সহস্রাক্ষেণ ধীমতা।

ব্রীড়িতা প্রাঞ্জলির্বাক্যং প্রত্যুবাচ সুরেশ্বরম্ ॥২

অন্বয়ঃ রাম! সা অপ্সরা ধীমতা সহস্রাক্ষেণ তথা উক্তা ব্রীড়িতা প্রাঞ্জলিঃ সুরেশ্বরং বাক্যং প্রত্যুবাচ—। ২

ধীমান্ ইন্দ্রের কথায় লজ্জিত হয়ে অপ্সরা করযোড়ে বললেন—। ২

অয়ং সুরপতে ঘোরো বিশ্বমিত্রো মহামুনিঃ।
ক্রোধমুৎস্রক্ষ্যতে ঘোরং ময়ি দেব ন সংশয়ঃ॥
ততো হি মে ভয়ং দেব প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥৩

অন্বয়ঃ সুরপতে! দেবঃ অয়ং ঘোরঃ মহামুনিঃ বিশ্বামিত্রঃ ময়ি ঘোরং ক্রোধম্ উৎস্রক্ষ্যতে ন সংশয়ঃ। ততঃ হি মে ভয়ম্। দেব! প্রসাদং কর্তুম্ অর্হসি। ৩

দেবরাজ, এই মহামুনি বিশ্বামিত্র অত্যন্ত উগ্র স্বভাবের। এঁকে প্রলুব্ধ করতে গেলে ইনি নিশ্চয়ই আমাকে ক্রোধে কঠোর শাপ দেবেন। এই জন্যেই আমি ভীত হচ্ছি। দেব আপনি আমাকে কৃপা করুন। ৩

এবমুক্তস্তয়া রাম সভয়ং ভীতয়া তদা।
তামুবাচ সহস্রাক্ষো বেপমানাং কৃতাঞ্জলিম্ ॥৪
মা ভৈষী রম্ভে ভদ্রং তে কুরুষ্ব মম শাসনম্ ॥৫

অন্বয়ঃ রাম! তদা তয়া ভীতয়া সভয়ং উক্তঃ সহস্রাক্ষঃ তাং বেপমানাং কৃতাঞ্জলিম্ উবাচ—রম্ভে মা ভৈষী, মম শাসনং কুরুষ্ব। ভদ্রং তে ভবতু। ৪-৫

রম্ভা, তুমি ভয় পেয়ো না, আমার আদেশ পালন করো। তোমার মঙ্গল হবে। ৪-৫

কোকিলো হৃদয়গ্রাহী মাধবে রুচিরদ্রুমে।
অহং কন্দর্পসহিতঃ স্থাস্যামি তব পার্শ্বতঃ ॥৬

অন্বয়ঃ মাধবে রুচিরদ্রুমে অহং হৃদয়গ্রাহী কোকিলঃ (ভূত্বা) কন্দর্পসহিতঃ তব পার্শ্বতঃ স্থাস্যামি। ৬

বসন্তকাল সৃষ্টি করে রমণীয় বৃক্ষে হৃদয়হারী কোকিলরূপে কন্দর্পের সঙ্গে আমি তোমার পাশে থাকব। ৬

ত্বং হি রূপং বহুগুণং কৃত্বা পরমভাস্বরম্।
তমৃষিং কৌশিকং ভদ্রে ভেদয়স্ব তপস্বিনম্ ॥৭

অন্বয়ঃ ভদ্রে! ত্বং হি পরমভাস্বরং রূপং বহুগুণং কৃত্বা তম্ ঋষিং তপস্বিনং ভেদয়স্ব। ৭

ভদ্রে, তুমি তোমার পরম জ্যোতির্ময় রূপকে বহুগুণ বর্ধিত করে তপস্বী কৌশিক বিশ্বামিত্রের চিত্তবিকার উৎপন্ন করো। ৭

সা শ্রুত্বা বচনং তস্য কৃত্বা রূপমনুত্তমম্।
লোভয়ামাস ললিতা বিশ্বামিত্রং শুচিস্মিতা ॥৮

অন্বয়: সা ললিতা শুচিস্মিতা তস্য বচনং শ্রুত্বা অনুত্তমং রূপং কৃত্বা বিশ্বামিত্রং লোভয়ামাস। ৮

তখন সেই সুন্দরী শুচিস্মিতা অপ্সরা অতুলনীয় রূপবতী হয়ে বিশ্বামিত্রকে প্রলুব্ধ করতে উদ্যত হলেন। ৮

কোকিলস্য তু শুশ্রাব বল্গু ব্যাহরতঃ স্বনম্।
সংপ্রহৃষ্টেন মনসা স চৈনামন্বৈক্ষত ॥৯

অন্বয়: সঃ কোকিলস্য ব্যাহরতঃ বল্গু স্বনং শুশ্রাব। (সঃ) সংপ্রহৃষ্টেন মনসা এনাম্ অন্বৈক্ষত। ৯

বিশ্বামিত্র কোকিলের মধুরস্বর শুনে হৃষ্টচিত্তে তাকিয়ে অপ্সরা রম্ভাকে দেখতে পেলেন। ৯

অথ তস্য চ শব্দেন গীতেনাপ্রতিমেন চ।
দর্শনেন চ রম্ভায়া মুনিঃ সন্দেহমাগতঃ ॥১০

অন্বয়: অথ তস্য শব্দেন অপ্রতিমেন গীতেন চ রম্ভায়াঃ চ দর্শনেন মুনিঃ সন্দেহম্ আগতঃ। ১০

রম্ভাকে দেখে এবং তাঁর অপূর্ব গীতবাদ্য শুনে মুনির সন্দেহ উপস্থিত হল। ১০

সহস্রাক্ষস্য তৎসর্বং বিজ্ঞায় মুনিপুঙ্গবঃ।
রম্ভাং ক্রোধসমাবিষ্টঃ শশাপ কুশিকাত্মজঃ ॥১১

অন্বয়: সহস্রাক্ষস্য তৎসর্বং বিজ্ঞায় মুনিপুঙ্গবঃ কুশিকাত্মজঃ ক্রোধসমাবিষ্টঃ রম্ভাং শশাপ। ১১

'এ সমস্তই দেবরাজ ইন্দ্রের কাজ'—এই বিবেচনা করে মুনিবর বিশ্বামিত্র ক্রোধে রম্ভাকে অভিশাপ দিয়ে বললেন—। ১১

যন্মাং লোভয়সে রম্ভে কামক্রোধজয়ৈষিণম্।
দশবর্ষসহস্রাণি শৈলী স্থাস্যসি দুর্ভগে ॥১২

অন্বয়: রম্ভে! যৎ মাং কামক্রোধজয়ৈষিণং লোভয়সে (তৎ) দুর্ভগে! দশবর্ষসহস্রাণি শৈলী স্থাস্যসি। ১২

দুর্ভাগা রম্ভা, আমি কামক্রোধ জয় করতে চাই, আর তুই আমাকে প্রলুব্ধ করছিস্। সুতরাং তুই দশ সহস্র বৎসর পাষাণী হয়ে থাকবি। ১২

ব্রাহ্মণঃ সুমহাতেজাস্তেপোবলসমন্বিতঃ।
উদ্ধরিষ্যতি রম্ভে ত্বাং মৎক্রোধকলুষীকৃতাম্ ॥১৩

অন্বয়ঃ রম্ভে! সুমহাতেজাঃ তপোবলসমন্বিতঃ ব্রাহ্মণঃ মৎক্রোধকলুষীকৃতাং ত্বাম্ উদ্ধরিষ্যতি। ১৩

রম্ভা, তারপর এক তপোবলযুক্ত মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণ তোকে আমার ক্রোধের অভিশাপ থেকে উদ্ধার করবে। ১৩

এবমুক্ত্বা মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
অশক্নুবন্ধারয়িতুং কোপং সন্তাপমাত্মনঃ ॥১৪

অন্বয়ঃ এবম্ উক্ত্বা মহাতেজাঃ মহামুনিঃ বিশ্বামিত্রঃ আত্মনঃ কোপং ধারয়িতুম্ অশক্নুবন্ সন্তাপং (গতঃ)। ১৪

এইভাবে শাপ দিয়ে মহামুনি বিশ্বামিত্র নিজের ক্রোধ দমন করতে না পেরে অনুতপ্ত হলেন। ১৪

তস্য শাপেন মহতা রম্ভা শৈলী তদাভবৎ।
বচঃ শ্রুত্বা চ কন্দর্পো মহর্ষেঃ স চ নির্গতঃ ॥১৫

অন্বয়ঃ তদা তস্য মহতা শাপেন রম্ভা শৈলী অভবৎ। কন্দর্পঃ চ মহর্ষেঃ বচঃ শ্রুত্বা নির্গতঃ। ১৫

এদিকে মহর্ষির মহাশাপে রম্ভা পাষাণী হয়ে গেলেন, এবং কন্দর্প তাঁর কথা শুনে ভয়ে পালিয়ে গেলেন। ১৫

কোপেন চ মহাতেজাস্তপোপহরণে কৃতে।
ইন্দ্রিয়ৈরজিতৈ রাম ন লেভে শান্তিমাত্মনঃ ॥১৬

অন্বয়ঃ রাম! মহাতেজাঃ তপোপহরণে কৃতে ইন্দ্রিয়ৈঃ অজিতৈঃ আত্মনঃ শান্তিং ন লেভে। ১৬

মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র ইন্দ্রিয় জয় করতে না পারার জন্যে তপস্যার ফল নষ্ট হওয়ায় মনের শান্তি হারিয়ে ফেললেন। ১৬

বভূবাস্য মনশ্চিন্তা তাপোপহরণে কৃতে।
নৈবং ক্রোধং গমিষ্যামি ন চ বক্ষ্যে কথঞ্চন ॥১৭
অথবা নোচ্ছ্বসিষ্যামি সংবৎসরশতান্যপি ॥১৮

অন্বয়: অস্য তপোপহরণে কৃতে মনশ্চিন্তা বভূব—ন এবং ক্রোধং গমিষ্যামি ন চ কথঞ্চন বক্ষ্যে অথবা সংবৎসরশতানি অপি ন উচ্ছ্বসিষ্যামি ১৭-১৮

তপস্যার ফল নষ্ট হওয়ায় তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন—আমি আর ক্রোধের বশীভূত হব না, অভিশাপও দেব না, এবং শত বৎসর ধরে নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে থাকব। ১৭-১৮

অহং হি শোষয়িষ্যামি আত্মানং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
তাবদ্ যাবদ্ধি মে প্রাপ্তং ব্রাহ্মণ্যং তপসার্জিতম্ ॥১৯

অন্বয়: অহং হি তাবৎ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ আত্মানং শোষয়িষ্যামি যাবৎ হি মে তপসার্জিতং ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্তম্। ১৯

যতদিন না আমি তপস্যার বলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করি, ততদিন জিতেন্দ্রিয় হয়ে আত্মপীড়ন করব। ১৯

অনুচ্ছ্বসন্নভুঞ্জানস্তিষ্ঠেয়ং শাশ্বতীঃ সমাঃ।
ন হি মে তপ্যমানস্য ক্ষয়ং যাস্যন্তি মূর্তয়ঃ ॥২০

অন্বয়: অনুচ্ছ্বসন্ অভুঞ্জানঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ তিষ্ঠেয়ম্। ন হি মে তপ্যমানস্য মূর্তয়ঃ ক্ষয়ং যাস্যন্তি। ২০

আমি অনন্তকাল ধরে নিঃশ্বাস রোধ করে অনাহারে অবস্থান করব এইভাবে তপস্যা করার সময় আমার দেহের ক্ষয় হবে না। ২০

এবং বর্ষসহস্রস্য দীক্ষাং স মুনিপুঙ্গবঃ।
চকারাপ্রতিমাং লোকে প্রতিজ্ঞাং রঘুনন্দন ॥২১

অন্বয়: রঘুনন্দন। সঃ মুনিপুঙ্গবঃ এবং বর্ষসহস্রস্য লোকে অপ্রতিমাং প্রতিজ্ঞাং দীক্ষাং (চ) চকার। ২১

মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র এরূপ অসাধারণ প্রতিজ্ঞা করে সহস্র বৎসর তপস্যার জন্যে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। ২১

চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ

* *

বিশ্বামিত্রস্য ব্রহ্মর্ষিপদপ্রাপ্তিঃ

(বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মর্ষিপদ লাভ)

অথ হৈমবতীং রাম দিশং ত্যক্ত্বা মহামুনিঃ।
পূর্বাং দিশমনুপ্রাপ্য তপস্তেপে সুদারুণম্ ॥১

অন্বয়ঃ রাম! অথ মহামুনিঃ হৈমবতীং দিশং ত্যক্ত্বা পূর্বাং দিশম্ অনুপ্রাপ্য সুদারুণং তপঃ তেপে। ১

তারপর মহামুনি বিশ্বামিত্র হিমালয়প্রদেশ ত্যাগ করে পূর্বদিকে গিয়ে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন। ১

মৌনং বর্ষসহস্রস্য কৃত্বা ব্রতমনুত্তমম্।
চকারাপ্রতিমং রাম তপঃ পরমদুষ্করম্ ॥২

অন্বয়ঃ রাম! (সঃ) বর্ষসহস্রস্য অনুত্তমং মৌনং ব্রতং কৃত্বা অপ্রতিমং পরমদুষ্করং তপঃ চকার। ২

রাম, তিনি সহস্র বৎসর ধরে অনুপম মৌন ব্রত অবলম্বন করে অতি দুষ্কর তপস্যা করতে লাগলেন। ২

পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু কাষ্ঠভূতং মহামুনিম্।
বিঘ্নৈর্বহুভিরাধূতং ক্রোধো নান্তরমাবিশৎ ॥৩
স কৃত্বা নিশ্চয়ং রাম তপ আতিষ্ঠতাব্যয়ম্ ॥৪

অন্বয়ঃ রাম! পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু কাষ্ঠভূতং মহামুনিং বহুভিঃ বিঘ্নৈঃ ক্রোধঃ অন্তরং ন অবিশৎ। (সঃ) নিশ্চয়ং কৃত্বা অব্যয়ং তপঃ অতিষ্ঠৎ। ৩-৪

এইভাবে সহস্র বৎসর ধরে সেই কাষ্ঠভূত মহামুনির উপর বহু বিঘ্ন নেমে এল, কিন্তু তাঁর অন্তরে বিন্দুমাত্র ক্রোধের আবেশ হল না। তিনি দৃঢ়ভাবে অক্ষয় তপস্যায় নিযুক্ত হলেন। ৩-৪

তস্য বর্ষসহস্রস্য ব্রতে পূর্ণে মহাব্রতঃ।
ভোক্তুমারব্ধবানন্নং তস্মিন্ কালে রঘূত্তম ॥
ইন্দ্রো দ্বিজাতির্ভূত্বা তং সিদ্ধমন্নমযাচত ॥৫

রঘুত্তম! তস্য বর্ষসহস্রস্য ব্রতে পূর্ণে মহাব্রতঃ অন্নং ভোক্তুম্ আরব্ধবান্। তস্মিন্ কালে ইন্দ্রঃ দ্বিজাতিঃ ভূত্বা তং সিদ্ধম্ অন্নম্ অযাচত। ৫

হে রঘুশ্রেষ্ঠ, সহস্র বৎসরের ব্রত পূর্ণ হলে ব্রতচারী বিশ্বামিত্র অন্ন গ্রহণের উপক্রম করছিলেন, এমন সময় ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে এসে তাঁর নিকট সেই অন্ন ভিক্ষা করলেন। ৫

তস্মৈ দত্ত্বা তদা সিদ্ধং সর্বং বিপ্রায় নিশ্চিতঃ।
নিঃশেষিতেঽন্নে ভগবান্ ভুক্ত্বৈব মহাতপাঃ ॥৬
ন কিঞ্চিদবদদ্‌বিপ্রং মৌনব্রতমুপাস্থিতঃ।
তথৈবাসীৎ পুনর্মৌনমনুচ্ছ্বাসং চকার হ ॥৭
অথ বর্ষসহস্রং চ নোচ্ছ্বসন্মুনিপুঙ্গবঃ ॥৮

অন্বয়: ভগবান্ মহাতপাঃ তদা তস্মৈ বিপ্রায় সর্বং সিদ্ধং নিশ্চিতঃ দত্ত্বা নিঃশেষিতে অন্নে অভুক্ত্বা এব মৌনব্রতম্ উপাস্থিতঃ বিপ্রং ন কিঞ্চিৎ অবদৎ। পুনঃ তথা এব আসীৎ মৌনম্ অনুচ্ছ্বাসং চকার। অথ মুনিপুঙ্গবঃ বর্ষসহস্রং ন উচ্ছ্বসৎ। ৬-৮

মহাতপস্বী ভগবান বিশ্বামিত্র সেই ব্রাহ্মণকে সমস্ত অন্ন প্রদান করলেন এবং অন্ন নিঃশেষিত হলে স্বয়ং অভুক্ত থাকলেও মৌনব্রত অবলম্বন করায় ব্রাহ্মণকে কিছু বললেন না। তারপর তিনি পুনরায় মৌনী হয়ে এবং নিঃশ্বাস রোধ করে সহস্র বৎসর অবস্থান করলেন। ৬-৮

তস্যানুচ্ছ্বসমানস্য মূর্ধ্নি ধূমো ব্যজায়ত।
ত্রৈলোক্যং যেন সম্ভ্রান্তমাতাপিতমিবাভবৎ ॥৯

অন্বয়: তস্য অনুচ্ছ্বসমানস্য মূর্ধ্নি ধূমঃ ব্যজায়ত যেন ত্রৈলোক্যঃ সম্ভ্রান্তম্ আতাপিতম্ ইব অভবৎ। ৯

নিঃশ্বাস রোধ করে তপস্যা কালে তাঁর মস্তক থেকে ধূম নির্গত হতে থাকল, যার ফলে ত্রিলোক ভীত ও তাপিত হল। ৯

ততো দেবর্ষিগন্ধর্বাঃ পন্নগোরগরাক্ষসাঃ।
মোহিতাস্তপসা তস্য তেজসা মন্দরশ্ময়ঃ ॥
কশ্মলোপহতাঃ সর্বে পিতামহমথাব্রুবন্ ॥১০

অন্বয়: ততঃ দেবর্ষিগন্ধর্বাঃ পন্নগোরগরাক্ষসাঃ সর্বে তস্য তপসা মোহিতাঃ তেজসা মন্দরশ্ময়ঃ কশ্মলোপহতাঃ পিতামহম্ অথ অব্রুবন্। ১০

তখন দেবর্ষি, গন্ধর্ব, পন্নগ, উরগ ও রাক্ষসেরা তাঁর তপস্যার তেজে মোহিত, নিষ্প্রভ ও অবসন্ন হয়ে পিতামহ ব্রহ্মাকে বললেন—। ১০

বহুভিঃ কারণৈর্দেব বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
লোভিতঃ ক্রোধিতশ্চৈব তপসা চাভিবর্ধতে ॥
নহ্যস্য বৃজিনং কিঞ্চিদ্ দৃশ্যতে সূক্ষ্মমপ্যুত ॥১১

অন্বয় : দেব! মহামুনিঃ বিশ্বামিত্রঃ বহুভিঃ কারণৈঃ লোভিতঃ ক্রোধিতঃ চ এব তপসা চ অভিবর্ধতে। অস্য কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মম্ অপি উত বৃজিনং ন হি দৃশ্যতে। ১১

হে দেব, মহামুনি বিশ্বামিত্রকে বহু প্রকারে প্রলোভিত ও ক্রুদ্ধ করার চেষ্টা সত্ত্বেও এঁর তপস্যার বল বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এঁর অতি সূক্ষ্ম পরিমাণেও পাপ দেখা যাচ্ছে না। ১১

ন দীয়তে যদি ত্বস্য মনসা যদভীপ্সিতম্।
বিনাশয়তি ত্রৈলোক্যং তপসা সচরাচরম্ ॥১২

অন্বয় : যদি তু অস্য মনসা যৎ অভীপ্সিতং দীয়তে (তদা) (সঃ) তপসা সচরাচরং ত্রৈলোক্যং বিনাশয়তি। ১২

আপনি যদি এঁকে এর অভীষ্ট ফল দান না করেন, তবে ইনি তপোবলে চরাচর সহ ত্রিভুবন ধ্বংস করে ফেলবেন। ১২

ব্যাকুলাশ্চ দিশঃ সর্বা ন চ কিঞ্চিৎ প্রকাশতে।
সাগরাঃ ক্ষুভিতাঃ সর্বে বিশীর্যন্তে চ পর্বতাঃ ॥১৩

অন্বয় : সর্বাঃ দিশঃ ব্যাকুলাঃ কিঞ্চিৎ চ ন প্রকাশতে, সর্বে মানবাঃ ক্ষুভিতাঃ পর্বতাঃ চ বিশীর্যন্তে। ১৩

দেখুন, চারদিক কেমন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, কোনো কিছু দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না, সাগর বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে, এবং পর্বত বিদীর্ণ হচ্ছে। ১৩

প্রকম্পতে চ বসুধা বায়ুর্বাতীহ সঙ্কুলঃ।
ব্রহ্মন্ ন প্রতিজানীমো নাস্তিকো জায়তে জনঃ ॥১৪

অন্বয় : ব্রহ্মন্! বসুধা প্রকম্পতে ইহ বায়ুঃ সঙ্কুলঃ বাতি নঃ প্রতিজানীমঃ জনঃ নাস্তিকঃ জায়তে। ১৪

হে ব্রাহ্মণ, দেখুন, পৃথিবী প্রকম্পিত হচ্ছে, বায়ু বিশৃঙ্খল ভাবে প্রবাহিত হচ্ছে, এবং আমরা নিশ্চয় করে বলছি, লোকে নাস্তিকভাবাপন্ন হচ্ছে ।১৪

সংমূঢ়মিব ত্রৈলোক্যং সংপ্রক্ষুভিতমানসম্।
ভাস্করো নিষ্প্রভশ্চৈব মহর্ষেস্তস্য তেজসা ॥১৫

অন্বয়ঃ তস্য মহর্ষেঃ তেজসা ত্রৈলোক্যং সংমূঢ়ম্ ইব সংপ্রক্ষুভিত মানসং ভাস্করঃ নিষ্প্রভঃ চ এব। ১৫

এই মহর্ষির তেজে ত্রিভুবন মোহগ্রস্ত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে এবং সূর্য নিষ্প্রভ হয়েছে। ১৫

বুদ্ধিং ন কুরুতে যাবন্নাশে দেব মহামুনিঃ।
তাবৎ প্রসাদো ভগবন্নগ্নিরূপো মহাদ্যুতিঃ ॥১৬
কালাগ্নিনা যথা পূর্বং ত্রৈলোক্যং দহ্যতেঽখিলম্।
দেবরাজ্যং চিকীর্ষেত দীয়তামস্য যন্মতম্ ॥১৭

অন্বয়ঃ ভগবন্! দেব! যথা পূর্বং কালাগ্নিনা অখিলং ত্রৈলোক্যং দহ্যতে তথা যাবৎ অগ্নিরূপঃ মহাদ্যুতিঃ মহামুনিঃ নাশে বুদ্ধিং কুরুতে তাবৎ (অস্য) প্রসাদঃ (বিধীয়তাম্)। অস্য যৎ মতং (যদি) দেবরাজ্যং চিকীর্ষেত দীয়তাম্। ১৬-১৭

ভগবন, পূর্বে যেমন কালাগ্নিতে সমস্ত বিশ্ব দগ্ধ হয়েছিল, তেমনই এই অগ্নিরূপী জ্যোতির্ময় মহামুনি পুনরায় বিশ্বকে বিনাশ করার ইচ্ছা করার পূর্বেই এঁকে প্রসন্ন করুন এবং ইনি যা চান, এমন কি যদি স্বর্গরাজ্যও চান তবে এঁকে তাই দিয়ে দিন। ১৬-১৭

ততঃ সুরগণাঃ সর্বে পিতামহপুরোগমাঃ।
বিশ্বামিত্রং মহাত্মানং বাক্যং মধুরমব্রুবন্ ॥১৮

অন্বয়ঃ ততঃ পিতামহপুরোগমাঃ সর্বে সুরগণাঃ মহাত্মানং বিশ্বামিত্রং মধুরং বাক্যম্ অব্রুবন্। ১৮

তখন দেবগণ পিতামহ ব্রহ্মাকে মুখপাত্র করে মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে মধুর বাক্যে বললেন—। ১৮

ব্রহ্মর্ষে স্বাগতং তেঽস্তু তপসা স্ম সুতোষিতাঃ।
ব্রাহ্মণ্যং তপসোগ্রেণ প্রাপ্তবানসি কৌশিক ॥১৯
দীর্ঘমায়ুশ্চ তে ব্রহ্মন্ দদামি সমরুদ্গণঃ।
স্বস্তি প্রাপ্নুহি ভদ্রং তে গচ্ছ সৌম্য যথাসুখম্ ॥২০

অন্বয়ঃ ব্রহ্মর্ষে কৌশিক! তে স্বাগতম্ অস্তু। (ত্বং) উগ্রেণ তপসা ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্তবান্ অসি। ব্রহ্মন্ (অহং) সমরুদ্গণঃ তে দীর্ঘং আয়ুঃ দদামি। সৌম্য স্বস্তি প্রাপ্নুহি। তে ভদ্রং (ভবতু)। যথাসুখং গচ্ছ। ১৯-২০

ব্রহ্মর্ষি কৌশিক, তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি। তুমি কঠোর তপস্যা করে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়েছ। মরুৎগণ এবং আমি তোমাকে দীর্ঘায়ু দান করছি। হে সৌম্য তোমার মঙ্গল হোক। এখন তুমি যেখানে ইচ্ছা যাও। ১৯-২০

পিতামহবচঃ শ্রুত্বা সর্বেষাং ত্রিদিবৌকসাম্।
কৃত্বা প্রণামং মুদিতো ব্যাজহার মহামুনিঃ ॥২১

অন্বয়ঃ পিতামহবচঃ শ্রুত্বা মহামুনিঃ মুদিতঃ সর্বেষাং ত্রিদিবৌকসাং প্রণামং কৃত্বা ব্যাজহার। ২১

পিতামহ ব্রহ্মার কথা শুনে মহামুনি বিশ্বামিত্র প্রফুল্ল মনে সমস্ত দেবতাকে প্রণাম করে বললেন—২১

ব্রাহ্মণ্যং যদি মে প্রাপ্তং দীর্ঘামায়ুস্তথৈব চ।
ওঙ্কারোঽথ বষট্কারো বেদাশ্চ বরয়ন্তু মাম্ ॥২২

অন্বয়ঃ যদি মে ব্রাহ্মণ্যং তথা এব চ দীর্ঘম্ আয়ুঃ প্রাপ্তং ওঙ্কারঃ অথ বষট্কারঃ বেদাঃ চ মাং বরয়ন্তু। ২২

দেবগণ, এখন যদি আমি ব্রাহ্মণত্ব এবং দীর্ঘায়ু লাভ করে থাকি তবে ওঙ্কার[১], বষট্কার[২] ও বেদসকল আমাকে বরণ করুন। ২২

ক্ষত্রবেদবিদাং শ্রেষ্ঠো ব্রহ্মবেদবিদামপি।
ব্রহ্মপুত্রো বসিষ্ঠো মামেবং বদতু দেবতাঃ ॥
যদ্যেবং পরমঃ কামঃ কৃতো যান্তু সুরর্ষভাঃ ॥২৩

অন্বয়ঃ দেবতাঃ ক্ষত্রবেদবিদাং ব্রহ্মবেদবিদাম্ অপি শ্রেষ্ঠঃ ব্রহ্মপুত্রঃ বসিষ্ঠঃ মাম্ এবং বদতু। যদি এবং পরমঃ কামঃ কৃতঃ সুরর্ষভাঃ যান্তু। ২৩

হে দেবগণ, ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠ, যিনি ক্ষত্রবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা বিশারদগণের অগ্রগণ্য, তিনিও যেন আমাকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করেন। হে দেবর্ষিগণ, আপনারা আমার এই ইচ্ছা পূর্ণ করে যান। ২৩

ততঃ প্রসাদিতো দেবৈর্বসিষ্ঠো জপতাং বরঃ।
সখ্যং চকার ব্রহ্মর্ষিরেবমস্ত্বিতি চাব্রবীৎ ॥
ব্রহ্মর্ষিত্বং ন সন্দেহঃ সর্বং সম্পত্স্যতে তব ॥২৪

অন্বয়ঃ ততঃ জপতাং বরঃ বসিষ্ঠঃ দেবৈঃ প্রসাদিতঃ সখ্যং চকার ব্রহ্মর্ষিঃ এব অস্তু ব্রহ্মর্ষিত্বং সর্বং তব সম্পত্স্যতে ন সন্দেহঃ ইতি চ অব্রবীৎ। ২৪

তখন তপস্বীশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে দেবতারা প্রসন্ন করলে তিনি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে সখ্য

স্থাপন করে তাঁকে বললেন—তুমি ব্রহ্মর্ষিই হলে, এবং নিঃসন্দেহে সকল প্রকার ব্রহ্মর্ষিত্বের অধিকারী হবে। ২৪

ইত্যুক্ত্বা দেবতাশ্চাপি সর্বা জগ্মুর্যথাগতম্।
বিশ্বামিত্রোঽপি ধর্মাত্মা লব্ধ্বা ব্রাহ্মণ্যমুত্তমম্ ॥২৫
পূজয়ামাস ব্রহ্মর্ষিং বসিষ্ঠং জপতাং বরম্।
কৃতকামো মহীং সর্বাং চচার তপসি স্থিতঃ ॥২৬

অন্বয় : ইত্যুক্ত্বা দেবতাঃ চ অপি সর্বাঃ যথাগতং জগ্মুঃ। ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্রঃ অপি উত্তমং ব্রাহ্মণ্যং লব্ধ্বা জপতাং বরং ব্রহ্মর্ষিং বসিষ্ঠং পূজয়ামাস কৃতকামঃ তপসি স্থিতঃ সর্বাং মহীং চচার। ২৫-২৬

দেবতারাও একই কথা বলে নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্রও উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে তপস্বীশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠকে পূজা করলেন, এবং অভীষ্ট সিদ্ধির পর তপস্যাপরায়ণ হয়ে পৃথিবী পর্যটন করতে লাগলেন কাহিনী শেষে শতানন্দ বললেন—। ২৫-২৬

এবং ত্বনেন ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্তং রাম মহাত্মনা।
এষ রাম মুনিশ্রেষ্ঠ এষ বিগ্রহবাংস্তপঃ ॥২৭
এষ ধর্মঃ পরো নিত্যং বীর্যস্যৈষ পরায়ণম্।
এবং উক্ত্বা মহাতেজা বিররাম দ্বিজোত্তমঃ ॥২৮

অন্বয় : রাম! এবং তু অনেন মহাত্মনা ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্তম্। এষঃ মুনিশ্রেষ্ঠঃ এষঃ পরঃ ধর্মঃ এষঃ নিত্যং বীর্যস্য পরায়ণম্। এবম্ উক্ত্বা মহাতেজাঃ দ্বিজোত্তমঃ (শতানন্দঃ) বিররাম। ২৭-২৮

রাম, এই ভাবেই এই মহাত্মা বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছেন। ইনি মুনিদের অগ্রগণ্য, ইনি মূর্তিমান তপস্যা, ইনি সাক্ষাৎ পরম ধর্ম, এবং তপোবল এঁকে সর্বদা আশ্রয় করে আছে। এই বলে মহাতেজস্বী দ্বিজশ্রেষ্ঠ শতানন্দ নীরব হলেন। ২৭-২৮।

শতানন্দবচঃ শ্রুত্বা রামলক্ষ্মণসন্নিধৌ।
জনকঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমুবাচ কুশিকাত্মজম্ ॥২৯

অন্বয় : শতানন্দবচঃ শ্রুত্বা জনকঃ রামলক্ষ্মণসন্নিধৌ প্রাঞ্জলিঃ কুশিকাত্মজং বাক্যম্ উবাচ। ২৯

শতানন্দের কথা শুনে রাজর্ষি জনক রাম লক্ষ্মণের সম্মুখে করযোড়ে বিশ্বামিত্রকে বললেন—।

ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যস্য মে মুনিপুঙ্গব।
যজ্ঞং কাকুৎস্থসহিতঃ প্রাপ্তবানসি কৌশিক ॥৩০

অন্বয়: মুনিপুঙ্গব কৌশিক! ধন্যঃ অস্মি অনুগৃহীতঃ অস্মি যস্য মে যজ্ঞং কাকুৎস্থসহিতঃ প্রাপ্তবান্ অসি। ৩০

মুনিবর বিশ্বামিত্র, আপনি যে রামলক্ষ্মণের সঙ্গে আমার যজ্ঞে উপস্থিত হয়েছেন, এতে আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হয়েছি। ৩০

পাবিতোঽহং ত্বয়া ব্রহ্মন্ দর্শনেন মহামুনে।
গুণা বহুবিধাঃ প্রাপ্তাস্তব সন্দর্শনান্ময়া ॥৩১

অন্বয়: ব্রহ্মন্, মহামুনে! অহং ত্বয়া দর্শনেন পাবিতঃ, তব সন্দর্শনাৎ ময়া বহুবিধাঃ গুণাঃ প্রাপ্তাঃ। ৩১

হে ব্রহ্মন্, হে মহর্ষি! আপনার দর্শনমাত্রেই আমি পবিত্র ও বহুগুণের অধিকারী হয়েছি। ৩১

বিস্তরেণ চ বৈ ব্রহ্মন্ কীর্ত্যমানং মহত্তপঃ।
শ্রুতং ময়া মহাতেজো রামেণ চ মহাত্মনা ॥
সদস্যৈঃ প্রাপ্য সদঃ শ্রুতাস্তে বহবঃ গুণা ॥৩২

অন্বয়: মহাতেজঃ ব্রহ্মন্! বিস্তরেণ চ ময়া মহাত্মনা রামেণ (সহ) (তব) মহৎতপঃ কীর্ত্যমানং শ্রুতম্, সদস্যৈঃ সদঃ প্রাপ্য তে বহবঃ গুণাঃ শ্রুতাঃ। ৩২

আমি মহাত্মা রামের সঙ্গে আপনার মহান তপস্যার বৃত্তান্ত শ্রবণ করলাম, এবং আমার সদস্যগণও যজ্ঞস্থলে সমবেত হয়ে আপনার বহুগুণের কথা শ্রবণ করলেন। ৩২

অপ্রমেয়ং তপস্তুভ্যমপ্রমেয়ং চ তে বলম্।
অপ্রমেয়া গুণাশ্চৈব নিত্যং তে কুশিকাত্মজ ॥৩৩

অন্বয়: কুশিকাত্মজ! তুভ্যম্ অপ্রমেয়ং তপঃ তে অপ্রমেয়ং বলং নিত্যম্ অপ্রমেয়াঃ গুণাঃ চ। ৩৩

হে কৌশিক, আপনার তপস্যা অসাধারণ, আপনার শক্তি অপরিমিত এবং আপনার গুণও অতুলনীয়। ৩৩

তৃপ্তিরাশ্চর্যভূতানাং কথানাং নাস্তি মে বিভো।
কর্মকালো মুনিশ্রেষ্ঠ লম্বতে রবিমণ্ডলম্ ॥৩৪

অন্বয় : মুনিশ্রেষ্ঠ বিভো ! আশ্চর্যভূতানাং কথানাং মে তৃপ্তিঃ ন অস্তি। কর্মকালঃ (অয়ম্)। রবিমণ্ডলং লম্বতে। ৩৪

আপনার এই আশ্চর্য কথা শুনে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না। কিন্তু এখন রবিমণ্ডল দিগন্তে লম্বিত হচ্ছে। সান্ধ্য ক্রিয়ার সময় উপস্থিত। ৩৪

শ্বঃ প্রভাতে মহাতেজো দ্রষ্টুমর্হসি মাং পুনঃ।
স্বাগতং জপতাং শ্রেষ্ঠ মামনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥৩৫

অন্বয় : মহাতেজঃ! শ্বঃ প্রভাতে মাং পুনঃ দ্রষ্টুম্ অর্হসি। জপতাং শ্রেষ্ঠ! স্বাগতং মাম্ অনুজ্ঞাতুম্ অর্হসি। ৩৫

হে মহাতেজস্বী, কাল প্রভাতে পুনরায় আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। হে তপস্বিশ্রেষ্ঠ, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। এখন আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিন। ৩৫

এবমুক্ত্বা মুনিশ্রেষ্ঠং বৈদেহো মিথিলাধিপঃ।
প্রদক্ষিণং চকারাশু সোপাধ্যায়ঃ সবান্ধবঃ ॥৩৬

অন্বয় : এবম্ উক্ত্বা বৈদেহঃ মিথিলাধিপঃ সোপাধ্যায়ঃ সবান্ধবঃ আশু মুনিশ্রেষ্ঠং প্রদক্ষিণং চকার। ৩৬

এই কথা বলে বিদেহরাজ মিথিলাধিপ জনক তাঁর উপাধ্যায় এবং বান্ধবদের সঙ্গে মুনিবর বিশ্বামিত্রকে প্রদক্ষিণ করলেন। ৩৬

এবমুক্তো মুনিবরঃ প্রশস্য পুরুষর্ষভম্।
বিসসর্জাশু জনকং প্রীতং প্রীতমনাস্তদা ॥৩৭

অন্বয় : এবম্ উক্তঃ মুনিবরঃ তদা পুরুষর্ষভং প্রীতং জনকং প্রশস্য প্রীতমনাঃ তম্ আশু বিসসর্জ। ৩৭

তখন মুনিবর বিশ্বামিত্র পুরুষশ্রেষ্ঠ জনকের অনেক প্রশংসা করলেন এবং প্রফুল্ল মনে তাঁকে সত্বর বিদায় দিলেন। ৩৭

বিশ্বামিত্রোঽপি ধর্মাত্মা সহরামঃ সলক্ষ্মণঃ।
স্ববাসমভিচক্রাম পূজ্যমানো মহাত্মভিঃ ॥৩৮

অন্বয় : ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্রঃ অপি মহাত্মভিঃ পূজ্যমানঃ সহরামঃ সলক্ষ্মণঃ স্ববাসম্ অভিচক্রাম। ৩৮

তারপর ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্র সেই মহাত্মাদের পূজালাভ করে রাম ও লক্ষ্মণের সঙ্গে নিজেদের আবাসে গমন করলেন। ৩৮

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ

শিবধনুষঃ পৌর্বাপর্যকথনম্

(শিবধনুর পূর্বাপর কাহিনী)

ততঃ প্রভাতে বিমলে কৃতকর্মা নরাধিপঃ।
বিশ্বামিত্রং মহাত্মানমাজুহাব সরাঘবম্ ॥১

অন্বয়ঃ ততঃ বিমলে প্রভাতে নরাধিপঃ কৃতকর্মা সরাঘবং বিশ্বামিত্রং মহাত্মানম্ আজুহাব। ১

পরদিন নির্মল প্রভাতকালে রাজা জনক প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে রাম, লক্ষ্মণ ও মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে ডেকে পাঠালেন। ১

অর্চয়িত্বা ধর্মাত্মা শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা।
রাঘবৌ চ মহাত্মানৌ তদা বাক্যমুবাচ হ ॥২

অন্বয়ঃ ধর্মাত্মা (জনকঃ) তং বিশ্বামিত্রং মহাত্মানৌ রাঘবৌ চ শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা অর্চয়িত্বা তদা বাক্যম্ উবাচ। ২

ধর্মাত্মা জনক শাস্ত্রবিধি অনুসারে বিশ্বামিত্র এবং মহাত্মা রামলক্ষ্মণকে অর্চনা করে বিশ্বামিত্রকে বললেন— । ২

ভগবন্ স্বাগতং তেঽস্তু কিং করোমি তবানঘ।
ভবানাজ্ঞাপয়তু মামাজ্ঞপ্তো ভবতা হ্যহম ॥৩

অন্বয়ঃ ভগবন্ অনঘ! তে স্বাগতম্ অস্তু, কিং তব করোমি? ভবান্ মাম্ আজ্ঞাপয়তু। অহং হি ভবতা আজ্ঞপ্তঃ। ৩

ভগবন্, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। বলুন, আপনার কী কাজ করব। আমি আপনার আজ্ঞাধীন, আপনি আমাকে আজ্ঞা করুন। ৩

এবমুক্তঃ স ধর্মাত্মা জনকেন মহাত্মনা
প্রত্যুবাচ মুনিশ্রেষ্ঠো বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ॥৪

অন্বয়ঃ সঃ ধর্মাত্মা বাক্যবিশারদঃ মুনিশ্রেষ্ঠঃ মহাত্মনা জনকেন এবম্ উক্তঃ বাক্যং প্রত্যুবাচ। ৪

মহাত্মা জনকের কথার উত্তরে বাক্যবিশারদ ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্র: তাঁকে বললেন—। ৪

পুত্রৌ দশরথস্যেমৌ ক্ষত্রিয়ৌ লোকবিশ্রুতৌ।
দ্রষ্টুকামৌ ধনুঃশ্রেষ্ঠং যদেতত্ত্বয়ি তিষ্ঠতি ॥৫

অন্বয়: ইমৌ দশরথস্য পুত্রৌ ক্ষত্রিয়ৌ লোকবিশ্রুতৌ যৎ এতৎ ত্বয়ি তিষ্ঠতি (তৎ) ধনুঃশ্রেষ্ঠং দ্রষ্টুকামৌ। ৫

মহারাজ, দশরথের পুত্র পৃথিবীবিখ্যাত এই দুই ক্ষত্রিয়কুমার আপনার নিকট গচ্ছিত যে মহাধনু আছে, তা দেখতে চান। ৫

এতদ্দর্শয় ভদ্রং তে কৃতকামৌ নৃপাত্মজৌ।
দর্শনাদস্য ধনুষো যথেষ্টং প্রতিযাস্যতঃ ॥৬

অন্বয়: এতৎ দর্শয়। ভদ্রং তে (ভবতু)। অস্য ধনুষঃ দর্শনাৎ কৃতকামৌ নৃপাত্মজৌ যথেষ্টং প্রতিযাস্যতঃ। ৬

আপনি এঁদের সেই ধনুটি দেখান। এটি দেখলে এই রাজকুমারদুজন সফলকাম হয়ে অভীপ্সিত স্থানে গমন করবেন। ৬

এবমুক্তস্তু জনকঃ প্রত্যুবাচ মহামুনিম্।
শ্রূয়তামস্য ধনুষো যদর্থমিহ তিষ্ঠতি ॥৭

অন্বয়: এবম্ উক্তঃ তু জনকঃ মহামুনিং প্রত্যুবাচ— শ্রূয়তাং অস্য ধনুষঃ (বৃত্তান্তম্) যদর্থম্ ইহ তিষ্ঠতি। ৭

মহামুনি বিশ্বামিত্রের কথা শুনে জনক তাঁকে বললেন—এই ধনু কেন আমার কাছে আছে, তা শুনুন। ৭

দেবরাত ইতি খ্যাতো নিমের্জ্যেষ্ঠো মহীপতিঃ।
ন্যাসোঽয়ং তস্য ভগবন্ হস্তে দত্তো মহাত্মনঃ ॥৮

অন্বয়: ভগবন্ নিমেঃ জ্যেষ্ঠঃ দেবরাতঃ ইতি মহীপতিঃ তস্য মহাত্মনঃ হস্তে অয়ং ন্যাসঃ দত্তঃ। ৮

নিমির জ্যেষ্ঠপুত্র দেবরাত[১] নামে রাজা ছিলেন। সেই মহাত্মার কাছে এই ধনু গচ্ছিত রাখা হয়েছিল। ৮

দক্ষযজ্ঞবধে পূর্বং ধনুরায়ম্য বীর্যবান্।
বিধ্বস্য ত্রিদশান্ রোষাৎ সলীলমিদমব্রবীৎ ॥৯

অন্বয়ঃ পূর্বং দক্ষযজ্ঞবধে বীর্যবান্ (মহাদেবঃ) ধনুঃ আয়ম্য রোষাৎ ত্রিদশান্ বিধ্বংস্য সলীলম্ ইদম্ অব্রবীৎ। ৯

পূর্বে দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করার সময় বীর্যবান মহাদেব এই ধনুর জ্যা আকর্ষণ করে ক্রোধে দেবতাদের বিনাশ করতে উদ্যত হয়ে অবজ্ঞাভরে বলেছিলেন—। ৯

যস্মাদ্ভাগার্থিনো ভাগান্ নাকল্পয়ত মে সুরাঃ।
বরাঙ্গানি মহার্হাণি ধনুষা শাতয়ামি বঃ ॥১০

অন্বয়ঃ যস্মাৎ সুরাঃ ভাগার্থিনঃ মে ভাগান্ ন অকল্পয়ত (তস্মাৎ) বঃ মহার্হাণি বরাঙ্গানি ধনুষা শাতয়ামি। ১০

দেবগণ, আমি যজ্ঞের ভাগ চাই, কিন্তু তোমরা আমার জন্যে ভাগ রাখ নি, সুতরাং এই ধনু দিয়ে তোমাদের মহামূল্য শ্রেষ্ঠ অঙ্গ অর্থাৎ মস্তক। নিপাতিত করব। ১০

ততো বিমনসঃ সর্বে দেবা বৈ মুনিপুঙ্গব।
প্রসাদয়ন্ত দেবেশং তেষাং প্রীতোঽভবদ্ ভবঃ ॥১১

অন্বয়ঃ মুনিপুঙ্গব! ততঃ সর্বে দেবাঃ বিমনসঃ দেবেশং প্রসাদয়ন্ত। ভবঃ তেষাং প্রীতঃ অভবৎ। ১১

হে মুনিশ্রেষ্ঠ, দেবতারা তখন ভীত হয়ে মহাদেবকে প্রসন্ন করলেন, এবং তিনিও তাঁদের উপর প্রীত হলেন। ১১

প্রীতিযুক্তস্তু সর্বেষাং দদৌ তেষাং মহাত্মনাম্।
তদৈতদ্দেবদেবস্য ধনুরত্নং মহাত্মনঃ ॥
ন্যাসভূতং তদা ন্যস্তমস্মাকং পূর্বজে বিভো ॥১২

অন্বয়ঃ বিভো প্রীতিযুক্তঃ তু তদা এতৎ মহাত্মনঃ দেবদেবস্য ধনুরত্নং তেষাং সর্বেষাং মহাত্মনাং দদৌ। তদা অস্মাকং পূর্বজে ন্যাসভূতং ন্যস্তম্। ১২

মহাদেব প্রীত হয়ে তাঁর সেই ধনুরত্নটি মহাত্মা দেবতাদের দান করলেন, এবং দেবতারা সেই ধনু আমার পূর্বপুরুষ দেবরাতের নিকট গচ্ছিত রাখলেন। ১২

অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদুত্থিতা ততঃ।
ক্ষেত্রং শোধয়তা লব্ধা নাম্না সীতেতি বিশ্রুতা ॥১৩
ভূতলাদুত্থিতা সা তু ব্যবর্ধত মমাত্মজা।
বীর্যশুল্কেতি মে কন্যা স্থাপিতেয়মযোনিজা ॥১৪

অন্বয়ঃ অথ মে ক্ষেত্রং কৃষতঃ ততঃ লাঙ্গলাৎ (কন্যা) উত্থিতা ক্ষেত্রং শোধয়তা লব্ধা (সা) নাম্না সীতা ইতি বিশ্রুতা। সা তু ভূতলাৎ উত্থিতা মম আত্মজা ব্যবর্ধত। ইয়ং মে অযোনিজা কন্যা বীর্যশুল্কা ইতি স্থাপিতা। ১৩-১৪

একদিন আমি যখন ক্ষেত্র কর্ষণ করছিলাম, সেই সময় লাঙলের রেখা থেকে একটি কন্যা উত্থিত হয়। ক্ষেত্র শোধনকালে লাঙলের রেখাই থেকে পাওয়া যায় বলে তার নাম সীতা বলে খ্যাত হয়েছে। ভূতল থেকে উত্থিত হওয়ার পর সে আমার নিজকন্যা রূপে বর্ধিত হয়েছে। এই অযোনিজকন্যা[৩] এখন বীর্যশুল্কা[৪] হবে বলে স্থির হয়েছে। ১৪

ভূতলাদুত্থিতাং তাং তু বর্ধমানাং মমাত্মজাম্।
বরয়ামাসুরাগত্য রাজানো মুনিপুঙ্গব ॥১৫

অন্বয়ঃ মুনিপুঙ্গব! ভূতলাৎ উত্থিতাং তাং বর্ধমানাং মম আত্মজাং রাজানঃ আগত্য বরয়ামাসুঃ। ১৫

ভূতল থেকে উত্থিত হওয়ার পর আমার কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হলে বহু রাজা এসে তাকে বিবাহের জন্যে প্রার্থনা করলেন। ১৫

তেষাং বরয়তাং কন্যাং সর্বেষাং পৃথিবীক্ষিতাম্।
বীর্যশুল্কেতি ভগবন্ ন দদামি সুতামহম্ ॥১৬

অন্বয়ঃ ভগবন্! তেষাং সর্বেষাং কন্যাং বরয়তাং পৃথিবীক্ষিতাম্ অহং সুতাং বীর্যশুল্কা ইতি ন দদামি। ১৬

কিন্তু আমার কন্যা বীর্যশুল্কা বলে সেই বিবাহপ্রার্থী রাজাদের কাউকে আমি কন্যা-সম্প্রদান করি নি। ১৬

ততঃ সর্বে নৃপতয়ঃ সমেত্য মুনিপুঙ্গব।
মিথিলামপ্যুপাগম্য বীর্যং জিজ্ঞাসবস্তদা ॥১৭

অন্বয়ঃ মুনিপুঙ্গব! ততঃ সর্বে নৃপতয়ঃ সমেত্য মিথিলাম্ অপি উপাগম্য তদা বীর্যং জিজ্ঞাসবঃ। ১৭

হে মুনিপুঙ্গব, তখন নৃপতিরা সমবেত হয়ে মিথিলায় উপস্থিত হয়ে তাঁদের কী বীরত্ব প্রদর্শন করতে হবে, তা জানতে চাইলেন। ১৭

তেষাং জিজ্ঞাসমানানাং শৈবং ধনুরুপাহৃতম্।
ন শেকুর্গ্রহণে তস্য ধনুষস্তোলনেঽপি বা ॥১৮

অন্বয় : তেষাং জিজ্ঞাসমানানাং শৈবং ধনুঃ উপাহৃতম্। (তে) তস্য ধনুষঃ গ্রহণে তোলনে অপি বা ন শেকুঃ। ১৮

তাঁদের জিজ্ঞাসার উত্তরে আমি তাঁদের শৈব ধনুটি দেখিয়েছিলাম, কিন্তু তাঁরা কেউই ধনুটি ধরতে বা তুলতে পারেন নি। ১৮

তেষাং বীর্যবতাং বীর্যমল্পং জ্ঞাত্বা মহামুনে।
প্রত্যাখ্যাতা নৃপতয়স্তন্নিবোধ তপোধন ॥১৯

অন্বয় : মহামুনে! তেষাং বীর্যবতাম্ অল্পং বীর্যং জ্ঞাত্বা নৃপতয়ঃ প্রত্যাখ্যাতাঃ। তপোধন! তৎ নিবোধ।

হে মহর্ষি, সেই নরপতিদের বীরত্বের অল্পতা দেখে আমি তাঁদের প্রত্যাখ্যান করি। হে তপোধন, তারপর কী হল শুনুন। ১৯

ততঃ পরমকোপেন রাজানঃ মুনিপুঙ্গব।
অরুন্ধন্ মিথিলাং সর্বে বীর্যসন্দেহমাগতাঃ ॥২০

অন্বয় : মুনিপুঙ্গব! ততঃ সর্বে রাজানঃ বীর্যসন্দেহম্ আগতাঃ পরমকোপেন মিথিলাম্ অরুন্ধন ২০

হে মুনিশ্রেষ্ঠ, তখন রাজারা বীরত্ব দেখিয়ে কৃতকার্য হওয়া সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে মহাক্রোধে মিথিলা অবরোধ করলেন।

আত্মানমবধূতং মে বিজ্ঞায় নৃপপুঙ্গবাঃ।
রোষেণ মহতাবিষ্টাঃ পীড়য়ন্ মিথিলাং পুরীম্ ॥২১

অন্বয় : নৃপপুঙ্গবাঃ আত্মানম্ অবধূতং বিজ্ঞায় মহতা রোষেণ আবিষ্টাঃ মে মিথিলাং পুরীং পীড়য়ন্। ২১

তাঁরা নিজেদের অপমানিত জ্ঞান করে মহাক্রোধে আমার মিথিলানগরীতে উৎপীড়ন আরম্ভ করলেন। ২১

ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে ক্ষয়ং যাতানি সর্বশঃ।
সাধনানি মুনিশ্রেষ্ঠ ততোঽহং ভৃশদুঃখিতঃ ॥২২

অন্বয় : মুনিশ্রেষ্ঠ! ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে সাধনানি সর্বশঃ ক্ষয়ং যাতানি। ততঃ অহং ভৃশদুঃখিতঃ। ২২

এইভাবে একবৎসর অতীত হলে আমার সমস্ত সঞ্চয় ক্ষয় হয়ে গেল। তাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হলাম। ২২

ততো দেবগণান্ সর্বাংস্তপসাহং প্রসাদয়ম্।
দদুশ্চ পরমপ্রীতাশ্চতুরঙ্গবলং সুরাঃ ॥২৩

অন্বয়ঃ ততঃ অহং সর্বান্ দেবগণান্ তপসা প্রসাদয়ম্। সুরাঃ চ পরমপ্রীতাঃ চতুরঙ্গবলং দদুঃ। ২৩

তখন আমি তপস্যায় দেবতাদের প্রসন্ন করলাম, এবং দেবতারাও অত্যন্ত প্রীত হয়ে আমাকে চতুরঙ্গ বল প্রদান করলেন। ২৩

ততো ভগ্না নৃপতয়ো হন্যমানা দিশো যযুঃ।
অবীর্যা বীর্যসন্দিগ্ধাঃ সামাত্যাঃ পাপকারিণঃ ॥২৪

অন্বয়ঃ ততঃ পাপকারিণঃ অবীর্যাঃ বীর্যসন্দিগ্ধাঃ নৃপতয়ঃ সামাত্যাঃ ভগ্নাঃ হন্যমানাঃ দিশঃ যযুঃ। ২৪

তখন সেই পাপাত্মা হীনবীর্য নরপতিরা হতাহত হতে থাকলেন এবং নিজেদের বীরত্বে সন্দিহান হয়ে অমাত্যদের সঙ্গে রণে ভঙ্গ দিয়ে চারদিকে পলায়ন করলেন। ২৪

তদেতন্মুনিশার্দূল ধনুঃ পরমভাস্বরম্।
রামলক্ষ্মণয়োশ্চাপি দর্শয়িষ্যামি সুব্রত ॥২৫

অন্বয়ঃ সুব্রত। মুনিশার্দূল! তৎ এতৎ পরমভাস্বরং ধনুঃ রামলক্ষ্মণয়োঃ চ অপি দর্শয়িষ্যামি। ২৫

হে ব্রতনিষ্ঠ মুনিবর, এখন আমি সেই মহাদ্যুতিময় ধনুটি রামলক্ষ্মণকেও দেখাব। ২৫

যদ্যস্য ধনুষো রামঃ কুর্যাদারোপণং মুনে।
সুতামযোনিজাং সীতাং দদ্যাং দাশরথেরহম্ ॥২৬

অন্বয়ঃ মুনে! যদি রামঃ অস্য ধনুষঃ আরোপণং কুর্যাৎ (তদা) অহম্ অযোনিজাং সুতাং সীতাং দাশরথেঃ দদ্যাম্। ২৬

যদি রাম এই ধনুতে জ্যা রোপণ করতে পারেন, তবে আমি তাঁর হাতে আমার অযোনিজা কন্যা সীতাকে সম্প্রদান করব। ২৬

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত

সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গ

* *

রামেণ ধনুর্ভঞ্জনম্

(রামের ধনুর্ভঙ্গ)

জনকস্য বচঃ শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
ধনুর্দর্শয় রামায় ইতি হোবাচ পার্থিবম্ ॥১

অন্বয় : জনকস্য বচঃ শ্রুত্বা মহামুনিঃ বিশ্বামিত্রঃ রামায় ধনুঃ দর্শয় ইতি পার্থিবম্ উবাচ। ১

জনকের কথা শুনে মহামুনি বিশ্বামিত্র তাঁকে বললেন—আপনি আমাকে ধনুটি দেখান। ১

ততঃ স রাজা জনকঃ সচিবান্ ব্যাদিদেশ হ।
ধনুরানীয়তাং দিব্যং গন্ধমাল্যানুলেপিতম্ ২

অন্বয় : ততঃ সঃ রাজা জনকঃ সচিবান্ ব্যাদিদেশ—গন্ধমাল্যানুলেপিতং দিব্যং ধনুঃ আনীয়তাম্। ২

তখন রাজা জনক তাঁর সচিবদের আদেশ দিলেন—আপনারা দিব্য ধনুটিকে গন্ধ ও মাল্যভূষিত করে নিয়ে আসুন। ২

জনকেন সমাদিষ্টাঃ সচিবাঃ প্রাবিশন্ পুরম্।
তদ্‌ধনুঃ পুরতঃ কৃত্বা নির্জগ্মুরমিতৌজসঃ ॥৩

অন্বয় : জনকেন সমাদিষ্টাঃ অমিতৌজসঃ সচিবাঃ পুরং প্রাবিশন্ তং ধনুঃ পুরতঃ কৃত্বা নির্জগ্মুঃ। ৩

জনকের আদেশে তাঁর অমিত প্রভাবশালী সচিবরা পুরীতে প্রবেশ করে সেই ধনুটি সম্মুখে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। ৩

নৃনাং শতানি পঞ্চাশদ্ ব্যায়তানাং মহাত্মনাম্।
মঞ্জুষামষ্টচক্রাং তাং সমূহুস্তে কথঞ্চন ॥৪

অন্বয় : ব্যায়তানাং মহাত্মনাং নৃণাং পঞ্চাশৎ শতানি তাম্ অষ্টচক্রাং মঞ্জুষাং কথঞ্চন সমূহুঃ। ৪

পাঁচ সহস্র দীর্ঘকায় লোক অষ্টচক্রযুক্ত শকটের উপর স্থাপিত একটি মঞ্জুষা কোনো রকমে টেনে নিয়ে এল। ৪

তামাদায় সুমঞ্জুষামায়সীং যত্র তদ্ধনুঃ।
সুরোপমং তে জনকমূচুর্নৃপতিমন্ত্রিণঃ ॥৫

অন্বয়: তাম্ আয়সীং সুমঞ্জুষাম্ আদায় যত্র তৎধনুঃ (স্থিতং) তে নৃপতিমন্ত্রিণঃ সুরোপমং জনকম্ ঊচুঃ। ৫

সেই লৌহনির্মিত মঞ্জুষার মধ্যে সেই ধনুটি রক্ষিত ছিল। মঞ্জুষাটি নিয়ে এসে মন্ত্রীরা দেবতুল্য রাজা জনককে বললেন—। ৫

ইদং ধনুর্বরং রাজন্ পূজিতং সর্বরাজভিঃ।
মিথিলাধিপ রাজেন্দ্র দর্শনীয়ং যদিচ্ছসি ॥৬

অন্বয়: মিথিলাধিপ রাজেন্দ্র। ইদং সর্বরাজভিঃ পূজিতং ধনুর্বরং যৎ ইচ্ছসি দর্শনীয়ম্। ৬

হে মিথিলাধিপতি, আপনি এই নৃপতিগণের পূজিত মহাধনুটি ইচ্ছা করলে এঁদের দেখান। ৬

তেষাং নৃপো বচঃ শ্রুত্বা কৃতাঞ্জলিরভাষত।
বিশ্বামিত্রং মহাত্মানং তাবুভৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥৭

অন্বয়: নৃপঃ তেষাং বচঃ শ্রুত্বা কৃতাঞ্জলিঃ মহাত্মানং বিশ্বামিত্রং তৌ উভৌ রামলক্ষ্মণৌ (চ) অভাষত। ৭

তাঁদের কথা শুনে রাজা রামলক্ষ্মণকে শুনিয়ে করযোড়ে মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে উদ্দেশ্য করে বললেন—। ৭

ইদং ধনুর্বরং ব্রহ্মন্ জনকৈরভিপূজিতম্।
রাজভিশ্চ মহাবীর্যৈরশক্তৈঃ পূরিতং পুরা ॥৮

অন্বয়: ব্রহ্মন্! ইদং ধনুর্বরং জনকৈঃ অভিপূজিতম্ পুরা অশক্তৈঃ মহাবীর্যৈঃ রাজভিঃ চ পূরিতম্। ৮

হে ব্রহ্মন্, এই মহাধনুটি আমার পূর্বপুরুষ জনকগণ[২] পূজা করে এসেছেন, এবং পূর্বে মহাবীর নৃপতি এতে গুণ দিতে অক্ষম হয়েছেন। ৮

নৈতৎসুরগণাঃ সর্বে সাসুরা ন চ রাক্ষসাঃ।
গন্ধর্বযক্ষপ্রবরাঃ সকিন্নরমহোরগাঃ ॥৯

ক গতির্মানুষাণাং চ ধনুষোঽস্য প্রপূরণে।

আরোপণে সমাযোগে বেপনে তোলনেঽপি বা ॥১০

অন্বয়: সর্বে সুরগণাঃ সাসুরাঃ চ রাক্ষসাঃ গন্ধর্বযক্ষপ্রবরাঃ সকিন্নরমহোরগাঃ অস্য ধনুষঃ প্রপূরণে, আরোপণে সমাযোগে, বেপনে, তোলনে অপি বা ন (সমর্থাঃ) মানুষাণাং চ ক গতিঃ। ৯-১০

দেব, অসুর, রাক্ষস, গন্ধর্ব, যক্ষ, কিন্নর ও মহোরগরা পর্যন্ত এই ধনুকে আকর্ষণ করতে, কম্পিত করতে, উত্তোলন করতে, অথবা এতে জ্যা-রোপণ বা শরযোজনা করতে সমর্থ হন নি, মানুষের তো কথাই নাই। ৯-১০

তদেতদ্ধনুষাং শ্রেষ্ঠমানীতং মুনিপুঙ্গব।

দর্শয়ৈতন্মহাভাগ অনয়ো রাজপুত্রয়োঃ ॥১১

অন্বয়: মুনিপুঙ্গব! তৎ এতৎ ধনুষাং শ্রেষ্ঠম্ আনীতম্। মহাভাগ! এতৎ অনয়োঃ রাজপুত্রয়োঃ দর্শয়। ১১

মুনিবর, সেই শ্রেষ্ঠ ধনুটি এখন নিয়ে আসা হয়েছে, আপনি রাজপুত্রদের এটি দেখান। ১১

বিশ্বামিত্রঃ সরামস্তু শ্রুত্বা জনকভাষিতম্।

বৎস রাম ধনুঃ পশ্য ইতি রাঘবমব্রবীৎ ॥১২

অন্বয়: সরামঃ বিশ্বামিত্রঃ তু জনকভাষিতং শ্রুত্বা, বৎস রাম, ধনুঃ পশ্য ইতি রাঘবম্ অব্রবীৎ। ১২

জনকের কথা শুনে বিশ্বামিত্র রামকে বললেন—বৎস রাম, এই ধনুটি দেখো। ১২

মহর্ষের্বচনাদ্রামো যত্র তিষ্ঠতি তদ্ধনুঃ।

মঞ্জুষাং তামপাবৃত্য দৃষ্ট্বা ধনুরথাব্রবীৎ ॥১৩

অন্বয়: রামঃ মহর্ষেঃ বচনাৎ যত্র তৎ ধনুঃ তিষ্ঠতি তাং মঞ্জুষাম্ অপাবৃত্য ধনুঃ দৃষ্ট্বা অথ অব্রবীৎ। ১৩

মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কথায় রাম তখন যে মঞ্জুষার মধ্যে ধনুটি রক্ষিত ছিল, তা উন্মোচন করলেন এবং ধনুটি দেখে বললেন—। ১৩

ইদং ধনুর্বরং দিব্যং সংস্পৃশামীহ পাণিনা।

যত্নবাংশ্চ ভবিষ্যামি তোলনে পূরণেঽপি বা ॥১৪

বাঢ়মিত্যব্রবীদ্ রাজা মুনিশ্চ সমভাষত॥ ১৫

অন্বয়: ইদম্ দিব্যং ধনুর্বরম্ ইহ পাণিনা সংস্পৃশামি তোলনে পূরণে অপি বা যত্নবান্ চ ভবিষ্যামি। রাজা বাঢ়ম্ ইতি অব্রবীৎ মুনিঃ চ সমভাষত। ১৫

আমি এই দিব্য মহাধনুকে হাত দিয়ে স্পর্শ করছি। এখন আমি কি একে উত্তোলন করে আকর্ষণ করব? তখন রাজা জনক ও মুনি বিশ্বামিত্র বললেন—হ্যাঁ, তাই করো। ১৪-১৫।

লীলয়া স ধনুর্মধ্যে জগ্রাহ বচনান্মুনেঃ।
পশ্যতাং নৃসহস্রাণাং বহূনাং রঘুনন্দনঃ।
আরোপয়ৎ স ধর্মাত্মা সলীলমিব তদ্ধনুঃ ॥১৬

অন্বয়: সঃ ধর্মাত্মা রঘুনন্দনঃ মুনেঃ বচনাৎ বহূনাং নৃসহস্রাণাং পশ্যতাং লীলয়া ধনুর্মধ্যে জগ্রাহ (চ) সলীলম্ ইব তৎ ধনুঃ আরোপয়ৎ।

বিশ্বামিত্রের কথায় ধর্মাত্মা রাম তখন সহস্র লোকের চক্ষুর সম্মুখে অবলীলাক্রমে সেই ধনুর মধ্যভাগ ধারণ করে তাতে জ্যা রোপণ করলেন। ১৬

আরোপয়িত্বা মৌর্বীং চ পূরয়ামাস তদ্ধনুঃ।
তদ্ বভঞ্জ ধনুর্মধ্যে নরশ্রেষ্ঠো মহাযশাঃ ॥১৭

অন্বয়: মহাযশাঃ নরশ্রেষ্ঠঃ মৌর্বীম্ আরোপয়িত্বা চ তৎ ধনুঃ পূরয়ামাস তৎ ধনুঃ মধ্যে বভঞ্জ। ১৭

মহাযশস্বী নরশ্রেষ্ঠ রাম ধনুতে জ্যা রোপণ করে আকর্ষণ করায় ধনুটির মধ্যভাগ বিভক্ত হয়ে গেল। ১৭

তস্য শব্দো মহানাসীন্নির্ঘাতসমনিঃস্বনঃ।
ভূমিকম্পশ্চ সুমহান্ পর্বতস্যেব দীর্যতঃ ॥১৮

অন্বয়: নির্ঘাতসমনিঃস্বনঃ তস্য মহান্ শব্দঃ আসীৎ। দীর্যতঃ পর্বতস্য ইব সুমহান্ ভূমিকম্পঃ চ (আসীৎ)। ১৮

ফলে বজ্রপাতের মতো মহাশব্দ উত্থিত হল, এবং পর্বত বিদীর্ণ হলে যেমন হয় তেমনি ভূমিকম্প হল। ১৮

নিপেতুশ্চ নরাঃ সর্বে তেন শব্দেন মোহিতাঃ।
বর্জয়িত্বা মুনিবরং রাজানং তৌ চ রাঘবৌ ॥১৯

অন্বয়: সর্বে নরাঃ তেন শব্দেন মোহিতাঃ মুনিবরং রাজানং তৌ চ রাঘবৌ বর্জয়িত্বা নিপেতুঃ। ১৯

সেই শব্দে বিশ্বামিত্র, জনক এবং রামলক্ষ্মণ ছাড়া অন্য সমস্ত লোক মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। ১৯

প্রত্যাশ্বস্তে জনে তস্মিন্ রাজা বিগতসাধ্বসঃ।
উবাচ প্রাঞ্জলির্বাক্যং বাক্যজ্ঞো মুনিপুঙ্গবম্ ॥২০

অন্বয়: তস্মিন্ জনে প্রত্যাশ্বস্তে বাক্যজ্ঞঃ রাজা বিগতসাধ্বসঃ প্রাঞ্জলিঃ মুনিপুঙ্গবম্ উবাচ। ২০

সকলে প্রকৃতিস্থ হলে এবং রাজার ভয় দূর হলে তিনি করযোড়ে মুনিবর বিশ্বামিত্রকে বললেন—। ২০

ভগবন দৃষ্টবীর্যো মে রামো দশরথাত্মজঃ।
অত্যদ্ভুতমচিন্ত্যং চ অতর্কিতমিদং ময়া ॥২১

অন্বয়: ভগবন্! দশরথাত্মজঃ রামঃ মে দৃষ্টবীর্যঃ। ইদম্ অত্যদ্ভুতম্ অচিন্ত্যং চ অতর্কিতং ময়া। (দৃষ্টম)। ২১

ভগবন, আমি দশরথতনয় রামের বিক্রম দেখলাম। এই ব্যাপার আমার কাছে অত্যাশ্চর্য, অচিন্তনীয় এবং অপ্রত্যাশিত। ২১

জনকানাং কুলে কীর্তিমাহরিষ্যতি মে সুতা।
সীতা ভর্তারমাসাদ্য রামং দশরথাত্মজম্ ॥২২

অন্বয়: সুতা মে সীতা দশরথাত্মজং রামং ভর্তারম্ আসাদ্য জনকানাং কুলে কীর্তিম্ আহরিষ্যতি। ২২

দশরথপুত্র রামকে পতিরূপে লাভ করে আমার কন্যা সীতা জনকবংশে কীর্তি স্থাপন করবে। ২২

মম সত্যা প্রতিজ্ঞা সা বীর্যশুল্কেতি কৌশিক।
সীতা প্রাণৈর্বহুমতা দেয়া রামায় মে সুতা ॥২৩

অন্বয়: কৌশিক! মম সত্যা প্রতিজ্ঞা সা বীর্যশুল্কা মে প্রাণৈঃ বহুমতা সুতা সীতা রামায় দেয়া। ২৩

হে কৌশিক, আমার স্থির সংকল্প এই যে আমি আমার প্রাণাধিকা বীর্যশুল্কা কন্যা সীতাকে রামের হাতে সমর্পণ করব। ২৩

ভবতোঽনুমতে ব্রহ্মন্ শীঘ্রং গচ্ছন্তু মন্ত্রিণঃ।
মম কৌশিক ভদ্রং তে অযোধ্যাং ত্বরিতা রথৈঃ ॥২৪

অন্বয় : ব্রহ্মন্! কৌশিক! ভদ্রং তে (ভবতু)। ভবতঃ অনুমতে মম মন্ত্রিণঃ রথৈঃ ত্বরিতা শীঘ্রম্ অযোধ্যাং গচ্ছন্তু। ২৪

হে ব্রহ্মন্, হে কৌশিক, আপনার মঙ্গল হোক। আপনি অনুমতি দিলে আমার মন্ত্রীরা দ্রুতগামী রথে অবিলম্বে অযোধ্যায় যাবে। ২৪

রাজানং প্রশ্রিতৈর্বাক্যৈরানয়ন্তু পুরং মম।
প্রদানং বীর্যশুল্কায়াঃ কথয়ন্তু চ সর্বশঃ ॥২৫

অন্বয় : রাজানং (দশরথং) প্রশ্রিতৈঃ বাক্যৈঃ মম পুরম্ আনয়ন্তু বীর্যশুল্কায়াঃ প্রদানং চ সর্বশঃ কথয়ন্তু। ২৫

তাঁরা রাজা দশরথকে বিনীতভাবে আমার বীর্যশুল্কা কন্যা প্রদানের সমস্ত কথা জানাবেন এবং তাকে আমার পুরীতে নিয়ে আসবেন। ২৫

মুনিগুপ্তৌ চ কাকুৎস্থৌ কথয়ন্তু নৃপায় বৈ।
প্রীতিযুক্তং তু রাজানমানয়ন্তু সুশীঘ্রগাঃ ॥২৬

অন্বয় : মুনিগুপ্তৌ কাকুৎস্থৌ চ নৃপায় কথয়ন্তু। (তে) সুশীঘ্রগাঃ প্রীতিযুক্তং রাজানং তু আনয়ন্তু। ২৬

তাঁরা রাজা দশরথকে আরও জানাবেন যে রামলক্ষ্মণ মুনি বিশ্বামিত্রের তত্ত্বাবধানে নির্বিঘ্নে আছেন। এই বলে তারা রাজাকে প্রসন্ন করে সত্বর এখানে নিয়ে আসবেন। ২৬

কৌশিকস্তু তথেত্যাহ রাজা চাভাষ্য মন্ত্রিণঃ।
অযোধ্যাং প্রেষয়ামাস ধর্মাত্মা কৃতশাসনান্।
যথাবৃত্তং সমাখ্যাতুমানেতুং চ নৃপং তথা ॥২৭

অন্বয় : কৌশিকঃ তু তথা ইতি আহ। ধর্মাত্মা রাজা চ নৃপং যথাবৃত্তং সমাখ্যাতুং তথা আনেতুং কৃতশাসনান্ মন্ত্রিণঃ আভাষ্য অযোধ্যাং প্রেষয়ামাস। ২৭

বিশ্বামিত্র বললেন—তাই হোক। তখন ধর্মাত্মা রাজা জনক দশরথকে সমস্ত সংবাদ জানিয়ে তাঁকে নিয়ে আসার জন্যে নির্দেশ দিয়ে মন্ত্রীদের অযোধ্যায় পাঠালেন। ২৭

সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত

অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গ

দশরথস্য মিথিলাপ্রস্থাননিশ্চয়বর্ণনম্

(দশরথের মিথিলায় গমনের সম্মতি)

জনকেন সমাদিষ্টা দূতাস্তে ক্লান্তবাহনাঃ ।
ত্রিরাত্রমুষিতা মার্গে তেঽযোধ্যাং প্রাবিশন্ পুরীম্ ॥১

অন্বয়ঃ জনকেন সমাদিষ্টাঃ তে দূতাঃ মার্গে ত্রিরাত্রম্ উষিতাঃ ক্লান্তবাহনাঃ অযোধ্যাং পুরীং প্রাবিশন্ । ১

জনকের আদেশে দূতেরা যাত্রা করলেন এবং পথে তিন রাত কাটিয়ে তাঁরা যখন অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করলেন, তখন তাদের বাহনগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ১

তে রাজবচনাদ্ গত্বা রাজবেশ্ম প্রবেশিতাঃ ।
দদৃশুর্দেবসংকাশং বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্ ॥২

অন্বয়ঃ তে রাজবচনাৎ গত্বা রাজবেশ্ম প্রবেশিতাঃ দেবসংকাশং বৃদ্ধং দশরথং নৃপং দদৃশুঃ । ২

রাজার আদেশে রাজপুরীতে প্রবেশ করে তাঁরা দেবতুল্য বৃদ্ধ রাজা দশরথকে দেখতে পেলেন। ২

বদ্ধাঞ্জলিপুটাঃ সর্বে দূতা বিগতসাধ্বসাঃ ।
রাজানং প্রশ্রিতং বাক্যমব্রুবন্ মধুরাক্ষরম্ ॥৩

অন্বয়ঃ সর্বে দূতাঃ বিগতসাধ্বসাঃ বদ্ধাঞ্জলিপুটাঃ রাজানং মধুরাক্ষরং প্রশ্রিতং বাক্যম্ অব্রুবন্ । ৩

দূতেরা নির্ভয় হৃদয়ে মধুর বাক্যে স্তুতি করে করজোড়ে রাজাকে বললেন—। ৩

মৈথিলো জনকো রাজা সাগ্নিহোত্রপুরস্কৃতঃ ।
মুহুর্মুহু মধুরয়া স্নেহসংরক্তয়া গিরা ॥৪
কুশলং চাব্যয়ং চৈব সোপাধ্যায়পুরোহিতম্ ।
জনকস্ত্বাং মহারাজ পৃচ্ছতে সপুরঃসরম্ ॥৫

অন্বয় : মহারাজ ! মৈথিলঃ জনকঃ রাজা সাগ্নিহোত্রপুরস্কৃতঃ মুহুর্মুহুঃ মধুরয়া স্নেহ-সংরক্তয়া গিরা ত্বাং সপুরঃসরং সোপাধ্যায়পুরোহিতম্ অব্যয়ং কুশলং পৃচ্ছতে। ৪-৫

মহারাজ, মিথিলাধিপতি রাজা জনক এবং তাঁর অগ্নিহোত্র ঋত্বিক বারংবার মধুর স্নেহপূর্ণ বাক্যে আপনার এবং আপনার উপাধ্যায় ও পুরোহিতদের অক্ষয় কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন। ৪-৫

পৃষ্ট্বা কুশলমব্যগ্রং বৈদেহো মিথিলাধিপঃ।
কৌশিকানুমতে বাক্যং ভবন্তমিদমব্রবীৎ ॥৬

অন্বয় : বৈদেহঃ মিথিলাধিপঃ অব্যগ্রং কুশলং পৃষ্ট্বা কৌশিকানুমতে ভবতম্ ইদং বাক্যম্ অব্রবীৎ। ৬

মিথিলাপতি আপনার একান্ত কুশল জিজ্ঞাসা করে বিশ্বামিত্রের ইচ্ছানুসারে আপনাকে এই কথাগুলি বলেছেন—। ৬

পূর্বং প্রতিজ্ঞা বিদিতা বীর্যশুল্কা মমাত্মজা।
রাজানশ্চ কৃতামর্ষা নির্বীর্যা বিমুখীকৃতাঃ ॥৭

অন্বয় : পূর্বং প্রতিজ্ঞা বিদিতা মম আত্মজা বীর্যশুল্কা। নির্বীর্যা রাজানঃ চ কৃতামর্ষাঃ বিমুখীকৃতাঃ। ৭

আপনি আমার পূর্ব প্রতিজ্ঞার কথা জানেন যে আমার কন্যা বীর্যশুল্কা হবে। বহু দুর্বল রাজা তাকে লাভ করতে অকৃতকার্য হওয়ায় বিমুখ ও ক্রুদ্ধ হয়ে প্রস্থান করেছেন।

সেয়ং মম সুতা রাজন্ বিশ্বামিত্রপুরস্কৃতৈঃ।
যদৃচ্ছয়াগতৈ রাজন নির্জিতা তব পুত্রকৈঃ ॥৮

অন্বয় : রাজন্! সা ইয়ং মম সুতা বিশ্বামিত্রপুরস্কৃতৈঃ যদৃচ্ছয়া আগতৈঃ তব পুত্রকৈঃ নির্জিতা। ৮

এখন আপনার পুত্র রাম বিশ্বামিত্রের নেতৃত্বে ইচ্ছামতো ভ্রমণ করতে করতে মিথিলায় এসে আমার সেই কন্যাকে জয় করেছেন। ৮

তচ্চ রত্নং ধনুর্দিব্যং মধ্যে ভগ্নং মহাত্মনা।
রামেণ হি মহাবাহো মহত্যাং জনসংসদি ॥৯

অন্বয় : মহাবাহো! মহাত্মনা রামেণ মহত্যাং জনসংসদি তৎ চ দিব্যং ধনুঃ রত্নং মধ্যে ভগ্নম্। ৯

মহাত্মা রাম বিশাল জনতার সম্মুখে আমার দিব্য মহাধনুটি দ্বিখণ্ড করেছেন। ৯

অস্মৈ দেয়া ময়া সীতা বীর্যশুল্কা মহাত্মনে।
প্রতিজ্ঞাং তর্তুমিচ্ছামি তদনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥১০

অন্বয়: অস্মৈ মহাত্মনে ময়া বীর্যশুল্কা সীতা দেয়া। (অহং) প্রতিজ্ঞাং তর্তুম্-ইচ্ছামি। তৎ অনুজ্ঞাতুম্ অর্হসি। ১০

সুতরাং আমি এই মহাত্মার হাতে বীর্যশুল্কা সীতাকে সম্প্রদান করে আমার প্রতিজ্ঞা পালন করতে চাই, আপনি এ বিষয়ে অনুমতি দেবেন। ১০

সোপাধ্যায়ো মহারাজ পুরোহিতপুরস্কৃতঃ।
শীঘ্রমাগচ্ছ ভদ্রং তে দ্রষ্টুমর্হসি রাঘবৌ ॥১১

অন্বয়: মহারাজ! ভদ্রং তে (ভবতু)। সোপাধ্যায়ঃ পুরোহিতপুরস্কৃতঃ শীঘ্রম্ আগচ্ছ রাঘবৌ দ্রষ্টুম্ অর্হসি। ১১

মহারাজ, আপনার মঙ্গল হোক। আপনি আপনার উপাধ্যায় ও পুরোহিতের সঙ্গে অবিলম্বে রাম ও লক্ষ্মণকে দেখে যান। ১১

প্রতিজ্ঞাং মম রাজেন্দ্র নির্বর্তয়িতুমর্হসি।
পুত্রয়োরুভয়োরেব প্রীতিং ত্বমুপলপ্স্যসে ॥১২

অন্বয়: রাজেন্দ্র! মম প্রতিজ্ঞাং নির্বর্তয়িতুম্ অর্হসি। ত্বম্ উভয়োঃ পুত্রয়োঃ এব প্রীতিম্ উপলপ্স্যসে। ১২

আপনি এখানে এসে আমার প্রতিজ্ঞা পালনে সহায়তা করন এবং সেই সঙ্গে আপনার উভয় পুত্রের সঙ্গে মিলনসুখ উপভোগ করুন। ১২

এবং বিদেহাধিপতির্মধুরং বাক্যমব্রবীৎ।
বিশ্বামিত্রাভ্যনুজ্ঞাতঃ শতানন্দমতে স্থিতঃ ॥১৩

অন্বয়: বিদেহাধিপতিঃ বিশ্বামিত্রাভ্যনুজ্ঞাতঃ শতানন্দমতে স্থিতঃ এবং মধুরং বাক্যম্ অব্রবীৎ। ১৩

মহারাজ, বিদেহাধিপতি জনক বিশ্বামিত্রের আদেশে এবং পুরোহিত শতানন্দের ইচ্ছাক্রমে আপনাকে এই কথাগুলি জানিয়েছেন। ১৩

দূতবাক্যং তু তচ্ছ্রুত্বা রাজা পরমহর্ষিতঃ।
বসিষ্ঠং বামদেবং চ মন্ত্রিণশ্চৈবমব্রবীৎ ॥১৪

অন্বয়: রাজা তু তৎ দূতবাক্যং শ্রুত্বা পরমহর্ষিতঃ বশিষ্ঠং বামদেবং চ মন্ত্রিণঃ চ এব অব্রবীৎ। ১৪

দূতদের কথা শুনে রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং বশিষ্ঠ, বামদেব ও অন্যান্য মন্ত্রীদের ডেকে বললেন—। ১৪

গুপ্তঃ কুশিকপুত্রেণ কৌসল্যানন্দবর্ধনঃ।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বিদেহেষু বসত্যসৌ ॥১৫

অন্বয়: কৌসল্যানন্দবর্ধনঃ কুশিকপুত্রেণ গুপ্তঃ অসৌ ভ্রাত্রা লক্ষ্মণেন সহ বিদেহেষু বসতি। ১৫

কৌশল্যানন্দন রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে বিশ্বামিত্রের তত্ত্বাবধানে থেকে এখন বিদেহরাজ্যে বাস করছেন। ১৫

দৃষ্টবীর্যস্তু কাকুৎস্থো জনকেন মহাত্মনা।
সম্প্রদানং সুতায়াস্তু রাঘবে কর্তুমিচ্ছতি ॥১৬

অন্বয়: কাকুৎস্থঃ মহাত্মনা জনকেন দৃষ্টবীর্যঃ তু (অসৌ) রাঘবে সুতায়াঃ সম্প্রদানং কর্তুম্ ইচ্ছতি। ১৬

রামের বীরত্বের পরিচয় পেয়ে মহাত্মা জনক তার হাতে তাঁর কন্যাকে সম্প্রদান করতে চাইছেন। ১৬

যদি বো রোচতে বৃত্তং জনকস্য মহাত্মনঃ।
পুরীং গচ্ছামহে শীঘ্রং মা ভূৎ কালস্য পর্যয়ঃ ॥১৭

অন্বয়: যদি মহাত্মনঃ জনকস্য বৃত্তং বঃ রোচতে (তদা) শীঘ্রং পুরীং গচ্ছামহে। কালস্য পর্যয়ঃ মা ভূৎ। ১৭

যদি আপনারা মহাত্মা জনকের কাজের অনুমোদন করেন, তবে শীঘ্র তাঁর পুরীতে যাই চলুন। কালবিলম্বের প্রয়োজন নাই। ১৭

মন্ত্রিণো বাঢ়মিত্যাহুঃ সহ সর্বৈর্মহর্ষিভিঃ।
সুপ্রীতশ্চাব্রবীদ্ রাজা শ্বো যাত্রেতি চ মন্ত্রিণঃ ॥১৮

অন্বয়: মন্ত্রিণঃ সর্বৈঃ মহর্ষিভিঃ সহ বাঢ়ম্ ইতি আহু। রাজা সুপ্রীতঃ চ মন্ত্রিণঃ অব্রবীৎ শ্বঃ যাত্রা ইতি। ১৮

মন্ত্রীরা মহর্ষিদের সঙ্গে এবিষয়ে সম্মতি জানালে রাজা হৃষ্টচিত্তে মন্ত্রীদের বললেন—তাহলে কালই আমরা যাত্রা করব। ১৮

মন্ত্রিণস্তু নরেন্দ্রস্য রাত্রিং পরমসৎকৃতাঃ।
উষুঃ প্রমুদিতাঃ সর্বে গুণৈঃ সর্বৈঃ সমন্বিতাঃ॥১৯

অন্বয়ঃ নরেন্দ্রস্য সর্বৈঃ গুণৈঃ সমন্বিতাঃ মন্ত্রিণঃ তু পরমসৎকৃতাঃ প্রমুদিতাঃ রাত্রিম্ উষুঃ। ১৯

রাজার সর্বগুণসম্পন্ন মন্ত্রীরা তখন পরম সমাদর লাভ করে মহানন্দে রাত্রি যাপন করলেন। ১৯

অষ্টষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত

একোনসপ্ততিতম সর্গ

* *

দশরথজনকসমাগমঃ

(দশরথ ও জনকের মিলন)

ততো রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং সোপাধ্যায়ঃ সবান্ধবঃ।
রাজা দশরথো হৃষ্টঃ সুমন্ত্রমিদমব্রবীৎ॥১

অন্বয়ঃ ততঃ রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং সোপাধ্যায়ঃ সবান্ধবঃ রাজা দশরথঃ হৃষ্টঃ সুমন্ত্রম্ ইদম্ অব্রবীৎ। ১

রাত্রি প্রভাত হলে রাজা দশরথ তাঁর উপাধ্যায় ও বান্ধবদের সঙ্গে মিলিত হয়ে হৃষ্টচিত্তে সুমন্ত্রকে বললেন—। ১

অদ্য সর্বে ধনাধ্যক্ষা ধনমাদায় পুষ্কলম্।
ব্রজন্ত্বগ্রে সুবিহিতা নানারত্নসমন্বিতাঃ॥২

অন্বয়ঃ অদ্য সর্বে ধনাধ্যক্ষাঃ সুবিহিতাঃ নানারত্নসমন্বিতাঃ পুষ্কলং ধনম্ আদায় অগ্রে ব্রজন্তু। ২

আজ ধনাধ্যক্ষেরা সুরক্ষিত হয়ে প্রভূত ধনরত্ন সঙ্গে নিয়ে আমাদের আগে আগে চলুন। ২

চতুরঙ্গবলং চাপি শীঘ্রং নির্যাতু সর্বশঃ।
মমাজ্ঞা সমকালং চ যানং যুগ্মমনুত্তমম্॥৩

বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কশ্যপঃ।
মার্কণ্ডেয়স্তু দীর্ঘায়ুর্ঋষিঃ কাত্যায়নস্তথা ॥৪
এতে দ্বিজাঃ প্রয়ান্ত্বগ্রে স্যন্দনং যোজয়স্ব মে।
যথা কালাত্যয়ো ন স্যাদ্ দূতা হি ত্বরয়ন্তি মাম্ ॥৫

অন্বয়ঃ সমকালং চ চতুরঙ্গবলম্ অপি চ অনুত্তমং যুগ্মং যানং সর্বশঃ নির্যাতু (ইতি) মম আজ্ঞা। বসিষ্ঠঃ বামদেবঃ জাবালিঃ চ, অথ কশ্যপঃ দীর্ঘায়ুঃ মার্কণ্ডেয়ঃ তু তথা ঋষিঃ কাত্যায়নঃ এতে দ্বিজাঃ অগ্রে প্রয়ান্তু। স্যন্দনং মে যোজয়স্ব। দূতাঃ হি মাং ত্বরয়ন্তি যথা কালাত্যয়ঃ ন স্যাৎ। ৩-৫

আমি আদেশ দিচ্ছি চতুরঙ্গ সেনাবাহিনী ও দুটি উৎকৃষ্ট যান আমাদের সঙ্গে চলুক। বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কশ্যপ, দীর্ঘায়ু মার্কণ্ডেয় এবং ঋষি কাত্যায়ন—এই সব ব্রাহ্মণ পূর্বেই যাত্রা করুন। আমার নিজের রথটিও প্রস্তুত করুন, কারণ যাতে কালবিলম্ব না হয় সেজন্যে জনকের দূতেরা আমাকে তাড়া দিচ্ছেন। ৩-৫

বচনাচ্চ নরেন্দ্রস্য সেনা চ চতুরঙ্গিণী।
রাজানমৃষিভিঃ সার্ধং ব্রজন্তং পৃষ্ঠতোঽন্বযাৎ ॥৬

অন্বয়ঃ নরেন্দ্রস্য বচনাৎ চ চতুরঙ্গিণী সেনা ঋষিভিঃ সার্ধং ব্রজন্তং রাজানং পৃষ্ঠতঃ অন্বযাৎ। ৬

ঋষিদের সঙ্গে রাজা দশরথ যাত্রা করলেন, এবং রাজার আদেশে চতুরঙ্গ সেনা তাঁদের পশ্চাতে চলল। ৬

গত্বা চতুরহং মার্গে বিদেহানভ্যুপেয়িবান্।
রাজা চ জনকঃ শ্রীমাচ্ছ্রুত্বা পূজামকল্পয়ৎ ॥৭

অন্বয়ঃ (তে) মার্গে চতুরহং গত্বা বিদেহান্ অভ্যুপেয়িবান্। শ্রীমান্ রাজা জনকঃ চ শ্রুত্বা পূজাম্ অকল্পয়ৎ। ৭

তাঁরা চারদিন পথে অতিবাহিত করে অবশেষে বিদেহরাজ্যে উপস্থিত হলেন। রাজা জনক এ সংবাদ পেয়ে তাঁদের অভ্যর্থনার জন্যে প্রস্তুত হলেন। ৭

ততো রাজানমাসাদ্য বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্।
মুদিতো জনকো রাজা প্রহর্ষং পরমং যযৌ ॥
উবাচ বচনং শ্রেষ্ঠো নরশ্রেষ্ঠং মুদান্বিতঃ ॥৮

অন্বয়ঃ ততঃ বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্ আসাদ্য রাজা জনকঃ মুদিতঃ পরমং প্রহর্ষং যযৌ। শ্রেষ্ঠঃ মুদান্বিতঃ নরশ্রেষ্ঠং বচনম্ উবাচ। ৮

বৃদ্ধ রাজা দশরথের সঙ্গ লাভ করে রাজা জনক অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং হৃষ্টচিত্তে তাঁকে বললেন—। ৮

স্বাগতং তে নরশ্রেষ্ঠ দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি রাঘব।
পুত্রয়োরুভয়োঃ প্রীতিং লপ্স্যসে বীর্যনির্জিতাম্ ॥৯

অন্বয়ঃ নরশ্রেষ্ঠ রাঘব! স্বাগতং তে। দিষ্ট্যা প্রাপ্তঃ অসি। উভয়োঃ পুত্রয়োঃ বীর্যনির্জিতাং প্রীতিং লপ্স্যসে। ৯

হে নরশ্রেষ্ঠ রাঘব, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজ ভাগ্যবলেই আমি আপনার সান্নিধ্য লাভ করলাম। এখন আপনি আপনার উভয় পুত্রের সঙ্গে মিলনের আনন্দ উপভোগ করুন। জানবেন, এই প্রীতি তাদের বীর্যের দ্বারাই অর্জিত হয়েছে। ৯

দিষ্ট্যা প্রাপ্তো মহাতেজা বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ।
সহ সর্বৈর্দ্বিজশ্রেষ্ঠৈর্দেবৈরিব শতক্রতুঃ ॥১০

অন্বয়ঃ মহাতেজাঃ ভগবান্ ঋষিঃ বসিষ্ঠঃ সর্বৈঃ দ্বিজশ্রেষ্ঠৈঃ সহ দেবৈঃ শতক্রতুঃ ইব দিষ্ট্যা প্রাপ্তঃ। ১০

আমার ভাগ্যক্রমেই আজ মহাতেজস্বী ভগবান বশিষ্ঠ দ্বিজশ্রেষ্ঠদের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন, মনে হচ্ছে যেন দেবতাদের সঙ্গে শতক্রতু ইন্দ্রই এসে উপস্থিত হয়েছেন। ১০

দিষ্ট্যা মে নির্জিতা বিঘ্না দিষ্ট্যা মে পূজিতং কুলম্।
রাঘবৈঃ সহ সম্বন্ধাদ্ বীর্যশ্রেষ্ঠৈর্মহাবলৈঃ ॥১১

অন্বয়ঃ দিষ্ট্যা মে বিঘ্নাঃ নির্জিতাঃ, দিষ্ট্যা বীর্যশ্রেষ্ঠৈঃ মহাবলৈঃ রাঘবৈঃ সহ সম্বন্ধাৎ মে কুলং পূজিতম্। ১১

ভাগ্যগুণে আমার কন্যাদানের বিঘ্ন দূর হল, এবং ভাগ্যগুণে বল ও বীর্যে শ্রেষ্ঠ রঘুবংশীয়দের সঙ্গে সম্বন্ধের ফলে আমার বংশ সম্মানিত হল। ১১

শ্বঃ প্রভাতে নরেন্দ্র ত্বং সংবর্তয়িতুমর্হসি।
যজ্ঞস্যান্তে নরশ্রেষ্ঠ বিবাহমৃষিসত্তমৈঃ ॥১২

অন্বয়ঃ নরেন্দ্র! শ্বঃ প্রভাতে ত্বম্ ঋষিসত্তমৈঃ যজ্ঞস্য অন্তে বিবাহং সংবর্তয়িতুম্ অর্হসি। ১২

মহারাজ, কাল প্রভাতে আপনি মহর্ষিদের সঙ্গে যজ্ঞ সমাপন করে বিবাহ সম্পন্ন করবেন। ১২

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ঋষিমধ্যে নরাধিপঃ।
বাক্যং বাক্যবিদাং শ্রেষ্ঠঃ প্রত্যুবাচ মহীপতিম্ ॥১৩

অন্বয়ঃ তস্য তৎ বচনং শ্রুত্বা বাক্যবিদাং শ্রেষ্ঠঃ নরাধিপঃ ঋষিমধ্যে মহীপতিং প্রত্যুবাচ। ১৩

রাজা জনকের কথা শুনে বাক্যবিশারদ রাজা দশরথ ঋষিদের সম্মুখে তাকে বললেন—। ১৩

প্রতিগ্রহো দাতৃবশঃ শ্রুতমেতন্ময়া পুরা।
যথা বক্ষ্যসি ধর্মজ্ঞ তৎ করিষ্যামহে বয়ম্ ॥১৪

অন্বয়ঃ ধর্মজ্ঞ! প্রতিগ্রহঃ দাতৃবশঃ এতৎ ময়া পুরা শ্রুতম্। যথা বক্ষ্যসি তৎ বয়ং করিষ্যামহে। ১৪

হে ধর্মজ্ঞ রাজা, আমি পূর্বে শুনেছি যে দানগ্রহণ দাতার বশবর্তী (অর্থাৎ দাতা দিতে চাইলে তা নিতে হয়), সুতরাং আপনি যা বলবেন, আমি তাই করব। ১৩

তদ্ধর্মিষ্ঠং যশস্যং চ বচনং সত্যবাদিনঃ।
শ্রুত্বা বিদেহাধিপতিঃ পরং বিস্ময়মাগতঃ ॥১৫

অন্বয়ঃ বিদেহাধিপতিঃ সত্যবাদিনঃ তৎ ধর্মিষ্ঠং যশস্যং চ বচনং শ্রুত্বা পরং বিস্ময়ম্ আগতঃ। ১৫

বিদেহাধিপতি জনক সত্যবাদী রাজা দশরথের এই ধর্মসঙ্গত ও যশস্কর কথা শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। ১৫

ততঃ সর্বে মুনিগণাঃ পরস্পরসমাগমে।
হর্ষেণ মহতা যুক্তাস্তাং রাত্রিমবসন্ সুখম্ ॥১৬

অন্বয়ঃ ততঃ সর্বে মুনিগণাঃ পরস্পরসমাগমে মহতা হর্ষেণ যুক্তাঃ তাং রাত্রিং সুখম্ অবসন্। ১৬

তখন মুনিরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে মহা আনন্দে সেই রাত্রি যাপন করলেন। ১৬

রাজা চ রাঘবৌ পুত্রৌ নিশাম্য পরিহর্ষিতঃ।
উবাস পরমপ্রীতো জনকেনাভিপূজিতঃ ॥১৭

অন্বয়ঃ রাজা চ জনকেন অভিপূজিতঃ পরমপ্রীতঃ রাঘবৌ পুত্রৌ নিশাম্য পরিহর্ষিতঃ উবাস। ১৭

রাজা দশরথও জনকের সমাদর লাভ করে এবং পুত্রদের দর্শনে অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করে রাত্রি যাপন করলেন। ১৭

জনকোঽপি মহাতেজাঃ ক্রিয়াং ধর্মেণ তত্ত্ববিৎ।
যজ্ঞস্য চ সুতাভ্যাং চ কৃত্বা রাত্রিমুবাস হ ॥১৮

অন্বয়ঃ মহাতেজাঃ তত্ত্ববিৎ জনকঃ অপি ধর্মেণ যজ্ঞস্য চ সুতাভ্যাং চ ক্রিয়াং কৃত্বা রাত্রিম্ উবাস। ১৮

তারপর মহাতেজস্বী তত্ত্বজ্ঞ রাজা জনক যজ্ঞের কাজ এবং দুই কন্যার (সীতা ও ঊর্মিলা) বিবাহের পূর্বকৃত্য শেষ করে রাত্রি যাপন করলেন। ১৮

একোনসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত

সপ্ততিতম সর্গ

* *

বসিষ্ঠেনেক্ষ্বাকুবংশবর্ণনম্
(বশিষ্ঠকর্তৃক ইক্ষ্বাকুবংশবর্ণনা)

ততঃ প্রভাতে জনকঃ কৃতকর্মা মহর্ষিভিঃ।
উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞঃ শতানন্দং পুরোহিতম্ ॥১

অন্বয়ঃ ততঃ প্রভাতে বাক্যজ্ঞঃ জনকঃ মহর্ষিভিঃ কৃতকর্মা পুরোহিতং শতানন্দং বাক্যম্ উবাচ। ১

প্রভাতকালে বাক্যজ্ঞ রাজা জনক মহর্ষিদের সঙ্গে প্রাতঃকৃত্য শেষ করে পুরোহিত শতানন্দকে বললেন—। ১

ভ্রাতা মম মহাতেজা বীর্যবানতিধার্মিকঃ।
কুশধ্বজ ইতি খ্যাতঃ পুরীমধ্যাবসচ্ছুভাম্ ॥২
বার্যাফলকপর্যন্তাং পিবন্নিক্ষুমতীং নদীম্।
সাংকাশ্যাং পুণ্যসংকাশাং বিমানমিব পুষ্পকম্ ॥৩
তমহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি যজ্ঞগোপ্তা স মে মতঃ।
প্রীতিং সোঽপি মহাতেজা ইমাং ভোক্তা ময়া সহ ॥৪

অন্বয়ঃ মম ভ্রাতা মহাতেজাঃ বীর্যবান্ অতিধার্মিকঃ কুশধ্বজঃ ইতি খ্যাতঃ বার্যাফলকপর্যন্তাম্ ইক্ষুমতীং নদীং পিবন্ পুণ্যসংকাশাং পুষ্পকং বিমানম্ ইব শুভাং সাংকাশ্যাং পুরীম্ অধ্যবসৎ। তম্ অহং দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি। ততঃ স মে যজ্ঞগোপ্তা। সঃ অপি মহাতেজাঃ ময়া সহ ইমাং প্রীতিং ভোক্তা। ২-৪

ইক্ষুমতী নদীর তীরে পুষ্পক বিমানের মতো সুদৃশ্য পুণ্যময়ী সাংকাশ্যা নামে এক নগরী আছে, তার প্রাকারের উপর বহু যন্ত্রফলক[১] সন্নিবেশিত আছে। সেই পুরীতে আমার ভ্রাতা মহাতেজস্বী, বীর্যবান, পরম ধার্মিক কুশধ্বজ বাস করেন। তিনি আমার যজ্ঞের রক্ষক। তাঁকে আমি দেখতে ইচ্ছা করি। তিনি আমার সঙ্গে একত্রে এই আনন্দ উপভোগ করবেন। ২-৪

এবমুক্তে তু বচনে শতানন্দস্য সন্নিধৌ।
আগতাঃ কেচিদব্যগ্রা জনকস্তান্ সমাদিশৎ ॥৫
শাসনাত্তু নরেন্দ্রস্য প্রযযুঃ শীঘ্রবাজিভিঃ।
সমানেতুং নরব্যাঘ্রং বিষ্ণুমিন্দ্রাজ্ঞয়া যথা ॥৬

অন্বয়ঃ শতানন্দস্য সন্নিধৌ এবং বচনে উক্তে তু কেচিৎ অব্যগ্রাঃ আগতাঃ। জনকঃ তান্ সমাদিশৎ। (তে) নরেন্দ্রস্য বাসনাৎ শীঘ্রবাজিভিঃ যথা ইন্দ্রাজ্ঞয়া বিষ্ণুং (তথা) নরব্যাঘ্রং সমানেতুং প্রযযুঃ। ৫-৬

রাজা জনক শতানন্দের নিকট একথা বললে কয়েকজন নিষ্ঠাবান দূত উপস্থিত হলেন, এবং তাঁরা রাজার আদেশে দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করে নরশ্রেষ্ঠ কুশধ্বজকে নিয়ে আসবার জন্যে যাত্রা করলেন; মনে হল যেন দেবতারা ইন্দ্রের আদেশে বিষ্ণুকে নিয়ে আসার জন্যে চলেছেন। ৫-৬

সাংকাশ্যাং তে সমাগম্য দদৃশুশ্চ কুশধ্বজম্।
ন্যবেদয়ন্ যথাবৃত্তং জনকস্য চ চিন্তিতম্ ॥৭

অন্বয়ঃ তে সাংকাশ্যাং সমাগম্য কুশধ্বজং দদৃশুঃ যথাবৃত্তং চ জনকস্য চিন্তিতং ন্যবেদয়ন্। ৭

দূতেরা সাংকাশ্যায় উপস্থিত হয়ে কুশধ্বজকে দেখতে পেলেন, এবং তাঁর কাছে সমস্ত বিবরণ ও জনকের অভিপ্রায় জানালেন। ৭

তদ্‌বৃত্তং নৃপতিঃ শ্রুত্বা দূতশ্রেষ্ঠৈর্মহাজবৈঃ।
আজ্ঞয়া তু নরেন্দ্রস্য আজগাম কুশধ্বজঃ।
স দদর্শ মহাত্মানং জনকং ধর্মবৎসলম্ ॥৮

অন্বয় : মহাজবৈঃ দূতশ্রেষ্ঠৈঃ তদ্‌বৃত্তং শ্রুত্বা নৃপতিঃ কুশধ্বজঃ তু নরেন্দ্রস্য আজ্ঞয়া আজগাম। সঃ মহাত্মানং ধর্মবৎসলং জনকং দদর্শ। ৮

দ্রুতগামী দূতদের মুখে কথা শুনে এবং রাজার আদেশে কুশধ্বজ মিথিলায় এসে ধর্মবৎসল মহাত্মা জনকের সঙ্গে মিলিত হলেন। ৮

সোঽভিবাদ্য শতানন্দং জনকং চাতিধার্মিকম্।
রাজার্হং পরমং দিব্যমাসনং সোঽধ্যরোহত ॥৯

অন্বয় : সঃ শতানন্দং অতিধার্মিকং জনকম্ চ অভিবাদ্য রাজার্হং পরমং দিব্যম্ আসনম্ অধ্যরোহত। ৯

তিনি শতানন্দ এবং পরম ধার্মিক জনককে অভিবাদন করে রাজার যোগ্য দিব্য আসনে উপবেশন করলেন। ৯

উপবিষ্টাবুভৌ তৌ তু ভ্রাতরাবমিতদ্যুতী।
প্রেষয়ামাসতুর্বীরৌ মন্ত্রিশ্রেষ্ঠং সুদামনম্ ॥১০
গচ্ছ মন্ত্রিপতে শীঘ্রমিক্ষ্বাকুমমিতপ্রভম্।
আত্মজৈঃ সহ দুর্ধর্ষমানয়স্ব সমন্ত্রিণম্ ॥১১

অন্বয় : তৌ অমিতদ্যুতী উভৌ বীরৌ ভ্রাতরৌ উপবিষ্টৌ তু মন্ত্রিশ্রেষ্ঠং সুদামনং প্রেষয়ামাসতুঃ—মন্ত্রিপতে! শীঘ্রং গচ্ছ অমিতপ্রভং দুর্ধর্ষম্ ইক্ষ্বাকুম্ আত্মজৈঃ সহ সমন্ত্রিণম্ আনয়স্ব। ১০-১১

তারপর মহাজ্যোতির্ময় দুই বীর ভ্রাতা আসনে উপবেশন করে মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ সুদামনকে বললেন—মন্ত্রিবর, আপনি এখনই মহাতেজস্বী ইক্ষ্বাকুরাজ দশরথকে তাঁর পুত্র ও মন্ত্রীদের সঙ্গে এখানে নিয়ে আসুন। ১০-১১

ঔপকার্যাং স গত্বা তু রঘূণাং কুলবর্ধনম্।
দদর্শ শিরসা চৈনমভিবাদ্যেদমব্রবীৎ ॥১২

অন্বয় : সঃ ঔপকার্যাং গত্বা তু রঘূণাং কুলবর্ধনং দদর্শ এনং চ শিরসা অভিবাদ্য ইদম্ অব্রবীৎ। ১২

সুদামন শিবিরে গিয়ে রঘুকুলবর্ধন দশরথকে দেখতে পেলেন এবং তাঁকে প্রণাম করে বললেন—। ১২

অযোধ্যাধিপতে বীর বৈদেহো মিথিলাধিপঃ।
স ত্বাং দ্রষ্টুং ব্যবসিতঃ সোপাধ্যায়পুরোহিতম্ ॥১৩

অন্বয়: অযোধ্যাধিপতে বীর! বৈদেহঃ মিথিলাধিপঃ সোপাধ্যায়পুরোহিতং ত্বাং দ্রষ্টুং ব্যবসিতঃ। ১৩

হে বীর অযোধ্যাপতি, মিথিলারাজ জনক উপাধ্যায় ও পুরোহিত সহ আপনার দর্শন প্রার্থনা করেছেন। ১৩

মন্ত্রিশ্রেষ্ঠবচঃ শ্রুত্বা রাজা সর্ষিগণস্তথা।
সবন্ধুরগমৎ তত্র জনকো যত্র বর্ত্ততে ॥১৪

অন্বয়: মন্ত্রিশ্রেষ্ঠবচঃ শ্রুত্বা রাজা সর্ষিগণঃ তথা সবন্ধুঃ তত্র অগমৎ যত্র জনকঃ বর্ত্ততে। ১৪

মন্ত্রিবরের কথা শুনে রাজা দশরথ ঋষি ও বন্ধুদের সঙ্গে জনক যেখানে উপবেশন করেছিলেন সেখানে উপস্থিত হলেন। ১৪

রাজা চ মন্ত্রিসহিতঃ সোপাধ্যায়ঃ সবান্ধবঃ।
বাক্যং বাক্যবিদাং শ্রেষ্ঠো বৈদেহমিদমব্রবীৎ ॥১৫

অন্বয়: বাক্যবিদাং শ্রেষ্ঠঃ রাজা চ মন্ত্রিসহিতঃ সোপাধ্যায়ঃ সবান্ধবঃ বৈদেহম্ ইদং বাক্যম্ অব্রবীৎ। ১৫

বাক্যবিশারদ রাজা দশরথ তাঁর মন্ত্রী, উপাধ্যায় এবং বান্ধবদের সঙ্গে উপস্থিত হয়ে মিথিলাপতিকে বললেন—। ১৫

বিদিতং তে মহারাজ ইক্ষ্বাকুকুলদৈবতম্।
বক্তা সর্বেষু কৃত্যেষু বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ ॥১৬

অন্বয়: মহারাজ! তে বিদিতম্ ইক্ষ্বাকুকুলদৈবতং ভগবান্ বসিষ্ঠঃ ঋষিঃ সর্বেষু কৃত্যেষু বক্তা। ১৬

মহারাজ, আপনি জানেন যে ভগবান বশিষ্ঠ ঋষি ইক্ষ্বাকুদের কুলদেবতা,[২] এবং তাঁদের সকল কাজের মুখপাত্র। ১৬

বিশ্বামিত্রাভ্যনুজ্ঞাতঃ সহ সর্বৈর্মহর্ষিভিঃ।
এষ বক্ষ্যতি ধর্মাত্মা বসিষ্ঠো মে যথাক্রমম্ ॥১৭

অন্বয়: সর্বৈঃ মহর্ষিভিঃ সহ বিশ্বামিত্রাভ্যনুজ্ঞাতঃ এষঃ ধর্মাত্মা বসিষ্ঠঃ মে যথাক্রমং বক্ষ্যতি। ১৭

এখন এই ধর্মাত্মা বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র ও অন্যান্য মহর্ষিদের অনুমতি নিয়ে আমার বংশের পরিচয় দেবেন। ১৭

তূষ্ণীম্ভূতে দশরথে বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ।
উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞো বৈদেহং সপুরোধসম্ ॥১৮

অন্বয়ঃ দশরথে তূষ্ণীম্ভূতে বাক্যজ্ঞঃ ভগবান্ বসিষ্ঠঃ ঋষিঃ সপুরোধসং বৈদেহং বাক্যম্ উবাচ। ১৮

দশরথ নীরব হলে বাক্যজ্ঞ ভগবান বশিষ্ঠ মিথিলারাজ এবং তাঁর পুরোহিতকে উদ্দেশ্য করে বললেন—। ১৮

অব্যক্তপ্রভবো ব্রহ্মা শাশ্বতো নিত্য অব্যয়ঃ।
তস্মান্মরীচিঃ সংজজ্ঞে মরীচেঃ কশ্যপঃ সুতঃ ॥১৯
বিবস্বান্ কশ্যপাজ্জজ্ঞে মনুর্বৈবস্বতঃ স্মৃতঃ।
মনুঃ প্রজাপতিঃ পূর্বমিক্ষ্বাকুশ্চ মনোঃ সুতঃ ॥২০

অন্বয়ঃ অব্যক্তপ্রভবঃ শাশ্বতঃ নিত্যঃ অব্যয়ঃ ব্রহ্মা। তস্মাৎ মরীচিঃ সংজজ্ঞে। মরীচেঃ সুতঃ কশ্যপঃ। কশ্যপাৎ বিবস্বান্ জজ্ঞে। মনুঃ বৈবস্বতঃ স্মৃতঃ। মনুঃ পূর্বং প্রজাপতিঃ। ইক্ষ্বাকুঃ চ মনোঃ সুতঃ। ১৯-২০

ব্রহ্মার উৎপত্তি কেউ জানে না। ইনি শাশ্বত, নিত্য, অব্যয়। ব্রহ্মা থেকে জাত হলেন মরীচি, মরীচির পুত্র কশ্যপ। কশ্যপ থেকে জাত হলেন বিবস্বান্। বিবস্বানের পুত্র মনু নামে খ্যাত। মনুই আদি প্রজাপতি। মনুর পুত্র হলেন ইক্ষ্বাকু। ১৯-২০

তমিক্ষ্বাকুমযোধ্যায়াং রাজানং বিদ্ধি পূর্বকম্।
ইক্ষ্বাকোস্তু সুতঃ শ্রীমান্ কুক্ষিরিত্যেব বিশ্রুতঃ ॥২১

অন্বয়ঃ তম্ ইক্ষ্বাকুম্ অযোধ্যায়াং পূর্বকং রাজানং বিদ্ধি। ইক্ষ্বাকোঃ সুতঃ তু শ্রীমান্ কুক্ষিঃ ইতি এব বিশ্রুতঃ। ২১

এই ইক্ষ্বাকুই অযোধ্যার আদি রাজা। ইক্ষ্বাকুর পুত্র শ্রীমান কুক্ষি নামে খ্যাত। ২১

কুক্ষেরথাত্মজঃ শ্রীমান্ বিকুক্ষিরুদপদ্যত।
বিকুক্ষেস্তু মহাতেজা বাণঃ পুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥২২

অন্বয়ঃ অথ কুক্ষেঃ আত্মজঃ শ্রীমান্ বিকুক্ষিঃ উদপদ্যত। বিকুক্ষেঃ পুত্রঃ মহাতেজাঃ প্রতাপবান্ বাণঃ। ২২

এই কুক্ষির শ্রীমান বিকুক্ষি নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বিকুক্ষির পুত্র হলেন মহাতেজস্বী প্রতাপশালী বাণ। ২২

বাণস্য তু মহাতেজা অনরণ্যঃ প্রতাপবান্।
অনরণ্যাৎ পৃথুর্জজ্ঞে ত্রিশঙ্কুস্তু পৃথোরপি ॥২৩

অন্বয়ঃ বাণস্য পুত্রঃ তু মহাতেজাঃ প্রতাপবান্ অনরণ্যঃ। অনরণ্যাৎ পৃথুঃ জজ্ঞে পৃথোঃ অপি ত্রিশঙ্কুঃ তু (জজ্ঞে)। ২৩

বাণের পুত্র হলেন মহাতেজস্বী প্রতাপশালী অনরণ্য। অনরণ্য থেকে পৃথুর জন্ম হল, এবং পৃথু থেকে জন্ম নিলেন ত্রিশঙ্কু। ২৩

ত্রিশঙ্কোরভবৎ পুত্রো ধুন্ধুমারো মহাযশাঃ।
ধুন্ধুমারান্মহাতেজা যুবনাশ্বো মহারথঃ ॥২৪

অন্বয়ঃ ত্রিশঙ্কোঃ মহাযশাঃ পুত্রঃ ধুন্ধুমারঃ অভবৎ। ধুন্ধুমারাৎ মহাতেজাঃ মহারথঃ যুবনাশ্বঃ অভবৎ। ২৪

ত্রিশঙ্কুর মহাযশস্বী ধুন্ধুমার নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ধুন্ধুমারের পুত্র মহাতেজস্বী মহারথ যুবনাশ্ব। ২৪

যুবনাশ্বসুতশ্চাসীন্মান্ধাতা পৃথিবীপতিঃ।
মান্ধাতুস্তু সুতঃ শ্রীমান্ সুসন্ধিরুদপদ্যত।
সুসন্ধেরপি পুত্রৌ দ্বৌ ধ্রুবসন্ধিঃ প্রসেনজিৎ ॥২৫

অন্বয়ঃ যুবনাশ্বসুতঃ চ পৃথিবীপতিঃ মান্ধাতা আসীৎ। মান্ধাতুঃ তু সুতঃ শ্রীমান্ সুসন্ধিঃ উদপদ্যত। সুসন্ধেঃ অপি দ্বৌ পুত্রৌ ধ্রুবসন্ধিঃ প্রসেনজিৎ। ২৫

যুবনাশ্বের পুত্র হলেন রাজা মান্ধাতা। মান্ধাতার পুত্র হলেন শ্রীমান সুসন্ধি। সুসন্ধির দুই পুত্র, ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ। ২৫

যশস্বী ধ্রুবসন্ধেস্তু ভরতো নাম নামতঃ।
ভরতাত্তু মহাতেজা অসিতো নাম জায়ত ॥২৬

অন্বয়ঃ ধ্রুবসন্ধেঃ তু যশস্বী ভরতঃ নাম নামতঃ (পুত্রঃ)। ভরতাৎ তু মহাতেজাঃ অসিতঃ নাম জায়ত। ২৬

ধ্রুবসন্ধির ভরতনামে যশস্বীপুত্র জন্মলাভ করেন। ভরত থেকে জন্ম নিলেন মহাতেজস্বী অসিত। ২৬

যস্যৈতে প্রতিরাজান উদপদ্যন্ত শত্রবঃ।
হৈহয়াস্তালজঙ্ঘাশ্চ শূরাশ্চ শশবিন্দবঃ ॥২৭
তাংশ্চ স প্রতিযুধ্যন্ বৈ যুদ্ধে রাজা প্রবাসিতঃ ॥২৮

অন্বয়ঃ যস্য এতে প্রতিরাজানঃ শত্রবঃ হৈহয়াঃ তালজঙ্ঘাঃ শশবিন্দবঃ চ শূরাঃ উদপদ্যন্ত সঃ রাজা তান্ যুদ্ধে প্রতিযুধ্যন্ প্রবাসিতঃ। ২৭-২৮

হৈহয়, তালজঙ্ঘ ও শশবিন্দুবংশীয় বীর রাজারা এই রাজার প্রতিপক্ষ ও শত্রু ছিলেন। রাজা অসিত এদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও নির্বাসিত হন। ২৭-২৮

হিমবন্তমুপাগম্য ভার্যাভ্যাং সহিতস্তদা।
অসিতোঽল্পবলো রাজা কালধর্মমুপেয়িবান্ ॥২৯

অন্বয়: অল্পবল: রাজা অসিত: তদা ভার্যাভ্যাং সহিত: হিমবন্তম্ উপাগম্য কালধর্মম্ উপেয়িবান্। ২৯

দুর্বল রাজা অসিত তাঁর দুই পত্নীর সঙ্গে হিমালয় প্রদেশে চলে যান এবং সেখানে কালধর্মে লোকান্তরিত হন। ২৯

দ্বে চাস্য ভার্যে গর্ভিণ্যৌ বভূবতুরিতি শ্রুতিঃ।
একা গর্ভবিনাশার্থং সপত্ন্যৈ সগরং দদৌ ॥৩০

অন্বয়: অস্য দ্বে ভার্যে চ গর্ভিণ্যৌ বভূবতু: ইতি শ্রুতি:। একা গর্ভবিনাশার্থং সপত্ন্যৈ সগরং দদৌ। ৩০

এরূপ জনশ্রুতি আছে যে তাঁর মৃত্যুকালে তাঁর দুই পত্নী গর্ভবতী ছিলেন, এবং তাদের একজন সপত্নীর গর্ভ নষ্ট করার জন্যে তাঁকে গরল প্রদান করেন। ৩০

ততঃ শৈলবরে রম্যে বভূবাভিরতো মুনিঃ।
ভার্গবশ্চ্যবনো নাম হিমবন্তমুপাশ্রিতঃ ॥৩১

অন্বয়: তত: রম্যে শৈলবরে ভার্গব: চ্যবন: নাম মুনি: হিমবন্তম্ উপাশ্রিত: অভিরত: বভূব। ৩১

এই সময়ে হিমালয়ের এক রমণীয় অঞ্চলে ভৃগুপুত্র চ্যবনমুনি বিশ্রাম করছিলেন। ৩১

তত্র চৈকা মহাভাগা ভার্গবং দেববর্চসম্।
ববন্দে পদ্মপত্রাক্ষী কাঙ্ক্ষন্তী সুতমুত্তমম্ ॥৩২

অন্বয়: তত্র চ একা মহাভাগা পদ্মপত্রাক্ষী উত্তমং সুতং কাঙ্ক্ষন্তী দেববর্চসম্ ভার্গবং ববন্দে। ৩২

রাজা অসিতের সেই মহাভাগ্যবতী পদ্মপলাশলোচনা মহিষী (যাঁকে বিষ দেওয়া হয়েছিল) সুপুত্র লাভের আশায় দেবতার মতো দ্যুতিমান ভৃগুপুত্র চ্যবনকে বন্দনা করলেন। ৩২

তমৃষিং সাভ্যুপাগম্য কালিন্দী চাভ্যবাদয়ৎ।
স তামভ্যবদদ্বিপ্রঃ পুত্রেপ্সুং পুত্রজন্মনি ॥৩৩

অন্বয়: সা কালিন্দী তম্ ঋষিম্ অভ্যুপাগম্য চ অভ্যবাদয়ৎ। সঃ বিপ্রঃ তাং পুত্রেপ্সুং পুত্রজন্মনি অভ্যবদৎ। ৩৩

মহিষী কালিন্দী পুত্রকামনায় ঋষির নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিবাদন করায় সেই ব্রাহ্মণ তাঁকে তাঁর পুত্রজন্ম প্রসঙ্গে বললেন—। ৩৩

তব কুক্ষৌ মহাভাগে সুপুত্রঃ সুমহাবলঃ।
মহাবীর্যো মহাতেজা অচিরাৎ সঞ্জনিষ্যতি ॥৩৪
গরেণ সহিতঃ শ্রীমান্ মা শুচঃ কমলেক্ষণে ॥৩৫

অন্বয়: মহাভাগে! তব কুক্ষৌ সুমহাবলঃ মহাবীর্যঃ মহাতেজাঃ শ্রীমান্ সুপুত্রঃ গরেণ সহিতঃ অচিরাৎ সংজনিষ্যতি। কমলেক্ষণে মা শুচঃ। ৩৪-৩৫

হে ভাগ্যবতী, তোমার গর্ভে অচিরে এক মহাবলশালী তেজস্বী পরম সুন্দর পুত্র গরলের সঙ্গে জন্মগ্রহণ করবে। হে কমলাক্ষী, তুমি শোক কোরো না। ৩৪-৩৫

চ্যবনং চ নমস্কৃত্য রাজপুত্রী পতিব্রতা।
পত্যা বিরহিতা তস্মাৎ পুত্রং দেবী ব্যজায়ত ॥৩৬
সপত্ন্যা তু গরস্তস্যৈ দত্তো গর্ভজিঘাংসয়া।
সহ তেন গরেণৈব সঞ্জাতঃ সগরোঽভবৎ ॥৩৭

অন্বয়: পতিব্রতা রাজপুত্রী চ্যবনং নমস্কৃত্য তস্মাৎ চ পত্যা বিরহিতা দেবী পুত্রং ব্যজায়ত। সপত্ন্যা তু তস্যৈ গর্ভজিঘাংসয়া গরঃ দত্তঃ। তেন গরেণ সহ সঞ্জাতঃ এব সগরঃ অভবৎ। ৩৬-৩৭

পতিব্রতা রাজকন্যা কালিন্দী তখন চ্যবনকে নমস্কার করে বিদায় নিলেন।

বিধবা অবস্থায় তাঁর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করল। গর্ভ নষ্ট করার জন্যে সপত্নী তাঁকে গরল দিয়েছিলেন। সেই গরলের সঙ্গে জন্ম হওয়ায় তাঁর পুত্রের নাম হল সগর। ৩৬-৩৭

সগরস্যাসমঞ্জস্তু অসমঞ্জাদথাংশুমান্।
দিলীপোঽংশুমতঃ পুত্রো দিলীপস্য ভগীরথঃ ॥৩৮

অন্বয়: সগরস্য অসমঞ্জঃ অথ তু অসমঞ্জাৎ অংশুমান্ অংশুমতঃ পুত্রঃ দিলীপ দিলীপস্য ভগীরথঃ। ৩৮

সগরের পুত্র অসমঞ্জ, অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান, অংশুমানের পুত্র দিলীপ, এবং দিলীপের পুত্র ভগীরথ। ৩৮

ভগীরথাৎ ককুৎস্থশ্চ ককুৎস্থাচ্চ রঘুস্তথা।

রঘোস্তু পুত্রস্তেজস্বী প্রবৃদ্ধঃ পুরুষাদকঃ ॥৩৯

কল্মাষপাদোঽপ্যভবত্তস্মাজ্জাতস্তু শঙ্খণঃ ॥৪০

অন্বয়ঃ ভগীরথাৎ ককুৎস্থঃ চ তথা ককুৎস্থাৎ চ রঘুঃ। রঘোঃ পুত্রঃ তু তেজস্বী প্রবৃদ্ধঃ পুরুষাদকঃ কল্মাষপাদঃ অভবৎ। তস্মাৎ তু শঙ্খণঃ জাতঃ। ৩৯-৪০

ভগীরথের পুত্র ককুৎস্থ, ককুৎস্থের পুত্র রঘু। রঘুর এক তেজস্বী পুত্র ছিলেন। তিনি নরমাংসাশী রাক্ষসে পরিণত হয়েছিলেন এবং তাঁর নাম হয়েছিল কল্মাষপাদ। কল্মাষপাদের পুত্র শঙ্খণ। ৩৯-৪০

সুদর্শনঃ শঙ্খণস্য অগ্নিবর্ণঃ সুদর্শনাৎ।

শীঘ্রগস্ত্বগ্নিবর্ণস্য শীঘ্রগস্য মরুঃ সুতঃ॥

মরোঃ প্রশুশ্রুকস্ত্বাসীদম্বরীষঃ প্রশুশ্রুকাৎ ॥৪১

অন্বয়ঃ শঙ্খণস্য সুদর্শনঃ সুদর্শনাৎ অগ্নিবর্ণঃ অগ্নিবর্ণস্য শীঘ্রগঃ শীঘ্রগস্য তু সুতঃ মরুঃ মরোঃ প্রশুশ্রুকঃ প্রশুশ্রুকাৎ তু অম্বরীষঃ আসীৎ। ৪১

শঙ্খণের পুত্র সুদর্শন। সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ, অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্রগ, শীঘ্রগের পুত্র মরু, মরুর পুত্র প্রশুশ্রুক, এবং প্রশুশ্রুকের পুত্র অম্বরীষ। ৪১

অম্বরীষস্য পুত্রোঽভূন্নহুষশ্চ মহীপতিঃ।

নহুষস্য যযাতিস্তু নাভাগস্তু যযাতিজঃ ॥৪২

অন্বয়ঃ অম্বরীষস্য পুত্রঃ মহীপতিঃ নহুষঃ অভূৎ। নহুষস্য তু যযাতিঃ নাভাগঃ তু যযাতিজঃ। ৪২

অম্বরীষের পুত্র রাজা নহুষ, নহুষের পুত্র যযাতি, যযাতির পুত্র নাভাগ। ৪২

নাভাগস্য বভূবাজ অজাদ্দশরথোঽভবৎ।

অস্মাদ্দশরথাজ্জাতৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥৪৩

অন্বয়ঃ নাভাগস্য অজঃ বভূব অজাৎ দশরথঃ অভবৎ। অস্মাৎ দশরথাৎ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ জাতৌ। ৪৩

নাভাগের পুত্র অজ, অজের পুত্র দশরথ, এবং রামলক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা এই দশরথের পুত্র। ৪৩

আদিবংশবিশুদ্ধানাং রাজ্ঞাং পরমধর্মিণাম্।

ইক্ষ্বাকুকুলজাতানাং বীরাণাং সত্যবাদিনাম্ ॥৪৪

রামলক্ষ্মণয়োরর্থে ত্বৎসুতে বরয়ে নৃপ।
সদৃশাভ্যাং নরশ্রেষ্ঠ সদৃশে দাতুমর্হসি ॥৪৫

অন্বয়ঃ নৃপ! আদিবংশবিশুদ্ধানাং পরমধর্মিণাং বীরাণাং সত্যবাদিনাং রাজ্ঞাং রামলক্ষ্মণয়োঃ অর্থে ত্বৎসুতে বরয়ে। নরশ্রেষ্ঠ! সদৃশাভ্যাং সদৃশে দাতুম্ অর্হসি। ৪৪-৪৫

মহারাজ, এই বংশ আদি থেকেই বিশুদ্ধ, এবং এই বংশে পরম ধার্মিক, বীর ও সত্যবাদী রাজারা জন্মগ্রহণ করেছেন। এই বংশের সন্তান রামলক্ষ্মণের হাতে আপনার কন্যাদুটিকে সমর্পণ করুন। অনুরূপ পাত্রে অনুরূপ কন্যাদের অর্পণ করা আপনার কর্তব্য। ৪৪-৪৫

সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত

একসপ্ততিতম সর্গ

* *

জনকেন স্ববংশবর্ণনম্
(জনকের স্ববংশবর্ণনা)

এবং ব্রুবাণং জনকঃ প্রত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ।
শ্রোতুমর্হসি ভদ্রং তে কুলং নঃ পরিকীর্তিতম্ ॥১

অন্বয়ঃ জনকঃ কৃতাঞ্জলিঃ এবং ব্রুবাণং প্রত্যুবাচ—ভদ্রং তে (ভবতু)। নঃ কুলং পরিকীর্তিতং শ্রোতুম্ অর্হসি। ১

বশিষ্ঠ এইভাবে দশরথের বংশের বর্ণনা দেওয়ার পর জনক করজোড়ে তাঁকে বললেন—মুনিবর, আমি আমাদের বংশের বর্ণনা করব। ১

প্রদানে হি মুনিশ্রেষ্ঠ কুলং নিরবশেষতঃ।
বক্তব্যং কুলজাতেন তন্নিবোধ মহামতে ॥২

অন্বয়ঃ মুনিশ্রেষ্ঠ! মহামতে! কুলজাতেন প্রদানে কুলং নিরবশেষতঃ বক্তব্যং, তৎ নিবোধ। ২

সৎকুলজাত ব্যক্তিদের প্রধান কর্তব্য নিজেদের বংশপরিচয় সবিশেষ বর্ণনা করা। সুতরাং আমার বংশপরিচয় শুনুন। ২

রাজাভূৎ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ স্বেন কর্মণা।
নিমিঃ পরমধর্মাত্মা সর্বসত্ত্ববতাং বরঃ ॥৩

অন্বয়ঃ স্বেন কর্মণা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ পরমধর্মাত্মা সর্বসত্ত্ববতাং বরঃ রাজা নিমিঃ অভূৎ। ৩

নিমি নামে এক পরম ধার্মিক রাজা ছিলেন। তিনি নিজ কর্মবলে ত্রিভুবনে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। ৩

তস্য পুত্রো মিথির্নাম জনকো মিথিপুত্রকঃ।
প্রথমো জনকো রাজা জনকাদপ্যুদাবসুঃ ॥৪

অন্বয়ঃ তস্য পুত্রঃ মিথিঃ নাম। জনকঃ মিথিপুত্রকঃ। (সঃ) প্রথমঃ জনকঃ রাজা। জনকাৎ অপি উদাবসুঃ। ৪

তাঁর পুত্রের নাম মিথি।[১] মিথির পুত্র জনক। ইনিই প্রথম জনক।[২] জনকের পুত্র উদাবসু। ৪

উদাবসোস্তু ধর্মাত্মা জাতো বৈ নন্দিবর্ধনঃ।
নন্দিবর্ধসুতঃ শূরঃ সুকেতুর্নাম নামতঃ ॥৫

অন্বয়ঃ উদাবসোঃ তু ধর্মাত্মা নন্দিবর্ধনঃ জাতঃ। নন্দিবর্ধসুতঃ শূরঃ সুকেতুঃ নাম নামতঃ। ৫

উদাবসুর পুত্র ধর্মাত্মা নন্দিবর্ধন, এবং নন্দিবর্ধনের পুত্র মহাবীর সুকেতু। ৫

সুকেতোরপি ধর্মাত্মা দেবরাতো মহাবলঃ।
দেবরাতস্য রাজর্ষের্বৃহদ্রথ ইতি স্মৃতঃ ॥৬

অন্বয়ঃ সুকেতোঃ অপি ধর্মাত্মা মহাবলঃ দেবরাতঃ। রাজর্ষেঃ দেবরাতস্য বৃহদ্রথঃ ইতি স্মৃতঃ। ৬

সুকেতুর পুত্র মহাবীর ধর্মাত্মা দেবরাত।[৩] রাজর্ষি দেবরাতের পুত্র বৃহদ্রথ। ৬

বৃহদ্রথস্য শূরোঽভূন্মহাবীরঃ প্রতাপবান্।
মহাবীরস্য ধৃতিমান্ সুধৃতিঃ সত্যবিক্রমঃ ॥৭

অন্বয়ঃ বৃহদ্রথস্য প্রতাপবান্ শূরঃ মহাবীরঃ অভূৎ। মহাবীরস্য সত্যবিক্রমঃ ধৃতিমান্ সুধৃতিঃ। ৭

বৃহদ্রথের পুত্র প্রতাপশালী মহাবীর। মহাবীরের পুত্র সত্যপরায়ণ ধৈর্যশীল সুধৃতি। ৭

সুধৃতেরপি ধর্মাত্মা ধৃষ্টকেতুঃ সুধার্মিকঃ।
ধৃষ্টকেতোশ্চ রাজর্ষের্হর্যশ্ব ইতি বিশ্রুতঃ ॥৮

অন্বয়ঃ সুধৃতেঃ অপি ধর্মাত্মা সুধার্মিকঃ ধৃষ্টকেতুঃ, রাজর্ষেঃ ধৃষ্টকেতোঃ চ হর্যশ্বঃ ইতি বিশ্রুতঃ। ৮

সুধৃতির পুত্র পরম ধার্মিক ধৃষ্টকেতু। রাজর্ষি ধৃষ্টকেতুর পুত্র হর্যশ্ব নামে বিখ্যাত।৮

হর্যশ্বস্য মরুঃ পুত্রো মরোঃ পুত্রঃ প্রতীন্ধকঃ।
প্রতীন্ধকস্য ধর্মাত্মা রাজা কীর্তিরথঃ সুতঃ ॥৯

অন্বয়ঃ হর্যশ্বস্য পুত্রঃ মরুঃ, মরোঃ পুত্রঃ প্রতীন্ধকঃ, প্রতীন্ধকস্য সুতঃ ধর্মাত্মা রাজা কীর্তিরথঃ। ৯

হর্যশ্বের পুত্র মরু, মরুর পুত্র প্রতীন্ধক এবং প্রতীন্ধকের পুত্র ধর্মাত্মা রাজা কীর্তিরথ। ৯

পুত্রঃ কীর্তিরথস্যাপি দেবমীঢ় ইতি স্মৃতঃ।
দেবমীঢ়স্য বিবুধো বিবুধস্য মহীধ্রকঃ ॥১০

অন্বয়ঃ কীর্তিরথস্য অপি পুত্রঃ দেবমীঢ়ঃ ইতি স্মৃতঃ। দেবমীঢ়স্য বিবুধঃ, বিবুধস্য মহীধ্রকঃ। ১০

কীর্তিরথের পুত্র দেবমীঢ়, দেবমীঢ়ের পুত্র বিবুধ এবং বিবুধের পুত্র মহীধ্রক। ১০

মহীধ্রকসুতো রাজা কীর্তিরাতো মহাবলঃ।
কীর্তিরাতস্য রাজর্ষের্মহারোমা ব্যজায়ত ॥১১

অন্বয়ঃ মহীধ্রকসুতঃ রাজা মহাবলঃ কীর্তিরাতঃ। রাজর্ষেঃ কীর্তিরাতস্য মহারোমা ব্যজয়েত। ১১

মহীধ্রকের পুত্র মহাবল কীর্তিরাত। রাজর্ষি কীর্তিরাতের মহারোমা নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ১১

মাহারোমস্তু ধর্মাত্মা স্বর্ণরোমা ব্যজায়ত।
স্বর্ণরোমস্তু রাজর্ষে হ্রস্বরোমা ব্যজায়ত ॥১২

অন্বয়ঃ মহারোম্নঃ তু ধর্মাত্মা স্বর্ণরোমা ব্যজায়ত। স্বর্ণরোম্নঃ তু হ্রস্বরোমা ব্যজায়ত। ১২

মহারোমার পুত্র ধর্মাত্মা স্বর্ণরোমা এবং স্বর্ণরোমার হ্রস্বরোমা নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ১২

তস্য পুত্রদ্বয়ং রাজ্ঞো ধর্মজ্ঞস্য মহাত্মনঃ।
জ্যেষ্ঠোঽহমনুজো ভ্রাতা মম বীরঃ কুশধ্বজঃ ॥১৩

অন্বয়ঃ তস্য ধর্মজ্ঞস্য মহাত্মনঃ রাজ্ঞঃ পুত্রদ্বয়ম্। অহং জ্যেষ্ঠঃ মম অনুজঃ ভ্রাতা বীরঃ কুশধ্বজঃ। ১৩

সেই ধর্মজ্ঞ মহাত্মা হ্রস্বরোমার দুই পুত্র। তাদের মধ্যে আমি জ্যেষ্ঠ এবং আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বীর কুশধ্বজ। ১৩

মাং তু জ্যেষ্ঠং পিতা রাজ্যে সোঽভিষিচ্য পিতা মম।
কুশধ্বজং সমাবেশ্য ভারং ময়ি বনং গতঃ ॥১৪

অন্বয়ঃ মম পিতা মাং জ্যেষ্ঠং তু রাজ্যে অভিষিচ্য কুশধ্বজং ময়ি ভারং সমাবেশ্য বনং গতঃ। ১৪

আমি জ্যেষ্ঠ বলে আমার পিতা আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন এবং কুশধ্বজের ভার আমার উপর ন্যস্ত করে বনে যান। ১৪

বৃদ্ধে পিতরি স্বর্যাতে ধর্মেণ ধুরমাবহম্।
ভ্রাতরং দেবসংকাশং স্নেহাৎ পশ্যন্ কুশধ্বজম্ ॥১৫

অন্বয়ঃ বৃদ্ধে পিতরি স্বঃ যাতে দেবসংকাশং ভ্রাতরং কুশধ্বজং স্নেহাৎ পশ্যন্ ধর্মেণ ধুরম্ আবহম্। ১৫

বৃদ্ধ পিতা স্বর্গে যাওয়ার পর আমি ধর্মানুসারে রাজ্যের ভার গ্রহণ করি এবং আমার দেবতুল্য ভ্রাতা কুশধ্বজকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতে থাকি। ১৫

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য সাংকাশ্যাদাগতঃ পুরাৎ।
সুধন্বা বীর্যবান্ রাজা মিথিলামবরোধকঃ ॥১৬

অন্বয়ঃ অথ কস্যচিৎ তু কালস্য সাংকাশ্যাৎ পুরাৎ বীর্যবান্ রাজা মিথিলা-বরোধকঃ সুধন্বা আগতঃ। ১৬

কিছুদিন পরে বীর্যবান রাজা সুধন্বা সাংকাশ্যা পুরী থেকে এসে মিথিলা অবরোধ করেন। ১৬

স চ মে প্রেষয়ামাস শৈবং ধনুরনুত্তমম্।
সীতা চ কন্যা পদ্মাক্ষী মহ্যং বৈ দীয়তামিতি ॥১৭

অন্বয়ঃ সঃ চ মে প্রেষয়ামাস—অনুত্তমং শৈবং ধনুঃ পদ্মাক্ষী কন্যা সীতা চ মহ্যং দীয়তাম্ ইতি। ১৭

তিনি আমাকে এই বলে সংবাদ পাঠালেন—আপনার অপূর্ব শৈবধনু এবং পদ্মাক্ষী কন্যা সীতাকে আমায় প্রদান করুন। ১৭

তস্যাপ্রদানান্মহর্ষে যুদ্ধমাসীন্ময়া সহ।
স হতো বিমুখো রাজা সুধন্বা তু ময়া রণে ॥১৮

অন্বয়ঃ মহর্ষে! তস্য অপ্রদানাৎ ময়া সহ যুদ্ধম্ আসীৎ। সঃ রাজা সুধন্বা তু ময়া রণে বিমুখঃ হতঃ। ১৮

কিন্তু হে মহর্ষি, আমি তা না করায় তাঁর সঙ্গে আমার যুদ্ধ হয় এবং আমি তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করি। ১৮

নিহত্য তং মুনিশ্রেষ্ঠ সুধন্বানং নরাধিপম্।
সাংকাশ্যে ভ্রাতরং শূরমভ্যষিঞ্চং কুশধ্বজম্ ॥১৯

অন্বয়ঃ মুনিশ্রেষ্ঠ! তং নরাধিপং সুধন্বানং নিহত্য সাংকাশ্যে শূরং ভ্রাতরং কুশধ্বজম্ অভ্যষিঞ্চম্। ১৯

হে মুনিশ্রেষ্ঠ, রাজা সুধন্বাকে নিহত করার পর আমি আমার বীর ভ্রাতা কুশধ্বজকে সাংকাশ্যা নগরীতে অভিষিক্ত করি। ১৯

কনীয়ানেষ মে ভ্রাতা অহং জ্যেষ্ঠো মহামুনে।
দদামি পরমপ্রীতো বধ্বৌ তে মুনিপুঙ্গব ॥২০
সীতাং রামায় ভদ্রং তে উর্মিলাং লক্ষ্মণায় বৈ ॥২১
বীর্যশুল্কাং মম সুতাং সীতাং সুরসুতোপমাম্।
দ্বিতীয়ামূর্মিলাং চৈব ত্রির্বদামি ন সংশয়ঃ ॥২২

অন্বয়ঃ মহামুনে! এষঃ মে ভ্রাতা কনীয়ান্ অহং জ্যেষ্ঠঃ; মুনিপুঙ্গব! ভদ্রং তে (ভবতু)। (অহং) পরমপ্রীতঃ তে বধ্বৌ সীতাং রামায় উর্মিলাং লক্ষ্মণায় দদামি। বীর্যশুল্কাং সুরসুতোপমাং মম সুতাং সীতাং দ্বিতীয়াম্ উর্মিলাং চ এব (দদামি) ত্রিঃ বদামি ন সংশয়ঃ। ২০-২২

মহর্ষি, এই কুশধ্বজ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং আমি জ্যেষ্ঠ। মুনিবর, আপনার মঙ্গল হোক। আমি আনন্দের সঙ্গে আমার দেবকন্যাতুল্য বীর্যশুল্কা কন্যা সীতাকে রামের হাতে সম্প্রদান করব এবং দ্বিতীয় কন্যা উর্মিলাকে লক্ষ্মণের হাতে সম্প্রদান করব, একথা ত্রিসত্য করে বলছি। ২০-২২

রামলক্ষ্মণয়ো রাজন্ গোদানং কারয়স্ব হ।
পিতৃকার্যং চ ভদ্রং তে ততো বৈবাহিকং কুরু ॥ ২৩

অন্বয়ঃ রাজন্! ভদ্রং তে। রামলক্ষ্মণয়োঃ গোদানং পিতৃকার্যং চ কারয়স্ব, ততঃ বৈবাহিকং কুরু। ২৩

মহারাজ দশরথ, আপনার মঙ্গল হোক। এখন আপনি রামলক্ষ্মণের বিবাহের পূর্বকৃত্য হিসাবে গোদান ও পিতৃকার্য সম্পাদন করুন। ২৩

মঘা হ্যদ্য মহাবাহো তৃতীয়দিবসে প্রভো।
ফল্গুন্যামুত্তরে রাজংস্তস্মিন্ বৈবাহিকং কুরু ॥
রামলক্ষ্মণয়োরর্থে দানং কার্যং সুখোদয়ম্ ॥২৪

অন্বয়ঃ মহাবাহো! প্রভো! অদ্য হি মঘা। রাজন্ তৃতীয়দিবসে উত্তরে ফল্গুন্যাং তস্মিন্ বৈবাহিকং কুরু। রামলক্ষ্মণয়োঃ অর্থে সুখোদয়ং দানং কার্যম্। ২৪

হে মহাবাহু, হে রাজন্! আজ মঘা নক্ষত্র। আগামী তৃতীয় দিবসে উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্রে বিবাহকার্য সম্পন্ন করবেন। এখন রামলক্ষ্মণের মঙ্গলের জন্যে দানকার্য করুন। ২৪

একসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ

* *

গোদানমঙ্গলকরণবর্ণনম্
(মাঙ্গলিক গোদান-বর্ণনা)

তমুক্তবন্তং বৈদেহং বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
উবাচ বচনং বীরং বসিষ্ঠসহিতো নৃপম্ ॥১

অন্বয়ঃ মহামুনিঃ বিশ্বামিত্রঃ বসিষ্ঠসহিতঃ তম উক্তবন্তং বীরং বৈদেহং নৃপং বচনম্ উবাচ—। ১

বিদেহপতি জনক এই কথা বললে মহামুনি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের অনুমতি নিয়ে তাঁকে বললেন—। ১

অচিন্ত্যান্যপ্রমেয়াণি কুলানি নরপুঙ্গব।
ইক্ষ্বাকূণাং বিদেহানাং নৈষাং তুল্যোঽস্তি কশ্চন ॥২

অন্বয়ঃ নরপুঙ্গব! ইক্ষ্বাকূণাং বিদেহানাং কুলানি অচিন্ত্যানি অপ্রমেয়াণি। এষাং তুল্যঃ কশ্চন ন অস্তি। ২

হে নরশ্রেষ্ঠ, ইক্ষ্বাকু এবং বিদেহ এই দুই বংশেরই গুণাবলী অচিন্তনীয় ও অতুলনীয় এঁদের তুল্য অন্য কোনো বংশ নাই। ২

সদৃশো ধর্মসম্বন্ধঃ সদৃশো রূপসম্পদা।
রামলক্ষ্মণয়ো রাজন্ সীতা চোর্মিলয়া সহ ॥৩
বক্তব্যং চ নরশ্রেষ্ঠ শ্রূয়তাং বচনং মম ॥৪

অন্বয়ঃ রাজন্! রামলক্ষ্মণয়োঃ সীতা (=সীতয়া) উর্মিলয়া চ সহ সদৃশঃ ধর্মসম্বন্ধঃ সদৃশঃ রূপসম্পদা। নরশ্রেষ্ঠ! মম বক্তব্যং বচনং চ শ্রূয়তাম্। ৩-৪

মহারাজ, রাম ও লক্ষ্মণের সঙ্গে সীতা ও উর্মিলার বিবাহ সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত এবং তাঁদের রূপগুণও সমতুল্য। এখন আমার অন্য একটি বক্তব্য শুনুন। ৩-৪

ভ্রাতা যবীয়ান্ ধর্মজ্ঞ এষ রাজা কুশধ্বজঃ।
অস্য ধর্মাত্মনো রাজন্ রূপেণাপ্রতিমং ভুবি ॥
সুতাদ্বয়ং নরশ্রেষ্ঠ পত্ন্যর্থং বরয়ামহে ॥৫
ভরতস্য কুমারস্য শত্রুঘ্নস্য চ ধীমতঃ।
বরয়ে তে সুতে রাজংস্তয়োরর্থে মহাত্মনোঃ ॥৬

অন্বয়ঃ নরশ্রেষ্ঠ রাজন্! এষঃ (তব) যবীয়ান্ ভ্রাতা ধর্মজ্ঞঃ রাজা কুশধ্বজঃ অস্য ধর্মাত্মনঃ ভুবি রূপেণ অপ্রতিমং সুতাদ্বয়ং পত্ন্যর্থং বরয়ামহে। রাজন্! কুমারস্য ভরতস্য চ ধীমতঃ শত্রুঘ্নস্য তয়োঃ অর্থে মহাত্মনঃ তে সুতে বরয়ে। ৫-৬

হে নরশ্রেষ্ঠ হে রাজন্ আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধর্মজ্ঞ রাজা কুশধ্বজের অসামান্যা রূপবতী দুজন কন্যা আছেন। আমি তাঁদের কুমার ভরত ও ধীমান শত্রুঘ্নের পত্নীরূপে প্রার্থনা করছি। ৫-৬

পুত্রা দশরথস্যেমে রূপযৌবনশালিনঃ।
লোকপালসমাঃ সর্বে দেবতুল্যপরাক্রমাঃ ॥৭
উভয়োরপি রাজেন্দ্র সম্বন্ধেনানুবধ্যতাম্।
ইক্ষ্বাকুকুলমব্যগ্রং ভবতঃ পুণ্যকর্মণঃ ॥৮

অন্বয়ঃ ইমে দশরথস্য পুত্রাঃ সর্বে রূপযৌবনশালিনঃ লোকপালসমাঃ দেবতুল্য-পরাক্রমাঃ। রাজেন্দ্র! উভয়োঃ অপি পুণ্যকর্মণঃ ভবতঃ সম্বন্ধেন ইক্ষ্বাকুকুলম্ অব্যগ্রম্ অনুবধ্যতাম্। ৭-৮

দশরথের সকল পুত্রই রূপযৌবনসম্পন্ন, লোকপালসদৃশ এবং পরাক্রমে দেবতুল্য। সুতরাং আপনি ভরত এবং শত্রুঘ্নের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করে ইক্ষ্বাকুবংশের সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক দৃঢ় করুন। ৭-৮

বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা বসিষ্ঠস্য মতে তদা।
জনকঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমুবাচ মুনিপুঙ্গবৌ ॥৯

অন্বয়ঃ তদা বসিষ্ঠস্য মতে বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা জনকঃ প্রাঞ্জলিঃ মুনিপুঙ্গবৌ বাক্যম্ উবাচ। ৯

বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের অনুমতি নিয়ে এই কথা বললে রাজা জনক করযোড়ে তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন—। ৯

কুলং ধন্যমিদং মন্যে যেষাং তৌ মুনিপুঙ্গবৌ।
সদৃশং কুলসম্বন্ধং যদাজ্ঞাপয়তঃ স্বয়ম্ ॥১০

অন্বয়ঃ ইদং কুলং ধন্যং মন্যে যেষাং তৌ মুনিপুঙ্গবৌ স্বয়ং যৎ সদৃশং কুলসম্বন্ধম্ আজ্ঞাপয়তঃ। ১০

আপনারা স্বয়ং যখন আমাদের দুই সদৃশ রাজবংশের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের আদেশ দিচ্ছেন, তখন আমি আমার কুলকে ধন্য জ্ঞান করছি। ১০

এবং ভবতু ভদ্রং বঃ কুশধ্বজসুতে ইমে।
পত্ন্যৌ ভজেতাং সহিতৌ শত্রুঘ্নভরতাবুভে ॥১১
একাহ্না রাজপুত্রীণাং চতসৃণাং মহামুনে।
পাণীন্ গৃহ্ণন্তু চত্বারো রাজপুত্রা মহাবলাঃ ॥১২

অন্বয়ঃ ভদ্রং বঃ। এবং ভবতু। ইমে কুশধ্বজসুতে শত্রুঘ্নভরতৌ উভৌ সহিতৌ পত্ন্যৌ ভজেতাম্। মহামুনে! চত্বারো মহাবলাঃ রাজপুত্রাঃ একাহ্না চতসৃণাং রাজপুত্রীণাং পাণীন্ গৃহ্ণন্তু। ১১-১২

আপনাদের মঙ্গল হোক। আপনারা যা বলছেন তাই হবে। কুশধ্বজের দুই কন্যাকে ভরত ও শত্রুঘ্ন পত্নীরূপে লাভ করবেন। চারজন মহাবীর রাজপুত্র একদিনেই চার রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করবেন। ১১-১২

উত্তরে দিবসে ব্রহ্মন্ ফল্গুনীভ্যাং মনীষিণঃ।
বৈবাহিকং প্রশংসন্তি ভগো যত্র প্রজাপতিঃ ॥১৩

অন্বয়ঃ ব্রহ্মন্! উত্তরে ফল্গুনীভ্যাং দিবসে মনীষিণঃ বৈবাহিকং প্রশংসন্তি যত্র ভগঃ প্রজাপতিঃ। ১৩

পণ্ডিতেরা উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে বিবাহের প্রশস্ত দিন বলেছেন, কারণ ঐ নক্ষত্রে প্রজাপতি ভগই অবস্থান করেন। ১৩

এবমুক্ত্বা বচঃ সৌম্যং প্রত্যুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ।
উভৌ মুনিবরৌ রাজা জনকো বাক্যমব্রবীৎ ॥১৪

অন্বয়ঃ এবং সৌম্যং বচঃ উক্ত্বা রাজা জনকঃ প্রত্যুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ উভৌ মুনিবরৌ বাক্যম্ অব্রবীৎ। ১৪

রাজা জনক প্রশান্তভাবে এই কথাগুলি বলে গাত্রোত্থান করলেন, এবং পুনরায় করযোড়ে দুই মুনিবরকে বলতে লাগলেন—। ১৪

পরো ধর্মঃ কৃতো মহ্যং শিষ্যোঽস্মি ভবতোঃ সদা।
ইমান্যাসনমুখ্যানি আস্যতাং মুনিপুঙ্গবৌ ॥১৫

অন্বয়ঃ মহ্যং পরঃ ধর্মঃ কৃতঃ। ভবতঃ সদাশিষ্যঃ অস্মি। মুনিপুঙ্গবৌ ইমানি আসনমুখ্যানি আস্যতাম্। ১৫

আজ আমি মহা ধর্মের কাজ করলাম। আমি সর্বদাই আপনাদের শিষ্য। আপনারা এখন এই শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করুন। ১৫

যথা দশরথস্যেয়ং তথাযোধ্যা পুরী মম।
প্রমুখে নাস্তি সন্দেহো যথার্থং কর্তুমর্হথ ॥১৬

অন্বয়ঃ যথা দশরথস্য অযোধ্যা তথা ইয়ং মম পুরী। প্রমুখে যথার্থং কর্তুম্ অর্হথ সন্দেহঃ ন অস্তি। ১৬

যেমন দশরথের অযোধ্যায়, তেমনই আমার এই পুরীতেও আপনারা মুখ্য ব্যক্তিরূপে যা উপযুক্ত মনে করবেন নিঃসন্দেহে তাই করবেন। ১৬

তথা ব্রুবতি বৈদেহে জনকে রঘুনন্দনঃ।
রাজা দশরথো হৃষ্টঃ প্রত্যুবাচ মহীপতিম্ ॥১৭

অন্বয়ঃ বৈদেহে জনকে তথা ব্রুবতি রঘুনন্দনঃ রাজা দশরথঃ হৃষ্টঃ মহীপতিং প্রত্যুবাচ। ১৭

বিদেহপতি জনক একথা বললে, রাজা দশরথ হৃষ্টচিত্তে তাঁকে বললেন—। ১৭

যুবামসংখ্যেয়গুণৌ ভ্রাতরৌ মিথিলেশ্বরৌ।
ঋষয়ো রাজসঙ্ঘাশ্চ ভবদ্‌ভ্যামভিপূজিতাঃ ॥১৮

অন্বয়ঃ যুবাম্ ভ্রাতরৌ মিথিলেশ্বরৌ অসংখ্যেয়গুণৌ। ঋষয়ঃ রাজসঙ্ঘাঃ চ ভবদ্‌ভ্যাম্ অভিপূজিতাঃ। ১৮

আপনারা দুই ভ্রাতাই অসংখ্য গুণের অধিকারী। আপনারা ঋষি ও রাজন্যবর্গকে চিরদিন সমাদর করেন। ১৮

স্বস্তি প্রাপ্নুহি ভদ্রং তে গমিষ্যামঃ স্বমালয়ম্।
শ্রাদ্ধকর্মাণি বিধিবদ্‌বিধাস্য ইতি চাব্রবীৎ ॥১৯

অন্বয়ঃ স্বস্তি প্রাপ্নুহি ভদ্রং তে। স্বম্ আলয়ং গমিষ্যামঃ শ্রাদ্ধকর্মাণি বিধিবৎ বিধাস্যে ইতি চ অব্রবীৎ। ১৯

আপনি সুখী হোন। আপনার মঙ্গল হোক। এখন আমি নিজের আবাসে যাচ্ছি, কারণ এখন আমাকে বিধি অনুসারে শ্রাদ্ধকার্য করতে হবে। ১৯

তমাপৃষ্ট্বা নরপতিং রাজা দশরথস্তদা।
মুনীন্দ্রৌ তৌ পুরস্কৃত্য জগামাশু মহাযশাঃ ॥২০

অন্বয়ঃ মহাযশাঃ রাজা দশরথঃ তদা তং নরপতিম্ আপৃষ্ট্বা তৌ মুনীন্দ্রৌ পুরস্কৃত্য আশু জগাম। ২০

মহাযশস্বী দশরথ জনকের নিকট বিদায় নিয়ে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র দুই ঋষিকে পুরোবর্তী করে শীঘ্র নিজের আবাসে ফিরে গেলেন। ২০

স গত্বা নিলয়ং রাজা শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানতঃ।
প্রভাতে কাল্যমুত্থায় চক্রে গোদানমুত্তমম্ ॥২১

অন্বয়ঃ সঃ রাজা নিলয়ং গত্বা বিধানতঃ শ্রাদ্ধং কৃত্বা প্রভাতে উত্থায় কাল্যম্ উত্তমং গোদানং চক্রে। ২১

রাজা দশরথ নিজের আবাসে এসে বিধান অনুসারে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করলেন, এবং পরদিন সকালে উঠে প্রভাতকালীন গোদান আরম্ভ করলেন। ২১

গবাং শতসহস্রং চ ব্রাহ্মণেভ্যো নরাধিপঃ।
একৈকশো দদৌ রাজা পুত্রানুদ্দিশ্য ধর্মতঃ ॥২২

অন্বয় : নরাধিপঃ রাজা ধর্মতঃ পুত্রান্ উদ্দিশ্য একৈকশঃ গবাং শতসহস্রং ব্রাহ্মণেভ্যঃ দদৌ। ২২

তিনি ধর্মের বিধান অনুসারে পুত্রদের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকের জন্যে একলক্ষ করে ধেনু ব্রাহ্মণদের দান করলেন। ২২

সুবর্ণশৃঙ্গসম্পন্নাঃ সবৎসাঃ কাংস্যদোহনাঃ।
গবাং শতসহস্রাণি চত্বারি পুরুষর্ষভঃ ॥২৩
বিত্তমন্যচ্চ সুবহু দ্বিজেভ্যো রঘুনন্দনঃ।
দদৌ গোদানমুদ্দিশ্য পুত্রাণাং পুত্রবৎসলঃ ॥২৪

অন্বয় : পুত্রবৎসলঃ পুরুষর্ষভঃ রঘুনন্দনঃ সুবর্ণশৃঙ্গসম্পন্নাঃ সবৎসাঃ কাংস্যদোহনাঃ গবাং চত্বারি শতসহস্রাণি অন্যৎ সুবহু বিত্তং চ পুত্রাণাং গোদানম্ উদ্দিশ্য দ্বিজেভ্যঃ দদৌ। ২৩-২৪

পুত্রবৎসল রাজা পুত্রদের গোদান উপলক্ষে চারলক্ষ স্বর্ণশৃঙ্গযুক্ত সবৎসা ধেনু, কাংস্য-দোহনপাত্র ও বহু অর্থ ব্রাহ্মণদের দান করলেন। ২৩-২৪

সসুতৈঃ কৃতগোদানৈর্বৃতঃ সন্নৃপতিস্তদা।
লোকপালৈরিবাভাতি বৃতঃ সৌম্যঃ প্রজাপতিঃ ॥২৫

অন্বয় : তদা নৃপতিঃ কৃতগোদানৈঃ সসুতৈঃ বৃতঃ সন্ লোকপালৈঃ বৃতঃ সৌম্যঃ প্রজাপতিঃ ইব আভাতি। ২৫

গোদানকার্য সম্পন্ন করে রাজা দশরথ পুত্রদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে লোকপাল-পরিবৃত প্রজাপতি ব্রহ্মার মতো শোভা পেতে লাগলেন। ২৫

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ

সীতাদীনাং বিবাহমহোৎসববর্ণনম্

(সীতা প্রভৃতির বিবাহমহোৎসবের বর্ণনা)

যস্মিংস্তু দিবসে রাজা চক্রে গোদানমুত্তমম্ ।
তস্মিংস্তু দিবসে বীরো যুধাজিৎ সমুপেয়িবান্ ॥১
পুত্রঃ কেকয়রাজস্য সাক্ষাৎ ভরতমাতুলঃ ।
দৃষ্ট্বা পৃষ্ট্বা চ কুশলং রাজানমিদমব্রবীৎ ॥২

অন্বয়ঃ যস্মিন্ তু দিবসে রাজা উত্তমং গোদানং চক্রে তস্মিন্ তু দিবসে কেকয়রাজস্য পুত্রঃ সাক্ষাৎ ভরতমাতুলঃ বীরঃ যুধাজিৎ সমুপেয়িবান্। (সঃ) রাজানং দৃষ্ট্বা কুশলং চ পৃষ্ট্বা ইদং বচনম্ অব্রবীৎ। ১-২

রাজা দশরথ যেদিন গোদান করলেন, সেই দিনই ভরতের আপন মাতুল কেকয়রাজপুত্র বীর যুধাজিৎ মিথিলায় উপস্থিত হলেন। তিনি রাজা দশরথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করে বললেন— । ১-২

কেকয়াধিপতী রাজা স্নেহাৎকুশলমব্রবীৎ ।
যেষাং কুশলকামোঽসি তেষাং সম্প্রত্যনাময়ম্ ॥৩

অন্বয়ঃ কেকয়াধিপতিঃ রাজা স্নেহাৎ কুশলম্ অব্রবীৎ যেষাং কুশলকামঃ অসি তেষাং সম্প্রতি অনাময়ম্। ৩

মহারাজ, কেকয়রাজ স্নেহবশত আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন এবং বলেছেন যে আপনি যাঁদের কুশল কামনা করেন তাঁরা এখন কুশলে আছেন। ৩

স্বস্রীয়ং মম রাজেন্দ্র দ্রষ্টুকামো মহীপতিঃ ।
তদর্থমুপযাতোঽহমযোধ্যাং রঘুনন্দন ॥৪

অন্বয়ঃ রাজেন্দ্র রঘুনন্দন! মহীপতিঃ মম স্বস্রীয়ং দ্রষ্টুকামঃ। অহং তদর্থম্ অযোধ্যাম্ উপযাতঃ। ৪

হে রাজেন্দ্র রঘুনন্দন, কেকয়রাজ আমার ভাগিনেয় ভরতকে দেখতে চান, সেজন্যে আমি অযোধ্যায় গিয়েছিলাম।

শ্রুত্বা ত্বহমযোধ্যায়াং বিবাহার্থং তবাত্মজান্।
মিথিলামুপযাতাংস্তু ত্বয়া সহ মহীপতে ॥
ত্বরয়াভ্যুপযাতোঽহং দ্রষ্টুকামঃ স্বস্রুঃ সুতম্ ॥৫

অন্বয়ঃ মহীপতে! অযোধ্যায়াং তব আত্মজান্ ত্বয়া সহ বিবাহার্থং মিথিলাম্ উপযাতান্ শ্রুত্বা অহং ত্বরয়া স্বস্রুঃ সুতম্ দ্রষ্টুকামঃ অভ্যুপযাতঃ। ৫

অযোধ্যাতে যখন শুনলাম যে আপনার পুত্রেরা আপনার সঙ্গে মিথিলায় বিবাহের জন্যে এসেছেন, তখন আমি আমার ভাগিনেয়কে দেখবার জন্যে সত্বর এখানে চলে এলাম। ৫

অথ রাজা দশরথঃ প্রিয়াতিথিমুপস্থিতম্।
দৃষ্ট্বা পরমসৎকারৈঃ পূজনার্হমপূজয়ৎ ॥৬

অন্বয়ঃ অথ রাজা দশরথঃ পূজনার্হং প্রিয়ম্ অতিথিম্ উপস্থিতং দৃষ্ট্বা পরমসৎকারৈঃ অপূজয়ৎ। ৬

রাজা দশরথ মাননীয় প্রিয় অতিথি উপস্থিত হয়েছেন দেখে তাঁকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন। ৬

ততস্তামুষিতো রাত্রিং সহ পুত্রৈর্মহাত্মভিঃ।
প্রভাতে পুনরুত্থায় কৃত্বা কর্মাণি তত্ত্ববিৎ ॥
ঋষীংস্তদা পুরস্কৃত্য যজ্ঞবাটমুপাগমৎ ॥৭

অন্বয়ঃ ততঃ মহাত্মভিঃ পুত্রৈঃ সহ তাং রাত্রিম্ উষিতঃ পুনঃ প্রভাতে উত্থায় কর্মাণি কৃত্বা তত্ত্ববিৎ তদা ঋষীন্ পুরস্কৃত্য যজ্ঞবাটম্ উপাগমৎ। ৭

তারপর তিনি তাঁর মহাত্মা পুত্রদের সঙ্গে রাত্রিযাপন করলেন। সকালে উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি করার পর তত্ত্বজ্ঞ রাজা দশরথ ঋষিদের পুরোবর্তী করে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন। ৭

যুক্তে মুহূর্তে বিজয়ে সর্বাভরণভূষিতৈঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রামঃ কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ ॥৮
বসিষ্ঠং তু পুরস্কৃত্বা মহর্ষীনপরানপি।
পিতুঃ সমীপমাগত্য তস্থৌ ভ্রাতৃভিরাবৃতঃ ॥৯

অন্বয়ঃ বিজয়ে মুহূর্তে যুক্তে রামঃ সর্বাভরণভূষিতৈঃ ভ্রাতৃভিঃ সহ কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ বসিষ্ঠং তু অপরান্ অপি মহর্ষীন্ পুরস্কৃত্বা পিতুঃ সমীপম্ আগত্য ভ্রাতৃভিঃ আবৃতঃ তস্থৌ। ৮-৯

বিজয়মুহূর্তে[১] উপস্থিত হলে রাম এবং তাঁর ভ্রাতারা সর্ববিধ আভরণে ভূষিত হয়ে কৌতুকমঙ্গল[২] অনুষ্ঠান শেষ করলেন। তারপর তাঁরা বশিষ্ঠ ও অন্যান্য মহর্ষিদের পিছনে পিছনে পিতার নিকট উপস্থিত হলে, ভ্রাতারা রামকে ঘিরে উপবেশন করলেন। ৮-৯

বসিষ্ঠো ভগবানেত্য বৈদেহমিদমব্রবীৎ।
রাজা দশরথো রাজন্ কৃতকৌতুকমঙ্গলৈঃ।
পুত্রৈর্নরবরশ্রেষ্ঠো দাতারমভিকাঙ্ক্ষতে ॥১০

অন্বয়ঃ ভগবান বসিষ্ঠঃ এত্য বৈদেহম্ ইদম্ অব্রবীৎ—রাজন্! নরশ্রেষ্ঠঃ রাজা দশরথঃ কৃতকৌতুকমঙ্গলৈঃ পুত্রৈঃ (সহ) দাতারম অভিকাঙ্ক্ষতে। ১০

তখন ভগবান বশিষ্ঠ এগিয়ে এসে বিদেহরাজকে বললেন—মহারাজ, নরশ্রেষ্ঠ দশরথ তাঁর পুত্রদের কৌতুকমঙ্গল অনুষ্ঠান শেষ করে তাঁদের নিয়ে কন্যাদাতার আদেশের অপেক্ষা করছেন। ১০

দাতৃপ্রতিগৃহীতৃভ্যাং সর্বার্থাঃ সম্ভবন্তি হি।
স্বধর্মং প্রতিপদ্যস্ব কৃত্বা বৈবাহ্যমুত্তমম্ ॥১১

অন্বয়ঃ দাতৃপ্রতিগৃহীতৃভ্যাং সর্বার্থাঃ সম্ভবন্তি। উত্তমং বৈবাহ্যং কৃত্বা স্বধর্মং প্রতিপদ্যস্ব। ১১

দাতা আর গ্রহীতার মিলনে সর্বার্থ সিদ্ধ হয়। সুতরাং আপনি এই উত্তম বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করে স্বধর্ম (দাতার কাজ) পালন করুন। ১১

ইত্যুক্তঃ পরমোদারো বসিষ্ঠেন মহাত্মনা।
প্রত্যুবাচ মহাতেজা বাক্যং পরমধর্মবিৎ ॥১২

অন্বয়ঃ মহাত্মা বসিষ্ঠেন ইত্যুক্তঃ পরমোদারঃ মহাতেজাঃ পরমধর্মবিৎ (জনকঃ) বাক্যং প্রত্যুবাচ। ১২

মহাত্মা বশিষ্ঠ একথা বললে পরম উদারস্বভাব মহাতেজস্বী জনক উত্তর দিলেন—। ১২

কঃ স্থিতঃ প্রতিহারো মে কস্যাজ্ঞাং সংপ্রতীক্ষতে।
স্বগৃহে কো বিচারোঽস্তি যথা রাজ্যমিদং তব ॥১৩

অন্বয়ঃ প্রতিহারঃ মে কঃ স্থিতঃ? (সঃ) কস্য আজ্ঞাং সংপ্রতীক্ষতে? স্বগৃহে কঃ বিচারঃ অস্তি? যথা ইদং রাজ্যং তব। ১৩

এখানে আমার দ্বাররক্ষী কে আছে? দশরথ কার আদেশের প্রতীক্ষা করছেন? নিজের গৃহে সংকোচের প্রয়োজন কী? এ রাজ্য তো আপনাদেরই। ১৩

কৃতকৌতুকসর্বস্বা বেদিমূলমুপাগতাঃ।
মম কন্যা মুনিশ্রেষ্ঠ দীপ্তা বহ্নেরিবার্চিষঃ ॥১৪

অন্বয়ঃ মুনিশ্রেষ্ঠ! মম কন্যাঃ কৃতকৌতুকসর্বস্বাঃ বহ্নেঃ অর্চিষঃ ইব দীপ্তাঃ বেদিমূলম্ উপাগতাঃ। ১৪

যাহোক্ আমার কন্যাদের কৌতুকমঙ্গল অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে, এবং তারা এখন প্রদীপ্ত বহ্নিশিখার মতো বেদিমূলে সমবেত হয়েছে। ১৪

সজ্জোহং ত্বৎপ্রতীক্ষোঽস্মি বেদ্যামস্যাং প্রতিষ্ঠিতঃ।
অবিঘ্নং ক্রিয়তাং সর্বং কিমর্থং হি বিলম্বতে ॥১৫

অন্বয়ঃ অহম্ অস্যাং বেদ্যাং প্রতিষ্ঠিতঃ সজ্জঃ ত্বৎপ্রতীক্ষঃ অস্মি। সর্বম্ অবিঘ্নং ক্রিয়তাং, কিমর্থং বিলম্বতে। ১৫

আমি এই বেদিতে বসে এতক্ষণ আপনাদের প্রতীক্ষা করছিলাম। এখন সমস্ত কিছু নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করুন, আর বিলম্বের প্রয়োজন কী? ১৫

তদ্বাক্যং জনকেনোক্তং শ্রুত্বা দশরথস্তদা।
প্রবেশয়ামাস সুতান্ সর্বানৃষিগণানপি ॥১৬

অন্বয়ঃ জনকেন উক্তং তৎবাক্যং শ্রুত্বা তদা দশরথঃ সুতান্ সর্বান্ ঋষিগণান্ অপি প্রবেশয়ামাস। ১৬

জনকের কথায় দশরথ তাঁর পুত্রদের ও ঋষিদের সঙ্গে নিয়ে সভাস্থলে প্রবেশ করলেন। ১৬

ততো রাজা বিদেহানাং বসিষ্ঠমিদমব্রবীৎ।
কারয়স্ব ঋষে সর্বমৃষিভিঃ সহ ধার্মিক ॥
রামস্য লোকরামস্য ক্রিয়াং বৈবাহিকীং প্রভো ॥১৭

অন্বয়ঃ ততঃ বিদেহানাং রাজা বসিষ্ঠম্ ইদম্ অব্রবীৎ—ধার্মিক ঋষে প্রভো! ঋষিভিঃ সহ লোকরামস্য রামস্য সর্বং বৈবাহিকীং ক্রিয়াং কারয়স্ব। ১৭

তখন বিদেহরাজ বশিষ্ঠকে বললেন—হে ধার্মিক ঋষি, আপনি ঋষিদের সঙ্গে নিয়ে লোকপ্রিয় রামের বিবাহকার্য সম্পন্ন করুন। ১৭

তথেত্যুক্ত্বা তু জনকং বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ।
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য শতানন্দং চ ধার্মিকম্ ॥১৮
প্রপামধ্যে তু বিধিবদ্‌বেদিং কৃত্বা মহাতপাঃ।
অলংচকার তাং বেদিং গন্ধপুষ্পৈঃ সমন্ততঃ ॥১৯

অন্বয়ঃ জনকং তথা ইতি উক্ত্বা তু মহাতপাঃ ভগবান্ বসিষ্ঠঃ ঋষিঃ বিশ্বামিত্রং চ ধার্মিকং শতানন্দং পুরস্কৃত্য প্রপামধ্যে বিধিবৎ বেদিং কৃত্বা তাং বেদিং গন্ধপুষ্পৈঃ সমন্ততঃ অলংচকার। ১৮-১৯

জনকের কথায় সম্মত হয়ে মহাতপস্বী ভগবান বশিষ্ঠ ঋষি বিশ্বামিত্র ও ধার্মিক শতানন্দকে পুরোবর্তী করে বিধি অনুসারে জলবেষ্টিত স্থানের[৩] মধ্যে এক বেদী নির্মাণ করলেন, এবং সেই বেদিকে চতুর্দিকে গন্ধপুষ্প দ্বারা অলঙ্কৃত করলেন। ১৮-১৯

সুবর্ণপালিকাভিশ্চ চিত্রকুম্ভৈশ্চ সাঙ্কুরৈঃ।
অঙ্কুরাঢ্যৈঃ শরাবৈশ্চ ধূপপাত্রৈঃ সধূপকৈঃ ॥২০
শঙ্খপাত্রৈঃ স্রুবৈঃ স্রুগ্‌ভিঃ পাত্রৈরর্ঘ্যাদিপূজিতৈঃ।
লাজপূর্ণৈশ্চ পাত্রীভিরক্ষতৈরপি সংস্কৃতৈঃ ॥২১
দর্ভৈঃ সমৈঃ সমাস্তীর্য বিধিবন্মন্ত্রপূর্বকম্।
অগ্নিমাধায়তং বেদ্যাং বিধিমন্ত্রপুরস্কৃতম্ ॥
জুহাবাগ্নৌ মহাতেজা বসিষ্ঠো মুনিপুঙ্গবঃ ॥২২

অন্বয়ঃ সুবর্ণপালিকাভিঃ চিত্রকুম্ভৈঃ সাঙ্কুরৈঃ অঙ্কুরাঢ্যৈঃ শরাবৈঃ চ সধূপকৈঃ ধূপপাত্রৈঃ শঙ্খপাত্রৈঃ স্রুবৈঃ স্রুগ্‌ভিঃ অর্ঘ্যাদিপূজিতৈঃ পাত্রৈঃ লাজপূর্ণৈঃ অক্ষতৈঃ অপি সংস্কৃতৈঃ পাত্রীভিঃ সমৈঃ দর্ভৈঃ সমাস্তীর্য বেদ্যাং তং বিধিবৎ মন্ত্রপূর্বকং বিধিমন্ত্র-পুরস্কৃতম্ অগ্নিম্ আধায় মহাতেজাঃ মুনিপুঙ্গবঃ বসিষ্ঠঃ অগ্নৌ জুহাব। ২০-২২

তারপর তিনি সেই বেদিকে সুবর্ণপাত্র, চিত্রিত কুম্ভ, অঙ্কুরিত যবপূর্ণ শরাব[৪] ধূপপূর্ণ পাত্র, শঙ্খপাত্র, স্রুব[৫], স্রুক্[৬], অর্ঘ্যপূর্ণ পাত্র, লাজ[৭] ও অক্ষত[৮]পূর্ণ সংস্কৃত পাত্র, এবং সমদৈর্ঘ্যযুক্ত দর্ভের[৯] দ্বারা আস্তীর্ণ করলেন। তারপর তিনি বিধি-অনুসারে মন্ত্র উচ্চারণ করে সেই বেদির মধ্যে অগ্নিচয়ন করলেন এবং অগ্নিতে হোম আরম্ভ করলেন। ২০-২২

ততঃ সীতাং সমানীয় সর্বাভরণভূষিতাম্।
সমক্ষমগ্নেঃ সংস্থাপ্য রাঘবাভিমুখে তদা ॥
অব্রবীজ্জনকো রাজা কৌসল্যানন্দবর্ধনম্ ॥২৩

অন্বয়ঃ ততঃ সর্বাভরণভূষিতাং সীতাং সমানীয় তদা অগ্নেঃ সমক্ষং রাঘবাভিমুখে সংস্থাপ্য রাজা জনকঃ কৌসল্যানন্দবর্ধনম্ অব্রবীৎ। ২৩

তারপর রাজা জনক সর্ব-আভরণে-ভূষিতা সীতাকে এনে অগ্নির সম্মুখে রামের অভিমুখে বসিয়ে বললেন—। ২৩

ইয়ং সীতা মম সুতা সহধর্মচরী তব।
প্রতীচ্ছ চৈনাং ভদ্রং তে পাণিং গৃহ্ণীষ পাণিনা ॥২৪
পতিব্রতা মহাভাগা ছায়েবানুগতা সদা।
ইত্যুক্ত্বা প্রাক্ষিপদ্ রাজা মন্ত্রপূতং জলং তদা ॥২৫

অন্বয়ঃ ইয়ং মম সুতা সীতা তব সহধর্মচরী এনাং প্রতীচ্ছ পাণিনা চ পাণিং গৃহ্ণীষ। সা মহাভাগা পতিব্রতা সদা ছায়া ইব অনুগতা। ভদ্রং তে ভবতু। ইত্যুক্ত্বা রাজা তদা মন্ত্রপূতং জলং প্রাক্ষিপৎ। ২৪-২৫

রাম, এই আমার কন্যা সীতা, একে তোমার সহধর্মিণী রূপে গ্রহণ করো, নিজ পাণির দ্বারা এর পাণিগ্রহণ করো। এই মহাভাগাবতী কন্যা পতিব্রতা হয়ে সর্বদা ছায়ার মতো তোমার অনুগামিনী হবে। বৎস, তোমার মঙ্গল হোক। এই বলে রাজা মন্ত্রপূত জল ছড়িয়ে দিলেন। ২৪-২৫

সাধু সাধ্বিতি দেবানামৃষীণাং বদতাং তদা।
দেবদুন্দুভিনির্ঘোষঃ পুষ্পবর্ষো মহানভূৎ ॥২৬

অন্বয়ঃ তদা দেবানাম্ ঋষীণাং (চ) সাধু সাধু ইতি বদতাং দেবদুন্দুভিনির্ঘোষঃ মহান্ পুষ্পবর্ষঃ (চ) অভূৎ। ২৬

তখন দেবতা ও ঋষিরা সাধুবাদ দিতে লাগলেন, এবং দেবদুন্দুভিনিনাদের সঙ্গে মহান পুষ্পবৃষ্টি হতে থাকল। ২৬

এবং দত্ত্বা সুতাং সীতাং মন্ত্রোদকপুরস্কৃতাম্।
অব্রবীজ্জনকো রাজা হর্ষেণাভিপরিপ্লুতঃ ॥২৭

অন্বয়ঃ এবং মন্ত্রোদকপুরস্কৃতাং সুতাং সীতাং দত্ত্বা রাজা জনকঃ হর্ষেণ অভিপরিপ্লুতঃ অব্রবীৎ। ২৭

এইভাবে মন্ত্রপূত জল ছড়িয়ে সীতাকে সম্প্রদান করার পর রাজা আনন্দে আপ্লুত হয়ে বললেন—। ২৭

লক্ষ্মণাগচ্ছ ভদ্রং তে উর্মিলামুদ্যতাং ময়া।
প্রতীচ্ছ পাণিং গৃহ্ণীষ মা ভূৎ কালস্য পর্যয়ঃ ॥২৮

অন্বয় : লক্ষ্মণ আগচ্ছ। ময়া উদ্যতাম্ উর্মিলাং প্রতীচ্ছ, পাণিং গৃহ্ণীষ। কালস্য পর্যয়ঃ মা ভূৎ। ভদ্রং তে (ভবতু)। ২৮

—বৎস লক্ষ্মণ, এগিয়ে এস, আমি উর্মিলাকে প্রদান করছি, তুমি এর পাণিগ্রহণ করো, যেন শুভ সময় না অতিবাহিত হয়। তোমার মঙ্গল হোক। ২৮

তমেবমুক্ত্বা জনকো ভরতং চাভ্যভাষত।
গৃহাণ পাণিং মাণ্ডব্যাঃ পাণিনা রঘুনন্দন ॥২৯

অন্বয় : জনকঃ তম্ এবম্ উক্ত্বা ভরতং চ অভ্যভাষত—রঘুনন্দন! পাণিনা মাণ্ডব্যাঃ পাণিং গৃহাণ। ২৯

জনক লক্ষ্মণকে এই কথা বলে ভরতকে বললেন—হে রঘুনন্দন, তুমি তোমার পাণির দ্বারা মাণ্ডবীর পাণিগ্রহণ করো। ২৯

শত্রুঘ্নং চাপি ধর্মাত্মা অব্রবীন্মিথিলেশ্বরঃ।
শ্রুতকীর্ত্তের্মহাবাহো পাণিং গৃহ্ণীষ্ব পাণিনা ॥৩০

অন্বয় : ধর্মাত্মা মিথিলেশ্বরঃ শত্রুঘ্নং চাপি অব্রবীৎ—মহাবাহো! শ্রুতকীর্ত্তেঃ পাণিং পাণিনা গৃহ্ণীষ্ব ৩০

ধর্মাত্মা মিথিলাপতি তারপর শত্রুঘ্নকেও বললেন—হে মহাবাহু, তুমি তোমার পাণির দ্বারা শ্রুতকীর্তির পাণি গ্রহণ করো। ৩০

সর্বে ভবন্তঃ সৌম্যাশ্চ সর্বে সুচারিতব্রতাঃ।
পত্নীভিঃ সন্তু কাকুৎস্থা মা ভূৎ কালস্য পর্যয়ঃ ॥৩১

অন্বয় : কাকুৎস্থাঃ ভবন্তঃ সর্বে সৌম্যাঃ চ সুচরিতব্রতাঃ পত্নীভিঃ সন্তু। কালস্য পর্যয়ঃ মাভূৎ। ৩১

কাকুৎস্থবংশজ তোমরা সকলেই সুশীল ও সচ্চরিত্র, তোমরা আর কাল বিলম্ব না করে পত্নীদের সঙ্গে মিলিত হও। ৩১

জনকস্য বচঃ শ্রুত্বা পাণীন্ পাণিভিরস্পৃশন্।
চত্বারস্তে চতসৃণাং বসিষ্ঠস্য মতে স্থিতাঃ ॥৩২
অগ্নিঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা বেদিং রাজানমেব চ।
ঋষীংশ্চাপি মহাত্মানঃ সহভার্যা রঘূদ্বহাঃ ॥
যথোক্তেন ততশ্চক্রুর্বিবাহং বিধিপূর্বকম্ ॥৩৩

অন্বয় : জনকস্য বচঃ শ্রুত্বা তে চত্বারঃ বসিষ্ঠস্য মতে স্থিতাঃ চতসৃণাং পাণীন্ পাণিভিঃ অস্পৃশন্। ততঃ মহাত্মানঃ রঘূদ্বহাঃ সহভার্যাঃ অগ্নিং বেদিং রাজানং এব চ ঋষীন্ চ অপি প্রদক্ষিণং কৃত্বা যথোক্তেন বিধিপূর্বকং বিবাহং চক্রুঃ। ৩২-৩৩

জনকের কথায় এবং বশিষ্ঠের অনুমতি অনুসারে চার রাজকুমার চার কন্যার পাণি স্পর্শ করলেন। তারপর তাঁরা পত্নীদের সঙ্গে অগ্নি, বেদি, রাজা জনক এবং ঋষিদের প্রদক্ষিণ করে শাস্ত্রের বিধি অনুসারে বিবাহ সম্পন্ন করলেন। ৩২-৩৩

পুষ্পবৃষ্টির্মহত্যাসীদন্তরিক্ষাৎ সুভাস্বরা।
দিব্যদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্গীতবাদিত্রনিঃস্বনৈঃ ॥৩৪

অন্বয়ঃ অন্তরীক্ষাৎ দিব্যদুন্দুভিনির্ঘোষৈঃ গীতবাদিত্রনিঃস্বনৈঃ সুভাস্বরা মহতী পুষ্পবৃষ্টিঃ আসীৎ। ৩৪

রাজপুত্রদের বিবাহ উৎসবে অন্তরীক্ষ থেকে দিব্যদুন্দুভি নিনাদ এবং গীতবাদ্য-ধ্বনির সঙ্গে জ্যোতির্ময় পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। ৩৪

ননৃতুশ্চাপ্সরঃসঙ্ঘাঃ গন্ধর্বাশ্চ জগুঃ কলম্।
বিবাহে রঘুমুখ্যানাং তদদ্ভূতমদৃশ্যত ॥৩৫

অন্বয়ঃ অপ্সরঃসঙ্ঘাঃ ননৃতুঃ গন্ধর্বাঃ চ কলং জগুঃ। রঘুমুখ্যানাং বিবাহে তৎ অদ্ভূতম্ অদৃশ্যত। ৩৫

অপ্সরাগণ নৃত্য করতে লাগলেন, এবং গন্ধর্বগণ মধুর স্বরে গান করতে লাগলেন। মহান রঘুনন্দনদের বিবাহে এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখা গেল। ৩৫

ঈদৃশে বর্তমানে তু তূর্যোদ্‌ঘুষ্টনিনাদিতে।
ত্রিরগ্নিং তে পরিক্রম্য ঊহুর্ভার্যা মহৌজসঃ ॥৩৬

অন্বয়ঃ ঈদৃশে বর্তমানে তু তূর্যোদ্‌ঘুষ্টনিনাদিতে তে মহৌজসঃ ত্রিঃ অগ্নিং পরিক্রম্য ভার্যাঃ ঊহুঃ। ৩৬

এই সময়ে তূর্যনিনাদের মধ্যে মহাতেজস্বী রাজকুমারগণ তিনবার অগ্নিপ্রদক্ষিণ করে তাদের বিবাহ করলেন। ৩৬

অথোপকার্যং জগ্মুস্তে সভার্যা রঘুনন্দনাঃ।
রাজাপ্যনুযযৌ পশ্যন্ সর্ষিসঙ্ঘঃ সবান্ধবঃ ॥৩৭

অন্বয়ঃ অথ তে রঘুনন্দনাঃ সভার্যাঃ উপকার্যং জগ্মুঃ। রাজা অপি পশ্যন্ সর্ষিসঙ্ঘঃ সবান্ধবঃ অনুযযৌ। ৩৭

তারপর তাঁরা ভার্যাদের সঙ্গে নিজ নিজ শিবিরে চলে গেলেন, এবং রাজা দশরথ সব দেখে ঋষি ও বান্ধবদের সঙ্গে তাঁদের অনুগমন করলেন। ৩৭

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ

পরশুরামদর্শনম্

(পরশুরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ)

অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
আপৃষ্ট্বা তৌ চ রাজানৌ জগামোত্তরপর্বতম্ ॥১

অন্বয়ঃ অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং মহামুনিঃ বিশ্বামিত্রঃ তৌ রাজানৌ আপৃষ্ট্বা উত্তরপর্বতং জগাম। ১

রাত্রি প্রভাত হলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজা জনক ও দশরথের নিকট বিদায় নিয়ে উত্তর পর্বতে (হিমালয়ে) প্রস্থান করলেন। ১

বিশ্বামিত্রে গতে রাজা বৈদেহং মিথিলাধিপম্।
আপৃষ্ট্বৈব জগামাশু রাজা দশরথঃ পুরীম্ ॥২

অন্বয়ঃ বিশ্বামিত্রে গতে রাজা দশরথঃ বৈদেহং মিথিলাধিপম্ আপৃষ্ট্বা এব পুরীম্ আশু জগাম। ২

বিশ্বামিত্র চলে যাওয়ার পর রাজা দশরথ মিথিলাপতির নিকট বিদায় নিয়ে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের আয়োজন করতে লাগলেন। ২

অথ রাজা বিদেহানাং দদৌ কন্যাধনং বহু।
গবাং শতসহস্রাণি বহূনি মিথিলেশ্বরঃ ॥৩
কম্বলানাং চ মুখ্যানাং ক্ষৌমান্ কোট্যম্বরাণি চ॥৪
হস্ত্যশ্বরথপদাতং দিব্যরূপং স্বলংকৃতম্।
দদৌ কন্যাশতং তাসাং দাসীদাসমনুত্তমম্ ॥৫
হিরণ্যস্য সুবর্ণস্য মুক্তানাং বিদ্রুমস্য চ।
দদৌ রাজা সুসংহৃষ্টঃ কন্যাধনমনুত্তমম্ ॥৬

অন্বয়ঃ অথ বিদেহানাং রাজা বহু কন্যাধনং দদৌ। মিথিলেশ্বরঃ রাজা সুসংহৃষ্টঃ তাসাং গবাং শতসহস্রাণি মুখ্যানাং কম্বলানাং বহূনি ক্ষৌমান্ কোট্যম্বরাণি চ দিব্যরূপং স্বলংকৃতং হস্ত্যশ্বরথপাদাতং কন্যাশতম্ অনুত্তমং দাসীদাসং হিরণ্যস্য সুবর্ণস্য মুক্তানাং বিদ্রুমস্য চ অনুত্তমং কন্যাধনং দদৌ। ৩-৬

বিদেহপতি জনক তাঁর কন্যাদের বহু কন্যাধন দিলেন। তিনি তাঁদের একলক্ষ ধেনু, বহু উৎকৃষ্ট কম্বল, এক কোটি ক্ষৌম বসন, বহুসংখ্যক সুসজ্জিত সুদর্শন হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি, একশত সখী, বহু উৎকৃষ্ট দাসদাসী এবং অজস্র স্বর্ণ, মুক্তা ও প্রবাল কন্যাধনরূপে দান করলেন। ৩-৬

দত্ত্বা বহুবিধং রাজা সমনুজ্ঞাপ্য পার্থিবম্।
প্রবিবেশ স্বনিলয়ং মিথিলাং মিথিলেশ্বরঃ ॥৭

অন্বয়ঃ রাজা মিথিলেশ্বরঃ বহুবিধং দত্ত্বা পার্থিবং সমনুজ্ঞাপ্য স্বনিলয়ং মিথিলাং প্রবিবেশ। ৭

মিথিলাপতি এইভাবে বহু প্রকার কন্যাধন দান করার পর রাজা দশরথের অনুমতি নিয়ে নিজপুরী মিথিলায় প্রবেশ করলেন। ৭

রাজাপ্যযোধ্যাধিপতিঃ সহ পুত্রৈর্মহাত্মভিঃ।
ঋষীন্ সর্বান্ পুরস্কৃত্য জগাম স বলান্বিতঃ ॥৮

অন্বয়ঃ অযোধ্যাধিপতিঃ রাজা অপি বলান্বিতঃ মহাত্মভিঃ পুত্রৈঃ সহ সর্বান্ ঋষীন্ পুরস্কৃত্য জগাম। ৮

তখন অযোধ্যাপতি রাজা দশরথ সসৈন্যে পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে ঋষিদের পুরোবর্তী করে অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করলেন। ৮

গচ্ছন্তং তু নরব্যাঘ্রং সর্ষিসঙ্ঘং সরাঘবম্।
ঘোরাস্তু পক্ষিণো বাচো ব্যাহরন্তি সমন্ততঃ ॥৯
ভৌমাশ্চৈব মৃগাঃ সর্বে গচ্ছন্তি স্ম প্রদক্ষিণম্।
তান্ দৃষ্ট্বা রাজশার্দূলো বসিষ্ঠং পর্যপৃচ্ছত ॥১০

অন্বয়ঃ গচ্ছন্তং তু সর্ষিসঙ্ঘং সরাঘবং নরব্যাঘ্রং ঘোরাঃ পক্ষিণঃ তু সমন্ততঃ বাচঃ ব্যাহরন্তি। সর্বে ভৌমাঃ মৃগাঃ চ এব প্রদক্ষিণং গচ্ছন্তি। তান্ দৃষ্ট্বা রাজশার্দূলঃ বসিষ্ঠং পর্যপৃচ্ছত। ৯-১০

ঋষি এবং রাজপুত্রদের সঙ্গে যেতে যেতে রাজা দশরথ দেখতে পেলেন আকাশে চারদিকে ভীষণদর্শন পক্ষীরা চীৎকার করছে, এবং মাটিতে পশুরা দক্ষিণ দিকে ছুটে চলেছে। এই দেখে তিনি বশিষ্ঠকে বললেন—। ৯-১০

অসৌম্যাঃ পক্ষিণো ঘোরা মৃগাশ্চাপি প্রদক্ষিণাঃ।
কিমিদং হৃদয়োৎকম্পি মনো মম বিষীদতি ॥১১

অন্বয়ঃ ঘোরাঃ পক্ষিণঃ প্রদক্ষিণাঃ মৃগাঃ চ অপি অসৌম্যাঃ। কিম্ ইদং হৃদয়োৎকম্পি ? মম মনঃ বিষীদতি। ১১

—মুনিবর, ভীষণদর্শন পক্ষীদের আর্তনাদ এবং পশুদের দক্ষিণ দিকে গমন উভয়ই অমঙ্গলজনক। অকস্মাৎ এ কী বিপত্তি! এতে আমার হৃদয় কম্পিত হচ্ছে এবং মন বিষণ্ণ হচ্ছে। ১১

রাজ্ঞো দশরথস্যৈতচ্ছ্রুত্বা বাক্যং মহানৃষিঃ।
উবাচ মধুরাং বাণীং শ্রূয়তামস্য যৎ ফলম্ ॥১২

অন্বয়ঃ রাজ্ঞঃ দশরথস্য এতৎ বাক্যং শ্রুত্বা মহান্ ঋষিঃ মধুরাং বাণীম্ উবাচ—শ্রূয়তাং অস্য যৎ ফলম্। ১২

রাজা দশরথের এই কথা শুনে মহর্ষি বশিষ্ঠ মধুর বাক্যে বললেন—মহারাজ, এর ফল কী শুনুন। ১২

উপস্থিতং ভয়ং ঘোরং দিব্যং পক্ষিমুখাচ্চ্যুতম্।
মৃগাঃ প্রশময়ন্ত্যেতে সন্তাপস্ত্যজ্যতাময়ম্ ॥১৩

অন্বয়ঃ পক্ষিমুখাচ্চ্যুতং দিব্যং ঘোরং ভয়ম্ উপস্থিতম্। এতে মৃগাঃ প্রশময়ন্তি। অয়ং সন্তাপঃ ত্যজ্যতাম্। ১৩

পক্ষীদের আর্তনাদ ঘোর দৈবভয় সূচনা করছে, কিন্তু পশুদের দক্ষিণ দিকে গমন শান্তি সূচনা করছে। সুতরাং মনস্তাপ ত্যাগ করুন। ১৩

তেষাং সংবদতাং তত্র বায়ুঃ প্রাদুর্বভূব হ।
কম্পয়ন্ মেদিনীং সর্বাং পাতয়ংশ্চ মহাদ্রুমান্ ॥১৪

অন্বয়ঃ তেষাং সংবদতাং তত্র সর্বাং মেদিনীং কম্পয়ন্ মহাদ্রুমান্ পাতয়ন্ চ বায়ুঃ প্রাদুর্বভূব। ১৪

তাঁরা যখন এভাবে কথাবার্তা বলছিলেন, এমন সময় বায়ু প্রবল বেগে প্রবাহিত হতে লাগল, বায়ুবেগে মেদিনী কম্পিত হতে থাকল এবং বিশাল বৃক্ষ ভূপতিত হতে লাগল। ১৪

তমসা সম্বৃতং সূর্যঃ সর্বে নাবেদিষুর্দিশঃ।
ভস্মনা চাবৃতং সর্বং সংমূঢ়মিব তদ্‌বলম্ ॥১৫
বসিষ্ঠো ঋষয়শ্চান্যে রাজা চ সসুতস্তদা।
সসংজ্ঞা ইব তত্রাসন সর্বমন্যদ্ বিচেতমন্ ॥১৬

অন্বয় : সূর্যঃ তমসা সম্বৃতঃ। সর্বে দিশঃ ন আবেদিষুঃ। তৎবলং সর্বং ভস্মনা চ আবৃতং সংমূঢ়ম্ ইব। বসিষ্ঠঃ অন্যে ঋষয়ঃ চ সসুতঃ রাজা চ তদা সসংজ্ঞাঃ ইব তত্র অন্যৎ সর্বং বিচেতনম্ আসন্। ১৫-১৬

সূর্য অন্ধকারে আবৃত হল, কোনো দিকে কিছু দৃষ্টিগোচর হল না, এবং সৈন্যরা ধূলি-জালে আবৃত হয়ে মুহ্যমান হয়ে পড়ল। অবশ্য বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিরা এবং রাজা দশরথ এবং তাঁর পুত্রেরা সজ্ঞান থাকলেন, কিন্তু অন্য সকলেই চেতনা হারালেন। ১৫-১৬

তস্মিংস্তমসি ঘোরে তু ভস্মাচ্ছন্নেব সা চমূঃ।
দদর্শ ভীমসংকাশং জটামণ্ডলধারিণম্ ॥১৭
ভার্গবং জামদগ্নেয়ং রাজা রাজবিমর্দনম্।
কৈলাসমিব দুর্ধর্ষং কালাগ্নিমিব দুঃসহম্ ॥১৮
জ্বলন্তমিব তেজোভির্দুর্নিরীক্ষ্যং পৃথগ্‌জনৈঃ।
স্কন্ধে চাসজ্য পরশুং ধনুর্বিদ্যুদ্গণোপমম্ ॥
প্রগৃহ্য শরমুগ্রং চ ত্রিপুরঘ্নং যথা শিবম্ ॥১৯

অন্বয় : তস্মিন ঘোরে তমসি সা চমূঃ ভস্মাচ্ছন্না ইব। রাজা ভীমসংকাশং জটামণ্ডলধারিণং রাজবিমর্দনং কৈলাসম্ ইব দুর্ধর্ষং কালাগ্নিম্ ইব দুঃসহং তেজোভিঃ জ্বলন্তম্ ইব পৃথগ্‌জনৈঃ দুর্নিরীক্ষ্যং ভার্গবং জামদগ্নেয়ং স্কন্ধে পরশুম্ আসজ্য চ বিদ্যুদ্গণোপমং ধনুঃ উগ্রশরং চ প্রগৃহ্য যথা ত্রিপুরঘ্নং শিবং (তথা) আয়ান্তং দদর্শ। ১৭-১৯

সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে সৈন্যরা যেন ধূলিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

এমন সময় রাজা দশরথ দেখলেন ভীমদর্শন জটামণ্ডলধারী ক্ষত্রিয়কুলনাশন ভৃগু-বংশীয় জমদগ্নির পুত্র[১] (পরশুরাম) তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি কৈলাস-পর্বতের মতো দুধর্ষ, কালাগ্নির মতো দুঃসহ, তপস্যার তেজে জ্বলন্ত এবং সাধারণের দৃষ্টির অগম্য। তাঁর স্কন্ধে পরশু[২] এবং হস্তে বিদ্যুতের মতো দীপ্তিশীল ভীষণ ধনুর্বাণ। তাঁকে দেখে মনে হল যেন ত্রিপুরারি শিব স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন। ১৭-১৯

তং দৃষ্ট্বা ভীমসংকাশং জ্বলন্তমিব পাবকম্।
বসিষ্ঠপ্রমুখা বিপ্রা জপহোমপরায়ণাঃ ॥২০
সঙ্গতা মুনয়ঃ সর্বে সংজজল্পুরথো মিথঃ।
কচ্চিৎ পিতৃবধামর্ষী ক্ষত্রং নোৎসাদয়িষ্যতি ॥২১

অন্বয় : অথো তং ভীমসংকাশং পাবকম্ ইব জ্বলন্তং দৃষ্ট্বা জপহোমপরায়ণাঃ বসিষ্ঠ-

প্রমুখাঃ বিপ্রাঃ সর্বে মুনয়ঃ মিথঃ সঙ্গতাঃ সংজজল্পুঃ—কচ্চিৎ পিতৃবধামর্ষী ক্ষত্রং ন উৎসাদয়িষ্যতি। ২০-২১

সেই ভীমদর্শন জ্বলন্ত অগ্নির মতো ভাস্বর জামদগ্ন্যকে দেখে বশিষ্ঠ প্রভৃতি জপ-হোমপরায়ণ মুনি এবং ব্রাহ্মণেরা মিলিত হয়ে পরস্পর জল্পনা করতে লাগলেন—ইনি কি পিতৃবধে[৩] জাতক্রোধ হয়ে আবার ক্ষত্রকুল উৎসন্ন করতে এসেছেন? ২০-২১

পূর্বং ক্ষত্রবধং কৃত্বা গতমন্যুর্গতজ্বরঃ।
ক্ষত্রস্যোৎসাদনং ভূয়ো ন খল্বস্য চিকীর্ষিতম্ ॥২২

অন্বয়ঃ (অসৌ) পূর্বং ক্ষত্রবধং কৃত্বা গতমন্যুঃ গতজ্বরঃ। ভূয়ঃ ক্ষত্রস্য উৎসাদনং ন খলু অস্য চিকীর্ষিতম্। ২২

কিন্তু পূর্বে ক্ষত্রিয়বধ করে এঁর ক্রোধ ও দুশ্চিন্তা দূর হয়েছিল, সুতরাং আবার ক্ষত্রকুল নির্মূল করা নিশ্চয়ই এঁর ইচ্ছা নয়। ২২

এবমুক্ত্বার্ঘ্যমাদায় ভার্গবং ভীমদর্শনম্।
ঋষয়ো রামরামেতি মধুরং বাক্যমব্রুবন্ ॥২৩

অন্বয়ঃ এবম্ উক্ত্বা ঋষয়ঃ অর্ঘ্যম্ আদায় ভীমদর্শনং ভার্গবং রাম রাম ইতি মধুরং বাক্যম্ অব্রুবন্। ২৩

একথা চিন্তা করে ঋষিরা সেই ভীমদর্শন ভার্গবকে মধুর বাক্যে অর্ঘ্য নিবেদন করলেন। ২৩

প্রতিগৃহ্য তু তাং পূজামৃষিদত্তাং প্রতাপবান্।
রামং দাশরথিং রামো জামদগ্ন্যোঽভ্যভাষত ॥২৪

অন্বয়ঃ তাম্ ঋষিদত্তাং পূজাং তু প্রতিগৃহ্য প্রতাপবান্ জামদগ্ন্যঃ রামঃ দাশরথিং রামম্ অভ্যভাষত। ২৪

ঋষিদের পূজা গ্রহণ করে প্রতাপশালী পরশুরাম দশরথপুত্র রামকে উদ্দেশ্য করে বললেন—। ২৪

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ

বৈষ্ণবধনুরারোপণচোদনা

(বৈষ্ণবধনুতে জ্যা-আরোপণের আহ্বান)

রাম দাশরথে বীর বীর্যং তে শ্রূয়তেঽদ্ভুতম্ ।
ধনুষো ভেদনং চৈব নিখিলেন ময়া শ্রুতম্ ॥১

অন্বয়: দাশরথে বীর রাম! তে অদ্ভুতং বীর্যং শ্রূয়তে ধনুষঃ ভেদনং চ এব ময়া নিখিলেন শ্রুতম্ । ১

পরশুরাম বললেন—হে দশরথতনয় বীর রাম, তোমার অদ্ভুত বীরত্ব ও শৈব ধনু ভঙ্গের কথা আমি সমস্ত শুনেছি । ১

তদদ্ভুতমচিন্ত্যং চ ভেদনং ধনুষস্তথা ।
তচ্ছ্রুত্বাহমনুপ্রাপ্তো ধনুর্গৃহ্যাপরং শুভম্ ॥২

অন্বয়: তৎ ধনুষঃ তথা ভেদনম্ অদ্ভুতং অচিন্ত্যম্ চ । অহং তচ্ছ্রুত্বা অপরং শুভং ধনুঃ গৃহ্য অনুপ্রাপ্তঃ । ২

এই ধনুকে এইভাবে ভগ্ন করা অত্যাশ্চর্য ও অচিন্তনীয় ব্যাপার সন্দেহ নেই। আমি তো একথা শুনে অপর একটি দিব্যধনু নিয়ে এসেছি । ২

তদিদং ঘোরসংকাশং জামদগ্ন্যং মহদ্ধনুঃ ।
পূরয়স্ব শরেণৈব স্ববলং দর্শয়স্ব চ ॥৩

অন্বয়: তৎ ইদং ঘোরসংকাশং জামদগ্ন্যং মহৎ ধনুঃ শরেণ এব পূরয়স্ব স্ববলং চ দর্শয়স্ব । ৩

তুমি এই জমদগ্নিবংশের ভীষণাকার মহাধনুতে শর যোজনা করে নিজের বলের পরিচয় দাও । ৩

তদহং তে বলং দৃষ্ট্বা ধনুষোঽপ্যস্য পূরণে ।
দ্বন্দ্বযুদ্ধং প্রদাস্যামি বীর্যশ্লাঘ্যমহং তব ॥৪

অন্বয়: তৎ অহম্ অস্য ধনুষঃ অপি পূরণে তে বলং দৃষ্ট্বা তব বীর্যশ্লাঘ্যং দ্বন্দ্বযুদ্ধং প্রদাস্যামি । ৪

আমার এই ধনুতে তোমার শরযোজনার ক্ষমতা দেখাব পর আমি আমার বীর্যের শ্রেষ্ঠতা দেখাবার জন্যে তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হব। ৪

তস্য তদ্‌বচনং শ্রুত্বা রাজা দশরথস্তদা।
বিষণ্ণবদনো দীনঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ॥৫

অন্বয়ঃ তস্য তৎ বচনং শ্রুত্বা রাজা দশরথঃ তদা বিষণ্ণবদনঃ দীনঃ প্রাঞ্জলিঃ অব্রবীৎ। ৫

তাঁর কথা শুনে রাজা দশরথ বিষণ্ণ মুখে দীনভাবে করযোড়ে বললেন— ৫

ক্ষত্ররোষাৎ প্রশান্তস্ত্বং ব্রাহ্মণশ্চ মহাতপাঃ।
বালানাং মম পুত্রাণামভয়ং দাতুমর্হসি ॥৬

অন্বয়ঃ ত্বং ক্ষত্ররোশাৎ প্রশান্তঃ মহাতপাঃ ব্রাহ্মণঃ মম বালানাং পুত্রাণাম্ অভয়ং দাতুম্ অর্হসি। ৬

হে মহাতপস্বী ব্রাহ্মণ, আপনি পূর্বেই ক্ষত্রিয়দের প্রতি রোষ ত্যাগ করেছেন, সুতরাং এখন আমার বালকপুত্রদের অভয় দান করুন। ৬

ভার্গবাণাং কুলে জাতঃ স্বাধ্যায়ব্রতশালিনাম্।
সহস্রাক্ষে প্রতিজ্ঞায় শস্ত্রং প্রক্ষিপ্তবানসি ॥৭

অন্বয়ঃ (ত্বং) স্বাধ্যায়ব্রতশালিনাং ভার্গবাণাং কুলে জাতঃ সহস্রাক্ষে প্রতিজ্ঞায় শস্ত্রং প্রক্ষিপ্তবান্ অসি। ৭

আপনি বেদাধ্যয়নশীল ও ব্রতপরায়ণ ভার্গববংশে জন্মগ্রহণ করেছেন, আপনি ইন্দ্রের নিকট প্রতিজ্ঞা করে অস্ত্র ত্যাগ করেছেন। ৭

স ত্বং ধর্মপরো ভূত্বা কশ্যপায় বসুন্ধরাম্।
দত্ত্বা বনমুপাগম্য মহেন্দ্রকৃতকেতনঃ ॥৮

অন্বয়ঃ সঃ ত্বং ধর্মপরঃ ভূত্বা কশ্যপায় বসুন্ধরাম দত্ত্বা বনম্ উপাগম্য মহেন্দ্রকৃতকেতনঃ (অসি)। ৮

আপনি ধর্মসাধনায় মন দিয়ে কশ্যপকে পৃথিবী দান করেছেন এবং বানপ্রস্থ অবলম্বন করে মহেন্দ্রপর্বতে বাস করছেন। ৮

মম সর্ববিনাশায় সংপ্রাপ্তস্ত্বং মহামুনে।
ন চৈকস্মিন্ হতে রামে সর্বে জীবামহে বয়ম্ ॥৯

অন্বয়ঃ মহামুনে মম সর্ববিনাশায় ত্বং সংপ্রাপ্তঃ। একস্মিন্ রামে হতে বয়ং সর্বে ন জীবামহে। ৯

হে মহামুনি, আপনি মনে হয় আমাদের সর্বনাশের জন্যে উপস্থিত হয়েছেন। আপনার হাতে রাম নিহত হলে আমরা কেউ বাঁচব না। ৯

ব্রুবতোবং দশরথে জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্।
অনাদৃত্য তু তদ্বাক্যং রামমেবাভ্যভাষত ॥১০

অন্বয়ঃ দশরথে এবং ব্রুবতি প্রতাপবান্ জামদগ্ন্যঃ তদ্বাক্যং তু অনাদৃত্য রামম্ এব অভ্যভাষত। ১০

দশরথ একথা বললে প্রতাপশালী জামদগ্ন্য তাঁর কথায় উপেক্ষা প্রকাশ করে রামকে বললেন—। ১০

ইমে দ্বে ধনুষী শ্রেষ্ঠে দিব্যলোকাভিপূজিতে।
দৃঢ়ে বলবতী মুখ্যে সুকৃতে বিশ্বকর্মণা ॥১১

অন্বয়ঃ ইমে দ্বে শ্রেষ্ঠে দিব্যে লোকাভিপূজিতে দৃঢ়ে বলবতী মুখ্যে ধনুষী বিশ্বকর্মণা সুকৃতে। ১১

রাম, পূর্বে বিশ্বকর্মা দুখানি শ্রেষ্ঠ, দিব্যলোকবন্দিত, দৃঢ় ও শক্তিশালী ধনু যত্নে নির্মাণ করেছিলেন। ১১

অনুসৃষ্টং সুরৈরেকং ত্র্যম্বকায় যুযুৎসবে।
ত্রিপুরঘ্নং নরশ্রেষ্ঠ ভগ্নং কাকুৎস্থ যত্ত্বয়া ॥
ইদং দ্বিতীয়ং দুর্ধর্ষং বিষ্ণোর্দত্তং সুরোত্তমৈঃ ॥ ১২

অন্বয়ঃ নরশ্রেষ্ঠ কাকুৎস্থ! যৎ একং ত্বয়া ভগ্নং (তৎ) ত্রিপুরঘ্নং সুরৈঃ যুযুৎসবে ত্র্যম্বকায় অনুসৃষ্টম্। ইদং দ্বিতীয়ং দুর্ধর্ষং সুরোত্তমৈঃ বিষ্ণোঃ দত্তম্। ১২

হে নরশ্রেষ্ঠ কাকুৎস্থ, তুমি যে ধনুটি ভেঙেছ সেটিকে দেবতারা ত্রিপুরাসুরকে বধ করার জন্যে যুদ্ধার্থী মহাদেবকে দিয়েছিলেন। আর এই দ্বিতীয় দুর্ধর্ষ ধনুটি দেবতারা বিষ্ণুকে দিয়েছিলেন। ১২

তদিদং বৈষ্ণবং রাম ধনুঃ পরপুরঞ্জয়ম্।
সমানসারং কাকুৎস্থ রৌদ্রেণ ধনুষা ত্বিদম্ ॥১৩

অন্বয়ঃ কাকুৎস্থ রাম! তৎ ইদং পরপুরঞ্জয়ং বৈষ্ণবং ধনুঃ রৌদ্রেণ ধনুষা তু সমানসারম্। ১৩

কাকুৎস্থ রাম, এই শত্রুপুরীধ্বংসকারী বৈষ্ণব ধনুর ক্ষমতা শৈব ধনুরই অনুরূপ। ১৩

তদা তু দেবতাঃ সর্বাঃ পৃচ্ছন্তি স্ম পিতামহম্।
শিতিকণ্ঠস্য বিষ্ণোশ্চ বলাবলনিরীক্ষয়া ॥১৪

অন্বয়ঃ তদা তু সর্বাঃ দেবতাঃ শিতিকণ্ঠস্য বিষ্ণোঃ চ বলাবলনিরীক্ষয়া পিতামহং পৃচ্ছন্তি স্ম। ১৪

এক সময় দেবতারা পিতামহ ব্রহ্মাকে নীলকণ্ঠ মহাদেব ও বিষ্ণুর আপেক্ষিক বলাবল সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। ১৪

অভিপ্রায়ং তু বিজ্ঞায় দেবতানাং পিতামহঃ।
বিরোধং জনয়ামাস তয়োঃ সত্যবতাং বরঃ ॥১৫

অন্বয়ঃ সত্যবতাং বরঃ পিতামহঃ তু দেবতানাম্ অভিপ্রায়ং বিজ্ঞায় তয়োঃ বিরোধং জনয়ামাস। ১৫

পরম সত্যপরায়ণ পিতামহ দেবতাদের অভিপ্রায় জেনে তাঁদের দুজনের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করলেন। ১৫

বিরোধে তু মহদ্‌যুধ্যমভবদ্ রোমহর্ষণম্।
শিতিকণ্ঠস্য বিষ্ণোশ্চ পরস্পরজয়ৈষিণোঃ ॥১৬

অন্বয়ঃ শিতিকণ্ঠস্য বিষ্ণোঃ চ পরস্পরজয়ৈষিণোঃ বিরোধে মহৎ রোমহর্ষণং যুধ্যম্ অভবৎ। ১৬

তখন মহাদেব এবং বিষ্ণু পরস্পরকে পরাজিত করার অভিপ্রায়ে ভয়ানক রোমহর্ষক যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। ১৬

তদা তু জৃম্ভিতং শৈবং ধনুর্ভীমপরাক্রমম্।
হুংকারেণ মহাদেবস্তম্ভিতোঽথ ত্রিলোচনঃ ॥১৭

অন্বয়ঃ তদা তু হুংকারেণ ভীমপরাক্রমং শৈবং ধনুঃ জৃম্ভিতং অথ ত্রিলোচনঃ মহাদেবঃ স্তম্ভিতঃ। ১৭

এই সময় বিষ্ণুর হুংকারে ভীষণ শৈব ধনু শিথিল হয়ে পড়ল এবং ত্রিলোচন মহাদেবও স্তম্ভিত হলেন। ১৭

দেবৈস্তদা সমাগম্য সর্ষিসঙ্ঘৈঃ সচারণৈঃ।
যাচিতৌ প্রশমং তত্র জগ্মতুস্তৌ সুরোত্তমৌ ॥১৮

অন্বয় : তদা সর্ষিসঙ্ঘৈঃ সচারণৈঃ দেবৈঃ সমাগম্য তৌ সুরোত্তমৌ যাচিতৌ প্রশমং জগ্মতুঃ। ১৮

তখন দেবতারা ঋষি ও চারণদের সঙ্গে সমবেতভাবে প্রার্থনা করায় সেই দুই দেবতা শান্ত হলেন। ১৮

জৃম্ভিতং তদ্ধনুর্দৃষ্ট্বা শৈবং বিষ্ণুপরাক্রমৈঃ।
অধিকং মেনিরে বিষ্ণুং দেবাঃ সর্ষিগণাস্তদা ॥১৯

অন্বয় : বিষ্ণুপরাক্রমৈঃ তৎ শৈবং ধনুঃ জৃম্ভিতং দৃষ্ট্বা তদা সর্ষিগণাঃ দেবাঃ বিষ্ণুম্ অধিকং মেনিরে। ১৯

বিষ্ণুর পরাক্রমে শৈব ধনু শিথিল হয়েছে দেখে দেব ও ঋষিরা বিষ্ণুকেই অধিক বলশালী জ্ঞান করলেন। ১৯

ধনু রুদ্রস্তু সংক্রুদ্ধো বিদেহেষ মহাযশাঃ।
দেবরাতস্য রাজর্ষের্দদৌ হস্তে সসায়কম্ ॥২০

অন্বয় : মহাযশাঃ সংক্রুদ্ধঃ রুদ্রঃ তু বিদেহেষু রাজর্ষেঃ দেবরাতস্য হস্তে সসায়কং ধনুঃ দদৌ।২০

ক্রুদ্ধ মহাদেব তখন বিদেহপতি রাজর্ষি দেবরাতের হাতে তাঁর ধনুর্বাণ প্রদান করেন। ২০

এবং চ বৈষ্ণবং রাম ধনুঃ পরপুরঞ্জয়ম্।
ঋচীকে ভার্গবে প্রাদাদ্ বিষ্ণুঃ সন্ন্যাসমুত্তমম্ ॥২১

অন্বয় : রাম! এবং চ বিষ্ণুঃ পরপুরঞ্জয়ম্ উত্তমং বৈষ্ণবং ধনুঃ ভার্গবে ঋচীকে সন্ন্যাসং প্রাদাৎ। ২১

এইভাবে বিষ্ণু ও তাঁর শত্রুপুর-ধ্বংসকারী শ্রেষ্ঠ ধনুটি ভৃগুপুত্র ঋচীকের হাতে ন্যস্ত করেন। ২১

ঋচীকস্তু মহাতেজাঃ পুত্রস্যাপ্রতিকর্মণঃ।
পিতুর্মম দদৌ দিব্যং জমদগ্নের্মহাত্মনঃ ॥২২

অন্বয় : মহাতেজাঃ ঋচীকঃ তু অপ্রতিকর্মণঃ মহাত্মনঃ পুত্রস্য মম পিতুঃ জমদগ্নেঃ দিব্যং ধনুঃ দদৌ। ২২

তারপর মহাতেজস্বী ঋচীক তাঁর পুত্র এবং আমার পিতা অসামান্য কীর্তিশালী মহাত্মা জমদগ্নির হাতে সেই দিব্য ধনুটি দান করেন। ২২

ন্যস্তশস্ত্রে পিতরি মে তপোবলসমন্বিতে।
অর্জুনো বিদধে মৃত্যুং প্রাকৃতাং বুদ্ধিমাস্থিতঃ ॥২৩
বধমপ্রতিরূপং তু পিতুঃ শ্রুত্বা সুদারুণম্।
ক্ষত্রমুৎসাদয়ং রোষাজ্জাতং জাতমনেকশঃ ॥২৪

অন্বয়: তপোবলসমন্বিতে মে পিতরি ন্যস্তশস্ত্রে অর্জুনঃ প্রাকৃতাং বুদ্ধিম্ আস্থিতঃ মৃত্যুং বিদধে। পিতুঃ অপ্রতিরূপং সুদারুণং বধং শ্রুত্বা রোষাৎ অনেকশঃ জাতং জাতং ক্ষত্রম্ উৎসাদয়ম্। ২৩-২৪

এক সময়ে যখন আমার পিতার হাতে এই অস্ত্র ছিল না সেই সময়ে অর্জুন হীনবুদ্ধিবশে তাঁকে হত্যা করেন। আমি আমার পিতার এই নিদারুণ অসঙ্গত বধের জন্যে ক্রোধবশে নবজাত বহু ক্ষত্রিয়কে উৎসন্ন করেছি। ২৩-২৪

পৃথিবীং চাখিলাং প্রাপ্য কশ্যপায় মহাত্মনে।
যজ্ঞস্যান্তেঽদদং রাম দক্ষিণাং পুণ্যকর্মণে ॥২৫

অন্বয়: রাম! অখিলাং পৃথিবীং প্রাপ্য যজ্ঞস্য অন্তে পুণ্যকর্মণে মহাত্মনে কশ্যপায় দক্ষিণাম্ অদদম্। ২৫

রাম! তারপর সমগ্র পৃথিবী অধিকার করে যজ্ঞের শেষে আমি পুণ্যকর্মা মহাত্মা কশ্যপকে দক্ষিণারূপে পৃথিবী দান করেছি। ২৫

দত্ত্বা মহেন্দ্রনিলয়স্তপোবলসমন্বিতঃ।
শ্রুত্বা তু ধনুষো ভেদং বিস্মিতানাং নভস্তলে॥
ভাষতাং দেবসংঘানাং ততোঽহং দ্রুতমাগতঃ ॥২৬

অন্বয়: (পৃথিবীং) দত্ত্বা তপোবলসমন্বিতঃ মহেন্দ্রনিলয়ঃ নভস্তলে বিস্মিতানাং দেবসংঘানাং ভাষতাং ধনুষঃ ভেদং শ্রুত্বা ততঃ অহং দ্রুতম্ আগতঃ। ২৬

তারপর আমি মহেন্দ্রপর্বতে তপস্যায় নিযুক্ত ছিলাম। এমন সময়ে আকাশে বিস্মিত দেবতাদের আলাপে শুনতে পেলাম, তুমি শৈব ধনু ভগ্ন করেছ। সেই কথা শুনে আমি দ্রুত এখানে চলে এসেছি। ২৬

তদেবং বৈষ্ণবং রাম পিতৃপৈতামহং মহৎ।
ক্ষত্রধর্মং পুরস্কৃত্য গৃহ্ণীষ্ব ধনুরুত্তমম্ ॥২৭
যোজয়স্ব ধনুঃশ্রেষ্ঠে শরং পরপুরঞ্জয়ম্।
যদি শক্তোঽসি কাকুৎস্থ দ্বন্দ্বং দাস্যামি তে ততঃ ॥২৮

অন্বয়ঃ রাম! ত্বং এবং ক্ষত্রধর্মং পুরস্কৃত্য মহৎ পিতৃপৈতামহং উত্তমং বৈষ্ণবং ধনুঃ গৃহ্নীষ। কাকুৎস্থ! ধনুঃশ্রেষ্ঠে পরপুরঞ্জয়ং শরং যোজয়স্ব। যদি শক্তঃ অসি (তদা) তে ততঃ দ্বন্দ্বং দাস্যামি। ২৭-২৮

রাম, এখন তুমি ক্ষত্রধর্মের মর্যাদা রক্ষার জন্যে আমার এই পৈতৃক মহা ধনুতে শত্রুপুর-বিধ্বংসী শর যোজনা করো। যদি তুমি এতে সমর্থ হও তবে আমি তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হব। ২৭-২৮

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ

* *

পরশুরামগর্বনির্বাপণম্

(পরশুরামের দর্পনাশ)

শ্রুত্বা তু জামদগ্ন্যস্য বাক্যং দাশরথিস্তদা।
গৌরবাদ্‌যন্ত্রিতকথঃ পিতূ রামমথাব্রবীৎ ॥১

অন্বয়ঃ জামদগ্ন্যস্য বাক্যং শ্রুত্বা তদা দাশরথিঃ রামঃ পিতুঃ গৌরবাৎ যন্ত্রিতকথঃ অথ অব্রবীৎ। ১

জামদগ্ন্যের কথা শুনে রাম পিতার উপস্থিতির গৌরব রক্ষা করে সংযত ভাবে বললেন—। ১

শ্রুতবানস্মি যৎকর্ম কৃতবানসি ভার্গব।
অনুরুধ্যামহে ব্রহ্মন্ পিতুরানৃণ্যমাস্থিতঃ ॥২

অন্বয়ঃ ভার্গব! ব্রহ্মন্! পিতুঃ আনৃণ্যম্ আস্থিতঃ যৎ কর্ম কৃতবান্ অসি (তৎ) শ্রুতবান্ অস্মি (তৎ) অনুরুধ্যামহে। ২

হে ভার্গব, হে দ্বিজ, আপনি পিতৃঋণ পরিশোধের জন্যে যে সকল কর্ম করেছেন তা আমি শুনেছি। এখন আমি তা বোধ করব। ২

বীর্যহীনমিবাশক্তং ক্ষত্রধর্মেণ ভার্গব।
অবজানাসি মে তেজঃ পশ্য মেঽদ্য পরাক্রমম্ ॥৩

অন্বয়ঃ ভার্গব! বীর্যহীনং অশক্তম ইব মে তেজঃ অবজানাসি। ক্ষত্রধর্মেণ অদ্য মে পরাক্রমং পশ্য। ৩

আপনি আমাকে বীর্যহীন ও অক্ষম মনে করে আমার বীর্যকে অবজ্ঞা করছেন। সুতরাং আজ আপনি আমার ক্ষাত্র-পরাক্রম দেখুন। ৩

ইত্যুক্ত্বা রাঘবঃ ক্রুদ্ধো ভার্গবস্য বরায়ুধম্।
শরং চ প্রতিজগ্রাহ হস্তাল্লঘুপরাক্রমঃ ॥৪

অন্বয়ঃ ইত্যুক্ত্বা রাঘবঃ ক্রুদ্ধঃ লঘুপরাক্রমঃ ভার্গবস্য হস্তাৎ বরায়ুধং চ প্রতিজগ্রাহ। ৪

এই বলে রাম ক্রুদ্ধ হয়ে পরশুরামের হাত থেকে অবলীলাক্রমে তাঁর মহাধনু ও শর গ্রহণ করলেন। ৪

আরোপ্য স ধনূ রামঃ শরং সজ্যং চকার হ।
জামদগ্ন্যং ততো রামং রামঃ ক্রুদ্ধোঽব্রবীদিদম্ ॥৫

অন্বয়ঃ সঃ রামঃ শরম আরোপ্য ধনুঃ সজ্যং চকার, ততঃ ক্রুদ্ধঃ জামদগ্ন্যং রামম্ ইদম্ অব্রবীৎ। ৫

রাম ধনুতে জ্যা ও শর যোজনা করে সক্রোধে জামদগ্ন্য রামকে বললেন—। ৫

ব্রাহ্মণোঽসীতি পূজ্যো মে বিশ্বামিত্রকৃতেন চ।
তস্মাচ্ছক্তো ন তে রাম মোক্তুং প্রাণহরং শরম্ ॥৬

অন্বয়ঃ রাম! ব্রাহ্মণঃ ইতি বিশ্বামিত্রকৃতেন চ মে পূজ্যঃ অসি তস্মাৎ তে প্রাণহরং শরং মোক্তুং ন শক্তঃ। ৬

আপনি একে ব্রাহ্মণ, তায় বিশ্বামিত্র সম্পর্কে আমার পূজনীয়। সেই জন্যে আপনার প্রতি এই প্রাণঘাতী শর নিক্ষেপ করতে পারছি না। ৬

ইমাং বা ত্বদ্গতিং রাম তপোবলসমর্জিতান্।
লোকানপ্রতিমান বাপি হনিষ্যামীতি মে মতিঃ ॥৭

অন্বয়ঃ রাম! ইমাং ত্বদ্গতিং তপোবলসমর্জিতান্ অপ্রতিমান্ লোকান্ বা হনিষ্যামি ইতি মে মতিঃ। ৭

কিন্তু আমি আপনার গতিশক্তি অথবা তপোবলে অর্জিত শ্রেষ্ঠ লোকসমূহে বাসের অধিকার—এদের যে কোনো একটি নষ্ট করতে চাই। ৭

ন হ্যয়ং বৈষ্ণবো দিব্যঃ শরঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
মোঘঃ পততি বীর্ষেণ বলদর্পবিনাশনঃ ॥৮

অন্বয়: ন হি অয়ং বীর্ষেণ বলদর্পবিনাশনঃ পরপুরঞ্জয়ঃ দিব্যঃ বৈষ্ণবঃ শরঃ মোঘঃ পততি। ৮

এই দিব্য বৈষ্ণব শর সামর্থ্যে বিপক্ষের বলদর্প এবং শত্রুপুরী ধ্বংস করতে পারে। এর সন্ধান কখনও বিফল হয় না। ৮

বরায়ুধধরং রামং দ্রষ্টুং সর্ষিগণাঃ সুরাঃ।
পিতামহং পুরস্কৃত্য সমেতাস্তত্র সর্বশঃ॥৯
গন্ধর্বাপ্সরশ্চৈব সিদ্ধচারণকিন্নরাঃ।
যক্ষরাক্ষসনাগাশ্চ তদ্দ্রষ্টুং মহদদ্ভুতম্ ॥১০

অন্বয়: সর্ষিগণাঃ সুরাঃ পিতামহং পুরস্কৃত্য বরায়ুধধরং রামং দ্রষ্টুং সর্বশঃ সমেতাঃ, গন্ধর্বাঃ অপ্সরসঃ চ এব সিদ্ধচারণকিন্নরাঃ যক্ষরাক্ষসনাগাঃ চ তৎ মহৎ অদ্ভুতং দ্রষ্টুং (সমেতাঃ) ৯-১০

এই সময় দেব ও ঋষিরা পিতামহ ব্রহ্মাকে পুরোবর্তী করে মহাধনুর্ধারী রামকে দেখবার জন্যে সমবেত হলেন। এছাড়া গন্ধর্ব, অপ্সরা, সিদ্ধ, চারণ, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস এবং নাগরাও সেই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার দেখতে উপস্থিত হলেন। ৯-১০

জড়ীকৃতে তদালোকে রামে বরধনুর্ধরে।
নির্বীর্যো জামদগ্ন্যোঽসৌ রাম রামমুদৈক্ষত ॥১১
তেজোভির্গতি বীর্যত্বাজ্জামদগ্ন্যো জড়ীকৃতঃ।
রামং কমলপত্রাক্ষং মন্দমন্দমুবাচ হ ॥১২

অন্বয়: বরধনুর্ধরে রামে তদালোকে জড়ীকৃতে অসৌ জামদগ্ন্যঃ রামঃ নির্বীর্যঃ রামম্ উদৈক্ষত। তেজোভির্গতবীর্যত্বাৎ জড়ীকৃতঃ জামদগ্ন্যঃ কমলপত্রাক্ষং রামং মন্দমন্দম্ উবাচ। ১১-১২

শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর রামের দৃষ্টির সম্মুখে জামদগ্ন্য নিবীর্য হয়ে জড়ের মতো তাকিয়ে রইলেন। তাঁর সমস্ত তেজ ও বীর্য দূরীভূত হওয়ায় তিনি জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়ে ধীরে ধীরে কমললোচন রামকে বললেন—। ১১-১২

কাশ্যপায় ময়া দত্তা যদা পূর্বং বসুন্ধরা।
বিষয়ে মে ন বস্তব্যমিতি মাং কাশ্যপোঽব্রবীৎ ॥১৩

অন্বয়: যদা পূর্বং ময়া কাশ্যপায় বসুন্ধরা দত্তা (তদা) কাশ্যপঃ মাম্ অব্রবীৎ—বিষয়ে মে ন বস্তব্যম্ ইতি। ১৩

রাম, পূর্বে আমি যখন কাশ্যপকে পৃথিবী দান করি, তখন তিনি আমায় বলেছিলেন 'তুমি আমার অধিকারে বাস কোরো না'। ১৩

সোঽহং গুরুবচঃ কুর্বন্ পৃথিব্যাং ন বসে নিশাম্।
তদাপ্রভৃতি কাকুৎস্থ কৃতে মে কাশ্যপস্য হি ॥১৪

অন্বয়: কাকুৎস্থ! তদা প্রভৃতি সঃ অহং মে কাশ্যপস্য কৃতে গুরুবচঃ কুর্বন্ পৃথিব্যাং নিশাং ন বসে। ১৪

সেই থেকে আমি আমার গুরু কাশ্যপের আদেশ মান্য করে পৃথিবীতে রাত্রিবাস করি না। ১৪

তামিমাং মদ্গতিং বীর হন্তুং নার্হসি রাঘব।
মনোজবং গমিষ্যামি মহেন্দ্রং পর্বতোত্তমম্ ॥১৫

অন্বয়: রাঘব বীর! তাম্ ইমাং মদ্গতিং হন্তুং ন অর্হসি। (অহং) মনোজবম্ উত্তমং মহেন্দ্রং পর্বতম্ গমিষ্যামি। ১৫

সুতরাং তুমি আমার গতিরোধ কোরো না। আমি মনোরথগতিতে অতি দ্রুতবেগে মহেন্দ্রপর্বতে চলে যাব। ১৫

লোকাস্ত্বপ্রতিমা রাম নির্জিতাস্তপসা ময়া।
জহি তান্ শরমুখ্যেন মা ভূৎ কালস্য পর্যয়ঃ ॥১৬

অন্বয়: রাম! ময়া অপ্রতিমাঃ লোকাঃ তপসা নির্জিতাঃ। তান্ শরমুখ্যেন জহি, কালস্য পর্যয়ঃ মা ভূৎ। ১৬

রাম, আমি তপস্যার বলে শ্রেষ্ঠ লোকসমূহে বাসের অধিকার লাভ করেছি। তুমি এই শক্তিশালী শর নিক্ষেপ করে আমার সেই অধিকার নষ্ট করে দাও। ১৬

অক্ষয্যং মধুহন্তারং জানামি ত্বাং সুরেশ্বরম্।
ধনুষোঽস্য পরামর্শাৎ স্বস্তি তেঽস্তু পরন্তপ ॥১৭

অন্বয়: অস্য ধনুষঃ পরামর্শাৎ ত্বাম্ অক্ষয্যং মধুহন্তারং সুরেশ্বরং জানামি। পরন্তপ! স্বস্তি তে অস্তু। ১৭

এই ধনু আকর্ষণ করাতেই আমি বুঝেছি তুমি স্বয়ং অবিনাশী মধুসূদন সুরেশ্বর বিষ্ণু। হে অরিন্দম, তোমার মঙ্গল হোক। ১৭

এতে সুরগণাঃ সর্বে নিরীক্ষন্তে সমাগতাঃ।
ত্বামপ্রতিমকর্মাণমপ্রতিদ্বন্দ্বমাহবে ॥১৮

অন্বয়ঃ এতে সুরগণাঃ সর্বে সমাগতাঃ ত্বাম্ অপ্রতিমকর্মাণম্ আহবে অপ্রতিদ্বন্দ্বং নিরীক্ষন্তে। ১৮

তুমি অলৌকিক কর্ম করবে এবং যুদ্ধে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ থাকবে না। দেবতারা এখন সমবেত হয়ে তোমার কার্য দেখছেন। ১৮

ন চেয়ং তব কাকুৎস্থ ব্রীড়া ভবিতুমর্হতি।
ত্বয়া ত্রৈলোক্যনাথেন যদহং বিমুখীকৃতঃ ॥১৯

অন্বয়ঃ কাকুৎস্থ! ন চ ইয়ং তব ব্রীড়া ভবিতুম্ অর্হতি যৎ অহং ত্বয়া ত্রৈলোক্যনাথেন বিমুখীকৃতঃ। ১৯

তুমি ত্রৈলোক্য নাথ, তুমি আমাকে পরাভূত করেছ, এতে আমার কোনো লজ্জা নেই। ১৯

শরমপ্রতিমং রাম মোক্তুমর্হসি সুব্রত।
শরমোক্ষে গমিষ্যামি মহেন্দ্রং পর্বতোত্তমম্ ॥২০

অন্বয়ঃ সুব্রত রাম! অপ্রতিমং শরং মোক্তুম্ অর্হসি। শরমোক্ষে পর্বতোত্তমং মহেন্দ্রং গমিষ্যামি। ২০

হে সুব্রত, তুমি এখন এই অসামান্য শর নিক্ষেপ করো। তারপর আমি মহেন্দ্র-পর্বতে যাত্রা করব। ২০

তথা ব্রুবতি রামে তু জামদগ্ন্যে প্রতাপবান্।
রামো দাশরথিঃ শ্রীমাংশ্চিক্ষেপ শরমুত্তমম্ ॥২১

অন্বয়ঃ জামদগ্ন্যে রামে তু তথা ব্রুবতি প্রতাপবান্ শ্রীমান্ দাশরথিঃ রামঃ উত্তমং শরং চিক্ষেপ। ২১

জামদগ্ন্য একথা বললে প্রতাপশালী শ্রীমান রাম সেই অপূর্ব শর নিক্ষেপ করলেন। ২১

স হতান্ দৃশ্য রামেণ স্বাঁল্লোকাংস্তপসার্জিতান্।
জামদগ্ন্যো জগামাশু মহেন্দ্রং পর্বতোত্তমম্ ॥২২

অন্বয় : সঃ জামদগ্ন্যঃ রামেণ তপসার্জিতান্ স্বান্ লোকান্ হতান্ দৃষ্ট্বা আশু পর্বতোত্তমং মহেন্দ্রং জগাম। ২২

রাম জামদগ্ন্যের তপোবলে অর্জিত শ্রেষ্ঠ লোকসমূহে যাবার ক্ষমতা নষ্ট করেছেন দেখে জামদগ্ন্য তখনই মহেন্দ্রপর্বতে যাত্রার উদ্যোগ করলেন। ২২

ততো বিতিমিরাঃ সর্বা দিশশ্চোপদিশস্তথা।
সুরাঃ সর্ষিগণা রামং প্রশশংসুরুদায়ুধম্ ॥২৩

অন্বয় : ততঃ সর্বাঃ দিশঃ তথা উপদিশঃ চ বিতিমিরাঃ (জাতাঃ)। সর্ষিগণাঃ সুরাঃ উদায়ুধং (অভবন্) রামং প্রশশংসুঃ। ২৩

সেই সময়ে চারদিক অন্ধকারমুক্ত হল, এবং দেবতা ও ঋষিরা রামের প্রশংসা করতে লাগলেন। ২৩

রামং দাশরথিং রামো জামদগ্ন্যঃ প্রপূজিতঃ।
ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য জগামাত্মগতিং প্রভুঃ ॥২৪

অন্বয় : ততঃ প্রভুঃ জামদগ্ন্যঃ রামঃ প্রপূজিতঃ দাশরথিং রামং প্রদক্ষিণীকৃত্য আত্মগতিং জগাম। ২৪

তখন রাম, ভগবান জামদগ্ন্যকে পূজা করলেন, এবং তারপর জামদগ্ন্য তাঁকে প্রদক্ষিণ করে নিজের পথে যাত্রা করলেন। ২৪

ষট্সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ

অযোধ্যাপ্রবেশঃ

(অযোধ্যায় প্রবেশ)

গতে রামে প্রশান্তাত্মা রামো দাশরথির্ধনুঃ ।
বরুণায়াপ্রমেয়ায় দদৌ হস্তে মহাযশাঃ ॥১

অন্বয়ঃ রামে গতে মহাযশাঃ দাশরথিঃ রামঃ প্রশান্তাত্মা অপ্রমেয়ায় বরুণায় হস্তে ধনুঃ দদৌ । ১

পরশুরাম প্রস্থান করার পর মহাযশস্বী রাম প্রশান্তচিত্তে অসামান্য শক্তিশালী বরুণদেবের হাতে সেই বৈষ্ণব ধনু প্রদান করলেন । ১

অভিবাদ্য ততো রামো বসিষ্ঠপ্রমুখান্ ঋষীন্ ।
পিতরং বিকলং দৃষ্ট্বা প্রোবাচ রঘুনন্দনঃ ॥২

অন্বয়ঃ ততঃ রঘুনন্দন রামঃ বসিষ্ঠপ্রমুখান্ ঋষীন্ অভিবাদ্য পিতরং বিকলং দৃষ্ট্বা প্রোবাচ । ২

তারপর, তিনি বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিদের অভিবাদন করলেন এবং পিতা দশরথকে তখনও ভয়ে বিহ্বল দেখে বললেন—। ২

জামদগ্ন্যো গতো রামঃ প্রযাতু চতুরঙ্গিণী ।
অযোধ্যাভিমুখী সেনা ত্বয়া নাথেন পালিতা ॥৩

অন্বয়ঃ জামদগ্ন্যঃ রামঃ গতঃ । চতুরঙ্গিণী সেনা ত্বয়া নাথেন পালিতা অযোধ্যাভিমুখী প্রযাতু । ৩

মহারাজ, জামদগ্ন্য রাম চলে গেছেন । এখন আমাদের চতুরঙ্গসেনা আপনার তত্ত্বাবধানে অযোধ্যার অভিমুখে যাত্রা করুক । ৩

রামস্য বচনং শ্রুত্বা রাজা দশরথঃ সুতম্ ।
বাহুভ্যাং সম্পরিষ্বজ্য মূর্ধ্ন্যুপাঘ্রায় রাঘবম্ ॥৪
গতো রাম ইতি শ্রুত্বা হৃষ্টঃ প্রমুদিতো নৃপঃ ।
পুনর্জাতং তদা মেনে পুত্রমাত্মানমেব চ ॥৫
চোদয়ামাস তাং সেনাং জগামাশু ততঃ পুরীম্ ॥৬

অন্বয়: রামস্য বচনং শ্রুত্বা রাজা দশরথঃ রাঘবং সুতং বাহুভ্যাং সম্পরিষজ্য মূর্ধ্নি উপাঘ্রায় তদা নৃপঃ রামঃ গতঃ ইতি শ্রুত্বা হৃষ্টঃ প্রমুদিতঃ পুত্রম্ আত্মানম্ এব চ পুনর্জাতং মেনে। তাং সেনাং চোদয়ামাস, ততঃ পুরীম্ আশু জগাম। ৪-৬

রামের কথা শুনে রাজা দশরথ তাঁকে আলিঙ্গন করলেন ও তাঁর মস্তক আঘ্রাণ করলেন। পরশুরাম চলে গিয়েছেন শুনে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং তাঁর পুত্রের ও নিজের পুনর্জন্ম হয়েছে মনে করলেন। তার পর তিনি সৈন্যদল পাঠিয়ে দিয়ে সত্বর অযোধ্যায় উপস্থিত হলেন। ৪-৬

পতাকাধ্বজিনীং রম্যাং তূর্যোদ্ঘুষ্টনিনাদিতাম্।
সিক্তরাজপথাং রম্যাং প্রকীর্ণকুসুমোৎকরাম্ ॥৭
রাজপ্রবেশসুমুখৈঃ পৌরৈর্মঙ্গলপাণিভিঃ।
সম্পূর্ণাং প্রাবিশদ্ রাজা জনৌঘৈঃ সমলং কৃতাম্ ॥৮

অন্বয়: রাজা পতাকাধ্বজিনীং রম্যাং তূর্যোদ্ঘুষ্টনিনাদিতাং সিক্তরাজপথাং প্রকীর্ণকুসুমোৎকরাং রাজপ্রবেশসুমুখৈঃ মঙ্গলপাণিভিঃ পৌরৈঃ সম্পূর্ণাং জনৌঘৈঃ সমলংকৃতাং পুরীং প্রাবিশৎ। ৭-৮

তাঁদের আগমন উপলক্ষে রমণীয় অযোধ্যাপুরী পতাকা দ্বারা সুশোভিত ও তূর্যনিনাদে মুখরিত হয়েছিল। রাজপথগুলি জলসিক্ত ও কুসুমাস্তীর্ণ করা হয়েছিল। পুরবাসীরা রাজার পুরপ্রবেশ দেখার প্রতীক্ষায় আনন্দোজ্জ্বল মুখে মাঙ্গলিক দ্রব্য হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এবং সর্বত্র বিপুল জনসমাবেশ হয়েছিল। ৭ ৮

পৌরৈঃ প্রত্যুদ্গতো দূরং দ্বিজৈশ্চ পুরবাসিভিঃ।
পুত্রৈরনুগতঃ শ্রীমান্ শ্রীমদ্ভিশ্চ মহযশাঃ ॥৯
প্রবিবেশ গৃহং রাজা হিমবৎসদৃশং প্রিয়ম্।
ননন্দ স্বজনৈ রাজা গৃহে কামৈঃ সুপূজিতঃ ॥১০

অন্বয়: শ্রীমান্ মহাযশাঃ রাজা পৌরৈঃ পুরবাসিভিঃ দ্বিজৈঃ চ দূরং প্রত্যুদ্গতঃ শ্রীমদ্ভিঃ পুত্রৈঃ চ অনুগতঃ হিমবৎসদৃশং প্রিয়ং গৃহং প্রবিবেশ, গৃহে স্বজনৈঃ (সহ) কামৈঃ সুপূজিতঃ। ৯-১০

মহাযশস্বী শ্রীমান রাজা দশরথ তাঁর শ্রীমান পুত্রদের পিছনে নিয়ে পুরপ্রবেশ করায় সময় পৌরবর্গ এবং ব্রাহ্মণরা বহুদূর পর্যন্ত তাঁদের প্রত্যুদ্গমন করলেন। এইভাবে তিনি তাঁর হিমাচলের মতো বিশাল মনোরম আবাসে প্রবেশ করে স্বজনবর্গের সঙ্গে ভোগবিলাসে নিরত হলেন। ৯-১০

কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ কৈকেয়ী চ সুমধ্যমা।
বধূপ্রতিগ্রহে যুক্তা যাশ্চান্যা রাজযোষিতঃ ॥১১

অন্বয়ঃ কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ সুমধ্যমা কৈকেয়ী চ যা চ অন্যাঃ রাজযোষিতঃ বধূপ্রতিগ্রহে যুক্তাঃ। ১১

তারপর কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী এবং রাজ-অন্তঃপুরবাসিনী অন্যান্য রমণীরা বধূবরণে প্রবৃত্ত হলেন। ১১

ততঃ সীতাং মহাভাগামূর্মিলাং চ যশস্বিনীম্।
কুশধ্বজসুতে চোভে জগৃহুর্নৃপযোষিতঃ ॥১২

অন্বয়ঃ ততঃ নৃপযোষিতঃ মহাভাগাং সীতাং চ যশস্বিনীম্ ঊর্মিলাং উভে কুশধ্বজসুতে চ জগৃহুঃ। ১২

তাঁরা মহাভাগ্যবতী সীতা, যশস্বিনী ঊর্মিলা এবং কুশধ্বজের দুই কন্যা (মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তি)-কে বরণ করলেন ১২।

মঙ্গলালাপনৈর্হোমৈঃ শোভিতাঃ ক্ষৌমবাসসঃ।
দেবতায়তনান্যাশু সর্বাস্তাঃ প্রত্যপূজয়ন্ ॥১৩

অন্বয়ঃ মঙ্গলালাপনৈঃ হোমৈঃ শোভিতাঃ ক্ষৌমবাসসঃ তাঃ সর্বাঃ আশু দেবতায়তমানি প্রত্যপূজয়ন্। ১৩

বধূরা মঙ্গলাচার এবং হোমের পর ক্ষৌম বসনে সজ্জিতা হয়ে দেবালয়ে গিয়ে পূজা দিলেন। ১৩

অভিবাদ্যাভিবাদ্যাংশ্চ সর্বা রাজসুতাস্তদা।
রেমিরে মুদিতাঃ সর্বা ভর্তৃভিঃ সহিতা রহঃ ॥১৪

অন্বয়ঃ তদা সর্বাঃ রাজসুতাঃ অভিবাদ্যান্ চ অভিবাদ্য ভর্তৃভিঃ সহিতাঃ রহঃ মুদিতাঃ রেমিরে। ১৪

তারপর তাঁরা পূজনীয়দের অভিবাদন করে পরম আনন্দে স্বামীদের সঙ্গে নিভৃতে আনন্দ উপভোগে নিরত হলেন। ১৪

কৃতদারাঃ কৃতাস্ত্রাশ্চ সধনাঃ সসুহৃজ্জনাঃ।
শুশ্রূষমাণাঃ পিতরং বর্তয়ন্তি নরর্ষভাঃ ॥১৫

অন্বয়ঃ নরর্ষভাঃ কৃতদারাঃ কৃতাস্ত্রাঃ চ সধনাঃ সসুহৃজ্জনাঃ পিতরং শুশ্রূষমাণাঃ বর্তয়ন্তি। ১৫

নরশ্রেষ্ঠ রাজপুত্ররাও পত্নী, অস্ত্র, ধন ও পরিজন লাভ করে পিতার সেবায় নিযুক্ত হলেন। ১৫

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য রাজা দশরথঃ সুতম্।
ভরতং কৈকয়ীপুত্রমব্রবীদ্ রঘুনন্দনঃ ॥১৬

অন্বয়ঃ অথ কস্যচিৎ তু কালস্য রঘুনন্দনঃ রাজা দশরথঃ সুতং কৈকেয়ীপুত্রং ভরতম্ অব্রবীৎ। ১৬

কিছুদিন পরে রাজা দশরথ কৈকেয়ীপুত্র ভরতকে বললেন—। ১৬

অয়ং কেকয়রাজস্য পুত্রো বসতি পুত্রক।
ত্বাং নেতুমাগতো বীরো যুধাজিন্মাতুলস্তব ॥১৭

অন্বয়ঃ পুত্রক! অয়ং কেকয়রাজস্য পুত্রঃ তব মাতুলঃ বীরঃ যুধাজিৎ ত্বাং নেতুম্ আগতঃ বসতি। ১৭

বৎস, তোমার মাতুল কেকয়রাজপুত্র মহাবীর যুধাজিৎ তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে এখানে এসে বাস করছেন। ১৭

শ্রুত্বা দশরথস্যৈতদ্ ভরতঃ কৈকয়ীসুতঃ।
গমনায়াভিচক্রাম শত্রুঘ্নসহিতস্তদা ॥১৮

অন্বয়ঃ দশরথস্য এতৎ (বচঃ) শ্রুত্বা কৈয়েয়ীসুতঃ ভরতঃ তদা শত্রুঘ্নসহিতঃ গমনায় অভিচক্রাম। ১৮

দশরথের কথা শুনে ভরত শত্রুঘ্নের সঙ্গে মাতুলালয়ে যাওয়ার উপক্রম করলেন। ১৮

আপৃচ্ছ্য পিতরং শূরো রামং চাক্লিষ্টকারিণম্।
মাতৄশ্চাপি নরশ্রেষ্ঠঃ শত্রুঘ্নসহিতো যযৌ ॥১৯

অন্বয়ঃ নরশ্রেষ্ঠঃ শূরঃ পিতরম্ অক্লিষ্টকারিণং রামং মাতৄঃ চ অপি আপৃচ্ছ্য শত্রু-সহিত যযৌ। ১৯

তিনি তাঁর পিতা, প্রিয় ভ্রাতা রাম এবং মাতাদের নিকট বিদায় নিয়ে শত্রুঘ্নের সঙ্গে যাত্রা করলেন। ১৯

যুধাজিৎ প্রাপ্য ভরতং সশত্রুঘ্নং প্রহর্ষিতঃ।
স্বপুরং প্রাবিশদ্ বীরঃ পিতা তস্য তুতোষ হ ॥২০

অন্বয় : বীরঃ যুধাজিৎ সশত্রুঘ্নং ভরতং প্রাপ্য প্রহর্ষিতঃ স্বপুরং প্রাবিশৎ। পিতা তস্য তুতোষ। ২০

মহাবীর যুধাজিৎ ভরত ও শত্রুঘ্নকে নিয়ে আনন্দিত মনে নিজ পুরীতে প্রবেশ করলেন। তাঁর পিতাও তাঁদের পেয়ে আনন্দিত হলেন। ২০

গতে চ ভরতে রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ।
পিতরং দেবসংকাশং পূজয়ামাসতুস্তদা ॥২১

অন্বয় : ভরতে গতে চ মহাবলঃ রামঃ লক্ষ্মণঃ চ তদা দেবসংকাশং পিতরং পূজয়ামাসতুঃ। ২১

ভরত চলে যাওয়ার পর মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ তাঁদের দেবতুল্য পিতার আরাধনায় নিযুক্ত হলেন। ২১

পিতুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য পৌরকার্যাণি সর্বশঃ।
চকার রামঃ সর্বাণি প্রিয়াণি হিতানি চ ॥২২

অন্বয় : পিতুঃ আজ্ঞাং পুরস্কৃত্য রামঃ সর্বাণি প্রিয়াণি হিতানি চ পৌরকার্যাণি সর্বশঃ চকার। ২২

রাম পিতার আজ্ঞানুবর্তী হয়ে পুরবাসীদের জন্যে সর্বপ্রকার প্রিয় ও হিতকর কার্যের অনুষ্ঠান করতে লাগলেন। ২২

মাতৃভ্যো মাতৃকার্যাণি কৃত্বা পরমযন্ত্রিতঃ।
গুরূণাং গুরুকার্যাণি কালে কালেঽন্ববৈক্ষত ॥২৩

অন্বয় : (সঃ) পরমযন্ত্রিতঃ কালে কালে মাতৃভ্যঃ মাতৃকার্যাণি কৃত্বা গুরূণাং গুরু-কার্যাণি অন্ববৈক্ষত। ২৩

তিনি পরম নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর মাতাদের প্রতি এবং অন্যান্য গুরুজনদের প্রতি সমস্ত কর্তব্য যথাসময়ে করতে লাগলেন। ২৩

এবং দশরথঃ প্রীতো ব্রাহ্মণা নৈগমাস্তথা।
রামস্য শীলবৃত্তেন সর্বে বিষয়বাসিনঃ ॥২৪

অন্বয় : এবং রামস্য শীলবৃত্তেন দশরথঃ প্রীতঃ তথা নৈগমাঃ ব্রাহ্মণাঃ সর্বে বিষয়-বাসিনঃ চ (প্রীতাঃ)। ২৪

রামের এরূপ সুন্দর চরিত্র ও আচরণে রাজা দশরথ, বেদবিদ্ ব্রাহ্মণরা এবং অযোধ্যাবাসী সকলে তাঁর উপর প্রীত হলেন। ২৪

তেষামতিযশা লোকে রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
স্বয়ম্ভূরিব ভূতানাং বভূব গুণবত্তরঃ ॥২৫

অন্বয়ঃ তেষাং সত্যপরাক্রমঃ রামঃ লোকে অতিযশাঃ ভূতানাং স্বয়ম্ভূঃ ইব গুণবত্তরঃ বভূব। ২৫

দশরথের পুত্রদের মধ্যে সত্যপরায়ণ রামই পৃথিবীতে মহাযশস্বী হয়েছিলেন। তিনি মানবসমাজে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার মতো শ্রেষ্ঠ গুণের আধার ছিলেন। ২৫

রামশ্চ সীতয়া সার্ধং বিজহার বহূনৃতূন্।
মনস্বী তদ্‌গতমনাস্তস্যা হৃদি সমর্পিতঃ ॥২৬

অন্বয়ঃ মনস্বী রামঃ চ সীতয়া সার্ধং তদ্‌গতমনাঃ তস্যাঃ হৃদি সমর্পিতঃ বহূন্ ঋতূন্ বিজহার। ২৬

মনস্বী রাম সীতাকে হৃদয় সমর্পণ করে তদ্‌গতচিত্তে তাঁর সঙ্গে বহু ঋতু যাপন করলেন। ২৬

প্রিয়া তু সীতা রামস্য দারাঃ পিতৃকৃতা ইতি।
গুণাদ্ রূপগুণাচ্চাপি প্রীতির্ভূয়োঽভিবর্ধতে ॥২৭

অন্বয়ঃ পিতৃকৃতা সীতা তু রামস্য প্রিয়া দারাঃ ইতি গুণাৎ রূপগুণাৎ চ অপি প্রীতিঃ ভূয়ঃ অভিবর্ধতে। ২৭

সীতাকে তাঁর পিতা জনক স্বয়ং সম্প্রদান করেছেন বলে তিনি রামের প্রিয়া ভার্যা ছিলেনই, অধিকন্তু তাঁর রূপগুণের জন্যে তাঁর প্রতি রামের অনুরাগ আরও বর্ধিত হল। ২৭

তস্যাশ্চ ভর্তা দ্বিগুণং হৃদয়ে পরিবর্ততে।
অন্তর্গতমপি ব্যক্তমাখ্যাতি হৃদয়ং হৃদা ॥২৮

অন্বয়ঃ তস্যাঃ চ হৃদয়ে ভর্তা দ্বিগুণং পরিবর্ততে। হৃদা অন্তর্গতং ব্যক্তম্ অপি হৃদয়ম্ আখ্যাতি। ২৮

সীতার হৃদয়েও স্বামীর প্রতি দ্বিগুণ প্রীতির সঞ্চার হল, কারণ রাম হৃদয় দিয়ে তাঁর ব্যক্ত বা অব্যক্ত সমস্ত কামনাই অনুভব করতে পারতেন। ২৮

তস্য ভূয়ো বিশেষেণ মৈথিলী জনকাত্মজা।
দেবতাভিঃ সমা রূপে সীতা শ্রীরিব রূপিণী ॥২৯

অন্বয় : রূপে দেবতাভিঃ সমা শ্রীঃ ইব রূপিণী জনকাত্মজা মৈথিলী সীতা ভূয়ঃ তস্য বিশেষেণ (হৃদয়ম্ আখ্যাতি)। ২৯

দেবাঙ্গনাতুল্য রূপবতী, লক্ষ্মী-স্বরূপিণী জনকনন্দিনী সীতাও রামের হৃদয় আরও বেশি অনুভব করতে পারলেন। ২৯

তয়া স রাজর্ষিসুতোঽভিকাময়া সমেয়িবানুত্তমরাজকন্যয়া।
অতীব রামঃ শুশুভে মুদান্বিতো বিভুঃ শ্রিয়া বিষ্ণুরিবামরেশ্বরঃ ॥৩০

অন্বয় : সঃ রাজর্ষিসুতঃ রামঃ তয়া অভিকাময়া অনুত্তমরাজকন্যয়া সমেয়িবান্ মুদান্বিতঃ অমরেশ্বরঃ বিভুঃ বিষ্ণুঃ শ্রিয়া ইব অতীব শুশুভে। ৩০

সুরেশ্বর প্রভু বিষ্ণু যেমন লক্ষ্মীর সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দিত ও শোভিত হয়েছিলেন, তেমনই রাজর্ষি দশরথতনয় রামও তাঁর প্রিয়তমা ভার্যা—অসামান্যা রাজকন্যা সীতার সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দিত ও শোভিত হলেন। ৩০

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত

বালকাণ্ড সমাপ্ত

শ্রীমদ্‌বাল্মীকিরামায়ণম্‌

বালকাণ্ড

প্রসঙ্গ কথা

প্রথম সর্গ

লক্ষণীয়: ২১ থেকে ৮৯ শ্লোক পর্যন্ত ঘটনাসূচীতে সীতার বনবাস প্রভৃতির উল্লেখ নাই। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে প্রথম কাণ্ডটি যখন মূল পঞ্চকাণ্ড রামায়ণে যুক্ত হয় তখন সপ্তম কাণ্ডটি (উত্তরকাণ্ড) সংযোজিত হয় নি।

দ্বিতীয় সর্গ

১৫, ১৬ ও ২০ নং শ্লোকের তাৎপর্য প্রসঙ্গে ভূমিকায় 'কাব্যোৎকর্ষ' দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় সর্গ

১। এখানে সীতার বিসর্জনের উল্লেখ আছে।

২। উত্তর কাণ্ডের পৃথক উল্লেখ লক্ষণীয়।

চতুর্থ সর্গ

১। গৃহীত বাল্মীকি রামায়ণে প্রথম ছ'টি কাণ্ডে শ্লোক সংখ্যা ২০১৬১, এবং সর্গের সংখ্যা ৫৩৪; উত্তর কাণ্ড ধরলে শ্লোক সংখ্যা ২৪৮১০ এবং সর্গের সংখ্যা ৬৪৫। পূর্ববর্তী টীকাকারগণ এর মধ্যে ৬৪১ টি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বলে ধারণা করেছেন।

২। উত্তর কাণ্ডের পুনরায় পৃথকভাবে উল্লেখ থেকে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে উত্তর কাণ্ডটি পরবর্তী কোনো মহাকবির সংযোজন।

৩। উত্তর কাণ্ডের ৯৩-৯৪ সর্গে দেখা যায় কুশ ও লব রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ-সভায় রামায়ণ গান করেছিলেন। রামায়ণের ভূমিকারূপে রামায়ণের উৎপত্তি এবং কুশ ও লবের মুখে রামায়ণগানের উল্লেখ স্বাভাবিক। রামের অশ্বমেধযজ্ঞসভায় পুনরায় রামায়ণগানের উল্লেখ থেকে উত্তর কাণ্ডের পরবর্তী সংযোজনের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। লক্ষণীয় পূর্ববর্তী ছয়টি কাণ্ডের সঙ্গে উত্তর কাণ্ডের সঙ্গতি আনবার জন্যে বিশেষ বিশেষ স্থানে যে-সব পরিবর্তন করা হয়েছে তাতে সর্বত্র স্বাভাবিকতা আসে নি এবং সংযোজকের চিহ্নগুলিও স্পষ্ট বোঝা যায়।

৪। প্রাচীন উচ্চ শ্রেণীর ভারতীয় সঙ্গীতকে 'মার্গ সঙ্গীত' বলা হয়।

পঞ্চম সর্গ

১। কোশল বা কোসল—প্রাচীন ভারতের ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম। এই

রাজ্যের সীমা ছিল উত্তরে নেপালের পর্বতমালা, পশ্চিমে গোমতী নদী এবং দক্ষিণে সর্পিকা নদী। কোশল রাজ্যের দুটি প্রধান বিভাগ ছিল, উত্তর কোশল ও দক্ষিণ কোশল। দশরথ এই উত্তর কোশলের অধিপতি ছিলেন।

২। অযোধ্যা—উত্তর প্রদেশ ফৈজাবাদ জেলার অন্তর্গত ঘর্ঘরা (সরযূ) নদীর তীরে অবস্থিত বিখ্যাত প্রাচীন নগর, এখনও একই নামে পরিচিত।

৩। মহাপথ—রাজশেখর বসুর মতে এগুলি ছিল নগরের বহির্দেশের বিশাল পথ (high way)।

৪। রাজপথ—নগরের ভিতরের পথ (street)।

৫। সূত—স্তুতিপাঠক ও পুরাণবক্তা সংকরজাতি বিশেষ। এঁরা রথচালনাও করতেন। মনুসংহিতা অনুসারে এঁরা ছিলেন ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে, অথবা ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জাত। দশরথের প্রধান অমাত্য সুমন্ত্র সূতবংশীয় ছিলেন।

৬। মাগধ—এঁরাও সূতদের মতো এক শ্রেণীর সংকরজাতীয় স্তুতিপাঠক ও পুরাণবক্তা। মনুসংহিতা অনুসারে এঁরা বৈশ্য পিতা ও ক্ষত্রিয় মাতার গর্ভজাত এবং সূত অপেক্ষা নিম্নতর শ্রেণীর।

৭। শতঘ্নী—একপ্রকার মারাত্মক নিক্ষেপযোগ্য আগ্নেয় অস্ত্র (rocket-জাতীয়)। মহাভারতের টীকাকারগণ একে লৌহকণ্টকময় প্রস্তর বা কাষ্ঠনির্মিত গদাজাতীয় অস্ত্র বলে ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ কেউ একে কামানজাতীয় অস্ত্র মনে করেন। অবশ্য এই যুগে ভারতে বারুদের ব্যবহারের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। 'শতঘ্নী' শব্দের আক্ষরিক অর্থ—যে-অস্ত্র এককালে শত ব্যক্তিকে নিধন করতে পারে।

৮। কূট গৃহ—প্রাসাদের সকলের উপরের ঘর, চিলেকোঠা।

ষষ্ঠ সর্গ

১। কাম্বোজ—কম্বোজদেশীয়। এই দেশের অশ্ব বিখ্যাত ছিল। অনেকের মতে তিব্বতের প্রাচীন নাম কম্বোজ। আবার অনেকের মতে প্রাচীন গান্ধাররাজ্য (বর্তমানে পশ্চিম পাঞ্জাব) এর উত্তরে এই রাজ্য অবস্থিত ছিল।

২। বাহ্লীক—আফ্‌গানিস্তানের উত্তর পশ্চিমস্থ প্রাচীন তাতার দেশের অন্তর্গত বাল্‌খ্‌ প্রদেশ। এদেশেরও অশ্ব বিখ্যাত ছিল।

৩। পঞ্চম সর্গের ৭ম শ্লোকে আছে অযোধ্যাপুরী তিন যোজন বিস্তৃত ছিল।

সপ্তম সর্গ

১, ৩। অমাত্য ও মন্ত্রী প্রায়ই সমার্থক শব্দ রূপে ব্যবহৃত হলেও, এঁদের মধ্যে পার্থক্য ছিল মনে হয়। অমাত্য = কর্মসচিব (Secretary), রাজার নিত্য সহচর। মন্ত্রী — মন্ত্রণাসচিব, উপদেষ্টা সচিব (Minister)। এখানে পৃথক পৃথক ব্যক্তিদের অমাত্য ও মন্ত্রীরূপে উল্লেখ লক্ষণীয়। প্রধান অমাত্য (Chief secretary) সুমন্ত্র প্রয়োজন হলে মন্ত্রীদের ডেকে আনতেন।

২। বসিষ্ঠ = ইক্ষ্বাকুবংশের কুল পুরোহিতের উপাধি। বিকল্প বানান 'বশিষ্ঠ' বসিষ্ঠ — বসুশ্রেষ্ঠ (বসু— বসীয়স্ — বসিষ্ঠ), মহত্তম। বশিষ্ঠ — বশিন্ + ইষ্ঠ। জিতেন্দ্রিয়। বাংলায় দ্বিতীয়টি বেশি প্রচলিত বলে আমরা অনুবাদে দ্বিতীয় বানানটি রেখেছি।

৪। ব্যবহার শাস্ত্র — আইন ও রাজনীতিবিষয়ক শাস্ত্র (Practices of law and kingly government—M.·M W.)।

৫। এই সর্গের শেষ শ্লোকে 'গো' শব্দের অর্থ রশ্মি। রশ্মিকে সূর্যের 'গো' (cow) বলে কল্পনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সূর্য ও তারাদের 'আলোক-ধেনু' বলেছেন।

অষ্টম সর্গ

১। ব্রহ্মরাক্ষস — এক শ্রেণীর দুষ্ট প্রেতযোনি, এরা বিদ্বান এবং এরা যজ্ঞ বা ব্রতের ছিদ্রপথে যজ্ঞকর্তা বা ব্রতচারীর সর্বনাশ করে। লোককথার ব্রহ্মদৈত্য (ব্রহ্মদত্যি) কল্পনা ব্রহ্মরাক্ষস থেকে উদ্ভূত মনে হয়।

নবম সর্গ

১। সুমন্ত্র দশরথের প্রধান অমাত্য এবং সারথি ছিলেন। দশরথের উপর তাঁর অসাধারণ প্রভাব ছিল।

২। মহাভারতের বনপর্বে ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনী বিস্তৃতভাবে আছে। লক্ষণীয় যে মহাভারতে রামায়ণের কয়েকটি কাহিনী পাওয়া যায়, রামায়ণেও মহাভারতের কিছু কাহিনীর উল্লেখ আছে।

৩। অঙ্গ = অথর্ববেদের উল্লেখ অনুসারে মনে হয় এই দেশ ভারতের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত ছিল। শোণ ও গঙ্গা নদীর মধ্যবর্তী বর্তমান বিহারের কোনো অঞ্চলে অঙ্গদেশ অবস্থিত ছিল। এটি প্রাচীন ভারতের ষোড়শ জনপদের অন্যতম। মগধের পূর্বদিকে চম্পানগরীকে কেন্দ্র করে অঙ্গরাজ্য গঠিত হয়েছিল।

দশম সর্গ

১। মূলে আছে সর্বেষাং। ঋষ্যশৃঙ্গের স্ত্রীপুরুষ ভেদ জ্ঞান ছিল না বলে তিনি স্ত্রীলিঙ্গে সর্বাসাং না বলে পুংলিঙ্গে সর্বেষাং বলেছেন।

২। ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা বিভাণ্ডক ছিলেন কাশ্যপের পুত্র, এই হিসাবে তিনিও কাশ্যপ। এই জন্যে ঋষ্যশৃঙ্গকে কাশ্যপের পুত্র বলা হয়েছে।

একাদশ সর্গ

১। শান্তা—ইনি দশরথের কন্যা এবং অঙ্গরাজ রোমপাদের পালিতা কন্যা। ইনি দশরথের কোন্ মহিষীর কন্যা, এবং কেনই এঁকে অঙ্গরাজকে পালন করতে দেওয়া হয়েছিল তার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

২। ৯নং শ্লোকে 'বিশাম্পতি' রাজবাচক। ঋগ্‌বেদ, অথর্ববেদ প্রভৃতিতে 'বিশ্‌পতি' শব্দটি গোষ্ঠীপতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (Chief of a settlement or tribe—M. M. W) পরবর্তী কালে এর অর্থ হয় রাজা। 'বিশাংপতি' শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় বহু গোষ্ঠীর অধিপতি অর্থাৎ বড়ো রাজা।

দ্বাদশ সর্গ

১। উপাধ্যায়—রাজসংসারে পালিত, বেদ, বেদাঙ্গ, ব্যাকরণ প্রভৃতির শিক্ষা-গুরু। এঁরা ছিলেন আচার্য অপেক্ষা নিম্ন স্তরের। আচার্য ছিলেন দীক্ষাগুরু, উপনয়ন কর্তা এবং যজ্ঞের দীক্ষা দাতা।

২। ব্রহ্মরাক্ষস—অষ্টম সর্গের ১ম টীকা দ্রষ্টব্য।

ত্রয়োদশ সর্গ

১। মিথিলা—প্রাচীন বিদেহরাজ্যের রাজধানী। বর্তমান বিহারের অন্তর্গত ত্রিহুত অঞ্চল।

২। কাশী—কাশী রাজ্য ছিল প্রাচীন ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম। এর রাজধানী ছিল বারাণসীতে। বর্তমানে উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত গঙ্গার তীরে অবস্থিত কাশী (বারণসী) একটি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র।

৩। কেকয়—প্রাচীন গান্ধার (বর্তমান পশ্চিম পাঞ্জাব) রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বে চন্দ্রভাগা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল কেকয় রাজ্য। দশরথের মহিষী কৈকেয়ী ছিলেন এই রাজ্যের রাজকন্যা।

৪। কোশল—এখানে দক্ষিণ কোশল রাজ্যের কথা বলা হয়েছে। দশরথ ছিলেন উত্তর কোশলের অধিপতি এবং তাঁর প্রধান মহিষী কৌশল্যা ছিলেন দক্ষিণ কোশলের রাজকন্যা। পঞ্চম সর্গের ১ম টীকা দ্রষ্টব্য।

৫। মগধ = মগধ রাজ্য ছিল প্রাচীন ষোড়শ মহাজন পদের অন্যতম। বর্তমানের বিহারের পাটনা ও গয়া জেলাকে ভিত্তি করে এই রাজ্য গড়ে উঠেছিল। পর্বতবেষ্টিত গিরিব্রজ ছিল এই রাজ্যের প্রথম রাজধানী, পরে রাজগৃহ (রাজগিরি) ও পাটলিপুত্রে (পাটনা) স্থানান্তরিত হয়।

৬। সিন্ধু = ভারতের উত্তর-পশ্চিমস্থ বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত প্রদেশ বিশেষ।

৭। সৌবীর = সিন্ধুনদীর তীরবর্তী প্রাচীন দেশ, বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত।

৮। সৌরাষ্ট্র = ভারতের পশ্চিমস্থ বর্তমান গুজরাটের অন্তর্গত কাথিয়াওয়াড় প্রদেশ।

চতুর্দশ সর্গ

১। প্রবর্গ্য = সোম যজ্ঞের প্রারম্ভে করণীয় অনুষ্ঠান বিশেষ।

২। উপসদ = জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের অংশ বিশেষ, সোমরস নিষ্কাশনের পূর্বে করণীয়।

৩। প্রাতঃসবন = সোমযজ্ঞের প্রাতঃকৃত্য, প্রাতঃকালে স্নান এবং সোমরস প্রস্তুতির অনুষ্ঠান বিশেষ।

৪। মধ্যন্দিন সবন : সোমযজ্ঞের মধ্যাহ্নকালীন অনুষ্ঠান বিশেষ, মধ্যাহ্নে স্নান ও সোমরস প্রস্তুতির অনুষ্ঠান।

৫। তৃতীয় সবন : সোমযজ্ঞের সান্ধ্য অনুষ্ঠান, সন্ধ্যাকালে স্নান ও সোমরস প্রস্তুতির অনুষ্ঠান।

৬। বৈদিক শব্দের নির্ভুল উচ্চারণের বিধিযুক্ত বেদাঙ্গের একটি অংশকে 'শিক্ষা' বলা হয়। শিক্ষার বিধান অনুসারে উচ্চারণের নাম শিক্ষাক্ষর।

৭। হোতা : যজ্ঞকার্যে চারশ্রেণীর ঋত্বিক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হতেন—হোতা, অধ্বর্যু ব্রহ্মন্ ও উদ্গাতা। এঁদের মধ্যে হোতার কাজ ছিল যজ্ঞে আহুতি দিয়ে দেবতাদের আবাহন, এঁরা ঋগ্‌বেদে অভিজ্ঞ হতেন। অন্যদের সম্পর্কে ১৬-১৭ টীকা দ্রষ্টব্য।

৮। শ্রমণ : একশ্রেণীর ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বী হিন্দু সন্ন্যাসী, অথবা জৈন সন্ন্যাসী। জৈন সন্ন্যাসীদেরই বিশেষভাবে 'শ্রমণ' বা 'যতি' বলা হয়। রামায়ণ মহাকাব্যের সংকলন কালে ভারতে জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মের যে প্রসার হয়েছিল, তার প্রমাণ আছে।

৯। ষড়ঙ্গবেদ : বেদের ছয়টি অঙ্গ—শিক্ষা (উচ্চারণ বিধি), কল্প (যজ্ঞবিধি), ব্যাকরণ, ছন্দঃ (পদ্যের রচনাপ্রণালী) জ্যোতিষ ও নিরুক্ত (শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শক অভিধান বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ)।

১০। যূপকাষ্ঠ : ঋগ্‌বেদে ২১টি যূপকাষ্ঠ বিল্ব—৬, খদির ৬, পর্ণ—৬, শ্লেষ্মাতক—১, উদুম্বর—১, দেবদারু—১। এখানে উদুম্বরের পরিবর্তে দিষ্ট—১ বলা হয়েছে।

১১। পর্ণী—পলাশ গাছ।

১২। শ্লেষ্মাতক—চালতা অথবা শেওড়া গাছ।

১৩। দিষ্ট—দারু হরিদ্রা গাছ।

১৪। অরত্নি—এক হস্ত পরিমাণ, কনুই থেকে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্যন্ত দৈর্ঘ্য।

১৫। গরুড়াকৃতি অগ্নি: অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্যে গরুড়ের আকৃতিবিশিষ্ট যজ্ঞগৃহ নির্মাণ করা হত। তার মধ্যে ৫৪ সংখ্যক অগ্নি চয়ন করা হত। মহাভারতে উল্লেখ আছে, দেবতারা গরুড়কে অগ্নি ও সূর্য বলে অভিহিত করেছিলেন।

১৬। অধ্বর্যু: চারশ্রেণীর ঋত্বিকের অন্যতম। অধ্বর্যুর কাজ ছিল যজ্ঞভূমি পরিমাপ, বেদিনির্মাণ, সমিধং আহরণ, অগ্নি প্রজ্বালন প্রভৃতি। এঁরা যজুর্বেদে অভিজ্ঞ হতেন, এজন্যে যজুর্বেদকে অধ্বর্যু বলা হয়েছে।

১৭। উদ্গাতা: চারশ্রেণীর ঋত্বিকের অন্যতম। এঁরা যজ্ঞের সময় সামবেদোক্ত গীতিমন্ত্র গান করতেন। এঁরা সামবেদে অভিজ্ঞ হতেন।

এছাড়া আর একশ্রেণীর ঋত্বিক ছিলেন, তাঁদের নাম 'ব্রহ্মন্', এঁরা অথর্ববেদে অভিজ্ঞ হতেন। ঋত্বিকদের বিস্তৃত পরিচয় সম্পর্কে ২২তম টীকা দ্রষ্টব্য।

১৮-২১। শ্রৌতসূত্র অনুসারে রাজাদের চারজন পত্নী থাকতেন, যেমন—মহিষী—প্রধানা পত্নী, বাবাতা—প্রিয়তমা পত্নী (সুয়োরানী), পরিবৃক্তি—অবহেলিত পত্নী (দুয়োরানী), অপরা বা পালাগলী—অধমা পত্নী।

দশরথের মহিষী—কৌশল্যা, বাবাতা—কৈকেয়ী, পরিবৃক্তি—সুমিত্রা। এখানে 'অপরা'র উল্লেখ থাকলেও তাঁর নাম বা পরিচয় পাওয়া যায় না।

২২। চারশ্রেণীর প্রধান ঋত্বিকের প্রত্যেকের তিনজন করে সহকারী থাকতেন, এইভাবে ১৬ জন ঋত্বিক যজ্ঞ করতেন। সহকারীদের নাম—হোতার সহকারী মৈত্রাবরুণ, আচ্ছাবাক, গ্রাবস্তুত; অধ্বর্যুর সহকারী—প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা, উন্নেতা; ব্রহ্মন্-এর সহকারী—ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, অগ্নীধ্র, পোতা; উদ্গাতার সহকারী—প্রস্তোতা, প্রতিহর্তা, সুব্রহ্মণ্য।

২৩। প্লক্ষ: অশ্বত্থ বা পর্কট (পাকুড়) গাছ।

২৪। বেতস: বেতগাছ।

২৫। কল্পসূত্র: বৈদিক যজ্ঞবিধির বিভিন্ন গ্রন্থের সাধারণ নাম।

২৬-৩৩। চতুষ্টোম, উক্থ্য, অতিরাত্র, জ্যোতিষ্টোম, আয়ুষী, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ, অপ্তোর্যাম:—এই নামগুলি সোমযজ্ঞ ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অন্তর্গত বিভিন্ন বিভাগের নাম। 'চতুষ্টোম'-এর স্থলে 'অগ্নিষ্টোম' নামও দেখা যায়।

৩৪। ব্রহ্মা (ব্রহ্মন্): চারশ্রেণীর ঋত্বিকের অন্যতম। ২২তম টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৫। দিক দান করার অর্থ সকল দিকে ভূমি দান করা।

৩৬। প্রসর্পক: ঋত্বিকদের একশ্রেণীর সহকারী ব্রাহ্মণ। এঁরা ১৬ জন ঋত্বিকের অন্তর্গত ছিলেন না, এবং এঁদের বিশেষ কোনো কাজ ছিল মনে হয় না। 'প্রসর্পক' শব্দের আক্ষরিক অর্থ যজ্ঞভূমিতে প্রবেশকারী।

৩৭। জাম্বুনদ: জম্বুনদ থেকে প্রাপ্ত স্বর্ণ। জাম্বুনদ শব্দের সাধারণ অর্থ স্বর্ণ।

পঞ্চদশ সর্গ

১। অথর্ববেদ: চতুর্থ বেদ। অথর্বা (অর্থবন্)—অগ্নি উপাসনা ও সোমকার্যে অভিজ্ঞ একশ্রেণীর পুরোহিত। কথিত আছে ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রজাপতি অঙ্গিরা সর্বপ্রথম অথর্ববেদ সংকলন করেন। ইনিই প্রথম অথর্বা। ইনিই নাকি অগ্নি ও উপাসনার প্রথম প্রবর্তন করেন। বর্তমানে অথর্ববেদে নানাপ্রকার ব্যাধি ও প্রেতাদি অপসারণ ও মন্ত্রের সংকলন দেখা যায়।

২। পুত্রেষ্টি বা পুত্রীয়েষ্টি: বংশধর-পুত্রকামনায় একপ্রকার যজ্ঞ।

ষোড়শ সর্গ

১। দশরথের পায়স প্রদান: দেখা যাচ্ছে দশরথ ১৬ ভাগের ৮ ভাগ পায়স কৌশল্যাকে, ৬ ভাগ সুমিত্রাকে এবং দুভাগ মাত্র কৈকেয়ীকে দিয়েছিলেন। এর থেকে প্রমাণ হয়, দশরথ তরুণী রূপসী ভার্যা কৈকেয়ীর প্রতি যতই আসক্ত থাকুন না কেন, চরিত্রগুণে মহীয়সী সুমিত্রার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধের হানি ছিল না। পায়স প্রদানের ব্যাপারে কৃত্তিবাস সুমিত্রাকে অন্য দুই মহিষীর কৃপাপাত্রী করে দশরথের প্রতি অবিচার করেছেন।

সপ্তদশ সর্গ

১-৯: অপ্সরা, গন্ধর্ব, যক্ষ, পন্নগ, বিদ্যাধর, কিন্নর, সিদ্ধ, উরগ, চারণ:—এঁরা এক এক শ্রেণীর অর্ধদেব বা দেবতুল্য প্রাণী।

১০। কুবের: যক্ষরাজ ও ধনাধিপতি। বিশ্রবা ঋষির ঔরসে ইলবিলার গর্ভে এঁর জন্ম হয়। রাক্ষসরাজ রাবণ এঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

১১। বিশ্বকর্মা: বিখ্যাত দেবশিল্পী। প্রভাস নামক বায়ুর ঔরসে যোগসিদ্ধার গর্ভে এঁর জন্ম হয়। ইনি বৃত্রাসুরের বধের জন্যে দধীচির অস্থিদ্বারা বজ্র নির্মাণ করেছিলেন।

১২। অশ্বিনীকুমারদ্বয়: বিখ্যাত যমজ স্বর্গবৈদ্য, এঁদের একজনের নাম

নাসত্য ও অন্য জনের নাম দস্র। ঋক্‌বেদে এঁদের বিচিত্র জন্মকাহিনী আছে। এঁরা অশ্বিনীনক্ষত্রমণ্ডলের অধিপতি এবং সুখ ও নিরাময়ের দেবতা।

১৩। বরুণ: জলাধিপতি এবং পশ্চিমদিকের অধিপতিদেবতা। এঁর বিখ্যাত অস্ত্রের নাম 'পাশ'।

১৪। পর্জন্যদেব: মেঘ ও বৃষ্টির দেবতা। বহুস্থলে ইন্দ্রকে 'পর্জন্য' বলা হয়েছে। এখানে অবশ্য ইনি ইন্দ্র হতে পারেন না।

১৫। পবন: বিখ্যাত বায়ুর অধিপতি ও উত্তর-পশ্চিমদিকের অধিপতি দেবতা। উনপঞ্চাশ জন মরুৎ-দেবতা এঁর অধীন।

১৬। গরুড়: বিখ্যাত পক্ষিরাজ। ইনি মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে বিনতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

১৭। গোপুচ্ছ বা গোলাঙ্গুল: গোরুর মতো পুচ্ছবিশিষ্ট একশ্রেণীর কৃষ্ণবর্ণ বানর।

১৮। তার্ক্ষ্য: একশ্রেণীর অশ্ব বা পক্ষিদেবতা।

১৯। কিম্পুরুষ: কিন্নর, একশ্রেণীর অর্ধনর অর্ধঅশ্ব দেবযোনি।

২০। ঋক্ষবান পর্বত: বিন্ধ্যপর্বতের পশ্চিমাংশের প্রাচীন নাম ছিল 'বিকৃস', মনে হয় তাকেই ঋক্ষবান পর্বত বলা হয়েছে।

অষ্টাদশ সর্গ

১। প্রোষ্ঠপাদ নক্ষত্র: পূর্বভাদ্রপদ ও যুগ্ম নক্ষত্র।

২-৩।' সূত: মাগধ ও বন্দী (বন্দিন্): তিন শ্রেণীর চারণকবি। এঁরা রাজার এবং রাজবংশের বন্দনা গান করতেন। এদের মধ্যে 'সূত'রা রথচালনাও করতেন। মনুসংহিতা অনুসারে 'সূত'রা ছিলেন ক্ষত্রিয় পিতা ও ব্রাহ্মণী মাতার গর্ভজাত, 'মাগধ'-রা বৈশ্য পিতা ও ক্ষত্রিয়া মাতার গর্ভজাত এবং 'বন্দী'-র ছিল ক্ষত্রিয় পিতা ও শূদ্রা মাতার গর্ভজাত। দশরথের প্রধান অমাত্য ও সারথি সুমন্ত্র ছিলেন সূত-বংশীয়।

৫। বিশ্বামিত্রের বংশ পরিচয়: ৫১ সর্গ ১৭-১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৬-৭। বিশ্বামিত্রের রাজর্ষিত্ব ও ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভের কাহিনী ৫২-৫৬ সর্গ দ্রষ্টব্য।

উনবিংশ সর্গ

১। কাকপক্ষ: ক্ষত্রিয় বালকদের এক ধরণের কেশসংস্কার রীতি। বালকের প্রথম মস্তক মুণ্ডনের সময়, দুইকানের পাশে প্রত্যেক ধারে তিন বা পাঁচটি চুলের গোছা রেখে দেওয়া হত। এগুলি অনেকটা কাকপক্ষের মতো দেখতে হত বলে এই নাম।

বিংশ সর্গ

১। অক্ষৌহিণী : এক অক্ষৌহিণী সেনাবাহিনীতে থাকত ২১৮৭০ হস্তী ২১৮৭০ রথ, ৬৫৬১০ অশ্ব, এবং ১০৯৩৫০ পদাতিক। ১ অক্ষৌহিণী = ১০ অনিকী, অনিকিনী। ১ অনিকিনী = ২৭ বাহিনী। একে চতুরঙ্গ (চার অঙ্গযুক্ত) সেনাবাহিনী, বলা হয়েছে।

২-৩। রাবণের বংশপরিচয় : প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র মহর্ষি পুলস্ত্য, তাঁর পুত্র পৌলস্ত্য বা বিশ্রবা। বিশ্রবার ঔরসে ইলবিলার গর্ভে বৈশ্রবণ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পরে ধনাধিপতি কুবের হয়েছিলেন। বিশ্রবার অপর পত্নী কৈকসী বা নিকসার গর্ভে জন্মে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, শূর্পণখা ও বিভীষণ। উত্তরকাণ্ডে এর বিস্তৃত বিবরণ আছে।

৪। পতগ ও পন্নগ : বিশালকায় পক্ষী ও সরীসৃপরূপী দৈত্যযোনি বিশেষ।

৫। সুন্দ ও উপসুন্দ : মহাভারতে সুন্দ ও উপসুন্দের যে কাহিনী আছে তাতে দেখা যায় এরা ছিল নিসুন্দ দৈত্যের পুত্র। অপূর্ব সুন্দরী তিলোত্তমার জন্যে পরস্পর যুদ্ধ করে এরা নিহত হয়। কিন্তু বালকাণ্ডের ২৪-২৫ সর্গে দেখা যায় সুন্দের পিতা জম্ভ নামক দৈত্য, এবং অগস্ত্য ঋষি সুন্দকে বিনাশ করেছিলেন। মারীচ সুন্দের পুত্র এবং তাড়কার গর্ভজাত সুবাহু উপসুন্দর পুত্র। উপসুন্দরের আর কোনো বিবরণ নাই। মনে হয় এরা মহাভারতের সুন্দ ও উপসুন্দ থেকে পৃথক ব্যক্তি।

একবিংশ সর্গ

১। মূলে আছে 'ইষ্টাপূর্ত বধঃ'—ইষ্ট ও—যোগ, পূর্ত বাপীকূপ প্রভৃতি নির্মাণ।

২। অগ্নি দ্বারা অমৃত সুরক্ষিত

৩. দক্ষ প্রজাপতির

দ্বাবিংশ সর্গ

১। কাকপক্ষ : ১৯ সর্গের ১ম টীকা দ্রষ্টব্য।

২। অশ্বিনীকুমারদ্বয় : ১৭শ সর্গের ১২শ টীকা দ্রষ্টব্য।

৩। গোধা : ধনুর ছিলায় আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্যে আঙুলের উপর ছড়ানো চামড়ার আবরণ গোধা (গো-সাপ)-এর চামড়ায় তৈরি।

৪। পাবকৌ : বিষ্ণুপুরাণে আবার অগ্নির তিন পুত্র—পাবক, পবমার্গ ও শুচি। এদের মধ্যে দুই পুত্র এখানে উদ্দিষ্ট।

৫। (শ্লোকার্ধ) অধ্যর্ধযোজন : একের অধিক অর্ধ সার্ধ দেড় যোজন ছয় ক্রোশ (চার ক্রোশে এক যোজন)।

ত্রয়োবিংশ সর্গ

১। গঙ্গা স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল তিন পথে গমন করেছেন বলে তাঁর ত্রিপথগা নাম হয়েছে। স্বর্গে গঙ্গার নাম মন্দাকিনী, মর্ত্যে গঙ্গা বা ভাগীরথী এবং পাতালে ভোগবতী। গঙ্গার উৎপত্তিকাহিনী ৩৫ সর্গে দ্রষ্টব্য।

চতুর্বিংশ সর্গ

১। মানসসরোবর—বর্তমানে তিব্বতে অবস্থিত।

২—৩। সরযূ—অপর নাম ঘর্ঘরা (গেগেরা), বিহারের ছাপরার দক্ষিণে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হচ্ছে।

৪। ধব=ধবল, ধাওয়া গাছ।

৫। অশ্বকর্ণ—শালগাছ, এই গাছে পাতাগুলি অশ্বের কর্ণের মতো দেখতে বলে এই নাম।

৬। ককুৎ=অর্জুন গাছ।

৭। তিন্দুক—গাব গাছ।

৮। পাটল—সেগুন গাছ।

৯। বদরী=কুল গাছ।

১০। পাকশাসন=ইন্দ্র 'পাক' নামক দৈত্যকে বিনাশ করেছিলেন বলে তাঁর নাম হয়েছিল পাকশাসন।

১১। যোজন—যোজন সম্বন্ধে কয়েক রকম মাপ পাওয়া যায়, যেমন ২½ মাইল, ৪ মাইল, ৯ মাইল প্রভৃতি। তবে ১ যোজন=৪ ক্রোশ বা প্রায় ৯ মাইল মাপটি ঠিক বলে মনে হয়।

ষড়্‌বিংশ সর্গ

১। চৈত্ররথ কানন=গন্ধর্ব চিত্ররথের দ্বারা রক্ষিত কুবেরের অতি রমণীয় কাননের নাম।

একোনত্রিংশ সর্গ

১। বামন—বামনরূপী বিষ্ণু যিনি দৈত্যকে পাতালে প্রেরণ করেছিলেন।

২। অগ্নিহোত্র=গৃহস্থ ব্রাহ্মণের নিত্য কর্তব্য অগ্নিতে আহুতি প্রদান।

ত্রিংশ সর্গ

১। দর্ভ—কুশ। ২। চমস=সোম পানের জন্যে কাঠের তৈরি এক ধরনের অগভীর পাত্র বা হাতা। ৩। স্রুক—অগ্নিতে ঘৃত প্রদানের জন্যে এক ধরনের কাঠের হাতা। ৪। সমিধ—যজ্ঞ কাষ্ঠ।

একত্রিংশ সর্গ

১। নাভিঃ ধনুর জ্যা-এর মধ্যস্থলে শর রোপণের স্থান। শরস্থাপনের জন্যে এখানে একটি বিশেষ ব্যবস্থা থাকে, তাকেই নাভি বলে।

২। শোণ নদী —এই নদী ছোট নাগপুর পর্বত শ্রেণীতে উৎপন্ন হয়ে পাটনার নিকট গঙ্গাতে পতিত হচ্ছে।

দ্বাত্রিংশ সর্গ

১। কৌশাম্বী—বর্তমান এলাহাবাদের আটশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত 'কোশাম' গ্রামই প্রাচীন কালের বিখ্যাত কৌশাম্বী নগর রূপে চিহ্নিত হয়েছে।

২। গিরিব্রজ—প্রাচীন মগধের রাজধানী। বর্তমানে বিহারের অন্তর্গত রাজগীরের নিকটবর্তী অঞ্চল প্রাচীন গিরিব্রজ রূপে গণ্য হয়েছে।

৩। মগধ—১৩শ সর্গের ৫ম টীকা দ্রষ্টব্য।

মাগধী নদী : অন্য নাম শোণ বা শোণা নদী, ছোটনাগপুর পর্বতশ্রেণীতে উৎপন্ন পাটনার নিকট গঙ্গাতে পতিত হচ্ছে।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ

১। কাম্পিল্যা : বর্তমান রোহিল খণ্ড ও মধ্য দোয়াবের কিছু অংশ নিয়ে পাঞ্চাল রাজ্য গড়ে উঠেছিল। এর দক্ষিণাংশের রাজধানী ছিল—কাম্পিলা বা কাম্পিল্যা।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ

১। কৌশিকী নদী : বর্তমানে কুশী নদী, বিহারের ত্রিহুত জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ

১। জাহ্নবী : গঙ্গার অপর নাম। জাহ্নবীর উপাখ্যান ৭৩ সর্গে দ্রষ্টব্য।

২। মেনা : মহাভারতে এঁর নাম মেনকা।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ

১। শিতিকণ্ঠ : মহাদেবের অপর নাম। শিতি শব্দের অর্থ শুভ্রবর্ণ অথবা নীল বা কৃষ্ণবর্ণ। মহাদেবের রজত শুভ্রবর্ণের জন্যে তাঁর শিতিকণ্ঠ নাম সার্থক হতে পারে, অথবা হলাহল পানের জন্যে তাঁর কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করায় তাঁর শিতিকণ্ঠ (নীলকণ্ঠ) নাম সার্থক।

২। বৃষভধ্বজ : মহাদেবের অপর নাম। তাঁর পতাকায় বৃষভের চিত্র অঙ্কিত থাকত বলে তাঁর নাম বৃষভধ্বজ হয়েছে।

সপ্তত্রিংশ সর্গ

১। রঙ্গ: রাং (tin নামক কোমল ধাতু)।

অষ্টত্রিংশ সর্গ

১। বর্তমানে বেরার জেলায় অবস্থিত ছিল প্রাচীন বিদর্ভ রাজ্য।

চত্বারিংশ সর্গ

১। পৃথিবী ভগবান বিষ্ণু (মাধব) এর পত্নীরূপে কল্পিত, এজন্যে পৃথিবীর অপর নাম মাধবী দেবী।

২। রামায়ণের সর্বত্র তেত্রিশ জন দেবতার উল্লেখ আছে। এঁরা হচ্ছেন ৮ জন বসু, ১১ জন রুদ্র, ১২ জন আদিত্য এবং ২ জন অশ্বিনীকুমার।

ঋগ্‌বেদে ত্রিভুবনের প্রত্যেকের অধিপতিরূপে ১১ জন করে এই ৩৩ জন দেবতার উল্লেখ করা হয়েছে। এই তেত্রিশ জন দেবতাই কি পরে তেত্রিশ কোটিতে পরিণত হয়েছিলেন?

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ

১। শিশুমার — শুশুক।

২। বিমান — আকাশ যান।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ

১। বিশালা: বর্তমানে বিশারা পরগণা হাজিপুর ও মজঃফরপুরের মধ্যবর্তী।

২। বারুণী: সুরার দেবীরূপে কল্পিত।

৩-৪। সুর ও অসুর: সুর শব্দের অর্থ সুরাগ্রহণকারী, এবং অসুর শব্দের অর্থ সুরাবর্জনকারী।

৫। অসুর ও রাক্ষস পৃথক জাতি বা সম্প্রদায়রূপে কল্পিত হয়েছে।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ

১। শত পর্ব: ইন্দ্রের বজ্রে একশত পর্ব (লৌহময় কণ্টক) যুক্ত ছিল।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ

১। মারুত: ইন্দ্রের 'মারুদ, বা মরুদ' থেকে 'মারুত' কথাটির উৎপত্তি।

একোনপঞ্চাশ সর্গ

১। এখানে বক্তব্য এই যে ইন্দ্র যদি গৌতমের তপস্যার বিঘ্ন না ঘটাতেন তবে তিনি ইন্দ্রলোক অধিকার করতে পারতেন।

২। পিতৃদেবগণ: অগ্নিষ্বাত্ত প্রভৃতি সাতজন দেবতাকে পিতৃদেব বলা হয়।

পঞ্চাশ সর্গ

১। কাকপক্ষ: ১৯শ সর্গের ১ম টীকা দ্রষ্টব্য।

একপঞ্চাশ সর্গ

১। বালখিল্য : এক শ্রেণীর অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ ঋষি, এঁরা ব্রহ্মার দেহ থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন, এঁদের সংখ্যা ৬০ হাজার। মহাভারতেও এঁদের কথা আছে

২। বৈখানস : বাণপ্রস্থ-অবলম্বী ঋষি।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ

১। শবলা : অন্য নাম সুরভি

২। ষড়রস : মধুর, অম্ল, লবণ, কটু (ঝাল) তিক্ত ও কষায় এই ছয়টি রস।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ

১। লাজ = খই। ২। মৈরেয় : এক প্রকার মদ্য, শুশ্রুত অনুসারে সুরা ও আসবের মিশ্রণ। ৩। সূপ = ঝোল।

৪। মূলে আছে দধিকুল্যা—দধির নদী অর্থাৎ দধিপূর্ণ বৃহৎ পাত্র।

৫। খাণ্ডব—মিছরি। ৬। গৌড—গৌড়ীয়মদ্য, গুড় থেকে তৈরি মদ্য।

৭। বিশ্বামিত্রের বক্তব্য এই যে রত্নের উপর রাজার অধিকার আছে। শবলা একটি রত্ন, সুতরাং শবলা তাঁরই প্রাপ্য। বিশ্বামিত্রের সুচতুর ও সরস যুক্তিপ্রয়োগ লক্ষণীয়।

৮। হব্য : দেবতাকে প্রদত্ত উপচার ৯। কব্য—পিতৃপুরুষকে প্রদত্ত অন্ন।

১০। অগ্নিহোত্র : গৃহস্থ ব্রাহ্মণের নিত্য কর্তব্য অগ্নিতে আহুতি প্রদান।

১১। স্বাহাকার ও বষটকার : যজ্ঞকালে 'স্বাহা' 'স্বধা' ও 'বষট্' (hail) মন্ত্র উচ্চারণ করে ইন্দ্রাদি দেবতাকে আবাহন।

১২। মূলে আছে দর্শ=চন্দ্রের প্রথম দর্শন অর্থাৎ প্রতিপদ তিথি (new moon)

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ

১। পহ্লব (বা কাম্বব) : পার্থীয় (Parthians) বা পারস্য দেশীয় (Persians) লোক। বরাহ পুরাণ অনুসারে এরা এক ধরনের পতিত ক্ষত্রিয়।

২। শক : এরা তাতার (Tartar) বা ইণ্ডো সিথীয় (Indo-Scythians) গোষ্ঠীর লোক। আর্যদের পূর্বেই এরা দলে দলে উত্তর ভারতে প্রবেশ করে এবং বহুস্থানে রাজ্য বিস্তার করে। গুপ্তবংশীয় বিখ্যাত রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (বিক্রমাদিত্য) এদের দমন করে 'শকারি' উপাধি লাভ করেন।

৩। যবন : যবন শব্দের দ্বারা রামায়ণ ও তার পূর্বকালে প্রধানত আইওনীয় (Ionians) বা সাধারণভাবে গ্রীক (Greeks) দের বোঝানো হত। পরবর্তীকালে মুসলমান এবং যে কোনো ইউরোপীয় জাতিকে যবন নাম দেওয়া হয়েছে।

৪। পট্টিশ: এক ধরণের বর্শা।

৫। কম্বোজ: ষষ্ঠ সর্গের ১ম টীকা দ্রষ্টব্য।

৬। বর্বর: প্রাচীন বার্বার (Barbarians) দেশীয় লোক। রামায়ণ ও মহাভারতে যে কোনো অনার্য জাতীয় লোককে 'বর্বর' বলা হয়েছে।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ

১-৩। ম্লেচ্ছ, হারীত, ও কিরাত: ম্লেচ্ছ ও বর্বর শব্দ প্রায় সমার্থক ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। রামায়ণ-মহাভারতে যে-কোনো বিদেশীয় জাতিকে ম্লেচ্ছ নামে সূচিত করা হয়েছে। হারীত—এক ধরনের অনার্য জাতি। কিরাত—এক ধরণের পার্বত্য জাতি যারা প্রধানত পশুশিকার করে জীবিকা নির্বাহ করত। এরা মনে হয় প্রাচীন kirrhadae জাতি।

৪। সাঙ্গোপাঙ্গ মন্ত্র: ধনুর্বেদের প্রধান শাস্ত্র এবং তার শাখা ও প্রশাখা।

৫। চন্দ্রের পর্বকাল: অমাবস্যা ও পূর্ণিমা।

একোনষষ্টিতম সর্গ

১। মূলে আছে 'মৃতপা'=শবদেহ রক্ষক চণ্ডাল। এরা শবদেহ পাহারা দেয় এবং শববস্ত্র সংগ্রহ করে।

২। মুষ্টিক: সম্ভবত বর্তমান ডোম্ব বা ডোম জাতি, চণ্ডালদের এক শাখা।

৩। নিষাদ—ব্যাধ জাতি।

ষষ্টিতম সর্গ

১। স্রুব—যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপের জন্যে একরকম কাঠের হাতা।

২। পাকশাসন: 'পাক' নামক দৈত্যকে বিনাশ করেছিলেন বলে ইন্দ্রের নাম পাকশাসন হয়েছে।

৩। মূলে আছে বৈশ্বানর পথাদ্ বহিঃ। বৈশ্বানর শব্দের অর্থ অগ্নি বা সূর্য। এখানে বৈশ্বানর পথ বলতে সূর্য পরিক্রমণ পথের কথা বলা হয়েছে। এখানে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে সৌরমণ্ডলের বাহিরেও যে অন্যান্য নক্ষত্রমণ্ডল আছে তা প্রাচীন ভারতীয়রা ধারণা করতে পেরেছিলেন। কিন্তু এমন অস্তিত্ব স্বাভাবিক মনে না হওয়ায় অস্বাভাবিক উপায়ে তাদের সৃষ্টির কল্পনা করা হয়েছে।

একষষ্টিতম সর্গ

১। পুষ্করতীর্থ: আজমীর জেলায় অবস্থিত 'পোখর' নামক স্থানে প্রাচীন পুষ্করতীর্থ অবস্থিত ছিল মনে করা হয়।

২। যজ্ঞের পশু: যজ্ঞের বলির জন্যে মানুষ.

৩। ঋচীক: ইনি বিশ্বামিত্রের ভগিনীপতি, সত্যবতীর স্বামী। ৩৪ সর্গে এঁর উল্লেখ আছে।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ

১। শুনঃশেপ বিশ্বামিত্রের ভগিনী সত্যবতীর পুত্র।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ

১। কৌশিকী নদী: বর্তমানে কুশী নদী, বিহারের ত্রিহুত জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত।

২। উত্তর পর্বত: হিমালয় পর্বত।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ

১। ওঁকার: প্রণব মন্ত্র।

২। বষট্‌কার: অগ্নিতে আহুতি দান মন্ত্র।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ

১। দেবরাত: ৭১ সর্গের ৬ষ্ঠ শ্লোকে এঁকে নিমির ৫ম বংশধর বলা হয়েছে।

২। সীতা শব্দের এক অর্থ হল কর্ষণ রেখা (furrow)। ঋগ্‌বেদে সীতাকে কৃষিদেবী রূপে বর্ণনা ও বন্দনা করা হয়েছে।

৩। অযোনিজা: মাতৃগর্ভ থেকে যাঁর জন্ম হয় নি।

৪। বীর্যশুল্কা: বীর্য প্রকাশরূপ শুল্ক (পণ) দিয়ে যাঁকে লাভ করতে হবে।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ

১। মঞ্জুষা: পেটিকা, সিন্দুক।

২। 'জনক' মিথিলা রাজগণের বংশগত উপাধি ছিল। ৭১ সর্গের ৮র্থ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

সপ্ততিতম সর্গ

১। যন্ত্রফলক: নগর রক্ষার জন্যে একরকম যান্ত্রিক ব্যবস্থা।

২। কুলপুরোহিত কুলদেবতারূপে গণ্য হতেন।

৩। কালিদাসের রঘুবংশে এবং পুরাণে দশরথের বংশতালিকা কিছু অন্যরকম আছে।

একসপ্ততিতম সর্গ

১-২। মিথি থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী রাজারা সকলেই জনক নামে পরিচিত হন। অর্থাৎ মিথিলা রাজগণের কৌশিক উপাধি হয় 'জনক'। উত্তররামচরিতে পাওয়া যায় সীতার পালক পিতা 'জনকে'র প্রকৃত নাম ছিল সীরধ্বজ বা লাঙ্গলধ্বজ।

মনে হয় তাঁর পতাকার চিহ্ন ছিল সীর (লাঙ্গল)। মিথির নাম অনুসারে তাঁর রাজধানীর নাম হয় মিথিলা।

৩। দেবরাত: এঁর নিকট দেবতারা 'হরধনু' গচ্ছিত রাখেন। ৬৬ সর্গে এঁকে কিন্তু নিমির জ্যেষ্ঠ পুত্র বলা হয়েছে। এখানে দেখা যায় ইনি তাঁর পঞ্চম বংশধর।

৪। মূলে আছে ধুরমাবহম্। ধুর শব্দের অর্থ রথচক্রের অক্ষদণ্ড, এখানে রাজ্যের ভার অর্থ সূচিত করছে।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ

১। প্রজাপতি ভগ: ইনি একজন আদিত্য, ইনি প্রেম ও বিবাহের দেবতা বলে বর্ণিত।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ

১। বিজয়মুহূর্ত: জ্যোতিষ মতে দিনের একটি শুভ মুহূর্তের নাম।

২। কৌতুকমঙ্গল: বিবাহের পূর্বে করণীয় একটি মঙ্গলাচার, যাতে বর ও বধূর হাতে কৌতুক (মঙ্গল সূত্র) বাঁধা হয়।

৩। মূলের 'প্রপা' শব্দের অর্থ জল সংরক্ষণ পাত্র বা স্থান। এখানে মনে হয় জলবেষ্টিত স্থানের কথা বলা হয়েছে।

৪। শরাব: অগভীর মাটির পাত্র, সরা। ৫-৬। স্রুব ও স্রুক্: অগ্নিতে ঘৃতাহুতির জন্যে দু-ধরনের কাঠের হাতা। স্রুব—দুই প্রান্তে মুখ যুক্ত হাতা, স্রুক্—এক প্রান্তে হস্তাকৃতি যুক্ত হাতা। ৭। লাজ—খই। ৮। অক্ষত—আতপচাল। ৯। দর্ভ—কুশ।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ

১। পরশুরামের বংশপরিচয়: ভৃগু—ঋচীক—জমদগ্নি—পরশুরাম।

২। পরশু—কুঠার। জামদগ্ন্যের প্রকৃত নাম রাম। ইনি সর্বদা পরশু ধারণ করতেন বলে এঁর নাম হয়েছিল পরশুরাম।

৩। পরশুরামের পিতৃবধ সম্পর্কে ৭৫ সর্গের ২৩-২৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ

১। অর্জুন: ইনি কার্তবীর্যার্জুন নামে বিখ্যাত। ইনি হৈহয়বংশীয় রাজা ছিলেন। এঁর পিতার নাম কৃতবীর্য। উত্তরকাণ্ডে এঁর কথা বিস্তীতভাবে আছে।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ

১। পরশুরামের পিতামহ ঋচীক বিশ্বামিত্রের ভগিনীপতি।